মনুসংহিতা

সুলভ সংস্করণ

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদেশ

মনুসংহিতা

[মূল, ব্যাখ্যাশ্রয়ী বঙ্গানুবাদ, ও শ্লোকসূচী সহ]

(সুলভ সংস্করণ)

সম্পাদনা ও অনুবাদ

ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী

প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়;
সভাপতি, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা;
সম্পাদক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীবলরাম প্রকাশনী

১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা — ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ ঃ

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের উদ্দেশ্যে

নিবেদন

ভারতীয় সাহিত্যে বেদ ও গীতার পরই মনুসংহিতার স্থান নির্দেশ করা যায়। আবার সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। ভারতীয় ঋষিদের বিশ্বাস — মনুসংহিতায় সমস্ত বেদার্থ নিহিত রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতির বিচিত্র আধার এই মনুসংহিতা-গ্রন্থটি। সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরেও মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতির চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনও এই চর্চা অব্যাহত। ভারতবর্ষের সর্বত্র মনুসংহিতার বিধান শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হয়েছে। রাজনীতি, দায়ভাগ, দণ্ডবিধান ও আইনসংক্রান্ত যে সব বিষয় মনুসংহিতায় আলোচিত হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নি। যবদ্বীপে এপর্যন্ত যে সমস্ত আইনশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার মূল উৎসই ছিল মনুসংহিতা। ঐ দেশে 'কুটার-মানব', 'স্বরজম্বু' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মনুসংহিতাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। যবদ্বীপে অন্যান্য সাহিত্যেও মনুসংহিতার অসামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের দ্বারা মনুসংহিতা-চর্চার দিকে দৃষ্টি দিলে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। Sir William Jones, G. C. Haughton, Arthur Coke Burnell, Edward W. Hopkins, George Buhler প্রমুখ মনীষীরা মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 'Lois de Manou' এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'Les lois de Manou' নামে মনুসংহিতার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদকদ্বয় হলেন যথাক্রমে A. Loiseleur - Deslongchamps এবং G. Strechly. ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে S. D. Elmanevich রুশভাষায় মনুসংহিতার অনুবাদ করেন। গঙ্গানাথ ঝা মেধাতিথি ও অন্যান্য টীকাকারদের ভাষ্য আশ্রয় ক'রে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। এটি একটি অসামান্য কৃতি। মন্মথনাথ দত্ত অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে মনুসংহিতারও ইংরাজী অনুবাদ করেন।

বাংলা ভাষাতেও মনুসংহিতার অনেক অনুবাদ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনুবাদকেরা হলেন— শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, **পঞ্চানন তর্করত্ন**, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সাম্প্রতিককালে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়কৃত মনুসংহিতা ও তার উপর মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদ একটি তুলনাহীন কীর্তি। বর্তমান সংস্করণের অনুবাদটি মূলতঃ সপ্ততীর্থমহাশয়ের অনুদিত বিশাল গ্রন্থটির সাহায্য নিয়েই চলিত ভাষায় রচিত। কিছুকাল আগে আমার দ্বারা সম্পাদিত ও বাংলা অনুবাদ-সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ 'মনুসংহিতা' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সর্বত্র কুল্লূকভট্টের টীকা দেওয়া হয়েছে এবং সপ্তম অধ্যায়ে মূল মেধাতিথিভাষ্যও সংযোজিত হয়েছে।

বর্তমান সুলভ সংস্করণটি সর্বসাধারণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। গ্রন্থকলেবর হ্রাস করার জন্যই এই প্রয়াস। গ্রন্থপরিকল্পনার ব্যাপারে আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা পিয়ালী প্রহরাজ মাঝে মধ্যে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার পরম উপকার-সাধন করেছেন। অধ্যাপিকা বিজয়া গোস্বামী ও অধ্যাপিকা শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি নানা সময়ে নানাভাবে আমাকে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে উৎসাহিত করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বইমেলা, ১৪১২
কলকাতা - ৭০০ ০৩২

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মনুসংহিতার অধ্যায়ানুযায়ী বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিপ্রকরণ

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ পরিমাণ	৬৯-৭০
দৈবযুগ পরিমাণ	৭১
ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি পরিমাণ	৭২
অহোরাত্র-বেত্তা	৭৩
মনের সৃষ্টি	৭৪
মন থেকে আকাশের সৃষ্টি ও শব্দ আকাশের গুণ	৭৫
আকাশ থেকে বায়ুর সৃষ্টি	৭৬
বায়ু থেকে অগ্নির সৃষ্টি	৭৭
অগ্নি থেকে জলের ও জল থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি	৭৮
মন্বন্তর	৭৯-৮০
সত্যযুগে চতুষ্পাদ্ধর্ম	৮১
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে ধর্মের এক এক পাদ হানি	৮২
যুগভেদে মানুষের পরমায়ু	৮৩-৮৪
যুগপরিবর্তনে ধর্মের পরিবর্তন	৮৫-৮৬
ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্মনিরূপণ	৮৭
ব্রাহ্মণের কর্ম	৮৮
ক্ষত্রিয়ের কর্ম	৮৯
বৈশ্যের কর্ম	৯০
শূদ্রের কর্ম	৯১
পুরুষদেহের পবিত্রতা	৯২
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ	৯৩
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি	৯৪-৯৫
বুদ্ধি ও কর্মাদি ভেদে প্রাণীদের ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতা বৃদ্ধি	৯৬
ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম ও ব্রহ্মত্ব ভেদে শ্রেষ্ঠত্ব	৯৭-৯৮
ব্রাহ্মণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব	৯৯
ব্রাহ্মণের সমস্ত সম্পত্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতা	১০০-১০১
ধর্মশাস্ত্র রচনার উদ্দেশ্য	১০২
ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-অধ্যয়ন-অধ্যাপনার অধিকার	১০৩
মনুসংহিতা-পঠনের ফল	১০৪-১০৬
মনুসংহিতোক্ত বিষয়	১০৭
শাস্ত্রোক্ত সদাচারপরায়ণতাই প্রধান ধর্ম	১০৮
আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের নিষ্ফলতা	১০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মানুষ্ঠানপ্রকরণ

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
চাতুর্বর্ণে জ্যেষ্ঠত্বের লক্ষণ	১৫৫
বিদ্বানই বৃদ্ধ	১৫৬
মূর্খের নিন্দা	১৫৭-১৫৮
শিষ্যের প্রতি অধ্যাপকের কর্তব্য	১৫৯
বাক্ ও মনঃসংযমের ফল	১৬০
কায়মনোবাক্যে পরদ্রোহাদি অকর্তব্য	১৬১
মানাপমানে ব্রাহ্মণের উপেক্ষা ও অপমানকারীর পাপ-ফল	১৬২-১৬৩
দ্বিজাতির বেদাধ্যয়ন বিধি	১৬৪-১৬৫
স্বাধ্যায়ই তপস্যা	১৬৬
বেদাঙ্গ-স্মৃত্যাদি অধ্যয়নের পূর্বে বেদাধ্যয়নই বিধি	১৬৭-১৬৮
উপনয়নে পুনর্জন্ম লাভ ও বেদোক্ত কর্মে অধিকার	১৬৯-১৭১
অনুপনীতের বেদে অনধিকার	১৭২
উপনীতের কর্তব্য	১৭৩
চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতে মেখলাদি ধারণ	১৭৪
গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য	১৭৫-১৯১
শিষ্যের কর্তব্য	১৯২-২১২
স্ত্রীলোকসম্বন্ধে সতর্কতা	২১৩-২১৭
গুরুসেবাদ্বারা শিষ্যের বিদ্যালাভ	২১৮
ব্রহ্মচারীর নিদ্রার নিয়ম	২১৯-২২২
স্ত্রী ও শূদ্রের মঙ্গলজনক কার্যে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য	২২৩
শ্রেয়ঃপদার্থ	২২৪
গুরুজণের প্রতি কর্তব্য	২২৫-২২৬
পিতা, মাতা ও আচার্যের প্রতি কর্তব্য	২২৭-২৩৭
নীচকুলাদি থেকেও বিদ্যাদিগ্রহণ	২৩৮-২৪০
আপৎকালে ক্ষত্রিয়াদির নিকট অধ্যয়ন	২৪১-২৪২
আমরণ গুরুসেবা	২৪৩
গুরুশুশ্রূষার ফল	২৪৪
ব্রতান্তে গুরুদক্ষিণা	২৪৫-২৪৬
আচার্যের মৃত্যুতে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারীর কর্তব্য	২৪৭-২৪৮
যাবজ্জীবন গুরুকুলসেবায় উত্তম গতি	২৪৯

তৃতীয় অধ্যায়

—ধর্ম-সংস্কার-প্রকরণ—

চতুর্থ অধ্যায়

—ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যাশ্রম-ধর্মপ্রকরণ—

পঞ্চম অধ্যায়

—ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেক, অশৌচনির্ণয়, দ্রব্যশুদ্ধি ও যোষিদ্ধর্ম—

ষষ্ঠ অধ্যায়

—আশ্রমধর্মানুশাসন—

সপ্তম অধ্যায়

—রাজধর্ম ও রাজ্যরক্ষার্থ উপায়াদিবর্ণন—

অষ্টম অধ্যায়

—রাষ্ট্রনীতি—

নবম অধ্যায়

—স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, দায়বিভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্যাদি-নিরাকরণোপায় ও বৈশ্য-শূদ্রের কর্তব্য—

দশম অধ্যায়

—সমাজনীতি ঃ সঙ্করজাতির উৎপত্তি, চারবর্ণের আপৎকালে বৃত্তি বিধান—

একাদশ অধ্যায়

—প্রায়শ্চিত্তবিধি—

দ্বাদশ অধ্যায়

—মোক্ষধর্ম—

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
রজোগুণের লক্ষণ	৩৬
সত্ত্বগুণের লক্ষণ	৩৭
তম আদি গুণত্রয়ের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা	৩৮
ত্রিগুণের গতি	৩৯-৫২
বিভিন্নপাপে বিভিন্ন যোনি-প্রাপ্তি	৫৩-৮১
মোক্ষসাধন	৮২-৯৩
বেদ অপৌরুষেয়	৯৪
বেদবাহ্য স্মৃতিনিন্দা	৯৫-৯৬
বেদপ্রশংসা	৯৭-১০৬
মানবশাস্ত্ররহস্য	১০৭-১১৯
ব্রহ্মধ্যানের উপযোগিতা	১২০-১২৫
মনুসংহিতা পাঠের ফল	১২৬

।। সূচীপত্র সম্পূর্ণ।।

মনুসংহিতা ঃ প্রাক্‌কথন

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত 'মনুসংহিতা' ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহু আলোচিত গ্রন্থ। ব্যাপক অর্থে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মহাভারত, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি বেদোত্তর গ্রন্থগুলিকে স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতি—এই শব্দদুটি বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৮৫.১০) স্মৃতি-শব্দের উল্লেখ একটি বিশেষ ধরণের শাস্ত্র বোঝাতে দেখা যায়। মনুসংহিতায় (২ অধ্যায়, শ্লোক— ১০) বেদকে 'শ্রুতি' আখ্যা দিয়ে ধর্মশাস্ত্রগুলিকে স্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারত (আদিপর্ব—২ অধ্যায়, শ্লোক—৩৮৩) নিজেকে 'ধর্মশাস্ত্র' নামে পরিচয় দিয়েছে, আবার নানা প্রসঙ্গে বহুবচনে ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োগ করায় অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মহাভারত রচনার বেশ কিছু আগেই এমন কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যা ধর্মশাস্ত্র (বা স্মৃতিশাস্ত্র) জাতীয়। (বনপর্ব—১০৭.৮৩, ২৯৩.৩৪, ৩১৩.৫; শান্তিপর্ব—২৪.১৩; অনুশাসনপর্ব—৯০.৩৪)। মনুসংহিতায়ও (৩.২৩২) বহু ধর্মশাস্ত্রের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার মনে রাখা প্রয়োজন। বেদপরবর্তীকালে বেদের ধর্মের মূল তত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝে, সেখানে নির্দেশিত সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করে, সেগুলির যথাবিধি ব্যবহারের দ্বারা যজ্ঞীয় কর্মানুষ্ঠান দুরূহ হ'য়ে পড়তে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন, বৈদিক মন্ত্রে প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান বেদোত্তরকালে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়েছিল এবং বেদের বহু শাখাও বিলুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আচার ও ধর্মের প্রমাণস্বরূপ মূল বেদগ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য কিছুটা হ্রাস পেলেও পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে এইসব আচার ও ধর্মানুষ্ঠানের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছিল। পুরাণ-সাহিত্যে ধর্মের প্রকৃত চিহ্নরূপে দান, ব্রত, পূর্তাদিক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই পুরাণবর্ণিত ধর্মের যথাযোগ্য অধিকারী তৈরী করার জন্য সদাচার ও সংস্কারসমূহের প্রধানভাবে পরিচায়ক যে শাস্ত্র প্রস্তুত হ'ল, তাকেই 'ধর্মশাস্ত্র' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া প্রাচীনকালের হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি অবশ্যকর্তব্য নিত্যকর্মের প্রকৃতস্বরূপও ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই ধরণের ধর্মশাস্ত্র সাধারণত 'স্মৃতিশাস্ত্র' নামেও পরিচিত এবং এই স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতাদের মধ্যে মনু-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়ে আসছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের পৃথক পৃথক উল্লেখ থাকলেও সামগ্রিক দৃষ্টিতে এ দুটি যে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, মনুসংহিতাই তার প্রমাণ। মনুসংহিতাকে আমরা যেমন ধর্মশাস্ত্রও বলি, তেমনি স্মৃতিশাস্ত্ররূপেও উল্লেখ করি।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ থেকেই আমরা মনু-র উল্লেখ পাই এবং তা থেকে মনুর প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদে (২.৩৩.১৩) ঋষিগণ মরুদ্‌গণের উদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদনের সময় পিতা মনুর সুখপ্রদ ঔষধ মনোনীত করার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অষ্টম মণ্ডলে (৩০.৩) দেবতাদের কাছে ঋষিরা প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তাঁরা যেন পিতা মনু থেকে আগত পথ হতে ভ্রষ্ট না হন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে মনুর যজ্ঞনিবেদনের কথাও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, যেমন, মনো র্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ (৮.৩০.২), যে স্থা মনোর্যজ্ঞিয়াস্তে (১০.৩৬.১০), মনো র্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ (১০.৬৫.১৪) প্রভৃতি। ঋগ্বেদে মনু-র এইরকম বহু উল্লেখ থেকে দেখা যায়, বেশীর

ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি একজন প্রভাবশালী স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের "মনবে শাসদ্ অব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণাং অরংধয়ৎ" (১০।১৩০।৮) মন্ত্রে সায়ণ 'মনবে' শব্দের অর্থ 'মনুষ্যায়' করেছেন।। এইরকম ৩।৩৪।৪ ও ৩।৫৭।৪ মন্ত্রদুটিতেও 'মনবে'-র অর্থ 'মনুষ্যায়' করা হয়েছে। এই মন্ত্রগুলিতে মনুকে 'আদি মানব'রূপে কল্পনা করার প্রয়াস দেখা যায়। আবার ঋগ্বেদেই 'আদি পিতা'রূপে মনুর উপস্থাপনাও করা হয়েছে। যেমন ১।৮০।২৬ মন্ত্রে 'মনুষিগতা' শব্দের প্রয়োগ। সায়ণ এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "প্রজানাং পিতৃভূতঃ মনুঃ" ব্যবহার করেছেন। আবার "স পূর্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্মনূনাং" (১।৯৬।২) মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলেছেন "স অগ্নিঃ মনুনা স্তুতঃ সন্ মানবীঃ সর্বাঃ প্রজা অজনয়ৎ ইত্যর্থ।" অর্থাৎ "অগ্নি মনুর স্তবে তুষ্ট হয়ে মানবী সমস্ত প্রজা জনন করেছিলেন।" এখানে মনুকে 'আদি পিতা' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মনুর পুত্র হলেন নাভানেদিষ্ঠ; এ'কে পৈতৃক সম্পত্তি লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে মনুকে মনুষ্যজাতির জনক, পুরাতন ঋষি, অগ্নিদেবের সংস্থাপক, অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা, কৃতযুগের রাজা প্রভৃতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে মনুকে যোদ্ধারূপেও দেখতে পাই। যেমন, "যয়া মনুর্বিশিশিপ্রং জিগায়" (৫।৪৫।৬); সায়ণ এইমন্ত্রের ভাষ্যে বলছেন—"যয়া চ মনুঃ বিশিশিপ্রং বিগতহনুং শত্রুং জিগায় বিজিতবান্।" যজ্ঞকর্তা মনুর আরও উল্লেখ (১।৩৬।১০) যথা—"য ত্বা দেবাসো মনবে দধু রিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন"; সায়ণের ভাষ্য— "মনোরনুগ্রহায় সর্বে দেবা যজিষ্ঠং পূজ্যং ত্বাম্ ইহ যজনদেশে দধুঃ ধৃতবন্তঃ।" ঋগ্বেদের ১০।৬৩।৭ মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ যজ্ঞকর্তা মনুকে 'বৈবস্বত মনু' বলেছেন এবং ১০।৬২।৮ মন্ত্রে মনুকে 'সাবর্ণি মনু' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণীতে মনুকে পাঁচটি সূক্তের ঋষি বলা হয়েছে এবং সায়ণ এইসব সূক্তের ভাষ্যে মনু-অর্থে বৈবস্বত মনুর উল্লেখ করেছেন। ঋগ্বেদের ৪।২১।১ মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ মনু সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ঋগ্বেদ থেকেও প্রাচীনতর মনে হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ (১০।৪।৩।৩), অথর্ববেদ (৮।১০।২৪) এবং ঋগ্বেদের আরও বহু মন্ত্রে (৯।১১৩।৮; ১০।৫৮।১; ১০।৬০।১০; ১০।১৬৪।২) 'বৈবস্বত মনু'র উল্লেখ পাই। এইসব উদাহরণ থেকে দেখা যায়, বহু নামসম্বলিত মনুর মধ্যে 'বৈবস্বত মনু'ই প্রাচীনতম। মনুসংহিতায় বর্ণিত হয়েছে, মনু বিনয়ধর্মের প্রভাবে রাজা হয়েছিলেন— "পৃথুস্তু বিনয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ"।

তৈত্তিরীয় সংহিতা, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে মনু-র নির্দেশকে 'ভেষজ' বলা হয়েছে। —"যদ্বৈ কিং চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্"; "মনু র্বৈ যৎ কিং চাবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়ৈ"। আবার "সর্বজ্ঞানময়ো বেদঃ সর্ববেদময়ো মনুঃ" উক্তিটির মাধ্যমে মনুর মধ্যে সমস্ত বেদের জ্ঞান নিহিত আছে ব'লে প্রশংসা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি বল্ছেন—"প্রজাপতি মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মনুই প্রজাদের মধ্যে তা প্রচার করেন।"—"প্রজাপতি র্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ" (৩.১১.৪)। তৈত্তিরীয়সংহিতায় মনু থেকেই প্রজা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঐতরেয় ও শতপথব্রাহ্মণে মনুকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে দেখি। মহাভারতে অসংখ্যবার মনু-র উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে কখনো 'স্বায়ংভুব মনু' এবং কখনো বা 'প্রাচেতস মনু'র উক্তি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। শান্তিপর্বে (৩৩৬.৩৮-৪৬) বর্ণিত হয়েছে—পুরুষোত্তম ভগবান্ ধর্মবিষয়ক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন—যার দ্বারা সমগ্র লোকসমাজের পালনীয় ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল (লোকতন্ত্রস্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ততে)। স্বায়ংভুব মনু নিজেও ঐ ধর্মগুলি ([illegible] গ্রন্থ রচনার দ্বারা)

প্রচার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে উশনাঃ ও বৃহস্পতি মনু-স্বায়ংভুবের গ্রন্থ আশ্রয় ক'রে নিজ নিজ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।—

"স্বায়ংভুবেষু ধর্মেষু শাস্ত্রে চৌশনসে কৃতে।
বৃহস্পতিমতে চৈব লোকেষু প্রতিচারিতে।।"

আবার মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতায় বৈবস্বত মনুরও উল্লেখ দেখা যায়। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপদিষ্ট যোগের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্জুনকে বল্‌ছেন—

'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।" (৪.১)

—"ভগবান্ ঐ যোগ পুরাকালে বিবস্বান্‌কে বলেছিলেন এবং বিবস্বান্ নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে বলেছিলেন। পরে বৈবস্বত মনু ঐ যোগ ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দিয়েছিলেন।"

নারদস্মৃতির ভূমিকায় একটু ভিন্ন ভাবে মনুস্মৃতির উদ্ভব কাহিনী পাওয়া যায়। মনু প্রজাপতি মনুষ্যসমাজের উপকারসাধনার্থ চব্বিশটি প্রকরণে বিভক্ত ও একলক্ষ শ্লোকসমন্বিত একটি ধর্মশাস্ত্র রচনা ক'রে দেবর্ষি নারদকে দান করেন। গ্রন্থটি পাঠ ক'রে নারদের মনে হ'ল, এর দৈর্ঘ্যের জন্য জনগণ এটি সহজভাবে পাঠ করতে পারবে না। তাই নারদ বারো হাজার শ্লোকে এর সারমর্ম প্রস্তুত ক'রে মার্কণ্ডেয়কে শিক্ষা দেন; মার্কণ্ডেয় আবার আট হাজার শ্লোকে এগুলিকে সংহৃত ক'রে ভৃগুপুত্র সুমতিকে প্রদান করেন। নানা দিক্ বিচার করে সুমতি এগুলিকে চারহাজার শ্লোকে সংক্ষেপিত করেন। মহাভারতে বর্ণিত উপরিউক্ত কাহিনী ও নারদস্মৃতির বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, এ দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে এবং মহাভারতের বর্ণনায় নারদের উল্লেখ নেই। প্রখ্যাত ভাষ্যকার মেধাতিথি মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন— "নারদশ্চ স্মরতি। শতসাহস্রো গ্রন্থঃ প্রজাপতিনা কৃতঃ স মন্বাদিভিঃ ক্রমেণ সংক্ষিপ্ত ইতি।" এখানে নারদ বলেছেন—'এই গ্রন্থ শতসাহস্র বা লক্ষ সন্দর্ভাত্মক; প্রজাপতি এটি রচনা করেছেন। তারপর ঐ লক্ষ সন্দর্ভটিকে ক্রমে ক্রমে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সংক্ষিপ্ত করেছেন।' ঐ একই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট নারদের উক্তি উল্লেখ ক'রে বলেছেন—ব্রহ্মা প্রথমে স্মৃতিগ্রন্থটি প্রণয়ন করেন; তারপর মনু নিজ ভাষায় তার সারসংক্ষেপ করেন এবং সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটিই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন।

পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা কল্পনা ক'রে সেই সেই দ্বীপে সাতটি জাতির পর্যায়ক্রমে বসতি স্থাপনের উল্লেখ দেখা যায়। এই সাতটি ছিল মূল জাতি। প্রত্যেক মূল জাতির আদি পিতা মনু; ফলে মোট সাতজন মনুর অস্তিত্ব ছিল। এঁরা হলেন—স্বায়ংভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। এঁদের মধ্যে বৈবস্বত মনুকে আর্যজাতির আদি পিতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় এই মনুদের কথা বলা হয়েছে (১.৬১-৬৩)। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, "এইসব মনু ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়—It is the designation of an office. প্রত্যেক মূল জাতির আদি পিতা এক এক জন-মনু এবং তাঁদের নামানুসারেই সেই জাতির জীবিতকালকে 'মন্বন্তর' বলা হয়।" বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে (শ্লোক ৩২-৩৫) দেখি, প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যার দ্বারা মনু-কে সৃষ্টি করেছিলেন। মনু আবার প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে ক্লেশকর তপস্যা করে যে দশজন প্রজাপতি (এঁরা সকলেই মহর্ষি) সৃষ্টি করলেন তাঁরা হলেন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু,

প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। প্রথম অধ্যায়ের অন্যত্র (শ্লোক ৫৮-৫৯) বলা হয়েছে, ব্রহ্মা মনুসংহিতায় আলোচনীয় শাস্ত্র অর্থাৎ বিধিনিষেধসমূহ প্রস্তুত ক'রে প্রথমে মনু-কে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং তারপর মনু তা মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়িয়েছিলেন। ভৃগুমুনি এই সম্পূর্ণশাস্ত্র মনুর কাছে অধ্যয়ন করলেন। চারটি বর্ণের ও সঙ্কর জাতিগণের ধর্মসমূহ জানার উদ্দেশ্যে মনু-সমীপে আগত মহর্ষিদের মনু জানালেন যে, তিনি এইসব শাস্ত্র ভৃগুকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এই ভৃগুই ঐ শাস্ত্র আদ্যোপান্ত সকলকে শোনাবেন। মনুকর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে মহর্ষি ভৃগু খুশী হ'য়ে সকল ঋষিকে তাঁদের জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিতে লাগ্‌লেন—

"ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষি র্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন্ সর্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি।।" (১.৬০)

মনুসংহিতা ভৃগুমুনির দ্বারা কথিত হওয়ার প্রসঙ্গ সমগ্র মনুসংহিতায় দেখা যায়। প্রতিটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে 'ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াম্' কথাটি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানে আমাদের মনে পড়ে 'ঋগ্বেদসংহিতা' কথাটি। 'মনু'র সাথে সংহিতা শব্দটি যোগ হওয়ায় স্বাবাবিকভাবেই মনে হয় পূর্বে মনুকর্তৃক সংগৃহীত শ্লোকগুলিকে পরবর্তীকালে ভৃগু সংকলিত ক'রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। অতএব বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতা যে ঋষি মনুকর্তৃক রচিত মূল গ্রন্থ নয়, তা সহজে অনুমেয়। এখানে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথম শ্লোকের মিতাক্ষরাটীকার একটি অংশ উল্লেখযোগ্য—"যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্যঃ কশ্চিৎ প্রশ্নোত্তররূপং যাজ্ঞবল্ক্যমুনিপ্রণীতং ধর্মশাস্ত্রং সংক্ষিপ্তং কথয়ামাস। যথা মনুপ্রণীতং ভৃগুঃ।" এ থেকে বোঝা যায়, মূল মনুসংহিতার পরবর্তীকালের প্রধান সংস্কারক ও প্রচারক ছিলেন ভৃগু। এ প্রসঙ্গে দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকটি লক্ষ্যণীয়—

"ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।
ভবত্যাচারবান্ নিত্যং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্ গতিম্।।"

—ভৃগুর দ্বারা কথিত এই মনু-সৃষ্ট-শাস্ত্র পাঠ করলে দ্বিজ নিত্য আচারবান্ হন এবং অভীপ্সিত গতি লাভ করেন।

ভৃগু যে এই শাস্ত্রের বক্তা তার আরও নিদর্শন দেখা যায় পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে, যেখানে শ্রোতা ঋষিরা ভৃগুকে বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। এখানে ভৃগুকে 'অনলপ্রভব' বা অগ্নি থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। আবার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই ঋষিরা ভৃগুর কাছে জন্মান্তরার্জিত কর্মসমূহের ফলাফল জানতে চাইছেন। এ প্রসঙ্গে মনুসংহিতার টীকাকার গোবিন্দরাজের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলছেন— "ইহ ভৃগুশিষ্যঃ কশ্চিৎ অবিচ্ছিন্ন-পরম্পরায়াতস্মৃত্যর্থপ্রবন্ধমিদমাহ" অর্থাৎ এই গ্রন্থে যা কিছু বলা হয়েছে, তা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় আগত যেসব স্মার্তধর্ম, তা কোনও এক ভৃগুশিষ্য বলেছেন। গোবিন্দরাজের এই উক্তি থেকে মনে হয়, ভৃগুও সাক্ষাৎভাবে এই শাস্ত্রের প্রবক্তা নন—কোনও ভৃগুশিষ্য এই গ্রন্থ রচনা করেন। যাহোক্, ভৃগুর দ্বারা কথিত ব'লে মেনে নিলেও মনুসংহিতার মূল স্রোত যে মনু থেকেই আগত তার ঘোষণা বার বার করা হয়েছে। ভৃগু বলছেন —বৈদিক ভাবরাশিকে বৃহত্তর সমাজে প্রচারিত করার উদ্দেশ্যেই মনু তাঁর সংহিতায় উপদেশ দিয়েছেন; এই সংহিতায় মনু যার যা কিছু ধর্ম স্মৃতিরূপে উপস্থাপনা করেছেন, সে সবই বেদে উপস্থিত এবং তিনি সর্বজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত বেদার্থ অবগত আছেন—

"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ।।" (২.৭)।

এই গ্রন্থে বহুবার 'মনু বল্‌ছেন' এই ভাবটি 'মনুরাহ', 'মনুরব্রবীৎ', 'মনোরনুশাসনম্' প্রভৃতি অভিব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

অতএব বর্তমান মনুসংহিতা ভৃগু দ্বারা কথিত ব'লে মেনে নিলেও মূল প্রবক্তা যে মনু স্বয়ং যে বিষয়ে মতবিরোধ নেই। এই প্রসঙ্গে আলোচনা ক'রে একজন সমালোচক অভিমত পোষণ করেছেন— "the conclusions we draw are that the arrangement of matter and metre is done by Bhrigu alone, and that there is no third person or redactor of the Manusmṛiti, its first and principal author being Manu himself. ....the present Manusmriti is not the original one, but a redaction of it by Bhrigu, the pupil of Manu and it must differ considerably in matter, spirit and arrangement, as a copy differs from an orignal picture." (Indian Antiquary, ১৯১৬, পৃঃ ১১২)। তবে মনুসংহিতার সৃষ্টির ব্যাপারে যে প্রজাপতি বা ব্রহ্মার নাম যুক্ত হতে দেখি, আধুনিকযুগের বিচারে বলা যেতে পারে যে, তা শুধু গ্রন্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য। যেহেতু এই গ্রন্থের রচয়িতা স্বায়ংভুব মনু, তাই মনুসংহিতাকে 'স্বায়ংভুবশাস্ত্র'-ও বলা হয়। প্রচলিত মনুসংহিতার বহুক্ষেত্রেই মনুকে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং বহু স্থানেই স্বায়ংভুব মনুর নামোল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—"এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ংভুবোঽব্রবীৎ" (৬।৫৪); "স্বায়ংভুবো মনু র্ধীমান্ ইদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ" (১।১০২)। এসব থেকে দেখা যায়, স্বায়ংভুব মনুই প্রথমে ঋষিদের কাছে এই শাস্ত্র বলেছিলেন। স্মৃতিকার হেমাদ্রি ভবিষ্যপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মনুপ্রচারিত এই শাস্ত্র চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল—ভৃগুরচিত, নারদরচিত, বৃহস্পতিরচিত এবং অঙ্গিরারচিত।—

"ভার্গবীয়া নারদীয়া চ বার্হস্পত্যাঙ্গিরসাঽপি।
স্বায়ংভুবস্য শাস্ত্রস্য চতস্রঃ সংহিতা মতাঃ।।"

বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতা ভৃগুর দ্বারা কথিত ব'লে বহুল পরিমাণে স্বীকৃতি পেলেও কয়েকটি ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। যেমন, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রাচীন টীকাকার বিশ্বরূপ মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায় থেকে কিছু শ্লোক উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে সেগুলিকে স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্বায়ংভুব মনু-র ব'লে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ভৃগুকথিত ব'লে যে শ্লোকগুলি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, তা মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আর একজন টীকাকার অপরার্ক-ও ভৃগুর নামে যেসব শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেগুলিও মনুসংহিতায় অনুপস্থিত। এ থেকে মনে হ'তে পারে, মহর্ষি ভৃগু মনুর নামে প্রচলিত প্রাচীন কোন মানবধর্মশাস্ত্রের বা মানবধর্মসূত্রের ভাবানুবাদ ক'রে শ্লোকাকারে মনুসংহিতা রচনা করেন এবং এর মধ্যে সুযোগ মত নিজের কিছু কথারও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন; এছাড়া আরও মনে হয়, বর্তমানে যে মনুসংহিতা পাওয়া যায়, তার বাইরে ভৃগুর নামে কিছু স্মৃতিবিষয়ক শ্লোক প্রচলিত ছিল।

বেদ, ব্রাহ্মণসাহিত্য, উপনিষৎ প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে যে মনুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখি, তিনিই যে সুললিত ভাষায় রচিত ও বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতার রচনাকর্তা—একথা মেনে নেওয়া একান্তই কষ্টকর। ঐ প্রাচীন মনুর সাথে মনুসংহিতার নাম যুক্ত হওয়াটা অনেকটা বিশ্বাসোদ্ভূত এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারে অননুসারী ইতিহাসের নিরপেক্ষ ছাত্রের কাছে ঐরকম ধারণা

অবান্তর বলে মনে হবে। তাই Bühler বলেন— "Important as they may appear to a Hindu who views the question of the origin of the Manusmriti with the eye of faith, they are of little value for the historical student who stands outside the circle of the Brahmanical doctrines. The statements regarding the person of Manu can, at the best, only furnish materials for mythological research." (Laws of Manu, S.B.E, Vol. 25, Introduction, p. XV) । মনু নামটি খুব প্রাচীন হ'লেও স্মৃতিশাস্ত্ররচনাকর্তা মনুর প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন, "মনু র্নাম কশ্চিৎ পুরুষবিশেষোঽনেকবেদশাখাধ্যয়নবিজ্ঞানানুষ্ঠানসংপন্নঃ স্মৃতিপরংপরাপ্রসিদ্ধঃ।" —অর্থাৎ মনু নামে একজন বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন, যিনি বেদের বহু শাখা অধ্যয়ন করেছিলেন; ঐসব শাখার অর্থজ্ঞানও তাঁর ছিল এবং সমস্ত শাখানির্দিষ্ট কর্মানুষ্ঠানও তিনি করেছিলেন; ধর্মশাস্ত্রসম্প্রদায়ে তিনি খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। টীকাকার গোবিন্দরাজ মেধাতিথির ঐ ব্যাখ্যাকে সমর্থন ক'রেই বলেছেন—"মনু র্নাম মহর্ষিরশেষবেদার্থজ্ঞানেন প্রাপ্ত-মনুসংজ্ঞঃ আগমপরংপরয়া সকলবিদ্বজ্জনকর্ণগোচরীভূতঃ সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণে অধিকৃতঃ।"—অর্থাৎ মনু একজন মহর্ষি ছিলেন; সমগ্র বেদার্থের জ্ঞান তাঁর ছিল। এই মনু-অভিধায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিই আগমপরম্পরাক্রমে শুনেছেন। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারণের জ্ঞানবিশিষ্ট ছিলেন। এই সব উক্তি থেকে মনে হয়, মনু নামে একজন বিদ্বান্ ব্যক্তি, যিনি পৌরাণিক মনু থেকে ভিন্ন, মনুসংহিতার রচয়িতা। আবার এটাও অসম্ভব নয় যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কোন স্মার্তপণ্ডিত গ্রন্থটি রচনা ক'রে এর প্রামাণ্যতা ও প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় এর সাথে প্রাচীন স্বায়ংভুব মনুর নাম সম্পৃক্ত করেছেন। মনুসংহিতার ভাষা ও বিষয়বস্তুর বেশ কিছু অংশ বৈদিক সাহিত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অধ্যাপক F. Max Muller-এর একটি অভিমত উল্লেখ করে Bühler একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই স্বীকার করেছেন যে, প্রাচীন কোনও একটি ধর্মসূত্রকে আশ্রয় ক'রে মনুসংহিতা লিখিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন—"Professor Max Muller's now generally accepted view (is that) our Manusmriti is based on, or is in fact, a recast of an ancient Dharmasastra." এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Max Muller খুব দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, বর্তমানে মনুসংহিতা প্রভৃতি যেসব ধর্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাদের প্রত্যেকটি কোন না কোন প্রাচীন ধর্মসূত্রের আধুনিক সংস্করণ। তিনি বলেছেন— "There can be no doubt, however, that all the genuine Dharmasastras which we possess now, are without any exception, nothing but more modern texts of earlier *sutra* works on *Kuladharmas* belonging originally to certain Vedic caranas. (History of Ancient Sanskrit Literature, pp. 134-135).

কিন্তু Max Muller এবং Bühler-এর এইসব মতবাদ বিস্তৃতভাবে তথ্যসহকারে সমালোচনা করে মহামহোপাধ্যায় P. V. Kane তাঁর History of Dharmasastra গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তথ্যাদি যা পাওয়া গিয়াছে, তা থেকে কখনোই প্রমাণিত হয় না যে, প্রাচীনকালে মানবধর্মসূত্র নামে কোনও গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল; অতএব বর্তমান মনুস্মৃতি তার নবীন সংস্করণ হতেই পারে না।—".....On the materials so far available, the theory that the Manavadharmasutra once existed and that the extant Manusmriti, is a recast of that sutra must be held not proved." এছাড়া

Kane আরও দেখিয়েছেন যে, মানবগৃহ্যসূত্র নামে যে গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে তাতে প্রতিপাদিত বিষয়ের সাথে মনুসংহিতার বিষয়বস্তুর অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। Kane মনুসংহিতার রচয়িতা সম্পর্কে আলোচনার সময় মহাভারতের দুই একটি উক্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, মহাভারতের স্বায়ংভুব মনু ও প্রাচেতস মনুর যেভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে প্রতীতি হয় যে প্রথমজন ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক এবং দ্বিতীয়জন রাজনীতিশাস্ত্রের প্রচারক। স্বায়ংভুব মনুর প্রসঙ্গ পাই শান্তিপর্বে—

"প্রজনং স্বেষু দারেষু মার্দবং হ্রীরচাপলম্।
এবং ধর্মং প্রধানেষ্টং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।।" (২১.১২)।

স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন—নিজ স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন, মৃদুতা, লজ্জা ও অচপলতা প্রভৃতি গুণগুলি অবলম্বন করাই হ'ল শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট ধর্ম। এগুলি হ'ল স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বিষয়। রাজধর্ম বা রাজনীতিশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে প্রাচেতস মনুর পরিচয়ও ঐ শান্তিপর্বেই আছে—

'প্রাচেতসেন মনুনা শ্লোকৌ চেমৌ উদাহৃতৌ।
রাজধর্মেষু রাজেন্দ্র তাবিহৈকমনাঃ শৃণু।।" (৫৭.৪৩)।

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! প্রাচেতস মনু রাজধর্মবিষয়ক এই দুটি শ্লোক বলেছেন। তুমি একাগ্রচিত্তে তা শোন। শান্তিপর্বে পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাচেতস মনুকে প্রজারক্ষারূপে রাজধর্মের প্রশংসাসমন্বিত রাজশাস্ত্রপ্রণেতা ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া মহাভারতের অন্যত্রও দেখা যায় মনুর দ্বারা রাজধর্ম বর্ণিত হওয়ার কথা (বনপর্ব—৩৫.২১) এবং মনুর সৃষ্ট অর্থবিদ্যার প্রসঙ্গ (বেদাহমর্থবিদ্যাং চ মানবীম্—দ্রোণপর্ব—৭.১)। এই দুটি ক্ষেত্রে মনুর নামের সাথে কোন বিশেষণ যুক্ত না হ'লেও মহাভারতকার দুজনকে ভিন্ন ব'লে ধরে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। অনুমান করা যেতে পারে, স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র এবং রাজনীতিশাস্ত্রের বিষয় অবলম্বন করে দুটি প্রাচীন গ্রন্থ কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হ'য়ে পরবর্তীকালে মনু-নামক দুজন পৌরাণিক ব্যক্তির নামে প্রচার করার প্রয়াস হয়েছিল এবং কালক্রমে ঐ দুটি গ্রন্থ মনুসংহিতার মধ্যে একটা সংহত রূপ নিয়েছিল। মহাভারত বহু বছর ধরে রচিত হওয়ার ফলে এর মধ্যে যেমন আমরা দুজন মনুর দ্বারা রচিত যথাক্রমে ধর্মশাস্ত্র ও রাজনীতিশাস্ত্রের উল্লেখ পাই, তেমনই আবার বর্তমান মনুসংহিতার বহু শ্লোকের সাথে মহাভারতের কিছু শ্লোকের সাদৃশ্য দেখি। উপরিউক্ত দুটি শাস্ত্রের সমন্বয় ক'রে, এদের থেকে কিছু অংশ বর্জন ও কিছু সংযোজন ক'রে একটা নতুন আকার দেওয়া অসম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আবার উল্লেখ করা বোধ হয় অবান্তর হবে না যে, মনুসংহিতায় (১.৬১—৬৩) স্বায়ংভুব মনুর বংশে ছয়জন মনুর জন্মগ্রহণ এবং তাঁদের দ্বারা প্রজাসৃষ্টির মাধ্যমে বংশবিস্তৃতির বর্ণনা আছে। এই ছয়জন মনুর নাম—স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজাঃ, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। এখানে যে মোট সাতজন মনুর উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে মহাভারতে উল্লিখিত প্রাচেতস মনুর নাম অনুপস্থিত। তবে জগতের সৃষ্টিকর্তা-মনুর দ্বারা উৎপাদিত দশজন প্রজাপতির মধ্যে প্রাচেতস-প্রজাপতির যে উল্লেখ মনুসংহিতায় (১.৩৫) পাওয়া যায়, তিনি স্বতন্ত্র।

Bühler তাঁর Laws of Manu গ্রন্থের ভূমিকায় মনুসংহিতা ও মহাভারতে ব্যবহৃত শ্লোকের সাদৃশ্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসনপর্ব একটি মানবধর্মশাস্ত্রের সাথে পরিচিত ছিল যার সাথে বর্তমান

মনুসংহিতার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু ঐ ধর্মশাস্ত্র ও মনসংহিতা কখনোই এক নয়। অপরপক্ষে, E. W. Hopkins তাঁর The Great Epic of India গ্রন্থে বলেছেন মহাভারতের একমাত্র অনুশাসনপর্বে (৪৭.৩৫) মনুর দ্বারা অভিহিত শাস্ত্রের কথা উল্লিখিত আছে (মনুনাভিহিতং শাস্ত্রম্) এবং পূর্ববর্তী কয়েকটি পর্বে 'মনু বলেছেন' এইরকম সূচনার দ্বারা মনুর নামের সাথে সম্পর্কিত শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। Hopkins-এর বক্তব্য হ'ল— একমাত্র অনুশাসনপর্বই বর্তমান মনুসংহিতার সাথে পরিচিত ছিল; আর অন্যান্য পর্বে মনুর নামে প্রচারিত শ্লোকগুলি রচিত হয়েছে পৌরাণিক কোনও এক মনুর নামে প্রচলিত কিছু ভাসমান শ্লোকের উপর ভিত্তি ক'রে; এই ভাসমান শ্লোকগুলি আবার নানা প্রসঙ্গে বর্তমান মনুসংহিতায়ও ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি মনে করেন, অনুশাসনপর্বের পূর্বেকার পর্বগুলি এবং মনুসংহিতায় যে সব বিষয়ের ঐক্য আছে, তা নির্দিষ্ট কোনও প্রাচীন সুসংবদ্ধ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয় নি।— "...there was a floating mass of verses containing philosophical and other lores attributed to the mythical Manu on which the earlier books of the Mahabharata and the Manusmriti both drew and the matter that is common to both works was not borrowed from any systematic treatise." এই অভিমত সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, পৌরাণিক মনুর নামে প্রচলিত ভাসমান শ্লোকের অস্তিত্বের স্বপক্ষে একটা উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। নিরুক্তকার যাস্ক (৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) মনু-স্বায়ংভুবের নামে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যার অর্থ হল— স্বায়ংভুব-মনু সৃষ্টির প্রারম্ভে বলেছেন, পিতৃধনে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার, এ বিষয়ে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন ভেদ নেই।—

"অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।।

(নিরুক্ত—৩.৪.১০)

এখানে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না, যদিও নবম অধ্যায়ে ১৩০ সংখ্যক শ্লোকে পুত্র ও কন্যার সমানতা প্রতিপাদিত হয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের উক্তিগুলি নিখুতভাবে পর্যালোচনা ক'রে P.V. Kane মহাভারত ও মনুস্মৃতির সম্পর্ক বিষয়ে নিজের অভিমত উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য হ'ল—চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছু পূর্ব থেকে স্বায়ংভুব-মনুর রচিত বা তাঁর নামে প্রচারিত ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ ছিল; খুব সম্ভব, গ্রন্থটি ছিল পদ্যে লেখা; একই সঙ্গে আবার চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের আগেই প্রাচেতস- মনুর নামযুক্ত রাজধর্মসম্বন্ধীয় অন্য একটি গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল; অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক দুটি গ্রন্থের পরিবর্তে ঐ দুটি বিষয়কে নিয়ে একখানি গ্রন্থই রচিত হয়েছিল; বেশ কিছুকাল পরে ঐ দুটি বা একটি গ্রন্থের কিছু বিষয়বস্তু সংক্ষেপিত ক'রে এবং কিছু বিষয় প্রসারিত ক'রে দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান মনুসংহিতা রচিত হয়। Kane আরও মনে করেন যে, বর্তমানে আমরা মহাভারতকে যে আকারে পাই, তা বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতা থেকে পরবর্তীকালীন।

মনুসংহিতার রচনাকাল ঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। গ্রন্থটি কয়েকটি স্তরে রচিত হয়েছিল কিংবা কোনও প্রাচীন গ্রন্থের নতুনভাবে রূপায়ণ করে বর্তমান মনুসংহিতা সৃষ্ট হয়েছিল—এই দুই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া গেলে মনুসংহিতার কালনিরূপণ সহজ হত। মনুসংহিতার সর্বপ্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং উনি

যে গ্রন্থকে সামনে রেখে ভাষ্য রচনা করেন, তা বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতা থেকে অভিন্ন। অতএব মনে করা যেতে পারে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছু আগেই মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল। মনুসংহিতা যে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগেই বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার বহু প্রমাণ আছে। বেদ ও উপনিষদ্ সাহিত্যে আমরা মনু ও তাঁর অনুশাসনে বহু উল্লেখ দেখেছি। মহাভারতে যে মনুবচনের উল্লেখ আছে তারও সম্যক্ পরিচয় আমরা পেয়েছি। রামায়ণেও কয়েক জায়গায় মনুপ্রসঙ্গ দেখা যায়। যেমন, কোশলদেশে বিশ্ববিখ্যাত অযোধ্যা নগরীর স্রষ্টা হিসাবে মানবশ্রেষ্ঠ মনুর নাম উল্লিখিত হয়েছে—

"অযোধ্যা নাম তত্রাসীৎ নগরী লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরেব পরিনির্মিতা।।

—বালকাণ্ড, ৫/৬

আবার কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায়, রামচন্দ্রকর্তৃক আহত বানররাজ বালি রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করলে রামচন্দ্র মনুসংহিতা থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে নিজ দোষ স্খালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন—

"শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং ময়া।।
রাজভিঃ ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।।
শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্।।"

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৮/৩০-৩২

এখানে রামচন্দ্র বালিকে বল্‌ছেন—চরিত্রসম্পর্কে মনু যে দুটি শ্লোক প্রচার করেছিলেন এবং ধর্মকুশল ব্যক্তিরা যা সাগ্রহে স্মরণ করেন, তিনি তা-ই অনুসরণ করেছেন। শ্লোক দুটি হল, 'রাজভিঃ' ইত্যাদি এবং 'শাসনাদ্' ইত্যাদি। শ্লোক দুটির অর্থ হ'ল—মানুষ পাপ করলে যদি রাজা তাকে দণ্ড দেন, তবে সে পাপমুক্ত হ'য়ে পুণ্যবান ব্যক্তির ন্যায় স্বর্গে যায়; রাজার দ্বারা শাসিত হ'লে, অথবা বিচারের পর বিমুক্ত হ'লে, চোর চৌর্যপাপ থেকে মুক্তি লাভ করে; কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করলে তিনি নিজেই ঐ চৌর্যপাপের দ্বারা লিপ্ত হন। রামায়ণে উদ্ধৃত এই শ্লোক দুটি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে (৩১৬ ও ৩১৮ সংখ্যক) প্রায় একইভাবে পাওয়া যায়। এ থেকে মনে করা যায়, রামায়ণের সময়েও শ্লোকাকারে মনুসংহিতা আংশিকভাবে হ'লেও প্রচলিত ছিল।

P. V. Kane দেখিয়েছেন, বিশ্বরূপ তাঁর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকায় মনুসংহিতা থেকে দুশটিরও বেশী শ্লোকের পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিশ্বরূপ ৮০০ থেকে ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য (৭ম শতক) বেদান্তসূত্রভাষ্যে প্রায়ই মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মহাকবি কালিদাসকে মোটামুটিভাবে চতুর্থ-পঞ্চম শতকের লোক ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে। তিনি রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—এই রাজার শাসনপ্রভাবে মনুর সময় থেকে প্রচলিত চিরাচরিত আচার-পদ্ধতি থেকে তাঁর প্রজারা বিচলিত হননি।—

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্নাদা মনো র্বত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তু র্নেমিবৃত্তয়ঃ।।"
রঘু—১.১৭

আবার চতুর্দশ সর্গে (৬৭ সংখ্যক শ্লোক) কালিদাস বলেছেন—রাজা যাতে বর্ণ ও আশ্রম সুরক্ষিত করতে পারেন, তার জন্য মনু কিছু ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।— "নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎস এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ।" এখানে কালিদাস সম্ভবত মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্মরণ করেছেন—

"স্বে স্বে ধর্মে নিবিষ্টানাং সর্বেষামনুপূর্বশঃ
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষতা।।

নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে নিরত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুবর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি চতুরাশ্রমের যথাক্রমে রক্ষণের জন্য ব্রহ্মাকর্তৃক রাজা সৃষ্ট হয়েছেন। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে (নবম অঙ্ক) মনুর একটি অনুশাসনের উল্লেখ আছে— "অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রবীৎ। রাষ্ট্রাদস্মাত্তু নির্বাস্যো বিভবৈরক্ষতৈঃ সহ।।" এই শ্লোকের ভাবার্থ হ'ল—মনুর মতানুসারে পাপাচারী ব্রাহ্মণ বধ্য হবেন না, বরং এঁকে এঁর সমস্ত ধন-সম্পদের সাথে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করাই বিধি। এই উক্তির সাথে মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের একটি শ্লোক তুলনীয়—

"ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্।।"

এই শ্লোকের সাথে মৃচ্ছকটিকের শ্লোকের অর্থগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মৃচ্ছকটিকের রচনাকাল ২০০ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

জৈমিনি-সূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছু আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষ্যে মনু ও অন্য কয়েকজনকে উপদেশদাতা রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায় থেকে একটি স্মৃতিবিষয়ক শ্লোক স্মরণ করেছেন—"এবং চ স্মরতি। ভার্যা দাসশ্চ পুত্রশ্চ নির্ধনা সর্ব এব তে। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্।।" (৮.৪১৬)।

স্মৃতিশাস্ত্রকার বৃহস্পতিরও আবির্ভাবকাল ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে। তিনিও প্রয়োজনবোধে বহুস্থানে মনুবচন উদ্ধৃত করেছেন। অপরার্ক প্রভৃতি ভাষ্যকারগণও নিজ নিজ মন্তব্যের সমর্থনে বৃহস্পতির ঐ উদ্ধৃতিগুলি উল্লেখ করেছেন। যেমন, কুল্লুক ভট্ট মনুসংহিতার প্রথম শ্লোকের টীকায় মনুবচনের প্রশংসাসূচক বৃহস্পতির দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমটি—

"বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং তু মনুস্মৃতৌ।
মন্বর্থবিপরীতা যা স্মৃতিঃ সা ন প্রশস্যতে।।"

—বেদের অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে উপস্থাপিত করার জন্যই মনুস্মৃতির প্রাধান্য। যে স্মৃতি মনুবচনের বিরুদ্ধ তা নিন্দনীয়। আবার—

"তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে।।"

—তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র ততক্ষণ পর্যন্তই শোভা পায়, যতক্ষণ মনুস্মৃতি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। মনু হলেন, ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষের উপদেষ্টা।

বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ (২য় শতক) বজ্রসূচীগ্রন্থে 'উক্তং চ মানবে ধর্মে' বলে যে শ্লোক

উদ্ধৃত করেছেন, তা বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে (১৮.৩১-৩২) মনুর দ্বারা গীত ব'লে যে দুটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের দুটি শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি (শ্লোক সংখ্যা—৩১৬, ৩১৮)।

৫ম—৬ষ্ঠ শতকে প্রচারিত কিছু অভিলেখে স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতা মনুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং তাঁর দ্বারা অভিহিত বিধানের উল্লেখ আছে। ৫৩৫ ও ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের বলভী থেকে প্রচারিত রাজা শ্রীধরসেনের অভিলেখে রাজাকে মনু ও অন্যান্যদের প্রণীত বিধিবিধান-অনুসরণকারী ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে— "মন্বাদি-প্রণীতবিধিবিধান-ধর্মা।" অষ্টম শতক ও তার পরবর্তী বহু তাম্রলিপিতে 'উক্তঞ্চ মানবে ধর্মে', 'তত্র মনুগীতাঃ শ্লোকা ভবন্তি' প্রভৃতি সূচনা দিয়ে শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে।

উপরে আলোচিত বহিরঙ্গ নিদর্শনগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ ক'রে মনুসংহিতাকে স্মৃতিশাস্ত্রের একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয়েছিল। অতএব বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতার রচনা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছু আগে সমাপ্ত হয়েছিল।

মনুসংহিতার আভ্যন্তরীণ আলোচনায় দেখা যাবে, এখানে বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ে (শ্লোক-১২) ব্রাহ্মণকর্তৃক শূদ্রানারীকে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ঠিক পরেই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রানারীকে বিবাহ করেন তবে তিনি সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাঁর ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়ে যায় (শ্লোক-১৪-১৭)। এছাড়া বিবাহের প্রকার, নিয়োগপ্রথা, মাংসভক্ষণ প্রভৃতি বিষয়েও মনুসংহিতায় পরস্পরবিরুদ্ধ অভিমত লক্ষ্য করা যায়। আবার, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভৃগুকে অগ্নি থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে (অনলপ্রভবম্), কিন্তু ৩৫ সংখ্যক শ্লোকে ভৃগুকে স্বায়ংভুব মনু থেকে জাত দশজন প্রজাপতির একজন বলা হয়েছে। এইসব বিরুদ্ধোক্তিগুলি নিয়ে Bühler তাঁর Laws of Manu গ্রন্থের ভূমিকায় (pp. LXVI—LXXIII) বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। Bühler বলেন, প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনা ও দার্শনিক আলোচনা এবং দ্বাদশসর্গের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ভেদে কার্যাদির বর্ণনা স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম এগারোটি শ্লোকে কার্যের কারণ, ধর্মের প্রমাণ, মনুস্মৃতির প্রশংসা, বিদ্বানের কর্মানুষ্ঠান, শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত ধর্মানুষ্ঠানের ফল ও স্মৃতির সংজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে Bühler "superfluous and clearly later enlargements" ব'লে মনে করেন। তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৮ থেকে ১০০ সংখ্যক শ্লোকে ইন্দ্রিয় সংযম, ইন্দ্রিয় সংযমে পুরুষার্থ লাভ, ইন্দ্রিয় সংযমের উপায় প্রভৃতি বিষয়গুলি মূলবক্তব্যকে অকারণে বাধা দান করেছে এবং প্রকৃত বিষয়ের সাথে সংগতিহীন। — ".....interrupts the continuity of the text very needlessly, and has nothing whatsoever to do with the matter treated of." এইসব শ্লোকগুলি পরবর্তী কালের সংযোজন ব'লে Bühler -এর অভিমত। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯২ থেকে ২০১ পর্যন্ত শ্লোকে 'পিতৃগণ' বিষয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা দেখা যায়, তা-ও বৈদিক সাহিত্যের সীমানার বাইরে ব'লে এগুলিকে তিনি পরবর্তীকালের কোনও ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত ব'লে মনে করেন। — "In the third chapter, there is one longer passage (vv. 192—201) which, beyond all doubt, has been added by a later hand. For the classification of the Manes, which it contains, is in this form foreign to Vedic literature." চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি নিরূপণ (১—২৪ শ্লোক), পঞ্চম অধ্যায়ের

সূচনায় অকালমৃত্যুর কারণ (১—৪ শ্লোক), ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৈরাগ্য, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রসঙ্গ (৬১—৮২ শ্লোক), দশম অধ্যায়ে সঙ্করজাতির ধর্ম (১—৭ শ্লোক) প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রকৃত বিষয় কিনা—সে সব ব্যাপারেও Bühler -এর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্যসম্বন্ধে যে আলোচনা আছে সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট অভিমত এই যে, এগুলি ঠিক ধর্মসূত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় ; বরং এগুলির ভিত্তি সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শনের মতবাদের উপর। এইসব বিষয়কে প্রকৃত ধর্মশাস্ত্রবিরোধী ও পরবর্তীকালের সংযোজন ব'লে অভিহিত ক'রে Bühler সব শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মনুসংহিতায় স্মৃতিবিষয়ক যেসব শ্লোক আছে, তা প্রাচীন এক **মানবধর্মসূত্র** থেকে সংগ্রহ ক'রে পদ্যে রূপান্তর করা হয়েছে।

এ কথা সত্য যে, মনুসংহিতা একখানি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ হ'লেও এর মধ্যে অনেক অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু মূল মুনসংহিতার উৎসরূপে মানবধর্মসূত্র নামক যে গ্রন্থটিকে খাড়া করা হয়েছে, তার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। P. V. Kane অন্যান্যদের যুক্তিগুলি আলোচনা ক'রে বলছেন— "My own position is that the original Manusmriti in verse had certain additions made in order to bring it in a line with the change in the general attitude of people on several points such as those of flesh-cating, *niyoga,* etc. But all these additions must have been made long before the 3rd Century A.D. as the quotations from Brihaspati and others show." যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও মনুসংহিতার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, ব্যবহার বা বিচারবিষয়ক বিবরণ মনুসংহিতায় অসম্পূর্ণ ও কিছুটা বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত। অপরপক্ষে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই বিষয়টি অনেকটা সুসংহতভাবে আলোচিত। অতএব, মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা রচিত হওয়ার (আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) বেশ কিছু আগে রচিত হয়েছিল। আবার মনুসংহিতায় (১০.৪৪) যবন, কম্বোজ, শক, পহ্লব, চীন প্রভৃতি জাতিগুলির উল্লেখ থাকায় মনে হয়, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকের খুব বেশী আগে রচিত হয় নি, কারণ, ঐ সময়ের কাছাকাছি ঐসব বৈদেশিক জাতিদের ভারতবর্ষে আগমনহ হয়েছিল। মনুসংহিতায় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও প্রচারিত মতবাদগুলি থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেন, গৌতম, বৌধায়ন ও আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রগুলি অপেক্ষা মনুস্মৃতি প্রাচীন। নানাদিক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে Buhler এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে, **মনুসংহিতা খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ ২ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল।**

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে কয়েকবার মনুর উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য বা চাণক্য মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩২০-৩১৫ খ্রী. পূর্বাব্দ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। অতএব মনুর নামে প্রচলিত কিছু শ্লোক ৩২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই প্রচলিত ছিল। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং কামন্দকীয় নীতিসারে 'ইতি মানবাঃ' ব'লে অভিব্যক্তি আছে; টীকাকারেরা 'মানবাঃ' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'মানবাঃ মনোঃ শিষ্যাঃ' এইভাবে। এ থেকে মনে হয় 'মানবাঃ' শব্দটি মনুর দ্বারা প্রচারিত শ্লোকগুলিকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে রচিত ধর্মশাস্ত্রগুলির রচয়িতাদের বোঝানো হয়েছে ; এঁদের মধ্যে অবশ্য ভৃগুই ছিলেন প্রধান। অতএব 'ইতি মানবাঃ' নামে কৌটিল্য সম্ভবত ভৃগুরচিত বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতার কথাই বলতে চেয়েছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কয়েকটি উক্তির সাথে মনুসংহিতার বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখা যায়। যেমন,—

"কন্যাদানং কন্যামলংকৃত্য ব্রাহ্মো বিবাহঃ। সধর্মচর্যা প্রাজাপত্যঃ। গোমিথুনাদানাদার্ষঃ।

অন্তর্বেদ্যামৃত্বিজে দানাৎ দৈবঃ।'' ইত্যাদি। এর সাথে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪, ২৭—৩৪ শ্লোকগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনেক উক্তির সাথে মনুসংহিতার বক্তব্যের বৈসাদৃশ্যও অনেক। সবদিক বিবেচনা ক'রে কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত বা কৌটিল্যের সময়ে ভৃগুরচিত মনুসংহিতার অস্তিত্ব ছিল। তাঁরা বলেছেন, "We are inclined to say that Canakya had before him, Bhrigu's recension, when he wrote his *sastra,* even though he deferred from it. There can be dobt, however, that the source of his ideas in these parallels were either the *Manavadharmasutra* alone, or they togther with the *Manusmriti.* In case he is referring to the *sutras* of Manu alone, we may suppose that he has quoted them word for word or has given a summary of them. If he is referring to the metrical *smriti,* we may assume that he is abbreviating his quotations." (Indian Antiquary, 1916, p. 127). এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে এই গবেষক মানবধর্মসূত্র নামে একটি গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। ইনি ভৃগুরচিত মনুসংহিতাকে কবি ভাসেরও পূর্বে (৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) স্থাপন করতে চান। তবে নানা আনুষঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি মনুসংহিতাকে ৪০০ থেকে ৩২০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে ফেলতে চান।— "On account of sufficient circumstantial evidences, we take for granted that Canakya had known the *Manusmriti* (in the recension by Bhrigu) and hence, at present, we place the date of Manusmriti between 400—320 B.C. (ঐ পৃঃ ১২৯)।

বৃদ্ধমনু ও বৃহন্মনুর নামের সাথে যুক্ত কিছু শ্লোক স্মৃতিশাস্ত্রের টীকাকারেরা উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার অপরার্ক ও বিজ্ঞানেশ্বর আলাদা আলাদাভাবে বৃদ্ধমনু, বৃহন্মনু ও শুধুমাত্র মনুর নামে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয় এঁরা তিন জন ভিন্ন ব্যক্তি। মনুসংহিতার প্রচার ও প্রসার এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অঞ্চলবিশেষে মনুসংহিতার কিছু প্রসিদ্ধ শ্লোক পরিবর্তিত হ'য়ে নামসাদৃশ্যযুক্ত ঐসব রচনাকর্তার নামে প্রচারিত হয়েছিল।

মনুসংহিতার বিষয়বস্তু নানা ধারায় বিস্তারিত। বৈদিক ভাবপরম্পরাকে আশ্রয় ক'রে মনুসংহিতা রচিত হয়েছে ব'লে প্রচার করা হ'লেও যে সময়ে এই গ্রন্থের জন্ম, সে সময়ের সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখেও অনেক নতুন কথা এখানে বলা হয়েছে। মুনসংহিতায় বর্ণিত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, বর্ণভেদপ্রথা, বিবাহসম্পর্কীয় আলোচনা, নারীর স্বাতন্ত্র্য অননুমোদন, বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি আধুনিকযুগে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। মনুসংহিতায় আলোচনীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের একটি শ্লোকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—

অস্মিন্ ধর্মোঽখিলেনোক্তো গুণদোষৌ চ কর্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ।।

অর্থাৎ এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হল—ধর্ম বা স্মার্তধর্ম ; এখানে এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে ; যা কিছু ধর্ম নামে অভিহিত হ'তে পারে তা-ই এই শাস্ত্রে সমগ্রভাবে বলা আছে। অতএব ধর্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য এই শাস্ত্রই যথেষ্ট, অন্য কোন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হ'তে হয় না, —এ-ই হ'ল এই শ্লোকের অভিপ্রেতার্থ। আবার এই শাস্ত্রে কর্মসমূহের গুণদোষও বিবেচিত হয়েছে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট (অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত) ফলই যথাক্রমে গুণ

এবং দোষ ; সেগুলি আবার যথাক্রমে যাগযজ্ঞাদিবিহিত কর্ম এবং ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মের ফল। ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন— উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটিতে যে 'ধর্ম' পদটির ব্যবহার আছে, তার দ্বারা সমস্ত প্রকার কর্ম উল্লিখিত হয়েছে। চারবর্ণের পরম্পরাগত সনাতন আচারও এই শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। টীকাকার মেধাতিথি বলেন—আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে যার স্বরূপ নির্ধারণ করা যায় সেইরকম 'ধর্ম'কেই এখানে 'আচার' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে মনুসংহিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা দিয়ে প্রথম অধ্যায়ের শেষ আটটি শ্লোকে অধ্যায়-অনুযায়ী বিষয়বস্তু সংক্ষেপ করা হয়েছে। তা থেকে মোটামুটিভাবে সমগ্র মনুসংহিতার আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এক কথায় বলা যেতে পারে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের—বিশেষ ক'রে রাজার ও তার প্রজার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, হিন্দুদের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপের কর্তব্যের বিধান মনুসংহিতায় নির্ধারিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলিতে যেভাবে বিষয়সংক্ষেপ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় হ'ল— জগতের উৎপত্তি। ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে, শ্লোকে ব্যবহৃত 'জগতশ্চ সমুৎপত্তিম্' কথাটির দ্বারা কালের পরিমাণ, তার স্বভাবভেদ, ব্রাহ্মণের প্রশংসা প্রভৃতিকেও গ্রহণ করতে হবে, কারণ, এরাও জগদুৎপত্তির অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে 'অর্থবাদ'রূপে বলা হয়েছে, এগুলি মনুসংহিতাার মতো স্মৃতিশাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—সংস্কারবিধি ও ব্রতচর্যোপচার ; অর্থাৎ জাতকর্মাদি সংস্কারের কর্তব্যতা, ব্রহ্মচারীর ব্রতাচরণের ইতিকর্তব্যতা, গুরু প্রভৃতির অভিবাদনবিধি প্রভৃতি। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হ'ল —'স্নানস্য চ পরং বিধিম্' অর্থাৎ গুরুকুল থেকে প্রতিনিবৃত্ত ব্রাহ্মণের সমাবর্তন স্নানের বিধান, 'দারাধিগমন' বা বিবাহ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহের লক্ষণ, বৈশ্বদেবাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধকল্প বা নিত্যশ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতি। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—ধনার্জনাত্মক জীবিকার লক্ষণ এবং স্নাতক বা গৃহস্থের পালনীয় বিষয়সমূহ। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিতব্য বিষয় হল—খাদ্য ও অখাদ্যের বিচার, জন্মমৃত্যুজনিত অশৌচ থেকে শৌচপালন, দ্রব্যশুদ্ধি পদ্ধতি, স্ত্রীলোকদের আচরণীয় বিভিন্ন ধর্ম প্রভৃতি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাণপ্রস্থধর্ম যতিধর্ম প্রভৃতি। সপ্তম অধ্যায়ে রাজার সৃষ্টি, দণ্ডদান, রাজাদের দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফল-সব সকমেরই কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য—ঋণাদানাদি বিষয়ক কার্যের তত্ত্বনির্ণয় অর্থাৎ বিচার ক'রে সংশয়চ্ছেদনপূর্বক যা সত্য তা নিরূপণ এবং সাক্ষিগণকে প্রশ্ন করার নিয়ম প্রভৃতি। নবম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল— স্ত্রী ও পুরুষদের আচরণীয় ধর্ম, ধনাদির বিভাগ-বিষয়ক নিয়ম, পাশা-খেলা বিষয়ক বিধান, চোর, আটবিক (বনবাসী দস্যু) প্রভৃতির শাসনব্যবস্থা, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি। দশম অধ্যায়ে ক্ষত্তা-বৈদেহক-প্রভৃতি সঙ্করজাতির উৎপত্তিবিবরণ, চারবর্ণের আপৎকালের ধর্মবিধান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল— প্রায়শ্চিত্তবিধি। আর সর্বশেষ দ্বাদশ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল—কর্মজনিত উত্তম, মধ্যম ও অধমজাতি নিরূপণ, আত্মজ্ঞান বা মোক্ষের উপায়, বিহিত ও নিষিদ্ধকর্মের গুণ-দোষ-পরীক্ষা, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, পরম্পরাগত কুলধর্ম, দেহবহির্ভূত পাষণ্ডগণের ধর্ম, গণধর্ম বা বণিক্-শিল্পী-চারণ-প্রভৃতি সঙ্ঘধর্ম।

মনুসংহিতার বহু টীকা রচিত হয়েছিল। এই টীকা রচয়িতাদের মধ্যে প্রধানত তিনজনের খ্যাতি ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এঁরা হলেন—মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ এবং কুল্লুকভট্ট। এঁরা

ছাড়া সর্বজ্ঞানারায়ণ, ধরণীধর, রাঘবানন্দ সরস্বতী, নন্দনাচার্য, রামচন্দ্র, উদয়কর, ভোজদেব প্রভৃতি টীকাকারগণ নানা সময়ে আবির্ভূত হয়ে নিজ নিজ গ্রন্থে মনুশ্লোকের ব্যাখ্যা স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। মনুসংহিতার টীকাকারগণের মধ্যে ভট্ট মেধাতিথি মনুসংহিতার বিশাল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য রচনা করেন। মনুভাষ্য নামে এটি পরিচিত। অধুনাপ্রাপ্ত ভাষ্যগুলির মধ্যে সম্ভবত এটিই প্রাচীনতম। তবে মেধাতিথির আগেও মনুসংহিতার কোনও কোনও ব্যাখ্যাতার অস্তিত্ব ছিল ব'লে মনে হয়। কারণ মেধাতিথি মাঝে মাঝেই পূর্ব আচার্যকৃত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যেমন—যত্তু প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতং তৎ পূর্বেষাং দর্শনমিত্যস্মাভিরপি বর্ণিতম্ (মনু. ৪.২২৩ ভাষ্য) ; তত্র চিরংতনৈর্ব্যাখ্যাতম্ (মনু, ৫.১২৮ ভাষ্য)। মনুভাষ্যের 'ভাষ্য' শব্দটির দ্বারা সূচিত হচ্ছে যে, এটি মনুসংহিতার শ্লোকগুলির কেবলমাত্র অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা নয়। এর উদ্দেশ্য, মনুর অনুশাসনাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরা, দুর্বোধ্য অংশগুলির বিস্তৃত আলোচনা, সন্দিগ্ধ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সকল সম্ভাব্য সমাধানের প্রচেষ্টা এবং অন্যান্যদের মতামতের বিশদ পর্যালোচনা করা। এইসব উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে মেধাতিথিকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে। Bühler মনে করেন, ভট্ট বীর-স্বামীর পুত্র এই মেধাতিথি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বলেন,— "...the author (Medhatithi) refers so frequently to Kasmir, its laws, its Vedic Sakha, and even to its language, that the inference that it was his native country becomes unavoidable." উদাহরণের সাহায্যে Buhler তাঁর উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। P.V. Kane নানা তথ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মেধাতিথি সম্ভবত ৮২৫ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

'মনুটীকা'-রচয়িতা গোবিন্দরাজ (১০৫০—১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর স্মৃতিমঞ্জরী নামক গ্রন্থে নিজেকে নারায়ণের প্রপৌত্র ও ভট্ট মাধবের পুত্র ব'লে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, গঙ্গার তীরে কোনও অঞ্চলে তাঁদের বসতি ছিল। গোবিন্দরাজ-কৃত এই টীকায় মেধাতিথির ভাষ্যেরই একটি সংক্ষিপ্ত আকার দেওয়া হয়েছে। মেধাতিথির ভাষ্যের যে যে অংশ গোবিন্দরাজের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে, সেই অংশগুলিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং যেসব স্থানে মেধাতিথি একাধিক বিকল্প ব্যাখ্যার সাহায্যে মূল বিষয়কে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, গোবিন্দরাজ সেইসব ব্যাখ্যার অধিকাংশই বর্জন ক'রে যেটুকু তাঁর কাছে সঠিক মনে হয়েছে সেটুকুকেই নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির ব্যাপারে প্রয়োগ করেছেন।

কুল্লূকভট্ট-রচিত **'মন্বর্থমুক্তাবলী'** মনুসংহিতার সর্বপ্রসিদ্ধ, সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং জনপ্রিয় টীকাগ্রন্থ। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হওয়ায় এটি সর্বাপেক্ষা আদৃত; এটি সংক্ষিপ্ত অথচ আবশ্যিক বিচারপূর্ণ টীকাগ্রন্থ। প্রাঞ্জলতা ও সারল্যই এই টীকার প্রধান বৈশিষ্ট্য,— টীকাটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিকল্পনায় কুল্লূকের নিজস্ব অবদান বেশী নয়। তিনি প্রধানত মেধাতিথির ভাষ্য ও গোবিন্দরাজের টীকার ওপর নির্ভর ক'রেই নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে তিনি মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের কঠোর সমালোচনাও করেছেন। টীকার শেষে কুল্লূকভট্ট বলছেন—

"সারাসারবচঃ প্রপঞ্চনবিধৌ মেধাতিথেশ্চাতুরী
স্তোকং বস্তুনিগূঢ়মল্পবচনাদ্ গোবিন্দরাজো জগৌ।
গ্রন্থেঽস্মিন্ ধরণীধরস্য বহুশঃ স্বাতন্ত্র্যমেতাবতা

স্পষ্টং মানবমর্থতত্ত্বমখিলং বক্তুং কৃতোঽয়ং শ্রমঃ।।"

এখানে টীকাকর্তা বলছেন— বক্তব্য বিষয়টি সারযুক্তই হোক্ বা অসারই হোক্, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করতে মেধাতিথি নিপুণ ছিলেন; গোবিন্দরাজ অল্পকথায় মনুসংহিতা-রূপ ক্ষুদ্রগ্রন্থের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করেছেন; ধরণীধর তাঁর পূর্বে প্রচলিত মতবাদগুলির প্রতি উদাসীন থেকে মনুসংহিতার ভাষ্য রচনায় সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছেন। তাই বর্তমান টীকাকার কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার প্রকৃত অর্থসমূহ উদ্‌ঘাটিত করার জন্যই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কুল্লূকভট্টের অহংকার ছিল যে, মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ বা অন্য কেউই তাঁর মত ব্যাখ্যারচনায় সমর্থ হননি। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' ব্যাপারে তিনি যেসব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন, সেরকমটি আর কারোর দ্বারাই সম্ভব হয়নি ব'লে কুল্লূকভট্টের ধারণা ছিল এবং তাই ঐ অধ্যায়ের শেষে তিনি বললেন—

'নৈতন্মেধাতিথিরবিদধে নাপি গোবিন্দরাজো ব্যাখ্যাতারো ন জগুরপরেঽপ্যন্যতো দুর্লভং বঃ।"

কুল্লূকভট্ট যে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের সমালোচনা করেছেন তাই নয়, তাদের ত্রুটির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। এইসব সমালোচনা বা ত্রুটি প্রদর্শন সত্ত্বেও কুল্লূকভট্টের প্রতি আমাদের বিরূপতা আসে না, কারণ, মেধাতিথির ভাষ্য পাণ্ডিত্যবহুল ছিল বটে, কিন্তু কুল্লূককৃত ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে সহজবোধ্য। তাছাড়া কুল্লূকভট্টও একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং প্রয়োজনবোধে মনুসংহিতার ব্যাখ্যায় এই পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও তিনি রেখে গিয়েছেন। কুল্লূকের 'মন্বর্থমুক্তাবলী' সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য— "At length appeared Kulluka Bhatta, who, after a painful course of study and the collation of numerous manuscripts, produced a work of which it may perhaps be said very truly that it is the shortest yet the most luminous, the least ostentatious yet the most learned, the deepest yet the most agreeable, commentary ever composed on any author, ancient or modern."

টীকার সূচনায় কুল্লূকভট্ট অল্পকথায় নিজের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। গৌড়দেশে নন্দন-অঞ্চলে এক বারেন্দ্রশ্রেণীর বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভট্ট দিবাকর। কাশীতে এসে পণ্ডিতব্যক্তিদের সাহচর্যে বসবাস করার সময় তিনি মনুসংহিতার টীকা রচনা করেন। এছাড়া কুল্লূকভট্ট 'স্মৃতিসাগর' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। কুল্লূকভট্টের সময়নির্ধারণ নিয়ে মতবিরোধ আছে। P. V. Kane অন্যান্য পণ্ডিতদের অভিমতগুলি উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কুল্লূকভট্ট ১১৫০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর মন্বর্থমুক্তাবলী রচনা করেন। কারো কারো মতে, মন্বর্থমুক্তাবলীর রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

মনুসংহিতার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য টীকাগ্রন্থ হ'ল—সর্বজ্ঞনারায়ণ রচিত 'মন্বর্থবিবৃতি' বা 'মন্বর্থনিবন্ধ', বা 'নন্দিনী' প্রভৃতি। অন্যান্য টীকাকারদের মধ্যে আগে উল্লিখিত ধরণীধর, রামচন্দ্র, উদয়কর এবং ভোজদেব ছাড়া আমরা অসহায়, ভর্তৃযজ্ঞ এবং ভাগুরির নামও পাই। যদিও মেধাতিথির ভাষ্যে অসহায়, ভর্তৃযজ্ঞ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তবুও খুব সম্ভব এঁরা সম্পূর্ণ মনুটীকা রচনা করেন নি; আর করলেও এখন সেগুলি কালের কবলে বিলীন।

মনু ও মনুসংহিতা

নগেন্দ্রনাথ বসু

মনু ঃ ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ, ইনি প্রজাপতি ও ধর্মশাস্ত্রবক্তা। প্রতিকল্পে চতুর্দশ মনু হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ —এই সকল মনু গত হইয়াছেন, বর্তমান বৈবস্বত মনু। সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি এই সকল মনু পরে হইবে।

(ভাগবত ৮ অধ্যায়।১ শ্লোক)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে— **প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু,** ইনি ব্রহ্মা ও গায়ত্রী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার দশ পুত্র, — অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, রিফ্‌ফ, সবল, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান, হব্য, মেধস্, মেধাতিথি, বসু। **স্বারোচিষ মনু দ্বিতীয়,** ইঁহার চারিপুত্র— নভ, নভস্য, প্রসৃতি, ও ভাবন। **ঔত্তমি মনু** তৃতীয়, ইঁহার দশ পুত্র,—ঈষ, উর্জ, ভূর্জ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য, নভ ও সহ। **চতুর্থ তামস মনুর** দশ পুত্র,—অকল্মষ, তপোধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভাগী ও তপোযোগী। **পঞ্চম রৈবত মনুর** দশ পুত্র যথা— অরুণ, তত্ত্বদর্শী, বিত্তবান্, হব্যপ, কপি, মুক্ত, নিরুৎসুক, সত্ত, নির্মোহ, প্রকাশক। **ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ,** ইনি ধ্রুবপৌত্র রিপুঞ্জয় হইতে ব্রহ্মদৌহিত্রী বীরণকন্যা বীরণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ভার্যা নড্ডলা। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুপ্, অতিরাত্র, স্বস্বচ্ছ ও অভিমন্যু এই দশটী ইঁহার পুত্র।

সপ্তম বৈবস্বত মনু— এই মনু সূর্য হইতে সংজ্ঞাতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারও দশ পুত্র,— ইল, ইক্ষ্বাকু, কুশনাভ, অরিষ্ট, রিষ্ঠ, নরিষ্যন্ত, করূষ, শর্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগ।

অষ্টম সাবর্ণি মনু— এই মনু সূর্য হইতে ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইঁহারও দশটি পুত্র— ধৃতি, বরীয়ান্, যবস, সুবর্ণ, বৃষ্টি, চরিষ্ণু, ঈড্য, সুমতি, বসু ও শুভ্র। **নবম রৌচ্য** ইনি রুচিপ্রজাপতির পুত্র। **দশম মনু** ভৌত্য, ইনি ভূতি মনু নামক প্রজাপতির পুত্র। **একাদশ মনু**— মেরুসাবর্ণি, ইনি ব্রহ্মার পুত্র। **দ্বাদশ মনু** ঋভু। **ত্রয়োদশ** ঋতুধামা। **চতুর্দশ** বিষ্বক্‌সেন।

মৎস্যপুরাণে নবমাধ্যায় হইতে একবিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত এই সকল মনুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—

"স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা।।
ষড়েতে মনবোঽতীতাস্তথা বৈবস্বতোঽধুনা।
সাবর্ণিঃ পঞ্চ রৌচ্যাশ্চ ভৌত্যাশ্চাগামিনস্ত্বমী।।" ইত্যাদি

(মার্কণ্ডেয়পু. ৫৩ অ.)

প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু, পরে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ — এই ৬ মনু অতীত

হইয়াছেন; এইক্ষণ বৈবস্বত মনুর অধিকার। ইহার পর যথাক্রমে পঞ্চসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য এই তিন মনুর আবির্ভাব হইবে।

স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র। ইহারা সকলেই পিতৃতুল্য; এই সকল পুত্র সপ্তদ্বীপ ও পর্বতাদির অধিপতি ছিলেন।

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৩ অধ্যায়)

ভাগবতে লিখিত আছে—

"অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা।
নহ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্।।
এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা।
কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎকায়মভিচক্ষতে।।
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত।
যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী চাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষস্য মহাত্মনঃ।।
তদা মিথুনধর্মেণ প্রজা হ্যেধাংবভূবিরে।
স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ।"

(ভাগবত ৩।১২।৩৩—৩৬)

স্বায়ম্ভুব—প্রথম মনু। পূর্বে ব্রহ্মা যখন দেখিলেন, — মহাবীর্য সপ্তর্ষি প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্টি বিস্তৃত হইল না, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া আপনিই আপনার হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, —কি আশ্চর্য! আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত আছি, তথাচ আমার প্রজা নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই ইহার একমাত্র প্রতিকূল কারণ। তিনি যখন এইরুপ চিন্তায় নিমগ্ন, তখন তাঁহার সেই মূর্তি আপনা হইতে অতি আশ্চর্য প্রকারে দ্বিধাবিভক্ত হইল। এইজন্য উহা অদ্যাপিও কায়-নামে অভিহিত হয়। এই দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ হইলেন। তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তাঁহার নাম স্বয়ম্ভুব মনু এবং যিনি স্ত্রী তাঁহার নাম শতরূপা, ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী হইলেন। এই সময় হইতেই মিথুন ধর্ম দ্বারা প্রজা সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

স্বায়ম্ভুব মনুর শতরূপা পত্নীতে পাঁচটি অপত্য হয়, তাহার মধ্যে দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এবং কন্যাত্রয়ের নাম — আকৃতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু আকৃতিকে রুচির হাতে সম্প্রদান করেন, মধ্যমা দেবহূতি কর্দমের পত্নী এবং তৃতীয়া প্রসূতি দক্ষের বনিতা হন। ইহার সন্তান সন্ততি দ্বারা জগৎ পূর্ণ হয়।

(ভাগবত ৩।১২-১৩ অ.)

স্বারোচিষ — দ্বিতীয় মনু। এই মনু অগ্নির পুত্র। সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ প্রভৃতি ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে তুষিতাদি দেবতা এবং তাঁহাদের ইন্দ্র রোচন ও উর্দ্ধ স্তম্ভাদি করিয়া সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মন্বন্তরে বেদশিরা নামক ঋষি হইতে তৎপত্নী তুষিতার গর্ভে বিভু নামে বিখ্যাত

এক দেব উৎপন্ন হন। ইনি কৌমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্র মুনি ইঁহার নিকট ব্রতশিক্ষা করেন।

উত্তম —তৃতীয় মনু। এই মনু প্রিয়ব্রতের পুত্র। পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্রাদি ইঁহার পুত্র। এই মনুর সময়ে প্রমদাদি সপ্তর্ষি হন। ইঁহারা সকলেই বশিষ্ঠের পুত্র। সত্য, বেদশ্রুত, ভদ্র প্রভৃতি দেবতা ও সত্যজিৎ তাঁহাদের ইন্দ্র। এই মন্বন্তরে ধর্মের সূনৃতা নাম্নী ভার্যার গর্ভে ভগবান পুরুষোত্তম সত্যব্রতগণের সহিত উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন নামে খ্যাত হন। সত্যসেন ইন্দ্রের সখা ছিলেন। ইঁহারই হস্তে দুর্বৃত্ত যক্ষ রাক্ষসাদি ভূতদ্রোহী ভূতসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তামস — চতুর্থ মনু। ইনি তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা। পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি ইঁহার দশ পুত্র। এই মন্বন্তরে সত্যক, হরি ও বীর নামে দেবগণ, ত্রিশিখ নামক ইন্দ্র এবং জ্যোতির্ধামাদি সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মন্বন্তরে উল্লিখিত সত্যকাদি ব্যতীত বিশিষ্ট পরাক্রমশালী বৈধৃতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন। এই বৈধৃতিগণ বিধৃতির পুত্র। কালবশে বেদ সকল যখন বিনষ্ট হইতেছিল, তখন ঐ সকল দেবতা স্ব স্ব তেজে তৎসমস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। এই মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু হরিণীর গর্ভে হরিমেধস্ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি নামে বিখ্যাত হন। ভগবান্ হরি গ্রাহের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন।

(ভাগবত ৮।১০৫ অ.)

রৈবত — পঞ্চম মনু। ইনি চতুর্থ তামস মনুর সহোদর ভ্রাতা। রৈবত মনুর পুত্র অর্জুন, বলি ও বিন্ধ্যাদি। এই মন্বন্তরে বিভু, ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবগণ ও হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, উর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ছিলেন।

চাক্ষুষ— ষষ্ঠ মনু। ইনি চক্ষুষের পুত্র। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। ঐ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম, ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা এবং হর্য্যস্মৎ ও বীরকাদি ঋষি ছিলেন। এই মনুর সময়ে বৈরাজের ঔরসে এবং দেবসম্ভূতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখ্যাত হন।

(ভাগবত ৮।৫ অ.)

বৈবস্বত — সপ্তম মনু। বিবস্বান্ পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু নামে বিখ্যাত হন। বর্তমানে এই মনুর অধিকার চলিতেছে। ইক্ষ্বাকু, নভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, করুষ, পৃষধ্র এবং বসুমান্ — এই দশটী বৈবস্বত মনুর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঋভুগণ দেবতা। পুরন্দর ঐ সকল দেবতার ইন্দ্র। কাশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, এবং ভরদ্বাজ এই সপ্ত ঋষি। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বিবস্বানের দুই পত্নী, ইঁহারা দুইজনেই বিশ্বকর্মার তনয়া, নাম সংজ্ঞা ও ছায়া। কোন কোন ঋষির মতে তাঁহার বড়বা নামে তৃতীয়া কন্যা ছিল। ঐ সকল পত্নীর মধ্যে সংজ্ঞার তিন অপত্য, — যম, যমী (যমুনা) এবং শ্রাদ্ধদেব। ছায়ার একপুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম সবর্ণ এবং কন্যার নাম তপতী। এই কন্যা শম্বরণের বনিতা। বড়বা নাম্নী পত্নীর গর্ভে

অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন।

সাবর্ণি — অষ্টম মনু। নির্মোক ও বিরজস্ক প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্র। এই মনুর সময়ে সুতপা, বিরজা এবং আনৃতপ্রভা এই সকল দেবতা এবং বিরোচনাত্মজ বলি ইঁহাদের ইন্দ্র। গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বাদরায়ণাদি সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্বভৌম নামে খ্যাত হইবেন।

দক্ষসাবর্ণি — নবম মনু। বরুণ হইতে ইঁহার উদ্ভব। ভূতকেতু, দীপ্তকেতু ইত্যাদি তাঁহার তনয়। এই মন্বন্তরে মরীচি, গর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান্ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন। এই মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষভ নামে বিখ্যাত হইবেন।

ব্রহ্মসাবর্ণি — দশম মনু। ইনি উপশ্লোকের পুত্র। ভূরিষেণ প্রভৃতি ইঁহার সন্তান। এই মন্বন্তরে হবিষ্মান্, সুকৃত্য, সত্য, জয়, মূর্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি। সুবাসন ও অবিরুদ্ধাদি দেবতা এবং শম্ভু ইন্দ্র। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বসৃক্ বিপ্রের গৃহে বিসূচির গর্ভে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরে বিশ্বক্সেন নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তৎকালে দেবরাজ শম্ভুর সহিত ইঁহার বিশেষ সখ্যতা হইবে।

ধর্মসাবর্ণি — একাদশ মনু। ইঁহার সত্যধর্মাদি দশপুত্র হইবে। ঐ মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কালগণ নির্বাণ ও রুচি প্রভৃতি দেবতা, বৈধৃত ইন্দ্র, এবং অরুণাদি সপ্তর্ষি হইবেন। ভগবান্ বিষ্ণু আর্যকের ঔরসে বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।

রুদ্রসাবর্ণি — দ্বাদশ মনু। দেবযান, উপদেব এবং শ্রেষ্ঠাদি ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে হরিতাদি দেবতা। গন্ধধামা ইন্দ্র। তপোমূর্তি, তপস্বী ও অগ্নীধ্র প্রভৃতি সপ্তর্ষি। ভগবান্ বিষ্ণু সত্যবহা বিপ্রের সূনৃতা নাম্নী বনিতার গর্ভে অংশরূপে উৎপন্ন হইয়া সুধামা নামে খ্যাত হইবেন।

দেবসাবর্ণি— ত্রয়োদশ মনু। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে সুকর্মা, সুত্রামাদি দেবতা। দিবস্পতি ইন্দ্র এবং নির্মোক ও তত্ত্বদর্শাদি সপ্তর্ষি হইবেন। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু দেবহোত্র হইতে বৃহতীর গর্ভে অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।

ইন্দ্রসাবর্ণি — চতুর্দশ মনু। উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা ও শুচি তাঁহাদের ইন্দ্র এবং অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধ প্রভৃতি সপ্তর্ষি। ভগবান্ বিষ্ণু সত্রায়ণ হইতে বিনতার গর্ভে অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইঁহার নাম হইবে বৃহদ্ভানু।

এই চতুর্দশ মনুর কাল প্রমাণ সহস্রযুগ।— (ভাগবত ৮।১৪)

এই সকল মনু, মনুপুত্র, সপ্তর্ষি ও ইন্দ্র প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই পরম পুরুষ ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তত্তন্মন্বন্তরে যজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল পুরুষ-মূর্তি ঈশ্বরাবতারের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল মূর্তিকর্তৃক নিয়োজিত হইয়াই মনু সকল জগতের কার্য নির্বাহ

করেন। চতুর্যুগান্তে শ্রুতি সকল কালগ্রস্ত হইয়াছিল। তত্তন্মন্বন্তরে ঋষিগণ স্ব স্ব তপোযোগে সে সকল দর্শন করেন। পরে সেই সমস্ত শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্ম পুনরায় প্রকটিত হয়। তদনন্তর ভগবান্ হরির আদেশে মনুগণ স্ব স্ব কালে সংযত হইয়া অবনী মণ্ডলে চতুষ্পাদ ধর্ম প্রচার করেন। প্রজাপাল মনুপুত্র সকল তত্তন্মন্বন্তরাবসান পর্যন্ত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ ধর্ম পালন করিয়া থাকেন।

(ভাগবত ৮।১৫ অ.)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে—
"স চতুর্মুখ আসাদ্য প্রাদুর্ভাবং মহামতে!
মনুং স্বায়ম্ভুবং নাম জনয়ামাস মানসাৎ।।
স মানসো মনুপুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
শতরূপাঞ্চ তৎপত্নীং জজ্ঞে ধর্মস্বরূপিণীম্।। ইত্যাদি।

(দেবীভাগ. ১০।১।৬-৭)

ভগাবন্ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে চতর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া নিজ অন্তঃকরণ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও ধর্মস্বরূপিণী তদীয় পত্নী শতরূপাকে উৎপাদন করেন। এইজন্য স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন।

স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাসৃষ্টির ভারপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রতীরে দেবী ভগবতীর মৃণ্ময়ী মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। দেবী ভগবতী তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। স্বায়ম্ভুব মনু দেবী ভগবতীর বরে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। (দেবীভাগ. ১০।১ ।৭)

স্বায়ম্ভুব মনু পিতার আজ্ঞানুসারে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তাঁহার প্রিয়বত ও উত্তানপাদ নামে মহাপ্রভাবসম্পন্ন দুই পুত্র এবং আকৃতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মে। মনু আকৃতিকে মহর্ষি রুচিসহ, দেবহূতিকে প্রজাপতি কর্দমসহ এবং প্রসূতিকে প্রজাপতি দক্ষের সহিত বিবাহ দেন। মহর্ষি রুচির ঔরসে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র ভগবান্ আদিপুরুষ বিষ্ণুর অংশ। কর্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে সাংখ্যাচার্য কপিলদেব জন্মগ্রহণ করেন। প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে কতকগুলি কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন দেব, দানব, পশু ও পক্ষী প্রভৃতিও দক্ষ হইতে উৎপন্ন। এই সকল প্রজাগণই বিশ্বসৃষ্টির প্রবর্তক। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান্ যজ্ঞ যামনামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া নিজ মাতামহ মনুকে রাক্ষসাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কপিল কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া নিজ গর্ভধারিণী দেবহূতিকে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ কাপিলশাস্ত্র (সাংখ্য শাস্ত্র) ধ্যানযোগাদির উপদেশ দিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিয়া যোগাবলম্বন করেন। মনুর পুত্রগণ সমস্ত প্রাণিজগতের সুখাদি প্রাপ্তি ও লোকব্যবহার প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দ্বীপবর্ষ ও সমুদ্রাদির ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মদুহিতা বর্হিষ্মতীর পানি গ্রহণ করেন। ইঁহার

দশ পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাই সর্বকনিষ্ঠা। অগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, রুক্মশুক্র, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি ইঁহার এই দশপুত্র। এই পুত্রগণের মধ্যে কবি, সবন ও মহাবীর এই তিনজন সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন।

প্রিয়ব্রতের অপর ভার্যাতে উত্তম, তাপস ও রৈবত নামে তিন পুত্র হয়। ইঁহারা সকলেই বিশ্ববিখ্যাত। এই পুত্রত্রয়ই কালে মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া এক একটি মন্বন্তরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত এই সকল পুত্রগণের সহিত একাদশ অর্বুদ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত দীর্ঘ কালেও তাঁহার কোন প্রকার ঐন্দ্রিয়িক বা শারীরিকবলের হ্রাস হয় নাই।

প্রিয়ব্রত এক সময় দেখিলেন যে, দেব দিবাকর পৃথিবীর একভাগে প্রকাশিত হইলে অপর ভাগ অন্ধকারময় থাকে, এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, — আমার রাজ্য-শাসনকালে এইরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না, আমি যোগপ্রভাবে ইহা নিবারণ করিব। প্রিয়ব্রত মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জগৎ আলোকময় করিবার জন্য একখানি সূর্যসদৃশ প্রকাশমান রথে আরোহণ করিলেন, এবং প্রতিদিন সাতবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই পর্যটনে চক্রনেমি দ্বারা যে সকল ভূভাগ ক্ষয় হইয়াছিল, তাহাতেই সপ্তসাগরের উৎপত্তি হয়। ঐ সপ্তসাগরের মধ্যে যে সকল ভূভাগ ছিল,তাহা সপ্তদ্বীপ নামে বিখ্যাত এবং সাতটী সাগর সদ্বীপের পরিখাস্বরূপ হইল। প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের অধিপতি হন। (দেবীভাগ. ৮।৩-৪ অ.)

দ্বিতীয় মনু — **স্বারোচিষ**। এই মনু প্রিয়ব্রতের পুত্র। স্বারোচিষ কালিন্দীতটে দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্তিনির্মাণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মন্বন্তরাধিপত্য প্রদান করেন। এই মনু স্বীয় অধিকার কাল পর্যন্ত যথাবিধি ধর্ম সংস্থাপনপূর্বক পুত্রগণের সহিত রাজ্য ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

তৃতীয় মনু প্রিয়ব্রতের **উত্তম নামক** পুত্র। রাজর্ষি উত্তম বিজন গঙ্গাতীরে থাকিয়া তিন বৎসর কাল বাগ্‌ভববীজ জপ করেন এবং তাহারই ফলে তিনি দেবীর অনুগ্রহভাজন হন। ইনি নিষ্কন্টক রাজ্য ও অনবচ্ছিন্ন সন্ততি লাভ করিয়া অনন্তর যাবতীয় রাজ্যসুখ ও যুগধর্মভোগপূর্বক অন্তে রাজর্ষিগণপ্রাপ্য উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন।

চতুর্থ মনু — প্রিয়ব্রতের তামস নামক অপর পুত্র। রাজর্ষি তামস নর্মদার দক্ষিণকূলে কামবীজ জপপূর্বক জগন্ময়ী মাহেশ্বরীর আরাধনা এবং শরৎ ও বসন্তকালে নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করেন। প্রসন্নরূপিণী দেবীর বরে মনু নিষ্কন্টকরাজ্য ভোগ করিয়া ভোগাবসানে স্বর্গ গমন করেন। এই মনুর দশ পুত্র ছিল।

পঞ্চম মনু — তামসের কনিষ্ঠ প্রিয়ব্রতের পুত্র রৈবত। রাজর্ষি রৈবত কালিন্দীতীরে পরম সিদ্ধিদায়ক কামবীজ জপ করিয়া দেবীর আরাধনা করেন। দেবীর বরে ইনি মন্বন্তরাধিপত্য প্রাপ্ত হন। রৈবত মনু ব্যবস্থানুসারে ধর্ম বিভাগ করিয়া সমস্ত বিষয় উপভোগপূর্বক অন্তে সর্বোত্তম ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

ষষ্ঠ মনু — **চাক্ষুষ**। ইনি অঙ্গরাজের পুত্র। এই মনু একদিন পুলহাশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে বলেন, — আমি আপনার শরণাগত হইলাম। কোন্ উপায়ে আমি পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিয়া আমার বংশের চিরস্থায়িত্ব ও আমার স্থির যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইব, এবং কেমন করিয়াই বা অন্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। পুলহ মনুর প্রার্থনায় তাহাকে দেবীর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন।

চাক্ষুষ মনু মহর্ষি পুলহের আদেশে তপস্যার্থ বিরজা নদীতীরে উপস্থিত হন। মনু এইখানে বাগ্‌ভব মন্ত্র জপ করিয়া দেবী ভগবতীর উপাসনা করেন। দেবী তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্বন্তরীয় নিষ্কন্টক রাজ্য, প্রভূত বলশালী কতকগুলি পুত্র এবং বিষয়ভোগান্তে অন্তে মুক্তি লাভের বর দান করিয়া তিরোহিত হইলেন। চাক্ষুষ নৃপতি ভগবতীর বরে মনুশ্রেষ্ঠ হইয়া সকল প্রকার সুখভোগে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার পুত্রগণও প্রভূত বলশালী হইয়া দেবীর পরম ভক্ত ও সর্বত্র মাননীয় হইল। এই মনু রাজ্যভোগাবসানে দেবী-পদে লীন হইয়াছিলেন।

সপ্তম মনু — **বৈবস্বত**। বৈবস্বত মনুও দেবী ভগবতীর তপস্যা করিয়া মন্বন্তরাধিপত্য লাভ করেন।

অষ্টম মনু — সূর্য্য-পুত্র সাবর্ণি। নরপতি সাবর্ণি পূর্ব-জন্মে দেবীর আরাধনা করিয়া, তাঁহারই বরে মনু হইয়াছিলেন। ইনি স্বারোচিষ- মন্বন্তরে চৈত্রবংশোৎপন্ন সুরথ নামে রাজা ছিলেন ও পরে শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়া অরণ্য গমন করেন, তথায় মেধসঋষির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার উপদেশে দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কঠোর তপোঽনুষ্ঠান করেন। দেবী ভগবতী ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন। দেবীর বরে ইহজন্মে বিবিধ সুখভোগ করিয়া পরজন্মে ইনি সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন।

নবমাদি চতুর্দশ মনু — পূর্বকালে বৈবস্বত মনুর করুষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্যাতি এবং ত্রিশঙ্কু নামে মহাবল পরাক্রান্ত ছয়টি পুত্র হয়। এই পুত্রগণ সকলেই কালিন্দী নদীর পবিত্র তীরে গমন করিয়া প্রত্যেকেই দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক তথায় গমন করিয়া চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত দেবীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর দান করেন।

মহাবল রাজপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডলে সাম্রাজ্যলাভ ও বিবিধ বিষয়ের উপভোগ করিয়া জন্মান্তরে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন। দেবীর অনুগ্রহে তাঁহাদের মধ্যে প্রথম করুষ নরপতি দক্ষ সাবর্ণি নামে নবম মনু, দ্বিতীয় পৃষধ্ররাজ মেরুসাবর্ণি নামে দশম মনু, তৃতীয় নাভাগ নৃপতি সূর্যসাবর্ণি নামে একাদশ মনু, চতুর্থ দিষ্ট নরপতি চন্দ্রসাবর্ণি নামে দ্বাদশ মনু, পঞ্চম শর্যাতি রুদ্রসাবর্ণি নামে ত্রয়োদশ মনু এবং ষষ্ঠ ত্রিশঙ্কু বিষ্ণুসাবর্ণিনামে চতুর্দশ মনু হইয়াছিলেন। ভগবতী ভ্রামরী দেবীর অনুগ্রহে এই চতুর্দশ মনুই ত্রিভুবনে মহাপ্রতাপশালী, পরাক্রান্ত ও সর্বলোকের পূজ্য হইয়াছিলেন।

(দেবীভাগবত ১০। ১-১৩ অ.)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে — প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ, তৃতীয় ঔত্তমী,

চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ এই ছয় মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সূর্যতনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুর অধিকার। স্বায়ম্ভুব মনুর বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ, এই মন্বন্তরে পারাবতগণ ও তুষিতগণ দেবতা, বিপশ্চিৎ ইঁহাদের ইন্দ্র; উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্বর ও উর্বীরবান্ সপ্তর্ষি ছিলেন। চৈত্র ও কিম্পুরুষাদি স্বারোচিষের পুত্র। তৃতীয় মনু ঔত্তমি, — এই মন্বন্তরে ইন্দ্র সুশান্তি এবং বশিষ্ঠের সাত পুত্র সপ্তর্ষি ছিলেন। অজ, পরশু ও দিব্য প্রভৃতি ঔত্তমির পুত্র। চতুর্থ মনু তামস — সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুধীগণ এই মন্বন্তরের দেবতা। ইঁহারা প্রত্যেকেই সপ্তবিংশতিসংখ্যক ছিলেন। রাজা শিবি শত যজ্ঞ করিয়া ইঁহাদের ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবক ইঁহারা সপ্তর্ষি। নর, খ্যাতি, শান্ত, হয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামস মনুর পুত্র।

পঞ্চম মনু রৈবত, — এই মন্বন্তরে অমিতাভ, ভূতরজস্ ও সুমেধস্‌গণ দেবতা এবং ইঁহাদের ইন্দ্র বিভু। হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্যন্য ও মহামুনি; ইঁহারা সপ্তর্ষি, বলবন্ধু, সুসম্ভারু ও সত্যক প্রভৃতি রৈবত মনুর পুত্র।

স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত এই চারিজন মনুই প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তদীয় তপোবলেই ইঁহারা মন্বন্তরাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

চাক্ষুষ — ষষ্ঠ মনু। এই মন্বন্তরে আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা, এই গণ প্রত্যেকে ৮ টী করিয়া। মনোজব ইঁহাদের ইন্দ্র। সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, প্রমুখ, সুমহাবল প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্র।

সূর্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা, পুরন্দর ইঁহাদের ইন্দ্র। বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ইঁহারা সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, করুষ, পৃষধ্র ও বসুমান্ এই ৯টী বৈবস্বত মনুর পুত্র।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কালে আকূতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু অংশরূপে মানসদেব যজ্ঞনামে উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু অজিতমানস দেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে উত্তম মনুর সময়ে ঐ তুষিত সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যনামে বিখ্যাত হন; তামস মনুর সময় ঐ সত্য হরিগণের সহিত হর্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন; — তাঁহার নাম হয় হরি। রৈবত মনুর সময় হরি রাজসগণের সহিত সম্ভূতির গর্ভে জন্মিয়া মানস নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বৈবস্বত মনুর সময় ভগবান্ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন।পূর্বোক্ত মনু, সপ্তর্ষি, দেবতা, দেবরাজ ও মনুপুত্র, ইঁহারা সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর বিভূতি।

অপর সপ্ত মনুর বিবরণ এইরূপ; — সাবর্ণি অষ্টম মনু। বিশ্বকর্মার সংজ্ঞা নামে এক

কন্যা হয়, সূর্য সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের ঐরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটি সন্তান হয়। কিছুদিন পরে সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়ানাম্নী একটী কন্যাকে স্বামিশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিতে গমন করেন। ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপা ছিল। দিবাকর ছায়াকে সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাহার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করেন। প্রথম পুত্রের নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্র সাবর্ণি মনু ও কন্যার নাম তপতী। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে মনু নামে পুত্র হইয়াছিল, এই পুত্র তাঁহার সমান বর্ণ বলিয়া সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হন। এই মন্বন্তরে সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা, বিরোচন বলি ইঁহাদের ইন্দ্র, এই দেবগণ আবার প্রত্যেকে একবিংশতি ছিলেন। গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং বিরজা, আর্বরীবান্ ও নির্মোহাদি এই মনুর পুত্র।

দক্ষসাবর্ণি — নবম মনু। এই মনুর সময়ে পার, মরীচি, গর্ভ ও সুধর্ম এই ত্রিবিধ দেবগণ, ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ করিয়া দেবতা এবং অদ্ভুত ইহাদের ইন্দ্র। দ্যুতিমান, ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য ইঁহারা সপ্তর্ষি। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি এই মনুর পুত্র।

ব্রহ্মসাবর্ণি — দশম মনু। এই মনুর সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা, এই দুইগণে দশশত দেবতা এবং শান্তি ইঁহাদের ইন্দ্র। হবিষ্মান্, সুকৃতি, সত্য, অপাংমূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা ও হরিসেন আদি করিয়া এই মনুর দশপুত্র। ইঁহারা সকলেই পৃথিবী শাসন করেন।

ধর্মসাবর্ণি — একাদশ মনু। ইঁহার সময় বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্মাণরতিগণ দেবতা; এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিশ জন করিয়া দেবতা। বৃষ ইঁহাদের ইন্দ্র। নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনস ইঁহারা সপ্তর্ষি। সর্বগ, সবধর্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মনুর পুত্র।

রুদ্রপুত্র সাবর্ণি — দ্বাদশ মনু। এই মনুর সময় হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্মগণ ও তারগণ দেবতা ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণেই দশজন করিয়া দেবতা। ঋতধামা ইঁহাদের ইন্দ্র। তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর পুত্র।

রৌচ্য — ত্রয়োদশ মনু। এই মন্বন্তরে সুত্রামগণ, সুকর্মগণ ও সুধর্মগণ দেবতা, ইঁহাদের প্রত্যেকগণে ৩৩ জন করিয়া দেবতা ছিলেন; দিবস্পতি ইঁহাদের ইন্দ্র। নির্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা ইঁহারা সপ্তর্ষি, চিত্রসেন ও বিচিত্রাদি উক্ত মনুর পুত্র।

ভৌত্য — চতুর্দশ মনু। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ দেবতা এবং শুচি ইঁহাদের ইন্দ্র। অগ্নিবাহু, শুচি, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুক্ত ও অজিতাদি সপ্তর্ষি। উরু, গভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি উক্ত মনুর পুত্র। এই মনুপুত্রগণ সকলেই পৃথিবীপাল।

প্রতি চতুর্থ যুগাবসানে বেদ-বিপ্লব হয়। সেই কারণ সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া

বেদের উদ্ধার করেন। মনু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। মনুর অধিকারকাল পর্যন্ত দেবগণ যজ্ঞভুক্ হইয়া থাকেন। মনুপুত্র ও তদ্বংশীয়েরা এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত পৃথিবীপালন করেন। মনু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণ এবং মনুপুত্র ভূপালগণ, ইঁহারা প্রতি মন্বন্তরে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপ চতুর্দশ মনু অতীত হইলে এক কল্প হয়। মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেব ও সপ্তর্ষিগণ ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর ভুবনস্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১-৩ অ.)

সকল পুরাণেই মনু ও মনুপুত্রগণের বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইল না। মনুগণই আদি রাজা। ভগবান্ মনু হইতেই এই সৃষ্টি পালিত হইয়া থাকে।

হরিবংশে এই মনুর বিষয় যাহা লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা বিবৃত হইল ঃ

স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি ও দক্ষসাবর্ণি এই চতুর্দশ মনু।

এই চতুর্দশ মনুই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মনুনামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে; সুতরাং ইহার পূর্বে ছয় মনু অতীত হইয়াছেন ও সাবর্ণি প্রভৃতি সপ্ত মনু অবশিষ্ট আছেন। এক এক মনুর অধিকার শেষ হইলে যথাক্রমে সাবর্ণি প্রভৃতি মনু আবির্ভূত হইবেন।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। এই মনুর সময়ে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ, ব্রহ্মার এই সপ্ত পুত্র সপ্তর্ষি এবং যামনামা দেবগণ ছিলেন। এই মনুর অগ্নীধ্র, অগ্নীবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান ও হব্য প্রভৃতি করিয়া দশপুত্র।

স্বারোচিষ মনুর সময় বশিষ্ঠপুত্র ঔর্ব, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত ও চ্যবন ইঁহারা সপ্তর্ষি। তুষিত নামে দেবগণ। হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতিঃ, আপ, মূর্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভ ও উর্জ ইঁহারা মনুর পুত্র। তৃতীয় ঔত্তমি মনু। এই মনুর সময় বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র এবং ঈশ, উর্জ, তনুর্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ, ইঁহারা মনুপুত্র। চতুর্থ তমিস মনুর সময় কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জন্যু, ধামা, কপীবান্ ও অকপীবান্ ইঁহারা সপ্তর্ষি; সত্যগণ দেবতা; দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ ইঁহারা উক্ত মনুর পুত্র। পঞ্চম রৈবত মনুর সময় বেদবাহু, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জন্য, সোমতনয়, উর্দ্ধবাহু অত্রিনন্দন, ও সত্যনেত্র ইঁহারা সপ্তর্ষি; অভূতরজস, প্রকৃতি, পারিপ্লব ও রৈভ্য ইঁহারা দেবতা। ধৃতিমান্, অব্যয়, যুজ্জ, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, কৃতি ও সত্যবান্ এই সকলে উক্ত মনুর পুত্র।

চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনুর সময় — ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং আপ্য, প্রভূত, ঋভু, ত্রিদিববাসী, পৃথুক ও লেখা এই পঞ্চবিধ দেবগণ ছিলেন।

সপ্তম বৈবস্বত মনুর সময় — অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ও ঋচীকপুত্র জমদগ্নি ইঁহারা সপ্তর্ষি, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ ও

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতা এবং ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি করিয়া এই মনুর দশ পুত্র।

সকল মনুর প্রারম্ভেই লোক সকলের ব্যবস্থা ও রক্ষার জন্য সপ্তর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতীত ছয় মনু ও বর্তমান মনুর বিষয় বিবৃত হইল। অনাগত মনুর সংখ্যা ছয়টী। ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে সাবর্ণিনামা পাঁচ জন মনু আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সূর্যতনয় বলিয়া বৈবস্বত সাবর্ণিনামে অভিহিত, অপর চারিজন প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র, ইঁহারা সুমেরু পর্বতে অতি কঠোর তপোশ্চরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষদুহিতা প্রিয়ার গর্ভসম্ভূত। সুতরাং দক্ষের দৌহিত্র। রুচিনামক প্রজাপতির রৌচ্য ও ভৌত্য নামে দুই পুত্র হয়, পরে এই দুই পুত্র মনু হইয়াছিলেন। শেষোক্ত মনু রুচি-ভার্যা ভূতিদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উঁহার নাম ভৌত্য হইয়াছে।

সাবর্ণি মনুর সময় — রাম, ব্যাস, দীপ্তিমান, ভরদ্বাজ, অশ্বত্থামা, গৌতম, শরদ্বান্, গালব ও রুরু ইঁহারা সপ্তর্ষি। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন। এই সপ্তর্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রবর্তক। ইঁহারা কৃতাদি যুগচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমসমূহের বিধান করিয়াছেন। বরীয়ান্, অবরীয়ান্, সংযত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য, বিষ্ণু, রাজ ও সুমতি এই দশটী সাবর্ণি মনুর পুত্র।

চতুর্দশ মনুর অধিকার শেষ হইলেই এক কল্প পূর্ণ হয়। মানবীয় এক বৎসরে দেবতাদিগের একদিন, উত্তরায়ণ দেবগণের দিবা এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। দেবতাদিগের দশ বৎসরে মনুর এক অহোরাত্র, উহার দশগুণে মনুর এক পক্ষ, উহার দশগুণে এক মাস, ঐরূপ দ্বাদশ মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর হয়। ইহার চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ, চারিশত বৎসর সন্ধ্যা, ও চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, তিন হাজারবৎসর ত্রেতা, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর, দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর, কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ শত বৎসর। ইহারই একসপ্ততি যুগ এক এক মনুর ভোগকাল। এই মনুর ভোগকালই মন্বন্তর নামে অভিহিত। এইরূপে এক মনুর কাল অতীত হইলে অপর মনু হইয়া থাকে। এইরূপে যখন চতুর্দশ মনুর ভোগকাল শেষ হয়, তখনই এক কল্প শেষ হইয়া থাকে। (হরিবংশ ৭-৯ অ.)

হিন্দুশাস্ত্রে মানবজাতির আদিপুরুষ বলিয়া সর্বশুদ্ধ চতুর্দশ মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যেকে এক এক মন্বন্তর অর্থাৎ ৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি সহস্র বৎসর কাল পৃথিবী শাসন কয়িয়াছিলেন। উপরে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনুর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সপ্তম বৈবস্বত মনুর বর্তমান অধিকার। ইনি স্বীয় ধার্মিকতার জন্য পুরাকালে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। ঐ সময়ে জগদ্বাসী সকলে অধর্মাচরণে লিপ্ত হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণে মহাপ্রলয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে, তৎপ্রসঙ্গে মনুরও উপাখ্যান কীর্তিত হইয়াছে। প্রলয়ের বিষয় তিনি পূর্বেই মৎস্য কর্তৃক অবগত হইয়াছিলেন। মৎস্যরূপী ভগবান্ তাঁহাকে একখানি জাহাজ নির্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দেন। পূর্বাদেশ মত সেই মৎস্য আসিয়া জাহাজ চালনা করে। এই মহাপ্রলয় হইতে মনু পরিত্রাণ লাভ করেন; পরে তাঁহা হইতে

পুনরায় জগতে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হয়।

হিব্রুদিগের নিকট ইনিই নোয়া (Noah) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

খৃষ্ঠধর্মশাস্ত্র বাইবেলগ্রন্থে নোয়ার উপাখ্যান আছে। মানব-সৃষ্টি ও তদ্‌রক্ষাকল্পে ভগবান্ কএকজন পেট্রিয়ার্ক (প্রজাপতি) নিযুক্ত করেন। নোয়া তন্মধ্যে একজন। ইনি লামেকের (Lamech) পুত্র। ৯৫০ বৎসর ইহাঁর জীবনকাল বলিয়া কথিত আছে।

৫ শত বৎসর জীবন-যাপনের পর, নোয়া শ্যাম, হাম ও জাফেথ্ নামে তিন পুত্র লাভ করেন. এই সময়ে প্রজাবৃদ্ধি-বশতঃ ধরা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। নরনারীগণের প্রেমোন্মাদ, কামুকতা, পরস্পরে ঈর্ষা ও ঈশ্বরে অননুরক্তি-প্রযুক্ত সমগ্র ধরাবাসী আসুরিক-ভাব ধারণ করিয়াছিল। জগদীশ্বর এই বৈলক্ষণ্য দেখিয়া পাপপ্রবাহ প্রশমনের জন্য জগদ্বিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি একমাত্র কৃপাপাত্র ও ভক্ত নোয়াকে জীবধ্বংসের সূচনা জানাইয়া তাঁহাকে নৌকা (Ark) নির্ম্মাণ দ্বারা আত্মরক্ষার উপদেশ দিলেন। নোয়া তাঁহার আদেশক্রমে জাহাজমধ্যে জগতের যাবতীয় পদার্থ সংস্থাপনপূর্ব্বক সপরিবারে আরোহণ করিলেন। ক্রমে প্রলয়প্লাবনে ধরা পরিপ্লুত হইয়া গেল। নোয়ার জাহাজ ধীরে ধীরে ঈশ্বর-কৃপায় আরারাট্ গিরিশৃঙ্গে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এখানে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সপরিবারে ঈশ্বরের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহার পূজায় তৃপ্ত হইয়া আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে অভয়দান করেন। মহাপ্লাবনের পর, তিনি প্রায় ৩৫০ বৎসর জীবিত থাকিয়া ধরাধামে প্রজাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। (Genesis v-ix)

বিভিন্ন প্রাচীন জাতির নিকট নোয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বালবেক-বাসীদিগের মতে কেরাক (Kerak) গ্রামের দক্ষিণাংশে বেকায়া অথবা সিলো-সিরিয়ার সমতল-ক্ষেত্রে নোয়ার সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে। তাঁহার সমাধিস্থানের উপর ১০ ফিট লম্বা, ৩ ফিট প্রশস্ত এবং ২ ফিট উচ্চ একটী প্রস্তর-স্তম্ভ গ্রথিত রহিয়াছে। উক্ত সমাধি-মন্দিরটা প্রায় ৬০ ফিট উচ্চ। এই সুবৃহৎ অট্টালিকার গঠনকার্য ও নিতান্ত মন্দ নহে। ইহা সাধারণের নিকট একটী তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। নোয়ার সমাধির ৪ মাইল অদূরে হার্ম্মিস্ নিকার (Hermes Nicha) ভগ্ন-মন্দির দৃষ্ট হয়। হার্মিস্ নিকা গ্রীক এবং রোমকদিগের নিকট জলদেবতা (Mercury) বলিয়া পূজিত। বাইবেল গ্রন্থের নোয়া, মুসলমানদিগের নিকট 'নু' (Nuh) নামে পরিচিত। বাবিলন বা কাল্‌দিয়ার অধিবাসিগণের বেরোসাসবাসী জিশুথ্রস (Xisuthros) অথবা শিশুথ্রসের (Sisuthros) সহিত খৃষ্টধর্মশাস্ত্রোল্লিখিত নোয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মনুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইনিই লিডিয়ানদের নিকট মৌস্ (Maues), ফ্রিজিয়ানদের নিকট 'নোত্র' (Noe), এবং গ্রীকদের নিকট দেউকলীয়ন্ (Deucalion) নামে প্রসিদ্ধ।

মহাপ্রলয় সম্বন্ধে কাল্‌দীয়ান (Chaldaean) জাতির যে উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সহিত হিব্রু বাইবেলের জেনেসিস্ গ্রন্থে লিখিত ঘটনার সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়। কালদীয়দিগের শিশুথ্রস্ ও আকাডিয়াবাসীর নোয়া স্বীয় অসাধারণ পবিত্র চরিত্রগুণে

মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট মনুষ্যগণ তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জলে মগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। উক্ত মহাপ্লাবনের সময় যে নিজির (Land of Nizir) নামক স্থানে শিশুথ্রসের জাহাজ আশ্রয় লাভ করে, তাহাও বাবিলনের উত্তরপূর্বাংশে পীর-মাম্ নামক পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

মনু (মনুসংহিতা), বা মানবধর্মশাস্ত্র। হিন্দু ধর্মের অবশ্যপালনীয় প্রধান কর্তব্য সমূহ এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি মাত্রেরই আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপের যথাকর্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া যে মনুসংহিতা নামক ধর্মশাস্ত্র প্রকটিত রহিয়াছে, মনুই তাহার সঙ্কলয়িতা বলিয়া সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি।

মনুবিরচিত এই সংহিতাগ্রন্থের কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মিঃ হাণ্টার প্রভৃতির মতে ইহা খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয়। ডাঃ কল্ডওয়েল, এলফিন্‌ষ্টোন্ প্রভৃতির বিবেচনায় ইহার সঙ্কলন খৃষ্টপূর্ব ৯ম শতাব্দের কোন সময়ে ইহায়ছিল। সার উণ্-লিয়ম জোন্স ও অধ্যাপক উইলসনের মতে খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দের পূর্বে ইহার কোন কোন অংশ সংগৃহীত হইয়াছিল, বৌদ্ধ যুগের সমসামীয়িকি কালে অথবা তাহার পরবর্তি সময়েও কোন কোন অংশ গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাপকের মতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে মনুসংহিতা গ্রন্থ বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উইলসন সাহেব আরও বলেন উক্ত সংহিতা পাঠ করিলে অনুমান হয়, যে উহার স্মৃতিনিবন্ধগুলি প্রাচীনতম স্মৃতিপুঞ্জের অংশোদ্ধার মাত্র। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের পরবর্তী সময়েও ইহার কতকাংশ সংযোজিত হয়। শিব ও কৃষ্ণচরিত্রের কোন উল্লেখ না থাকায় উহার কতকাংশ রামায়ণ ও মহাভারতের পূর্ববর্তী বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ রামায়ণ ও মহাভারতেও ইহার শ্লোকনিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে বৈদিকযুগের উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মহর্ষি ভৃগু বর্তমান মনুসংহিতা প্রচার করেন, তজ্জন্য ইহা ভৃগুসংহিতা নামেও খ্যাত। অনেকের বিশ্বাস, মানবগৃহ্যসূত্র ও মানবধর্ম-সূত্র অবলম্বনে বর্তমান সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সহিত মানবগৃহ্যসূত্রের অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও মনুসংহিতার সহিত অনেক বিষয়েই মিল নাই।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে সৃষ্টির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে—

"আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রত্যর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।।" (মনু ১।৫)

এই শ্লোকটী মনুষ্য মাত্রকে জগৎ সৃষ্টির সূচনা জানাইয়া দেয়। অতঃপর মনুষ্য জাতি বা সমাজ বিশেষের সমূহ অনিষ্টপাতাদির উল্লেখ আছে। রাজার এবং লোক-সাধারণের ধর্ম, সমাজ, গার্হস্থ্যজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্তব্যতাও সবিস্তার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ উইলিয়ম জোনস্ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে মহামতি ইটন্, লুসেলিয়ো দেলাং কাঁমস, বুল্‌হর প্রভৃতির অনুবাদ য়ুরোপের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

সূচীপত্র

মনুসংহিতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্।। ১।।
ভগবন্ সর্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ।
অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্মান্ নো বক্তুমর্হসি।। ২।।
ত্বমেকো হ্যস্য সর্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো।। ৩।।

অনুবাদ : ভগবান্ মনু একাগ্রচিত্তে সুখে উপবিষ্ট আছেন, —মহর্ষিগণ তাঁর সমীপে অভিগমন ক'রে যথাবিধি তাঁর পূজাদি ক'রে তাঁকে বললেন, —ভগবন্! আপনি চার বর্ণের এবং তদনন্তর সম্ভূত সঙ্কীর্ণ জাতিগণের সমুদায় ধর্ম আনুপূর্বিক আমাদের বলুন। কারণ হে প্রভো! সেই কর্মবিধায়ক অচিন্ত্য অপরিমেয় অপৌরুষেয় ও সমগ্র বেদশাস্ত্রের কার্য, তত্ত্ব এবং অর্থজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতে একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয়।। ১—৩।।

স তৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতৌজা মহাত্মভিঃ।
প্রত্যুবাচার্চ্য তান্ সর্বান্ মহর্ষীন্ শ্রূয়তামিতি।। ৪।।

অনুবাদ : সেই অসীম জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ মনু সেই মহানুভবগণকর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হ'লে পর, মহর্ষিগণকে সম্মান দেখিয়ে আপনারা 'শ্রবণ করুন' ব'লে, তাঁদের যথাযথভাবে বলতে আরম্ভ করলেন।। ৪।।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।। ৫।।

অনুবাদ : এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে (সৃষ্টির পূর্বে) গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়; কোনও লক্ষণার দ্বারা অনুমেয় নয়; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত ছিল। এই চতুর্বিধ প্রমাণের অগোচর থাকায় এই জগৎ সর্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল।।৫।।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ।। ৬।।

অনুবাদ : তারপর (প্রলয়ের অবসানে) অব্যক্ত (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ যোগলভ্য) বৃত্তৌজাঃ (অপ্রতিহত সৃষ্টিসামর্থ্যশালী) ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ স্বয়ম্ভু (স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহকারী পরমাত্মা) তমোনুদ হয়ে অর্থাৎ প্রলয়াবস্থার ধ্বংসক, মতান্তরে প্রকৃতিপ্রেরক হয়ে, এই স্থূল আকাশাদি মহাভূত—যা পূর্বে অপ্রকাশ ছিল—সেই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত ক'রে আবির্ভূত হলেন।।৬।।

যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ।। ৭।

অনুবাদ : যিনি মনোমাত্রাগ্রাহ্য, সূক্ষ্মতম, অপ্রকাশ, সনাতন (চিরস্থায়ী), সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ অর্থাৎ সর্বভূতে বিরাজমান এবং যিনি চিন্তার বহির্ভূত সেই অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে (মহৎ প্রভৃতিরূপে) প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন।। ৭।।

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।। ৮।।

অনুবাদ : সেই পরমাত্মা স্বকীয় অব্যাকৃত (unmanifested) শরীর হতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা ক'রে চিন্তামাত্র প্রথম জলের সৃষ্টি করলেন এবং তাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করলেন।।৮।।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতমহঃ।। ৯।।

অনুবাদ : জলনিক্ষিপ্ত সেই বীজ সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি অণ্ডে পরিণত হল আর সেই অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম পরিগ্রহ করলেন।। ৯।।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।। ১০।।

অনুবাদ : নরনামক পরামাত্মা হ'তে সর্বাগ্রে প্রসূত ব'লে অপত্যপ্রত্যয়ে জলকে নারা বলে এবং নারা ব্রহ্মারূপে অবস্থিত পরামাত্মার সর্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় ব'লে তাকে নারায়ণ বলা হয়।। ১০।।

যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।। ১১।।

অনুবাদ : যিনি আদিকারণ, অব্যক্ত, নিত্য এবং বিদ্যমান ও অবিদ্যমানস্বরূপ যে কারণ, তৎকর্তৃক উৎপাদিত হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথম পুরুষ লোকে ব্রহ্মা নামে খ্যাত হলেন।। ১১।।

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।। ১২।।

অনুবাদ : সেই ভগবান্ ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মাণ্ডে (নিজের মনোনুযায়ী) সংবৎসরকাল বাস ক'রে পরিশেষে আত্মগত ধ্যানবলে (অণ্ডখানি দুভাগে বিভক্ত হোক্—এই ধ্বনি ক'রে) তাকে দ্বিধা করলেন।। ১২।।

তাভ্যাং স শকলাভ্যাং চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাংস্থানঞ্চ শাশ্বতম্।। ১৩।।

অনুবাদ : ব্রহ্মা অণ্ডের সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গলোক ও অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্মাণ করলেন এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ ও সমুদ্রাখ্য শাশ্বত সলিলস্থান স্থাপিত করলেন।। ১৩।।

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্।। ১৪।।

অনুবাদ : ব্রহ্মা পরমাত্মা থেকে বিদ্যমান (শ্রুতিতে প্রমাণিত হেতু) ও অবিদ্যমানস্বরূপ (অপ্রত্যক্ষ হেতু) মনের সৃষ্টি করলেন; এবং এই মনঃস্ফুরণের পূর্বে অহংঅভিমানী

সর্বকর্মপ্রবর্তক অহঙ্কারতত্ত্ব প্রস্ফুরিত করেছিলেন।। ১৪।।

মহান্তমেব চাত্মানং সর্বাণি ত্রিগুণানি চ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ অহঙ্কারসৃষ্টির পূর্বে (আত্মার প্রথম অভিব্যক্তি) পরমাত্মস্বরূপ মহত্তত্ত্বের স্ফুরণ হয়েছিল—এসমুদায়ই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়। তিনি ক্রমে ক্রমে বিষয়গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়সমূহকে সৃষ্টি করলেন [অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ের গ্রাহক চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়েরও সৃষ্টি বিধান করলেন]।। ১৫।।

তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু স সর্বভূতানি নির্মমে।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মা অনন্ত-কার্যক্ষম সেই অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টির সূক্ষ্মতম অবয়বকে তাদের স্বকীয় বিকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সাথে যোজনা ক'রে দেব-মনুষ্য-তির্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করলেন।। ১৬।।

যন্মূর্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্তিং মনীষিণঃ।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের মূর্তিসম্পাদক এই ছয়টি সূক্ষ্ম অবয়ব, যাদের দ্বারা তদীয় মূর্তি কল্পিত হয়েছে, তারা পঞ্চভূতাদিকে আশ্রয় করে ব'লে মহর্ষিগণ তদীয় মূর্তিকে শরীর ব'লে জানেন।। ১৭।।

তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্মভিঃ।
মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্বভূতকৃদব্যয়ম্।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ আকাশাদি মহাভূতসকল অবকাশাদি স্ব স্ব কর্মের [যেমন, আকাশের কার্য-অবকাশদান, বায়ুর কার্য— বিন্যাস, তেজের কার্য-বিন্যাস, তেজের কার্য-পাক, জলের কার্য-মেলোনো, পৃথিবীর কার্য-ধারণ] সাথে পঞ্চতন্মাত্রতে অবস্থিত ব্রহ্ম হতে এবং সর্ব প্রাণীর উৎপত্তিহেতুভূত অব্যয় মন ও ইচ্ছা-দ্বেষাদি স্বকীয় সূক্ষ্ম অবয়বের সাথে অহঙ্কাররূপে অবস্থিত ব্রহ্ম হ'তে উৎপন্ন হয়।। ১৮।।

তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্।
সূক্ষ্মাভ্যো মূর্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্।। ১৯।।

অনুবাদ ঃ মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি অনন্তকার্যক্ষম শক্তিশালী পুরুষতুল্য পদার্থের সূক্ষ্ম মাত্রা থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে; অবিনাশী পুরুষ (পরমাত্মা) থেকে এইরকম অস্থির জগতের উৎপত্তি হয়েছে।। ১৯।।

আদ্যাদ্যস্য গুণং ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ।। ২০।।

অনুবাদ ঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে পর-পর প্রত্যেকে পূর্ব-পূর্বের গুণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে যে সৃষ্টিক্রমে যে স্থানীয়, সে ততগুলি গুণ পায়। —প্রথম ভূত আকাশের ১ গুণ,—শব্দ। ২য় ভুত বায়ুর ২ গুণ,—শব্দ ও স্পর্শ। ৩য় ভূত অগ্নির ৩ গুণ—শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ। ৪র্থ ভূত জলের ৪ গুণ, —শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস। ৫ম ভূত পৃথিবীর ৫ গুণ,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ।। ২০।।

সর্বেষাং তু স নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্মমে।। ২১।।

অনুবাদ : সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত এই পরমাত্মা বেদ থেকে (পূর্ব-পূর্ব কল্পের যার যেমন নামাদি ছিল তা) অবগত হ'য়ে সকলের নাম (যেমন, গোজাতির অন্তর্গত গো, অশ্ব-জাতির অশ্ব প্রভৃতি), কর্ম (যেমন ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণাদি), এবং নানারকম লৌকিকী ক্রিয়া (যেমন, ব্রাহ্মণের যাজনাদি, কুলালের ঘটনির্মাণ, তন্তুবায়ের পটনির্মাণ প্রভৃতি) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে (অর্থাৎ পূর্বকল্পের যার যেমন ছিল সেইভাবে) নির্দেশ করলেন। (এখানে বুঝতে হবে, প্রলয়কালেও পরমাত্মার মধ্যে বেদরাশি সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে, এটাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত)।। ২১।।

কর্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্।। ২২।।

অনুবাদ : সেই প্রভু ব্রহ্মা, যজ্ঞকর্মাঙ্গভূত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদিদেবগণ, সাধ্যনামক সূক্ষ্ম দেববিশেষসমূহ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি সনাতন (নিত্য) যজ্ঞসকল সৃষ্টি করলেন।। ২২।।

অগ্নি-বায়ু-রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্।। ২৩।।

অনুবাদ : সেই ব্রহ্মা যজ্ঞসমূহ সম্পাদনের জন্য অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিনটি দেবতা থেকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামসংজ্ঞক সনাতন তিনটি বেদ দোহন করেছিলেন।। ২৩।।

কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমাণি চ।। ২৪।।

অনুবাদ : ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির মানসে কাল (প্রবহমান অক্ষয় কাল), কালের বিশেষ বিশেষ ভাগ (যেমন, মাস, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি), কৃত্তিকাদি নক্ষত্র সমূহ, সূর্যাদি গ্রহ, নদী, সাগর, পর্বত, সমভূমি ও বিষমভূমি (উচ্চ-নীচ-স্থানসমূহ) সৃষ্টি করলেন। (পরবর্তী শ্লোকের 'সসর্জ' ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ করতে হবে)।। ২৪।।

তপো বাচং রতিঞ্চৈব কামঞ্চ ক্রোধমেব চ।
সৃষ্টিং সসর্জ চৈবেমাং স্রষ্টুমিচ্ছন্নিমাঃ প্রজাঃ।। ২৫।।

অনুবাদ : সেই ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় চান্দ্রায়ণ-প্রাজাপত্য প্রভৃতি তপস্যা, বাক্য, রতি অর্থাৎ চিত্তের পরিতোষ, কামনা, ক্রোধ অর্থাৎ চেতোবিকার—ইত্যাদি পদার্থ সৃষ্টি করলেন।।২৫।।

কর্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্মাধর্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ।। ২৬।।

অনুবাদ : ব্রহ্মা, বিহিত ও অবিহিত কর্মসমূহের বিভাগ করার জন্য ধর্ম ও অধর্মের বিভাগ করলেন, এবং এই সমস্ত প্রজাগণকে ধর্মের ফল সুখ ও অধর্মের ফল দুঃখের দ্বারা দ্বন্দ্বভাবে সংযুক্ত করলেন।।২৬।

অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্বং সম্ভবত্যনুপূর্বশঃ।। ২৭।।

অনুবাদ ঃ দশার্ধ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতরূপে পরিণামশীল (পরিবর্তনশীল) যে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র (অর্থাৎ স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম অংশ) কথিত আছে, তাদের সাথে আনুপূর্বিকভাবে এই জগৎ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে স্থূলতর ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন হয়েছে।। ২৭।।

যং তু কর্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃপুনঃ।। ২৮।।

অনুবাদ ঃ প্রভু পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে যাকে যে কর্মে (যেমন, ব্যাঘ্রাদিজাতিকে হরিণ-মারণাদিকর্মে) নিযুক্ত করেছিলেন, তারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করলেও স্বতঃই সেই কর্ম আচরণ করতে লাগল।। ২৮।।

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে।
যদ্‌যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তৎ তস্য স্বয়মাবিশৎ।। ২৯।।

অনুবাদ ঃ হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম, অধর্ম, সত্য এবং মিথ্যা—যার যে গুণ প্রজাপতি সৃষ্টিকালে বিধান করলেন, সৃষ্ট্যন্তর কালেও সেইগুণ তাতে স্বয়ং প্রবেশ করতে লাগল।। ২৯।।

যথর্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্তুপর্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্মাণি দেহিনঃ।। ৩০।।

অনুবাদ ঃ বসন্তাদি ঋতুসমাগমে চূতমঞ্জরী প্রভৃতি ঋতু-চিহ্নসমূহ যেমন আপনা আপনি দেখা যায়, প্রাক্তন কর্মফলসমূহও সেরকম যথাকালে আপনা-আপনি শরীরধারী পুরুষগণ পেয়ে থাকে।। ৩০।।

লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।। ৩১।।

অনুবাদ ঃ পৃথিব্যাদির লোকসকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন।। ৩১।।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভু।। ৩২।।

অনুবাদ ঃ সেই প্রভু প্রজাপতি আপনার দেহকে দ্বিধা ক'রে অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করলেন এবং তারপর সেই নারীর গর্ভে বিরাট্‌কে উৎপাদন করলেন।। ৩২।।

তপস্তপ্তাসৃজৎ যং তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা ক'রে স্বয়ং যাকে সৃষ্টি করলেন, আমি সেই মনু—আমাকে এই সমুদয়ের দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা ব'লে জেনো।। ৩৩।।

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্তা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ আমিও প্রজাসৃষ্টির মানসে সুদুশ্চর (ক্লেশপ্রদ ও বহুকালব্যাপী) তপস্যা ক'রে প্রথমতঃ দশজন মহর্ষি প্রজাপতি সৃষ্টি করলাম।। ৩৪।।

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই সেই দশজন মহর্ষি প্রজাপতি।। ৩৫।।

এতে মনূংস্তু সপ্তান্ যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ মহাতেজস্বী এই দশজন মহর্ষি অপর সাতটি অপরিমিত তেজঃশালী (অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন) মনুর সৃষ্টি করলে এবং এই মহর্ষিরা (যে দেবতাগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নি—সেইরকম) দেবতাগণকে, দেবগণের স্বর্গাদি বাসস্থান এবং অসীম ক্ষমতাশালী অন্য মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করলেন।। ৩৬।।

[এখানে সাতজন মনুর সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আমরা সর্বমোট ১৪ জন মনুর নাম পাই—এঁরা ১৪টি মন্বন্তরে পৃথিবীতে আধিপত্য করেছিলেন। এঁরা হলেন—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) ঔত্তমি, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।]

যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্‌গণান্।। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত মরীচি প্রভৃতি দশজন মুনি—যক্ষ (কুবেরের অনুচরগণ), রক্ষ (বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস), পিশাচ (যক্ষ ও রক্ষঃ অপেক্ষা অধিক ক্রূরস্বভাব, মরুভূমি অঞ্চলে বাসকারী প্রাণীবিশেষ), গন্ধর্ব (দেবগণের অনুচর—যারা নৃত্য ও গীতবিদ্যায় পারদর্শী), অপ্সরা (উর্বশী প্রভৃতি দেহগণিকা), অসুর (বৃত্র, বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দেবশত্রু), নাগ (বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি সর্পজাতিবিশেষ), সর্প (সাধারণ সাপ), সুপর্ণ (গরুড় প্রভৃতি বিশেষ জাতীয় পক্ষী), এবং পিতৃগণকে (সোমপ, আজ্যপ প্রভৃতি—যাঁরা স্বস্থান পিতৃলোকে দেবতাদের মতই বিরাজ করেন) সৃষ্টি করলেন।।৩৭।।

বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চাবচানি চ।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ মরীচি প্রভৃতি দশজন মুনি আরও সৃষ্টি করেছিলেন—বিদ্যুৎ [মেঘ-মধ্যে দৃশ্যমান দীর্ঘাকার জ্যোতিঃ; বিদ্যুতেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা সৌদামিনী, তড়িৎ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ], অশনি [মেঘ থেকে জাত যে জ্যোতিঃ বৃক্ষাদি বিনাশ করে; মেধাতিথির মতে— হিমকণিকাসমূহ শিলাস্বরূপ অর্থাৎ ঘণীভূত হ'লে, তা হয় অশনি], মেঘ [ধূম, জল ও জ্যোতিঃ বা তেজ এই তিনটির সমষ্টিস্বরূপ—যা অন্তরিক্ষে থাকে], রোহিত [মাঝে মধ্যে অন্তরিক্ষে দৃশ্যমান লাল-নীল রঙের দণ্ডের মত দীর্ঘাকৃতি জ্যোতিঃপদার্থ], ইন্দ্রধনুঃ [রোহিতেরই বিশেষ আকৃতি যা রামধনু নামেও প্রসিদ্ধ; এটি বক্র ও ধনুর মত আকৃতিবিশিষ্ট], উল্কা [সন্ধ্যাবেলায় বা তার কিছু পরে বা অন্যসময়েও দিঙ্‌মণ্ডলে হঠাৎ-পতিত একপ্রকার রেখাকার [জ্যোতিঃপদার্থ], নির্ঘাত [ভূলোক বা অন্তরিক্ষলোকে একপ্রকার উৎপাতাত্মক শব্দ], কেতুগণ [উৎপাতরূপে দৃশ্যমান অগ্নিশিখার মত শিখাযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থ], নির্ঘাত [ভূলোক বা অন্তরিক্ষলোকে একপ্রকার উৎপাতাত্মক শব্দ],

কেতুগণ [উৎপাতরূপে দৃশ্যমান অগ্নিশিখার মত শিখাযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থ—যা 'ধূমকেতু' নামেও প্রসিদ্ধ], এবং আরও নানা প্রকার জ্যোতিষ্ক [যথা—ধ্রুব, অগস্ত্য, অরুন্ধতী প্রভৃতি]।। ৩৮।।

কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ কিন্নর (অশ্বমুখ, নরদেহধারী দেবযোনিবিশেষ), বানর (বনমানুষবিশেষ, যাদের মুখ মর্কটের মত, কিন্তু মানুষের মত দেহধারী), মৎস্য (রুই প্রভৃতি), নানাজাতীয় পাখী, পশু (ছাগল, ভেড়া, উঠ প্রভৃতি), মৃগ (রুরু, পৃষত প্রভৃতি প্রাণী), মনুষ্য, এবং উভয়তোদত্ ব্যাল অর্থাৎ উপরে ও নীচে দুই পাটি দাঁত আছে যাদের এমন সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী—এই সব প্রাণীকেও সেই মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিরা সৃষ্টি করলেন।। ৩৯।।

কৃমি-কীট-পতঙ্গাংশ্চ যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্।
সর্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধম্।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ এই দশজন মুনি আবার কৃমি (insects ; অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র প্রাণীবিশেষ) , কীট (worms ; কৃমি অপেক্ষা কিছুটা স্থূল ভূমিচর প্রাণী), পতঙ্গ (পঙ্গপাল প্রভৃতি), যূকা (উকুন), মক্ষিকা (মাছি), মৎকুণ (ছারপোকা), সকল প্রকার দংশ (ডাঁশ), মশাসমূহ এবং বৃক্ষলতাদিভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থাবর পদার্থ সৃষ্টি করলেন।। ৪০।।

এবমেতৈরিদং সর্বং মন্নিয়োগান্মহাত্মভিঃ।
যথাকর্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত মরীচি প্রভৃতি মহাত্মা মুনিগণ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তু আমারই নির্দেশে তপঃপ্রভাবের দ্বারা নিজ নিজ কর্ম (ধর্ম) অনুসারে (অর্থাৎ যে জাতিতে যার জন্ম গ্রহণ করা সঙ্গত, তার স্বকর্মবশতঃ সেই জাতিতেই জন্মবিধান) সৃষ্টি করলেন।। ৪১।।

যেষাং তু যাদৃশং কর্ম ভূতানামিহ কীর্তিতম্।
তৎ তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি।। ৪২।।

অনুবাদ ঃ (হে মহর্ষিগণ)। এই জগতে জীবগণের মধ্যে যার যেরকম কর্ম (যেমন, ব্রাহ্মণের যাগ, অধ্যয়ন ইত্যাদি) পূর্বাচার্যগণকর্তৃক কথিত হয়েছে এবং প্রাণিগণের যেরকম জন্মক্রম বর্ণনা করা হয়েছে—তা আমি আপনাদের কাছে বলব।। ৪২।।

পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ।। ৪৩।।

অনুবাদ ঃ জীবগণের মধ্যে গবাদি পশু, হরিণাদি মৃগ, উভয়পঙ্ক্তি দন্তবিশিষ্ট সিংহাদি হিংস্র পশু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্যগণ—এরা জরায়ুজ (উল্ব) অর্থাৎ জরায়ু থেকে জন্মলাভ করে [born of the womb]।। ৪৩।।

অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবম্প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ।। ৪৪।।

অনুবাদ ঃ পক্ষী, সর্প, কুমীর, মৎস্য ও কচ্ছপ—এরা অণ্ডজ [প্রথমে ডিমে উৎপন্ন হয়ে পরে দেহধারী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে]। এইরকম স্থলজাত (কৃকলাস, নকুল প্রভৃতি) এবং জলজাত (শঙ্খ, ভেক প্রভৃতি) যারা, তারাও অণ্ড থেকে উৎপন্ন।। ৪৪।।

স্বেদজং দংশমশকং যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্।। ৪৫।।

অনুবাদ ঃ দংশ (ডাঁশ) মশা, যূকা (উকুন), মাছি, মৎকুণ (ছার-পোকা)—এরা স্বেদজ অর্থাৎ স্বেদ থেকে উৎপন্ন। এইরকম আর যে সব পুত্তিকা-পিপীলিকা প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রাণী উষ্মা অর্থাৎ স্বেদহেতু তাপ থেকে উৎপন্ন হয়, তারাও স্বেদজ। (আগুন অথবা সূর্যের উত্তাপে পার্থিব দ্রব্যসমূহের মধ্যে যে ক্লেদপদার্থ উদ্ভূত হয়, তার নাম স্বেদ। তা থেকেই ডাঁশ, মশা প্রভৃতি জন্মায়)।। ৪৫।।

উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ ঃ সমুদয় উদ্ভিদ্ই স্থাবর। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ থেকে জন্মে ও কতকগুলি রোপিত শাখা থেকে উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। যারা বহুপুষ্প-ফলযুক্ত ও ফল পাকলেই মারা যায়, তাদের ওষধি বলে; যথা—ধান, যব প্রভৃতি।। ৪৬।।

অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ যে সমস্ত উদ্ভিদ্ পুষ্পিত না হয়েই ফলবন্ত হয় [অর্থাৎ বিনা ফুলে যে সমস্ত গাছের ফল জন্মায়] তাদের বনস্পতি বলা হয় [এগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষ বলা যায় না; বৃক্ষগুলি ফুল ও ফল উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত]। ফুল থেকে ফল বা কেবলমাত্র ফল যাই হোক্ না কেন, এই দুই প্রকারকেই বৃক্ষ বলা যায়।। ৪।।

গুচ্ছগুল্মং তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ।। ৪৮।।

অনুবাদ ঃ গুচ্ছ ও গুল্ম নানাপ্রকার। যার মূল থেকে অনেক শাখা জন্মায় অথচ কাণ্ড নেই—তার নাম গুচ্ছ; যেমন—মল্লিকা প্রভৃতি। আর যার একটি মূল থেকেই বহু অঙ্কুর উদ্গত হয়—তার নাম গুল্ম; যেমন—শর, ইক্ষু, বাঁশ প্রভৃতি। উলুখড় জাতীয় তৃণজাতিও বিবিধ প্রকার। নানাপ্রকার প্রতান আছে [যারা মাটির উপর লতিয়ে থাকে যেমন—লাউ গাছ, কুমড়ো গাছ]; কয়েকরকম বল্লীও আছে [এগুলিকে লতা বলা হয় এবং এগুলি মাটি থেকে কোনও গাছ বা অন্য কিছুকে বেষ্টন করে উপরে ওঠে; যেমন—গুড়ূচী প্রভৃতি]। এই উদ্ভিজ্জগুলির কোনটি বীজ থেকে জন্মায় অর্থাৎ বীজপ্ররোহী এবং কোনটি বা কাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কাণ্ডপ্ররোহী।। ৪৮।।

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।। ৪৯।।

অনুবাদ ঃ এই বৃক্ষাদি পাপকর্মবশতঃ বহুরূপে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু এদেরও অন্তরে চেতনা বা অনুভবশক্তি আছে; তাই এদেরও জীবন সুখ-দুঃখে বিজড়িত।। ৪৯।।

এতদন্তাস্তু গতয়ো ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ।
ঘোরেঽস্মিন্ ভূতসংসারে নিত্যং সততযায়িনি।। ৫০।।

অনুবাদ ঃ এই নিত্যবিনাশশীল জন্ম মরণসমাকুল ঘোর সংসারে ব্রহ্ম থেকে আরম্ভ ক'রে

বল্লী প্রভৃতি স্থাবর পর্যন্ত সমুদয় জীবের যেভাবে উৎপত্তি হয়েছে, তা বিশদ্‌ভাবে সম্যক্ কথিত হ'ল।। ৫০।।

এবং সর্বং স সৃষ্ট্বেদং মাং চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
আত্মনান্তর্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্।। ৫১।।

অনুবাদ ঃ মহর্ষিগণ। সেই অচিন্ত্যপরাক্রম ভগবান্ এইভাবে স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎকে ও আমাকে সৃষ্টি করে প্রলয়কাল দ্বারা সৃষ্টিকালের বিনাশসাধন করত প্রলয়কালে পুনর্বার আপনাতেই আপনি অন্তর্হিত হন।। ৫১।।

যদা স দেবো জাগর্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি।। ৫২।।

অনুবাদ ঃ যখন সেই পরমদেব জাগরিত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্থিতির ইচ্ছাযুক্ত হন তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চেষ্টিত (কার্যকর) থাকে এবং যখন সেই শান্তাত্মা সুষুপ্তিলাভ করেন (নিবৃত্তেচ্ছ এবং নিশ্চিন্তমনা হন) তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নিমীলিত হ'য়ে যায়।। ৫২।।

তস্মিন্ স্বপতি তু স্বস্থে কর্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।
স্বকর্মভ্যো নিবর্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি।। ৫৩।।

অনুবাদ ঃ ভগবান্ প্রজাপতি যখন আপনাতে আপনি অবস্থিত থেকে বিরাম উপভোগ করেন, অর্থাৎ দেহ-মনের ব্যাপার-রহিত হন, তখন কার্যানুযায়ী-লব্ধদেহ শরীরিগণও স্ব স্ব কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয় এবং তাদের মনও সকল ইন্দ্রিয়ের সাথে লীনভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ কার্যরহিত হয়।। ৫৩।।

যুগপৎ তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।
তদায়ং সর্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ।। ৫৪।।

অনুবাদ ঃ যখন মহাপ্রলয়কালে সেই পরমাত্মাতে এককালে নিখিল সংসার লয় পেয়ে থাকে, তখন সেই সর্বভূতাত্মা নিশ্চিন্তভাবে যেন পরম সুখে নিদ্রা যান।। ৫৪।।

তমোঽয়ং তু সমাশ্রিত্য চিরং তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ।
ন চ স্বং কুরুতে কর্ম তদোৎক্রামতি মূর্তিতঃ।। ৫৫।।

অনুবাদ ঃ মহাপ্রলয়কালে এই জীবাত্মা তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান প্রাপ্ত হ'য়ে বহুকাল ইন্দ্রিয়সমূহের সাথে অবস্থান করে। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কোনও কর্মই করে না এবং তখন সে নিজের পাঞ্চভৌতিকাদি শরীর থেকে উৎক্রমণ ক'রে অর্থাৎ দেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে।। ৫৫।।

যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্তিং বিমুঞ্চতি।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ জীবাত্মা যখন পুর্যষ্টকরূপ অণুমাত্রিক হ'য়ে অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, বায়ু, কর্ম ও অজ্ঞান—এই সব লিঙ্গশরীরযুক্ত হ'য়ে বৃক্ষাদিস্থাবরসৃষ্টির এবং মনুষ্যাদি জঙ্গম সৃষ্টির হেতুভূত স্থাবর ও জঙ্গমবীজকে সমাশ্রয় করে, তখন প্রাণাদির সাথে সংসৃষ্ট অর্থাৎ যুক্ত হয়ে সে বৃক্ষাদির রূপ বা মনুষ্যাদির রূপ ধারণ করে (এই সময় তার সৃষ্টি-অবস্থা এবং সেই অবস্থাতে সে স্থূল মূর্তি ধারণ করে)।। ৫৬।।

এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যামিদং সর্বং চরাচরম্।
সঞ্জীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ ব্রহ্মা স্বীয় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সতত সৃষ্টি ও সংহার করছেন।। ৫৭।।

ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত ক'রে আমাকে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করিয়েছি।। ৫৮।।

এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্বমেষোঽখিলং মুনিঃ।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ মহর্ষি ভৃগু (মহর্ষিদের মধ্যে যাঁর প্রভাব খুব প্রসিদ্ধ) আমারই কাছে এই নিখিল শাস্ত্র সম্যক্ রূপে অধ্যয়ন করেছেন (অর্থাৎ আমার মত গুরুর মুখ থেকে নির্গত বিদ্যা ভৃগুর মত প্রতিভাবান্ শিষ্য ঠিক ভাবে অধিগ্রহণ করেছেন)। তিনিই (ভৃগু মুনিই) এই শাস্ত্রটি আদ্যোপান্ত সমস্তটাই আপনাদের শোনাবেন (অধ্যাপনা করবেন এবং ব্যাখ্যাও করবেন)।। ৫৯।।

ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন্ সর্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি।। ৬০।।

অনুবাদ ঃ সেই মহর্ষি ভৃগু মনুর দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হ'লে পর [এই ভৃগু আপনাদের এই শাস্ত্রটি শোনাবেন এইভাবে নিযুক্ত হ'লে পর], তিনি প্রীতমনে [বহু শিষ্যের মধ্যে মনু আমাকেই এই কাজে নিযুক্ত করেছেন, এই কথা ভেবে ভৃগু নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলেন এবং তিনি আরও খুশী হলেন এই ভেবে যে, শাস্ত্রটি তাঁর ভালভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা আছে এই ব্যাপারটি মনুও স্বীকার করেছেন] উপস্থিত সমস্ত ঋষিকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন— "আপনারা শ্রবণ করুন"।

স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড় বংশ্যা মনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ।। ৬১।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মার পৌত্র এই স্বায়ম্ভুব মনুর (যিনি মহর্ষি ভৃগুর উপাধ্যায় সেই মনুর) একই বংশে আরও ছয়জন মহাত্মা ও মহাতেজস্বী মনু জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন (এবং এইভাবে নিজ নিজ বংশ বিস্তার করেছিলেন)।। ৬১।।

স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা চাক্ষুষ ও বিবস্বৎপুত্র বৈবস্বত— এঁরা সেই ছয় জন মনু।। ৬২।।

স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ।
স্বে স্বেঽন্তরে সর্বমিদমুৎপদ্যাপুশ্চরাচরম্।। ৬৩।।

অনুবাদ ঃ (শাস্ত্রবিশেষে চৌদ্দ জন মনুর উল্লেখ থাকলেও) মহাতেজস্বী স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি

এই সাত জন মনু নিজ নিজ মন্বন্তরে অর্থাৎ অধিকারকালে ("each during the period allotted to him") এই চরাচর বিশ্বসংসার সৃষ্টি করে প্রতিপালন করেছিলেন।। ৬৩।।

নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।
ত্রিংশৎকলা মুহূর্তঃ স্যাদহোরাত্রং তু তাবতঃ।। ৬৪।।

অনুবাদ ঃ [জগতের স্থিতি ও প্রলয়কালের পরিমাণ নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রবর্ণিত কলাবিভাগের কথা বলা হচ্ছে—] আঠারটি নিমেষে [চোখের পলকে; চোখ উন্মীলনের সময় চোখের উপর নীচের পাতা দুটির কম্পনের যে সময় তাকে **নিমেষ** বলা হয়। মতান্তরে, একটি অক্ষর স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে, তাকে নিমেষ বলে] এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিশটি কাষ্ঠায় হয় এক কলা। ত্রিশটি কলায় হয় এক মুহূর্ত। আর (ত্রিশটি) মুহূর্তকে ['তাবতঃ' শব্দের অর্থ তাবৎ পরিমাণ অর্থাৎ ত্রিশটি] অহোরাত্র বলে জানবে। (এই শ্লোকে 'বিদ্যাৎ' ক্রিয়াপদটি অধ্যাহার করতে হবে)।। ৬৪।।

অহোরাত্রে বিভজতে সূর্যো মানুষদৈবিকে।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্মণামহঃ।। ৬৫।।

অনুবাদ ঃ সূর্য মানুষ ও দেবতাদের দিন ও রাত্রি বিভাগ ক'রে দিয়ে থাকেন (সূর্য উদিত হ'লে যতক্ষণ তার কিরণ দেখা যায় সেই পরিমাণ কালকে অহঃ বা দিন বলা হয়; আর সূর্য অস্তমিত হ'লে আবার যতক্ষণ না উদয় হয় সেই পরিমাণ কালকে রাত্রি বলে ব্যবহার করা হয়) । দিন ও রাত্রি এ দুটির মধ্যে জীবগণের নিদ্রার জন্য রাত্রি এবং কর্মানুষ্ঠানের জন্য দিনের সৃষ্টি হয়েছে।। ৬৫।।

পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্বরী।। ৬৬।।

অনুবাদ ঃ মানুষদের একমাস—পিতৃলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়। পিতৃলোকের এক দিন ও রাত্রি মনুষ্যলোকের দুটি পক্ষ (পনেরটি রাত্রি পরিমিত কালকে এক পক্ষ বলা হয়) অবলম্বন করে ব্যবস্থিত। এই দুটি পক্ষের ভাগ এইরকম - কৃষ্ণপক্ষ অর্থাৎ পিতৃগণের দিন এবং শুক্লপক্ষ অর্থাৎ তাঁদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কর্ম করবার জন্য পিতৃগণের দিবাভাগস্বরূপ এবং শুক্লপক্ষ নিদ্রার জন্য তাঁদের রাত্রিভাগস্বরূপ।। ৬৬।।

দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্ দক্ষিণায়নম্।।। ৬৭।।

অনুবাদ ঃ মানুষদের এক বৎসর (১২ মাস) দেবগণের এক দিনরাত্রি হয়। তার (অর্থাৎ দেবগণের দিন ও রাত্রির) আবার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-এই দুটি বিভাগ। এদের মধ্যে উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাঁদের রাত্রি।। ৬৭।।

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশো যুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধত।। ৬৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির যে পরিমাণ এবং সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি এক একটি যুগের যে পরিমাণ তা ক্রমশঃ এবং সংক্ষেপে আপনাদের বলছি, আপনারা আমার কাছ থেকে শ্রবণ করুন।।৬৮।।

**চত্বার্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।। ৬৯।।**

অনুবাদ ঃ প্রাচীনগণ চার হাজার দৈব-বৎসরকে সত্যযুগ ব'লে অভিহিত করেন। আর সেই পরিমাণ শত-বৎসর অর্থাৎ চারশ দৈববৎসর সত্যযুগের সন্ধ্যা, এবং সত্যযুগের সন্ধ্যাংশও তথাবিধ অর্থাৎ দৈবপরিমাণের চারশ' বৎসর।। ৬৯।।

**ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ।। ৭০।।**

অনুবাদ ঃ অন্যান্য তিন যুগ, তাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাশের পরিমাণ যথাক্রমে এক এক হাজার ও একশ' বৎসর করে ক্রমে ক্রমে কমে যায় অর্থাৎ তিন হাজার বৎসরে ত্রেতাযুগ, তিনশ বৎসর তার সন্ধ্যা ও তিনশ বৎসর সন্ধ্যাংশ; হাজার বৎসরে কলিযুগ, একশ বৎসরে তার সন্ধ্যা ও একশ বৎসরে তার সন্ধ্যাংশ হয়।। ৭০।।

**যদেতৎ পরিসঙ্খ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগম্।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে।। ৭১।।**

অনুবাদ ঃ এই শ্লোকের আগে মানুষের যে চারযুগের পরিমাণ নিরূপিত হয়েছে—তাদের সমবেত পরিমাণ যে ১২ হাজার বৎসর হ'ল, তা-ই দেবতাদের এক যুগ।। ৭১।।

**দৈবিকানাং যুগানাং তু সহস্রং পরিসঙ্খ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ।। ৭২।।**

অনুবাদ ঃ দেবতাদের এক হাজার যুগকে ব্রহ্মার এক দিবাভাগ জানতে হবে। ব্রহ্মার রাত্রিও একই পরিমাণ অর্থাৎ দেবতাদের এক হাজার যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়।। ৭২।।

**তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ।। ৭৩।।**

অনুবাদ ঃ এইরকম দেবতাদের এক হাজার যুগের অবসানে ব্রহ্মার যে পবিত্র দিন হয় যারা তা অবগত আছেন, এবং ব্রহ্মার রাত্রিও ঐ পরিমাণ যাঁরা তা জানেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই **অহোরাত্রবেত্তা** অর্থাৎ দিনরাত্রিজ্ঞ বলা হয়।। ৭৩।।

**তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকম্।। ৭৪।।**

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মা তাঁর সেই দিন-রাত্রির শেষে প্রসুপ্ত অবস্থা থেকে জাগরিত হন, এবং জাগরিত হয়েই তিনি সৎ ও অসৎ—এই উভয়াত্মক মনকে (ভূলোকাদির) সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করেন অর্থাৎ মনোনিবেশ করেন বা ইচ্ছা করেন (ব্রহ্মার এইরকম মনোনিয়োগকেই মনঃসৃষ্টি বলা হয়।) অথবা প্রথমে মনঃসৃষ্টি করলেন অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করলেন (পুরাণে—মনঃ, মহান্, মতি, বুদ্ধি, এবং মহৎ তত্ত্ব—এগুলিকে মহৎতত্ত্বের পর্যায়বাচকশব্দ ব'লে উক্ত হয়েছে)।। ৭৪।।

**মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দং গুণং বিদুঃ।। ৭৫।।**

অনুবাদ ঃ সেই মন অর্থাৎ মহৎ তত্ত্ব প্রজাপতিকর্তৃক সৃষ্টি কামনায় প্রেরিত হ'য়ে—বিশেষভাবে সৃষ্টির কাজ করতে প্রবৃত্ত হল। মন বা মহৎ তত্ত্ব থেকে পরম্পরাক্রমে আকাশ

উৎপন্ন হয়। শব্দ আকাশের গুণ—একথা মনু প্রভৃতি জ্ঞানিগণ ব'লে থাকেন।। ৭৫।।

আকাশাত্তু বিকুর্বাণাৎ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ।। ৭৬।।

অনুবাদ : আকাশ উৎপন্ন হ'লে (স্পর্শমাত্ররূপে অর্থাৎ স্পর্শতন্মাত্ররূপে) বিকারপ্রাপ্ত মহৎতত্ত্ব থেকে বলবান্, সকল প্রকার গন্ধবহ ও পবিত্র বায়ু উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতেরা সেই বায়ুকে স্পর্শ-গুণ-যুক্ত বলেন।। ৭৬।।

বায়োরপি বিকুর্বাণাদ্ বিরোচিষ্ণু তমোনুদম্।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে।। ৭৭।।

অনুবাদ : বায়ু উৎপন্ন হওয়ায় পর বিকার প্রাপ্ত মহৎ-তত্ত্ব থেকে সর্বপ্রকাশক তমোনাশক এবং স্বপ্রকাশক জ্যোতিঃ বা তেজঃ উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ তেজঃ অন্য সব বস্তুকে প্রকাশিত বা উদ্ভাসিত করে, এবং তেজঃ স্বয়ং দীপ্তি-বিশিষ্ট স্বপ্রকাশক); রূপ তেজের গুণ বলে কথিত হয়।। ৭৭।।

জোতিষশ্চ বিকুর্বাণাদাপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ।। ৭৮।।

অনুবাদ : তেজঃ উৎপন্ন হবার পর সেই বিকারপ্রাপ্ত মহৎ থেকে অপ অর্থাৎ জল উৎপন্ন হয়; (মধুর প্রভৃতি) রস এই জলের গুণ (অসাধারণ ধর্ম) এবং বিকারপ্রাপ্ত জল থেকে উৎপন্ন হয় গন্ধ (সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই উভয় প্রকারই)। মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির প্রথমে পঞ্চভূতের উৎপত্তিক্রম এইরকম।। ৭৮।।

যৎ প্রাগ্ দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগম্।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।। ৭৯।।

অনুবাদ : আগে যে মনুষ্যলোকের বারো হাজার যুগের সমান দৈবযুগের কথা বলা হয়েছে, তাকে একাত্তর গুণিত করলে অর্থাৎ ৮ লক্ষ ৫২ হাজার দৈববৎসরে এক মন্বন্তর অর্থাৎ মনুর অধিকার কাল শেষ হয়।। ৭৯।।

মন্বন্তরাণ্যসঙ্খ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ।। ৮০।।

অনুবাদ : এইভাবে অসংখ্য অসংখ্য মনন্তর সংঘটিত হচ্ছে; অসংখ্য বার বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হচ্ছে এবং পরমেষ্ঠী (পরমাত্মা পিতামহ) যেন ক্রীড়া করতে করতে বার বার এইসমস্ত সৃষ্টি, প্রলয় ও মনন্তর সম্পাদন করে চলেছেন।। ৮০।।

চতুষ্পাৎ সকলো ধর্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ততে।। ৮১।।

অনুবাদ : সত্যযুগে চতুষ্পাৎ ধর্ম সর্বাঙ্গপরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং সেসময় সত্যও অবিচলিত ছিল। অধর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায়ে অর্থ ও বিদ্যালাভ সত্যযুগে হত না।। ৮১।।

ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্মশ্চাপৈতি পাদশঃ।। ৮২।।

অনুবাদ : ত্রেতা প্রভৃতি অন্যান্য যুগে অধর্মের দ্বারা ধন ও বিদ্যা অর্জনহেতু (আগমাৎ

= অধর্মেণ ধনবিদ্যাদেরর্জনাৎ; গোবিন্দরাজ ও মেধাতিথির মতে আগমাৎ = বেদাৎ) ধর্ম এক-এক পাদ করে হীন হ'য়ে পড়েছে (মতান্তরে, ধর্ম এক এক পাদ করে বেদ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে)। আবার ধন ও বিদ্যা অর্জন করা গেলেও চৌর্য, মিথ্যাভাষণ ও মায়া বা কপটতা-হেতু ধর্মবৃত্তিগুলি এক এক যুগে এক এক পাদ হ্রাস হয়ে গিয়েছে।। ৮২।।

অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ু র্হ্রসতি পাদশঃ।। ৮৩।।

অনুবাদ : সত্যযুগে (রোগের কারণ-রূপ অধর্ম না থাকায়) সকল মানুষ ব্যাধিশূন্য ছিল, সকলের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হত, এবং সকলেই চারশ বৎসর আয়ুষ্কালযুক্ত ছিল। ত্রেতাদি পরবর্তী তিন যুগে লোকদের আয়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ একশ বৎসর ক'রে হ্রাস পেতে লাগল।। (যথা, ত্রেতাযুগে তিনশ বৎসর, দ্বাপরে দুইশ' বৎসর, এবং কলিতে একশ' বৎসর আয়ু)।। ৮৩।।

বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্মণাম্।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাম্।। ৮৪।।

অনুবাদ : মানুষদের বেদকথিত আয়ুঃ (সহস্রসম্বৎসর যজ্ঞ করার জন্য যে পরিমাণ আয়ুঃ দরকার, তাই বেদোক্ত আয়ুঃ), কাম্যকর্মসমূহের ফলবিষয়ক প্রার্থনা (আশিষঃ = কামনা বা প্রার্থনা), এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শরীরীদের প্রভাব অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি (যথা, অণিমাদি সিদ্ধি, শাপদান, বরপ্রদান প্রভৃতি) যুগোপযোগী হ'য়ে প্রকাশ পায়।। ৮৪।।

অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।। ৮৫।।

অনুবাদ : (কালভেদে পদার্থের স্বভাবভেদ হয়, তাই) সত্যযুগে মানুষের ধর্ম (ধর্ম শব্দের অর্থ শুধু যাগাদি নয়, 'ধর্ম' বলতে পদার্থ মাত্রের গুণকেও বোঝায়) এক প্রকার, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ধর্ম আর এক রকম, আবার কলিযুগে ধর্ম অন্যরকম। যুগে যুগে শক্তির হ্রাস ঘটে, আর সেই অনুসারে ধর্মেরও বিভিন্নতা দেখা যায়।। ৮৫।।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।। ৮৬।।

অনুবাদ : (যদিও তপঃ প্রভৃতির সবই সব যুগেই অনুষ্ঠিত হয়, তবুও—) সত্যযুগে তপস্যাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞানই (আত্মজ্ঞানই) শ্রেষ্ঠ, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে একমাত্র দানই শ্রেষ্ঠ—পণ্ডিতেরা এইরকম ব'লে থাকেন।। ৮৬।।

সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্মাণ্যকল্পয়ৎ।। ৮৭।।

অনুবাদ : এই সকল সৃষ্টির অর্থাৎ ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য মহাতেজযুক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ—এই চারটি অঙ্গ থেকে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের পৃথক্ পৃথক্ কার্যের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন অর্থাৎ তাদের দৃষ্টাদৃষ্টার্থক কার্য-কলাপের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।। ৮৭।।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।। ৮৮।।

অনুবাদ : অধ্যাপন, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (receiving of

gifts) —এই ছয়টি কাজ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দেশ ক'রে দিলেন।। ৮৮।।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।। ৮৯।।

অনুবাদ : প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, নৃত্যগীতবনিতাদি-বিষয়ভোগে অনাসক্তি, এই কয়েকটি কাজ ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপে নিরূপিত করলেন।। ৮৯।।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।। ৯০।।

অনুবাদ : পশুদের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য (স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তু আদান-প্রদান ক'রে ধন উপার্জন), কুসীদ (বৃদ্ধিজীবিকা—টাকা সুদে খাটানো) এবং কৃষিকাজ—ব্রহ্মা-কর্তৃক বৈশ্যদের জন্য নিরূপিত হ'ল।। ৯০।।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।। ৯১।।

অনুবাদ : প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন,—তা হ'ল কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না ক'রে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা।। ৯১।।

ঊর্ধ্বং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।। ৯২।।

অনুবাদ : (পুরুষ আপাদ-মস্তক সর্বতোভাবে পবিত্র)। পুরুষের নাভি থেকে উর্দ্ধপ্রদেশ পবিত্রতর বলে কথিত। তা অপেক্ষাও আবার পুরুষের মুখ আরও পবিত্র—একথা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বলেছেন। ৯২।।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।। ৯৩।।

অনুবাদ : ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ থেকে উৎপন্ন ব'লে ['উত্তমাঙ্গ' শব্দের অর্থ 'মস্তক'; সেখানে থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি], সকল বর্ণের আগে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হওয়ায়, এবং বেদসমূহ ব্রাহ্মণকর্তৃক রক্ষিত হওয়ার জন্য (বা বেদসমূহ ব্রাহ্মণেরাই পঠন-পাঠন করেন ব'লে)—ব্রাহ্মণই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে এই সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু।। ৯৩।।

তং হি স্বয়ংভূঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে।। ৯৪।।

অনুবাদ : ব্রহ্মা তপস্যা ক'রে প্রথমে নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করলেন, যাতে তাঁরা (ব্রাহ্মণেরা) দেবতাদের হব্য ও পিতৃগণের কব্য বহন করার ব্যবস্থা করেন এবং তার ফলে নিখিল জগৎ সংসারের রক্ষা সম্ভব হয়।। ৯৪।।

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিংভূতমধিকং ততঃ।। ৯৫।।

অনুবাদ : (পূর্বোক্ত হব্য ও কব্যের বহন ব্যাপারটি স্পষ্ট ক'রে বলা হচ্ছে—) স্বর্গবাসী দেবগণ [ত্রিদিবৌকসঃ = 'ত্রিদিব' অর্থাৎ স্বর্গ যাদের 'ওকঃ' = বাসস্থান তারা অর্থাৎ স্বর্গবাসী

দেবতারা] যে ব্রাহ্মণের মুখে হব্য (হবনীয় দ্রব্য) ভোজন করেন [অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যে যজ্ঞিয় অন্ন ভোজন করেন, দেবগণ তা গ্রহণ করেন], এবং পিতৃদেবগণ যে ব্রাহ্মণের মুখে কব্য [শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্ন] গ্রহণ করেন [এবং এইভাবে যে ব্রাহ্মণ দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদন করেন], সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আর অধিক কে শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে?।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।। ৯৬।।

অনুবাদঃ স্থাবর-জঙ্গমাদির মধ্যে [ভূত = বৃক্ষাদি স্থাবর ও কৃমিকীটাদি জঙ্গম—ভাবপদার্থ] কৃমি-কীটাদি প্রাণবান্ পদার্থ শ্রেষ্ঠ [কারণ, তারা আহার-বিহারাদি কাজ করতে সমর্থ এবং তারা বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের তুলনায় বেশী সুখ অনুভব করতে পারে]; এই সব প্রাণীদের মধ্যে আবার যারা বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচে থাকে [যথা, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি], তারা শ্রেষ্ঠ [কেননা, তারা গ্রীষ্মক্লিষ্ট সময়ে ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, আবার শীতপীড়িত অবস্থায় রৌদ্রে গিয়ে দাঁড়ায়; যেখানে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় সেখানে তারা যায়; যেখানে আহারের অভাব, সেস্থান তারা পরিত্যাগ করে, ইত্যাদি]; বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণের মধ্যে অবারা প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মানুষদের মধ্যে আবার ব্রহ্মণেরা মোক্ষে অধিকারী হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ ব'লে শাস্ত্রে কথিত আছে। ৯৬।।

ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।। ৯৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে (মহাফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোমাদিযাগাধিকারী) বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ; বিদ্বান্‌দের মধ্যে যাঁরা কৃতবুদ্ধি (অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রে নিষ্ঠাবান্ বা শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানে যাঁদের কর্তব্যতাবুদ্ধি আছে), তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিদের মধ্যে আবার যাঁরা শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠাতা, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ; আবার শাস্ত্রোক্তকর্মানুষ্ঠানকারীদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্‌গণ (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী লোকেরা) শ্রেষ্ঠ।। ৯৭।।

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তির্ধর্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। ৯৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণদেহের উৎপত্তিমাত্রই (অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাবত্তাদি গুণ নেই, কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, এইরকম ব্রাহ্মণের দেহও) ধর্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্তি। সেই ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত পুরুষ যখন ধর্মানুষ্ঠানযোগ্য হয়ে ওঠেন (অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা যখন তাঁর দ্বিতীয়বার জন্ম হয়), তখন থেকেই সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের অধিকারী হন।। ৯৮।।

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।। ৯৯।।

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পৃথিবীর সকল লোকের উপরিবর্তী হন অর্থাৎ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্মকোষ অর্থাৎ ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভুসম্পন্ন হ'য়ে থাকেন [কারণ, ব্রাহ্মণের উপদেশেই অন্য সকলের ধর্মের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে]।। ৯৯।।

সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি।। ১০০।।

অনুবাদ ঃ জগতে যা কিছু ধনসম্পত্তি যে সমস্তই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য; অতএব সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে (অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা থাকার জন্য) ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তিরই প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছেন।। ১০০।।

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ।। ১০১।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরকীয় বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ ক'রে অন্যকে প্রদান করেন, সে সবকিছু ব্রাহ্মণের নিজেরই। কারণ, ব্রাহ্মণেরই আনৃশংস্য অর্থাৎ দয়া বা করুণাতেই অন্যান্য যাবতীয় লোক ভোজন-পরিধানাদি করতে পারছে।। ১০১।।

তস্য কর্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ।। ১০২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের কর্ম-বিবেচনার জন্য (অর্থাৎ তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় ধর্ম ও অধর্ম পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিরূপণ ক'রে দেওয়ার জন্য) এবং সেই প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণেরও কর্তব্য ও অকর্তব্য ক্রমানুসারে নির্ধারণ ক'রে দেওয়ার জন্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রধান, তাই তাঁর কর্তব্যাকর্তব্য সর্বপ্রথম প্রধানভাবে নিরূপণীয়, তারপর আনুষঙ্গিকভাবে ক্ষত্রিয়াদির ধর্মাধর্ম নিরূপণীয়—ইত্যাদি ক্রমে নির্ধারণের জন্য) ব্রহ্মার পৌত্র বুদ্ধিমান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন।। ১০২।।

বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যঙ্‌নান্যেন কেনচিৎ।। ১০৩।।

অনুবাদ ঃ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ [অর্থাৎ যিনি এই মানবশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; যাঁর বিদ্যাবত্তা আছে এবং যিনি বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করেছেন] প্রযত্ন সহকারে [অর্থাৎ তর্ক, মীমাংসা, ব্যাকরণ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের দ্বারা মন সংস্কৃত ক'রে এবং এইভাবে বুদ্ধি পরিমার্জিত ক'রে] এই মানবশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন এবং শিষ্যগণের মধ্যে যথাবিধি প্রচার করবেন (অর্থাৎ অধ্যাপনা করবেন)। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি অন্য কেউ এই শাস্ত্র অধ্যাপনা করতে পারবেন না [কিন্তু তারা শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করতে পারবে]।।১০৩।।

ইদং শাস্ত্রমধীয়ানো ব্রাহ্মণঃ শংসিতব্রতঃ।
মনোবাগ্‌দেহজৈর্নিত্যং কর্মদোষৈর্ন লিপ্যতে।। ১০৪।।

অনুবাদ ঃ এই মনুসংহিতা নামক শাস্ত্রটি অধ্যয়ন ক'রে ব্রাহ্মণ সংশিতব্রত হ'য়ে থাকেন [অর্থাৎ এই শাস্ত্র পাঠ করেছেন যে ব্রাহ্মণ, তার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সংযম—নিয়মাদির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়; কারণ, করণীয় কাজের অনুষ্ঠান না করলে যে প্রত্যবায় বা পাপ হয়, তা শাস্ত্রপাঠের দ্বারা অবগত হ'য়ে—যাতে সেই পাপ না হয় সেজন্য তিনি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং এইভাবে তিনি শাস্ত্রের উপদেশমত সংযম—নিয়ম প্রভৃতির ঠিকমতো আচরণ করেন; নিষিদ্ধ কর্ম আচরণ না করার জন্য তাঁর কোনও দোষও হয় না; **শংসিতব্রতঃ** (faithfully fulfils the duties prescribed therein)] ; এই রকম ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মানসিক, বাচনিক বা কায়িক কোনও পাপে লিপ্ত হন না।।১০৪।।

পুনাতি পঙ্‌ক্তিং বংশ্যাংশ্চ সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
পৃথিবীমপি চৈবেমাং কৃৎস্নামেকোঽপি সোঽর্হতি।। ১০৫।।

অনুবাদ ঃ যিনি এই মনুসংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি লোকসমাজরূপ পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র ক'রে তোলেন [অর্থাৎ তিনি পঙ্‌ক্তিপাবন হন; বিশিষ্ট পৌর্বাপর্যযুক্ত যে সমষ্টি তাকে পঙ্‌ক্তি বলে ; তাকে তিনি পবিত্র বা নির্মল করেন] ; তিনি নিজ বংশের [পিতা-পিতামহ প্রভৃতি—] ঊর্ধতন সাত পুরুষ ['পর' শব্দের অর্থ ঊর্ধতন বা উপরিতন] এবং (পুত্র-পৌত্রাদি—) অধস্তন সাত পুরুষকেও ['অবর' শব্দের অর্থ—যারা আগামী দিনে জন্মগ্রহণ করবে অর্থাৎ পরবর্তী সাতপুরুষকে] পবিত্র করেন; অতএব তিনি একাকীই এই সমগ্র পৃথিবীকে দানরূপে গ্রহণ করার যোগ্য হন [অর্থাৎ আসমুদ্র পৃথিবীকে লাভ করার যোগ্য হন]।। ১০৫।।

ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্ধনম্।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরম্।। ১০৬।।

অনুবাদ ঃ এই মানবশাস্ত্রের অধ্যয়ন পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ [অভিলষিত বিষয়ের বিনাশ না হওয়ার নাম স্বস্তি; অয়ন—শব্দের অর্থ প্রাপ্তি; অতএব যার দ্বারা অবিনাশী স্বস্তি লাভ করা যায় তাকেই বলা হয় স্বস্ত্যয়ন]; এই শাস্ত্র বৃদ্ধিকারক [কারণ, এই শাস্ত্র অধ্যয়নের এবং অভ্যাসের ফলে সমস্ত বিধি ও নিষেধেব পরিজ্ঞান হয়]; এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন উত্তম খ্যাতিজনক [কারণ, ধর্মবিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তিরা এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ধর্মবিদ্ ব্যক্তির কাছে গিয়ে কোনও সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে, তিনি শাস্ত্রার্থ উদ্‌ঘাটন ক'রে তাদের সংশয় দূর ক'রে দেন; এইভাবে প্রবক্তা খ্যাতিলাভ করেন]; এই শাস্ত্র অধ্যয়নকারীর পরমায়ু বৃদ্ধি করে, এবং এই শাস্ত্র নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ সুখদুঃখ-সম্পর্কবর্জিত বা সুখস্বরূপ স্বর্গ বা মোক্ষের শ্রেষ্ঠ হেতু।। ১০৬।।

অস্মিন্ ধর্মোঽখিলেনোক্তো গুণদোষৌ চ কর্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ এই শাস্ত্রে স্মার্ত ধর্ম (sacred law) সম্পূর্ণভাবে অভিহিত হয়েছে, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মের গুণ ও দোষ ("the prescribed actions which are good and the forbidden ones which are bad") বর্ণিত হয়েছে, এবং চার বর্ণেরই শাশ্বত [অর্থাৎ যুগপরম্পরায় আগত, অতএব সনাতন] আচার-ব্যবহারও কথিত হয়েছে।। ১০৭।।

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ পরম্পরাক্রমে আগত আচার যে পরমধর্ম, তা শ্রুতিতে (বেদমন্ত্রে) উপদিষ্ট এবং স্মৃতিমধ্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। অতএব আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মহিতাভিলাষী ("who possesses regard for himself") ত্রৈবর্ণিক ব্যক্তি শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সর্বদা নিযুক্ত থাকবেন।। ১০৮।।

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ আচার থেকে ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের ফল সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে সমর্থ হন না। কিন্তু তিনি যদি সদাচারসম্পন্ন হন, তা হ'লে তিনি কাম্যকর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ করেন।। ১০৯।।

এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্।। ১১০।।

অনুবাদ : মুনিগণ এইভাবে আচারের দ্বারা ধর্মের ফলপ্রাপ্তি হয় অবগত হয়ে, আচারকেই সমস্ত প্রকার তপস্যার প্রধান কারণ ব'লে গ্রহণ করেছেন [যত রকমের তপস্যা আছে, যথা প্রাণায়াম, মৌন, যম, নিয়ম, চান্দ্রায়ণ, অনশন প্রভৃতি—যে সমস্তই সফল হওয়ার মূল কারণ হ'ল আচার]।। ১১০।।

জগতশ্চ সমুৎপত্তিং সংস্কারবিধিমেব চ।
ব্রতচর্যোপচারঞ্চ স্নানস্য চ পরং বিধিম্।। ১১১।।

অনুবাদ : [এখন আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির নির্দেশ ক'রে দেওয়া হচ্ছে; শ্রোতাদের যাতে বিষয়গুলির আলোচনা করার সুবিধা ও উৎসাহ জন্মায়, তার জন্য এই অনুক্রমাণিকা বা বিষয়বস্তুর সংকলন সম্বন্ধে অবহিত করা হচ্ছে]। (প্রথমাধ্যায়ে) জগতের উৎপত্তিক্রম [এর দ্বারা কালের পরিমাণ, তার স্বভাবভেদ, ব্রাহ্মণের প্রশংসা প্রভৃতিও গ্রহণ করতে হবে, কারণ এই সবগুলিই জগদুৎপত্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে অর্থবাদ-রূপে গ্রহণ করতে হবে, কারণ এগুলি এই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নয়]; (দ্বিতীয়াধ্যায়ে) জাতকর্ম-গর্ভাধান প্রভৃতি অভিবাদন-উপাসনাদি; (তৃতীয়াধ্যায়ে) গুরুকুল থেকে প্রতিনিবৃত্ত ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট সমাবর্তনস্নানবিধি মনুকর্তৃক অভিহিত হয়েছে।। ১১১।।

দারাধিগমনঞ্চৈব বিবাহানাঞ্চ লক্ষণম্।
মহাযজ্ঞবিধানঞ্চ শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতম্।। ১১২।।

অনুবাদ : ঐ (তৃতীয় অধ্যায়ে) চার বর্ণের দারাধিগমন অর্থাৎ পত্নী গ্রহণ করা বা বিবাহ, ব্রাহ্ম-দৈবাদি আট প্রকার বিবাহের লক্ষণ, বৈশ্বদেবাদি পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানবিশেষ এবং নিত্য-কর্তব্য শ্রাদ্ধাদির কথা বর্ণিত হয়েছে।। ১১২।।

বৃত্তীনাং লক্ষণঞ্চৈব স্নাতকস্য ব্রতানি চ।
ভক্ষ্যাভক্ষঞ্চ শৌচঞ্চ দ্রব্যাণাং শুদ্ধিমেব চ।। ১১৩।।

অনুবাদ : (চতুর্থাধ্যায়ে) জীবনধারণের উপায় বা জীবিকা এবং স্নাতকের [যিনি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করে গুরুকুল থেকে নিবৃত্ত হয়ে গৃহাস্থাশ্রম অবলম্বন করেছেন, তাঁর] আচরণীয় নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। (পঞ্চমাধ্যায়ে) দধি প্রভৃতি ভক্ষ্য পদার্থ ও পলাণ্ডু (পেঁয়াজ-লশুনাদি) প্রভৃতি অভক্ষ্য পদার্থ বিষয়ক বিবেচনা, জন্ম-মরণাদিতে যে অশৌচ হয় কালের দ্বারা তার শৌচ, জলাদির দ্বারা অপবিত্র দ্রব্যাদির শুদ্ধি উক্ত হয়েছে।। ১১৩।।

স্ত্রীধর্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।
রাজ্ঞশ্চ ধর্মমখিলং কার্যাণাঞ্চ বিনির্ণয়ম্।। ১১৪।।

অনুবাদ : (ঐ পঞ্চমাধ্যায়ে) স্ত্রীলোকদের ধর্মোপায় [তাদের করণীয় কি, কোন্ সময়ে কিভাবে থাকতে হবে ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে]। (ষষ্ঠাধ্যায়ে) তপই যাঁদের প্রধান কর্ম সেই বাণপ্রস্থ-অবলম্বনকারীদের ধর্ম, মোক্ষ অর্থাৎ পরিব্রাজকের ধর্ম বা যতিধর্ম, এবং ঐ পরিব্রাজকদের ধর্মবিশেষরূপ-সন্ন্যাসধর্ম আলোচিত হয়েছে। (সপ্তমাধ্যায়ে) পৃথিবী-রক্ষার অধিকার-প্রাপ্ত রাজার দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলাদায়ক সকল প্রকার ধর্ম এবং (অষ্টমাধ্যায়ে) ঋণাদানাদি বিষয়ক অভিযোগ প্রভৃতি কার্যের বিনির্ণয় অর্থাৎ বিচার ক'রে সংশয়চ্ছেদনপূর্বক সত্যনিরূপণ

অভিহিত হয়েছে।। ১১৪।।

সাক্ষিপ্রশ্নবিধানঞ্চ ধর্মং স্ত্রীপুংসয়োরপি।
বিভাগধর্মং দ্যূতঞ্চ কণ্টকানাঞ্চ শোধনম্।। ১১৫।।

অনুবাদ : (ঐ অষ্টমাধ্যায়ে) সাক্ষিগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার নিয়ম, (নবমাধ্যায়ে) স্বামী-স্ত্রী একত্রে বাস করলে বা প্রবাসবশতঃ বিচ্ছিন্ন থাকলে তাদের দুজনের পরস্পর আচরণ, বিভাগধর্ম অর্থাৎ ধনাদির বিভাগবিষয়ক নিয়ম, পাশাখেলাবিষয়ক বিধি, এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ তস্করাদির নিবারণ এবং নির্বাসন করার প্রথা উক্ত হয়েছে।। ১১৫।।

বৈশ্যশূদ্রোপচারঞ্চ সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সম্ভবম্।
আপদ্ধর্মং চ বর্ণানাং প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা।। ১১৬।।

অনুবাদ : (ঐ নবমাধ্যায়ে) বৈশ্য ও শূদ্রের নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মের অনুষ্ঠান, (দশমাধ্যায়ে) অনুলোম-প্রতিলোম-জাত ক্ষত্তা—বৈদেহক প্রভৃতি সংকীর্ণজাতির উৎপত্তির বিবরণ, চারবর্ণের আপৎকালে জীবিকার উপদেশ, এবং (একাদশাধ্যায়ে) প্রায়শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হয়েছে।। ১১৬।।

সংসারগমনং চৈব ত্রিবিধং কর্মসম্ভবম্।
নিঃশ্রেয়সং কর্মণাং চ গুণদোষপরীক্ষণম্।। ১১৭।।

অনুবাদ : (দ্বাদশাধ্যায়ে) শুভাশুভকর্মজন্য উত্তম-মধ্যম-অধম এই ত্রিবিধ শরীরধারণ (সংসার-গমন-দেহান্তরপ্রাপ্তি), যার থেকে শ্রেয়ঃ কিছু নেই সেই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহের গুণ ও দোষ নির্ণীত হয়েছে।। ১১৭।।

দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
পাষণ্ডগণধর্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিনুক্তবান্ মনুঃ।। ১১৮।।

অনুবাদ : [১০৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে— "এই শাস্ত্রে ধর্মসমূহ সামগ্রিকভাবে বর্ণিত হয়েছে"। বর্তমান শ্লোকে সেগুলিকেই দৃঢ় ক'রে সমর্থন করা হচ্ছে]। ভগবান্ মনু বিশেষ বিশেষ দেশে চিরপ্রচলিত অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম, ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ জাতির পক্ষে আচরিতব্য ধর্ম, প্রখ্যাত বংশের মধ্যে প্রচলিত কুলধর্ম, বেদোক্ত শুভানুষ্ঠানহীন পাষণ্ডগণের ধর্ম ('rules concerning heretics') এবং গণধর্ম অর্থাৎ বণিক্, শিল্পী, চারণ প্রভৃতি সঙ্ঘের ধর্ম এই শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন।।১১৮।।

যথেদমুক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টো মনুর্ময়া।
তথেদং যূয়মপ্যদ্য মৎসকাশান্নিবোধত।। ১১৯।।

অনুবাদ : হে মহর্ষিগণ। পূর্বকালে আমি (মহর্ষি ভৃগু) মহাত্মা মনুকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি এই শাস্ত্র আমায় যেমন বলেছিলেন আপনারা আমার মুখ থেকে অবিকল সেই রকম (অন্যূনানতিরিক্তভাবে) শ্রবণ করুন।। ১২৯।। (৬০ নং শ্লোক থেকে মহর্ষি ভৃগু 'আপনারা শ্রবণ করুন' ব'লে ঋষিগণকে এই শাস্ত্র বলতে আরম্ভ করেছেন)।।

ইতি রারেন্দ্রনন্দন-বাসীয়-ভট্টদিবাকরাত্মজ-কুল্লূকভট্টকৃতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্ল্যাং মনুবৃত্তৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

।। প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।।

মনুসংহিতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তন্নিবোধত।। ১ ।।

অনুবাদ ঃ [প্রথম অধ্যায়ে, পরমাত্মা হলেন জগৎকারণ এবং আত্মজ্ঞানই প্রকৃষ্ট ধর্ম — একথা বলা হয়েছে। এই প্রকৃষ্ট ধর্ম লাভ করতে চাইলে সেই পরমাত্মজ্ঞানরূপ ধর্মের অঙ্গভূত উপনয়নাদি সংস্কারসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেই সংস্কারাদিরূপ ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত করার আগে মনু ধর্মের সামান্য লক্ষণ বলছেন। প্রকৃতপক্ষে বেদপ্রতিপাদিত স্বর্গাদি-শ্রেয়ঃসাধনই ধর্ম। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ যাতে শ্রদ্ধা সহকারে ও ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তারই জন্য ধর্মের স্বরূপ বলা হচ্ছে —]। হে মহর্ষিগণ! যে ধর্ম আসক্তি-বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষনির্মুক্ত, সাধুচরিত্র, ধার্মিক এবং বেদপারদর্শী অতএব শাস্ত্রসংস্কৃতবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্বদা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং যার অনুষ্ঠান বিদ্বান্‌গণের বিবেকসম্মত অর্থাৎ যার সত্যাসত্য বিষয়ে পণ্ডিতের হৃদয়ই একমাত্র প্রমাণ এবং যার অনুষ্ঠানে স্বাভাবিক ভাবেই চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, এই রকম শ্রেয়ঃসাধন যে ধর্ম তা আপনারা শ্রবণ করুন।।১।।

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্মযোগশ্চ বৈদিকঃ।। ২ ।।

অনুবাদ ঃ কর্মমাত্রই কামনার বিষয়। স্বর্গাদিফলাভিলাষপূর্বক কর্মানুষ্ঠান অতি নিন্দিত [যেহেতু সেইরকম কর্ম করলে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করতে হয়]। কিন্তু এই সংসারে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবও দেখা যায় না। কেন না, বেদের অধ্যয়ন বা বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান সবই কাম্য ফললাভের অভিলাষেই অনুষ্ঠিত হয়। [কিন্তু আত্মজ্ঞান সহকারে বেদবোধিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করলে মোক্ষলাভ হয়]।।২।।

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্মাশ্চ সর্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ "এইরকম কর্মের দ্বারা আমার অভীষ্টসিদ্ধি হবে" এইরকম বুদ্ধিকে **সঙ্কল্প** বলা হয়; এই সঙ্কল্পই সব কামভাবের মূল। সঙ্কল্প থেকেই যজ্ঞের উদ্ভব হয় [যেহেতু পৃথিবীতে যাগ-যজ্ঞাদি করার ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই লোকে প্রথমে সঙ্কল্প করে। আবার সঙ্কল্প করা হ'লে, সেই কারণ থেকে কামনাও এসে উপস্থিত হয়, তা ইষ্টই হোক্ বা অনভিপ্রেতই হোক্], সেই কারণে তা কাম্য। ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত এবং অহিংসা-অস্তেয়-স্ত্রীসঙ্গাভাব প্রভৃতি নিয়মধর্ম - সবই সঙ্কল্প থেকে সম্ভূত হয় ।।৩।।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।। ৪ ।।

অনুবাদ ঃ অকামী ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে এমন কোনও কর্মই এজগতে পরিদৃষ্ট হয় না। (এই পৃথিবীতে) কি লৌকিক ভোজন-গমনাদি, কি বৈদিক জ্যোতিষ্টোমযাগাদি যা কিছুই প্রাণী করে, তার সবই কামনার অভিব্যক্তিরূপেই সাধিত হয়। [আগের শ্লোকে বলা হয়েছে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, তা সঙ্কল্পের অধীন। আর এই শ্লোকের বক্তব্য

হ'ল- লৌকিক কর্মকলাপও ঐ সঙ্কল্পেরই অধীন] ।।৪।।

তেষু সম্যগ্বর্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।
যথাসঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।। ৫ ।।

অনুবাদ : পুনর্জন্মাদির সাথে বন্ধনের হেতু যে ফলাভিলাষ তাকে বর্জন ক'রে শাস্ত্রীয় কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে (এবং এইভাবে সম্যগ্‌বৃত্তি- অবলম্বনে) লোকের দেবলোকতা অর্থাৎ দেবাস্বরূপতা (মোক্ষ) প্রাপ্তি হয়। তিনি ইহ জগতেও সঙ্কল্পানুযায়ী সমস্ত কাম্যবিষয়ের উপভোগে সমর্থ হন।।৫।।

বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ।। ৬ ।।

অনুবাদ : সমগ্র বেদ ধর্মের মূল (ধর্মের প্রমাণস্বরূপ); বেদবেত্তা মনু প্রভৃতি ব্যক্তির রচিত স্মৃতি এবং তাঁদের ব্রাহ্মণ্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল (virtuous conduct)- তা-ও ধর্মের প্রমাণ; তাঁদের সদাচার [অর্থাৎ ধর্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান তাঁদের কর্মকলাপ; যেমন বিবাহকালে কঙ্কণধারণরূপ অথবা সঙ্কল্পধারণরূপ আচার] এবং ধর্মসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হ'লে, বেদবিদ্ বেদার্থানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিদের যে আত্মতুষ্টি অর্থাৎ যা করলে তাঁদের মন তুষ্টি লাভ করে তা-ও ধর্মের প্রমাণস্বরূপ।। ৬।।

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ।। ৭ ।।

অনুবাদ : ভগবান মনু যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও ধর্মের (যেমন, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, সংস্কারধর্ম প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণের জন্য বিহিত বিশেষ বিশেষ ধর্ম) উপদেশ দিয়েছেন, সে সবগুলিই বেদে প্রতিপাদিত হয়েছে। (যে ভাবে তা বেদে প্রতিপাদিত হয়েছে তা পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে)। কারণ, সেই বেদ হ'ল সকল প্রকার [অদৃষ্টবিষয়ক অর্থাৎ যে সব বিষয় লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না সে সব রকমের] জ্ঞানের আকর (অর্থাৎ জ্ঞাপক কারণ)। [জ্ঞানই হ'ল বেদের হেতু অর্থাৎ বেদও যেন জ্ঞানের বিকার বা কার্য, এই কারণে বেদকেও জ্ঞানময় বলা হয়েছে]। কুল্লুকভট্ট 'সর্বজ্ঞানময়' বিশেষণটি মনুর পক্ষে প্রয়োগ করে অর্থ করেছেন—" যেহেতু মনু সকল বেদই সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন"।।৭।।

সর্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা ।
শ্রুতিপ্রামণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্মে নিবিশেত বৈ ।। ৮ ।।

অনুবাদ : বিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্ত বিষয়ে [যা কৃত্রিম অর্থাৎ উৎপত্তিযুক্ত এবং যা অকৃত্রিম অর্থাৎ উৎপত্তিহীন, যা প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য এবং যা অনুমানাদি প্রমাণগম্য- এই সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ] জ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা [অর্থাৎ তর্ক, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্যাবিষয় আচার্যের মুখ থেকে শুনে এবং নিজে তা চিন্তা ক'রে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা] ভালভাবে বিচারপূর্বক নিরূপণ ক'রে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার ক'রে নিজ ধর্মে নিবিষ্ট হবেন।।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ।। ৯ ।।

অনুবাদ : যে মানুষ বেদোক্ত ও স্মৃতিমধ্যে যে কর্মকলাপ উপদিষ্ট হয়েছে, যাকে ধর্ম বলা হয়, তার অনুষ্ঠান করেন, তিনি এই জগতে যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন ধার্মিকরূপে যশ

লাভ করেন (অর্থাৎ লোকের প্রশংসা, সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ করেন) এবং পরজন্মে যার থেকে আর উৎকৃষ্ট সুখ নেই সেই স্বর্গাদি প্রাপ্ত হন।। ৯।। [শ্লোকটির তাৎপর্যবিষয়ে মেধাতিথির উক্তি - অতএব যে লোক নাস্তিক, সেও যদি পূর্ববর্ণিত ইহলোকলভ্য ফল লাভ করতে চায়, তাহ'লে তারও এইসব শাস্ত্রীয় কর্মকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য ("তস্মাৎ নাস্তিকস্যাপি দৃষ্টফলার্থিনোঽত্রৈব প্রবৃত্তিঃ প্রযুক্তা ইত্যেবং পরমেতৎ")।]।। ৯।।

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ ।
তে সর্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ ।। ১০ ।।

অনুবাদ ঃ 'বেদ' বলতে 'শ্রুতি' বোঝায় এবং 'ধর্মশাস্ত্রের' নাম 'স্মৃতি'। সকল বিষয়েই (অর্থাৎ সকল রকম বিধি-নিষেধের স্থানে) এই দুই শাস্ত্র বিরুদ্ধতর্কের দ্বারা মীমাংসার অতীত (not to be called into question in any matter),কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতি থেকেই ধর্ম স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছে।। ১০।।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ ।
স সাধুভি র্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ।। ১১ ।।

অনুবাদ ঃ যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ অসৎ-তর্ককে অবলম্বন ক'রে ধর্মের মূলস্বরূপ এই শাস্ত্রদ্বয়ের (শ্রুতি ও স্মৃতির) প্রাধান্য অস্বীকার করে (বা অনাদর করে), সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে - তাকে সকল কর্তব্য কর্ম এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা (অর্থাৎ অপাংক্তেয় ক'রে রাখা) । কারণ, সেই ব্যক্তি বেদের নিন্দাকারী, অতএব নাস্তিক।। ১১।।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ ধর্মস্য লক্ষণম্ ।। ১২ ।।

অনুবাদ ঃ বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মগুলির মধ্যে যেটির অনুষ্ঠানে নিজের মনস্তুষ্টি অর্থাৎ আত্মতুষ্টি হয় সেটি - এই চারটিকে ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ (প্রমাণ) ব'লে মনু প্রভৃতি ঋষিগণ নির্দেশ করেছেন।।১২।।

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে ।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ।। ১৩ ।।

অনুবাদ ঃ যাঁরা অর্থ ও কামে আসক্ত নন, ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান তাঁদেরই হয়। আর, ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের কাছে বেদই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হবে, সেখানে শ্রুতির মত-ই গ্রাহ্য। এই কারণে, শ্রুতিকেই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলা হয়েছে)।

শ্রুতিদ্বৈধং তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্মাবুভৌ স্মৃতৌ ।
উভাবপি হি তৌ ধর্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ ।। ১৪ ।।

অনুবাদ ঃ যেখানে দুটি শ্রুতি বচনের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ উপদেশ আছে, সেরকম স্থানে দুটিকেই ধর্ম ব'লে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ দুটিরই বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। [যেমন, কোনও একটি শ্রুতি বাক্যে যে বিষয়টিকে এটিই 'ধর্ম' এইরকম উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকেই আবার অন্য একটি শ্রুতি-বাক্যে 'অধর্ম' বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে দুটি পদার্থকেই ধর্ম এবং অধর্ম বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান করতে হবে। কারণ, বিধায়কতা-বিষয়ে ঐ দুটি শ্রুতি-বাক্যেরই বলবত্তা সমান। ফলে, এক্ষেত্রে এই শ্রুতিটি প্রমাণ, আবার এটি

প্রমাণ নয়- এরকম ভেদনিরূপণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে সমানবিষয়ক তুল্যবল দুটি শ্রুতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে অনুষ্ঠেয় বিষয়টির বিকল্প হবে]। কারণ, মণীষিগণ বলে গিয়েছেন, ঐ দুটিই ধর্ম এবং দুটিই দোষহীন।। ১৪।।

উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা ।
সর্বথা বর্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ।। ১৫ ।।

অনুবাদ ঃ বৈদিকী (বেদরূপা) শ্রুতি (শব্দ) এইরকম দেখা যায়- 'সূর্য উদিত হ'লে যজ্ঞ(হোম) করবে','সূর্য অনুদিত থাকতে যজ্ঞ (হোম) করবে,' 'সময়াধ্যুষিতে অর্থাৎ সূর্য-নক্ষত্ররহিত কালে যজ্ঞ (হোম) করবে'; এখানে বর্ণিত সকল - কালেই হোমের বিধান পরস্পর বিরুদ্ধ হ'লেও (অধিকারিভেদে) এইসব কালেই হোমরূপ যজ্ঞ করা যেতে পারে।

নিষেকাদিঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ ।। ১৬ ।।

অনুবাদ ঃ নিষেক (জন্মের পূর্বে গর্ভাধান-নামক সংস্কার) থেকে আরম্ভ ক'রে শ্মশানকৃত্য অর্থাৎ দাহকালীন অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সমস্ত বিধান বা কর্তব্যতা যাঁদের মন্ত্রের দ্বারা নির্বাহিত হয় [যেমন, গর্ভাধান সংস্কারটি বিবাহের পর স্ত্রী ঋতুমতী হ'লে তার সাথে যখন প্রথমবার সংসর্গ করা হয় তখন অনুষ্ঠেয়; এই সময় 'বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু' এই মন্ত্রটি পাঠ করা হয়], তাঁদেরই অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক দ্বিজাতিদেরই এই শাস্ত্রে (মনুপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্রে) অধ্যয়ন-শ্রবণাদি অধিকার আছে বুঝতে হবে; অন্য কারোর নয়।। ১৬।।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্ ।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ।। ১৭ ।।

অনুবাদ ঃ — সরস্বতী ও দৃষদ্বতী— এই দুটি দেবনদীর [দেবতাদের দ্বারা নির্মিত বা দেবতাদের দ্বারা সেবিত নদীর] মধ্যস্থিত যে দেবনির্মিত [দেবতাদের দ্বারা নির্মিত বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির জন্য নির্মিত বা দেবতাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত] দেশ আছে পণ্ডিতেরা তাকে ব্রহ্মাবর্ত নামে অভিহিত করেন। (অতএব সকল দেশ অপেক্ষা এটি প্রশস্ত)।। ১৭।।

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ।। ১৮ ।।

অনুবাদ ঃ সেই ব্রহ্মাবর্তদেশে চার বর্ণের এবং (মাহিষ্য, নিষাদ, মূর্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি) সঙ্করজাতিদের যে আচর্যমাণ ধর্ম পিতামহ-পিতা-প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে (অর্থাৎ অধুনাতন কারোর দ্বারা কল্পিত হয় নি, এমন আচার) চলে আসছে তাকে সদাচার বলা হয়ে থাকে ।।১৮।।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ।। ১৯ ।।

অনুবাদ ঃ কুরুক্ষেত্র(সামন্তপঞ্চক) , মৎস্য (বিরাট রাজার দেশ), পঞ্চাল (কান্যকুব্জ) এবং শূরসেন (মথুরা)- এই চারটি দেশকে (একত্রে) ব্রহ্মর্ষিদেশ বলা হয়; এই দেশগুলি ব্রহ্মাবর্ত থেকে কিছু পরিমাণে হীন।। ১৯।।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ।। ২০।।

অনুবাদ ঃ এই সব কুরুক্ষেত্রাদি দেশে উৎপন্ন অগ্রজ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে বিশ্বের সকল মানুষ নিজ নিজ আচার-ব্যবহার শিক্ষা করবেন।। ২০।।

হিমবদ্ বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি ।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ।। ২১ ।।

অনুবাদ ঃ উত্তর দিক্‌স্থিত হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত- এই উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী, এবং সরস্বতী-নদীর অন্তর্ধানস্থান বিনশনের (বর্তমান পাতিয়ালার) পূর্বে এবং গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থান প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাকে **মধ্যদেশ** বলে [এটি অতি উৎকৃষ্ট দেশও নয়, আবার অতি নিকৃষ্ট দেশও নয়। এই জন্য এর নাম মধ্যদেশ অর্থাৎ মাঝারিরকমের দেশ, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত ব'লে এর নাম 'মধ্যদেশ' নয়]।।২১।।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ ।
তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ ।। ২২ ।।

অনুবাদ ঃ পূর্ব ও পশ্চিমে পূর্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্রের দ্বারা এবং উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকে বিদ্বান্‌গণ **আর্যাবর্ত** নামে অভিহিত করে থাকেন।।২২।।

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ ।। ২৩ ।।

অনুবাদ ঃ যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ [কালো-সাদা বা কালো-হলুদ্ রঙে মেশানো যাদের চামড়া এমন মৃগ] স্বাভাবিক ভাবে বাস করে [অর্থাৎ যে সব মৃগকে অন্য স্থান থেকে বলপূর্বক নিয়ে এসে বাস করানো হয় না], সেই স্থানকে **যজ্ঞিয় দেশ** [যজ্ঞের উপযোগী দেশ বা যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্য ব্যক্তিদের নিবাস দেশ] ব'লে জানবে। তদ্ভিন্ন দেশকে **মেচ্ছদেশ** [অর্থাৎ যজ্ঞের উপযোগী নয় এমন দেশ বা যজ্ঞানুষ্ঠানের অযোগ্য লোকেদের নিবাস-দেশ] বলে।। ২৩।।

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তিকর্ষিতঃ ।। ২৪ ।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ (অন্য দেশে উৎপন্ন হ'লেও) বসবাসের জন্য এই সমস্ত দেশকে (অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ ছাড়া ব্রহ্মাবর্তাদি দেশগুলিকে) মহান্ যত্নের সাথে আশ্রয় করবেন। কিন্তু শূদ্রগণ জীবিকার অভাবে পীড়িত হ'লে, উপযুক্ত জীবিকার আশায় (ম্লেচ্ছদেশ ছাড়া অন্য) যে কোনও দেশে বসতি স্থাপন করতে পারবে।।২৪।।

এষা ধর্মস্য বো যোনিঃ সমাসেন প্রকীর্তিতা ।
সম্ভবশ্চাস্য সর্বস্য বর্ণধর্মান্ নিবোধত ।। ২৫ ।।

অনুবাদ ঃ (মহর্ষিগণ!) ধর্মের এই যে কারণ ('বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্' ইত্যাদিভাবে) তা সংক্ষেপে উক্ত হয়েছে এবং অখিল বিশ্বসংসারের উৎপত্তি (প্রথমাধ্যায়ে) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এখন বর্ণধর্ম (এটা উপলক্ষণ, অর্থাৎ বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গুণধর্ম, ও নৈমিত্তিকধর্ম) সম্বন্ধে যা বর্ণনা করছি, সে বিষয়ে আপনারা অবগত হোন্।।২৫।।

বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্ ।
কার্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ।। ২৬ ।।

অনুবাদ ঃ বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণরূপ কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণের **নিষেক** অর্থাৎ গর্ভাধান প্রভৃতি শারীরিক সংস্কার করা কর্তব্য। এই সংস্কার ইহলোকে বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা এবং পরলোকে যাগাদি ফললাভের দ্বারা মানবকে পবিত্র করে (পাপক্ষয়ের হেতু হয়)।।২৬।।

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে ।। ২৭ ।।

অনুবাদঃ গর্ভাবস্থায় কর্তব্য নিষেক অর্থাৎ গর্ভাধান (হোম শব্দ এখানে উপলক্ষণ, কারণ, গর্ভাধানকর্মে হোম করা হয় না), জাতকর্ম (মন্ত্রোচ্চারণাদিপূর্বক জাত শিশুর মুখে ঘৃতদান, চূড়াকরণকর্ম), মৌঞ্জীবন্ধন(উপনয়ন)প্রভৃতি সংস্কারদ্বারা দ্বিজাতির বীজগত (পিতার শুক্ররেতোজন্য) এবং মাতার অশুচি গর্ভে বাসজন্য যে পাপ, তা থেকে মুক্তি হয়।।২৭।।

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ।। ২৮ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচর্য অবস্থায় বেদাধ্যয়ন ও তার অর্থবোধ, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সাবিত্রাদি ব্রত বা মধুমাংসবর্জনাদি ব্রত, সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিমধ্যে সমিৎ-প্রক্ষেপণরূপ হোম, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রতবিশেষ, ইজ্যা (ব্রহ্মচর্যাবস্থায় দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ), গৃহস্থদশায় সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ-সম্পাদন এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ এই দেহান্তর্লীন আত্মাকে ব্রহ্মপদলাভের উপযুক্ত করবেন।।২৮।।

প্রাঙ্‌নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে ।।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্ ।। ২৯ ।।

অনুবাদ ঃ পুরুষ সন্তানের জন্মগ্রহণের পর তার নাড়ীচ্ছেদের আগে তার জাতকর্ম নামক সংস্কার করতে হবে। এই অনুষ্ঠানকালে নবজাতককে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক স্বর্ণ, মধু ও ঘি ভোজন করাতে হবে।।২৯।।

নামধেয়ং দশম্যাং তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ।। ৩০ ।।

অনুবাদ ঃ নবজাতকের জন্মের পর দশদিন অতিক্রান্ত হ'লে [অথবা 'অশৌচ অতিক্রান্ত হ'লে' নামকরণ বিধেয় এই নিয়মানুসারে দশমদিন অতিক্রান্ত হ'লে, একাদশ দিনে] অথবা দ্বাদশদিনে নবজাতকের নামকরণ করতে হবে। নামকরণটি যদি ঐ দিন করা সম্ভব না হয়, তাহলে জ্যোতিঃ- শাস্ত্রমতে কোনও শুভ তিথি, শুভ মুহূর্ত বা শুভলগ্নে তার নামকরণ কর্তব্য।।৩০।।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্ ।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ।। ৩১ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের নাম হবে মঙ্গলবাচক শব্দ ('মঙ্গল' শব্দের অর্থ 'ধর্ম'; সেই ধর্মের সাধক 'মঙ্গল্য'; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দ বা ঋষিবাচক শব্দ মঙ্গলের সাধন, তাই

'মঙ্গল্য'; যেমন- ইন্দ্র,বায়ু, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি); ক্ষত্রিয়ের নাম হবে বলসূচক শব্দ (যেমন, প্রজাপাল, দুর্যোধন, নৃসিংহ প্রভৃতি); বৈশ্যের নাম হবে ধনবাচক অর্থাৎ পুষ্টিবৃদ্ধিসমন্বিত, (যেমন ধনকর্মা, গোমান্, ধনপতি প্রভৃতি) এবং শূদ্রের নাম হবে জুগুপ্সিত (নিন্দা বা হীনতাবোধক, যেমন- কৃপণক, দীন, শবরক ইত্যাদি)।।৩১।।

শর্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্ ।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্ ।। ৩২ ।।

অনুবাদ : - ব্রাহ্মণের নামের সাথে শর্মা এই উপপদ যুক্ত হবে (অর্থাৎ আগে মঙ্গলবাচক শব্দ তারপর 'শর্মা' এই উপপদ যুক্ত হবে; যেমন শুভশর্মা), ক্ষত্রিয়ের নামের সাথে 'বর্মা' বা এইরকম কোনও রক্ষাবাচক উপাধি যুক্ত হবে (যেমন-বলবর্মা), বৈশ্যের নামের সাথে যুক্ত হবে 'বৃদ্ধ, গুপ্ত, ভূতি', প্রভৃতি পুষ্টিবোধক উপপদ (যেমন, গোবৃদ্ধ, ধনগুপ্ত, বসুভূতি প্রভৃতি) , এবং শূদ্রের নামের উপাধি হবে প্রৈষ্য (দাস বা ভৃত্য) বাচক শব্দ (যেমন, দীনদাস, ব্রাহ্মণদাস, দেবদাস প্রভৃতি)।।৩২।।

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্বাদাভিধানবৎ ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ : স্ত্রীলোকদের পক্ষে এমন নাম রাখতে হবে- যে নাম সুখে উচ্চারণ করতে পারা যায় অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও বালকেরাও যে নাম অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে [যেমন, যশোদাদেবী; এই নাম দুরুশ্চারণাক্ষরহীন হবে, যেমন 'সুশ্লিষ্টাঙ্গী' এই রকম নাম হবে না], যে নাম যেন ক্রূরার্থের প্রকাশক না হয় [অর্থাৎ ডাকিনী, পরুষা প্রভৃতি নাম হবে না], যে নাম **বিস্পষ্টার্থ** হবে [অর্থাৎ অনায়াসে যে নামের অর্থবোধ হয়; 'কামনিধা'; 'কারীষগন্ধী' প্রভৃতি যে সব নামের অর্থ স্পষ্ট নয় এমন নাম হবে না], যে নাম হবে **মনোহর** অর্থাৎ চিত্তের আহ্লাদজনক [যেমন, শ্রেয়সী; কিন্তু 'কালাক্ষী' জাতীয় নাম মনের সুখ উৎপাদন করে না], যে নাম মঙ্গলের বাচক হয় [যেমন, চারুমতী, শর্মবতী; বিপরীত নাম যেমন 'অভাগা', 'মন্দভাগ্যা,' প্রভৃতি], যে নামের শেষে দীর্ঘ স্বর থাকে (যেমন-'ঈ'কার, আ-কার যুক্ত নাম; বিপরীত নাম যেমন 'শরৎ'], যে নামের উচ্চারণে আশীর্বাদ বোঝায় [যেমন, 'সপুত্রা,' 'বহুপুত্রা' প্রভৃতি; বিপরীত নাম যেমন- 'অপ্রশস্তা', 'অলক্ষণা' প্রভৃতি]।।৩৩।।

চতুর্থে মাসি কর্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ : জন্মদিন থেকে চতুর্থ মাসে জাতশিশুকে সূর্যদর্শন করাবার জন্য প্রসবগৃহ থেকে যে বাইরে আনা হয়, তার নাম **নিষ্ক্রমণ** নামক সংস্কার [অর্থাৎ শিশু তিনমাস প্রসবগৃহে থাকবে; এখানে কেবলমাত্র 'শিশু' শব্দটি গ্রহণ করায় শূদ্র শিশুর পক্ষেও এই সংস্কার প্রযোজ্য]; পরে ষষ্ঠ মাসে **অন্নপ্রাশন** নামক সংস্কার করতে হয় (অর্থাৎ পাঁচটি মাস কেবল দুধই হবে শিশুর আহার); অথবা নিজ নিজ কুলের আচার অনুসারে নিষ্ক্রমণাদি সংস্কার যে কুলে যে সময় হওয়ার রীতি, সেই সময়েই করতে হবে। ['যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে' -বাক্যটির অতিরিক্ত অর্থ হ'ল, বালকটি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেছে, সে কুলে অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার যে প্রথা আছে- যেমন, পূতনা, শকুনিকা প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান, সেগুলিও ষষ্ঠমাসে কর্তব্য]'।।৩৪।।

চূড়াকর্ম দ্বিজাতীনাং সর্বেষামেব ধর্মতঃ ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ ঃ শ্রুতির বিধান অনুসারে (যদিও চূড়াকর্ম স্মার্ত বিধান, তবুও যেহেতু স্মার্ত ধর্মের প্রামাণ্যের মূলে আছে 'শ্রুতি' তাই এখানে 'শ্রুতির বিধান অনুসারে'- এরকম বলা হয়েছে) সমস্ত দ্বিজাতিরই (এটি শূদ্রের সংস্কার নয়, তাই দ্বিজাতি-শব্দের ব্যবহার হয়েছে) জন্ম থেকে প্রথম বা তৃতীয় বৎসরে ধর্মলাভের জন্য (বা কুলধর্মানুসারে) চূড়াকরণ (চূড়াকর্ম বা চৌড়) নামক সংস্কার কর্তব্য।।৩৫।।

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কূর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্ ।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ ঃ গর্ভের আরম্ভ হওয়া থেকে বর্ষ গণনা ক'রে অষ্টম বৎসরে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে ৬ বৎসর ৩ মাসের পর থেকে ৭ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) ব্রাহ্মণের উপনায়ন (উপায়ন, উপনয়ন, উপনায়ন এবং মৌঞ্জীবন্ধন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়) দেওয়া বিধেয়; এইরকম ভাবে গর্ভ শুরু হওয়া থেকে শুরু ক'রে একাদশ বৎসরে (ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ৯ বৎসর ৩ মাসের পর ১০ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন, এবং দ্বাদশ বৎসরে (ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ১০ বৎসর ৩ মাসের পর ১১ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত) বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া উচিত।।৩৬।।

ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে ।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ ঃ বিশেষভাবে **ব্রহ্মবর্চস** অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও প্রকৃষ্টভাবে তার অর্থগ্রহণজনিত তেজ কামনা থাকলে ব্রাহ্মণের উপনয়ন গর্ভ থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চম বৎসরে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ৩ বৎসর ৩মাস থেকে ৪ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) হওয়া কর্তব্য। (এখানে কামনাটি পিতার এবং তার দ্বারা পুত্রকে বিশেষিত ক'রে বলা হচ্ছে 'ব্রহ্মবর্চস্' ইত্যাদি। পিতা কামনা করতে পারেন যে, পুত্রটি 'ব্রহ্মবর্চস্' যুক্ত হোক্। পিতার এই কামনাটি পুত্রের উপর আরোপ ক'রে বলা হচ্ছে- ' এইরকম কামনাযুক্ত ব্রাহ্মণের উপনয়ন হবে পঞ্চম বৎসরে'। প্রকৃত পক্ষে, পুত্র তখন একেবারেই বালক, তাই তার পক্ষে ব্রহ্মবর্চস্ যুক্ত হওয়ার কামনা করা সম্ভব নয়। এটি পিতারই কামনা)। বিপুল হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি বলপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের (এটিও ক্ষত্রিয় পিতার প্রার্থনা, বালক পুত্রের নয়) উপনয়ন গর্ভসহ ৬ষ্ঠ বৎসরে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ৪ বৎসর ৩ মাস থেকে ৫ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) হওয়া উচিত; বাণিজ্যার্থী বৈশ্যের (এটিও বৈশ্য পিতার প্রার্থনা) উপনয়ন গর্ভের অষ্টম বৎসরে (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ৬ বৎসর ৩ মাস থেকে ৭ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সময়ে) দেওয়া বিধেয়।।৩৭।।

আ ষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে ।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ ঃ (পিতার মৃত্যু বা বালকের ব্যাধিজনিত কারণে উপরি উক্ত সময়ের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার সম্ভব না হ'লে অর্থাৎ বিহিত কাল ছাড়াও অন্য সময়ে উপনয়ন দেওয়া যেতে পারে।—) ব্রাহ্মণের গর্ভাবধি ১৬ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠাবধি ১৪ বৎসর ৩ মাসের পর ১৫ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত, **ক্ষত্রবন্ধু** অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতীয়ের ২২ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠের পর ২০

বৎসর ৩ মাস থেকে ২১ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত, এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠের পর ২২ বৎসর ৩ মাস থেকে ২৩ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত সাবিত্রী (উপনয়নের কাল) অতিক্রান্ত হয় না। ৩৮।।

অত উর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ ঃ এই তিন বর্ণের বালকগণের যদি উক্ত নির্দিষ্ট কালের মধ্যে [অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গর্ভোৎপত্তি কাল থেকে আরম্ভ ক'রে ষোল বছরের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছরের মধ্যে এবং বৈশ্যের চব্বিশ বছরের মধ্যে] উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহ'লে তারা **সাবিত্রীভ্রষ্ট** অর্থাৎ উপনয়নভ্রষ্ট হয় এবং তখন তারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়। (" এতে দ্বিজাঃ সংস্কারহীনাঃ শূদ্রপ্রায়া ভবন্তি"। - রামচন্দ্র)। এরা আর্য অর্থাৎ শিষ্টগণের দ্বারা নিন্দিত হয়।। ৩৯।।

নৈতৈরপূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্নাচরেদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।। ৪০ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাত্যগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত না করলে, এই অপবিত্র ব্যক্তিদের সাথে ব্রাহ্মণ আপৎকালেও **ব্রাহ্মসম্বন্ধ** অর্থাৎ বেদসম্পর্কিত যাজন-অধ্যাপনাদি সম্বন্ধ এবং কখনোই **যৌনসম্বন্ধ** অর্থাৎ কন্যাদান-কন্যাগ্রহণাদি বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করবেন না।।৪০।।

কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ ।
বসীরন্নানুপূর্ব্যেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ ।। ৪১ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী **কার্ষ্ণ** (অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগের) চামড়া দিয়ে নির্মিত উত্তরীয় এবং **শাণ** (শণনির্মিত বস্ত্রের) অধোবসন পরবেন; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী **রৌরব** (রুরু নামক মৃগের) চামড়া দিয়ে তৈরী উত্তরীয় এবং ক্ষৌমবসন, এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী **বাস্তচর্ম** অর্থাৎ ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী উত্তরীয় এবং **আবিক** অর্থাৎ মেষলোম দিয়ে নির্মিত অধোবসন পরবেন।।৪১।।

মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্যা বিপ্রস্য মেখলা ।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী ।। ৪২ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের মেখলা (কটিদেশে বাঁধবার রজ্জু; girdle) হবে মুঞ্জতৃণনির্মিত, গুণত্রয় (triple cord) দ্বারা নির্মিত, সম অর্থাৎ সমগুণত্রয়নির্মিত (অর্থাৎ তিনটি রজ্জুই সমান হবে- কোথাও মোটা বা কোথাও সরু-এমন হবে না) এবং **শ্লক্ষ্ণা** (সুখস্পর্শ বা মসৃণ) ; ক্ষত্রিয়ের মেখলা হবে মূর্বা নামক তৃণবিশেষের রজ্জুর দ্বারা নির্মিত এবং ধনুকের ছিলার মত আকৃতিবিশিষ্ট; এবং বৈশ্যের মেখলা হবে তিনগাছি শণতন্তুর দ্বারা নির্মিত। (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মূর্বা নামক তৃণবিশেষ দ্বারা নির্মিত যে জ্যা, সেটিই হবে মেখলা। ধনুক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকেই কটিবন্ধ করতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ত্রিবৃৎ, সম এবং শ্লক্ষ্ণ- এই গুণগুলি কেবলমাত্র মুঞ্জমেখলার পক্ষে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু মেখলামাত্রেই আবশ্যক — একথা যদিও আগে নির্দেশ করা হয়েছে, তবুও ওগুলি ক্ষত্রিয়ের জ্যা-মেখলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কারণ, তাহলে জ্যার স্বরূপ নষ্ট হয়ে যায়)।। ৪২।।

মুঞ্জালাভে তু কর্তব্যাঃ কুশাশ্মন্তকবল্বজৈঃ ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ ঃ মুঞ্জা প্রভৃতি পাওয়া না গেলে ('মুঞ্জালাভে'র প্রকৃত অর্থ 'মুঞ্জাদ্যলাভে') ব্রাহ্মণের মেখলা হবে কুশের, ক্ষত্রিয়ের মেখলা হবে অশ্মন্তক- তৃণের এবং বৈশ্যের মেখলা হবে বল্বজ-তৃণের দ্বারা নির্মিত। ত্রিগুণা মেখলা কুলধর্মানুসারে একটি, তিনটি বা পাঁচটি গ্রন্থির দ্বারা বদ্ধ থাকবে।।৪৩।।

কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্ ।। ৪৪ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাসসূত্রের দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের উপবীত শণ-সূত্রের দ্বারা এবং বৈশ্যের উপবীত মেষলোমদ্বারা নির্মিত হবে। এই উপবীত তিনবার বেষ্টন করে গ্রন্থিবন্ধন করতে হবে (বা তিনগাছি সূতার দ্বারা নির্মিত হবে) এবং ঊর্দ্ধ থেকে নিম্ন দিকে লম্বিত হবে। [যজ্ঞের সাথে সম্বন্ধ আছে বলে উপবীত 'যজ্ঞোপবীত' নামে প্রসিদ্ধ]।।৪৪।।

ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ ।
পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্মতঃ ।। ৪৫ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর যোগ্য দণ্ড হবে বিল্ব বা পলাশগাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর দণ্ড হবে বট বা খদিরকাঠ দ্বারা নির্মিত এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীর যোগ্য দণ্ড হবে পীলু বা উদুম্বরগাছের কাঠ দিয়ে নির্মিত, এটাই হ'ল শাস্ত্রের বিধান।। ৪৫।।

কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্যঃ প্রমাণতঃ ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ ।। ৪৬ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ- ব্রহ্মচারীর দণ্ডের উচ্চতা হবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ডের উচ্চতা হবে ললাট পর্যন্ত, এবং বৈশ্যের দণ্ডের উচ্চতা হবে নাসাগ্র পর্যন্ত পরিমাণের ।।৪৬।।

ঋজবস্তে তু সর্বে স্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ ।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং সত্বচো নাগ্নিদূষিতাঃ ।। ৪৭ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণপ্রভৃতির সব দণ্ডই হবে সরল (অবক্র), কোনও স্থানে ক্ষতচিহ্ন থাকবে না (অর্থাৎ ছিদ্ররহিত হবে), যাদের দেখলে মনে প্রীতি জন্মাবে (অর্থাৎ এগুলির বর্ণ হবে বিশুদ্ধ এবং এগুলি কন্টকযুক্ত হবে না), এগুলি যেন কোনও ভাবে মানুষের (ও অন্যান্য প্রাণীর) ত্রাসের কারণ না হয়, এগুলি যেন ত্বক্‌যুক্ত থাকে (অর্থাৎ এদের ছাল যেন ছাড়িয়ে ফেলা না হয়) এবং এগুলি যেন অগ্নির দ্বারা (অর্থাৎ বজ্রাগ্নি বা দাবাগ্নির দ্বারা) দূষিত অর্থাৎ স্পৃষ্ট না হয়।।৪৭।।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থাপ্য চ ভাস্করম্ ।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষং যথাবিধি ।। ৪৮ ।।

অনুবাদ ঃ [পূর্বনির্দিষ্ট কৃষ্ণমৃগাদির চর্ম উত্তরীয়রূপে আচ্ছাদন করা হ'লে মেখলাবন্ধন করতে হয়; মেখলা ধারণের পর উপনয়ন হবে; উপবীত করা হ'লে তারপর দণ্ডগ্রহণ]। ব্রহ্মচারী মনোমত দণ্ডগ্রহণ ক'রে সূর্যোপস্থান করবেন [অর্থাৎ সূর্যের দিকে মুখ ক'রে আদিত্য যার দেবতা এমন কয়েকটি মন্ত্রের দ্বারা সূর্যের উপাসনা করবেন]; তারপর অগ্নির চারদিকে প্রদক্ষিণ ক'রে বিধানানুসারে ভিক্ষাসংগ্রহ করবেন।।৪৮।।

ভবৎপূর্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্ ।। ৪৯ ।।

অনুবাদ ঃ উপনীত হওয়ার পর ব্রহ্মচারী প্রথমে 'ভবৎ' শব্দ উচ্চারণ ক'রে ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বাক্যের মধ্যে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োগ ক'রে ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন, এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী বাক্যের শেষে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োগ করে ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। [যেমন, মা বা বড় বোনের কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বলবেন- 'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি,' ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বলবেন- 'ভিক্ষাং ভবতি! দেহি', এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী বলবেন- 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি'! এই ভাবে পুরুষ গুরুজনের ক্ষেত্রে প্রার্থনাগুলি হবে যথাক্রমে- ভবন্! ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং ভবন্! দেহি, এবং ভিক্ষাং দেহি ভবন্!]।।৪৯।।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্ ।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং ন বিমানয়েৎ ।। ৫০ ।।

অনুবাদ ঃ মাতা, ভগিনী বা মাতার নিজ সহোদরা অথবা যে স্ত্রী ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা অবমাননা না করে, ব্রহ্মচারী তাঁদের নিকট প্রথমে ভিক্ষা চাইবেন।। ৫০।। ['বিমাননা' শব্দের অর্থ 'অবজ্ঞা করা'; 'ভিক্ষা দেওয়া হবে না' এই কথা ব'লে প্রত্যাখ্যান করা। গৃহ্যসূত্র মধ্যেও এইরকম দেখা যায়— যে পুরুষ অথবা নারী ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান করবে না অর্থাৎ ফিরিয়ে দেবে না, তার কাছে ব্রহ্মচারী সর্বাগ্রে ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। উপনয়নকালে ব্রহ্মচারীর এইটিই প্রথম ভিক্ষা। ("বিমাননা অবজ্ঞানম্, 'ন দীয়ত' ইতি প্রত্যাখ্যানম্। তথা চ গৃহ্যম্ - 'অপ্রত্যাখ্যায়িনম্ অগ্রে ভিক্ষেত অপ্রত্যাখ্যায়িনীং বেতি'। তদেব হি মুখ্যং প্রাথম্যং যদুপনীয়মানস্য"। -মেধাতিথি)।]।।৫০।।

সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদন্নমমায়য়া ।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদাচম্য প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ ।। ৫১ ।।

অনুবাদ ঃ উপনীত ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারী এই ভাবে প্রয়োজনানুরূপ ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে তা ছলশূন্য মনে [অর্থাৎ ঐ অন্নের প্রতি কোনও আকাঙ্খা না রেখে; অথবা কদন্নের দ্বারা সদন্ন আচ্ছাদন ক'রে গুরুকে তা নিবেদন না ক'রে] বা সরল চিত্তে যে পরিমাণ অন্নে তৃপ্তি হতে পারে, সেই পরিমাণ অন্ন গুরুকে নিবেদন করবেন এবং তার পরে আচমনপূর্বক (গুরুর অনুমতি নিয়ে) শুদ্ধভাবে পূর্বমুখে ব'সে ভোজন করবেন।।৫১।।

আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে ঋতং ভুঙ্ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ ।। ৫২ ।।

অনুবাদ ঃ যিনি আয়ুবৃদ্ধি কামনা করেন, তিনি পূর্বদিকে মুখ ক'রে ব'সে ভেজন করবেন [আয়ুষ্কামঃ প্রাঙ্মুখঃ ভুঞ্জীত-মেধাতিথি], এইরকম যশোবৃদ্ধিকামনাকারী ব্যক্তি দক্ষিণমুখে, সম্পৎকামী ব্যক্তি পশ্চিমমুখ হ'য়ে এবং ঋত অর্থাৎ সত্যফলকামী বা স্বর্গকামী ব্যক্তি উত্তরমুখ হ'য়ে ভোজন করবেন। [এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ বিভাগ ক'রে যে ভোজনবিধি নির্দিষ্ট হয়েছে, তার প্রয়োজন হ'ল- বিশেষ বিশেষ ফল লাভ করা। এর ফলে দুই দিকের মধ্যবর্তী যে বিদিক্ সে দিকে মুখ ক'রে ভোজন নিষিদ্ধ হ'ল]।।৫২।।

উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ ।। ৫৩ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্যের পরও প্রতিদিন উপস্পর্শন অর্থাৎ(হাত, পা, মুখ ধুয়ে) আচমন ক'রে সমাহিত হ'য়ে অর্থাৎ অনন্যমনে অন্ন ভোজন করবেন, ভোজনাবসানেও যথাবিধি আচমন করবেন এবং ভোজনান্তে আবার আচমন করবেন ও জলদ্বারা ইন্দ্রিয়স্থান(চোখ, কান ও নাক্) স্পর্শ করবেন।।৫৩।।

পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্ ।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বশঃ ।। ৫৪ ।।

অনুবাদ ঃ (ভোজনকালে সামনে অন্ন উপস্থিত দেখে) প্রতিদিন অন্নকে পূজা করবেন বা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন('এই যে অন্ন, এ পরম দেবতা এই অন্ন সকল জীবের স্রষ্টা এবং সকল জীবের স্থিতি-হেতু অর্থাৎ প্রাণধারণের কারণ'- এইভাবে অন্নকে দেখাই হ'ল তার পূজা)। ভোজনের জন্য উপস্থাপিত অন্নের নিন্দা করতে করতে তা ভোজন করবেন না (অর্থাৎ শ্রদ্ধার সাথে অন্ন গ্রহণ করবেন। অন্নটি খারাপ বা দুঃসংস্কারযুক্ত অর্থাৎ পুড়ে গেছে বা অন্নটি অতৃপ্তিকর- এই সব দোষপ্রকাশরূপ কারণ থাকা সত্ত্বেও অন্নের কুৎসা করবেন না)। অন্ন দেখে হৃষ্ট হবেন এবং (অন্য কোনও কারণবশতঃ মনে কোনও খেদ বা কলুষতা থাকলেও অন্নদর্শনে তা পরিত্যাগ করবেন এবং) মনে প্রসন্নতা আনবেন। 'এই অন্ন যেন আমরা প্রতিদিন লাভ করি' -এইভাবে অন্নের প্রতিনন্দন (অর্থাৎ বন্দনা বা অভিনন্দন বা প্রীতিদ্যোতক বচন উচ্চারণ) করবেন।।৫৪।।

পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জং চ যচ্ছতি ।
অপূজিতং তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্ ।। ৫৫ ।।

অনুবাদ ঃ অন্নকে পূজা ক'রে (অর্থাৎ শ্রদ্ধার সাথে) ভোজন করলে তা প্রতিদিন বল (সামর্থ্য; অনায়াসে ভার উত্তোলন প্রভৃতি করার শক্তি) ও ঊর্জ (বীর্য, মহাপ্রাণতা বা জীবনীশক্তি, উৎসাহ প্রভৃতি) দান করে। কিন্তু অশ্রদ্ধার সাথে অপূজিত অন্ন ভোজন করলে সেই অন্ন মানুষের সামর্থ্য ও বীর্য উভয়কেই বিনাশ করে।।৫৫।।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা ।
ন চৈবাত্যশনং কুর্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ ব্রজেৎ ।। ৫৬ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী কাউকে উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রদান করবেন না (শূদ্রাদি জাতির ব্যক্তি বা তাদের কুকুর বিড়ালাদিকেও উচ্ছিষ্ট অন্ন দান নিষিদ্ধ); দিন ও রাত্রির ভোজনসময়ের মধ্যে আর ভোজন করবেন না [অথবা, 'অন্তরা' শব্দটির অর্থ 'ব্যবধান'। সে ক্ষেত্রে বক্তব্য হ'ল-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে তারপর অন্য কেনও কাজ সেরে এসে পূর্বপাত্রে রক্ষিত সেই অন্নটি আবার খাবেন না]; অতিমাত্রায় ভোজন করবেন না (অতিভোজন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণ হয়; 'মাত্রাশিতা' অর্থাৎ পরিমিত মাত্রায় আহারকে রোগহীনতার কারণ বলা হয়); এবং উচ্ছিষ্টমুখে অন্যত্র কোথাও যাবেন না।। ৫৬।।

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্ ।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ।। ৫৭ ।।

অনুবাদ ঃ অতিমাত্রায় ভোজন করা রোগহীনতার পরিপন্থী (কারণ, অতিভোজনের ফলে জ্বর, উদরপীড়া, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ দেখা যায়), এর ফলে পরমায়ুর হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে (অর্থাৎ বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে), অতিভোজন

স্বর্গলাভের পরিপন্থী [কারণ, 'সমস্ত দিক্ থেকে নিজের শরীরকে রক্ষা করবে' এইভাবে শরীরকে রক্ষা করার বিধান থাকায় এবং অতিভোজনে তার ব্যতিক্রম ঘটে ব'লে তা অস্বর্গ্য অর্থাৎ স্বর্গের পরিপন্থী; এখানে স্বর্গপ্রাপ্তি না হওয়ার দ্বারা নরক-প্রাপ্তির হেতুভূত যাগাদিক্রিয়ার অনধিকারী হয়], এটি পুণ্যলাভের প্রতিকূল (অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বা দুর্দশা আনয়ন করে; অথবা অতিভোজনকারীর পুণ্যজনক কোনও কাজে রুচি হয় না), এবং অতিভোজনকারী ব্যক্তিকে লোকে 'ঔদরিক' ব'লে নিন্দা করে।।৫৭।।

ব্রাহ্মেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ ।
কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন পিত্র্যেণ কদাচন ।। ৫৮ ।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ সকল সময়েই (শৌচের জন্য এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করার জন্য তার অঙ্গরূপে) ব্রাহ্মতীর্থের দ্বারা আচমণ করবেন (এখানে 'তীর্থ' শব্দের অর্থ করতলের অংশবিশেষ যা জল ধারণ করে। অবশ্য এই অর্থে তীর্থ-শব্দের ব্যবহার স্তুতিমাত্র, কারণ, করতলের মধ্যে কোনও অংশেই সবসময় জল থাকে না। 'ব্রাহ্মেণ' এই উক্তিটিও স্তুতিমাত্র অর্থাৎ প্রশংসাবোধক মাত্র। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তীর্থের কোনও দেবতা থাকতে পারে না, যেহেতু তীর্থ যাগস্বরূপ নয়। যাগেতেই দেবতা থাকে); অথবা (অশক্ত হ'লে) প্রজাপতি-তীর্থের (ক-প্রজাপতি, সেই 'ক' দেবতা যার সে 'কায') দ্বারা আচমন করবেন, অথবা দেবতীর্থের (ত্রিদশ =দেবতা, ত্রিদশগণ দেবতা যার তা 'ত্রৈদশক') দ্বারা আচমন করবেন; কিন্তু পিতৃতীর্থের (পিতৃগণ দেবতা যার এমন তীর্থের) দ্বারা কোনও সময়েই আচমন করবেন না (আচমন অর্থ তিনবার জলবিন্দু পান)।।৫৮।।

অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে ।
কায়মঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ ।। ৫৯ ।।

অনুবাদ ঃ বৃদ্ধাঙ্গুলির (বুড়ো আঙুলের) গোড়ার নীচের অংশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলা হয়; কনিষ্ঠাঙ্গুলির (ক'ড়ে আঙ্গুলের) মূলদেশের নাম কায়তীর্থ বা প্রজাপতিতীর্থ; সবকয়টি আঙুলের অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা হয়, এবং তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলা হয়।।৫৯।।

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্ ।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শির এব চ ।। ৬০ ।।

অনুবাদ ঃ আচমনকালে (ব্রাহ্মাদি তীর্থের দ্বারা) প্রথমে তিনবার জল আচমন করবেন (অর্থাৎ মুখের সাহায্যে সেই জল উদরের মধ্যে প্রবেশ করাবেন), তারপর দুবার জলযুক্ত অঙ্গুষ্ঠমূল-দ্বারা মুখ (ওষ্ঠ ও অধর সংবৃত ক'রে অর্থাৎ চেপে) মার্জনা করবেন (অর্থাৎ ওষ্ঠে ও অধরে যে সব জলকণা লেগে থাকে, সেগুলিকে জল-হাত দিয়ে সরিয়ে দেবেন) এবং তদন্তর মুখমণ্ডলস্থিত ছিদ্রগুলি (খানি- ছিদ্রসকল; নাক, চোখ এবং দুটি কান), আত্মা (বক্ষস্থল অথবা নাভি) এবং মাথা জলদ্বারা স্পর্শ করবেন।।৬০।।

অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্মবিৎ ।
শৌচেপ্সুঃ সর্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ ।। ৬১ ।।

অনুবাদ ঃ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি শৌচ বা শুদ্ধি লাভ করার মানসে একান্ত প্রদেশে (নির্জন অতএব শুদ্ধ স্থানে; যেহেতু একান্তপ্রদেশ জনতার দ্বারা আকীর্ণ হয় না, তাই সাধারণভাবে তা শুদ্ধ

থাকে) পূর্বোক্ত ব্রাহ্মাদি তীর্থের দ্বারা ফেনাহীন (এবং বুদ্‌বুদ্‌বিহীন) অনুষ্ণ জলে (অর্থাৎ আগুনে গরম না করা জলে; গ্রীষ্মের তাপে যে জল উষ্ণ হয় তা নিষিদ্ধ নয়) আচমন করবেন; এই আচমনের কাজ তিনি সকল সময়েই পূর্বমুখ বা উত্তরমুখে সমাসীন হ'য়ে করবেন (সর্বদা শব্দের অর্থ সকল সময়ে। যদিও ভোজনসংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গে এই আচমনের কথা বলা হচ্ছে, 'সর্বদা' শব্দের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে,- রেতঃ, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি থেকে শুদ্ধিলাভ করতে হলেও ঐরকম আচমন কর্তব্য)।। ৬১।।

হৃদ্‌গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ।। ৬২ ।।

অনুবাদ : অচমনের জল হৃদয় পর্যন্ত গমন করলে (অর্থাৎ সেই পরিমাণ জল পান করলে) ব্রাহ্মণ পবিত্র হন (অর্থাৎ অশুচিতা কেটে যায়); ভূমিপঃ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় কণ্ঠ পর্যন্ত প্রাপ্ত (অর্থাৎ সেই পরিমাণ জল পান করলে) জলের দ্বারা আচমন করলে শুদ্ধ হন; বৈশ্য পবিত্র হন প্রাশিত (নন্দনের মতে- জিহ্বাগত; মেধাতিথির মতে— মুখগহ্বর-প্রবিষ্ট; কুল্লূকের মতে - কেবল মুখের অভ্যন্তরে যেতে পারে এমন) জলের দ্বারা আচমন করলে শুদ্ধ হন; এবং শূদ্র পবিত্র হন আচমনের জল জিহ্বাগ্র বা ওষ্ঠের প্রান্ত ভাগ স্পর্শ করলে ।।৬২।।

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ ।
সব্যে প্রাচীন-আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে ।। ৬৩ ।।

অনুবাদ : কণ্ঠে লম্বিত যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয়বস্ত্রের মধ্য দিয়ে ডান হাত উত্থাপিত করলে যে যজ্ঞসূত্র বা বস্ত্র বাম কাঁধে অবস্থিত এবং ডান কক্ষে অবলম্বিত হয়, সেই যজ্ঞোপবীত বা উত্তরীয়বস্ত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিকে **উপবীতী** বলা হয়; এই ভাবে কণ্ঠে ধৃত যজ্ঞসূত্রের বা উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্য দিয়ে বাম হাত উত্থাপিত করলে ডান কাঁধে অবস্থিত এবং বাম কক্ষে অবলম্বিত যজ্ঞসূত্র বা বস্ত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিকে **প্রাচীনাবীতী** বলা হয়; এবং কণ্ঠে সরলভাবে মালার মত অবলম্বিত যজ্ঞসূত্র বা বস্ত্র- বিশিষ্টকে **নিবীতী** বলা হয় (এক্ষেত্রে একটি হাতও তুলে ধরা হয় না)।।৬৩।।

মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্ ।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্ণীতান্যানি মন্ত্রবৎ ।। ৬৪ ।।

অনুবাদ : মেখলা, উত্তরীয়চর্ম, দণ্ড, যজ্ঞোপবীত এবং কমণ্ডলু ছিন্ন বা ভগ্ন হ'লে এগুলিকে জলে নিক্ষেপ ক'রে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নতুন মেখলাদিধারণ করতে হয়।।৬৪।।

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে ।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ ।। ৬৫ ।।

অনুবাদ : গর্ভকাল থেকে ষোড়শ বৎসরে ব্রাহ্মণের কেশান্ত নামক গৃহ্যসূত্রোক্ত সংস্কার ("কেশান্তঃ সংস্কারঃ, গোদানাখ্যাং কর্ম ইত্যর্থঃ" -রামচন্দ্র) করতে হয়, গর্ভকাল থেকে বাইশ বৎসরে রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের, এবং গর্ভকাল থেকে চব্বিশ বৎসরে বৈশ্যের এই সংস্কার করতে হয়।।৬৫।।

অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ।। ৬৬ ।।

অনুবাদ : পুরুষের মত স্ত্রীলোকদেরও শরীরসংস্কার বা দেহশুদ্ধির জন্য এই সমস্ত আবৃৎ

(অর্থাৎ জাতকর্ম থেকে আরম্ভ ক'রে সংস্কারগুলির আনুষ্ঠানিক কর্মসমূহ) যথা-নির্দিষ্ট কালে এবং যথানির্দিষ্ট ক্রমে সম্পন্ন করতে হয়; কিন্তু তাদের পক্ষে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে কোনও মন্ত্রের প্রয়োগ থাকবে না।৬৬।।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিষ্ক্রিয়া ।। ৬৭ ।।

অনুবাদ ঃ বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকদের উপনয়নস্থানীয় বৈদিক সংস্কার (অর্থাৎ বিবাহের দ্বারাই স্ত্রীলোকদের উপনয়ন সংস্কার সিদ্ধ হয়); বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা যে তাদের পতিদের সেবা করে (শুশ্রূষা বা সন্তোষ বিধান করে), তা-ই তাদের গুরুগৃহে বাসস্বরূপ (গুরুগৃহে বাস করা অবস্থায় বেদাধ্যয়ন কর্তব্য, কিন্তু স্ত্রীলোক তো সত্য-সত্য গুরুগৃহে বাস করে না, তাই তাদের বেদাধ্যয়নের প্রসঙ্গ আসে না); স্বামীর গৃহস্থলীর কাজই হল (যেমন, অন্নরন্ধন, পোষাকাদি সাজিয়ে রাখা, টাকাকড়ি গুণে ঠিকমতো রাখা ইত্যাদি) স্ত্রীলোকেদের পক্ষে গুরুগৃহে (সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্যা [ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে থেকে সায়ং-প্রাতঃকালীন যে সমিৎ সংগ্রহ করে, তা স্ত্রীলোকদের পক্ষে গৃহস্থালীর কাজের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আর স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর কাজকর্ম অর্থাৎ অগ্নির দ্বারা নিষ্পাদনীয় রন্ধনাদি যে সব কাজ করে, তার দ্বারা ব্রহ্মচারীর করণীয় যতকিছু যম-নিয়ম প্রভৃতি সেগুলিও পদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। অতএব, এখানে স্ত্রীলোকদের অগ্নিপরিষ্ক্রিয়াটি পুরুষদের যম-নিয়মাদি কর্তব্যগুলির উপলক্ষণ]।।৬৭।।

এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্মযোগং নিবোধত ।। ৬৮ ।।

অনুবাদ ঃ (হে মহর্ষিগণ!) ব্রাহ্মণ -ক্ষত্রিয়-বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতির উৎপত্তির ব্যঞ্জক অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মের ব্যঞ্জক(অথবা,মাতা-পিতাথেকে যে জন্মগ্রহণ, তাকে যে সংস্কার অভিব্যঞ্জিত বা গুণান্বিত করে) এবং পবিত্রজনক উপনয়নের বিধান বলা হল; এখন তাঁদের কর্মযোগ অর্থাৎ কোন্ কোন্ কর্তব্যের সাথে তাঁদের সম্পর্ক, তা এখন শ্রবণ করুন।।৬৮।।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ ।
আচারমগ্নিকার্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ।। ৬৯ ।।

অনুবাদ ঃ শিষ্যকে উপনীত করার পর গুরু শিষ্যকে সর্বপ্রথম (শারীরিক) শৌচক্রিয়া শিক্ষা দেবেন ['শৌচ' বলতে মনু. ৫. ১৩৪-৩৬ শ্লোকে বর্ণিত 'লিঙ্গদেশে একবার মৃত্তিকা' প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে আচমন পর্যন্ত কাজগুলিকে বোঝায়], তারপর আচার [গুরু প্রভৃতিকে দেখে উঠে দাঁড়ানো, আসন পেতে দেওয়া, অভিবাদন করা প্রভৃতি], অগ্নিকার্য [সায়ং ও প্রাতঃ কালে অগ্নিপরিচর্যা; অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ ক'রে হোমাগ্নিকে সম্যক্‌রূপে প্রজ্জ্বালিত করা] এবং সন্ধ্যা-উপাসনাদি [যা ব্রহ্মচারীর ব্রতের অঙ্গকর্ম] শিক্ষা দেবেন।।৬৯।।

অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্‌মুখঃ ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।। ৭০ ।।

অনুবাদ ঃ - শিষ্য যখন বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করবে তখন সে ধৌতবস্ত্র [মেধাতিথির মতে -'লঘুবাস'-এর অর্থ 'ধৌতবস্ত্র', কুল্লূকের মতে- 'পবিত্রবস্ত্র', রাঘবানন্দের মতে - 'গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত পবিত্রবস্ত্র', গোবিন্দরাজের মতে-'অস্থূলবসন'] পরিধান ক'রে, শাস্ত্রানুসারে

আচমন ক'রে উত্তরমুখ হয়ে উপবেশন করবে [গৌতমধর্মশাস্ত্রানুসারে শিষ্য পূর্বমুখ হ'য়ে বসবে এবং আচার্য পশ্চিমমুখ হ'য়ে বসবে] এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযমনপূর্বক ব্রহ্মাঞ্জলি হ'য়ে অর্থাৎ অঞ্জলি বদ্ধ ক'রে থাকবে; তখন গুরু তাকে বেদ অধ্যাপনা করবেন।।৭০।।

ব্রহ্মারম্ভেঽবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা ।
সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ং স হি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ ।। ৭১ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মারম্ভে অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভে এবং বেদাধ্যয়নের অবসানে শিষ্য প্রতিদিন গুরুর পাদবন্দনা করবে এবং অধ্যয়নের সময় হাত দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ক'রে অর্থাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করবে। দুটি হাত সংযুক্ত ক'রে এই ভাবে উপবেশনের নাম ব্রহ্মাঞ্জলি।।৭১।।

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ ।। ৭২ ।।

অনুবাদ ঃ - গুরুর পাদবন্দনার সময় শিষ্য তার দুখানি হাত পরস্পর বিপরীতক্রমে (ব্যত্যস্ত = আড়াআড়ি ভাবে) রেখে এমনভাবে গুরুর পাদস্পর্শ করবেন, যেন তার বাম হাত চিৎ করে গুরুর বাম চরণ স্পর্শ করা যায়, এবং ডান হাত চিৎ ক'রে গুরুর ডান চরণ স্পর্শ করা যায়। (এই সময় ডান হাত উপরে এবং বাম হাত নীচে থাকবে। এটিই শিষ্টব্যক্তিদের আচার)।।৭২

অধ্যেষ্যমাণং তু গুরু র্নিত্যকালমতন্দ্রিতঃ ।
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াদ্বিরামোঽস্ত্বিতি চারমেৎ ।। ৭৩ ।।

অনুবাদ ঃ — শিষ্য যখন অধ্যয়ন আরম্ভ করবে, তখন গুরু আলস্যহীন থেকে শিষ্যকে বলবেন- 'ওহে! অধ্যয়ন কর' এবং যখন পাঠ শেষ করবে তখন গুরু বলবেন- 'এখন পাঠের বিরাম হোক্' । এই কথা ব'লে অধ্যাপনা থেকে বিরত হবেন।।৭৩।।

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা ।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতি ।। ৭৪ ।।

অনুবাদ - বেদাধ্যায়নের প্রারম্ভে এবং অবসানে সতত প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ করা কর্তব্য। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ না করলে অধীয়মান বেদমন্ত্র মন থেকে অপসৃত হয়ে যায় এবং অধ্যয়নসমাপ্তির সময় প্রণবোচ্চারণ না করা হ'লে সব অধ্যয়নবিষয়ই বিস্মৃত হয়ে যায় অর্থাৎ মনে বদ্ধমূল হ'য়ে অবস্থান করতে পারে না।। ৭৪।।

প্রাক্‌কূলান্ পর্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি ।। ৭৫ ।।

অনুবাদ - পূর্বাগ্র কুশের আসনে ব'সে ('কূল' কুশের ডগা; পূর্ব দিকে ডগাগুলি রেখে সেই কুশের উপর ব'সে), দুই হাতে পবিত্র (অর্থাৎ দর্ভ) ধারণ ক'রে নিজে পবিত্র হ'য়ে, (পনেরটি হ্রস্বস্বর উচ্চারণে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে) তিনটি প্রাণায়ামের দ্বারা বিশুদ্ধ হ'লে প্রণবোচ্চারণের অধিকারী হওয়া যায়।।৭৫।।

অকারঞ্চাপ্যুকারং চ মকারং চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ।। ৭৬ ।।

অনুবাদ : প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ সাম— এই বেদত্রয় থেকে ওঙ্কারের (প্রণবের) অঙ্গীভূত অকার, উকার ও মকার এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়কে উদ্ধার করেছিলেন।।৭৬।।

ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।। ৭৭ ।।

অনুবাদ : - পরমেষ্ঠী প্রজাপতি তিন বেদ থেকে 'তৎসবিতু র্বরেণ্যম্' এই সাবিত্রীমন্ত্রের (গায়ত্রীমন্ত্রের) তিন পাদ (চরণ) এক একটি উদ্ধৃত করেছিলেন।।৭৭।।

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে।। ৭৮ ।।

অনুবাদ : এই প্রণব ও ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিপূর্বিকা ত্রিপদা গায়ত্রী যে ব্রাহ্মণ দ্বিসন্ধ্যায় (প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যাকর্মে) জপ করেন, তিনি বেদজ্ঞ ব'লে পরিচিত হন এবং তিনি তিন বেদ পাঠ-জনিত পুণ্যফলের সাথে যুক্ত হন।।৭৮।।

সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে।। ৭৯ ।।

অনুবাদ : যে দ্বিজ সন্ধ্যার সময় ছাড়া অন্য সময়ে প্রণব(ওঙ্কার)- সহকৃতা ব্যাহৃতি— (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ)-যুক্তা ত্রিপদা গায়ত্রী লোকালয় বর্হির্ভূত নদীতীর-অরণ্যাদি নির্জন প্রদেশে সহস্রবার জপ করেন, সাপ যেমন খোলস্ থেকে মুক্ত হয়, তিনিও এক মাসে মহাপাপ (দৈবদোষ, দুরদৃষ্ট, অনিষ্ট, অমঙ্গল প্রভৃতি পাপকে এনঃ বলা হয়) থেকে মুক্ত হন। (অতএব অবশ্য এই জপ করা কর্তব্য)।।৭৯।।

এতয়র্চা বিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড়্যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু।। ৮০ ।।

অনুবাদ : যে দ্বিজ সন্ধ্যাসময়ে বা অন্য কোন কালে এই গায়ত্রীরূপ ঋক্ থেকে বিযুক্ত হয়, অথবা যথাকালে নিজের অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া না করেন, সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সাধু লোকদের মধ্যে নিন্দিত হয়।।৮০।।

ওঙ্কারপূর্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্।। ৮১ ।।

অনুবাদ : ওঙ্কার আগে আছে যার এমন যে অবিনাশী ব্যাহৃতি (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ)ও ত্রিপদা গায়ত্রী -এদের ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের মুখ বা আরম্ভস্বরূপ (বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়) ব'লে জানবে।।৮১।।

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্তিমান্।। ৮২ ।।

অনুবাদ : অতএব যে ব্যক্তি প্রতিদিন অতন্দ্রিত অর্থাৎ অলসশূন্য হ'য়ে তিন বৎসর জপ করে, সেই ব্যক্তি পরম ব্রহ্মের অভিমুখী হয়, বায়ুর মত অপ্রতিহত-গতি হয় অর্থাৎ বায়ুর মত যথেচ্ছ গমন করতে পারে, এবং (শরীর নাশের পর) আকাশের মত সর্বব্যাপী বিভু(সীমাশূন্য) রূপে পরিণত হয় অর্থাৎ খ(ব্রহ্ম)-ই তার মূর্তি হয় [নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে

যায়; অথবা 'খমূর্তি' = নিজ যে আত্মস্বরূপ, তাতেই পরিণত হয়]।।৮২।।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।

সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে।। ৮৩ ।।

অনুবাদ : অকার, উকার, মকারাত্মক একাক্ষর ওঙ্কার (প্রণব)-ই পরব্রহ্মস্বরূপ , প্রাণায়াম তিনটিই (চান্দ্রায়ণাদি) পরমতপস্যা। প্রণব ও ব্যাহৃতিপূর্বিকা গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্ত্রজ্ঞান কিছুই নেই। মৌনী (সমাধি) হয়ে থাকার চেয়ে সত্যবাক্য বিশেষ ভাল। (অতএব এই চারটিই সর্বদা উপাসনা করবে)।।৮৩।।

ক্ষরন্তি সর্বা বৈদিক্যো জুহোতি-যজতি-ক্রিয়াঃ।

অক্ষরং ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।। ৮৪ ।।

অনুবাদ : বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হোম এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ('জুহোতি' ও 'যজতি' এই দুটি ধাতুর 'ক্রিয়া' হ'ল হোম এবং যাগ; ব্যক্তিভেদে হোম ও যাগ বিভিন্ন হওয়ায় 'ক্রিয়াঃ' শব্দটি বহুবচনে প্রয়োগ করা হয়েছে) প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই (এবং তাদের ফল) বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ওঙ্কারাত্মক অক্ষরের জপই অক্ষয়ফলপ্রদ ব'লে জানতে হবে (এর বিনাশ নেই); এই প্রণবাক্ষরই ব্রহ্ম এবং প্রজাদের অধিপতি পরব্রহ্মস্বরূপ (কেবল প্রণবই পরব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত)।।৮৪।।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।

উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ।। ৮৫ ।।

অনুবাদ : বেদবিধির প্রতিপাদ্য দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ অপেক্ষা ওঙ্কারাদির জপরূপ যজ্ঞ দশগুণ বেশী শুভপ্রদ (জপ যদিও যজ্ঞ নয়, এখানে প্রশংসাবশতঃ জপরূপ যজ্ঞ বলা হয়েছে)। সেই জপ যদি উপাংশুরূপে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সমীপস্থ লোকও শুনতে না পায়, তাহ'লে তাতে শতগুণ ফল হয়। আবার মানসজপ অর্থাৎ যে মনোব্যাপারসম্পাদ্য জপে জিহ্বা ও ওষ্ঠ অল্পমাত্রও নড়ে না, তা উপাংশুজপ থেকে সহস্রগুণ বেশী ফল দান করে।। ৮৫।।

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।

সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।। ৮৬ ।।

অনুবাদ : পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত (ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন বাদ দিয়ে) যে চারটি পাকযজ্ঞ আছে (যথা, দেব, ভূত, পিতৃ ও মনুষ্যের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে বৈশ্বদেব হোম, বলিকর্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ,ও অতিথিভোজন অনুষ্ঠিত হয়; এই কয়টি মহাযজ্ঞ পাকযজ্ঞ নামে অভিহিত), তার সাথে যদি দর্শ-পৌর্ণমাস প্রভৃতি বিধিযজ্ঞগুলি যুক্ত হয়, তাহ'লেও এদের সমগ্র পুণ্যফল প্রণবাদিমন্ত্রজপরূপ যজ্ঞের ষোল ভাগের একভাগ ফলেরও যোগ্য হয় না।। ৮৬।।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।। ৮৭ ।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ বৈদিকযাগাদি অন্য কর্ম করুন বা না করুন, কেবলমাত্র জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেন অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য হন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই । এই কারণে তিনি মৈত্র অর্থাৎ পশুবধাদিহিংসাশূন্য ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচিত হন।।৮৭।।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।

সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্।। ৮৮ ।।

অনুবাদ : রথে নিযুক্ত অশ্বগুলির যন্তা অর্থাৎ সারথি যেমন অশ্বগুলি রথে যুক্ত হলেও সেগুলিকে সংযত করতে যত্নবান হয় (কারণ, অশ্বগুলি সতত চঞ্চল), সেইরকম বিষয়াভিমুখে ধাবমান এবং বিষয়গুলিও যাদের আকর্ষণ করে এইরকম ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলিকে সংযত করতে যত্ন অবলম্বন করা বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত।।৮৮।।

একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্বে মনীষিণঃ।
তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ।। ৮৯ ।।

অনুবাদ : প্রাচীন মনীষিবৃন্দ যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন, এখন আনুপূর্বিকভাবে সেগুলির স্বরূপ ও ক্রিয়া যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক বর্ণনা করছি।।৮৯।।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা।। ৯০।।

অনুবাদ : কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা— এই পাঁচটি, এবং পায়ু (anus), উপস্থ (organ of generation, উপস্থঃ শুক্রোৎসর্জনঃ পুংসো রজঃ তদাধারশ্চ স্ত্রিয়াঃ" - মেধাতিথি), হস্ত, পদ ও বাক্ - এই পাঁচটি একসাথে যথাক্রমে এই দশটিকে ইন্দ্রিয় ব'লে জানবে।।৯০।।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্বশঃ।
কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায়্বাদীনি প্রচক্ষতে।। ৯১ ।।

অনুবাদ : এই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে ক্রমানুসারে ঐ কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটিকে বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় (কারণ, এগুলি বুদ্ধি বা জ্ঞানের জনক, জ্ঞানরূপ কাজের করণ) এবং পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে কর্মেন্দ্রিয় (কর্ম অর্থাৎ পরিস্পন্দনরূপ ক্রিয়ার জনক) নামে মনীষিগণ অভিহিত করেন।।৯১।।

একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ।। ৯২ ।।

অনুবাদ : অন্তরিন্দ্রিয় মনকে নিয়ে ইন্দ্রিয়গুলির একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। মন নিজগুণে অর্থাৎ সঙ্কল্পসহকারে বুদ্ধীন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই প্রবর্তক হয়। অতএব মনকে জয় করতে পারলেই পূর্বোক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উভয় গণকেই জয় করা যায়। (মন 'উভয়াত্মক'- এর অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হ'তে গেলে তার মূলে 'সঙ্কল্প' থাকা প্রয়োজন, এই জন্য মন 'উভয়াত্মক' —— জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক ও কর্মেন্দ্রিয়াত্মক। এই মন বশীকৃত হ'লে বুদ্ধীন্দ্রিয়সমষ্টি ও কর্মেন্দ্রিয়সমষ্টি, যাদের পরিমাণ দশ, সেগুলিও বশীভূত হয়)।।৯২।।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিযম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।। ৯৩ ।।

অনুবাদ : ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বিষয়ে একান্ত আসক্তি হওয়াতেই, জীবগণ (দৃষ্ট ও অদৃষ্ট) দোষে দূষিত হয়, — এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে সংযত বা নিগৃহীত করতে পারলেই মানুষ অনায়াসে সিদ্ধি অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হ'তে পারে।।৯৩।।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।। ৯৪ ।।

অনুবাদ ঃ কাম্য বিষয়ের উপভোগের দ্বারা কখনই কামনার শান্তি হয় না (বরং কামনা পূর্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,) যেমন, ঘৃতদ্বারা কৃষ্ণবর্ত্মা (অগ্নি) নির্বাণলাভ করে না (বরং আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে)।। ৯৪।।

যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে।। ৯৫ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি সকলরকম কাম্য বিষয় লাভ করে, ও যে ব্যক্তি সমস্তপ্রকার কামনার বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করে, —এই দুইএর মধ্যে যিনি সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর অপেক্ষা বিষয়বাসনাবিহীন ব্যক্তিই প্রশংসনীয় হন।।৯৫।।

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।। ৯৬ ।।

অনুবাদ ঃ (ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে আসক্ত, বিষয়ে যে নশ্বরত্বাদি দোষ বর্তমান তার —) নিত্য দোষজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে যেমন নিবৃত্ত করতে পারা যায়, কেবলমাত্র বিষয়ের অসেবা অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বর্জনের দ্বারা ঐ সব ইন্দ্রিয়কে সেই ভাবে নিবৃত্ত করা সহজসাধ্য হয় না [অর্থাৎ জ্ঞানালোচনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সমূহকে সহজে সংযত করা সম্ভব, কেবলমাত্র বিষয়াসক্তিবর্জনরূপ নীরস বৈরাগ্যের দ্বারা তা সম্ভব নয়]।।৯৬।।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।। ৯৭ ।।

অনুবাদ ঃ যারা বিষয়সেবায় একান্তে আসক্ত হ'য়ে বিশেষভাবে দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন হয়েছে, তাদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম বা তপস্যা কোনও কিছুর সিদ্ধিলাভ হয় না। [বিপ্রদুষ্ট অর্থাৎ অন্তঃকরণ আসক্তিদূষিত। 'বিপ্রদুষ্টভাবস্য' পদটির দ্বারা 'ভাবদোষ' বোঝানো হয়েছে। কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষ সেই কর্মের প্রতি একাগ্রতা ত্যাগ ক'রে যে বিষয়ব্যসনে আসক্ত হয়, বা মনোনিবেশ করে, তা-ই 'ভাবদোষ']।।৯৭।।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৯৮ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি উত্তম ও অধম শব্দ (যেমন- বাঁশীর স্বর বা সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি এবং 'আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি' এইরকম আত্মপ্রশংসারূপ অধম বাক্য) শুনে, সুখস্পর্শ ও কঠিন বস্তু (যেমন -কোমল রেশম বস্ত্র এবং ছাগরোমাদিনির্মিত বস্ত্র) স্পর্শ ক'রে, সুরূপ ও নিন্দিত জিনিস (যেমন- সুসজ্জিত অভিনেতার দ্বারা সুসম্পাদিত নাট্য এবং অহিতকারী শত্রু) দেখে, সুস্বাদ ও বিস্বাদ বস্তু (যেমন— ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধপূর্ণ ভোজ্যদ্রব্য এবং নিকৃষ্ট ধান্যজাতীয় শস্য) ভোজন ক'রে, এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দ্রব্য (যেমন- দেবদারু-তেল এবং কর্পূর-তেল) আঘ্রাণ ক'রে হৃষ্ট হয় না বা বিষাদপ্রাপ্ত হয় না, তাকে জিতেন্দ্রিয় ব'লে জানবে।।৯৮।।

ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্।। ৯৯ ।।

অনুবাদ ঃ কোনও ব্যক্তির সবগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়ও যদি আল্‌গা হ'য়ে যায় অর্থাৎ কোনও বিষয়ে একান্ত আসক্ত হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে তার অন্য সব ইন্দ্রিয় থাকলেও তত্ত্বজ্ঞান লোপ পায়। -যেমন কোনও জলপূর্ণ চামড়ার পাত্রে ('দৃতি' শব্দের অর্থ ছাগাদির চামড়ার দ্বারা নির্মিত এবং জলাদি সংগ্রহ করার জন্য ভিস্তি-জাতীয় পাত্রবিশেষ) একটি ছিদ্র থাকলেও তার মধ্য দিয়ে সমস্ত জল নির্গত হ'য়ে যায়।।৯৯।।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ।। ১০০ ।।

অনুবাদ ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত ক'রে এবং মনকে সংযত ক'রে, দেহকে যন্ত্রনা না দিয়ে, সমস্ত পুরুষার্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) সাধন করবে।।১০০।।

পূর্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমাং তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ।। ১০১ ।।

অনুবাদ ঃ প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সূর্যোদয়দর্শন পর্যন্ত সাবিত্রী (গায়ত্রী) জপ করতে করতে আসনে একস্থানে দণ্ডায়মান থাকবে, এবং যে পর্যন্ত সম্যক্‌রূপে নক্ষত্র মণ্ডলের সন্দর্শন না হয় ততক্ষণ আসনে সমাসীন হয়ে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করবে ('সমাসীন' স্থানে ' সদাহসীনঃ' পাঠের অর্থ হবে, গায়ত্রী জপ করতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বসে থাকবে)।।১০১।।

পূর্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমাং তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্।। ১০২ ।।

অনুবাদ ঃ প্রাতঃসন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মান হ'য়ে গায়ত্রী জপ করলে (অজ্ঞান কৃত) রাত্রিকালীন সব পাপ বিনষ্ট হ'য়ে যায়, এবং আসনে সমাসীন হ'য়ে সায়ংকালে গায়ত্রী জপ করলে দিবাকৃত সব (অজ্ঞানকৃত) পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।।১০২।।

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্যঃ সর্বস্মাদ্দ্বিজকর্মণঃ ।। ১০৩ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মান হয় না (এবং দণ্ডায়মান হ'য়ে গায়ত্রীজপ করে না), কিংবা সায়ংসন্ধ্যাকালে উপবিষ্ট হয় না (এবং উপবিষ্ট হ'য়ে গায়ত্রী জপ করে না) তাকে শূদ্রের মত মনে ক'রে দ্বিজাতিগণের করণীয় সকলপ্রকার কর্তব্যকর্ম থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে।।১০৩।।

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ।। ১০৪ ।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ ইন্দ্রিয়সংযমনপূর্বক (অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ পরিত্যাগ ক'রে) নির্জন অরণ্যে গিয়ে নদী- নির্ঝর প্রভৃতি জলসমীপে (এবং এইরকম জলাধার পাওয়া না গেলে কমণ্ডলু প্রভৃতি পাত্রে জল রেখে তার নিকটে থেকে) নিত্যনৈমিত্তিক যে সব বিধি আছে তা অবলম্বন পূর্বক অনন্যমনে প্রণব-ব্যাহৃতির সাথে গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করবেন।।১০৪।।

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি।। ১০৫ ।।

অনুবাদ ঃ অধ্যয়ননিষিদ্ধ দিনেও শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ—নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষরূপ **বেদোপকরণে** অর্থাৎ বেদাঙ্গে, নিতকর্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি কাজে, স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞবিষয়ে এবং হোমমন্ত্রে অধ্যয়নের বাধা নেই। (অর্থাৎ উক্ত বিষয়গুলি অনধ্যায় দিনেও অধ্যয়নে বাধা নেই। মনুসংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে ১০২-১১৫ শ্লোকে অনধ্যায়দিনগুলি উল্লিখিত হয়েছে) ।।১০৫।।

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।
ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্‌কৃতম্।। ১০৬ ।।

অনুবাদ ঃ নিত্যকর্তব্য জপযজ্ঞ প্রভৃতিতে অনধ্যায় নেই অর্থাৎ অধ্যয়নের নিষেধ নেই, যেহেতু এর বিরাম না থাকাতেই মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ একে ব্রহ্মসত্র ব'লে নির্দেশ করেছেন। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদরূপ যে আহুতি অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য তার অধ্যয়নরূপ যে হোম তা অনধ্যায়- দিনে যজ্ঞসমাপক 'বষট্' এই মন্ত্র পাঠস্থলেও পুণ্যজনক হয়। (অর্থাৎ অনধ্যায়দিনে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিরাম হ'লে তার আর নিত্যত্ব থাকে না)।।১০৬।।

যঃ স্বাধ্যায়মধীতেঽব্দং বিধিনা নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেষ পয়ো দধি ঘৃতং মধু।। ১০৭ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি শুদ্ধভাবে সংযত শরীরে বিধানানুসারে অন্ততঃ এক বৎসর ধ'রে জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই জপযজ্ঞ তার সম্বন্ধে ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও মধু ক্ষরণ করে, (অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা সেই ব্যক্তিকর্তৃক দেবলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ করা হয়, তাঁরা এই সমস্ত দ্রব্যে তৃপ্ত হ'য়ে জপযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকে সকল অভিলাষদ্রব্য প্রদান ক'রে আপ্যায়িত করেন। কেবল বেদাধ্যয়নের এই ফল নয়, পুরাণাদির অধ্যয়নেও এইরকম ফল পাওয়া যায় ব'লে জানবে)।।১০৭।।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতম্।
আ সমাবর্তনাৎ কুর্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ।। ১০৮ ।।

অনুবাদ ঃ উপনীত ব্রহ্মচারী দ্বিজ যতদিন না সমাবর্তন হয় অর্থাৎ গুরুগৃহ থেকে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন না করে সে পর্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান ক'রে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে **অগ্নীন্ধন** (হোমকাষ্ঠদ্বারা ভালভাবে অগ্নি-প্রজ্বালন), ভিক্ষাচরণ, **অধঃশয্যা** (পর্যঙ্কে শয়ন না করা, এর দ্বারা কেবল স্থণ্ডিল বা মেঝেতে শয়ন করা বিবক্ষিত হচ্ছে না), এবং গুরুর জলাদি-আহরণ- রূপ হিতজনক কাজ করবে।[গুরুর হিতসাধনরূপ কাজটি অবশ্য কেবল ব্রহ্মচর্যকালেই যে কর্তব্য তা নয়, কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তা কর্তব্য। উপরিউক্ত কাজগুলি ততদিন করতে হবে, যতদিন না সমাবর্তন-স্নান দ্বারা ব্রহ্মচর্যের সমাপ্তি হয় এবং গুরুকুলবাসের নিবৃত্তি ঘটে]।।১০৮।।

আচার্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ।
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্মতঃ ।। ১০৯ ।।

অনুবাদ ঃ (ব্রহ্মচারীর ধর্মনিরূপণ প্রসঙ্গে অধ্যাপনা বা বেদদান- বিষয়ক এই বিধিটি বলা হচ্ছে) আচার্যের পুত্র, শুশ্রূষাপরায়ণ ব্যক্তি অর্থাৎ যে গুরুর পরিচর্যা (শরীরসংবাহনাদি)

কাজ করে, যে বিদ্যা গুরুর জানা নেই সেই বিদ্যা যে ব্যক্তি দান করে অর্থাৎ আচার্যের অজানা বিষয় যে ব্যক্তি গুরুকে জানায়(সে-ই হ'ল 'জ্ঞানদ'), ধার্মিক অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কাজে যে আসক্ত, মৃত্তিকা বা জলের দ্বারা যে ব্যক্তি সবসময় শৌচসম্পন্ন, আপ্ত অর্থাৎ সুহৃদ্, বান্ধব প্রভৃতি নিকট- আত্মীয়, শক্ত অর্থাৎ বিদ্যার গ্রহণ ও তার ধারণে সমর্থ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি ধনদানে সমর্থ, সাধু এবং স্ব অর্থাৎ নিজপুত্র বা উপনীত শিষ্য- এই দশজন ধর্মানুসারে অধ্যাপনার যোগ্য ।।১০৯।।

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।। ১১০ ।।

অনুবাদ : জিজ্ঞাসিত না হ'লে গুরু শিষ্য ব্যতীত আর কাউকে (অধ্যয়নে অক্ষরস্খলন হচ্ছে বা স্বররহিত অধ্যয়ন শুনেও) কোনও কথা বলবেন না। ভক্তিশ্রদ্ধাদি সহকারে যে রকম প্রশ্ন করার রীতি শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, কোনও ব্যক্তি যদি তা উল্লঙ্ঘন ক'রে প্রশ্ন করে, গুরু তারও কোনও উত্তর দেবেন না। মেধাবী ব্যক্তি এই উভয় স্থলেই জেনে-শুনেও জনসমাজে মূকের মত ব্যবহার করবেন।।১১০।।

অধর্মেণ চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং বাধিগচ্ছতি।। ১১১ ।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি অধর্ম অনুসারে বা অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসিত হ'য়েও উত্তর দেন এবং যে ব্যক্তি ধর্মবিধিবিরুদ্ধভাবে প্রশ্ন করেন- তাঁরা দুজনেই (মৃত্যুকাল উপস্থিত না হ'লেও) বিনাশপ্রাপ্ত হন অথবা এঁদের মধ্যে একজনমাত্র যদি ব্যতিক্রমকারী হন, তবে তাঁরই বিনাশ হয় [অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করা হ'লে যদি উত্তর না দেওয়া হয় তবে কেবল প্রশ্নকারীই মারা যান, আর যদি উত্তর দেওয়া হয়, তবে দুজনেই মারা যান। অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করলে যদি এইরকম অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রশ্নকারীর উচিত বিধিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন করা]; অথবা লোকসমাজে তাঁরা বিদ্বেষপ্রাপ্ত হন (বা, তাঁদের উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে থাকে)।।১১১।।

ধর্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে।। ১১২ ।।

অনুবাদ : যে শিষ্যকে অধ্যাপনা করলে ধর্ম ও অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকে না [এখানে 'অর্থ' শব্দটি কেবল টাকা পয়সা বোঝাচ্ছে না, কিন্তু সাধারণভাবে এর অর্থ হল 'উপকার প্রাপ্তি'; কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যাবিনিময়রূপ উপকারদ্বারাও অধ্যাপনা করা যায়] এবং যে অধ্যাপনায় অধ্যাপনার অনুরূপ সেবাশুশ্রূষাও নেই, সেখানে বিদ্যাদান করা সঙ্গত নয়; অনুর্বর জমিতে ধান্যাদি উৎকৃষ্ট বীজ বপন করলে অঙ্কুরিত হয় না ব'লে যেমন কেউ সেখানে ব্রীহি-যবাদি বীজ বপন করে না, সেইরকম উপরিউক্ত শিষ্যে বিদ্যাবীজ বপন করবেন না।।১১২।।

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ।। ১১৩ ।।

অনুবাদ : (অর্থাভাবাদি-জনিত) ঘোর বিপদ উপস্থিত হ'লেও অর্থাৎ জীবনোপায়ের অত্যন্ত কষ্ট হলেও, ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি (বেদবিদ্ বা বেদাধ্যাপক) বরং নিজ বিদ্যার সাথে মৃত্যুবরণ করবেন, তবুও অধ্যাপনার যোগ্য শিষ্যের অভাবে 'ইরিণ' ক্ষেত্রে অর্থাৎ অপাত্রে (পূর্বশ্লোকে

উল্লিখিত তিনটি প্রয়োজনই যেখানে নেই সেইরকম শিষ্যে) এই বিদ্যাবীজ বপন করবেন না।।১১৩।।

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ সেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মা দাস্তথা স্যাং বীর্যবত্তমা।। ১১৪ ।।

অনুবাদ ঃ বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-অধ্যাপকের কাছে সমাগত হ'য়ে বলেন, "আমি তোমার নিধিস্বরূপ, আমাকে তুমি যত্নপূর্বক রক্ষা কর, অসূয়ক অর্থাৎ পরনিন্দক ব্যক্তির কাছে আমায় দান ক'রো না, এবং এইভাবে রক্ষিত হ'লেই আমি অত্যন্ত সামর্থ্যযুক্ত হ'য়ে থাকব (অর্থাৎ আমার কার্য সম্পাদন করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে)"।।১১৪।।

যমেব তু শুচিং বিদ্যান্নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে।। ১১৫ ।।

অনুবাদ ঃ "যে শিষ্যকে শুচি, সংযতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী ব'লে জানবে, সেই বিদ্যারূপ-নিধির প্রতিপালক ও অপ্রমাদী (প্রমাদ অর্থাৎ স্খলন হয় না যার) ব্রাহ্মণের কাছে আমার সম্বন্ধে উপদেশ দেবে"।।১১৫।।

ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে।। ১১৬ ।।

অনুবাদ ঃ যিনি অভ্যাসের জন্য বেদ অধ্যয়ন করছেন অথবা, কোনও অধ্যাপক কোনও শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করাচ্ছেন— সেই বেদপাঠ যদি কোনও ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রহণ করে তবে সে ব্রহ্মস্তেয়-সংযুক্ত হয় (অর্থাৎ বেদ অপহরণের জন্য পাতকী হয়) এবং নরক প্রাপ্ত হয়।।১১৬।।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ।। ১১৭ ।।

অনুবাদ ঃ যাঁর কাছ থেকে লৌকিক (অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির) জ্ঞান, বা, বৈদিক (বেদশাস্ত্রের) জ্ঞান অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা পাওয়া যায়, বহু মাননীয় ব্যক্তি থাকলেও সেই শিক্ষককেই প্রথমে অভিবাদন করবে; এঁদের তিনজনই যদি একত্রিত থাকেন, তবে প্রথমে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের গুরু, পরে বেদশাস্ত্রের গুরু এবং পরিশেষে অর্থশাস্ত্রের গুরুকে অভিবাদন করবে।।১১৭।।

সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী।। ১১৮ ।।

অনুবাদ ঃ যে ত্রৈবর্ণিক ব্রাহ্মণ সুযন্ত্রিত অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে আত্মসংযম বিশিষ্ট হ'য়ে চলেন, তিনি যদি কেবলমাত্র সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্রটুকু মাত্র আয়ত্ত ক'রে থাকেন, তবুও তিনি মাননীয় হন, আর যিনি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন ক'রে চলেন অর্থাৎ তিনি যদি নিষিদ্ধভোজী, নিষিদ্ধবিক্রেতা প্রভৃতি হন, তবে তিনি ত্রিবেদজ্ঞ হলেও মাননীয় হন না।।১১৮।।

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ।। ১১৯ ।।

অনুবাদ ঃ বিদ্যা ও বয়সে বড় গুরু নিজের জন্য নির্দিষ্ট যে শয্যা বা আসন অধিকার

ক'রে তাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যা ও বয়সে কনিষ্ঠ শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তি তখন তাতে শয়ন বা উপবেশন করবে না [অতএব, প্রস্তরফলক জাতীয় সাধারণ স্থান- যা গুরুর শয্যা বা আসনের জন্য নির্দিষ্ট নয় অথচ যেখানে গুরু দুই একবার শয়ন বা উপবেশন করেছেন, সেই স্থানের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কেউ কেউ এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন— কেবল গুরুরই ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট আছে যে শয্যা বা আসন, গুরু যেখানে নিয়মিতভাবে শয়ন বা উপবেশন করেন, একথা জানে যে শিষ্য, সে সেখানে গুরুর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে কোনও সময়েই যেন শয়ন বা উপবেশন না করে। কিন্তু যেখানে গুরু ঘটনাক্রমে দুই-একবার শয়ন বা উপবেশন করেছেন, সেখানে কেবলমাত্র গুরুর প্রত্যক্ষে বা উপস্থিতিতে শিষ্য যেন না শোয় বা বসে। 'অধ্যাচরিত' শব্দটির দ্বারা এইরকম অর্থই বোঝান হচ্ছে]। আর ঐ রকম গুরু সমাগত হ'লে বিদ্যা ও বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি নিজের শয্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে, সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান ক'রে গুরুকে অভিবাদন করবে।।১১৯।।

ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ।। ১২০ ।।

অনুবাদ ঃ বয়স ও বিদ্যায় বৃদ্ধ ব্যক্তি আগমন করলে অল্পবয়স্ক যুবকের প্রাণ যেন দেহ থেকে বর্হিগমনের ইচ্ছা করে; অতএব আগন্তুক বয়োজ্যেষ্ঠকে দেখে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করলে ঐ যুবক আবার প্রাণ ফিরে পায়।।১২০।।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্।। ১২১ ।।

অনুবাদ ঃ বৃদ্ধ ব্যক্তি সমাগত হ'লে যে যুবক প্রণাম বা অভিবাদন করে ও তাঁর পরিচর্যা করে, তার (যুবকের) পরমায়ু, বিদ্যা, যশ ও বল এই চারটি পরিবর্দ্ধিত হয়।। ১২১।।

অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াংসমভিবাদয়ন্।
অসৌ নামাহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ।। ১২২ ।।

অনুবাদ ঃ ত্রৈবর্ণিক ব্রাহ্মণ প্রথমে বৃদ্ধকে অভিবাদন করবেন এবং অভিবাদনের পরেই বলবেন— 'অভিবাদয়ে অমুকনামাঽস্মি' — 'আমি আপনাকে অভিবাদন করছি, আমি অমুক নামক ব্যক্তি'।- এই কথা ব'লে ঐ ব্যক্তি নিজের নাম বলবেন।।১২২।।

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তথৈব চ।। ১২৩ ।।

অনুবাদ ঃ অভিবাদনের সময় যে ভাবে অভিবাদনকারী ব্যক্তি নিজের নাম উচ্চারণ করে, যদি অভিবাদ্যদের তার অর্থ বুঝবার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে অভিবাদনকারী তাঁদের কাছে কেবলমাত্র 'অহম্' এই শব্দটি উচ্চারণ করবে; এটাই প্রাজ্ঞ (বিচক্ষণ) ব্যক্তির কর্তব্য। স্ত্রীলোকদের অভিবাদনকালেও সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণীয়।।১২৩।।

ভোঃশব্দং কীর্তয়েদন্তে স্বস্য নাম্নোঽভিবাদনে।
নাম্নাং স্বরূপভাবো হি ভোভাবঃ ঋষিভিঃ স্মৃতঃ।। ১২৪ ।।

অনুবাদ ঃ অভিবাদনেব অবসানে নিজ নামের উচ্চারণের শেষে 'ভোঃ' এই শব্দ কীর্তন করতে হবে; যেমন- 'অভিবাদয়ে অমুকশর্মা অহমস্মি ভোঃ' এই কথা বলবে। নামে যেমন সম্বোধন বোঝায়, 'ভোঃ' শব্দও তেমনি অভিবাদ্যের সম্বোধনস্থানীয় — এ কথা ঋষিরা বলে

গিয়েছেন। (অর্থাৎ অভিবাদ্যকে যেমন নাম ধরে ডাকা হয়, তেমনি 'ভোঃ' শব্দের দ্বারাও ডাকা সম্ভবপর)।।১২৪।।

আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্বাক্ষরঃ প্লুতঃ।। ১২৫ ।।

অনুবাদ : অভিবাদন করার পর অভিবাদ্য ব্যক্তি তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ অভিবাদককে প্রত্যভিবাদনে এইরকম বলবে -'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য শুভশর্মন্' (হে প্রিয়দর্শন শুভশর্মা, তুমি দীর্ঘজীবী হও), ক্ষত্রিয় অভিবাদককে বলবে-'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বলবর্মন্' (হে প্রিয়দর্শন বলবর্মা, তুমি দীর্ঘজীবী হও), এবং বৈশ্য অভিবাদনকারীকে বলবে -'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বসুভূতে' (হে প্রিয়দর্শন বসুভূতি, তুমি দীর্ঘজীবী হও) ইত্যাদি । ব্রাহ্মণের নামের অন্তে বা অন্ত্যবর্ণের আগে যে অকারাদি স্বর তা প্লুত বা তিনমাত্রায় উচ্চারণ করবে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নামের অন্তে বা অন্ত্যবর্ণের আগে যে অকারাদি স্বর তা বিকল্পে প্লুত হবে; শূদ্র ও স্ত্রীলোকের নামে প্লুত উচ্চারণ হবে না।।১২৫।।

যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ।। ১২৬ ।।

অনুবাদ : যে অভিবাদ্য ব্রাহ্মণ অভিবাদনের অনুরূপ প্রত্যভিবাদন জানেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁকে অভিবাদন করবেন না (অর্থাৎ 'অভিবাদয়ে শুভশর্মাঽহমস্মি ভোঃ ' এই ভাবে অভিবাদন করবেন না); এইরকম অভিবাদ্য ব্যক্তিকে শূদ্রের মত মনে ক'রে 'আমি অভিবাদন করি' এই মাত্র ব'লে পাদস্পর্শরহিত অভিবাদন করবেন।।১২৬।।

ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ।। ১২৭ ।।

অনুবাদ : কোনও স্থান থেকে সমাগত হওয়ার পর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হ'লে (অভিবাদন করার পর বা অভিবাদন না করা হ'লেও) অল্পবয়স্ক বা সমবয়স্ক ব্রাহ্মণকে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ 'কুশল' শব্দ উচ্চারণ ক'রে (অর্থাৎ 'তোমার বেদপাঠাদিতে কুশল তো?' এইরকম ব'লে) , স্বজাতীয় ক্ষত্রিয়কে 'অনাময়' শব্দ উচ্চারণ ক'রে (অর্থাৎ তোমার শরীর, আত্মীয়পরিজন বা রাষ্ট্রের অনাময় তো? এইরকম ব'লে), স্বজাতীয় বৈশ্যকে 'ক্ষেম' শব্দ (অর্থাৎ 'তোমার কৃষি প্রভৃতি ব্যাপারে ক্ষেম বা অনাশ তো? এইরকম ব'লে) এবং স্বজাতীয় শূদ্রকে 'আরোগ্য' শব্দ উচ্চারণ ক'রে (অর্থাৎ 'শুশ্রূষাদি ব্যাপারে তোমার আরোগ্য বা শরীরের পটুতা আছে তো?' এইরকম উচ্চারণ ক'রে) মঙ্গলসমাচার জিজ্ঞাসা করবেন।।১২৭।।

অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ।
ভো-ভবৎ-পূর্বকং ত্বেনমভিভাষেত ধর্মবিৎ।। ১২৮ ।।

অনুবাদ : (যে ব্যক্তি দীক্ষণীয় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সমাপনান্তে অবভৃথ স্নান করেছে তাকে **দীক্ষিত** বলা যায়)। দীক্ষিত ব্যক্তি বয়সে কনিষ্ঠ হলেও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যভিবাদনকালে বা অন্যসময় তার নাম ধ'রে সম্বোধন করবেন না। কিন্তু 'ভো' 'ভবৎ' শব্দ উচ্চারণপূর্বক তাকে সম্বোধন করবেন। [যেমন- 'ভো দীক্ষিত ইদং কুরু'-ভো দীক্ষিত, এই কাজ করুন; 'ভবতা যজমানেন ইদং ক্রিয়তাম্'— 'আপনি যজমান হয়ে এই কাজ করুন' -ইত্যাদি প্রকার ভাষা ব্যবহার করবেন]।।১২৮।।

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রুয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ ।। ১২৯ ।।

অনুবাদ ঃ পরস্ত্রী ও যে স্ত্রী মাতৃবংশীয় বা পিতৃবংশীয় নন (অর্থাৎ যাঁর সাথে কোনও রকম রক্ত সম্পর্ক নেই), তাঁর সাথে সম্ভাষণের প্রয়োজন হ'লে তাঁকে 'ভবতি, সুভগে বা ভগিনি' ব'লে সম্বোধন করবেন। [ভগিনী বা পরের অনূঢ়া কন্যাকে ' আয়ুষ্মতি' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করতে হবে]।।১২৯।।

মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রুয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ ।। ১৩০ ।।

অনুবাদ ঃ মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত বা অন্য কোনও গুরুজন বয়সে কনিষ্ঠ হ'লেও এঁদের সমাগমে গাত্রোত্থান ক'রে 'অসৌ অহম্' (আমি অমুক) এই কথা বলবেন (কিন্তু পাদস্পর্শ ক'রে অভিবাদন করবে না)।।১৩০।।

মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্যয়া।। ১৩১ ।।

অনুবাদ ঃ মাসী, মামী, শাশুড়ী, এবং পিসী, এঁরা মাতার মত পূজনীয়া, কারণ এঁরা গুরুপত্নীর সমান অর্থাৎ মাতার সমান; এঁদের আগমনে প্রত্যুত্থানপূর্বক অভিবাদন করতে হয়; এঁরা গুরুভার্যা অর্থাৎ মাতার সমান।।১৩১।।

ভ্রাতুর্ভার্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধি-যোষিতঃ ।। ১৩২ ।।

অনুবাদ ঃ প্রতিদিনই বয়োজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর পাদগ্রহণপূর্বক অভিবাদন করা কর্তব্য; আর প্রবাস থেকে প্রত্যাগত হওয়া মাত্রই পিতৃব্যপত্নী (জেঠী বা খুড়ী) ও শাশুড়ী প্রভৃতির পাদগ্রহণ করতে হয়। (প্রত্যহ এমন করবার নিয়ম নেই) ।।১৩২।।

পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্যপি।
মাতৃবদ্‌বৃত্তিমাতিষ্ঠেদ্ মাতা তাভ্যো গরীয়সী।। ১৩৩ ।।

অনুবাদ ঃ পিতা ও মাতার ভগিনীর প্রতি এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার প্রতি মাতার মত ব্যবহার করবে, কিন্তু মাতা এঁদের সকলের অপেক্ষা গুরুতরা (তাই, মাতার আজ্ঞা ও মাতৃস্বসার আজ্ঞার মধ্যে পরস্পর বিরোধ হ'লে মাতার আজ্ঞাই পালনীয় ব'লে জানতে হবে)।।১৩৩।।

দশাব্দাখ্যং পৌরসখ্যং পঞ্চাব্দাখ্যং কলাভৃতাম্।
ত্র্যব্দপূর্বং শ্রোত্রিয়াণাং স্বল্পেনাপি স্বযোনিষু।। ১৩৪ ।।

অনুবাদ ঃ এক পুরবাসী ও এক গ্রামবাসীর মধ্যে একজন অপরজনের থেকে দশবৎসর ছোট-বড়ো হ'লে, নাচগান প্রভৃতি কলাভিজ্ঞ লোকদের মধ্যে একজন অন্যজনের থেকে পাঁচবৎসর ছোট-বড়ো হ'লে, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন অন্যজন অপেক্ষা তিনবৎসর ছোট-বড়ো হ'লে, এবং রক্তসম্বন্ধ, আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অন্যজনের থেকে অল্পদিনমাত্র ছোট বড়ো হলেই পরস্পর সখা বলে জানবে, অর্থাৎ এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা-নিবন্ধন মান্যতা থাকবে না (কিন্তু এই সব বয়সের থেকে বেশী বয়স হলেই জ্যেষ্ঠতা-নিবন্ধন মান্যতা থাকবে)।।১৩৪।।

ব্রাহ্মণং দশবর্ষং তু শতবর্ষং তু ভূমিপম্।
পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা।। ১৩৫ ।।

অনুবাদ ঃ যদি কোনও ব্রাহ্মণ দশবৎসর বয়স্ক হয় এবং যদি কোনও ক্ষত্রিয় একশত বৎসর বয়স্ক হয়, তাহ'লেও ব্রাহ্মণকে পিতার মত এবং ক্ষত্রিয়কে পুত্রের মত মনে করতে হবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের পিতার মত ব'লে গ্রহণ করতে হবে।।১৩৫।।

বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্‌যদুত্তরম্।। ১৩৬ ।।

অনুবাদ ঃ (সজাতীয় লোকেদের মধ্যে) ন্যায়ার্জিত ধন, পিতৃব্যাদি রক্তসম্বন্ধ, বয়সের আধিক্য, শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্ম, এবং বেদার্থতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানরূপ বিদ্যা — এই পাঁচটি মান্যতার কারণ; এদের মধ্যে পর পরটি অধিকতর সম্মানের হেতু ব'লে জানবে [অর্থাৎ ধনী অপেক্ষা পিতৃব্যাদি-রক্তসম্বন্ধযুক্ত বন্ধু, বন্ধু অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ অপেক্ষা শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকারী, এবং অনুষ্ঠানকারী অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে বেশী মান্য বলে জানবে]।।১৩৬।।

পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ।। ১৩৭ ।।

অনুবাদ ঃ বিত্ত, বন্ধু,বয়স, কর্ম ও বিদ্যা — এই পাঁচটি গুণের মধ্যে, ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের অন্তর্গত লোকেদের মধ্যে যার যত বেশী পরিমাণ গুণ থাকবে, সে অন্য অপেক্ষা বেশী মান্য হবে। [যেমন বিত্ত ও বন্ধুত্বযুক্ত ব্যক্তি বয়োধিক ব্যক্তির থেকে মান্য; বিত্ত ও বন্ধুত্ব ও বয়োযুক্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির থেকে মান্য; বিত্ত-বন্ধুত্ব-বয়স-কর্ম-যুক্ত ব্যক্তি বিদ্বানের থেকে মান্য; এবং দুইজন ধনীর মধ্যে ন্যায়ার্জিত ধনবান্ ব্যক্তি বেশী মান্য; দুই বন্ধুর মধ্যে বেশী সম্বন্ধশালী বন্ধু মান্য, বয়স্ক দুই ব্যক্তির মধ্যে অতিশয় বয়োবৃদ্ধ মান্য, শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রশস্ত শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠাতা বেশী মান্য, এবং দুই বিদ্বানের মধ্যে বেশী বিদ্বান্ মান্য হন।] আর, শূদ্র নব্বুই বৎসরের বেশী বয়স্ক হ'লে ব্রাহ্মণদেরও মান্য হন।।১৩৭।।

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ।। ১৩৮ ।।

অনুবাদ ঃ চক্রযুক্তরথাদি যানে আরূঢ় ব্যক্তি, নব্বুই বৎসরের বেশী বয়স্ক ব্যক্তি, রোগার্ত, ভারবহনে ক্লান্ত ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, স্নাতক অর্থাৎ গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবৃত্ত ব্রাহ্মণ, রাজা, এবং বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্থিত বর - এদের যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া কর্তব্য।।১৩৮।।

তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতকপার্থিবৌ।
রাজ-স্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্।। ১৩৯ ।।

অনুবাদ ঃ পূর্বশ্লোকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এক কালে পথে মিলিত হ'লে স্নাতক (গুরুগৃহ থেকে যার সমার্তন-সংস্কার অল্পকাল পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে) ও রাজা সর্বাপেক্ষা মান্য হবেন (অর্থাৎ এদের জন্য আগে পথ ছেড়ে দিতে হবে)। আবার রাজা ও স্নাতক একত্রে উপস্থিত হ'লে স্নাতক রাজার থেকে বেশী সম্মান্ পাবেন।।১৩৯।।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে।। ১৪০ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দিয়ে শিষ্যকে **কল্প** [যজ্ঞবিদ্যা; 'কল্প' শব্দের দ্বারা এখানে ছয়টি বেদাঙ্গও উপলক্ষিত হতে পারে। -' সকল্পমিত্যেকদেশেন ষড়ঙ্গোপলক্ষণম্'। — সর্বজ্ঞনারায়ণ] ও রহস্যের (অত্যন্তগূঢ়ার্থসমন্বিত উপনিষদ্‌বিদ্যার) সাথে সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন, তাঁকে মুনিগণ **আচার্য** নামে অভিহিত করেন।।১৪০।।

একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে।। ১৪১ ।।

অনুবাদ ঃ যিনি উপজীবিকার জন্য মন্ত্রাত্মক ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের একাংশ কিম্বা কেবল বেদাঙ্গগুলি (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ- এই ছয়টি বেদাঙ্গ) শিষ্যকে অধ্যয়ন করান তাঁকে **উপাধ্যায়** বলা হয় (তিনি 'আচার্য' নামে অভিহিত হবেন না)।।১৪১।।

নিষেকাদীনি কর্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে।। ১৪২ ।।

অনুবাদ ঃ যিনি (এখানে 'বিপ্র' শব্দটি দৃষ্টান্তহিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে) বিধানানুসারে **নিষেক** (যোনিতে রেতঃসেক অর্থাৎ গর্ভাধান) এবং অন্যান্য সংস্কার সম্পাদন করেন এবং অন্নদ্বারা প্রতিপালন করেন (সম্যক্ বর্দ্ধিত করেন-বা বড়ো ক'রে তোলেন), তিনি পিতা, তাঁকে **গুরু** বলা হয়। [নিষেকাদি-সংস্কারসাধন এবং অন্নের দ্বারা প্রতিপালন — এই দুটি গুণ যাঁর নেই এবং যিনি কেবল জন্মদাতা -তিনি শুধু পিতাই হবেন, তিনি গুরু নন। তবে এখানে একথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে, পিতা যদি গুরু না হন, তিনি পূজ্য হবেন না। এইজন্য ব্যাসদেব বলেছেন- " প্রভুঃ শরীরপ্রভবঃ প্রিয়কৃৎ প্রাণদো গুরুঃ। হিতানামুপদেষ্টা চ প্রত্যক্ষং দৈবতং পিতা।।" -অর্থাৎ পিতা হলেন সন্তানের প্রভু, তিনি শরীরের উৎপত্তির কারণ, তিনি সন্তানের প্রিয়সম্পাদক, প্রাণদাতা, গুরু, হিতোপদেষ্টা এবং প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ]।।১৪২।।

অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃতো যস্য তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে।। ১৪৩ ।।

অনুবাদ ঃ যিনি বৃত হ'য়ে (অর্থাৎ প্রার্থিত হয়ে; শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যাঁকে বরণ করা হয়েছে) কোনও ব্যক্তির **অগ্ন্যাধান** (আহবনীয়াদি অগ্নিস্থাপনকর্ম), দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি **পাকযজ্ঞ**, ও অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সোমযাগ করেন, তিনি ঐ ব্যক্তির **ঋত্বিক্** বা পুরোহিত নামে কথিত হন। [যার জন্য তিনি এই কাজগুলি করবেন, তারই ঋত্বিক্ হবেন, অন্যের নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মচারীর ধর্মগুলির মধ্যে ঋত্বিকের কোনও স্থান নেই। কিন্তু ঋত্বিক্‌ও যে আচার্যদের মত পূজার পাত্র, তা বোঝাবার জন্য এখানে ঋত্বিকের লক্ষণ বলা হল]।।১৪৩।।

য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ।
স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তং ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন।। ১৪৪ ।।

অনুবাদ ঃ যে অধ্যাপক নির্দোষ বেদমন্ত্রের দ্বারা বা বেদাধ্যাপনের দ্বারা শিষ্যের দুটি কান আবৃত অর্থাৎ পূর্ণ করে দেন, তিনি (মহান্ উপকারক ব'লে) একাধারে মাতা এবং পিতা; কখনো তাঁর অপকার করবে না।।১৪৪।।

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রং তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে।। ১৪৫ ।।

অনুবাদ : দশ জন উপাধ্যায় থেকে একজন আচার্যের গৌরব বেশী, (উপনয়নপূর্বক গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেষ্টা) একশ'জন আচার্যের থেকে (গর্ভাধানাদি সংস্কার-সম্পাদনকারী) পিতার গৌরব বেশী, এবং মাতা পিতার থেকে সহস্রগুণে মান্যা হন।।১৪৫।।

উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্।। ১৪৬ ।।

অনুবাদ : উৎপাদক অর্থাৎ যিনি সংস্কারাদি করেন নি এমন জন্মদাতা এবং ব্রহ্মদাতা অর্থাৎ যিনি সমগ্র বেদের উপদেষ্টা - এই দুজনেই পিতৃপদ-বাচ্য হন; এই উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মদ পিতা অর্থাৎ উপনয়নপূর্বক সমগ্র বেদশাখার উপদেষ্টা আচার্য-পিতাই শ্রেষ্ঠ; কারণ, আচার্য-পিতা থেকে দ্বিজগণের যে (দ্বিতীয়) জন্ম হয়, তা ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু ব'লে ইহলোক ও পরলোক সর্বত্রই তা শাশ্বত বা নিত্য ব'লে গণ্য।।১৪৬।।

কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্ যদ্ যোনাবভিজায়তে।। ১৪৭ ।।

অনুবাদ : পিতা ও মাতা পরস্পর কামপরতন্ত্র হয়ে বালকের যে জন্মদান করেন- যে জন্মে বালক মাতৃকুক্ষিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ লাভ করে- সেই জন্ম পশুসাধারণের সম্ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তির মতই, এর দ্বারা অন্য কোনও ফল সূচনা করে না।।১৪৭।।

আচার্যস্ত্বস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরাঽমরা।। ১৪৮ ।।

অনুবাদ : কিন্তু সমস্ত বেদশাস্ত্রে পারদর্শী আচার্য শাস্ত্রীয় উপনয়নাদিবিধি অনুসারে গায়ত্রী উপদেশ দ্বারা অভিনব জাত বালকের যে জাতি বা জন্ম উৎপাদন করেন, সেই জন্মই (ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ ব'লে) সত্য অর্থাৎ যথার্থ, এবং তা-ই অজর ও অমররূপে গণ্য হয়ে থাকে (অর্থাৎ সেই জন্ম জরা-মরণ-বর্জিত)।।১৪৮।।

অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাৎ শ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া।। ১৪৯ ।।

অনুবাদ : যে উপাধ্যায় শিষ্যকে অল্পই হোক বা বেশীই হোক বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়ে তার উপকার সাধন করেন, তাঁর সেই শাস্ত্রদানরূপ উপকারের জন্য এ জগতে তাঁকে গুরু ব'লে জানবে।।১৪৯।।

ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্তা স্বধর্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্মতঃ।। ১৫০ ।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মজন্ম অর্থাৎ উপনয়নের নিষ্পাদক, যিনি উপনীত শিষ্যের কাছে বেদ ব্যাখ্যা ক'রে তার ধর্মের অনুশাসন করেন, তিনি বয়সে বালক হলেও ধর্মানুসারে বৃদ্ধেরও অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যেরও 'পিতা' হন অর্থাৎ ঐ ব্রাহ্মণ পিতার মত মান্য হবেন।।১৫০।।

অধ্যাপয়ামাস পিতৃন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্।। ১৫১ ।।

অনুবাদ ঃ পুরাকালে অঙ্গিরার কবি-নামক পুত্র (অথবা, কবি = বিদ্বান্, বিদ্বান্ পুত্র) শিশু অর্থাৎ বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য পিতৃব্য ও তৎপুত্রদের অধ্যাপনা করেছিলেন এবং জ্ঞানদানবিষয়ে তাদের শিষ্যরূপে গ্রহণ ক'রে তাদের 'হে পুত্রকন্যা(হে বৎসগণ)' ব'লে সম্বোধন করেছিলেন।।১৫১।।

তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবানাগতমন্যবঃ।
দেবাশ্চৈতান্ সমেত্যোচু র্ন্যায্যং বঃ শিশুরুক্তবান্।। ১৫২ ।।

অনুবাদ ঃ তখন 'পুত্রক' শব্দের দ্বারা আহূত সেই পিতৃতুল্য ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেবতাদের কাছে উপস্থিত হ'য়ে 'পুত্রক' ব'লে আহ্বান করার কথাটি নিবেদন করলেন অর্থাৎ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দেবতারা একবাক্যে বললেন, ঐ শিশু তোমাদের যা বলেছে, তা ন্যায়সঙ্গত ।।১৫২।।

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ।। ১৫৩ ।।

অনুবাদ ঃ (অল্পবয়স্ক হ'লেই যে বালক হয় এমন নয়)। যে ব্যক্তি মূর্খ সে (বয়োধিক হ'লেও) তাকে বালক বলা যায়। যিনি মন্ত্রের বা বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন করান, তিনিই পিতা হন। পণ্ডিতেরা অজ্ঞব্যক্তিকে বালক ও মন্ত্রদাতাকে পিতা বলেন।।১৫৩।।

ন হায়নৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্।। ১৫৪ ।।

অনুবাদ ঃ হায়ন অর্থাৎ বহু বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় পরিণত বয়সের প্রাপ্তি অনুসারে, কিম্বা কেশ-শ্মশ্রু-লোমাদির পক্কতা অনুসারে, বা বিপুল ধনসম্পত্তি লাভের দ্বারা, অথবা বহু আত্মীয়স্বজনের সংযোগে কেউ মহান্ হয় না। ঋষিরা এইরকম ধর্মব্যবস্থা করে গিয়েছেন যে, যিনি অনূচান অর্থাৎ সাঙ্গবেদের অধ্যেতা বা অধ্যাপনা করেন, তিনিই আমাদের মধ্যে মহান্।।১৫৪।।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।। ১৫৫ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব হয় জ্ঞানের আধিক্যের দ্বারা, ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব অধিক বীর্যবত্তার দ্বারা, বৈশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ধন-ধান্যাদি প্রভৃতি বেশী সম্পত্তির দ্বারা এবং শূদ্রদের শ্রেষ্ঠত্ব হয় তাদের জন্মের অগ্র-পশ্চাত্ বিবেচনার উপর (অর্থাৎ কেবল বয়সে বৃদ্ধ হলেই কোনও শূদ্র তার জাতির অন্য লোকদের কাছে মান্য হয়)।।১৫৫।।

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।। ১৫৬ ।।

অনুবাদ ঃ মাথার উপর কেশের শুভ্রতাই কারোর বৃদ্ধত্বের সূচক নয়। কিন্তু বয়সে যুবক হলেও যে ব্যক্তি অধ্যয়নশীল বা বিদ্বান্ দেবতারা তাঁকেই বৃদ্ধ ব'লে অভিহিত করেন।।১৫৬।।

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।। ১৫৭ ।।

অনুবাদ ঃ যেমন কাঠের তৈরী হাতী ও চামড়ার তৈরী মৃগ অকেজো ও অসার, তেমনি যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করেন তিনিও অপ্রয়োজনীয় অসার; ঐ তিনটি পদার্থ কেবলমাত্র

ঐ সমস্ত নাম ধারণ করে (অর্থাৎ নামের যোগ্য প্রয়োজননির্বাহকতা তাদের নেই)।।১৫৭।।

যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ।। ১৫৮ ।।

অনুবাদ : নপুংসক যেমন কোনও স্ত্রীলোকের কাছে অকেজো (অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করতে পারে না), একটি স্ত্রীজাতীয় গোরু যেমন অন্য একটি স্ত্রীজাতীয় গোরুতে নিষ্ফল (অর্থাৎ প্রজননক্রিয়ায় অযোগ্য), এবং অজ্ঞ ব্যক্তিতে দান যেমন (প্রত্যুপকারাদির অভাব হেতু) বিফল হয়, তেমনি অনূচ অর্থাৎ ঋক্‌শূন্য (বেদাধ্যায়নবর্জিত) ব্রাহ্মণও শ্রৌতস্মার্তকার্যাদিতে অফল বা অকেজো।।১৫৮।। [ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ (২.১৫০)থেকে বর্তমান শ্লোক— এই নটি শ্লোকে অধ্যয়নের প্রশংসা করা হয়েছে]।

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্মমিচ্ছতা।। ১৫৯ ।।

অনুবাদ : (শিষ্য শ্রদ্ধাহীন ও অমনোযোগী হ'লে তার চিত্ত চঞ্চল হয়। ফলে অধ্যপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হন, তখন তিনি ঐ শিষ্যকে তাড়ন করেন বা কঠোর বাক্য বলেন; এতে অধ্যাপকের হিংসা প্রকাশ পায়। এই ব্যাপারগুলি যাতে মাত্রাতিরিক্ত না হয় সেজন্যে ওগুলির নিষেধ করা হচ্ছে)। কোনও প্রাণীকেই (যথা স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শিষ্য, সহোদর প্রভৃতিকে)বেশী তাড়না না ক'রে তাদের শ্রেয়োলাভের জন্য অনুশাসন (উপদেশ) দান করা উচিত। (দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অর্থাৎ ইহলোকের ও পরলোকের মঙ্গললাভই শ্রেয়ঃ। এর জন্য অনুশাসন দান করা কর্তব্য)। অধ্যাপনার ধর্মটি পরিপূর্ণ হোক্, এরকম ইচ্ছা যিনি করবেন তিনি যেন প্রীতিজনক ও শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ মৃদুশব্দযুক্ত ভাষা প্রয়োগ করেন।।১৫৯।।

যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্‌গুপ্তে চ সর্বদা।
স বৈ সর্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্।। ১৬০ ।।

অনুবাদ : যাঁর বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ হয়েছে (অর্থাৎ যিনি মিথ্যা বলেন না এবং রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা যাঁর মন দূষিত হয় নি), যাঁর বাক্য ও মন নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সর্বদা সুরক্ষিত, সেই ব্যক্তি বেদমধ্যে ব্যবস্থাপিত মোক্ষলাভের হেতুস্বরূপ সর্বজ্ঞত্ব, সর্বেশ্বরত্বরূপ সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন।।১৬০।।

নারুন্তুদঃ স্যাদার্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্মধীঃ।
যয়াঽস্যোদ্বিজতে বাচা নাঽলোক্যাং তামুদীরয়েৎ।। ১৬১ ।।

অনুবাদ : কোন ব্যক্তি একান্ত পীড়িত হলেও সে কারোর মর্মপীড়াদায়ক কোনও দোষের উল্লেখ করবে না; যাতে অন্যের অনিষ্ট হয় সেরকম কাজ বা চিন্তা করবে না; অথবা যে কথা বললে অন্য ব্যক্তি মনে ব্যথা পায় (বা চিত্ত ব্যাকুল হয়) এমন কথাও বলবে না, কারণ তা স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক।।১৬১।।

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা।। ১৬২।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ সব সময় সম্মানকে বিষের মত ভয় করবেন (অর্থাৎ তাতে প্রীতি লাভ করবেন না) এবং সব সময় অমৃতের মত মনে করে অপমানের আকাঙ্ক্ষা করবেন (অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি সম্মান করলে তাতে প্রীত হবেন না, বা অপমান করলেও তাতে খেদ করবেন

না; মান ও অপমানকে সমান বোধ করবেন)।।১৬২।।

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি।। ১৬৩ ।।

অনুবাদ ঃ কারণ, ইহলোকে কোনও ব্যক্তি অপমান করলে যিনি ক্ষুব্ধ হন না তিনি সুখে নিদ্রা যান (অর্থাৎ যদি তিনি ক্ষুব্ধ হন, তা'হলে বিদ্বেষের আগুনে দগ্ধ হ'তে থেকে তিনি অনিদ্রায় রাত কাটান), তিনি প্রসন্ন মনে ঘুম থেকে প্রতিবুদ্ধ হন [অর্থাৎ জেগে উঠেও যদি ঐ অপমানের চিন্তাতে বিভোর থাকেন, তাহলে তখনও মনে শান্তি পান না]; এবং সুখে বা শান্তিতে কর্তব্যকর্মে বিচরণ করেন [অর্থাৎ চিত্তসংক্ষোভশূন্য ব্যক্তি শান্তিতে সকল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে পারেন]; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যকে অপমান করে সে ঐ পাপেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।।১৬৩।।

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।
গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ।। ১৬৪ ।।

অনুবাদ ঃ এইরকম ক্রমানুসারে দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) আত্মা জাতকর্ম থেকে উপনয়ন পর্যন্ত সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত হ'লে, সেই দ্বিজ গুরুকুলে বাস ক'রে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ গ্রহণের জন্য যা বলা হয়েছে এবং যা বলা হবে, সেইরকম নিয়মপালনরূপ তপস্যা সঞ্চয় করবেন।।১৬৪।।

তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা।। ১৬৫ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ তপোবিশেষের দ্বারা (অর্থাৎ প্রাণায়ামাদিনিয়মসমূহ দ্বারা) এবং বিধিবোধিত (অর্থাৎ গৃহ্যস্মৃতিমধ্যে উল্লিখিত) নানা প্রকার ব্রতের (প্রাজাপত্য, চান্দ্রায়ন প্রভৃতির) দ্বারা উপনিষৎ ও মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করবেন।।১৬৫।।

বেদমেব সদাভ্যসেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে।। ১৬৬ ।।

অনুবাদ ঃ যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) তপস্যা করতে ইচ্ছা করেন ('তপঃ' অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি লাভ করতে ইচ্ছুক হন), তিনি সকল সময় সেই বিষয়ে জানার জন্য বেদের আবৃত্তি করবেন। কারণ, ইহলোকে ব্রাহ্মণাদির বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা, একথা মুনিগণ বলেছেন।।১৬৬।।

আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।
যঃ স্রগ্ব্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহম্।। ১৬৭ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ পুষ্পমালা ধারণ করেও যে দ্বিজ প্রত্যেক দিন নিজের শক্তি অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁর দ্বারা পদনখের অগ্র থেকে সর্বদেহব্যাপক উৎকৃষ্টতম পরম তপস্যার আচরণ করা হয়। [অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর পালনীয় ব্রতসমূহ পালন না করেও যিনি যথাশক্তি বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁর সমস্ত শরীর, এমন কি নখাগ্র পর্যন্ত পরম তপ করতে থাকে]।।১৬৭।।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ।। ১৬৮ ।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বেদ অধ্যয়ন না ক'রে অন্যান্য অর্থশাস্ত্র -স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে অত্যন্ত যত্ন করেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই অতি শীঘ্র সন্তানসন্ততিসমেত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।।১৬৮।।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ।। ১৬৯ ।।

অনুবাদ : শ্রুতির নির্দেশ এই যে, দ্বিজাতি প্রথমে মাতৃজঠর থেকে জন্মগ্রহণ করে; মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন হ'লে হয় তার দ্বিতীয় জন্ম, এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হ'লে তার তৃতীয় জন্ম হয় (ঐ দীক্ষাকেও শ্রুতিমধ্যে জন্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, "ঋত্বিগ্‌গণ যে এই যজমানকে দীক্ষিত করেন, এখানে তাঁরা পুনরায় গর্ভই সৃষ্টি করে থাকেন") ।।১৬৯।।

তত্র যদ্‌ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধনচিহ্নিতম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য উচ্যতে।। ১৭০ ।।

অনুবাদ : এই জন্ম তিনটির মধ্যে মেখলাবন্ধন-চিহ্নিত ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার দ্বারা যে দ্বিতীয় জন্ম হয়, সেই জন্মে উপনীত ব্রহ্মচারীর জননী হলেন সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী (কারণ, ঐ গায়ত্রী অধীত হ'লেই জন্মটি নিষ্পন্ন হয়) এবং ব্রহ্মচারীর পিতা হলেন আচার্য।।১৭০।।

বেদপ্রদানাদাচার্যং পিতরং পরিচক্ষতে।
ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ।। ১৭১ ।।

অনুবাদ : উপনয়নের আগে শ্রৌত ও স্মার্ত কোনও কাজে অধিকার হয় না। আচার্য উপনয়ন দিয়ে এবং বেদ অধ্যয়ন করিয়ে উক্ত কাজে অধিকার করিয়ে দেন, তাই আচার্য মহান্ উপকারক ব'লে মনু প্রভৃতি এঁকে 'পিতা' বলেছেন।।১৭১।।

নাভিব্যাহারয়েদ্‌ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে।। ১৭২ ।।

অনুবাদ : মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়নের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ যতক্ষণ না বেদজন্মরূপ উপনয়ন প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ) স্বধা অর্থাৎ শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র ছাড়া অন্য বেদবাক্য উচ্চারণ করাবে না (এটি পিতার প্রতি উপদেশ)। যতক্ষণ না উপনীত হ'য়ে বেদাধ্যয়নদ্বারা দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করবে, ততক্ষণ (ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ) শূদ্রেরই সমান।।১৭২।।

কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্বকম্।। ১৭৩ ।।

অনুবাদ : যার উপনয়ন করা হ'ল, সেই ব্রহ্মচারীকে 'সমিধ্ আহরণ কর' 'দিবাভাগে নিদ্রা যেও না' ইত্যাদি ব্রত পালনের নির্দেশ করা হয় এবং তারপর বিধিবোধিতভাবে ক্রমে ক্রমে 'ব্রহ্ম গ্রহণ' অর্থাৎ বেদের অধ্যয়ন উপনীত ব্যক্তির প্রতি উপদিষ্ট হয় (অতএব উপনয়নের আগে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করবে না)।।১৭৩।।

যদ্ যস্য বিহিতং চর্ম যৎ সূত্রং যা চ মেখলা।
যো দণ্ডো যচ্চ বসনং তত্তদস্য ব্রতেষ্বপি।। ১৭৪ ।।

অনুবাদ : উপনয়নকালে যে ব্রহ্মচারীর প্রতি যে চর্ম (যেমন, ব্রাহ্মণের কৃষ্ণমৃগচর্ম, ক্ষত্রিয়ের রুরুমৃগের চর্ম ইত্যাদি), যে সূত্র (যজ্ঞোপবীত), যে মেখলা, যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র বিহিত হয়েছে, গোদানাদি ব্রতগ্রহণকালেও ব্রহ্মচারীকে সেই রকম (নতুন নতুন) দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে।।১৭৪।।

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ।। ১৭৫ ।।

অনুবাদ : গুরুকুলে (বিদ্যাগ্রহণের জন্য) বাস করার সময় ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্বক নিজের তপস্যাজনিত অদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য (মেধাতিথির মতে, অধ্যয়নবিধির অনুষ্ঠান থেকে যে আত্মসংস্কার হয় তার জন্য) বক্ষ্যমাণ নিয়মগুলি পালন করবেন।।১৭৫।।

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ।। ১৭৬ ।।

অনুবাদ : প্রতিদিন স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে (অর্থাৎ স্নানের দ্বারা অশুচিতা দূর ক'রে) দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করবে [অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতিকে জলদান করবে; এইরকম তর্পণের কথা গৃহস্থধর্মপ্রকরণে বলা আছে], হরি-হর প্রভৃতি দেবতাদের পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করবে ('দেবতাভ্যর্চন' শব্দের দ্বারা প্রতিমাপূজারই বিধান বলা হয়েছে), এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধ্ দ্বারা হোম করবে।।১৭৬।।

বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্।। ১৭৭ ।।

অনুবাদ : ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বর্জন করবে — মধু [মৌমাছি থেকে যা পাওয়া যায়; মধু-শব্দের অর্থ মদও হয়], মাংস [প্রোক্ষিত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপায়ে সংস্কৃত হ'লেও মাংস ব্রহ্মচারীর পক্ষে বর্জনীয়], গন্ধ [অত্যন্ত সৌরভযুক্ত কর্পূর, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি; কিন্তু ঘি, দারু প্রভৃতি যে সব পদার্থের গন্ধ চিত্তের উন্মাদনা করে না, সেগুলি নিষিদ্ধ নয়], মাল্য [গ্রথিত পুষ্প], গুড় প্রভৃতি রস-পদার্থ, স্ত্রী-সংসর্গ, যে সব বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণবশে অম্ল (টক্) হয় সেই সব শুক্ত দ্রব্য (যথা দই প্রভৃতি), এবং প্রাণিহিংসা।।১৭৭।।

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্তনং গীতবাদনম্ ।। ১৭৮ ।।

অনুবাদ : অভ্যঙ্গ-রূপ তেল ব্যবহার করবে না [মাথায় যেভাবে তেল দিলে সর্বঙ্গে লেগে যায় সেই রকম তেল ব্যবহারের নাম অভ্যঙ্গ], চোখে কাজল দেবে না, চর্মপাদুকা ও ছত্র(ছাতা) ব্যবহার করবে না, বিষয়াভিলাষ-ক্রোধ-লোভ পরিত্যাগ করবে, এবং নাচ-গান-বাজনা বর্জন করবে।।১৭৮।।

দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথাঽনৃতম্।।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ।। ১৭৯ ।।

অনুবাদ : দ্যূত অর্থাৎ পাশা প্রভৃতি খেলা, জনবাদ অর্থাৎ লোকের সাথে বাক্‌কলহ, পরিবাদ অর্থাৎ অসূয়াবশতঃ পরের দোষ উদ্‌ঘাটন, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা, অসৎ অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকদের দিকে দেখা ও উপালম্ভ (আলিঙ্গন করা), এবং পরের অপকার— এগুলি সব ব্রহ্মচারীর বর্জনীয়।।১৭৯।।

একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ।। ১৮০ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী সর্বত্র (অধঃশয্যায়) একাকী শয়ন করবে, ইচ্ছাপূর্বক কখনো রেতঃপাত করবে না, কারণ স্বেচ্ছায় শুক্রস্খলন করলে নিজের ব্রহ্মচর্য-ব্রত নষ্ট হ'য়ে যায় (এবং ব্রতের লোপ হ'লে ব্রহ্মচারীকে অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়)।।১৮০।।

স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ।। ১৮১ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারী যদি অনিচ্ছাবশতঃ স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্খলন করে, তাহলে সে স্নান ক'রে গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা সূর্যদেবের অর্চনা ক'রে 'পুনর্মামৈতু ইন্দ্রিয়ম্' অর্থাৎ 'আমার বীর্য পুনরায় আমাতে ফিরে আসুক্' - এই মন্ত্র তিনবার জপ করবে (কারণ, এই মন্ত্রপাঠেই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়)।।১৮১।।

উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষ্যঞ্চাহরহশ্চরেৎ।। ১৮২ ।।

অনুবাদ ঃ কলসপূর্ণ জল, ফুল, গোবর, মৃত্তিকা ও কুশ এগুলি যে যে পরিমাণ হ'লে আচার্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মচারী সেই পরিমাণ জলকলসাদি সংগ্রহ করবে (এগুলি কেবল দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হল। গৃহস্থালীর জন্য আবশ্যক এরকম অন্যান্য কর্মও করবে— অবশ্য সে কাজগুলি যদি নিন্দিত না হয়) এবং প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করবে।।১৮২।।

বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্মসু।
ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষং গৃহেভ্যঃ প্রয়তোঽন্বহম্।। ১৮৩ ।।

অনুবাদ ঃ যে সমস্ত গৃহস্থ বেদযজ্ঞে অহীন (অর্থাৎ যারা বেদাধ্যয়নসংযুক্ত এবং যে সমস্ত যজ্ঞে তাদের অধিকার আছে সেগুলি যারা সম্পাদন করে) এবং (যাদের যজ্ঞে অধিকার নেই তারা যদি) সর্বদা নিজ কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকে (অথবা, যারা নিজ নিজ বৃত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু অসদ্ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে না, তাদেরও 'স্বকর্মপ্রশস্ত' বলা হয়) ব্রহ্মচারী প্রতিদিন পবিত্রভাবে সেই সব গৃহস্থের গৃহ থেকে (সিদ্ধান্ন) ভিক্ষা করবে।।১৮৩।।

গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্বং পূর্বং বিবর্জয়েৎ।। ১৮৪ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী গুরুর কুলে ভিক্ষা করবে না ('কুল' শব্দের অর্থ 'বংশ'; অতএব গুরুর পিতৃব্য প্রভৃতি যাঁরা আছেন তাঁদের কাছ থেকেও ভিক্ষা গ্রহণ করবে না), জ্ঞাতিকুলে (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর পিতৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে) এবং বন্ধুদের (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর মাতৃপক্ষীয় মাতুল প্রভৃতির) কাছেও ভিক্ষা করবে না; কিন্তু এই সমস্ত গৃহ ছাড়া ভিক্ষান্ন গ্রহণের যোগ্য অন্য কোনও গৃহস্থের বাড়ী যদি না পাওয়া যায় তাহ'লে পূর্ব-পূর্ব গৃহগুলি পরিত্যাগ করবে, অর্থাৎ প্রথমে বন্ধুর (মাতুলাদির) গৃহে ভিক্ষা করবে, সেখানে ভিক্ষা না পেলে জ্ঞাতির কাছে এবং সেখানে না পেলে গুরুকুলে ভিক্ষা করবে।।১৮৪।।

সর্বং বাপি চরেদ্ গ্রামং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রয়তো বাচমভিশস্তাংস্তু বর্জয়েৎ।। ১৮৫ ।।

অনুবাদ ঃ যদি গ্রামে পূর্বোক্ত বেদ-যজ্ঞে অহীন গৃহস্থ না থাকে, তাহলে ব্রহ্মচারী মৌনতা অবলম্বন ক'রে (অর্থাৎ যতক্ষণ ভিক্ষালাভ না হয় ততক্ষণ ভিক্ষা- প্রার্থনা-বাক্য ছাড়া অন্য কথা উচ্চারণ না ক'রে) এবং প্রযত হ'য়ে অর্থাৎ অক্ষুব্ধ চিত্তে (অথবা, শুদ্ধভাবে) ভিক্ষাচর্যার জন্য সমস্ত গ্রামটিতে বিচরণ করবে (ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিচার না ক'রে সমগ্র গ্রামে ঘুরবে), কিন্তু যারা অভিশস্ত অর্থাৎ মহাপাতকাদি-পাপগ্রস্ত ব'লে প্রসিদ্ধ, তাদের পরিত্যাগ করবে (অর্থাৎ তাদের বাড়ী ভিক্ষা করবে না)।।১৮৫।।

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ংপ্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ।। ১৮৬ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মচারী দূরস্থান থেকে সমিধ্‌কাঠ সংগ্রহ ক'রে আকাশে অর্থাৎ উপরে (যথা, কুটিরের চাল প্রভৃতি স্থানে অথবা কোনও আবৃত স্থানে) স্থাপন করবে এবং অলসশূন্য হয়ে সায়ং ও প্রাতঃকালে সেই সমিধ্‌কাঠ দিয়ে হোম করবে।।১৮৬।।

অকৃত্বা ভৈক্ষ্যচরণমসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ।। ১৮৭ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রহ্মচারী অনাতুর অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে নি, অথচ সে যদি পর-পর সাতদিন ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ অন্নের আহার এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধ্ কাঠ দিয়ে হোম না করে, তাহ'লে তার ব্রতের লোপ হয়, ফলে তাকে **অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত** (মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ১১৮-১২১ শ্লোকে ব্যাখ্যাত) করতে হবে।।১৮৭।।

ভৈক্ষ্যেণ বর্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা।। ১৮৮ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী 'একান্নাদী' হবে না অর্থাৎ কেবল একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্ন ভোজন করবে না, কিন্তু প্রত্যেক দিন বহু লোকের বাড়ী থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ক'রে জীবিকাযাপন করবে। কারণ, ভিক্ষান্নের দ্বারা ব্রহ্মচারীর জীবিকাকে ঋষিরা উপাবাসের সমান ব'লে নির্দেশ করেছেন।।১৮৮।।

ব্রতবদ্দেবদৈবত্যে পিত্র্যে কর্মণ্যথর্ষিবৎ।
কামমভ্যর্থিতোঽশ্নীয়াদ্ব্রতমস্য ন লুপ্যতে।। ১৮৯ ।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী যদি 'দেবদৈবত্য' কর্মে অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণভোজনাদি ব্যাপারে কোনও একজন কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়, অথবা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকর্মে ব্রাহ্মণভোজন উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্তাকর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়, তা'হলে সে ব্রতের অবিরোধী মধুমাংসাদিবর্জিত অন্ন একজনের হ'লেও ইচ্ছামত গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে তার ব্রতের হানি হয় না।।১৮৯।।

ব্রাহ্মণস্যৈব কর্মৈতদুপদিষ্টং মনীষিভিঃ।
রাজন্যবৈশ্যয়োস্ত্বেবং নৈতৎ কর্ম বিধীয়তে।। ১৯০ ।।

অনুবাদ ঃ মনু প্রভৃতি বেদবিদ্‌গণ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে এই শ্রাদ্ধীয় একান্নভোজনের ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে ভিক্ষা করা বিহিত হ'লেও একান্নভোজনের বিধান দেওয়া হয় নি।।১৯০।।

চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা।
কুর্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্যস্য হিতেষু চ।। ১৯১ ।।

অনুবাদ : গুরু অনুমতি করুন বা না করুন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়নে ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবিধান করবে।।১৯১।।

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্।। ১৯২ ।।

অনুবাদ : ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সংযত ক'রে গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে (প্রাঞ্জলি = দুটি হাত জোড় ক'রে, কপোতাকৃতি ক'রে ঊর্দ্ধমুখ ভাবে রেখে) দণ্ডায়মান থাকবে (গুরুর অনুমতি-ব্যতিরেকে উপবেশন করবে না) ।।১৯২।।

নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ।। ১৯৩ ।।

অনুবাদ : সদাচারসম্পন্ন ও সংযতাচারী হ'য়ে শিষ্য-ব্রহ্মচারী (বস্ত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদন ক'রে) উত্তরীয় থেকে ডান হাত বহির্ভাগে বিন্যস্ত ক'রে দণ্ডায়মান থাকবে এবং গুরুর দ্বারা 'উপবেশন কর' এইভাবে আদিষ্ট হ'লে তাঁর অভিমুখে উপবেশন করবে।।১৯৩।।

হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ।। ১৯৪ ।।

অনুবাদ : গুরু যে রকম ভোজন গ্রহণ করেন ও বসন-ভূষণাদি ব্যবহার করেন, শিষ্য-ব্রহ্মচারী তাঁর তুলনায় নিম্নস্তরের (হীন = ন্যূন, কম বা নিকৃষ্ট) ভোজন গ্রহণ করবে এবং বসন-ভূষণাদি ব্যবহার করবে। গুরু রাত্রিশেষে শয্যা থেকে উত্থিত হওয়ার আগেই ব্রহ্মচারী শয্যাত্যাগ করবে, এবং প্রথম রাত্রিতে গুরু শয়ন করার পরেই ব্রহ্মচারী শয়ন করবে।।১৯৪।।

প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ।। ১৯৫ ।।

অনুবাদ : গুরু যখন ডাকবেন বা কোনও আদেশ করবেন তখন তাঁর সেই আদেশ শ্রবণ বা তাঁর সাথে কথোপকথন — এসব ব্রহ্মচারী শায়িত অবস্থায়, আসনে আসীন থাকা অবস্থায় কিংবা ভোজনরত অবস্থায় বা নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়, কিংবা তাঁর দিকে পিছন-ফিরে থাকা অবস্থায় করবে না।।১৯৫।।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্য ত্বব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ।। ১৯৬ ।।

অনুবাদ : গুরু যখন উপবিষ্ট অবস্থায় আদেশ করবেন, শিষ্য-ব্রহ্মচারী তখন নিজ আসন থেকে উত্থিত হ'য়ে তা শুনবে; গুরু যখন দণ্ডায়মান অবস্থায় আদেশ করবেন, শিষ্য তখন তাঁর অভিমুখে কয়েক পা' অগ্রসর হ'য়ে তা শুনবেন; গুরু যখন এগিয়ে আসতে আসতে আদেশ করবেন, শিষ্য তখন প্রত্যুদ্গমন ক'রে সেই আদেশ গ্রহণ করবে; এবং গুরু যখন বেগে চলতে চলতে আদেশ দেবেন, তখন শিষ্য তাঁর পিছনে ধাবমান হ'য়ে তাঁর সেই আদেশ গ্রহণ করবে।।১৯৬।।

পরাঙ্‌মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যৈত্য চান্তিকম্।
প্রণম্য তু শয়ানস্য নিদেশে চৈব তিষ্ঠতঃ।। ১৯৭ ।।

অনুবাদঃ গুরু পরাঙ্‌মুখ হ'য়ে অর্থাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আদেশ করলে, শিষ্য তাঁর সামনে গিয়ে, গুরু যদি দূরে থেকে আদেশ করেন তাহ'লে শিষ্য তাঁর সমীপস্থ হ'য়ে, গুরু যদি শয়ান অবস্থায় বা নিকটে অবস্থিত হ'য়ে আদেশ করেন, তাহ'লে শিষ্য প্রণতিপূর্বক অর্থাৎ অবনতভাবে তা গ্রহণ করবে (অর্থাৎ প্রতিশ্রবণ ও সম্ভাষণ করবে)।।১৯৭।।

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ।। ১৯৮ ।।

অনুবাদঃ গুরুর কাছে শিষ্যের শয্যা ও আসন সকল সময়েই নীচ (বা, নিকৃষ্ট) হবে, আর গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে শিষ্য যখন উপবেশন করবে তখন সে চরণপ্রসারণ, শরীরকে অসংযতভাবে স্থাপন প্রভৃতি যথেচ্ছ ব্যবহার করবে না।।১৯৮।।

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্।। ১৯৯ ।।

অনুবাদঃ শিষ্য পরোক্ষেও গুরুর নাম পূজাসূচক-পদ-শূন্য ভাবে (অর্থাৎ উপাধ্যায়, আচার্য, ভট্ট প্রভৃতি বিশেষণশূন্যভাবে) উচ্চারণ করবে না, এবং উপহাসবুদ্ধিতেও গুরুর গমন, কথা বলা ও আহারাদি অন্যান্য কাজ করবার ভঙ্গি মোটেই অনুকরণ করবে না।।১৯৯।।

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ।। ২০০ ।।

অনুবাদঃ যেখানে গুরুর পরীবাদ অর্থাৎ বিদ্যমান দোষের উদ্‌ঘাটন এবং নিন্দা অর্থাৎ অবিদ্যমান দোষের আরোপ-বিষয়ক আলোচনা চলতে থাকে, শিষ্য সেখানে থাকলে হস্তাদির দ্বারা নিজের কান দুটি আচ্ছাদন করবে, অথবা সেখান থেকে অন্যস্থানে গমন করবে।।২০০।।

পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী।। ২০১।।

অনুবাদঃ শিষ্য গুরুর পরীবাদ করলে (বা পরীবাদ শ্রবণ করলে) মৃত্যুর পর জন্মান্তরে গাধাযোনি প্রাপ্ত হয়; শিষ্য গুরুর নিন্দা করলে (বা গুরুনিন্দা শ্রবণ করলে) কুকুর-রূপে জন্মগ্রহণ করে; পরিভোক্তা অর্থাৎ যে বিনা কারণে গুরুর ধন-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে কিংবা শঠতাপূর্বক গুরুর অনুবৃত্তি করে সে পরজন্মে কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়; এবং যে শিষ্য মৎসরী অর্থাৎ গুরুর সমৃদ্ধি-অভ্যুদয় প্রভৃতি সহ্য করতে পারে না, সে কীটযোনি প্রাপ্ত হয়।।২০১।।

দূরস্থো নার্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাভিবাদয়েৎ।। ২০২ ।।

অনুবাদঃ শিষ্য নিজে দূরে থেকে অন্যকে নিযুক্ত ক'রে মালা-চন্দন প্রভৃতি তার হাত দিয়ে প্রেরণ ক'রে গুরুর অর্চনা করবে না; নিজে কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে থাকলে সেই অবস্থায় গুরুর অর্চনা করবে না; কিংবা গুরু কোনও স্ত্রীলোকের কাছে উপস্থিত থাকলে তাঁর অর্চনা করবে না [কারণ, এই শুশ্রূষার উদ্দেশ্য হ'ল- গুরুকে আরাধনা বা খুশী করা। কাজেই যাতে তাঁর চিত্ত অপ্রসন্ন হ'তে পারে এমন আশঙ্কা আছে, শিষ্য তা করবে না। মেধাতিথি স্ত্রিয়াঃ

শব্দের এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন]; এবং শিষ্য নিজে যদি যান বা আসনে উপবিষ্ট থাকে, সেখান থেকে অবতীর্ণ হ'য়ে গুরুর অভিবাদন করবে।।২০২।।

প্রতিবাতেঽনুবাতে চ নাসীত গুরুণা সহ।
অসংশ্রবে চৈব গুরো র্ন কিঞ্চিদপি কীর্তয়েৎ।। ২০৩ ।।

অনুবাদ ঃ যে ভাবে উপবিষ্ট হ'লে গুরুর দিক্ থেকে বাতাস শিষ্যের দিকে যায় তাকে **প্রতিবাত** এবং যেভাবে উপবিষ্ট থাকলে শিষ্যের দিক্ থেকে বাতাস গুরুর দিকে যায়, তাকে **অনুবাত** বলে। এইরকম প্রতিবাতে অথবা অনুবাতে গুরুর সাথে উপবেশন করবে না। শিষ্য যে স্থানে উপবেশন করলে গুরুর শ্রুতিগোচর না হয় এমন স্থানে অন্যের সাথে গুরু-গত বা অন্য কোনও কথা বলবে না। [যেখানে গুরু স্পষ্টভাবে শুনতে পান না, অথচ ওষ্ঠসঞ্চালন প্রভৃতির দ্বারা বুঝতে পারেন যে শিষ্য অন্যের সাথে, কোনও কিছুর আলোচনা করছে, সেইরকম স্থানে এইরকম কোনও কথাবার্তা বলবে না]।।২০৩।।

গোঽশ্বোষ্ট্রযানপ্রাসাদস্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষু চ।। ২০৪ ।।

অনুবাদ ঃ শিষ্য গোশকটে, অশ্বযানে, উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের উপরিস্থিত আসনে, স্রস্তর অর্থাৎ তৃণসঞ্চয়ের উপর তৃণাদি-নির্মিত আসনে, শিলাতলে, কাঠের দ্বারা নির্মিত দীর্ঘ আসনে এবং নৌকায় গুরুর সাথে উপবেশন করতে পারে।। ২০৪।।

গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চানিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ।। ২০৫ ।।

অনুবাদ ঃ গুরুর অর্থাৎ আচার্যের গুরু সমাগত হ'লে শিষ্য তাঁর প্রতি গুরুর মত অভিবাদনাদি ব্যবহার করবে, আর শিষ্য গুরুগৃহে বাস করবার সময়, গুরু অনুমতি না করলে মাতা-পিতা-পিতৃব্যাদি নিজ গুরুজনকে অভিবাদন করার জন্য যাবে না। [তবে, গুরুগৃহে বাসকালে যদি সেখানে শিষ্যের নিজ গুরুজনগণ এসে উপস্থিত হন তাহ'লে তাঁদের অভিবাদন করার জন্য আচার্যের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এর কারণ এই যে, মাতা ও পিতা অত্যন্ত পূজনীয়। আর গুরুগৃহে যদি পিতৃব্য-মাতুল প্রভৃতি এসে উপস্থিত হন, তাহ'লে তাঁদের অভিবাদন করতে প্রবৃত্ত হ'লে গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণের কোনও ব্যাঘ্যাত ঘটে না। কারণ, এই সমস্ত প্রয়াসের পিছনে মূল প্রয়োজন হ'ল গুরুর আরাধনায় শিষ্যের ত্রুটি না হওয়া।]।।২০৫।।

বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্মাৎ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি।। ২০৬ ।।

অনুবাদ ঃ যাঁরা বিদ্যাদাতা গুরু (আচার্য ছাড়া উপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যান্যেরা যাঁরা বিদ্যা দান করেন, তাঁরা বিদ্যাগুরু), তাঁদের প্রতি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য প্রভৃতি যাঁদের সাথে রক্তসম্বন্ধ বর্তমান তাঁদের প্রতি, পরদারগমন প্রভৃতি অধর্ম থেকে নিবৃত্তকারী বয়স্যাদির প্রতি, এবং যাঁরা হিত অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব উপদেশ দেন (অথবা, যাঁরা বিধিস্বরূপে হিত উপদেশ দেন যা কোনও শাস্ত্রমধ্যে লিপিবদ্ধ নেই) তাঁদের প্রতি নিত্য পূর্বোক্তরূপে (অর্থাৎ মনু ২।১৯২ শ্লোক থেকে আরম্ভ ক'রে কয়েকটি শ্লোকে যে ভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে) গুরুর মত ব্যবহার করবে।।২০৬।।

শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু চার্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু।। ২০৭ ।।

অনুবাদ ঃ বিদ্যা ও তপস্যায় যাঁরা বড় এমন ব্যক্তিগণের প্রতি, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুপুত্রের প্রতি ('গুরুপুত্রেম্বথাচার্যে'- এইরকম পাঠ পাওয়া যায়। সেখানে অর্থ হবে- গুরুর একাধিক পুত্র থাকলে তাদের মধ্যে যিনি অধ্যাপনা করেন তাঁর প্রতি), এবং গুরুর পিতৃব্য প্রভৃতি জ্ঞাতিদের প্রতি সর্বদা গুরুর মত আচরণ করবে।।২০৭।।

বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্মণি।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি।। ২০৮ ।।

অনুবাদ ঃ গুরুপুত্র বয়ঃকনিষ্ঠই হোন্ বা সমানবয়স্কই হোন্, অথবা ঐ গুরুপুত্রটি যদি যজ্ঞকর্মে নিজের শিষ্যই হন্, তবুও ঐ গুরুপুত্র যদি কোনও বেদাংশ অধ্যাপনা করেন, তাহ'লে তাঁকে গুরুর মত সম্মান করতে হবে।।২০৮।।

উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্।। ২০৯ ।।

অনুবাদ ঃ কিন্তু গুরুর মত গুরুপুত্রের গায়ে তৈলমর্দন (বা বিলেপন প্রদান), স্নাপন অর্থাৎ স্নান করানো, গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন অথবা তার পাদ প্রক্ষালন করবে না।। ২০৯।।।

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ।। ২১০ ।।

অনুবাদ ঃ গুরুর সবর্ণা স্ত্রীগণ শিষ্যের কাছে গুরুর মতই পূজনীয়া হবেন। কিন্তু গুরুর অসবর্ণা স্ত্রীগণকে শিষ্য কেবলমাত্র প্রত্যুত্থান ও (পাদগ্রহণশূন্য) অভিবাদন-দ্বারা সম্মান দেখাবে।।২১০।।

অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্।। ২১১ ।।

অনুবাদ ঃ গুরুপত্নীর (গায়ে বা মাথায়) তৈলমর্দন করবে না, তাঁকে স্নান করাবে না, তাঁর অঙ্গাদির উৎসাদন(অর্থাৎ উদ্বর্তন, যথা সুগন্ধি দ্রব্যাদির দ্বারা গা রগ্‌ড়িয়ে দেওয়া) করবে না, এবং তাঁর কেশপ্রসাধনও করবে না।।২১১।।

গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা।। ২১২ ।।

অনুবাদ ঃ পূর্ণ বিংশতিবৎসরবয়স্ক (অর্থাৎ তরুণ) শিষ্য, যিনি গুণদোষ বিষয়ে অভিজ্ঞ (এখানে কামজনিত সুখ ও দুঃখকে যথাক্রমে গুণ ও দোষ মনে করা হচ্ছে; অথবা যিনি অভিবাদনের দোষ-গুণ-বিষয়ে অভিজ্ঞ), যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ ক'রে অভিবাদন করবেন না।।২১২।।

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।। ২১৩ ।।

অনুবাদ ঃ ইহলোকে (শৃঙ্গার চেষ্টার দ্বারা মোহিত ক'রে) পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব; এই কারণে পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকসম্বন্ধে কখনোই অনবধান (unguarded) হন

না।।২১৩।।

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্।। ২১৪ ।।

অনুবাদ : ইহলোকে কোনও পুরুষ 'আমি বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয়' মনে ক'রে স্ত্রীলোকের সন্নিধানে বাস করবেন না; কারণ, বিদ্বান্ই হোন্ বা অবিদ্বান্ই হোন্, দেহধর্মবশতঃ কামক্রোধের বশীভূত পুরুষকে কামিনীরা অনায়াসে বিপথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়।।২১৪।।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।। ২১৫ ।।

অনুবাদ : মাতা, ভগিনী বা কন্যার সাথে কোনও পুরুষ নির্জন গৃহাদিতে বাস করবে না, কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান্(চঞ্চল) যে, এরা (শাস্ত্রালোচনার দ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করতে পেরেছেন এমন) বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে (অর্থাৎ কামক্রোধাদির বশবর্তী ক'রে তোলে।।২১৫।।

কামং তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্।। ২১৬ ।।

অনুবাদ : যুবক-শিষ্য যদি ইচ্ছা করে, তাহ'লে যুবতী গুরুপত্নীর পাদপর্শ না ক'রে ভূমিতে গুরুপত্নীর পদতলের সন্নিহিত ভূমি হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে 'আমি অমুক্ আপনাকে অভিবাদন করি' এই কথা ব'লে ইচ্ছামত অভিবাদন করবে।।২১৬।।

বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্বীত সতাং ধর্মমনুস্মরন্।। ২১৭ ।।

অনুবাদ : প্রবাস থেকে প্রত্যাগত যুবক-শিষ্য শিষ্টাচার স্মরণ ক'রে প্রথম দিন পাদগ্রহণ-পূর্বক (অর্থাৎ নিজের বাঁ হাত দিয়ে গুরুপত্নীর বাঁ পা এবং ডান হাত দিয়ে ডান পা স্পর্শ ক'রে) বন্দনা করবেন, কিন্তু তারপর প্রতিদিন তাঁকে ভূমিতেই অভিবাদনাদি করবেন।।২১৭।।

যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি।। ২১৮ ।।

অনুবাদ : যেমন কোনও মানুষ খনিত্র (কোদাল; spade)দ্বারা (ভূমি) খনন করতে করতে (রীতিমত পরিশ্রম ক'রে) জল প্রাপ্ত হয়, তেমনি গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ব্যক্তিও ক্রমশঃ গুরুগত সমস্ত বিদ্যা অবগত হয়।।২১৮।।

মুণ্ডো বা জটিলো বা স্যাদথবা স্যাচ্ছিখাজটঃ।
নৈনং গ্রামেঽভিনিম্লোচেৎ সূর্যো নাভ্যুদিয়াৎ ক্বচিৎ।। ২১৯ ।।

অনুবাদ : যে ব্রহ্মচারী সমগ্র মাথার চুল মুণ্ডন করেছে, বা যে ব্রহ্মচারী জটাযুক্তমস্তক, অথবা যে ব্রহ্মচারী মাথার সমস্ত চুল মুণ্ডন ক'রে মাঝখানে জটিল শিখামাত্র ধারণ করেছে (have only the top hair braided), এই তিনরকম (গুরুকুলবাসী) ব্রহ্মচারী যখন গ্রামে অবস্থান করবে (এখানে 'গ্রাম' শব্দটির প্রয়োগ উদাহরণ মাত্র, এর দ্বারা 'নগরকে'ও বোঝানো হচ্ছে), তখন যেন সূর্য অস্ত গমন না করে (অর্থাৎ তারা গ্রামমধ্যে বসে থাকল অথচ সূর্যও অস্ত গেল, এমন যেন না হয়। সুতরাং সূর্যাস্তকালে তারা অরণ্যমধ্যে গিয়ে উপাসনা

করবে) এবং এইরকম তারা যখন গ্রামমধ্যে অবস্থান করবে তখন যেন সূর্যোদয় না হয়(অর্থাৎ তারা অরণ্যমধ্যে উপাসনারত থাকাকালে যাতে সূর্যোদয় হয় এমন করা উচিত)।।২১৯।।

তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্যঃ শয়ানং কামচারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্ দিনম্।। ২২০ ।।

অনুবাদ ঃ যদি ব্রহ্মচারী আলস্যপরতন্ত্র হ'য়ে (বা স্বেচ্ছাচারবশতঃ) শয়ন থাকার সময় সূর্য উদিত হয়, তাহ'লে সমস্ত দিন গায়ত্রী জপ করার পর উপবাস ক'রে রাত্রিতে ভোজন করবে। আর যদি ব্রহ্মচারী অজ্ঞানবশতঃ শুয়ে থাকার সময় সূর্য অস্তগমন করে, তাহ'লে পরের দিন গায়ত্রী জপ ক'রে রাত্রিতে ভোজন করবে (অর্থাৎ অস্তগমনের রাত্রিতে সে ভোজন করতে পারবে)।।২২০।।

সূর্যেণ হ্যভিনির্মুক্তঃ শয়ানোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণো যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা।। ২২১ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রহ্মচারী শয়ন ক'রে থাকার সময় সূর্যের দ্বারা 'অভিনির্মুক্ত' (পাঠান্তর-অভিনিম্লুক্ত)হয় অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হয়, বা সূর্যের দ্বারা 'অভ্যুদিত' হয় অর্থাৎ সূর্য উদিত হয়, সে যদি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহ'লে ঐ ব্রহ্মচারী মহাপাপগ্রস্ত হয়ে থাকে।।২২১।।

আচম্য প্রয়তো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌ দেশে জপং জপ্যমুপাসীত যথাবিধি।। ২২২ ।।

অনুবাদ ঃ প্রতিদিন আচমনপূর্বক সমাহিত হ'য়ে (অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত ক'রে) এবং প্রযত অর্থাৎ পবিত্র হ'য়ে শুচিদেশে উপবেশনপূর্বক যথাবিধি জপ্য অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রীরূপ জপনীয় মন্ত্র জপ করতে করতে উভয় সন্ধ্যার উপাসনা করবে।।২২২।।

যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
তৎ সর্বমাচরেদ্ যুক্তো যত্র বাস্য রমেন্মনঃ।। ২২৩ ।।

অনুবাদ ঃ যদি কোনও স্ত্রী বা অবরজ (শূদ্র অথবা কনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি) কোনও মঙ্গলজনক কাজের অনুষ্ঠান করে, তা দেখে ব্রহ্মচারী উদ্যমের সাথে তারও অনুষ্ঠান করবে; অথবা, শাস্ত্রে অনিষিদ্ধ এমন যে কোনও বিষয়ে তার মনের প্রীতি জন্মালে, তাই করবে।।২২৩।।

ধর্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ।। ২২৪ ।।

অনুবাদ ঃ কেউ কেউ কামের হেতু মনে ক'রে ধর্ম ও অর্থ এই উভয়কেই শ্রেয়ঃ বলে নিশ্চয় করেছেন, কেউ আবার সুখের হেতু মনে ক'রে অর্থ ও কাম এই উভয়কে শ্রেয়ঃ বলেছেন; কেউ ধর্মকে অর্থ-কামের হেতু মনে ক'রে শ্রেয়ঃ বলেছেন; কেউ আবার কেবলমাত্র অর্থকেই ধর্ম-কামের হেতু মনে ক'রে শ্রেয়ঃ বলেছেন। পরন্তু পরস্পর অবিরুদ্ধ ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থরূপে শ্রেয়ঃ, এ-ই হ'ল সিদ্ধান্ত। (বুভুক্ষুর প্রতি এই শ্রেয়ঃপদার্থের উপদেশ, কিন্তু মুমুক্ষুর কাছে মোক্ষই শ্রেয়ঃপদার্থ -এ কথা জানতে হবে)।।২২৪।।

আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্তিরাত্মনঃ।। ২২৫ ।।

অনুবাদ ঃ আচার্য (বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ উপনিষৎমধ্যে প্রতিপাদিত—) পরব্রহ্ম বা

পরমাত্মার মূর্তি(অর্থাৎ শরীর), পিতা হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির মূর্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্তি এবং সহোদর ভ্রাতা সাক্ষাৎ নিজের দ্বিতীয় মূর্তি (অতএব এঁদের অবমাননা করা উচিত নয়। এঁরা সকলেই মহত্ত্ববিশিষ্ট দেবতা)।।২২৫।।

আচার্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্বজঃ।
নার্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।। ২২৬ ।।

অনুবাদঃ আচার্য, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাপ্রভৃতিদের দ্বারা উৎপীড়িত হ'লেও কোনও মানুষ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতি এঁদের অবমাননা করবেন না। (মেধাতিথির মতে, শ্লোকের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে শ্লোকপূরণের জন্য)।। ২২৬।।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্তুং বর্ষশতৈরপি।। ২২৭ ।।

অনুবাদঃ (মাতা বালককে গর্ভে ধারণ, প্রসববেদনার ক্লেশ ও জন্মাবধি রক্ষণ-বর্দ্ধনের কষ্ট সহ্য করেন, এবং পিতা বাল্যাবধি রক্ষণ-বর্দ্ধনের ক্লেশ ও উপনয়নাদি পূর্বক বেদাধ্যাপনাদি কষ্ট সহ্য করে থাকেন, অতএব) সন্তান-জননে পিতা-মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত শত বৎসরে শত শত জন্মেও পিতামাতার সেই ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হয় না।।২২৭।।

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্যাদাচার্যস্য চ সর্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে।। ২২৮ ।।

অনুবাদঃ অতএব প্রতিদিন সকলসময় পিতামাতার ও আচার্যের হিত সাধনের দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করবে, কারণ এঁরা তিনজন সন্তুষ্ট থাকলে সকল তপস্যার ফল পাওয়া যায় (বহু বৎসর ধরে চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা ক'রে যে ফল পাওয়া যায়, তা ভক্তিপূর্বক আরাধনার দ্বারা পরিতৃপ্ত আচার্যপ্রভৃতি তিনজনের কাছ থেকে সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়া যায়)।।২২৮।।

তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্মমন্যং সমাচরেৎ।। ২২৯ ।।

অনুবাদঃ মাতা, পিতা ও আচার্য এই তিনজনের সেবা-শুশ্রূষাকেই পরম তপস্যা বলা হয়েছে(অর্থাৎ এই তিনজনকে সেবা করলেই সকল রকম তপস্যার ফল পাওয়া যায়); যদি অন্য কোনও ধর্মানুষ্ঠান করার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে এঁদের অনুমতি না নিয়ে তা করবে না।।২২৯।।

ত এব হি ত্রয়ো লোকা স্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদা স্ত এবোক্তা স্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।। ২৩০ ।।

অনুবাদঃ পিতা, মাতা ও আচার্য-এঁরা তিন জনেই (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-এই) তিন লোকস্বরূপ (অর্থাৎ ত্রিলোকপ্রাপ্তির হেতু), এঁরাই ব্রহ্মচর্যাদি তিন আশ্রমস্বরূপ [এঁরা তিনজন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছাড়া অন্য তিন আশ্রমস্বরূপ; গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসরূপ আশ্রমের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তাঁরা তিনজন তুষ্ট হলে সেই ফল লাভ করা যায়]; এঁরাই হলেন তিন বেদস্বরূপ (অর্থাৎ তিনটি বেদপাঠের ফল তাঁদের প্রীতি থেকে লাভ করা যায়); আর তাঁরাই গার্হপত্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ তিন অগ্নিস্বরূপ (কারণ, অগ্নিসাধ্য যত কিছু কাজ আছে সে সবেরই ফল, তাঁদের শুশ্রূষার মাধ্যমে লাভ করা যায়)।।২৩০।।

পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নি র্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী।। ২৩১ ।।

অনুবাদ : পিতা স্বয়ং গার্হপত্যাগ্নি, মাতা স্বয়ং দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্যই আহবনীয়াগ্নি, এবং এই অগ্নিত্রয়ই পৃথিবী মধ্যে গরীয়ান্।।২৩১।।

ত্রিম্বপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্ গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে।। ২৩২ ।।

অনুবাদ : যে ব্রহ্মচারী পিতা, মাতা ও আচার্যের বিষয়ে অপ্রমত্ত হ'য়ে সতত অবহিত থাকে, সে গৃহী হওয়ার পরও তিন লোক জয় করে অর্থাৎ ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়, এবং স্বশরীরে সূর্যাদির মত প্রকাশমান হ'য়ে অমরলোকে নির্মল আনন্দ উপভোগ করে।।২৩২।।

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে।। ২৩৩ ।।

অনুবাদ : মানুষ মাতৃভক্তির দ্বারা এই ভূলোক জয় করতে পারে (কারণ, পৃথিবী যেমন সকলরকম ভার সহ্য করে, মাতাও সেরকম পুত্রের সকলপ্রকার ভার সহ্য করেন); মধ্যমলোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোককে জয় করা যায় পিতৃভক্তির দ্বারা (পিতা প্রজাপতিস্বরূপ এবং প্রজাপতি মধ্যম স্থানে থেকে বর্ষণক্রিয়ার দ্বারা বৃষ্টি দান ক'রে সকল প্রজাকে অর্থাৎ প্রাণীকে পালন করেন; পিতারও কাজ সর্বতোভাবে সন্তানকে পালন করা); এইরকম গুরুশুশ্রূষার দ্বারা ব্রহ্মলোক বা আদিত্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।।২৩৩।।

সর্বে তস্যাদৃতা ধর্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।। ২৩৪ ।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি পিতা,মাতা ও আচার্যকে শুশ্রূষার দ্বারা তুষ্ট করেছে, তার পক্ষে সকল ধর্মকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে; আর যে ব্যক্তি এই তিনজনের অনাদর করে, তার শ্রৌত-স্মার্ত সকল কাজই নিষ্ফল হয়ে যায়।।২৩৪।।

যাবৎত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ।
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্যাৎ প্রিয়হিতে রতঃ।। ২৩৫ ।।

অনুবাদ : পিতা,মাতা ও আচার্য -এই তিন জন যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত (পুত্র বা শিষ্যকে) স্বতন্ত্র ভাবে অন্য কোনও ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে না, কেবল প্রতিদিন তাঁদের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রত থেকে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করবে।।২৩৫।।

তেষামনুপরোধেন পারত্র্যং যদ্ যদাচরেৎ।
তত্তন্নিবেদয়েত্তেভ্যো মনোবচনকর্মভিঃ।। ২৩৬ ।।

অনুবাদ : ঐ তিনজনের সেবা-শুশ্রূষার ব্যাঘাত না ক'রে মন,বাক্য ও কর্মের দ্বারা পরলৌকিক ফলকামনায় যা কিছু ধর্মের অনুষ্ঠান করবে, সে সবই 'আমি এই সব করেছি' এইভাবে তাঁদের কাছে নিবেদন করবে।।২৩৬।।

ত্রিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্মোঽন্য উচ্যতে।। ২৩৭ ।।

অনুবাদ ঃ এঁরা তিনজন উত্তমরূপে শুশ্রূষিত (বা আরাধিত) হলেই পুরুষের শ্রৌত-স্মার্ত সমস্ত কর্তব্য-কর্মই সমাপ্ত হয়; এটাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম (যেহেতু এটি পুরুষার্থসাধন করে); এ ছাড়া অন্যান্য অগ্নিহোত্রাদি ধর্মের কথা যা বলা হয়েছে, সেগুলি উপধর্ম (subordinate duty)। [মেধাতিথি বলেন, অগ্নিহোত্রাদি ধর্মগুলি দ্বারপালস্বরূপ; যেমন, রাজার দ্বাররক্ষী সাক্ষাৎ রাজা নয়, এগুলিও সেইরকম। এইভাবে প্রশংসা করা হ'ল। ঐ তিন জনের অবমাননা নিষেধ; তাঁদের প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠান করা ও তাঁদের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কাজ না করা উচিত]।।২৩৭।।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।। ২৩৮ ।।

অনুবাদ ঃ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শূদ্রাদিজাতীয় লোকের কাছ থেকেও গারুড়াদি বিদ্যা অর্থাৎ সর্পমন্ত্র প্রভৃতি শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করবে; অন্ত্যজ চণ্ডালাদি জাতির (যারা পূর্বজন্মে যোগাভ্যাসযুক্ত ছিল) কাছ থেকেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম (অর্থাৎ মোক্ষের উপায় আত্মজ্ঞানাদি) গ্রহণ করবে; এবং নিজের থেকে নিকৃষ্ট কুল থেকেও উত্তমা স্ত্রী বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে।।২৩৮।।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।। ২৩৯ ।।

অনুবাদ ঃ অমৃত বিষযুক্ত হলেও বিষের অপসারণ ক'রে অমৃতগ্রহণ করা কর্তব্য, বালকের কাছ থেকেও হিতজনক বচন গ্রহণীয়, অমিত্র বা শত্রুর কাছ থেকেও সচ্চরিত্রতা শিক্ষণীয়, এবং অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র আধার থেকেও সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য গ্রহণ করা যায়। (এইরকম আপৎকালে অব্রাহ্মণের নিকটেও বেদ অধ্যয়ন করা চলে)।।২৩৯।।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ।। ২৪০ ।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রী, রত্ন(মণি-মাণিক্য), বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, হিতবাক্য, এবং বিবিধ শিল্পকার্য সকলের কাছ থেকে সকলেই গ্রহণ করতে পারে।।২৪০।।

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ।। ২৪১ ।।

অনুবাদ ঃ আপৎকালে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকটেও অধ্যয়ন করতে পারবে (ক্ষত্রিয়ের কাছ থেকে এবং তার অভাবে বৈশ্যের কাছ থেকে অধ্যয়ন করা যাবে। 'অব্রাহ্মণ' পদের দ্বারা শূদ্রকে গ্রহণ করা চলবে না, কারণ, শূদ্রের নিজেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার নেই। আর নিজের অধ্যয়ন থাকলে তবেই অধ্যাপনা সম্ভব)। আর যে পর্যন্ত ঐ অব্রাহ্মণ গুরুর কাছে অধ্যয়ন করবে সেই পর্যন্ত অনুব্রজ্যারূপ শুশ্রূষা করা চলবে(অর্থাৎ পাদবন্দনা, পাদপ্রক্ষালনাদিরূপ শুশ্রূষা না ক'রে শুধুমাত্র গুরুর অনুগমনরূপ শুশ্রূষা করবে); পরে কৃতবিদ্য হ'লে ঐ শিষ্য তার অব্রাহ্মণ অধ্যাপকের গুরু হবে।।২৪১।।

নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ।
ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙ্ক্ষন্ গতিমনুত্তমাম্।। ২৪২ ।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রহ্মচারী অনুত্তমা গতি কামনা করে অর্থাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ মোক্ষ আকাঙ্খা করে, তার পক্ষে ব্রাহ্মণেতর গুরুর কাছে আত্যন্তিক বাস অর্থাৎ 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' হ'য়ে থাকা বা যাবজ্জীবন বাস করা চলবে না; আবার যে ব্রাহ্মণ অননূচান (অর্থাৎ তাঁর যদি অন্নসংস্থান বা বাসসংস্থান না থাকে এবং তিনি যদি বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থব্যাখ্যাপরায়ণ না হন), তিনি যদি গুরু হন, তার নিকটেও আত্যন্তিক বাস করা চলেবে না।।২৪২।।

যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ।। ২৪৩ ।।

অনুবাদ ঃ যদি গুরুকুলে আত্যন্তিক বাস অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে যতদিন না শরীরের বিমোক্ষণ বা পতন হয় অর্থাৎ যতদিন শরীর ধারণ করবে ততদিন পর্যন্ত তৎপরায়ণ হয়ে গুরুর সেবা করবে।।২৪৩।।

আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুম্।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্।। ২৪৪ ।।

অনুবাদ ঃ দেহত্যাগকাল পর্যন্ত যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-শিষ্য গুরুর সেবাশুশ্রূষাদি ক'রে থাকে, সে ক্লেশশূন্য অর্থাৎ সরল মার্গ দিয়ে অবিনশ্বর ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার বা ব্রহ্মের স্থান) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়। (এইরকম ব্রহ্মচারী আর 'সংসার' প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তার জন্মমরণমূলক গমনাগমন আর থাকে না; আর সে যে সরলমার্গে ব্রহ্মলোকে যায়, তার ফলে তাকে তির্যক্, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রে গত্যন্তর-দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হতে হয় না)।।২৪৪।।

ন পূর্বং গুরবে কিঞ্চিদুপকুর্বীত ধর্মবিৎ।
স্নাস্যংস্তু গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুর্বর্থমাহরেৎ।। ২৪৫ ।।

অনুবাদ ঃ ধর্মজ্ঞ শিষ্য গুরুগৃহ থেকে সমাবর্তনের আগে (অর্থাৎ ব্রতের অবসানে গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তনের আগে) গো-বস্ত্রাদিদানরূপ গুরুর কোনও উপকার সাধন করবে না; যখন গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতসমাপন-স্নান করবে তখন গুরুকে যথাশক্তি ক্ষেত্র-হিরণ্যাদি তাঁর যা কাম্য তা উপহার প্রদান করবে।।২৪৫।।

ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমাসনম্।
ধান্যং শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ।। ২৪৬ ।।

অনুবাদ ঃ শিষ্য তার শক্তি অনুসারে ভূমি, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র (ছাতা), উপানহ (চামড়ার জুতা), আসন, ধান, শাক ও পরিধেয়বস্ত্র গুরুকে উপহার দিয়ে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করবে; (অন্য কিছু দান সম্ভব না হ'লেও ছাতা ও পাদুকা অবশ্যই গুরুকে দিতে হবে)।।২৪৬।।

আচার্যে তু খলু প্রেতে গুরুপুত্রে গুণান্বিতে।
গুরুদারে সপিণ্ডে বা গুরুবদ্ বৃত্তিমাচরেৎ।। ২৪৭ ।।

অনুবাদ ঃ আচার্য পরলোকগত হ'লে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিদ্যাদিগুণযুক্ত গুরুপুত্রকে বা গুরুপত্নীকে অথবা গুরুর সপিণ্ডধারী পিতৃব্যপ্রভৃতিকে পর্যায়ক্রমে গুরুর মতো শুশ্রূষা করবে (অর্থাৎ এঁদের কাছে বাস করবে এবং এঁদের প্রতি গুরুর মতো আচরণ করবে; ভৈক্ষ্য-নিবেদন প্রভৃতি যে সব বিধান আছে সেগুলি পালন করবে)।।২৪৭।।

এতেষ্ববিদ্যমানেষু স্থানাসনবিহারবান্।
প্রযুঞ্জানোঽগ্নিশুশ্রূষাং সাধয়েদ্দেহমাত্মনঃ।। ২৪৮ ।।

অনুবাদ : এঁদের তিনজনেরও অবর্তমানে ব্রহ্মচারী আচার্যের অগ্নিশালায় স্থানাসনবিহারবান্ হ'য়ে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে, উপবেশন ক'রে বা বিহরণ করতে করতে অগ্নিশুশ্রূষা করবে অর্থাৎ সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধ্‌কাঠের দ্বারা হোম ক'রে গুরুর অগ্নির পরিচর্যা করবে এবং তার দ্বারা দেহক্ষেপ করবে অর্থাৎ নিজের দেহকে ব্রহ্মলাভের যোগ্য করে তুলবে।।২৪৮।।

এবঞ্চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্যমবিপ্লুতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ।। ২৪৯ ।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ এই ভাবে আজীবন অস্খলিত ব্রহ্মচর্যপালন করে, সে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে, এবং পুনরায় এই জগতে প্রত্যাবর্তন করে না।।২৪৯।।

ইতি বারেন্দ্র নন্দনবাসীয় ভট্টদিবাকরাত্মজ-শ্রীকুল্লূকভট্টকৃতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং মনুবৃত্তৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ — (উপকুর্বাণ) ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বা গুরুর গৃহে বাস করতে করতে ছত্রিশ বৎসর ধ'রে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদ-অধ্যয়নরূপ ব্রতাচরণ ('ব্রত' শব্দের অর্থ—'ব্রহ্মচারীর ধর্ম অর্থাৎ পালনীয় নিয়মের সমষ্টি') করবে (অর্থাৎ প্রতি বেদের জন্য ১২ বৎসর সময় ব্যয় করতে হবে); অথবা তার অর্দ্ধেক (১৮ বৎসর) সময় ধ'রে বেদত্রয় অধ্যয়ন করবে (অর্থাৎ প্রত্যেক বেদ্‌শাখা ছয় ছয় বৎসর ধ'রে অধ্যয়ন করবেন); অথবা **পাদিক** বা চতুর্থাংশকাল যাবৎ অর্থাৎ নয় বৎসর ধ'রে বেদত্রয় অধ্যয়ন করবে [এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক বেদশাখা তিন-তিন বৎসর ধ'রে অধ্যয়ন করবে অথবা, যে পরিমাণকালে বেদত্রয় অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না হয়, ততকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি ক'রে ব্রত পালন করবে অর্থাৎ অধ্যয়ন করবে]।।১।।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।। ২।।

অনুবাদ ঃ স্নাতক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যব্রতে অবিচ্যুত থেকে (অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতির দ্বারা স্বধর্মের ব্যাঘাত না ক'রে) যথাক্রমে অর্থাৎ পাঠগ্রহণের ক্রমানুসারে (যেমন—৬৪ মন্ত্রভাগ, তারপর ব্রাহ্মণভাগ, তারপর পিতৃপিতামহাদিবংশপ্রবন্ধের উপক্রম অর্থাৎ বংশ-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ক্রমে) স্ববেদাতিরিক্ত তিনটি বেদশাখা বা দুটি বেদশাখা বা একটি বেদশাখা অধ্যয়ন ক'রে (কৃতদার হ'য়ে) গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করবে।।২।।

তং প্রতীতং স্বধর্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা।। ৩।।

অনুবাদ ঃ সেই নিজস্ব (ব্রহ্মচর্যরূপ) ধর্মে যে পুত্র খ্যাতি লাভ করেছে (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের শিক্ষায় ও ব্রতে যে ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয়ে ব্রতস্নানপূর্বক স্নাতক হয়েছে), এবং পিতার কাছ থেকে ব্রহ্ম (বেদ) ও দায় (ধন) লাভ করার অধিকারী যে পুত্র, তাকে মাল্যদ্বারা অলঙ্কৃত ক'রে, এবং উৎকৃষ্ট শয্যায় (বা মহামূল্য পালঙ্কে বা উচ্চাসনে) উপবেশন করিয়ে প্রথমে (অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে) গোসাধন-মধুপর্কের দ্বারা পিতা বা তাঁর অভাবে আচার্য তাকে সম্মানিত করবেন।।৩।।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।। ৪।।

অনুবাদ ঃ গুরুর অনুমতি লাভ ক'রে ব্রতস্নান নামক (গৃহ্যসূত্রে নির্দিষ্ট ব্রহ্মচারীর পালনীয় এবং ব্রহ্মচারিধর্মের সমাপ্তিকালের সূচক) সংস্কারবিশেষ ক'রে যথাবিধি সমাবর্তনের পর দ্বিজ ব্রহ্মচারী সুলক্ষণসম্পন্না সজাতীয় ভার্যাকে বিবাহ করবে।।৪।।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে ।। ৫।।

অনুবাদ ঃ যে নারী মাতার সপিণ্ড না হয় (অর্থাৎ সাতপুরুষ পর্যন্ত মাতামহবংশজাত না হয় এবং মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত সগোত্রা না হয়) এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় (অর্থাৎ পিতৃস্বসাদিব সন্তান সম্ভব সম্বন্ধ না হয়) এমন স্ত্রী-ই (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) দ্বিজাতিদের পক্ষে ভার্যাত্বসম্পাদক বিবাহব্যাপারে এবং দাম্পত্যমিলনের দ্বারা পুত্রোৎপাদনাদি কাজে বিধেয়।।৫।।

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ।। ৬।।

অনুবাদ ঃ বক্ষ্যমাণ দশটি কুল (বংশ বা পরিবার; family)গোরু, অজ (ছাগল), অবি (ভেড়া) প্রভৃতি পশু এবং ধন ও ধান্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী (অর্থাৎ সম্পৎশালী) হ'লেও স্ত্রীসম্বন্ধ-(স্ত্রীপ্রাপ্তির জন্য যে সম্বন্ধ তাই 'স্ত্রীসম্বন্ধ' অর্থাৎ বিবাহ)-ব্যাপারে সেগুলি বর্জনীয়।।৬।।

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ।। ৭।।

অনুবাদ ঃ (এই কুলগুলি হ'ল—) যে বংশ ক্রিয়াহীন (অর্থাৎ যে বংশের লোকেরা জাতকর্মাদি সংস্কার এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি নিত্যক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করে না), যে বংশে পুরুষ সন্তান জন্মায় না (অর্থাৎ কেবল স্ত্রীসন্তানই প্রসূত হয়), যে বংশ নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নরহিত, যে বংশের লোকেরা লোমশ (অর্থাৎ যাদের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে বড় বড় লোম দেখা যায়) , যে বংশের লোকেরা অর্শ অর্থাৎ মলদ্বারাশ্রিত রোগ বিশেষের দ্বারা আক্রান্ত ("রোমশার্শসম্"—এখানে সমাহারদ্বন্দ্ব হ'য়ে একবচন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে দুইটি বংশকে বোঝানো হয়েছে), যে বংশের লোকেরা ক্ষয়রোগ (রাজযক্ষ্মা; pthisis)-গ্রস্ত, যে বংশের লোকেরা 'আময়াবী' (আমাশয়রোগক্রান্ত; বা, মন্দাগ্নি = ভুক্ত দ্রব্য যাদের ঠিকমতো পরিপাক হয় না); যে বংশের লোকেদের 'অপস্মার' রোগ (যে রোগ স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৈকল্য ঘটায়; epilepsy) আছে, যে বংশের লোকদের শ্বেতরোগ (white leprosy) আছে এবং যারা কুষ্ঠরোগদ্বারা আক্রান্ত। এই দশটি বংশের কন্যাকে বিবাহ করা চলবে না। (এই সব বংশে বিবাহ করলে বিবাহোত্তরকালে উৎপন্ন সন্তানও সেই সেই রোগাক্রান্ত হতে পারে)।।৭।।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।। ৮।।

অনুবাদ ঃ কপিলা কন্যাকে (যার কেশসমূহ তামাটে, কিংবা কনকবর্ণ) বিবাহ করবে না; যে কন্যার অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ আছে (যেমন, হাতে বা পায়ে ছয়টি আঙুল আছে) , যে নারী নানা রোগগ্রস্তা বা চিররোগিণী বা দুষ্প্রতিকার্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত, যে কেশশূন্যা (অথবা যে নারীর বাহুমূলে ও জঙ্ঘামূলে মোটেই লোম নেই, সে 'অলোমিকা'), যার শরীরে লোমের অধিক্য দেখা যায়, যে নারী বাচাল (অর্থাৎ অতিপ্রগল্‌ভা; অর্থাৎ যেখানে খুব কম কথা বলা উচিত, সেখানে যে বেশী কর্কশ কথা বলে) এবং যে নারীর চোখ পিঙ্গলবর্ণের (has brownish eyes)—এই সমস্ত নারীকে বিবাহ করবে না।।৮।।

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্।। ৯।।

অনুবাদ ঃ ঋক্ষ অর্থাৎ নক্ষত্রবাচক-নাম যুক্তা (যথা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি), বৃক্ষবাচক নাম যুক্তা (যথা, শিংশপা, আমলকী প্রভৃতি), নদী বাচক শব্দ যার নাম (যথা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি) ; 'অন্ত্যনামিকা' অর্থাৎ অন্ত্যজজাতিবোধক নামযুক্তা (যথা, বর্বরী, শবরী প্রভৃতি), (বিন্ধ্যা, মলয়া প্রভৃতি—) পর্বতবাচক নামযুক্তা, (শুকী, সারিকা প্রভৃতি) পক্ষিবাচক নামযুক্তা, (ব্যালী, ভুজঙ্গী প্রভৃতি—) সাপবোধক নামযুক্তা, (দাসী, চেটী প্রভৃতি—) ভৃত্যবাচক নামযুক্তা কন্যাকে, এবং (ডাকিনী, রাক্ষসী প্রভৃতি—) ভয়বোধক যাদের নাম এমন কন্যাকে বিবাহ করবে না।।৯।।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্।। ১০।।

অনুবাদ ঃ যে নারীর কোন অঙ্গ বৈকল্য নেই (অর্থাৎ অবয়বসংস্থানের পরিপূর্ণতা বর্তমান,) যার নামটি সৌম্য অর্থাৎ মধুর (অর্থাৎ যে নামটি সুখে বা বিনাকষ্টে উচ্চারণ করা যায়), যার গতি-ভঙ্গী হংস বা হস্তীর মতো (অর্থাৎ বিলাসযুক্ত ও মন্থরগমনযুক্তা), যার লোম, কেশ ও দন্ত নাতিদীর্ঘ, এবং যার অঙ্গসমূহ মৃদু অর্থাৎ সুখস্পর্শ (অর্থাৎ যে নারী কোমলাঙ্গী), এইরকম নারীকেই বিবাহ করবে। [এই শ্লোকে 'কন্যা' শব্দটি সেইরকম স্ত্রীলোক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে যে নারী পুরুষ-সম্পাদিত সম্ভোগ উপভোগ করে নি]।।১০।।

যস্যাস্তু ন ভবেদ্‌ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা (বৈ) পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্মশঙ্কয়া।। ১১।।

অনুবাদ ঃ যে কন্যার কোনও ভ্রাতা নেই, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই কন্যাকে 'পুত্রিকা' হওয়ার আশঙ্কায় ['ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে পিতা ইচ্ছা করলে পুত্রের মত বিবেচনা করতে পারতেন; এইরকম কন্যাকে 'পুত্রিকা' বলা হত'। 'ভ্রাতৃহীনা কন্যার কোনও পুত্র হ'লে সে নিজে পুত্রস্থানীয় হ'য়ে সপিণ্ডনাদি কাজ সম্পন্ন করবে'—অপুত্রক পিতার এইরকম অভিসন্ধি থাকলে সেই কন্যাকে 'পুত্রিকা' বলা হত।] অথবা যে কন্যার পিতা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না তাকে জারজ বা মদ্যপব্যক্তির দ্বারা জাত সম্ভাবনায় অধর্ম হওয়ার ভয়ে বিবাহ করবে না। [অতএব, পুত্রিকাশঙ্কায় ভ্রাতৃহীনা কন্যা অবিবাহ্যা এবং যার পিতৃসম্বন্ধ অজ্ঞাত-জারজত্ব সম্ভাবনায় এইরকম কন্যা অধর্মাশঙ্কায় অবিবাহ্যা]।।১১।।

সবর্ণাঽগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।। ১২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-এই দ্বিজাতিগণের দারপরিগ্রহব্যাপারে সর্বপ্রথমে (অর্থাৎ অন্য নারীকে বিবাহ করার আগে) সমানজাতীয়া কন্যাকেই বিবাহ করা প্রশস্ত। কিন্তু কামনাপরায়ণ হয়ে' পুনরায় বিবাহে প্রবৃত্ত হ'লে [অর্থাৎ সবর্ণাকে বিবাহ করা হ'য়ে গেলে তার উপর যদি কোনও কারণে প্রীতি না জন্মে অথবা পুত্রের উৎপাদনের জন্য ব্যাপার নিষ্পন্ন না হ'লে যদি কাম-প্রযুক্ত অন্যস্ত্রী-অভিলাষ জন্মায় তাহ'লে] দ্বিজাতির পক্ষে বক্ষ্যমাণ নারীরা প্রশস্ত হবে।।১২।।

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ।। ১৩।।

অনুবাদ : — একমাত্র শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভার্যা হবে; বৈশ্য সজাতীয়া বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করতে পারে (স্বা = বৈশ্যকন্যা); ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে; আর ব্রাহ্মণের পক্ষে সবর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে। [এখানে 'অনুলোম' বিবাহের প্রসঙ্গ দেখা যায়। উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে নীচবর্ণের কন্যার বিবাহকে **অনুলোম বিবাহ** বলে। এর বিপরীত বিবাহের নাম **প্রতিলোম বিবাহ**। প্রতিলোম বিবাহ সকল স্মৃতিকারদের দ্বারাই নিন্দিত। মনু মনে করেন, প্রথমে সজাতীয়া কন্যার সাথে বিবাহই প্রশস্ত। পুনর্বিবাহের ইচ্ছা হ'লে অনুলোম-বিবাহের সমর্থন দেওয়া হয়েছে।]।।১৩।।

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্যোপদিশ্যতে।। ১৪।।

অনুবাদ : ইতিহাস-উপাখ্যানাদি কোনও বৃত্তান্তে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিপৎকাল উপস্থিত হ'লেও শূদ্রা ভার্যা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয় নি। [ঠিক আগে এরকম অনুলোম বিবাহের বিধি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখানে তার নিষেধ করা হচ্ছে। অতএব এখানে বিধি ও নিষেধ তুল্য বলবান হওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রহণীয়। "পূর্বত্রানুজ্ঞাতাঽনেন প্রতিষিদ্ধা, অতো বিকল্পঃ"।—মেধাতিথি]।।১৪।।

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্।। ১৫।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিরা যদি মোহবশতঃ (ধনলাভজনিত অবিবেকবশতই হোক্ অথবা কামপ্রেরিত হয়েই হোক্) হীনজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহ'লে তাঁদের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রপৌত্রাদির সাথে নিজ নিজ বংশ শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।।১৫।।

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ।। ১৬।।

অনুবাদ : শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন,—এটি অত্রি এবং উতথ্যতনয় গৌতম মুনির মত। (যে ব্যক্তি শূদ্রাকে 'বেদন' করে অর্থাৎ বিবাহ করে সে শূদ্রাবেদী)। শৌনকের মতে, শূদ্রা নারীকে বিবাহ ক'রে তাতে সন্তানোৎপাদন করলে ব্রাহ্মণাদি পতিত হয়। ভৃগু বলেন, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হ'লে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি পতিত হয়। [মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের মতে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর ক্ষেত্রেই এই পাতিত্য বুঝতে হবে। কুল্লুকের মতে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনজাতির শূদ্রা স্ত্রী সম্বন্ধেই এই পাতিত্য হবে]।।১৬।।

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।। ১৭।।

অনুবাদ : সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না ক'রে শূদ্রা নারীকে প্রথমে বিবাহ ক'রে নিজ শয্যায় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অধোগতি (নরক) প্রাপ্ত হন; আবার সেই স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন [অতএব সমানজাতীয়া নারী বিবাহ না ক'রে দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করলেও তাতে সন্তান উৎপাদন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়]।।১৭।।

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি।। ১৮।।

অনুবাদ : শূদ্রা ভার্যা গ্রহণের পর যদি ব্রাহ্মণের **দৈবকর্ম** (যথা, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ প্রভৃতি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণভোজনাদি হয়, তা), **পিত্র্যকর্ম** (পিতৃপুরুষের প্রতি করণীয় কর্ম, যথা, শ্রাদ্ধ, উদক-তর্পণ প্রভৃতি) এবং **আতিথেয় কর্ম** (যেমন, অতিথির পরিচর্যা, অতিথিকে ভোজন দান প্রভৃতি) প্রভৃতিতে শূদ্রা ভার্যার প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ঐ কর্মগুলি যদি শূদ্রা স্ত্রীকর্তৃক বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহলে সেই দ্রব্য পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ ঐ সব দেবকর্মাদির ফলে স্বর্গেও যান না (অর্থাৎ সেই সব কর্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হয়।।১৮।।

বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে।। ১৯।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ বৃষলীফেন অর্থাৎ শূদ্রার অধর-রস পান করেছে এবং এক শয্যায় শয়ন ক'রে তার নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছে, এবং তাতে (শূদ্রাতে) সন্তান উৎপাদন করেছে (অর্থাৎ ঋতুকালে শূদ্রাগমন করেছে), সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের কোনও বিধান নেই।।১৯।।

চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধত।। ২০।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের ইহলোকে ও পরলোকে ভার্যালাভের উপায়স্বরূপ আটপ্রকার বিবাহের পরিচয় সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। আপনারা শ্রবণ করুন। [স্ত্রীর সংস্কারের জন্য যে বিবাহ তার নাম স্ত্রী-বিবাহ। 'বিবাহ' পদার্থটি কি, সে বিষয়ে মেধাতিথি বলেন—ব্রাহ্ম, প্রাজপত্য প্রভৃতি উপায়ে যে কন্যা লাভ করা যায় তাকে 'ভার্যা' করার জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ যে সংস্কার অনুষ্ঠান করা হয় তার নাম 'বিবাহ'। 'সপ্তর্ষিদর্শনরূপ' অনুষ্ঠান এর শেষে থাকে। 'পাণিগ্রহণ' এই বিবাহের লক্ষণস্বরূপ অর্থাৎ পাণিগ্রহণ বিবাহের পরিচায়ক।—"স্ত্রীসংস্কারার্থা বিবাহা ইতি স্ত্রীবিবাহাঃ।। কঃ পুনরয়ং বিবাহো নাম? উপায়তঃ প্রাপ্তায়াঃ কন্যায়াঃ দারকরণার্থঃ সংস্কারঃ সেতিকর্তব্যতাঙ্গঃ সপ্তর্ষিদর্শনপর্যন্ত পাণিগ্রহণলক্ষণঃ।"—মেধাতিথি।]।।২০।।

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।। ২১।।

অনুবাদ : ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট (নিন্দিত) পৈশাচ,—বিবাহ এই আটরকমের।।২১।।

যো যস্য ধর্ম্যো বর্ণস্য গুণদোষৌ চ যস্য যৌ।
তদ্বঃ সর্বং প্রবক্ষ্যামি প্রসবে চ গুণাগুণান্।। ২২।।

অনুবাদ : যে বর্ণের পক্ষে যে রকম বিবাহ ধর্মসঙ্গত (শাস্ত্রবিহিত), আর যে বিবাহের যে গুণ (অর্থাৎ ইষ্টফল) অথবা যে দোষ (অর্থাৎ অনিষ্টফল), সেগুলি, এবং যে প্রকার বিবাহ থেকে সুতোৎপত্তিতে যে সব দোষ ও গুণ জন্মে, সে সমস্ত বিষয়ই আমি আপনাদের বলছি। [এখানে বক্তব্য—যে ব্যক্তি বিবাহকর্তা, তারই স্বর্গ-নরকাদি গুণ ও দোষ হয়। বিবাহের প্রয়োজন প্রধানতঃ স্বর্গ ও নরক। সুতরাং উপরি উক্ত বিবাহগুলি স্বর্গ-নরকাদিপ্রাপ্তিরূপ

ফলজনক।]।।২২।।

ষড়ানুপূর্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্যানরাক্ষসান্।। ২৩।।

অনুবাদ : (প্রথম থেকে) ক্রমানুসারে ছয় প্রকার বিবাহ (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব) ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মজনক (অতএব বিহিত); শেষ দিকের চারটি বিবাহ (আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত, এবং রাক্ষস ভিন্ন শেষের বাকী তিনটি বিবাহ (আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ) বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে বিহিত ব'লে জানবে।।২৩।।

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।। ২৪।।

অনুবাদ : তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে (ঐ ছয় প্রকার বিবাহের মধ্যে আবার) প্রথম চারটি প্রশস্ত (অতএব, আসুর ও গান্ধর্ব বিবাহের নিষেধ করা হচ্ছে); এইরকম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র রাক্ষস-বিবাহ প্রশস্ত; আর বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবলমাত্র আসুর বিবাহটি প্রশস্ত। [উপরিউক্ত আটটি বিবাহের মধ্যে যেগুলি আগে বিহিত হয়েছে এবং এখন নিষিদ্ধ হচ্ছে, যেগুলির বিকল্প হবে। অর্থাৎ যে বিবাহটি প্রশস্তরূপে বর্ণিত হয়েছে, সেটি যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে বিবাহে অপ্রশস্ত প্রবৃত্তি হওয়া দোষের নয়।]।।২৪।।

পঞ্চানাস্তু ত্রয়ো ধর্ম্যা দ্বাবধর্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন।। ২৫।।

অনুবাদ : এই মানবশাস্ত্র মতে, প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব ও রাক্ষস—এই তিন প্রকার বিবাহ সকল বর্ণের পক্ষেই ধর্মসঙ্গত; অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর সকল বর্ণের পক্ষে সকল সময়েই অকর্তব্য। [এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণের আসুর বিবাহ একবার বিহিত ও একবার নিষিদ্ধ হ'ল। ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের আসুর ও পৈশাচ বিহিত ও নিষিদ্ধ হ'ল, এবং বৈশ্য ও শূদ্রের রাক্ষসবিবাহ বিহিত হ'ল। এখানে এটাই তাৎপর্য, যে বর্ণের যে বিবাহ বিহিত ও নিষিদ্ধ, তার পক্ষে বিহিতের অসম্ভব হ'লে নিষিদ্ধ বিবাহও কর্তব্য হবে।]।।২৫।।

পৃথক্ পৃথগ্বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্বচোদিতৌ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।। ২৬।।

অনুবাদ : ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পূর্ববিহিত গান্ধর্ব ও রাক্ষস এই দুটি বিবাহ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবেই হোক্ বা মিশ্রিত ভাবেই সম্পন্ন হোক্ [যে ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মধ্যে অনুরাগ আছে এবং পুরুষ যুদ্ধাদির দ্বারা কন্যাকে জয় ক'রে যদি বিবাহ করে, তবে তাকে মিশ্রিত গান্ধর্ব-রাক্ষস-বিবাহ বলা হয়], তা ধর্মসঙ্গত—এ ব্যাপার স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।।২৬।।

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ।। ২৭।।

অনুবাদ : (ব্রাহ্মবিবাহের স্বরূপ —) শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন পাত্রকে (কন্যার পিতা) স্বয়ং আহ্বান ক'রে (অর্থাৎ বরের দ্বারা ঐ পিতা প্রার্থিত না হ'য়ে) নিজের কাছে আনিয়ে বর ও কন্যাকে (দেশ অনুসারে যথাসম্ভব যথাযোগ্য) বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে এবং অলঙ্কারাদির দ্বারা অর্চনা ক'রে (অর্থাৎ বিশেষ প্রীতি ও বিশেষ সমাদর দেখিয়ে) ঐ বরের হাতে কন্যাকে

যে সম্প্রদান করা হয়, তাকে ব্রাহ্মবিবাহরূপ ধর্মব্যবস্থা বলা হয়। [ব্রাহ্মবিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট; এই বিবাহে যে কন্যাদান করা হয়,তাতে কোনও সর্ত বা স্বার্থ থাকে না]।।২৭।।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে।।২৮।।

অনুবাদ : (দৈববিবাহের স্বরূপ—) জ্যোতিষ্টোমাদি বিস্তৃত যজ্ঞ আরম্ভ হ'লে সেই যজ্ঞে পুরোহিতরূপে যজ্ঞকার্যনিষ্পাদনকারী ঋত্বিক্-কে যদি সালঙ্কারা কন্যা দান করা হয়, তাহ'লে এইরকম বিবাহকে মুনিগণ দৈব নামক শাস্ত্রবিহিত বিবাহ ব'লে থাকেন। [ব্রাহ্মবিবাহে নিঃসর্তভাবে কন্যাদান করা হয়। দৈববিবাহে কন্যাদান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত ঋত্বিকের কাছ থেকে পুণ্যফল লাভের সম্ভাবনা থাকায় এই কন্যাদানটিকে একেবারে শুদ্ধদানের পর্যায়ে ফেলা যায় না।]।।২৮।।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে।।২৯।।

অনুবাদ : (আর্ষ-বিবাহের স্বরূপ—) ধর্মশাস্ত্রের বিধান-অনুসারে বরের কাছ থেকে এক জোড়া, বা দুই জোড়া গোমিথুন (অর্থাৎ একটি গাভী ও একটি বলদ) গ্রহণ ক'রে ঐ বরকে যথাবিধি কন্যাসম্প্রদান, ধর্মানুসারে আর্ষ-বিবাহ নামে অভিহিত হয়। ['ধর্মতঃ' কথাটি বলবার তাৎপর্য এই যে বরের কাছ থেকে গোমিথুন-দানগ্রহণ একটি ধর্মীয় ব্যাপার। কেউ কেউ মনে করেন, শুল্ক নিয়ে কন্যাদান প্রথার এটি একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ। মেধাতিথি বলেন—বরের কাছ থেকে গোরু দুটি কন্যার বিনিময় মূল্যস্বরূপ নয়। কাজেই এখানে কন্যা-বিক্রয় করা হচ্ছে এমন মনে করা উচিত নয়। কারণ, এখানে অল্পই হোক্, বা বেশীই হোক্, কোনও ঋণপরিশোধের ব্যাপার নেই]।।২৯।।

সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।।৩০।।

অনুবাদ : (প্রাজাপত্য-বিবাহের-স্বরূপ)-'তোমরা দুইজনে মিলে একসঙ্গে গার্হস্থ্যধর্মের ['ধর্ম' শব্দটি এখানে উপলক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'ধর্ম' বলতে —ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিকেই বুঝতে হবে] অনুষ্ঠান কর'—বরের সাথে এইরকম চুক্তি ক'রে এবং তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিরূপে স্বীকৃতি আদায় ক'রে, অলঙ্কারাদির দ্বারা বরকে অর্চনাপূর্বক কন্যাম্প্রদান, প্রাজাপত্যবিবাহ নামে স্মৃতিমধ্যে অভিহিত হয়েছে। [সম্ভবতঃ এই বিবাহে বর নিজে থেকে প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হন। প্রাজ্যপত্যবিবাহ যে কন্যাদান করা হয়, সে দান শুদ্ধ নয়, কারণ এখানে দানের সর্ত আরোপ করা হয়।]।।৩০।।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে।।৩১।।

অনুবাদ : (আসুরবিবাহের স্বরূপ—) কন্যার পিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী (কিন্তু শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে নয়) এবং যথাশক্তি অর্থ দিয়ে এবং কন্যাটিকেও স্ত্রীধন দিয়ে যে কন্যার 'আ-প্রদান' অর্থাৎ কন্যাগ্রহণ করা হয়, তা আসুরবিবাহ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। [আসুর-বিবাহের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এখানে অর্থের জোরে কন্যা ক্রয় করা হয় এবং এটি ধর্মানুমোদিত নয়। এই বিবাহে স্বেচ্ছানুসারে ধন দিয়ে কন্যা গ্রহণ করা হয়,

কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নয়। এখানেই আর্ষ-বিবাহ থেকে আসুর-বিবাহের পার্থক্য। আর্ষবিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রই এইরকম নির্দেশ করে দিয়েছে যে, এক জোড়া গরু দিয়ে কন্যা গ্রহণ করবে। কিন্তু আসুর বিবাহে ইচ্ছামত শুল্ক দিয়ে কন্যা সংগ্রহ করা হয়, এখানে বর কন্যার রূপ ও গুণে আকৃষ্ট হয়ে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে অনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে গ্রহণ করে। আর্ষবিবাহে যেমন গোমিথুন নির্দিষ্ট করা হয়, আসুর বিবাহে তেমন হবে না। এখানে মূল্যস্বরূপ যা দেওয়া হবে, তা নির্ভর করে বরের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও প্রয়োজনের উপর]।।৩১।।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।।৩২।।

অনুবাদ ঃ (গান্ধর্ববিবাহের স্বরূপ—) কন্যা ও বর উভয়ের ইচ্ছাবশতঃ (অর্থাৎ প্রেম বা অনুরাগবশতঃ) যে পরস্পর সংযোগ (কোনও একটি জায়গায় সঙ্গমন বা মিলন) তা '**গান্ধর্ব-বিবাহ**'; এই বিবাহ মৈথুনার্থক অর্থাৎ পরস্পরের মিলন বাসনা থেকে সম্ভূত এবং কামই তার প্রযোজক বা কারণস্বরূপ।।৩৩।

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ (রাক্ষস-বিবাহের স্বরূপ-) বাধাপ্রদানকারী কন্যাপক্ষীয়গণকে নিহত ক'রে ['হত্বা'র অর্থ লাঠি, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে আঘাত ক'রে। খড়্গাদির দ্বারা অঙ্গ, -] প্রত্যঙ্গ ছেদন ক'রে এবং গৃহ প্রাচীর প্রভৃতি ভেদ ক'রে, যদি কেউ চীৎকারপরায়ণা ['আমি সহায়শূন্য হয়ে অপহৃত হচ্ছি, আমায় রক্ষা করুন' এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকাররতা] ও ক্রন্দনরতা কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে, তবে একে **রাক্ষস-বিবাহ** বলা হয়।।৩৩।।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ (পৈশাচবিবাহের -স্বরূপ) নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানের ফলে বিহ্বলা, বা রোগাদির দ্বারা উন্মত্তা কন্যার সাথে যদি গোপনে (বা প্রকাশ্যে) সম্ভোগ করা হয়, তাহ'লে তা পৈশাচ বিবাহ নামে অভিহিত হবে; আটরকমের বিবাহের মধ্যে এই অষ্টম বিবাহটি পাপজনক ও সকল বিবাহ থেকে নিকৃষ্ট (এই বিবাহ থেকে ধর্মাপত্য জন্মে না)। [পিশাচেরা গোপনে বা প্রকাশ্যে নিন্দনীয় কাজ ক'রে থাকে। বোধ হয় সেই কারণেই পৈশাচবিবাহে মিথ্যা বা ছল আশ্রয় ক'রে গোপনে কন্যা সংগ্রহ করা হয়। এই কারণে এই বিবাহ খুবই নিন্দিত। টীকাকারদের অভিমত এই যে, পরে হোমসংস্কারের দ্বারা ঐ নিন্দনীয় সকল বিবাহেরই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।]।।৩৪।।

অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে।
ইতরেষাং তু বর্ণানামিতরেতরকাম্যয়া।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের পক্ষে জলদান পূর্বক (অর্থাৎ জলের ছিটা দিয়ে) বিবাহার্থ কন্যাদান প্রশস্ত। ব্রাহ্মণভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি অন্য বর্ণসমূহের পক্ষে কিন্তু পরস্পর অনুরাগ অনুসারে (জলবিহীন) কেবল বাক্যের দ্বারাই কন্যা-দান বিধেয় [ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের অন্তর্গত বর ও কন্যা—এই উভয়ের ইচ্ছা হ'লেই কন্যাদান করা হবে]।।৩৫।

যো যস্যৈষাং বিবাহানাং মনুনা কীর্তিতো গুণঃ।
সর্বং শৃণুত তং বিপ্রাঃ সম্যক্ কীর্তয়তো মম।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ হে বিপ্রগণ! পূর্বোক্ত আটরকমের বিবাহের মধ্যে যে বিবাহের যে গুণাগুণ মনুর দ্বারা কথিত হয়েছে, আমি সেই সবগুলি সম্যক্ ভাবে বর্ণনা করছি, আমার কাছ থেকে সেই গুণসমূহ আপনারা শ্রবণ করুণ।।৩৬।।

দশ পূর্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃন্মোচয়ত্যেনসঃ পিতৃন্।। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান যদি সুকৃতশালী (পুণ্যকারী) হয়, তাহ'লে পিতৃ-পিতামহাদি দশ উর্দ্ধতন পুরুষ এবং পুত্র-পৌত্রাদি অধস্তন দশ পুরুষ এবং একুশতম পুরুষ নিজেকে অর্থাৎ বংশের মোট একুশ পুরুষকে সে পাপ থেকে মুক্ত করে [পরবর্তী দশ পুরুষকে পাপমুক্ত করে—এই কথার তাৎপর্য এই যে, সেই বংশে পরবর্তী দশপুরুষ পাপশূন্য হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে]।।৩৭।।

দৈবোঢ়াজঃ সুতশ্চৈব সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
আর্ষোঢ়াজঃ সুতস্ত্রীংস্ত্রীন্ ষট্ ষট্ কায়োঢ়জঃ সুতঃ।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ দৈববিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত (সদনুষ্ঠানশীল) সন্তান পিত্রাদি সাত পূর্বপুরুষ এবং পুত্রাদি সাত উত্তরপুরুষ (এবং স্বয়ং নিজে)—এই পঞ্চদশ পুরুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে; আর্য-বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর (সুকৃতশালী) সন্তান তিন পূর্বপুরুষ এবং তিন উত্তরপুরুষ (এবং স্বয়ং নিজে)—এই সাত পুরুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে; এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত (পুণ্যকারী) সন্তান পিত্রাদি ছয় পূর্ব-পুরুষ এবং পুত্রাদি ছয় উত্তর পুরুষ (এবং নিজেকে) অর্থাৎ এই ত্রয়োদশপুরুষকে পাপ থেকে মুক্ত করেন।।৩৮।।

ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহের মধ্যে পর্যায়ক্রমে চারপ্রকার বিবাহে (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্যবিবাহে) যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তারা বেদজ্ঞান লাভ করায় ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হয় এবং সজ্জন ব্যক্তিদের প্রিয় হয়।।৩৯।।

রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্যাপ্তভোগা ধর্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ।। ৪০।।

অনুবাদ ঃঐ সব পুত্রেরা রূপবান্, সত্ত্বগুণশালী, ধনবান্, (অন্ন, বস্ত্র, মালা, চন্দন প্রভৃতি) প্রচুরভোগ্যবস্তুযুক্ত এবং ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ হয়, এবং তারা একশ বৎসর জীবন ধারণ ক'রে থাকে।।৪০।।

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্মদ্বিষঃ সুতাঃ।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ অবশিষ্ট গান্ধর্ব প্রভৃতি অন্যান্য নিন্দিত বিবাহগুলিতে যে সব সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তারা নৃশংস, মিথ্যাবাদী এবং বেদবিহিত ধর্মে বিদ্বেষপরায়ণ হয়।। (আসুর থেকে আরম্ভ ক'রে পৈশাচ পর্যন্ত চারটি বিবাহ সাধারণতঃ নিন্দিত)।।৪১।।

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েত্।। ৪২।।

অনুবাদ ঃ অনিন্দ্য ভার্যাগ্রহণরূপ- পরিণয়ের ফলে মানুষের অনিন্দনীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আবার গর্হিত বিবাহের ফলে গর্হিত সন্তানই জন্মগ্রহণ করে। এই কারণে, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই চারটি নিন্দিত বিবাহ পরিত্যাগ করবে। [এই শ্লোকে সকলরকম বিবাহের ফল দেখানো হয়েছে। যার পক্ষে যেসব বিবাহ বিহিত, সেগুলি তার পক্ষে অনিন্দিত। সেই সব বিবাহে যাদের বিবাহ করা হয়েছে, তাদের গর্ভজাত যে সব সন্তান, তারা প্রশস্ত হয়। আর নিন্দিত বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তান নিন্দার পাত্র হয়। অতএব যে বিবাহে দুঃখভাগী সন্তান জন্মলাভ করে, সেই বিবাহ বর্জন করা উচিত।]।।৪২।।

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্মণি।। ৪৩।।

অনুবাদ ঃ সমানজাতীয়া কন্যাদের বিবাহ করতে হ'লে (গৃহ্যসূত্রোক্ত) পাণিগ্রহণ-পূর্বক বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে, আর অসবর্ণা বা ইতরজাতীয়া কন্যাদের বিবাহকার্যের ক্ষেত্রে (নিম্নোক্ত) ব্যবস্থারূপ নিয়ম প্রশস্ত জানবে।।৪৩।।

শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।। ৪৪।।

অনুবাদ ঃ—উৎকৃষ্ট বর্ণের সাথে বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরুষ যখন ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করবেন, তখন ক্ষত্রিয়া কন্যা ব্রাহ্মণ-কর্তৃক নিজহাতে ধৃত শর(ধনুকের তীর) ধারণ করবে (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণকর্তৃক ধৃত তীরের প্রান্তভাগ ধ'রে থাকবে); আবার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুরুষ বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করলে বৈশ্যা তার বরকর্তৃক ধৃত প্রতোদের (গোতাড়ন-যষ্টির) এক অংশ ধারণ করবে (অর্থাৎ হাত দিয়ে স্পর্শ করবে); এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করলে, শূদ্রা ব্রাহ্মণাদির দ্বারা পরিহিত বস্ত্রের দশা (প্রান্তভাগ) ধারণ ক'রে থাকবে। ['অস্ত্রধারণ' ক্ষত্রিয়ের জাতিগত ধর্ম, তাই ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণের হস্তধৃত তীরের প্রান্তভাগ ধারণ করে থাকবে। কৃষি-কাজ ও গোপালন বৈশ্যের ধর্ম। গোতাড়ন যষ্টি বৈশ্যের জাতিগত বৃত্তির প্রতীক। তাই, বৈশ্যকন্যা তার উচ্চবর্ণের পতির হস্তধৃত প্রতোদ স্পর্শ করে থাকবে। শূদ্রাস্ত্রী তার উচ্চবর্ণের পতির বসনাঞ্চল ধারণ করবে। এটি শূদ্র জাতির সেবাধর্মের প্রতীক ব'লে মনে হয়। অনুলোম বিবাহে নিম্নবর্ণের কন্যা উচ্চবর্ণের বরের হস্তধৃত ঐ সব প্রতীক স্পর্শ করবে।]।।৪৪।।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া।। ৪৫।।

অনুবাদ ঃ—কেবলমাত্র ঋতুকালেই পত্নীর সাথে মিলিত হবে (অর্থাৎ বিবাহের পর সেই দিনেই পত্নীর সাথে রমণ করবে না); সকল সময় নিজ পত্নীর প্রতি প্রীতি পোষণ করবে (পরস্ত্রীকে অভিলাষ না ক'রে সকল সময় নিজের স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকবে); পত্নীর সন্তোষ বিধানের জন্য নিযুক্ত থেকে (স্বামী) পত্নীর রতিকামনা হ'লে তা পূরণ করার জন্য (অমাবস্যা, অষ্টমী, পৌর্ণমাসী, চতুর্দশী প্রভৃতি) পর্বদিন বাদ দিয়ে ঋতুকাল ছাড়া অন্য দিনেও স্ত্রীর সাথে মিলিত হ'তে পারবে। [ঋতুভিন্নকালে পত্নীতে উপগত হওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু পত্নীর যদি সম্ভোগেচ্ছা হয়, তা হ'লে ঋতুভিন্ন কালেও স্ত্রীগমন করা চলবে। আলোচ্য শ্লোকে তিনটি বিধিবাক্য দেখা যায়—১) ঋতুকালভিগামী হবে। যার পুত্রের উৎপাদন হয় নি তার পক্ষে এই বিধিবাক্য প্রযোজ্য; ২)পত্নীর ইচ্ছাবশতঃ ঋতুকালেই হোক্ বা ঋতুভিন্নকালেই হোক্,

পর্বদিনগুলি বাদ দিয়ে অন্য দিনে স্ত্রীগমন করা চলবে, কিন্তু শুধুমাত্র নিজের রমণেচ্ছার বশীভূত হ'য়ে তা করা চলবে না; ৩) নিজ পত্নীতে নিরত হবে। অতএব সারকথা হ'ল—অপত্য উৎপাদনের জন্য ঋতুকালাভিগামী হবে, পত্নীর রতি কামনা থাকলে তার মনোরঞ্জনের জন্য ঐ পত্নীতে উপগত হবে, এবং স্বদার-নিরত হবে।]।। ৪৫।।

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতুকাল হ'ল (প্রতিমাসে) ষোল দিনরাত্রিব্যাপী (সুস্থপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদের এইরকমই হ'য়ে থাকে; ব্যাধিপ্রভৃতির কারণে ঠিক সময় উপস্থিত হ'লেও কারও কারও ঋতুবন্ধ থাকে; আবার ঘি, তেল, ওষুধ প্রয়োগ করার ফলে কিংবা অত্যন্ত রমণেচ্ছা জন্মালে অসময়েও ঋতু প্রকাশ পায়। এই জন্য ঐ ষোল রাত্রিকে স্বাভাবিক বলা হয়)। এগুলির মধ্যে (শোণিত-স্রাব-যুক্ত) চারটি দিন-রাত্রি সজ্জনগণকর্তৃক অতিশয় নিন্দিত। [এই চারটি দিন-রাত্রি স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তার সাথে সম্ভাষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। প্রথম যখন শোণিত দেখা যায়, তখন থেকে এই চারটি দিন-রাত্র ধর্তব্য। এখানে 'অহঃ' শব্দের দ্বারা সারা দিবারাত্র বোঝাচ্ছে। সেই চারটি দিনের সাথে।]।।৪৬।।

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ ঐ ষোলটি রাত্রির মধ্যে প্রথম চারটি রাত্রি (প্রথম শোণিত দর্শন থেকে চারটি রাত্রি),ষোলটি রাত্রির মধ্যগত একাদশ সংখ্যক রাত্রি এবং ত্রয়োদশ সংখ্যক রাত্রি—এই ছয়টি রাত্রি ঋতুমতী ভার্যার সাথে সঙ্গম নিন্দিত (এই সময় স্ত্রীতে উপগত হওয়া নিষিদ্ধ); এবং এ ছাড়া অবশিষ্ট দশটি রাত্রি প্রশস্ত।।৪৭।।

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্‌যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্তবে স্ত্রিয়ম্।। ৪৮।।

অনুবাদ ঃ ঐ দশটি রাত্রির মধ্যে যেগুলি যুগ্মরাত্রি সেগুলিতে অর্থাৎ ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী, চতুর্দশী ও ষোড়শী এই রাত্রিগুলিতে স্ত্রীগমন করলে পুত্রসন্তান জন্মে। আর পঞ্চমী, সপ্তমী, নবমী প্রভৃতি অযুগ্মরাত্রিগুলিতে স্ত্রীগমন করলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতএব পুত্রলাভেচ্ছু ব্যক্তি ঋতুকালের মধ্যে যুগ্মরাত্রিতেই স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে।।৪৮।।

পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্যয়ঃ।। ৪৯।।

অনুবাদ ঃ মৈথুনকর্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে স্ত্রীগর্ভে শুক্রনিষেক করার পর পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীর গর্ভস্থ শোণিত (এই দুটিকে অর্থাৎ পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ শোণিতকে 'শুক্র' বা বীর্য বলা হয়) যখন মিশ্রিত হ'য়ে যায়, তখন পুরুষের বীর্যাধিক্য হ'লে ('শুক্রের আধিক্য' একথার অর্থ পরিমাণতঃ আধিক্য বা অধিক পরিমাণ নয়, কিন্তু সারতঃ আধিক্য বুঝতে হবে) অযুগ্ম রাত্রিতেও পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আবার স্ত্রীর বীর্যাধিক্য হ'লে (অর্থাৎ স্ত্রীর গর্ভস্থ শোণিতভাগ সারতঃ বেশী হ'লে) যুগ্ম রাত্রিতেও কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর যদি উভয়ের বীর্য (শুক্র ও শোণিত) সমান সমান হয় তাহলে অপুমান্(নপুংসক) জন্মায় অথবা যমজ পুত্র-কন্যা জন্মায়। কিন্তু উভয়েরই বীর্য যদি ক্ষীণ অর্থাৎ অসার বা অল্প হয়, তাহ'লে বৃথা হয়ে যায়, গর্ভ উৎপন্ন হয় না।।৪৯।।

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।। ৫০।।

অনুবাদ : যিনি পূর্বোক্ত নিন্দিত ছয়টি রাত্রি এবং (অবশিষ্ট দশরাত্রির মধ্যে) যে কোনও আটটি রাত্রি—এই চৌদ্দটি রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ ক'রে, বাকী কেবল দুটি রাত্রিতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হন, তিনি যে কোনও আশ্রমে বাস করুন না কেন, ব্রহ্মচারী ব'লে গণ্য হন (অর্থাৎ তার ব্রহ্মচর্যের হানি হয় না)। ['যত্র তত্রাশ্রমে বসন্' অর্থাৎ 'যে কোনও আশ্রমে বসে করুন না কেন'—এই অংশটি অর্থবাদ। কারণ, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমে দুই রাত্রিতে যে স্ত্রীগমনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তা দেখা যায় না এবং গৃহস্থাশ্রম ছাড়া সকল আশ্রমের পক্ষেই জিতেন্দ্রিয়তারই বিধান দেওয়া হয়েছে।]।।৫০।।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী।। ৫১।।

অনুবাদ : বিদ্বান্ অর্থাৎ শুল্করূপ ধন গ্রহণের বিষয়ে দোষজ্ঞ কন্যার পিতা কন্যার জন্য বরের কাছ থেকে অতি অল্পপরিমাণও শুল্ক অর্থাৎ পণ গ্রহণ করবেন না। যেহেতু, কন্যার জন্য লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করলে মানুষ সন্তান-বিক্রয়ী হন (অর্থাৎ অপত্যবিক্রয়জনিত দোষযুক্ত হ'য়ে পড়েন)। [আসুর-বিবাহে যে অর্থগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, এই শ্লোক তারই নিষেধ। কারণ, অন্য বিবাহে কন্যার জন্য (অর্থাৎ যা সেই কন্যার স্ত্রীধন হবে, তার জন্য) অর্থ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। মেধাতিথি বলেন, 'শুল্ক' শব্দের অর্থ—'বরের সাথে চুক্তি ক'রে যে ধন নেওয়া হয়'। যেখানে পণ বেশী-কম এবং কন্যার গুণ অনুসারে মূল্যব্যবস্থা হয়, তা নিশ্চয়ই 'ক্রয়'ই হবে। পক্ষান্তরে আসুর-বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা যত গুণসম্পন্নাই হোক্ না কেন, অতি অল্প পরিমাণ অর্থেরই ব্যবস্থা থাকে। তাও আবার কোনও রকম আলাপ-আলোচনা না করেই গ্রহণ করা হয়। কাজেই এটা ঠিক বিক্রয়ের ধর্ম বা স্বভাব নয়। তাই এখানে বিক্রয়ের ধর্ম আরোপ ক'রে নিন্দা করা হয়েছে।]।।৫১।।

স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্।। ৫২।।

অনুবাদ : কন্যার পিতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন মোহবশতঃ (বা অজ্ঞতাবশতঃ) স্ত্রীধন (কন্যাদান করার সময় প্রদত্ত 'বর'দ্রব্য; যথা, সোনা, রূপা প্রভৃতি), স্ত্রীযান (অর্থাৎ অশ্ব, রথ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গমনোপরণ), এবং স্ত্রীলোকের বস্ত্রাদি উপভোগ করে, সেই পাপাচরণকারী আত্মীয়গণ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ করে ব'লে) অধোগতি লাভ করে। (স্ত্রীধন কি, তা নবম অধ্যায়ের ১৯৩-২০০শ্লোকে বলা হবে)।।৫২।।

আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহু র্মৃষৈব তৎ।
অল্পোঽপ্যেবং মহান্ বাপি বিক্রয়স্তাবদেব সঃ।। ৫৩।।

অনুবাদ : কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, আর্ষ বিবাহে বরের কাছ থেকে যে এক জোড়া গরু গ্রহণ করা হয়, তা শুল্ক। মনুর মতে, তা ঠিক নয় (অর্থাৎ গোমিথুনকে শুল্কবুদ্ধিতে গ্রহণ করা উচিত নয়)। কারণ, শুল্ক অল্পই হোক্ বা বেশীই হোক্, তা গ্রহণ করলেই বিক্রয় সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ শুল্ক স্বীকার করলে, মূল্যকে মূল্য বলেই বুঝতে হবে এবং মূল্যের বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তা বিক্রয় করাই হয়)। [আর্ষবিবাহে গোমিথুন-দানগ্রহণ কন্যাবিক্রয়বুদ্ধিতে নয়।

গোমিথুন গ্রহণের যে বিধান, তা শাস্ত্রসম্মত এবং তার সংখ্যাগত পরিমাণ শাস্ত্রের দ্বারা নিয়মিত। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেয় বস্তুর গুণদোষ বিচার ক'রে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু আর্ষবিবাহে যে গোমিথুন গ্রহণ করা হয়, তা ধর্মপ্রয়োজনে, উপভোগের জন্য নয়।]।।৫৩।।

যাসাং নাদদতে শুল্কং জ্ঞাতয়ো ন স বিক্রয়ঃ।
অর্হণং তৎ কুমারীণামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম্।। ৫৪।।

অনুবাদ ঃ কন্যার পিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন যেখানে (কন্যাকে বরপক্ষপ্রদত্ত) ধন গ্রহণ করে না, সেখানে অপত্য-বিক্রয় হয় না। কারণ, কন্যাকে প্রদত্ত সেই ধন কন্যাদের সম্মানস্বরূপ পুরস্কার বা তাদের প্রতি কেবল প্রীতিনিমিত্ত অনুকম্পারই সূচক।। ৫৪।।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।। ৫৫।।

অনুবাদ ঃ বিবাহসময়ে বরই কেবল কন্যাকে ধন দেবেন এমন নয়। বিবাহোত্তর কালেও পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর এরা সকলেই যদি অতুল কল্যাণরাশির অভিলাষী হয়, তাহ'লে ঐ কন্যাদের ভোজনাদির দ্বারা পূজা করবে ও বস্ত্র-অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করবে।।৫৫।।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ যে বংশে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালাঙ্কারাদির দ্বারা পূজা বা সমাদর প্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন (আর প্রসন্ন হ'য়ে তাঁরা পরিবারের সকলকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন), আর যে বংশে স্ত্রীলোকদের সমাদর নেই, সেখানে (যাগ, হোম, দেবতার আরাধনা প্রভৃতি) সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হ'য়ে যায়।।৫৬।।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ যে বংশে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিণ্ড স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষণ-আচ্ছাদন-খাদ্যাদির অভাবে দুঃখিনী হয়, সেই বংশ অতি শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (দৈব ও রাজাদের দ্বারা পীড়িত হয়)। আর যে বংশে এই স্ত্রীলোকেরা ভোজনাচ্ছাদনাদি প্রাপ্তিতে দুঃখভোগ করে না (অর্থাৎ সন্তুষ্ট থাকে), সেই বংশ নিশ্চিত ভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।।৫৭।।

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ যে বংশকে উদ্দেশ্য ক'রে ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অনাদৃত হ'য়ে অভিশাপ দেন, সেই বংশ অভিচার (black magic)-হতের মত ধন-পশু প্রভৃতির সাথে সর্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।।৫৮।।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ অতএব যারা ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য বা সম্পদ কামনা করে, এইরকম পতিসম্বন্ধীয় লোকেরা (উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি) বিভিন্ন সৎকার্যের অনুষ্ঠানে এবং নানা উৎসবে অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভোজনাদির দ্বারা নিত্য স্ত্রী-লোকদের পূজা বিধান করবে।।৫৯।।

সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।। ৬০।।

অনুবাদ ঃ যে বংশে পতি নিজপত্নীর দ্বারা প্রীত হয় (অর্থাৎ অন্য স্ত্রীর প্রতি অভিলাষাদি প্রকাশ করে না) এবং পত্নীও নিজ পতির দ্বারা প্রীত হয়, সেই বংশে নিশ্চয়ই নিত্যকল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। (পতি ও পত্নীর মধ্যে পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে, সংসারের সকল রকম কল্যাণ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তা প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়)।।৬০।।

যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে।। ৬১।।

অনুবাদ ঃ শোভাজনক বস্ত্র-আভরণাদির দ্বারা যদি নারী দীপ্তিমতী না হয় (বা যদি তার তৃপ্তিবিধান না করা হয়), তাহ'লে সেই স্ত্রী পতিকে কোনও রকম আনন্দ দিতে পারে না। ফলে, স্ত্রী পতির প্রীতি জন্মাতে না পারলে সন্তানাৎপোদন সম্ভব হয় না।।৬১।।

স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাস্ত্বরোচমানায়াং সর্বমেব ন রোচতে।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ ভূষণাদির দ্বারা স্ত্রী সুসজ্জিত থাকলে সমস্ত বংশ শোভামণ্ডিত থাকে (অর্থাৎ এইরকম অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর অভিলাষের পাত্রী হয় এবং সেই স্ত্রীর পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক না থাকায় সমস্ত বংশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে)। আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি রুচি না থাকে, তাহ'লে (পরপুরুষের সাথে সম্পর্করূপ সেই নারীর ব্যভিচারের ফলে) সমস্ত বংশ শোভাহীন হ'য়ে পড়ে (অর্থাৎ কলঙ্কিত হয়।।৬২।।

কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ।। ৬৩।।

অনুবাদ ঃ কুবিবাহের দ্বারা অর্থাৎ আসুর-রাক্ষস প্রভৃতি যে সব বিবাহ গর্হিত ও ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রশস্ত তাদের দ্বারা, ধর্মশাস্ত্রে বিহিত জাতকর্ম-উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কাররূপ ক্রিয়াকলাপের অননুষ্ঠান দ্বারা, ধর্মের মূল যে বেদ তার নিয়মিত অনধ্যয়নের দ্বারা, এবং পরম কল্যাণের ধারক ও বাহক ব্রাহ্মণদের অনাদর বা অশ্রদ্ধার দ্বারা কুলসমূহ নিকৃষ্ট বংশে পরিণত হয় (অর্থাৎ কুলগৌরব নষ্ট হয়)।।৬৩।।

শিল্পেন ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া।। ৬৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের ক্ষেত্রে শিল্পকর্মের দ্বারা (রাঘবানন্দের মতে—চিত্রকর্মাদি শিল্পকর্মের, এবং নন্দনের মতে—ছাতা প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পকর্মের দ্বারা), কুসীদবৃত্তি অবলম্বন ক'রে ধনবিনিয়োগ-ব্যবহারের দ্বারা (অর্থাৎ সুদের লোভে অর্থবিনিয়োগ দ্বারা), সমানজাতীয়ার সাথে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র শূদ্রা পত্নীতে সন্তানোৎপাদনের দ্বারা, গোরূপ ও অশ্বরূপ যান এবং রথাদি যান প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা (বা গোরু, অশ্ব প্রভৃতিকে যানরূপে ব্যবহারের দ্বারা), এবং ভৃত্যরূপে রাজার সেবার দ্বারা কুলসমূহ অতি শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী শ্লোকে 'বিনশ্যন্তি' ক্রিয়ার সাথে এই শ্লোকের সম্বন্ধ।।৬৪।।

অযাজ্যযাজনৈশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্মণাম্।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ।। ৬৫।।

অনুবাদ ঃ যাজনের অযোগ্য ব্রাত্যপ্রভৃতি ব্যক্তির যাজনকার্য, শ্রৌত-স্মার্ত-কর্মাদির প্রতি নাস্তিক্যবুদ্ধি (ফলরাহিত্যবুদ্ধি; 'ফলবৎকর্মাসু ফলাভাববুদ্ধিঃ নাস্তিক্যম্'- মণিরাম) এবং বেদমন্ত্রে হীন অর্থাৎ বেদের অনধ্যয়ন—এই সব কারণের দ্বারা বংশ অতি শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (অবশ্য মনু বলেছেন—কেবল আপৎকালে ঐ বৃত্তিগুলি গ্রহণ করা চলে।—১০.১১৬)।।৬৫।।

মন্ত্রতস্তু সমৃদ্ধানি কুলান্যল্পধনান্যপি।
কুলসঙ্খ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্‌যশঃ।। ৬৬।।

অনুবাদ ঃ অল্প ধনশালী অর্থাৎ দরিদ্রও যে বংশ তা যদি বেদমন্ত্রের অধ্যয়ন, বেদমন্ত্রের ও বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধ হয়, তাহ'লে সেই বংশ শ্রেষ্ঠবংশগণনার মধ্যে স্থান লাভ করে এবং সুমহতী খ্যাতি অর্জন করে।।৬৬।।

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্বীত গৃহ্যং কর্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী।। ৬৭।।

অনুবাদ ঃ কৃতদার গৃহাশ্রমী অর্থাৎ যে লোক দারপরিগ্রহ ক'রে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছে, তার পক্ষে গৃহ্যসূত্রোক্ত নিত্যকর্মসমূহ বৈবাহিক অর্থাৎ বিবাহকাল থেকে রক্ষিত আগুনে যথানিয়মে অনুষ্ঠেয়, আর ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং প্রাত্যহিক **পক্তি** বা অন্নপাকও ঐ আগুনেই সম্পন্ন করতে হয়।।৬৭।।

পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।। ৬৮।।

অনুবাদ ঃ চুল্লী (পাক করার স্থান বা উনুন), পেষণী (জাঁতা বা শিল-নোড়া), উপস্কর (সম্মার্জনী; মেধাতিথির মতে, গৃহের উপযোগী হাঁড়ি-কড়া প্রভৃতি), কণ্ডনী (উদূখল ও মুষল; ঢেকি, হামানদিস্তা প্রভৃতি) ও জলকুম্ভ বা কলসী—এই পাঁচটির নাম সূনা বা পশুবধস্থান। এগুলি নিয়ে কাজ করতে গেলে অজ্ঞাতসারে যে প্রাণিহিংসা ঘটে, তার জন্য গৃহস্থকে পাপে লিপ্ত হতে হয়।।৬৮।।

তাসাং ক্রমেণ সর্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ ক্লৃপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্।। ৬৯।।

অনুবাদ ঃ (পূর্ব শ্লোকে উক্ত সূনাস্থানীয়) চুল্লী প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থদের পক্ষে যথাক্রমে পাঁচটি মহযজ্ঞের অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন।।৬৯।।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।। ৭০।।

অনুবাদ ঃ বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্ন-উদকাদির দ্বারা পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিতে প্রক্ষেপরূপ হোমের নাম দেবযজ্ঞ,(পশুপাখীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত) বলকর্মের (খাদ্যদ্রব্য উপহারের) নাম ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ (মহর্ষিগণদ্বারা এই রকম বিহিত হয়েছে)।।৭০।।

পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে।। ৭১।।

অনুবাদ ঃ যে গৃহস্থ প্রতিদিন পূর্বোক্ত পাঁচটি মহাযজ্ঞ যথাশক্তি বা যথাসম্ভব পরিত্যাগ না করেন (অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন), তিনি গৃহস্থাশ্রমে বসতি করেও সূনাজনিত দোষে লিপ্ত হন না [নিজ গৃহে বাস করতে থাকলে সূনাজনিত পাপ অবশ্যই থাকবে, তবুও সেই পাপে ঐ গৃহস্থ বদ্ধ হন না]।।৭১।।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি।। ৭২।।

অনুবাদ ঃ দেবতা, অতিথি, অবশ্যভরণীয় বৃদ্ধ পিতা-মাতা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, পিতৃলোক এবং স্বয়ং—এই পাঁচজনের পোষণার্থ যে ব্যক্তি অন্নাদি দান করে না, সে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করলেও বাস্তববিকপক্ষে জীবিত নয়।।৭২।।

অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ।
ব্রাহ্ম্যং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে।। ৭৩।।

অনুবাদ ঃ কোনও কোনও মুনি ঐ পূর্বোক্ত মহাযজ্ঞকে যথাক্রমে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্ম্যহুত ও প্রাশিত এই পাঁচটি নামেও অভিহিত করেছেন।।৭৩।।

জপোঽহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ।
ব্রাহ্ম্যং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চা প্রাশিতং পিতৃতর্পণম্।। ৭৪।।

অনুবাদ ঃ বেদাধ্যয়নরূপ জপ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞকে অহুত বলা হয় (কারণ, বেদাধ্যয়নটি জপার্থক অর্থাৎ কেবলমাত্র পাঠই তার প্রয়োজন। অথবা, 'জপ' এর অর্থ স্মরণাত্মক মানসিক ক্রিয়া বা মনে মনে আবৃত্তি করা), অগ্নিতে যে হোম করা হয়, তার নাম হুত, ভূতবলি অর্থাৎ প্রাণীদের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়ার নাম প্রহুত [ভূতবলিও একধরণের হোম, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এক্ষেত্রে আগুনে আহুতি দেওয়া হয় না। তাই প্রশংসা বোঝাতে একে 'হোম' বলা হয়েছে; "যদ্যপি অয়ং হোমঃ তথাপি অগ্নৌ বাহুল্যেন হোমানাং প্রসিদ্ধে ভূতযজ্ঞো ন হোম ইত্যাশঙ্কায়াং প্রহুত ইত্যুক্তম্, প্রকর্ষেণসৌ হোম ইতি স্তুত্যা"। —মেধাতিথি], শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-অতিথির অর্চনাকে (অর্থাৎ বিশেষ আতিথ্যকর্মকে) ব্রাহ্ম্যহুত বলা হয়, এবং পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ অর্থাৎ অন্ন বা আহার্য বা পানীয়প্রদান পিতৃযজ্ঞাখ্য প্রাশিত নামে অভিহিত ।।৭৪।।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্মণি।
দৈবকর্মণি যুক্তো হি বিভর্তীদং চরাচরম্।। ৭৫।।

অনুবাদ ঃ (দারিদ্রবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে সমর্থ না হলেও) গৃহস্থ প্রতিদিন স্বাধ্যায় (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনা) এবং দৈবকর্মে (অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্য হোমকর্মের অনুষ্ঠানে) যত্নবান হবে, কারণ, দৈবকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের ভরণপোষণের ব্যবস্থা-ই করে থাকে।।৭৫।।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।। ৭৬।।

অনুবাদ ঃ (দেবযজ্ঞে অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিলে যে সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের ভরণ-পোষণ হয়, সেটা কেমন ক'রে সম্ভব? উত্তরে বলা হচ্ছে—)। ত হয় (অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘি, চরু প্রভৃতি হোমের অর্ঘ্য রসরূপে সূর্যরশ্মির আকর্ষণে মেঘে পরিণত হয়

এবং তা বৃষ্টিধারারূপে পৃথিবীর বুকে নামে), সেই বৃষ্টি থেকে ধান প্রভৃতি অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) জন্মায়, তা থেকে আবার প্রজা (প্রাণিগণ) জন্মায় এবং জীবন-ধারণ করে। (অতএব দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই পরম্পরাক্রমে বিশ্বের এই কল্যাণ সাধিত হয়)।।৭৬।।

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ।। ৭৭।।

অনুবাদ ঃ যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় ক'রে সকল প্রাণী জীবনধারণ করে, সেইরকম গৃহীকে আশ্রয় ক'রে অন্য সমস্ত আশ্রমের লোকেরা বেঁচে থাকে। [আতিথ্য সৎকার, ভূতবলি, ও দেবযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে গৃহস্থ জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই কারণে গৃহস্থ সকল আশ্রমীর প্রাণতুল্য। 'সর্বে আশ্রমাঃ'—র স্থানে বিকল্প পাঠ 'ইতরাশ্রমাঃ']।।৭৭।।

যস্মাত্ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থৈরেব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।। ৭৮।।

অনুবাদ ঃ যেহেতু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই তিন আশ্রমীরাই প্রতিদিন বৈদিক জ্ঞান সম্প্রসারণের (অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার) দ্বারা তথা অন্নাদি ভোজনের দ্বারা গৃহস্থগ-কর্তৃক-প্রতিপালিত এবং উপকৃত হন, সেই কারণে সকল আশ্রমী থেকে গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ ।।৭৮।।

স সন্ধার্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্যো দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।। ৭৯।।

অনুবাদ ঃ যিনি পরকালে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহলোকে পার্থিব বিষয়সুখের আস্বাদলাভ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্নসহকারে সর্বদা সেই গৃহস্থাশ্রম ধর্ম পালন করবেন। কিন্তু অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ (যাঁরা ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করতে পারেন নি) এই গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করতে পারেন না।।৭৯।।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্যং বিজানতা।। ৮০।।

অনুবাদ ঃ মুনি, পিতৃপুরুষ, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ, প্রাণিসমূহ এবং অভ্যাগত অতিথিরা কুটুম্ব অর্থাৎ স্ত্রীযুক্ত গৃহীদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন। সুতরাং শাস্ত্রানুশাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মুনি-দেবতা প্রভৃতির জন্য যথাবিহিত অনুষ্ঠান করবেন।।৮০।।

স্বাধ্যায়েনার্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৃনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্মণা।। ৮১।।

অনুবাদ ঃ গৃহস্থগণ নিজ নিজ শাখার অন্তর্ভুক্ত বেদপাঠের দ্বারা অথবা বেদাধ্যয়নরূপ ক্রিয়ার দ্বারা ঋষিগণকে অর্চনা করবে (কারণ, ঋষিগণ বেদমন্ত্র স্মরণ করেন); হোম অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতিদানের দ্বারা (গৃহাগত) অতিথিকে, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণকে, অন্নের দ্বারা মনুষ্যগণকে এবং বলিকর্মের অর্থাৎ অন্নাদি অর্পণের দ্বারা প্রাণিবৃন্দকে যথাশাস্ত্র অর্চনা করবে।।৮১।।

কুর্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্।। ৮২।।

অনুবাদ ঃ পিতৃপুরুষগণের প্রীতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গৃহস্থ প্রতিদিন ভোজ্যাদির দ্বারা, বা জলতর্পণের দ্বারা, বা দুধ ও ফলমূলপ্রভৃতির দ্বারা শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করবে।।৮২।।

একমপ্যাশয়েদ্বিপ্রং পিত্রর্থে পাঞ্চযজ্ঞিকে।
ন চৈবাত্রাশয়েৎ কঞ্চিদ্বৈশ্বদেবং প্রতি দ্বিজম্।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত যে শ্রাদ্ধকর্ম তাতে পিতৃপুরুষের প্রীতির জন্য অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাবে (সম্ভব হ'লে একাধিক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে)। কিন্তু বৈশ্বদেব কর্মে (ব্রাহ্মণভোজন বিহিত থাকায়) একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাতে হবে না।।৮৩।।

বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্বকম্।
আভ্যঃ কুর্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্।। ৮৪।।

অনুবাদ ঃ ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় প্রতিদিন বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ অন্নের দ্বারা গৃহ্য অগ্নিতে অর্থাৎ আবসথ নামক অগ্নিতে যথাবিধি (যথা, অগ্নির পরিসমূহন অর্থাৎ চারপাশে সম্মার্জন, পর্যুক্ষণ অর্থাৎ জলধারার দ্বারা বেষ্টন প্রভৃতি শিষ্টাচার-ক্রমে প্রাপ্ত অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা) নিম্নোক্ত দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হোম করবেন।।৮৪।।

অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ (বৈশ্বদেব হোমের বিধি হবে এইরকম—) প্রথমে অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এবং পরে একত্রে ঐ দুই দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করতে হবে ('অগ্নয়ে স্বাহা', 'সোমায় স্বাহা' এবং 'অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা' এইভাবে হোম করতে হবে); তারপর বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে ('বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা' এইভাবে) এবং তারপর ধন্বন্তরির উদ্দেশ্যে ('ধন্বন্তরয়ে স্বাহা' এইভাবে) হোম করতে হবে।।৮৫।।

কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ তারপর যথাক্রমে **কুহূ** (যাতে সমস্ত চন্দ্রকলার ক্ষয় হয় তার নাম 'কুহূ'), **অনুমতি** (দুই প্রহর চতুর্দশী থেকে পূর্ণিমা হ'লে তার নাম 'অনুমতি'), প্রজাপতি ব্রহ্মা, একসঙ্গে দ্যাবাপৃথিবী এবং সকলের শেষে **স্বিষ্টকৃৎ** নামক অগ্নির হোম করতে হবে। ('কুহ্বৈ স্বাহা', 'অনুমত্যৈ স্বাহা', 'প্রজাপতয়ে স্বাহা', 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা', এবং সকলের শেষে 'অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' ব'লে হোম করতে হবে)।।৮৬।।

এবং সম্যগ্‌ঘবির্হুত্বা সর্বদিক্ষু প্রদক্ষিণম্।
ইন্দ্রান্তকাপ্পতীন্দুভ্যঃ সানুগেভ্যো বলিং হরেৎ।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ উক্ত প্রকারে একাগ্রচিত্ত হ'য়ে অগ্নিতে ঘৃতাদি হবির্দ্রব্য আহুতি দেওয়ার পর পূর্বাদিক্রমে সকল দিকে প্রদক্ষিণ ক'রে ইন্দ্র, যম, অপ্‌পতি (জলাধিপতি বরুণ)ও ইন্দু (সোম) এই সমস্ত দেবতা ও তাদের অনুচরগণের উদ্দেশ্যে বলি অর্থাৎ উপচারদ্রব্য নিক্ষেপ করবে। [যথা, পূর্বদিকে 'ইন্দ্রায় নমঃ', 'ইন্দ্রপুরুষেভ্যো নমঃ'; দক্ষিণদিকে 'যমায় নমঃ', 'যমপুরুষেভ্যো নমঃ'; পশ্চিমে 'বরুণায় নমঃ,' 'বরুণপুরুষেভ্যো নমঃ'; এবং উত্তরে 'সোমায় নমঃ,' 'সোমপুরুষেভ্যো নমঃ'—এইরকম নমস্কার মন্ত্র ব'লে বলি নিক্ষেপ করতে হবে]।।৮৭।।

মরুদ্ভ্য ইতি তু দ্বারি ক্ষিপেদপ্স্বদ্ভ্য ইত্যপি।
বনস্পতিভ্য ইত্যেবং মুষলোলূখলে হরেৎ।। ৮৮।।

অনুবাদ ঃ দ্বারদেশে 'মরুদ্‌ভ্যো নমঃ' এই মন্ত্র ব'লে বলি নিক্ষেপ করবে, জলে 'অদ্‌ভ্যঃ নমঃ' এই ব'লে এবং মুষল এবং উলূখলে 'বনস্পতিভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে বলি নিক্ষেপ করবে।।৮৮।।

উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাদ্ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ।। ৮৯।।

অনুবাদ ঃ উচ্ছীর্ষক অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দেবগৃহের শীর্ষস্থানে (মতান্তরে, গৃহস্থের শয়নগৃহের উর্দ্ধভাগে) (উত্তর-পূর্বদিকে) লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে 'শ্রিয়ৈ নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বলি নিক্ষেপ করবে, ঐ উদ্দেশ্যে 'ভদ্রকাল্যৈ নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বলি নিক্ষেপ করবে, এবং গৃহমধ্যে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে 'ব্রহ্মণে নমঃ' ও বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে 'বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে বলি প্রদান করবে।।৮৯।।

বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশ উৎক্ষিপেৎ।
দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ।। ৯০।।

অনুবাদ ঃ গৃহাকাশে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বলি নিক্ষেপ করবে; দিবাচর প্রাণীদের উদ্দেশ্যে 'দিবাচারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ' এবং নিশাচর প্রাণীদের উদ্দেশ্যে 'নক্তংচারিভ্যো নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বলি প্রদান করবে।। ৯০।।

পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্বীত বলিং সর্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্বং দক্ষিণতো হরেৎ।। ৯১।।

অনুবাদ ঃ পৃষ্ঠবাস্তুতে অর্থাৎ দ্বিতল বাড়ীর উপরিভাগে কিম্বা বলিদাতার পশ্চাদ্‌ভাগে সকল জীবগণের উদ্দেশ্যে 'সর্বাত্মভূতয়ে নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে বলি প্রদান করবে। উপরি উক্ত সব বলি প্রদান ক'রে অবশিষ্ট সমস্ত অন্ন দক্ষিণ দিকে দক্ষিণমুখ ও প্রচীনাবীতী হয়ে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' এই কথা ব'লে বলি প্রদান করবে।।৯১।।

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেদ্ভুবি।। ৯২।।

অনুবাদ ঃ কুকুর, পতিত মানুষ (অর্থাৎ পাপাচারী), শ্বপচ অর্থাৎ কুকুরোপজীবী চণ্ডাল বা অন্ত্যজ, পাপরোগী অর্থাৎ কুষ্ঠ-ক্ষয় প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কাক প্রভৃতি পাখী এবং কৃমি-কীট প্রভৃতির উপকারের জন্য আস্তে আস্তে অর্থাৎ যাতে ভূতলোত্থিত ধূলির স্পর্শ না লাগে এমনভাবে ভূমির উপর বলি প্রদান করতে হবে। (একটি পাত্রে অন্ন তুলে নিয়ে কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর উপকারের জন্য ভূমির উপর ফেলতে হবে)।।৯২।।

এবং যঃ সর্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিঃ পথর্জুনা।। ৯৩।।

অনুবাদ ঃ যে ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) প্রতিদিন এইভাবে (অন্নাদিদানের দ্বারা) সকল প্রাণীর অর্চনা করেন, তিনি তেজোময় শরীর ধারণ ক'রে সরল আলোকময় পথ দিয়ে পরম স্থান ব্রহ্মধামে গমন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হন(তিনি আর বহু সংসারযোনি ভ্রমণ করেন

না)।।৯৩।।

কৃত্বৈতদ্বলিকর্মৈবমতিথিং পূর্বমাশয়েৎ।
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে।। ৯৪।।

অনুবাদ : উক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণ বলিপ্রদানের কাজ সম্পন্ন ক'রে পরিবারবর্গের ভোজনের আগেই অতিথি ভোজ করাবেন, এবং ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) ও ব্রহ্মচারীকে এক গ্রাসের কম না হয় এইরকম ভিক্ষা শাস্ত্রোক্তরীতি অনুসারে দান করবেন।।৯৪।।

যৎ পুণ্যফলমাপ্নোতি গাং দত্ত্বা বিধিবদ্ গুরোঃ।
তৎ পুণ্যফলমাপ্নোতি ভিক্ষাং দত্ত্বা দ্বিজো গৃহী।। ৯৫।।

অনুবাদ : (সুবর্ণনির্মিত শৃঙ্গযুক্ত) গরু গুরুকে শাস্ত্রমতে দান ক'রে শিষ্য যেরকম পুণ্য -ফল ('পুণ্য' শব্দের অর্থ 'ধর্ম', অতএব ধর্মফল) প্রাপ্ত হয়, সেইরকম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহস্থ প্রতিদিন ভিক্ষাদান ক'রে সেই পুণ্যফলের সাথে যুক্ত হন।।৯৫।।

ভিক্ষামপ্যুদপাত্রং বা সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্।
বেদতত্ত্বার্থবিদুষে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।। ৯৬।।

অনুবাদ : গৃহস্থ (প্রচুর পরিমাণ অন্নের অভাবে) গ্রাস-পরিমিত অন্ন অথবা জলপাত্র অথবা উভয়ই) ফলপুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত ক'রে বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচনাদি বিধিপূর্বক প্রদান করবেন।।৯৬।।

নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতাম্।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃভিঃ।। ৯৭।।

অনুবাদ : যে সব দাতা মোহবশতঃ (দানের মাহাত্ম্য বা সৎপাত্র) না জেনে ভস্মস্বরূপ অসার বেদার্থজ্ঞানরহিত ব্রাহ্মণকে হব্য ও কব্য (দেবগণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণভোজনাদি ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ কর্মের অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণভোজনাদি) প্রদান করে, তাদের সেই দান (নিস্তেজ ভস্মরাশির মতই) নিষ্ফল হয়।।৯৭।।

বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।
নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ।। ৯৮।।

অনুবাদ : বিদ্যা ও তপস্যারূপ গুণের দ্বারা সমৃদ্ধ (উৎকর্ষ-প্রাপ্ত) ব্রাহ্মণের মুখরূপ যে অগ্নি, তাতে যে গৃহস্থ হব্য ও কব্যের হোম করেন সেই হোম দাতাকে দুস্তর ব্যাধি-শত্রু-রাজপীড়াদি থেকে এবং গুরুতর পাপ থেকে পরিত্রাণ করে।। ৯৮।।

সংপ্রাপ্তায় ত্বথিতয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্।। ৯৯।।

অনুবাদ : গৃহে স্বয়ং সমাগত অতিথিকে গৃহস্থ বসবার জন্য আসন, হাত-পা ধোওয়ার জল এবং নিজের শক্তি অনুসারে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদিসমন্বিত অন্ন বিধিপূর্বক দান করবেন।।৯৯।।

শিলানপ্যুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ।
সর্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্চিতো বসন্।। ১০০।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন শিলোঞ্ছবৃত্তি হন [শিল = কৃষকশস্য কেটে নিয়ে যাওয়ার পর মাঠে অবশিষ্ট যা পড়ে থাকে; 'উঞ্ছন' = যে ব্যক্তি সেগুলো কুড়িয়ে নেয়] অর্থাৎ ক্ষেতের

ত্যক্ত-পতিত শস্যাদি সংগ্রহ ক'রে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র ও দীনভাবে জীবনযাপন করেন), কিম্বা যিনি নিত্য পঞ্চাগ্নিতে হোম করেন [পঞ্চাগ্নি = আহবনীয়াগ্নি, দক্ষিণাগ্নি, গৃহ্য-অগ্নি বা আবসথ্যাগ্নি এবং সভ্যাগ্নি অর্থাৎ গ্রামান্তরে থেকে যে অগ্নিতে অন্ন পাক করা হয়], তাঁর গৃহে আগত ব্রাহ্মণ-অতিথি যদি অর্চিত না হয়ে বাস করেন, সেই অতিথি গৃহস্থের সমস্ত পুণ্য হরণ করেন।।১০০।।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।। ১০১।।

অনুবাদ : (অতিথিসেবা গৃহস্থের নিত্য-অনুষ্ঠেয় কর্ম হ'লেও, যাঁরা দরিদ্র এবং শিলোঞ্ছনের দ্বারা জীবন যাপন করেন, তাঁদের পক্ষে হয়তো অর্থব্যয়সাধ্য অন্নদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবুও কোনও না কোনও ভাবে অতিথিসেবা করা যায়। যেমন—) বসবার জন্য কুশকাশাদি তৃণের আসন, বিশ্রামের জন্য ভূমি বা স্থান, হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য বা পানের জন্য জল, এবং চতুর্থতঃ হিত ও মিষ্ট কথা—এগুলি কখনও ধার্মিক ব্যক্তিদের গৃহে লোপ পায় না অর্থাৎ এগুলির অভাব হয় না।।১০১।।

একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে।। ১০২।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ একরাত্র মাত্র পরগৃহে বাস করেন, তাঁকে অতিথি বলা হয়। যেহেতু তাঁর স্থিতি অনিত্য (পরগৃহে এক তিথি ভিন্ন অন্য তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন অবস্থান করেন না), তাই তাঁর নাম অতিথি।।১০২।।

নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা।। ১০৩।।

অনুবাদ — যে গৃহস্থের গৃহে ভার্যা ও পঞ্চাগ্নি (মেধাতিথির মতে, অগ্নিত্রয়) থাকে সেই গৃহে যিনি এক গ্রামের অধিবাসী এবং যিনি সাঙ্গতিক অর্থাৎ সহাধ্যায়ী বা চাটুকার এমন কোনও ব্রাহ্মণ যদি উপস্থিত হন, তবে তাঁকে অতিথি ব'লে গণ্য করবে না অর্থাৎ এইরকম ব্যক্তির প্রতি আতিথ্য কর্তব্য নয়।।১০৩।।

উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাম্।। ১০৪।।

অনুবাদ : যে গৃহস্থেরা পরান্ন ভোজনের দোষ না জেনে বার বার (আতিথ্যলোভে গ্রামান্তরে গমন ক'রে) পরান্ন ভোজন করেন, তাঁরা মরণের পর জন্মান্তরে সেই অন্নদাতার (ভারবাহী) পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে।।১০৪।।

অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্যোঢ়ো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।। ১০৫।।

অনুবাদ : সূর্য অস্তমিত হ'লে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর সায়ংকালে কোনও অতিথি গৃহে এসে উপস্থিত হ'লে গৃহস্থের পক্ষে তাকে প্রত্যাখ্যান করা অর্থাৎ ফিরিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। [অর্থাৎ তাঁকে ভোজন, আসন, শয্যা প্রভৃতি দিয়ে সমাদর করতে হবে]। অতিথি সায়ং বৈশ্বদেব কালেই (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৈশ্বদেবকালে যখন সায়ংকালীন ভোজন হয় নি) উপস্থিত হোন্ বা অকালে(অর্থাৎ যখন সায়ংকালীন ভোজন হয়ে গেছে) আসুন না কেন, তিনি (সেই অতিথি)

যেন সেই গৃহস্থের ঘরে অনশনে অবস্থান না করেন, অর্থাৎ অবশ্যই তাকে ভোজন করাতে হবে। [গৃহমেধী = 'মেধ' শব্দের অর্থ যজ্ঞ; 'গৃহমেধ' হ'ল—পূর্বোক্ত পঞ্চ-মহাযজ্ঞগুলির নাম। সেই গৃহমেধকর্মে যারা অধিকারী তারা 'গৃহমেধী'। সুতরাং 'গৃহমেধী' শব্দের অর্থ—গৃহস্থ]।।১০৫।।

ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্।। ১০৬।।

অনুবাদ ঃ ঘি, দুধ, দই, ফল প্রভৃতি যে সব উৎকৃষ্ট দ্রব্য অভ্যাগত অতিথিকে ভোজন করানো হবে না, এমন খাদ্য গৃহস্থ কখনই ভোজন করবেন না। অতিথি-সেবার দ্বারা বিপুল সম্পত্তি, আয়ু এবং স্বর্গলাভের কারণ হয়।।১০৬।।

আসনাবসথৌ শয্যামনুব্রজ্যামুপাসনাম্।
উত্তমেষূত্তমং কুর্যাদ্ধীনে হীনং সমে সমম্।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ যে গৃহে এককালে অনেক অতিথির সমাগম হয়, সেখানে উত্তম, মধ্যম ও অধম বিবেচনা ক'রে বসবার আসন, **আবসথ** অর্থাৎ বিশ্রাম করবার স্থান, খাটপ্রভৃতি শয্যা, **অনুব্রজ্যা** অর্থাৎ চলে যাওয়ার সময় পিছনে কিছুদূর যাওয়া এবং **উপাসনা** অর্থাৎ স্থিতিকালীন পরিচর্যা বা অতিথির কাছে কথাবার্তা বলার জন্য উপস্থিত থাকা—এগুলি উত্তম অতিথির প্রতি উত্তম ভাবে [যেমন, উত্তম অতিথি চলে যাওয়ার সময় তাঁর পিছনে বহু দূর পর্যন্ত যাওয়া, মধ্যম অতিথির পিছনে নাতিদূর যাওয়া এবং হীন অতিথির পিছনে কয়েক পা মাত্র যাওয়া], অধম অতিথির প্রতি ন্যূন এবং সমান অতিথির প্রতি তুল্যরূপে প্রয়োগ করবে।।১০৭।।

বৈশ্বদেবে তু নির্বৃত্তে যদ্যন্যোঽতিথিরাব্রজেৎ।
তস্যাপ্যন্নং যথাশক্তি প্রদদ্যান্ন বলিং হরেৎ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ সায়ংকালীন বৈশ্বদেবকর্ম সমাপ্ত হ'লে (অর্থাৎ সকলের ভোজন সমাপ্ত হওয়ায় অন্ন নিঃশেষ হ'য়ে গেলে) তার পরও যদি অন্য কোনও অতিথি গৃহে এসে উপস্থিত হন, তাহ'লে তাঁকেও যথাশক্তি অন্ন রন্ধন ক'রে দেবে। কিন্তু তখন আর বৈশ্বদেব বলি প্রদান করতে হবে না। (সেই রান্না করা অন্ন থেকে আর বলি প্রদান করতে হবে না। কারণ, সায়ং ও প্রাতঃকালে যে পাক করা হয়, তা থেকেই বলি প্রদান করা বিধেয়; কিন্তু মাঝখানে যদি আবার একবার অন্ন রন্ধন করা হয়, তাহ'লে তা থেকে ঐ বলি প্রদান করার নিয়ম নেই। অর্থাৎ একদিনে যদি বহুবার রান্না করা হয় তাহ'লে প্রত্যেক বারেই বৈশ্বদেববলি কর্তব্য নয়)।।১০৮।।

ন ভোজনার্থং স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ।
ভোজনার্থং হি তে শংসন্ বান্তাশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ ভোজনের আশায় কোনও ব্রাহ্মণ (অন্যের গৃহে গিয়ে) নিজের কুল (অর্থাৎ পিতা-পিতামহাদির পরিচয় সমন্বিত বংশ) ও গোত্র (যেমন, গর্গগোত্র, ভার্গবগোত্র প্রভৃতি; অথবা 'গোত্র' শব্দের অর্থ 'নাম') প্রকাশ করবেন না। কারণ, ভোজনের জন্য যাঁরা নিজ কুল ও গোত্রের পরিচয় প্রদান করেন, পণ্ডিতেরা তাঁকে **বান্তাশী** বা উদ্‌গীর্ণভোজী নামে অভিহিত করেন।।১০৯।

ন ব্রাহ্মণস্য ত্বতিথির্গৃহে রাজন্য উচ্যতে।
বৈশ্যশূদ্রৌ সখা চৈব জ্ঞাতয়ো গুরুরেব চ।। ১১০।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের অতিথি বলা যায় না (কারণ, এরা ব্রাহ্মণের তুলনায় নিকৃষ্ট জাতি)। আর সখা এবং জ্ঞাতি আত্মীয় ব'লে (এঁরা দুজন গহস্থের নিজেরই সামন, কাজেই এঁরা অতিথি নয়) অতিথি হ'তে পারেন না। এবং গুরু প্রভু হওয়ায় (কারণ, তাঁকে প্রভুর মত সেবা করতে হয়) তিনিও 'অতিথি' হ'তে পারেন না। [এখানে তাৎপর্য এই যে, ক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অতিথি হ'তে পারেন, বৈশ্য ও শূদ্র নয়। আবার বৈশ্যের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অতিথি হ'তে পারে, শূদ্র নয়]।।১১০।।

যদি ত্বতিথিধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাব্রজেৎ।
ভুক্তবৎসূক্তবিপ্রেষু কামং অপি ভোজয়েৎ।। ১১১।।

অনুবাদ ঃ যদি কোনও ক্ষত্রিয় অতিথিধর্মানুসারে অর্থাৎ অতিথিরূপে (এখানে অতিথির ধর্ম হ'ল-যে ক্ষত্রিয়ের পথ্য ও অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, যিনি ভিন্নগ্রামবাসী, অথচ ঠিক ভোজনকালে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন) ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তাহ'লে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণ-অতিথি (এবং অতিথি নন এমন অন্যান্য ব্রাহ্মণ) ভোজন করার পর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাকেও (অর্থাৎ অভ্যাগত ক্ষত্রিয়কেও) ইচ্ছামত ভোজন করাতে পারেন।।১১১।।

বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্মিণৌ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্।। ১১২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের **কুটুম্বে** অর্থাৎ বাড়ীতে যদি (গ্রামান্তর থেকে) বৈশ্য ও শূদ্র অতিথিধর্মানুসারে অর্থাৎ অতিথিরূপে ভোজনকালে এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে (ক্ষত্রিয় অতিথির ভোজনের পর এবং গৃহস্থ দম্পতীর ভোজনের আগে) ব্রাহ্মণ গৃহস্থ গৃহভৃত্যদের ভোজনের সময় অনুকম্পা প্রকাশ ক'রে ঐ বৈশ্য ও শূদ্রকে ভোজন করাবেন। [বৈশ্য ও শূদ্র অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহস্থের পূজার যোগ্য না হ'লেও অবশ্যই অনুকম্পা বা অনুগ্রহের পাত্র হতে পারে। এরা শাস্ত্রবিহিত যথার্থ অতিথি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এরা অতিথি-জনোচিত পূজার অধিকারী নয়]।।১১২।।

ইতরানপি সখ্যাদীন্ সংপ্রীত্যা গৃহমাগতান্।
প্রকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্যয়া।। ১১৩।।

অনুবাদ ঃ সখা অর্থাৎ বন্ধুসদৃশ জ্ঞাতি, সহাধ্যায়ী প্রভৃতি অন্যান্য যে সব ক্ষত্রিয়াদিব্যতিরিক্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের বাড়ীতে প্রীতিবশতঃ এসে উপস্থিত হন (অর্থাৎ যাঁরা প্রকৃত স্নেহবশতঃ এসে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু অতিথিধর্মানুসারে এসে উপস্থিত হন নি), গৃহস্থ তাদের জন্যও সাধ্যমত ভালভাবে অন্ন প্রস্তুত ক'রে তাঁর পত্নীর সাথে বসিয়ে (অর্থাৎ পত্নীর ভোজনকালে) তাদের ভোজন করাবেন।।১১৩।।

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন।। ১১৪।।

অনুবাদ ঃ সুবাসিনী (অর্থাৎ নববিবাহিতা বধূ, পুত্রবধূ ও কন্যা), বালক, রোগী এবং গর্ভবতী নারী এদের অতিথি ব্রাহ্মণাদির ভোজনের আগেই কোনরকম বিচার না করেই ভোজন করাবে [কারণ, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এদের আহারাদির ব্যবস্থায় বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। বিলম্ব হ'লে তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই অতিথিভোজনের আগেই এদের ভোজন করালে

কোনও দোষ হয় না]।।১১৪।।

অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ।। ১১৫।।

অনুবাদ ঃ শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ যে ব্যক্তি এইসকলকে অর্থাৎ অতিথি থেকে আরম্ভ ক'রে ভৃত্যপর্যন্ত সকলকে ভোজন না করিয়ে আগে নিজেই ভোজন করতে থাকে, সে জানতেই পারে না যে, তার এই ভোজন (তার মৃত্যুর পর) কুকুর-শকুনদের দ্বারা তার শরীর ছিঁড়ে খাওয়ারই অনুরূপ ।।১১৫।।

ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাম্ ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী।। ১১৬।।

অনুবাদ ঃ বিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অতিথিগণ, স্ব অর্থাৎ স্বকীয় জ্ঞাতিগণ, এবং পরিচারকবের্গর ভোজন শেষ হওয়ার পর আহার্য অন্নের যা অবশিষ্ট থাকবে, গৃহস্থ-দম্পতি সকলের শেষে সেই অন্নই ভোজন করবেন।।১১৬।।

দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ।। ১১৭।।

অনুবাদ ঃ গৃহস্থ ব্যক্তি দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ (অর্থাৎ অতিথি প্রভৃতি), পিতৃপুরুষগণ এবং (ভূতযজ্ঞের দ্বারা আরাধনীয়) গৃহদেবতাগণ—এঁদের সকলকে (হব্য-কব্য-অন্নাদির দ্বারা) পূজা ক'রে সর্বশেষে সস্ত্রীক অবশিষ্টান্ন ভোজন করবেন।।১১৭।।

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে।। ১১৮।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের ভোজনের জন্য অন্নাদি পাক করে, সে কেবল পাপই ভোজন করে। কারণ, পঞ্চ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই সাধুব্যক্তিদের ভোজনের জন্য বিহিত হয়েছে (অযজ্ঞীয় অন্ন ভোজনের বিধান নেই)। [যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত নয়, তার পক্ষে কেবল নিজের জন্য পাক করা উচিত নয়। তবে যে ব্যক্তি আতুর, তার পক্ষে যে উপায়ে জীবনধারণ এবং শরীর ধারণ হয়, সেরকম করা যুক্তিসঙ্গত। এতে যদি কোনও শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘিত হয়, তাও স্বীকার করা উচিত, কারণ এইরকম শাস্ত্রোক্তি আছে—'সর্বত এবাত্মানং গোপায়েৎ'।]।।১১৮।।

রাজর্ত্বিক্‌স্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান্।
অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ।। ১১৯।।

অনুবাদ ঃ (অতিথিপূজা প্রসঙ্গে গৃহে সমাগত অন্য কোনও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির পূজার প্রসঙ্গ বলা হচ্ছে)। রাজা (অর্থাৎ যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন), পুরোহিত, স্নাতক (বিদ্যা ও ব্রত উভয় বিষয়েই যিনি স্নাতক হয়েছেন, কিন্তু গৃহস্থ হন নি অথবা, যে সবেমাত্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করেছে, তাকে 'স্নাতক' বলে গ্রহণ করা যায়), প্রিয় (অর্থাৎ জামাতা), শ্বশুর ও মাতুল—এঁরা বৎসরান্তে গৃহে সমাগত হ'লে গৃহস্থ গৃহ্যসূত্রোক্ত মধুপর্ক নামক কর্মের দ্বারা (মধু, দই, ঘি প্রভৃতি মিশিয়ে মধুপর্ক তৈরী করা হয়; মধুপর্কের সাথে মাংস অথবা পায়স আহার্যদানের ব্যবস্থা ছিল) তাঁদের পূজা করবেন।।১১৯।।

রাজা চ শ্রোত্রিয়শ্চৈব যজ্ঞকর্মণ্যুপস্থিতৌ।
মধুপর্কেণ সংপূজ্যৌ ন ত্বযজ্ঞ ইতি স্থিতিঃ।। ১২০।।

অনুবাদ ঃ রাজা (অর্থাৎ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় নৃপতি) ও শ্রোত্রিয় (স্নাতক বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) সংবৎসরের মধ্যেও যজ্ঞকর্মে উপস্থিত হ'লে কেবল তখনই মধুপর্ক-দ্বারা তাঁদের পূজা করতে হবে, কিন্তু বৎসরের মধ্যে যজ্ঞ ভিন্ন অন্য সময়ে উপস্থিত হ'লে মধুপর্কের ব্যবস্থা করতে হবে না—এটাই হ'ল নিয়ম।।১২০।।

সায়ন্ত্বন্নস্য সিদ্ধস্য পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতর্বিধীয়তে।। ১২১।।

অনুবাদ ঃ (প্রথম অন্নপাকবিধির পর সায়ংকালে দ্বিতীয় অন্নপাকবিধির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—)। সায়ংকালে যে অন্ন সিদ্ধ করা হবে তার দ্বারা গৃহস্থপত্নী বিনা মন্ত্রে ('অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদিপ্রকার মন্ত্র উচ্চারণ না ক'রে) পূর্বোক্ত বলি প্রদান করবেন। কারণ, এটি বৈশ্বদেব বলি নামক প্রসিদ্ধ কর্ম; এটি প্রাতঃকালের মত সায়ংকালেও বিহিত হয়ে থাকে।।১২১।।

পিতৃযজ্ঞন্তু নির্বর্ত্য বিপ্রশ্চন্দ্রক্ষয়েঽগ্নিমান্।
পিণ্ডান্বাহার্যকং শ্রাদ্ধং কুর্যান্মাসানুমাসিকম্।। ১২২।।

অনুবাদ ঃ চন্দ্রের কলা সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হ'লে অর্থাৎ অমাবস্যা তিথিতে (অপরাহ্নকালে) সাগ্নিক দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' নামক পিতৃযজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন ক'রে প্রতিমাসে 'পিণ্ডান্বাহার্যক' শ্রাদ্ধ করবেন। [অগ্নিমান্ = আগে যে বৈবাহিক অগ্নির কথা বলা হয়েছে সেই অগ্নি, অথবা দায়কালে অর্থাৎ পিতৃধন বিভাগকালে যে অগ্নি সংগ্রহ করা হয় সেই অগ্নিযুক্ত দ্বিজাতি]।।১২২।।

পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমন্বাহার্যং বিদুর্বুধাঃ।
তচ্চামিষেণ কর্তব্যং প্রশস্তেন প্রযত্নতঃ।। ১২৩।।

অনুবাদ ঃ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে মাসে মাসে যে শ্রাদ্ধ নির্দিষ্ট আছে, তাকে পণ্ডিতগণ 'অন্বাহার্য' শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত করেন। এই শ্রাদ্ধ উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ যা নিষিদ্ধ নয় বা বিধিবোধিত এমন) আমিষ (মাংস) দ্বারা সযত্নে সমাধা করতে হয়।।১২৩।।

তত্র যে ভোজনীয়াঃ স্যু র্যে চ বর্জ্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
যাবন্তশ্চৈব যৈশ্চান্নৈস্তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।।১২৪।।

অনুবাদ ঃ সেই অমাবস্যাশ্রাদ্ধে যে সব গুণবান্ ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয়, যে সব ব্রাহ্মণকে বর্জন করতে হয়, যত সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করতে হয় এবং তাঁদের যেরকম অন্ন ভোজন করাতে হয়—সেসব আমি তোমাদের কাছে সম্যগ্‌ভাবে বর্ণনা করছি।।১২৪।।

দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।। ১২৫।।

অনুবাদ ঃ দৈবকর্মে অর্থাৎ দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুই জন ব্রাহ্মণকে আর পিতৃ-পিতামহাদির শ্রাদ্ধে তিন জন ব্রাহ্মণকে, অথবা দেবপক্ষে একজন ও পিতৃপক্ষে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। নিজে অতিশয় সমৃদ্ধিমান্ হ'লেও (অর্থাৎ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবার সামর্থ্য থাকলেও) এর বেশী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে প্রবৃত্ত হবে না।।১২৫।।

সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্।। ১২৬।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণভোজনের বাহুল্য করতে গেলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে গেলে, **সৎক্রিয়া** [অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সুষ্ঠুভাবে সেবা-পরিচর্যা, বা ভালভাবে ও পবিত্রভাবে রন্ধনকাজ] **দেশ** [উপযুক্ত স্থানে ব্রাহ্মণদের বসানো; যেমন, পিতৃকৃত্যের জন্য প্রশস্ত স্থান হ'ল দক্ষিণদিকের ঢালু জায়গা], **কাল** [অর্থাৎ অপরাহ্ণ কাল —যা ভোজনের পক্ষে প্রশস্ত], **শৌচ** [দ্রব্যসমূহের শুদ্ধি; অথবা শ্রাদ্ধকারী, ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য —এদের পবিত্রতা বজায় রাখা], এবং **ব্রাহ্মণগত সম্পৎ** (অর্থাৎ গুণবান্ ব্রাহ্মণ-লাভ)—এই পাঁচটি গুণ ব্যাহত হয়। [শ্রাদ্ধে উপরিউক্ত পাঁচটি গুণ অবশ্যই আশ্রয় করতে হয়। কিন্তু 'বিস্তর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজনের বাহুল্য ঘটলে, ঐ গুণগুলি নষ্ট হ'য়ে যায়]। অতএব ব্রাহ্মণের বাহুল্যের দিকে যত্ন নেবে না।।১২৬।।

প্রথিতা প্রেতকৃত্যৈষা পিত্র্যং নাম বিধুক্ষয়ে।
তস্মিন্ যুক্তস্যৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী।। ১২৭।।

অনুবাদ — প্রতি অমাবস্যায় বিহিত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধরূপ কর্ম **প্রেতকৃত্যা** অর্থাৎ পিতৃগণের উপকার বা তৃপ্তি সম্পাদন ক'রে—এ ব্যাপারটি পণ্ডিতদের কাছে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এই কাজের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকে, তাঁর নিজের প্রেতকৃত্যা (শ্রাদ্ধকর্ম) ও লৌকিকী ক্রিয়া (স্মার্তকর্ম) নিত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ তাঁর পুত্রপৌত্রাদিও ইহলোকে ও পরলোকে তাঁর উপকার সাধন করে [সেই অনুষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তি যখন পরলোকগত হন তখন তাঁর তৃপ্তি সম্পাদনের জন্য তাঁর পুত্রপৌত্রাদিও তাঁর শ্রাদ্ধাদিরূপ উপকার ক'রে থাকে। অতএব শ্রাদ্ধের ফল হ'ল—পুত্র-পৌত্রাদি-সন্ততির বিচ্ছেদ না ঘটা অর্থাৎ বংশ অক্ষুণ্ণ থাকা]।।১২৭।।

শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্।। ১২৮।।

অনুবাদ ঃ হব্য (বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণভোজন শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপে বিহিত) বা **কব্য** (পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণভোজন শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপে বিহিত) সমস্তই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে (অর্থাৎ মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র বেদশাখা যিনি অধ্যয়ন করেছেন এমন ব্রাহ্মণকে) দেওয়া দাতাগণের একান্ত কর্তব্য। যেহেতু গুণবত্তম শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণকে ('অর্হত্তম' শব্দের অর্থ যিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি বিদ্যা ও সদাচারযুক্ত) যা দান করা হয় তাতে **মহাফল** লাভ হয় (অর্থাৎ অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে যা দান করা হয় তা নিষ্ফল হয়)।।১২৮।।

একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি।। ১২৯।।

অনুবাদ ঃ দৈবকর্ম বা পিতৃকর্মে যদি একজন করেও বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হয়, তাহ'লে প্রচুর ফল লাভ হয়, কিন্তু **অমন্ত্রজ্ঞ** অর্থাৎ বেদবিদ্যাবিহীন বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করালেও সেরকম ফল লাভ হয় না।।১২৯।।

দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে সোঽতিথিঃ স্মৃতঃ।। ১৩০।।

অনুবাদ ঃ দৈব ও পিতৃকার্যে উপস্থিত ব্রাহ্মণের (কুলপরিচয়) অতিদূর থেকে পরীক্ষা করবে [অর্থাৎ মাতৃবংশে ও পিতৃবংশে যাঁরা দশপুরুষ ধরে বিদ্যাগ্রহণ ও তপশ্চরণ ক'রে আসছেন, এবং সেই সব পুণ্যকর্মের দ্বারা যাঁরা পবিত্র, যাঁদের ব্রাহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ আছে, তা নিরূপণ করবে] কারণ, সেইরকম ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের হব্য ও কব্যের **তীর্থস্বরূপ** [জলাশয় থেকে জল

সংগ্রহের জন্য যেখান দিয়ে নীচের দিকে নামতে হয় তাকে তীর্থ বা ঘাট বলা হয়। জলাভিলাষী ব্যক্তিগণ সেই তীর্থ বা ঘাট দিয়ে নীচের দিকে গিয়ে যেমন জল প্রাপ্ত হয়, সেইরকম পূর্বোক্ত প্রকার ব্রাহ্মণকে অবলম্বন ক'রে হব্য ও কব্য দেবতা ও পিতৃপুরুষদের কাছে উপস্থিত হয়]; এইরকম ব্রাহ্মণ অতিথি-রূপে স্বীকৃত হন (অতএব এইরকম ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্যাদি দ্রব্যসমূহ দান এবং ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতি অন্যান্য কর্মের দানও নিঃশংশয়ে করা উচিত)।।১৩০।।

সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্বানর্হতি ধর্মতঃ।। ১৩১।।

অনুবাদ ঃ যে শ্রাদ্ধে সহস্রগুণিত-সহস্র অর্থাৎ দশ লক্ষ বেদবিদ্যাবিহীন ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সেই শ্রাদ্ধে যদি একজন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে ভোজনাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করা যায়, তাহ'লে ধর্মোৎপাদন-বিষয়ে এইরকম একজন ব্রাহ্মণভোজনের ফল সেরকম দশলক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের ফলসম্পাদনের যোগ্য হয়।।১৩১।।

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
ন হি হস্তাবসৃগ্‌দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুদ্ধ্যতঃ।। ১৩২।।

অনুবাদ ঃ জ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যায় উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই কব্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) এবং হব্য (হবির্দ্রব্য) অর্থাৎ পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদাতব্য কব্য ও হব্য সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া উচিত (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেই কব্য-হব্য দেওয়া উচিত। মূর্খকে নয়)। (অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের দ্বারা এই উক্তি সমর্থন করা হচ্ছে—)। কারণ রক্তাক্ত হাত দুটি রক্তের দ্বারা ক্ষালিত হ'লে কখনো শুদ্ধ হতে পারে না (কিন্তু নির্মল জলের দ্বারা পরিষ্কৃত করতে হয়)। [এইরকম মূর্খ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদিতে ভোজন করালে ভোজনের জন্য পাপের নিবৃত্তি তো হয়ই না, বরং তার ফলে পাপ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় পিতৃলোকের আরও অধোগতি হয়। কিন্তু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করালেই পাপ নষ্ট হয়]।।১৩২।।

যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলর্ষ্ট্যয়োগুড়ান্।। ১৩৩।।

অনুবাদ ঃ বেদজ্ঞানরহিত ব্রাহ্মণ হব্য ও কব্যের যতগুলি গ্রাস গলাধঃকরণ করেন, মৃত্যুর পর তিনি ততগুলি উত্তপ্ত শূল, ঋষ্টি-নামক অস্ত্রবিশেষ এবং অয়োগুড় অর্থাৎ লৌহপিণ্ড ভোজন করেন। [মতান্তরে, শ্রাদ্ধকর্তারই দোষ হয় এবং তাঁকেই ঐ উত্তপ্ত দ্রব্যগুলি ভোজন করতে হয়, শ্রাদ্ধভোজনকরী অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কোনও দোষ হয় না। "তাবতো গ্রসতে প্রেতঃ"—এইরকম পাঠ থাকলে অর্থ হবে—'যাঁর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তিনি ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডাদি ভোজন করেন]।।১৩৩।।

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্মনিষ্ঠাস্তথাপরে।। ১৩৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ জ্ঞাননিষ্ঠ (অর্থাৎ যাঁরা খুব ভালভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং বেদপরায়ণ হয়ে আছেন), কেউ কেউ প্রাজাপত্যাদি তপঃপরায়ণ, কেউ কেউ তপঃ ও স্বাধ্যায়ে (বেদাধ্যয়নে) উৎকর্ষযুক্ত, কেউ কেউ আবার অগ্নিহোত্রাদি-শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞকর্মে নিষ্ঠ (অর্থাৎ উৎকর্ষযুক্ত)।।১৩৪।।

জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।
হব্যানি তু যথান্যায়ং সর্বেষ্বপি চতুর্ষ্বপি।। ১৩৫।।

অনুবাদ ঃ যাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁদের যত্নসহকারে কব্য অর্থাৎ পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রাদ্ধদ্রব্য প্রদান করা উচিত। কিন্তু পূর্বোক্ত চারপ্রকার উৎকর্ষযুক্ত ব্রাহ্মণকেই শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে হব্যদ্রব্য দান করা যেতে পারে।।১৩৫।।

অশ্রোত্রিয়ঃ পিতা যস্য পুত্রঃ স্যাদ্বেদপারগঃ।
অশ্রোত্রিয়ো বা পুত্রঃ স্যাৎ পিতা স্যাদ্বেদপারগঃ।। ১৩৬।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রাহ্মণের পিতা শ্রোত্রিয় নয় অর্থাৎ অবেদজ্ঞ, কিন্তু নিজে বেদপারগ (অর্থাৎ সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেছেন), এবং যে ক্ষেত্রে পুত্র শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞ নয়, কিন্তু পিতা বেদপারগ (এই দুই জনের মধ্যে কোন্ জন উৎকৃষ্ট?)

জ্যায়াংসমনয়োর্বিদ্যাদ্ যস্য স্যাচ্ছ্রোত্রিয়ঃ পিতা।
মন্ত্রসংপূজনার্থন্তু সৎকারমিতরোঽর্হতি।। ১৩৭।।

অনুবাদ ঃ উপরি উক্ত দুই জনের মধ্যে যাঁর পিতা শ্রোত্রিয় তাঁকেই উৎকৃষ্ট ব'লে জানতে হবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে মূর্খ কিন্তু তাঁর পিতা শ্রোত্রিয় তাঁকে 'জ্যায়াংসং বিদ্যাৎ'—শ্রাদ্ধকর্মে প্রশস্ত শ্রাদ্ধগ্রহণের যোগ্য ব'লে জানবে, কারণ, তাঁর পিতা হলেন শ্রোত্রিয়)। তবে অন্য ব্যক্তিটিও (যিনি নিজে বেদপারগ, কিন্তু পিতা অশ্রোত্রিয়) সমাদর লাভের যোগ্য, কিন্তু সমাদর বা পূজা তাঁর নিজের নয়, তাঁর মন্ত্র বা অধীত বেদেরই সমাদর।।১৩৭।।

ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং ধনৈঃ কার্যোঽস্য সংগ্রহঃ।
নারিং ন মিত্রং যং বিদ্যাত্তং শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্দ্বিজম্।। ১৩৮।।

অনুবাদ ঃ শ্রাদ্ধের কাজে মিত্রকে [অর্থাৎ শ্রাদ্ধকর্তার নিজের সুখদুঃখ যিনি তাঁর নিজের সুখদুঃখের সমান ব'লে বিবেচনা করেন, নিজের সাথে অভিন্ন সেই ব্রাহ্মণকে] শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করাবে না। কিন্তু ধন ও অন্য বস্তু দানের দ্বারা সেই মিত্রকে সংগ্রহ করবে (অর্থাৎ তাঁর সাথে মিত্রতা বজায় রাখবে)। যিনি শত্রুও নন এবং মিত্রও নয় ব'লে বুঝবে (অর্থাৎ যাঁর প্রতি বিদ্বেষও নেই ও অনুরাগও নেই) এমন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাবে।।১৩৮।।

যস্য মিত্রপ্রধানানি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ।
তস্য প্রেত্য ফলং নাস্তি শ্রাদ্ধেষু চ হবিঃষু চ।। ১৩৯।।

অনুবাদ ঃ যে গৃহকর্তার শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও হবির্দ্রব্য বিষয়ে মিত্রের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ মিত্রভোজন করিয়ে সম্পন্ন করাতে হয়, তিনি পরলোকে শ্রাদ্ধবিষয়ক বা হবির্বিষয়ক কোনও ফলই লাভ করতে পারেন না (অর্থাৎ ভোগযোগ্য হয় না)।।১৩৯।।

যঃ সঙ্গতানি কুরুতে মোহাচ্ছ্রাদ্ধেন মানবঃ।
স স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাচ্ছ্রাদ্ধমিত্রো দ্বিজাধমঃ।। ১৪০।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ (অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ না জেনে) শ্রাদ্ধকার্যের দ্বারা বন্ধুত্ব সম্পাদন করে, সেই ব্রাহ্মণাধম শ্রাদ্ধমিত্র নামে অভিহিত হয়ে থাকে (শ্রাদ্ধেই তার মিত্রলাভের হেতু হওয়ায় শ্রাদ্ধই হ'ল তার মিত্র); এইরকম ব্যক্তি স্বর্গলোক থেকে চ্যুত হন (অর্থাৎ তিনি কখনো স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হন না)।।১৪০।।

সম্ভোজনী সাঽভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি।। ১৪১।।

অনুবাদ : দ্বিজগণের দ্বারা ঐ যে 'দক্ষিণা' অর্থাৎ ভোজনদান, তাকে সম্ভোজনী অর্থাৎ গোষ্ঠীভোজন বা পাঁচজন একত্র বসে ভোজন করা, এই নামে অভিহিত করা হয়। শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য ক'রে এই যে বন্ধুসংগ্রহ এটি পিশাচদের ধর্ম। একই গৃহে আবদ্ধ অন্ধ গরু যেমন ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকে (এবং অন্যত্র যেতে পারে না), সেইরকম সেই দক্ষিণা অর্থাৎ দানও ইহলোকেই থেকে যায় (পরলোকে ফলদানে সমর্থ হয় না; এই দান পিতৃপুরুষগণের উপকার সাধন করতে পারে না)।।১৪১।।

যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলম্।
তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলম্।। ১৪২।।

অনুবাদ : যেমন বপ্তা (কৃষক) উষর ভূমিতে বীজ পবন ক'রে শস্যরূপ ফল লাভ করে না, তেমনি বেদজ্ঞানহীন অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্য প্রভৃতি দান করলে শ্রাদ্ধকারী দাতা (পরলোকে) দানজনিত পুণ্যফল লাভ করেন না।।১৪২।।

দাতৃন্ প্রতিগ্রহীতৃংশ্চ কুরুতে ফলভাগিনঃ।
বিদুষে দক্ষিণা দত্তা বিধিবৎ প্রেত্য চেহ চ।। ১৪৩।।

অনুবাদ : শাস্ত্রবিধি অনুসারে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা (ভোজনসামগ্রী) দান করলে ঐ দান ইহলোকে ও পরলোকে দাতা ও প্রতিগ্রহীতাকে উপযুক্ত ফলভাগী করে। (অতএব বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকেই দান করা উচিত)।।১৪৩।।

কামং শ্রাদ্ধেঽর্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমপি ত্বরিম্।
দ্বিষতা হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত্য নিষ্ফলম্।। ১৪৪।।

অনুবাদ : বরং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পাওয়া না গেলে গুণবান্ বন্ধুকেও ভোজনাদির দ্বারা সম্মান দেখানো উচিত, তবুও বিদ্বান্ শত্রুকে শ্রাদ্ধে ভোজন করানো বিহিত নয়। কারণ, শ্রাদ্ধে শত্রুলোক শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করলে পরলোকে তা নিষ্ফল হয়।।১৪৪।।

যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্।
শাখান্তগমথাধ্বর্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্।।১৪৫।।

অনুবাদ : পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধকর্মে বেদপারংগত 'বহ্বৃচ' অর্থাৎ ঋগ্‌বেদাধ্যায়ীকে, শাখান্তগ অধ্বর্যুকে অর্থাৎ যজুর্বেদের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যুজর্বেদাধ্যায়ীকে, এবং সমাপ্তিক ছন্দোগকে অর্থাৎ সামবেদের সমাপ্তিপর্যন্ত অধ্যয়নকারীকে যত্নপূর্বক ভোজন করাবে (অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের, যজুর্বেদের ও সামবেদের মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক কৃৎস্ন বেদশাখাধ্যয়নকারী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে যত্নের সাথে ভোজন করালে অতিশয় ফল হয়)।।১৪৫।।

এষামন্যতমো যস্য ভুঞ্জীত শ্রাদ্ধমর্চিতঃ।
পিতৃণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাচ্ছাশ্বতী সাপ্তপৌরুষী।। ১৪৬।।

অনুবাদ : পূর্বোক্ত তিন প্রকার বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে কোনও একজন যদি কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, তাহ'লে শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃপুরুষগণের সাতপুরুষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী (অবিচ্ছিন্ন) তৃপ্তির প্রাপ্তি হ'য়ে থাকে।।১৪৬।।

এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ।
অনুকল্পস্ত্বয়ং জ্ঞেয়ঃ সদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ।। ১৪৭।।

অনুবাদ : হব্য ও কব্য অর্থাৎ দেবতা ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদেয় অন্নাদির দানবিষয়ে পূর্বোক্ত শ্রাদ্ধকর্তার সাথে সম্বন্ধহীন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই প্রথম কল্প অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পাত্র। তবে তাঁদের অভাবে সজ্জনগণ সর্বদা এই বক্ষ্যমাণ অনুকল্পের (প্রতিনিধিন্যায়ের) অনুষ্ঠান করবেন।।১৪৭।।

মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ং শ্বশুরং গুরুম্।
দৌহিত্রং বিট্পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌ চ ভোজয়েৎ।। ১৪৮।।

অনুবাদ : মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয় (স্বস্রীয় ভগ্নীর পুত্র), শ্বশুর, আচার্য প্রভৃতি বিদ্যাগুরু, দৌহিত্র, জামাতা (বিট্ শব্দের অর্থ দুহিতা, তার পতি; বিট্পতি শব্দের অর্থ 'অতিথি'-ও হয়), বন্ধু (শ্যালক, সগোত্র, মাতার ভগিনীপুত্র, পিতার ভগিনীপুত্র প্রভৃতি), ঋত্বিক্ (পুরোহিত), ও যাজ্য (যজমান)— মুখ্য শ্রোত্রিয়াদির অভাবে এই দশজনকে শ্রাদ্ধাদিতে ভোজন করাবে।।১৪৮।।

ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্মণি ধর্মবিৎ।
পিত্র্যে কর্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ।। ১৪৯।।

অনুবাদ : ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকর্মে ভোজনার্থ আগত ব্রাহ্মণকে পূর্বোক্ত প্রকারে যত্নপূর্বক পরীক্ষা করবেন না (অর্থাৎ লোকে যাঁকে ভাল ব্রাহ্মণ ব'লে জানে, তাঁকেই ভোজন করাবেন।) কিন্তু পিতৃকার্য (পিতৃশ্রাদ্ধ) উপস্থিত হ'লে সেক্ষেত্রে প্রযত্নের সাথে ভোক্তা ব্রাহ্মণের পিতৃ-পিতামহাদি কুল ও শীল পরীক্ষা করবেন।।১৪৯।।

যে স্তেনপতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্মনুরব্রবীৎ।। ১৫০।।

অনুবাদ : যে সব ব্রাহ্মণ চোর, পতিত (পাঁচরকমের মহাপাতকের যে কোনও একটি যার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে), ও নপুংসক, এবং যারা নাস্তিক-বৃত্তি (অর্থাৎ 'দানের কোনও পারলৌকিক ফল নেই, পরলোক ব'লে কিছু নেই,' —এইরকম যাদের সিদ্ধান্ত, তারাই 'নাস্তিক'; এইরকম যাদের আচার অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপদেশে শ্রদ্ধাহীনতা তারা 'নাস্তিকবৃত্তি') তারা হব্য-কব্য অর্থাৎ দৈব ও পিতৃকার্যে আযোগ্য বা অনধিকারী ব'লে মনু নির্দেশ করেছেন (চোর প্রভৃতিকে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই নিষেধের প্রতি আদর বা আগ্রহ দেখাবার জন্যই এখানে মনুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তা না হ'লে মনু-ই যখন সকল ধর্মের বক্তা, তখন আবার 'মনু বলেছেন' বলা অনাবশ্যক)।।১৫০।।

জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্বালং কিতবং তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ।। ১৫১।।

অনুবাদ : যে লোক জটাধারী (এবং মুণ্ডিতমস্তক) ব্রহ্মচারী (এবং অবশ্যই বেদাধ্যয়নসম্পন্ন নন), যিনি বেদাধ্যয়নরহিত (এখানে অর্থ—যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তা আয়ত্ত করতে পারেন নি), যে লোক দুর্বাল (চর্মরোগগ্রস্ত; বা যার কেশ স্খলিত হয়েছে বা যার কেশ তামাটে বর্ণের, দুর্বল এই পাঠান্তরের অর্থ হবে -'যে লোক বিকলেন্দ্রিয়া), যে লোক জুয়া খেলায় আসক্ত (জুয়াড়ি) এবং যারা বহুলোকের হয়ে যাজন করে, তাদের শ্রাদ্ধে ভোজন

করাবে না।।১৫১।।

চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ।। ১৫২।।

অনুবাদ ঃ চিকিৎসক (বৈদ্য বা ঔষধবিক্রয়ী), **দেবলক** (দেবপ্রতিমার পরিচর্যা-কারী), মাংসবিক্রয়ী (কসাই), এবং বিপণন দ্বারা অর্থাৎ নিষিদ্ধ পণ্য দ্বারা জীবনযাত্রা - নির্বাহকারী— এদের শ্রাদ্ধীয় দেবপিতৃকার্যে অর্থাৎ হব্য-কব্য প্রদানে বর্জন করবে। [জীবিকার জন্য কাজ করলে চিকিৎসক ও দেবলক শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ হবেন, কিন্তু যদি ধর্মসঞ্চয়ের অভিলাষে তাঁরা তাঁদের কাজ করেন তাহ'লে চিকিৎসকত্ব ও দেবলকত্ব দোষের নয়। কিন্তু ধর্ম-কর্মের জন্য মাংস বিক্রয় করলেও মাসংবিক্রয়ী শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ হবেন।]।। ১৫২।।

প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নির্বার্ধুষিস্তথা।। ১৫৩।।

অনুবাদ ঃ গ্রামের বা রাজার আজ্ঞাভুক্ ভৃত্য, কুৎসিৎ নখরোগবিশিষ্ট, **শ্যাবদন্তক** (যার দাঁতের রঙ্ স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ, অথবা প্রতি দুটি দাঁতের মাঝখানে এক একটা ছোট ছোট কৃষ্ণবর্ণের দাঁত আছে), গুরুর প্রতিকূল আচরণকারী, যে আহবনীয় প্রভৃতি তিনটি অগ্নি বা আবসথ্য (শালাগ্নি) ত্যাগ করেছে, **বার্দ্ধুষি** অর্থাৎ সুদ খাটিয়ে যে জীবিকা নির্বাহ করে —এরা সকলে হব্য-কব্য দ্রব্য প্রদানে বর্জনীয়।।১৫৩।।

যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ।। ১৫৪।।

অনুবাদ ঃ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, জীবিকার জন্য ছাগল-মেষ প্রভৃতির প্রতিপালক, **পরিবেত্তা** (বড়ভাই অবিবাহিতা থাকতে যে ছোটভাই বিবাহ করে), **নিরাকৃতি** (পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান-রহিত ব্যক্তি), ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী, **পরিবিত্তি** (বিবাহিত ছোটভাই-এর অবিবাহিত বড় ভাই), এবং **গণাভ্যন্তর** ব্যক্তি (অর্থাৎ যে জনসাধারণের দ্বারা মঠাদিতে প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ ক'রে জীবন ধারণ করে)—এরা সকলে হব্য-কব্যভোজনে পরিবর্জনীয়।১৫৪।।

কুশীলবোঽবকীর্ণী চ বৃষলীপতিবের চ।
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে ।। ১৫৫।।

অনুবাদ ঃ কুশীলব (যারা অভিনয় বা নটবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে), **অবকীর্ণী** (যে ব্রহ্মচারী বা যতি স্ত্রীসংসর্গের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য নষ্ট করেছে), **বৃষলীপতি** (যে ব্রাহ্মণ সবর্ণা বিবাহ না ক'রে শূদ্রা নারীকে বিবাহ করেন), **পৌনর্ভব** (বিবাহিতা স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বা বিধবা অবস্থায় পুনরায় বিবাহ হ'লে সেই নারীর পুত্র); **কাণ** (এক চোখ দৃষ্টিহীন ব্যক্তি), এবং যে ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁর পত্নীর উপপতি বর্তমান, এমন ব্রাহ্মণ—এরা হব্যকব্যপ্রদানব্যাপারে বর্জনীয়।।১৫৫।।

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ।। ১৫৬।।

অনুবাদ ঃ যে অধ্যাপক শিষ্যের কাছ থেকে বেতন নিয়ে বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য অধ্যাপককে বেতন দিয়ে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রের কাছে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যনি বাগ্দুষ্ট অর্থাৎ সর্বদা পরুষভাষী, যে ব্যক্তি **কুণ্ড** অর্থাৎ স্বামী বর্তমানে স্ত্রীর জারজ সন্তান এবং যে ব্যক্তি **গোলক** অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জারজ

সন্তান—এরা সব শ্রাদ্ধে বর্জনীয়।।১৫৬।।

অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা।
ব্রাহ্মৈর্যৌনৈশ্চ সম্বন্ধৈঃ সংযোগং পতিতৈর্গতঃ।। ১৫৭।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি অকারণে পিতা, মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ যে তাঁদের শুশ্রূষাদিতে পরাঙ্‌মুখ, যে ব্যক্তি পতিত ব্যক্তির সাথে 'ব্রাহ্মসম্বন্ধ' অর্থাৎ যাজন, অধ্যাপনা প্রভৃতি, এবং 'যৌনসম্বন্ধ' অর্থাৎ কন্যাদান প্রভৃতি বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করেছে—তারা হব্যকব্যে বর্জনীয়।।১৫৭।।

আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ।। ১৫৮।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি অগার অর্থাৎ ঘরে আগুন দেয়, যে ব্যক্তি গরদ অর্থাৎ প্রাণনাশক বিষাদি দ্রব্য দান করে, যে ব্যক্তি **কুণ্ড-গোলকের** অর্থাৎ দুই রকম জারজ সন্তানের অন্ন ভোজন করে (জীবিতপতিকা নারীর জারজ সন্তানকে বলা হয় **কুণ্ড**, এবং বিধবানারীর জারজ সন্তানকে বলা হয় **গোলক**), যে ব্যক্তি (ঔষধরূপেই হোক্ বা যাগের জন্যই হোক্) সোমলতা বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি নৌকাদির দ্বারা সমুদ্র পথে দ্বীপান্তরে গমন করে, যে ব্যক্তি বন্দী বা স্তুতিপাঠক, যে জীবিকার জন্য তিল প্রভৃতির বীজ পেষন ক'রে তেল নিষ্কাসন করে.এবং যে ব্যক্তি শিক্ষা দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী তৈরী করে —এরা সব হব্য-কব্যে বর্জনীয়।।১৫৮।।

পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদ্যপস্তথা।
পাপোরোগ্যভিশপ্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী।। ১৫৯।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি পিতার সাথে শাস্ত্রার্থে বা লৌকিক বিষয়ে (অর্থাৎ ধনসম্পত্তির বিভাগাদির জন্য মামলা-মোকদ্দমা-জাতীয়) বিবাদ করে, যে **কিতব** অর্থাৎ নিজে পাশা খেলা জানে না কিন্তু অন্যকে দিয়ে খেলায়, যে **মদ্যপ** অর্থাৎ সুরা ব্যতিরিক্ত অন্য **অরিষ্ট** জাতীয় পদার্থ পান করে (এরকম অর্থ করার কারণ এই যে, বলা হয়েছে সুরাপানকারী ব্রাহ্মণ পতিত হয়, এবং যে ব্যক্তি পতিত সে সকল ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত ব'লে শ্রাদ্ধাদিতে নিষিদ্ধ; সুতরাং তার সম্বন্ধে আবার সুরাপান নিষেধ করা অনাবশ্যক), যে **পাপরোগী** অর্থাৎ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, যে **অভিশপ্ত** অর্থাৎ অভিশাপগ্রস্ত [মেধাতিথির মতে, 'অভিশপ্ত' শব্দের অর্থ - কোনও লোক পাপ কাজ করেছে, এই ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও এইরকম লোকাপবাদ আছে যে, সে পাপী], যে **দাম্ভিক** অর্থাৎ কপটতাপূর্বক ধর্মানুষ্ঠানকারী, এবং যে **রসবিক্রয়ী** অর্থাৎ আখ প্রভৃতির রস বিক্রয় করে [মেধাতিথির মতে রস অর্থাৎ বিষ-বিক্রয়কারী]—এরা হব্য-কব্যে বর্জনীয়।।১৫৯।।

ধনুঃশরাণাং কর্তা চ যশ্চাগ্রেদিধিষূপতিঃ।
মিত্রধ্রুগ্ দ্যূতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্যস্তথৈব চ।। ১৬০।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ধনুক ও তীর তৈরী করে, যে **অগ্রেদিধিষূপতি**(বড় বোন অবিবাহিতা থাকতে যে ছোট বোনের বিবাহ হয় সেই ছোটবোনকে বলা হয় **অগ্রেদিধিষূ**; তার পতি), যে লোকমিত্রদ্রোহী, যে পাশা খেলার ব্যবস্থা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে (বা, যে লোক পাশা খেলার দ্বারা অর্থোপার্জন করতে পারে না, অথচ দ্যূতসভায় স্থানুর মত বসে থাকা যার স্বভাব), বং যে ব্যক্তি পুত্রের কাছে অধ্যয়ন করে —এরা হব্য-কব্যে বর্জনীয়।।১৬০।।

ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।
উন্মত্তোঽন্ধশ্চ বর্জ্যাঃ স্যুর্বেদনিন্দক এব চ।। ১৬১।।

অনুবাদ ঃ যার ভ্রামরী-রোগ (অপস্মার বা হিস্টিরিয়া রোগ) আছে, যে ব্যক্তি **গণ্ডমালা**-রোগগ্রস্ত (যার গালে এবং গলায় ছোট ছোট 'আব্' আছে), যে ব্যক্তির শ্বেতকুষ্ঠরোগ আছে, যে পিশুন অর্থাৎ অন্যের গুপ্ত কথা প্রকাশ করে দেয় অথবা যে কুমন্ত্রণা য়ে, যে উন্মত্ত, অন্ধ ও বেদশাস্ত্রের নিন্দাকারী—তারা সকলেই হব্য-কব্যে বর্জনীয়।।১৬১।।

হস্তিগোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্যস্তথৈব চ।। ১৬২।।

অনুবাদ ঃ যে লোক হাতী,গরু, ঘোড়া এবং উট-এই সব পশুকে গতিভঙ্গি শিক্ষা দেয়, যে লোক **নক্ষত্র** অর্থাৎ নক্ষত্রবিদ্যার (জ্যোতিষশাস্ত্র) সাহায্যে জীবিকা অর্জন করে, যে লোক খেলা দেখাবার জন্য পাখী পোষে এবং যে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেয়—এরা সব শ্রাদ্ধের কাজে বর্জনীয়।।১৬২।।

স্রোতসাং ভেদকো যশ্চ তেষাঞ্চাবরণে রতঃ।
গৃহসংবেশকো দূতো বৃক্ষারোপক এব চ।। ১৬৩।।

অনুবাদ ঃ যে লোক আবদ্ধ জলস্রোতের বাঁধ ভেঙে দেয় (অর্থাৎ বাঁদ ভেঙে দিয়ে সেই প্রবহমান স্রোতের জল স্থানান্তরে অন্য শস্যক্ষেত্রে সেচনের জন্য নিয়ে যায়) এবং যে লোক স্রোতের আবরণে রত হয় অর্থাৎ বাঁধ নির্মাণ করে, যে লোক গৃহনির্মাণকৌশল উপদেশ দেয় অর্থাৎ যে বাস্তুবিদ্যোপজীবী (যেমন, স্থপতি বা রাজমিস্ত্রী, ছুতোর প্রভৃতি), যে দূতের কাজ করে, যে লোক মূল্য নিয়ে বৃক্ষরোপণ করে —এই সব লোককে শ্রাদ্ধে বর্জন করতে হবে। [মূল্য নিয়ে বৃক্ষরোপণকারী শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। কিন্তু যে লোক ধর্মের উদ্দেশ্যে পথের ধারে বৃক্ষরোপণ করে, সে বর্জনীয় নয়। কারণ, বৃক্ষ-রোপণ শাস্ত্রমধ্যে বিহিত আছে। যেমন,'শাস্ত্রের উপদেশ হল—'পঞ্চাম্র-বাপী নরকং ন পশ্যেৎ'। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের তিথিতত্ত্বে এই উপদেশ আছে। বক্তব্য হ'ল —'শাস্ত্রনির্দিষ্ট দশটি বা পাঁচটি আম্রাদি বৃক্ষ যিনি রোপণ করেন, তিনি নরকে যান না'।]।। ১৬৩।।

শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ।
হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ।। ১৬৪।।

অনুবাদ ঃ যে লোক খেলা দেখাবার জন্য কুকুর পোষে, যে শ্যেনপাখীর ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা, জীবিকা নির্বাহ করে, যে লোক কন্যাকে অর্থাৎ অবিবাহিতা নারীকে দূষিত করে, যে হিংস্র-প্রকৃতি (অর্থাৎ প্রাণিহত্যাদিতে আসক্ত), যে বৃষলবৃত্তি অর্থাৎ শূদ্রের সেবাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে (**বৃষলপুত্রঃ** এই পাঠান্তরের অর্থ হবে—যে লোকের কেবলমাত্র শূদ্রানারীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই আছে), এবং যিনি গণযাজী অর্থাৎ গণদেবতার (বা বিনায়কাদি-গণের) যাগ করেন—তাঁরা সব শ্রাদ্ধে বর্জনীয়।।১৬৪।।

আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ ।। ১৬৫।।

অনুবাদ ঃ যে লোক গুরু -অতিথি প্রভৃতির প্রতি অভ্যুত্থানাদি-সামাজিক-আচারবর্জিত, যে লোক **ক্লীব** অর্থাৎ কর্তব্য কর্মে নিরুৎসাহ, যে লোক সকল সময় যাচঞার দ্বারা অন্যের

উদ্বেগকারী হয় (অর্থাৎ বারবার যাচ্ঞা ক'রে লোককে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে), যে লোক কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে (অর্থাৎ জীবিকার উপায়ান্তর থাকলেও অন্যের দ্বারা চাষ-আবাদ করিয়ে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে), যে শ্লীপদী অর্থাৎ ব্যাধির ফলে যে ব্যক্তির একটি পা স্থূল হয়েছে, এবং কোনও কারণবশতঃ যে লোক সাধুব্যক্তিদের দ্বারা নিন্দিত—এই সব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বর্জনীয়।।১৬৫।।

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।। ১৬৬।।

অনুবাদ ঃ যে লোক উরভ্র অর্থাৎ মেষের ক্রয়-বিক্রয় তথা মহিষের ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে লোক অন্যের বিবাহিতা নারীকে পুনরায় বিবাহ করে, এবং যে লোক অর্থের বিনিময়ে মড়া বহন করে, —এইরকম ব্রাহ্মণেরা সকলেই শ্রাদ্ধকার্যে যত্নপূর্বক বর্জনীয়।।১৬৬।।

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জয়েৎ।। ১৬৭।।

অনুবাদ ঃ এই যে সব লোকেরা আচারবিগর্হিত (নিন্দিত) অর্থাৎ ইহলোকে গর্হিত কর্ম করেছে [যথা অন্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিদের পূর্বজন্মের ক্রিয়াকলাপ যে গর্হিত ছিল তা তাদের অন্ধত্ব প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অনুমিত হয়; আবার চৌর্যপ্রভৃতি গর্হিত কর্মের অনুষ্ঠান-কারী চোর প্রভৃতি ব্যক্তিগণও জনসমাজে নিন্দিত হয়] এবং পূর্বজন্মে গর্হিত কর্মের অনুষ্ঠান করেছিল, এরা সাধুজনের সাথে এক শ্রেণীতে ভোজনের অযোগ্য অধম ব্রাহ্মণ; এদের দৈব ও পিত্র্য এই উভয় কর্মতেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিত্যাগ করবে। [এরা পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণ; তাই এরা হ'ল অপাঙ্‌ক্তেয়। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা এদের সাথে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজন করার অধিকারী নয়। যারা এদের সাথে একত্র উপবেশন করে, তারাও উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিদূষকদের সংস্পর্শে দূষিত হয়ে যায়]।।১৬৮।।

ব্রাহ্মণস্ত্বনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং ন হি ভস্মনি হূয়তে।। ১৬৮।।

অনুবাদ ঃ বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নির সমান অর্থাৎ ঘাস বা খড়ের আগুনের মত নিবৃত্ত হয় (অর্থাৎ কাজের যোগ্য হয় না)। সুতরাং তাকে হব্য প্রদান (দৈব ক্রিয়ায় অন্নদান) উচিত নয়; কারণ, ভস্মে আহুতি দেওয়া হয় না।।১৬৮।।

অপাঙ্‌ক্ত্যদানে যো দাতুর্ভবত্যূর্ধ্বং ফলোদয়ঃ।
দৈবে হবিষি পিত্র্যে বা তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।। ১৬৯।।

অনুবাদ ঃ পঙ্‌ক্তিভোজনের অনধিকারী ব্রাহ্মণকে দৈব ও পিতৃকর্মে হব্য ও কব্য দান করলে, দাতা পরলোকে যে ফললাভ করে, তা আমি আদ্যোপান্ত বলছি, শ্রবণ করুন।।১৬৯।।

অব্রতৈর্যদ্দ্বিজৈর্ভুক্তং পরিবেত্রাদিভিস্তথা।
অপাঙ্‌ক্তেয়ৈর্যদন্যৈশ্চ তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে।। ১৭০।।

অনুবাদ ঃ (অবকীর্ণী, বেদাধ্যয়নহীন প্রভৃতি পূর্বোক্ত) ব্রতাচারহীন ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করে, পরিবেত্তা-নিরাকৃতি-পরিবিত্তি প্রভৃতি শাস্ত্রলঙ্ঘনকারীরা যে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করে, এবং অন্যান্য শ্লীপদী প্রভৃতি অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণেরা যে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করে, তা

বেদদ্বেষী রাক্ষসেরাই খেয়ে ফেলে অর্থাৎ এই সব শ্রাদ্ধাদি ভোজনে কোনও শুভাদৃষ্ট জন্মে না এবং তা পিতৃগণের কাছে উপস্থিত হয় না।।১৭০।।

দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্বজঃ।। ১৭১।।

অনুবাদ ঃ জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিবাহিত ও অনগ্নিক থাকা সত্ত্বেও যে লোক (কনিষ্ঠ ভ্রাতা) বিবাহ করে এবং অগ্ন্যাধান প্রভৃতি কর্ম করে, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবেত্তা বলে জানবে এবং তার জ্যেষ্ঠ সহোদরটিকে পরিবিত্তি বলা হয়।।১৭১।।

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ।।১৭২।।

অনুবাদ ঃ উক্ত পরিবিত্তি (পরিবেত্তার অগ্রজ), পরিবেত্তা (অগ্রজ অবিবাহিত থাকতে বিবাহিত কনিষ্ঠ সহোদর), পরিবেদনীয়া কন্যা (the lady who is thus married in supercession), ঐ কন্যার সম্প্রদানকর্তা, এবং পঞ্চমতঃ ঐ বিবাহের যাজক পুরোহিত—এই সকলেই নরকপ্রাপ্ত হয়।।৭২।।

ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ।। ১৭৩।।

অনুবাদ ঃ যে লোক ভ্রাতার মৃত্যু হ'লে সেই ভ্রাতৃ-পত্নীতে বক্ষ্যমাণ নিয়োগধর্ম অনুসারে (অর্থাৎ যতদিন না গর্ভসঞ্চার হয়, ততকাল প্রত্যেক ঋতুতে মাত্র একবার উপগত হবে, —এই বিধি অনুসারে) উপগত হ'য়ে কামবিকারযুক্ত হয় ও বারবার উপগত হওয়ার সময় প্রীতি অনুভব করে, তাকে দিধিষূপতি ব'লে বুঝতে হবে।।১৭৩।।

পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।। ১৭৪।।

অনুবাদ ঃ পরস্ত্রীতে উৎপাদিত দুইরকমের পুত্র হয়—কুণ্ড ও গোলক। এদের মধ্যে পতি জীবিত থাকতে তার স্ত্রীতে অন্য পুরুষকর্তৃক যে সন্তান উৎপাদিত হয় তাকে কুণ্ড বলা হয়। ['কুণ্ড' নামক পুত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ভার্যাতে অন্যপুরুষ গুপ্তভাবে পুত্র উৎপাদন করে, সে-ক্ষেত্রে ঐ উপপতিটিকে ঐ ভার্যার পতি উপেক্ষা ক'রে থাকে, অথবা বরদাস্ত ক'রে থাকে কিংবা ঐ উপপতি ছলপূর্বক গুপ্তভাবে ঐ পুত্র উৎপাদন ক'রে থাকে]। আর, পতি মৃত হ'লে তার স্ত্রীতে অন্য পুরুষকর্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয়, তাকে বলে গোলক।।১৭৪।।

তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাম্।। ১৭৫।।

অনুবাদ ঃ অন্যের ভার্যাতে উৎপাদিত কুণ্ড ও গোলক নামে দুটি জারজ প্রাণীকে (ব্যক্তিকে) হব্য ও কব্য দান করলে, দাতার ঐ সব দান তারা ইহলোক ও পরলোকে বিনষ্ট ক'রে দেয়।।১৭৫।।

অপাঙ্‌ক্ত্যো যাবতঃ পাঙ্‌ক্ত্যান্ ভুঞ্জানাননুপশ্যতি।
তাবতাং ন ফলং তত্র দাতা প্রাপ্নোতি বালিশঃ।। ১৭৬।।

অনুবাদ ঃ অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিভোজনের উপযুক্ত যতগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করতে দেখে, অজ্ঞ দাতা সেই ততগুলি ব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ করে না। [যারা পঙ্‌ক্তির

যোগ্য অর্থাৎ পঙ্ক্তিতে বসে ভোজন করার যোগ্য, তাদের 'পঙ্ক্ত্য' বলা হয়। সজ্জনগণের সাথে এক আসনে (পঙ্ক্তিতে—এক লাইনে) বসবার ও ভোজন করবার যে যোগ্যতা বা অধিকার, তাকেই বলা হয় পঙ্ক্ত্যতা। যার সেটি নেই সে অপঙ্ক্ত্য। সেই অপঙ্ক্ত্য ব্যক্তি পঙ্ক্তিভোজনযোগ্য বিদ্বান্, তপস্বী, এবং শ্রোত্রিয় যাবৎসংখ্যক ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করতে দেখে, সেই সংখ্যকব্যক্তির ভোজনে, সেই শ্রাদ্ধে, দাতা বা শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পিতৃগণের তৃপ্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না। সেই কারণে, শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির উচিত—পূর্বোক্ত স্তেন (চোর) প্রভৃতি পর্যুদস্ত (নিষিদ্ধ) লোককে সেই শ্রাদ্ধের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া। বালিশঃ শব্দের অর্থ 'মূর্খঃ।']।। ১৭৬।।

বীক্ষ্যান্ধো নবতেঃ কাণঃ ষষ্টেঃ শ্বিত্রী শতস্য তু।
পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্নাশয়তে ফলম্।। ১৭৭।।

অনুবাদ ঃ অন্ধলোক যদি পঙ্ক্তি ভোজন দর্শনের যোগ্য স্থানে বসে, তবে সে নব্বই জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবার ফল নষ্ট করে দেয়; কাণা লোক পঙ্ক্তিদর্শনযোগ্যস্থানে উপবেশন করলে ষাট্ জন ব্রাহ্মণভোজনের ফল নষ্ট হয়, শ্বেতীরোগগ্রস্ত লোক একশ ব্রাহ্মণভোজনের ফল এবং পাপরোগী এক হাজার ব্রাহ্মণভোজনের ফল নষ্ট করে দেয়।।১৭৭।।

যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্তিকম্।। ১৭৮।।

অনুবাদ ঃ শূদ্রযাজক ব্যক্তি শ্রাদ্ধভোজনকারী যতজন ব্রাহ্মণকে নিজের অঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করে (অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণের দ্বারা সংযোগ সাধন করে) বা শ্রাদ্ধাদিতে যত সংখ্যক ব্রাহ্মণের পঙ্ক্তিতে উপবেশন করে, দাতা সেই ততজন ব্রাহ্মণভোজনের এবং সেই দানের পূর্তকর্মানুবন্ধী অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় ফল থেকে বঞ্চিত হয়।।১৭৮।।

বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্।
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি।। ১৭৯।।

অনুবাদ ঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি লোভবশতঃ শূদ্রযাজকের প্রতিগ্রহ করেন অর্থাৎ দান গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাহ'লে কাঁচা মাটির পাত্র যেমন জলে শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তিনিও সেইরকম বিনাশপ্রাপ্ত হন [অর্থাৎ তাঁর ধন, পুত্র, পশু, নিজ শরীর প্রভৃতির বিচ্ছেদ বা বিনাশ ঘটে। আর যিনি বেদবিদ্ নন, সেইরকম কোনও ব্যক্তি যদি শূদ্রযাজকের দান গ্রহণ করেন, তাহ'লে তাঁর সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি আছে? অর্থাৎ তাঁর ক্ষতি প্রভূত পরিমাণেই হয়]।।১৭৯।।

সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূয়শোণিতম্।
নষ্টং দেবলকে দত্তং অপ্রতিষ্ঠন্তু বার্দ্ধুষৌ।। ১৮০।।

অনুবাদ ঃ সোমলতা বা সোমরস বিক্রয়কারীকে যা দান করা হয়, সেটা দাতার পক্ষে পরজন্মে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় (অর্থাৎ ঐ দানকারী ব্যক্তি এমন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে যেখানে বিষ্ঠা তার খাদ্য হ'য়ে থাকে)। চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যা দান করা হয়, তা দাতার পক্ষে পুঁজ ও রক্তরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। মন্দিরস্থ বার্দ্ধুষি অর্থাৎ সুদখোর ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত অন্ন সমস্তই নিষ্ফলরূপে পর্যবসিত হয়।।১৮০।।

যত্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ।
ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে।। ১৮১।।

অনুবাদ ঃ বাণিজ্যজীবী ব্রাহ্মণকে যা দান করা হয় তা ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও ফলপ্রদ হয় না। ভস্মে ঘৃতাহুতির মত পুনর্ভূপুত্র ব্রাহ্মণকে (a Brhāmaṇa born of a remarried woman) হব্য - কব্য দান করা বৃথাই হয়।।১৮১।।

ইতরেষু ত্বপাঙ্‌ক্তেয়েষু যথোদ্দিষ্টেষ্বসাধুষু।
মেদোঽসৃঙ্‌মাংসমজ্জাস্থি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ।। ১৮২।।

অনুবাদ ঃ এছাড়া পূর্বোক্ত অসাধু এবং অন্যান্য অপাঙ্‌ক্তেয় বাহ্মণগণকে যে হব্য-কব্য দান করা হয়, সেগুলি পরজন্মে মেদ, রক্ত, মাংস, মজ্জা ও অস্থিরূপে সেই দাতার ভোজ্য হয়ে থাকে (বা দাতা তৎতৎ ভোক্তীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে)—এই কথা পণ্ডিতগণ ব'লে থাকেন।।১৮২।

অপাঙ্‌ক্ত্যোপহতা পঙ্‌ক্তিঃ পাব্যতে যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
তান্নিবোধত কাৎর্স্নেন দ্বিজাগ্র্যান্ পঙ্‌ক্তিপাবনান্।। ১৮৩।।

অনুবাদ ঃ অপাঙ্‌ক্তেয় তস্করাদির দ্বারা পঙ্‌ক্তি দূষিত হ'লে যে সব উত্তম ব্রাহ্মণ তা পবিত্র করে দেন [যেমন, কোনও দোষযুক্ত লোক এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করতে বসে অন্যান্য দোষশূন্য ব্যক্তিদেরকেও দূষিত করে, সেইরকম একজন পঙ্‌ক্তিপাবনও নিজ গুণের উৎকর্ষ হেতু অপরের দোষ দূর ক'রে দেন।—এটাই এখানে তাৎপর্য], আমি সেই সমস্ত পঙ্‌ক্তিপাবন, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠদের কথা সমগ্রভাবে বলছি। আপনারা শুনুন।।১৮৩।।

অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।। ১৮৪।।

অনুবাদ ঃ যাঁরা ঋক্‌প্রভৃতি সকল বেদে অগ্রগণ্য (অর্থাৎ যাঁরা সবরকম সংশয় নিরাসপূর্বক নিপুণভাবে চারটি বেদ আয়ত্ত করেছেন) এবং যাঁরা সকল **প্রবচন** বা বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ (যার দ্বারা বেদার্থ প্রোক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে উক্ত হয় বা ব্যাখ্যাত হয় তা **প্রবচন**। অতএব প্রবচন বলতে বেদাঙ্গকে বোঝায়, কারণ বেদাঙ্গগুলির দ্বারাই বেদের তাৎপর্য নিরূপিত হ'য়ে থাকে), অর্থাৎ যাঁরা ষড়ঙ্গ (বেদ অধিগত করেছেন, এবং যাঁরা শ্রোত্রিয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ যাঁদের পিতামহেরাও ঐ রকম বেদজ্ঞ), তাঁরা **পঙ্‌ক্তিপাবন** বুঝতে হবে।।১৮৪।।

ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।
ব্রহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠসামগ এব চ।। ১৮৫।।

অনুবাদ ঃ যিনি ত্রিণাচিকেত (ত্রিণাচিকেত নামকযজুর্বেদের শাখাবিশেষের অধ্যায়ী), যিনি **পঞ্চাগ্নি** অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী, যিনি **ত্রিসুপর্ণ** নামক প্রখ্যাত তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়ী, যিনি শিক্ষা-কল্পাদি ষড়ঙ্গ-ব্যাখ্যাতা, যিনি ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, এবং যিনি সামবেদের **জ্যেষ্ঠসাম** গান করেন—এই ছয় ব্যক্তি **পঙ্‌ক্তিপাবন** হন।।১৮৫।।

বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।
শতায়ুশ্চৈব বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।। ১৮৬।।

অনুবাদ ঃ যিনি বেদার্থজ্ঞানী, যিনি প্রবক্তা (অর্থাৎ যিনি বেদার্থের ভাল ব্যাখ্যা করতে পারেন), যিনি ব্রহ্মচারী (অর্থাৎ প্রথমাশ্রমী), সহস্রগো-দানকারী এবং শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—এঁরা সব পঙ্‌ক্তিপাবন ব'লে বুঝতে হবে।।১৮৬।।

পূর্বেদ্যুরপরেদ্যুর্বা শ্রাদ্ধকর্মণ্যুপস্থিতে।
নিমন্ত্রয়তে ত্র্যবরান্ সম্যগ্বিপ্রান্ যথোদিতান্।। ১৮৭।।

অনুবাদ : শ্রাদ্ধকর্ম কর্তব্যরূপে উপস্থিত হ'লে শ্রাদ্ধকর্মের পূর্বদিনে বা তার পরদিনে (শ্রাদ্ধদিনে) ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার ক'রে অন্যূন তিনটি (অথবা দুইটি), পূর্বে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করবে।।১৮৭।।

নিমন্ত্রিতো দ্বিজঃ পিত্র্যে নিয়তাত্মা ভবেৎ সদা।
ন চ চ্ছন্দাংস্যধীয়ীতে যস্য শ্রাদ্ধঞ্চ তদ্ভবেৎ।। ১৮৮।।

অনুবাদ : পিতৃশ্রাদ্ধে যে দ্বিজ নিমন্ত্রিত হবেন, তিনি (নিমন্ত্রণের দিন থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রাদ্ধের দিবারাত্রি পর্যন্ত) সংযত থাকবেন এবং কর্তব্য-জপাদি ভিন্ন বেদপাঠ করবেন না। যিনি শ্রাদ্ধ কর্তা, তিনিও এইরকম নিয়মাবলম্বী হবেন।।১৮৮।।

নিমন্ত্রিতান্ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজান্।
বায়ুবচ্চানুগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে।। ১৮৯।।

অনুবাদ : শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে যে কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হবে, তার কারণ এই যে—পিতৃপুরুষগণ অদৃশ্যরূপে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন (বা নিকটে গিয়ে উপস্থিত হন), নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা গমন করলে পিতৃলোক প্রাণবায়ুর মত তাঁদের অনুগমন করেন এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট থাকলে পিতৃপুরুষগণ তাঁদের সমীপে উপবেশন করেন।।১৮৯।।

কেতিতস্তু যথান্যায়ং হব্যকব্যে দ্বিজোত্তমঃ।
কথঞ্চিদপ্যতিক্রামন্ পাপঃ শূকরতাং ব্রজেৎ।। ১৯০।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ যথাবিধি শ্রাদ্ধের হব্য-কব্যে নিমন্ত্রিত হয়ে কোনও ক্রমে যদি নিয়ম লঙ্ঘন করেন (অর্থাৎ যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা না করেন, কিম্বা ব্রহ্মচর্য রক্ষা না করেন), তবে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর জন্মান্তরে সেই পাপে 'শূকরযোনি' প্রাপ্ত হন।।১৯০।।

আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে বৃষল্যা সহ মোদতে।
দাতুর্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্বং প্রতিপদ্যতে।। ১৯১।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের অঙ্গীকৃত নিমন্ত্রণ রক্ষা না ক'রে স্ত্রীলোকের সাথে আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ করে (বা বিলাসাদি করে), সেই ব্যক্তি ঐ শ্রাদ্ধকর্তার যা কিছু দুষ্কৃত (পাপ) আছে, সে সব নিজে প্রাপ্ত হয়।।১৯১।।

অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্বদেবতাঃ।। ১৯২।।

অনুবাদ : ক্রোধশূন্য, সতত শৌচপরায়ণ [মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বহিঃশুদ্ধি এবং রাগ-দ্বেষাদি ত্যাগ ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি যাদের আছে; সততম্—এটি শুদ্ধির বিশেষণ। অতএব নিষ্ঠীবন প্রভৃতির পর তৎক্ষণাৎ আচমন করা উচিত —এইরকম বুঝতে হবে], ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন (স্ত্রীসম্ভোগাদিশূন্য), ন্যস্তশস্ত্র (যারা শস্ত্র পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ যুদ্ধাদি পরিত্যাগকারী), মহাভাগ (উদারতা, ধনবত্তা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ যাদের মধ্যে আছে), —এইসব গুণসমন্বিত পিতৃগণ পূর্বদেবতা অর্থাৎ পূর্বেও দেবতা ছিলেন এবং দেবতাদের পূর্বে পূজার্হ। [সর্বাগ্রে

পিতৃগণের অর্চনা করা উচিত, এইজন্য পূর্বশব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পিতৃলোকেরা উপরি উক্ত বিশিষ্টগুণযুক্ত হন, তাই শ্রাদ্ধকর্তা ও নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধভোক্তা উভয়কেই সেইরকম গুণবানহ'তে হবে]।।১৯২।।

যস্মাদুৎপত্তিরেতেষাং সর্বেষামপ্যশেষতঃ।
যে চ যৈরুপচর্যাঃ স্যুর্নিয়মৈস্তান্নিবোধত।। ১৯৩।।

অনুবাদ : যা থেকে এই সব পিতৃপুরুষগণের উৎপত্তি, সেই পিতৃপুরুষগণ যে সব ব্রাহ্মণাদির দ্বারা এবং যে সব শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পূজিত হন, সে সব বিশেষভাবে বর্ণনা করছি,—আপনারা শুনুন।।১৯৩।।

মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ।। ১৯৪।।

অনুবাদ : হিরণ্যগর্ভের পুত্র মনুর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি যে সব পুত্র আছেন (এবং যাঁদের কথা পূর্বে কথিত হয়েছে) সেইসব ঋষিদের সোমপা প্রভৃতি সন্তানেরাই আমাদের প্রাচীন, পিতৃগণ, —একথা মনুপ্রভৃতিকর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে।।১৯৪।।

বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচা লোকবিশ্রুতাঃ।। ১৯৫।।

অনুবাদ : বিরাটের পুত্রের নাম 'সোমসদ' (অর্থাৎ 'সোমপগণ') এবং এঁরা সাধ্যনামক দেবগণের পিতৃলোক ব'লে কথিত। আবার লোকবিশ্রুত 'অগ্নিষ্বাত্ত' নামক পিতৃগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের পিতা, এবং মরীচির সন্তানেরা 'মারীচ' নামে লোকপ্রসিদ্ধ।।১৯৫।।

দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
সুপর্ণকিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ।। ১৯৬।।

অনুবাদ : 'বর্হিষদ্' নামক পুত্রগণ অত্রির পুত্র। তাঁরা দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, সুপর্ণ (বিশেষ একজাতীয় পাখী), এবং কিন্নরদের পিতৃগণ ব'লে খ্যাত।।১৯৬।।

সোমপা না বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণাস্তু সুকালিনঃ।।১৯৭।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণদের 'সোমপা' নামক পিতৃলোক ক্ষত্রিয়দের পিতৃগণের নাম 'হবির্ভুক্', বৈশ্যদের পিতৃগণের নাম 'আজ্যপ' (যারা আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞিয়-সংস্কৃত ঘি পান করেন), আর শূদ্রদের পিতৃগণের নাম 'সুকালিন্' (যাঁরা শোভনভাবে কর্ম সমাপ্ত করেছেন, তাঁরা 'সুকালিন্'; কর্মের সমাপ্তিকালীন যে হোম, এঁরা সেই হোমের দেবতা)।।১৯৭।।

সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ।। ১৯৮।।

অনুবাদ : 'সোমপা' নামক পিতৃগণ 'কবি' অর্থাৎ ভৃগুর পুত্র, 'হবিষ্মৎ' বা হবির্ভুক্ নামক পিতৃগণ অঙ্গিরার পুত্র, 'আজ্যপ' নামক পিতৃগণ পুলস্ত্যের পুত্র, এবং 'সুকালিন্' নামক পিতৃগণ বশিষ্ঠের পুত্র। (যাঁরা শোভনভাবে 'কালিত' অর্থাৎ কর্মসমাপ্ত করেন, তাঁরা সুকালিন্; কর্মসমাপ্তিকালে যে হোমানুষ্ঠান করা হয়, এঁরা তার দেবতা।)।। ১৯৮।।

অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দিশেৎ।। ১৯৯।।

অনুবাদ ঃ সকল 'অগ্নিদগ্ধ' (চরুপুরোডাশাদির ভোক্তা দেবতা), 'অনগ্নিদগ্ধ' (সোমরসপায়ী দেবতা), কবিপুত্র (অর্থাৎ ভৃগুপুত্রগণ), বর্হিষদ (অর্থাৎ অত্রির পুত্রগণ), অগ্নিষ্বাত্ত (অর্থাৎ মরীচির পুত্রগণ) ও সৌম্য নামধেয় দেবতা—এরা ব্রাহ্মণগণের পিতৃপুরুষ ব'লে অভিহিত হন। [যাঁরা চরু-পুরোডাশ প্রভৃতি উৎসর্গ করেন, বা অগ্নিতে পাক করা সেই ভোজ্য গ্রহণ করেন, তাঁরা বর্হিষদ্। বাকী যাঁরা ঐরকম কোনও অনুষ্ঠানে করেন না, কেবল অগ্নিতে দেহ দগ্ধ করেন, তাঁরা অগ্নিষ্বাত্ত নামে পরিচিত। অন্যমতে, অগ্নিষ্বাত্ত-নামক পিতৃপুরুষগণ অগ্নিতে পক্ক চরুপুরোড়াশ ভক্ষণ করেন, এবং এঁরা অগ্নি-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের পিতা।]।। ১৯৯।।

য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৃণাং পরিকীর্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ।। ২০০।।

অনুবাদ ঃ আগে যে সব সোমপা-প্রভৃতি প্রধান পিতৃগণের কথা বলা হয়েছে, এই জগতে তাদেরও অনন্ত পুত্র-পৌত্রের ক্রম বিদ্যমান এবং তারাও যে পিতৃগণ একথা বুঝতে হবে।।২০০।।

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্বশঃ।। ২০১।।

অনুবাদ ঃ মরীচি, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিসমূহ থেকে পিতৃগণ উৎপন্ন হয়েছেন; আবার ঐ পিতৃগণ থেকে দেবতা ও দানবগণ জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং দেবগণ থেকে চরাচরাত্মক নিখিল জগৎ পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয়েছে।।২০১।।

রাজতৈর্ভাজনৈরেষামথবা রাজতান্বিতৈঃ।
বার্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে।। ২০২।।

অনুবাদ ঃ ঐ সকল পিতৃগণকে রৌপ্যপাত্রে অথবা রূপা দিয়ে বাঁধানো (কাঠ, তামা, সোনা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত) পাত্রে কেবলমাত্র জলও শ্রদ্ধাপূর্বক দান করলে তা অনন্ত সুখের কারণ হয় [সুসংস্কৃত পায়সপ্রভৃতি অন্ন ঐ পাত্রে ক'রে দেওয়া দূরে থাক, যদি কেবলমাত্র জলও রূপার পাত্রে ক'রে পিতৃপুরুষগণকে দেওয়া যায়, তাহ'লে তা ঐ রৌপ্যরূপ গুণের সংসর্গে অক্ষয় হয়ে থাকে]।।২০২।।

দেবকার্যাদ্দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্যং বিশিষ্যতে।
দৈবং হি পিতৃকার্যস্য পূর্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্।। ২০৩।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিদের পক্ষে দৈবকার্য অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে করণীয় কর্মের তুলনায় পিতৃকার্য বিশেষভাবে কর্তব্য। কারণ, শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষে যে ব্রাহ্মণভোজন করানো হয়, তা প্রধান যে পিতৃকার্য তারই আপ্যায়ন অর্থাৎ পূর্ণতা-সাধক বা বৃদ্ধিজনক। [পিতৃকার্য হ'ল প্রধান, আর দৈবকার্য তার অঙ্গ। শ্রাদ্ধে দেবপক্ষীয় যে ব্রাহ্মণভোজন, তা পিতৃকার্যেরই পরিপোষক]।।২০৩।।

তেষামারক্ষভূতন্তু পূর্বং দৈবং নিয়োজয়েৎ।
রক্ষাংসি হি বিলুম্পন্তি শ্রাদ্ধমারক্ষবর্জিতম্।। ২০৪।।

অনুবাদ : ঐসব পিতৃকৃত্যের রক্ষাবিধায়ক দৈবকার্যেই প্রথমে ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করবে (নিমন্ত্রণ করবে এবং আসনে বসিয়ে দেবে)। কারণ, শ্রাদ্ধাদি যদি রক্ষাহীন হয়, তাহ'লে তা রাক্ষসেরা বিনষ্ট করে। [এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে—শ্রাদ্ধের এই দেবগণ কারা? উত্তরে মেধাতিথি বলেন—গৃহ্যসূত্রমধ্যে ঐ দেবপক্ষের জন্য 'বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে' এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ বিহিত আছে। তা থেকে বোঝা যায়, 'বিশ্বদেব' নামক দেবগণই ঐ দেবতা।]।। ২০৪।।

দৈবাদ্যন্তং তদীহেত পিত্রাদ্যন্তং ন তদ্ভবেৎ।
পিত্রাদ্যন্তং ত্বীহমানঃ ক্ষিপ্রং নশ্যতি সান্বয়ঃ।। ২০৫।।

অনুবাদ : সেই কারণে, সেই পিতৃশ্রাদ্ধকর্মে আদিতে অর্থাৎ প্রারম্ভে দৈবকর্ম এবং অন্তে অর্থাৎ সমাপ্তিতেও যাতে দৈবকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেইভাবে তা সম্পাদন করবে। কখনো আদিতে ও অন্তে পিতৃকার্য হওয়া উচিত নয়। কারণ, শ্রাদ্ধে আদিতে ও অন্তে কেউ যদি পিতৃকর্ম করে, তাহ'লে সে শীঘ্রই সবংশে ধ্বংস হয়।।২০৫।।

শুচিং দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ।
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ।। ২০৬।।

অনুবাদ : (শ্রাদ্ধকর্মের জন্য) পবিত্র অর্থাৎ অস্থি-অঙ্গারাদি-শূন্য এবং বিবিক্ত অর্থাৎ জনসমাগমবর্জিত স্থান স্থির ক'রে সেখানে গোময় লেপন করবে, এবং সেই স্থানটি যাতে দক্ষিণ দিকে ক্রমাবনত (ক্রমশঃ ঢালু) হয় তাও যত্নসহকারে ঠিক করে নেবে।।২০৬।।

অবকাশেষু চোক্ষেষু নদীতীরেষু চৈব হি।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরঃ সদা।। ২০৭।।

অনুবাদ : অবকাশ অর্থাৎ ফাঁকা জায়গায়, কিম্বা চোক্ষ অর্থাৎ স্বভাবশুদ্ধ ও মনঃ-প্রহ্লাদনকারী অরণ্য প্রভৃতি স্থানে, নদীতীরে এবং জনসমাগমশূন্য প্রদেশে (বা তীর্থস্থানে) শ্রাদ্ধকর্ম বা পিণ্ডদান করলে পিতৃগণ সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।।২০৭।।

আসনেষূপক্লৃপ্তেষু বর্হিষ্মৎসু পৃথক্ পৃথক্।
উপস্পৃষ্টোদকান্ সম্যগ্বিপ্রাংস্তানুপবেশয়েৎ।। ২০৮।।

অনুবাদ : সেই স্থানে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ ভালভাবে স্নান ও আচমন ক'রে এলে কুশসংযুক্ত আসন আলাদা আলাদা ভাবে বিছিয়ে দিয়ে (উপক্লৃপ্ত = বিন্যস্ত করা, পেতে দেওয়া) প্রথমাদিক্রমে সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা উত্তমরূপে স্নান - আচমন সমাপন করলে তাঁদের ভালভাবে সেই আসনে বসাবে। [আগে থেকে যাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে রাখা হয়েছে, তাঁদের সেই আসনে বসাবে। দেব-ব্রাহ্মণের আসনে দুই কুশ, পিতৃ-ব্রাহ্মণের আসনে দক্ষিণাগ্র এক কুশ প্রদান করতে হয়।]।।২০৮।।

উপবেশ্য তু তান্ বিপ্রানাসনেম্বজুগুপ্সিতান্।
গন্ধমাল্যৈঃ সুরভিভিরর্চয়েদ্দেবপূর্বকম্।। ২০৯।।

অনুবাদ : সেই সব অনিন্দিত অর্থাৎ পবিত্র ব্রাহ্মণকে আসনে বসিয়ে (কুঙ্কুম, কর্পূর

প্রভৃতি)গন্ধদ্রব্য এবং সুগন্ধি (পুষ্পনির্মিত) মালার দ্বারা দৈবকার্যের ব্রাহ্মণানুক্রমে (প্রথমে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণকে, পরে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে) অর্চনা করবে। [এখানে 'সুরভি' শব্দটি মালা-র বিশেষণ। অর্থাৎ গন্ধহীন ফুলের মালা দেবে না। 'সুরভি' গন্ধেরও বিশেষণ হতে পারে। অসুরভি (উগ্র) গন্ধকে বাদ দেওয়ার জন্য 'সুরভি গন্ধ' বলা যেতে পারে। অথবা, 'সুরভি' একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য, এর অর্থ 'ধূপ']।। ২০৯।।

তেষামুদকমানীয় সপবিত্রাংস্তিলানপি।
অগ্নৌ কুর্যাদনুজ্ঞাতো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।। ২১০।।

অনুবাদ : (সেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণেরা কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করলে, মালা গ্রহণ করলে এবং সুগন্ধি ধূপের গন্ধ গ্রহণ করতে থাকলে) সেই ব্রাহ্মণসমূহকে অর্ঘ্যজল এবং তার সাথে **পবিত্রযুক্ত** তিল ('পবিত্র' বলতে—প্রদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ বোঝায়) দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ-সমূহের সম্মিলিত অনুমতি নিয়ে ('সহ' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে—সব কয়জন ব্রাহ্মণ একসাথে অনুমতি দেবেন) অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হ'য়ে শ্রাদ্ধকারী ব্রাহ্মণগণ 'অগ্নৌ-করণ' কর্মের অনুষ্ঠান করবেন (অগ্নিতে হোম করবেন, অন্ন আহুতি দেবেন ইত্যাদি) ।।২১০।।

অগ্নেঃ সোমযমাভ্যাঞ্চ কৃত্বাপ্যায়নমাদিতঃ।
হবির্দানেন বিধিবৎ পশ্চাৎ সন্তর্পয়েৎ পিতৃন্।। ২১১।।

অনুবাদ : প্রথমত অগ্নি ও সোম, যম-এঁদের হবির্দ্রব্য দ্বারা যথাবিধি আপ্যায়িত করে (অর্থাৎ প্রীত ক'রে), পরে বিধিমত অন্নাদির দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করবে। ['সোমযমাভ্যাং' এখানে দ্বন্দ্বসমাস। সুতরাং 'অগ্নীষোম' এখানে অগ্নি ও সোম দুজনে মিলে যেমন একই দেবতা, সোম ও যম এখানেও দুইজনে মিলিতভাবে একই দেবতা। 'অগ্নি' ও 'সোম-যম' এই দুইজন দেবতাকে প্রথমতঃ হবির্দ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন ক'রে পরে পিতৃগণকে তৃপ্ত করবে।]।। ২১১।।

অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
যো হ্যগ্নিঃ স দ্বিজো বিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শিভিরুচ্যতে।। ২১২।।

অনুবাদ : কিন্তু (মৃতপত্নীক বা অনুপনীত অবস্থায়) অগ্নির অভাব হ'লে ব্রাহ্মণের হাতের উপরেই (হবির্দানরূপ) হোমকর্মটির অর্থাৎ আহুতিত্রয়ের অনুষ্ঠান করবে। যেহেতু, মন্ত্রদ্রষ্টা বা বেদবক্তা ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, যিনি অগ্নি তিনিই ব্রাহ্মণ। (বিশেষ কিছুই নেই)। [শ্রাদ্ধকর্মের আগে দেবতার উদ্দেশ্যে যে হোমের বিধান করা হয়, তা কার্যত শ্রাদ্ধকর্মেরই পুষ্টিসাধন করে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের যথাবিধি আসনে উপবেশন করিয়ে তাদের কাছ থেকে হোমের অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। হোমের দ্বারা দেবতারা প্রীতি লাভ করেন এবং তার ফলে শ্রাদ্ধকর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

হোম প্রধানতঃ অগ্নিতেই করা হয়। অবশ্য লৌকিক অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞসম্বন্ধীয় হোমের নিষেধ আছে। বিবাহের দিন থেকে বা দায় গ্রহণের কাল থেকে যে অগ্নি ধারণ করার নিয়ম ব্যবস্থিত ছিল, সেই গৃহ্য-অগ্নি বা স্মার্ত-অগ্নিতেই হোম করা হত। কিন্তু কোনও কারণে সেইরকম অগ্নির অভাব হ'তে পারে। বিবাহের অভাবহেতু বা বিবাহের পরে ভিন্নদেশে অবস্থানহেতু অগ্নির অভাবের সম্ভাবনা থাকতে পারে। দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণ বা শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ—যে কোনও একজনের হাতের উপর হোম করা যেতে পারে। অগ্নি যেমন দেবতাদের মুখস্বরূপ, ব্রাহ্মণও সেইরকম। অতএব ব্রাহ্মণের হাতে প্রদত্ত ভোজ্য দেবতাগণ গ্রহণ করেন। অগ্নির সাথে ব্রাহ্মণের

ভেদ নেই। এই কথাই মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রাহ্মণেরা ব'লে থাকেন। এই ব্রাহ্মণেরা অগ্নির মত পূজ্য।]।। ২১২।।

অক্রোধনান্ সপ্রসাদান্ বদন্ত্যেতান্ পুরাতনান্।
লোকস্যাপ্যায়নে যুক্তান্ শ্রাদ্ধদেবান্ দ্বিজোত্তমান্।। ২১৩।।

অনুবাদ ঃ অগ্নিতুল্য যে ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃ ক্রোধের অধীন নন, যাঁরা অল্পেই প্রসন্ন হন, যাঁরা জগতের পুষ্টিসাধন করতে তৎপর, এইরকম উত্তম ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধের পাত্রভূত প্রাচীন দেবতা ব'লে মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ উল্লেখ করেছেন।।২১৩।।

অপসব্যমগ্নৌ কৃত্বা সর্বমাবৃৎপরিক্রমম্।
অপসব্যেন হস্তেন নির্বপেদুদকং ভুবি।। ২১৪।।

অনুবাদ ঃ অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর যা কিছু ক্রিয়াপরিপাটী বা একাধিক প্রকার অনুষ্ঠান আছে, সেগুলি অপসব্যে অর্থাৎ দক্ষিণমুখ হ'য়ে দক্ষিণ হস্তে সমাধা করার পর পিণ্ডদানের আধারভূত ভূমি ভাগে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা জল দান করবে ।।২১৪।।

ত্রীংস্তু তস্মাদ্ধবিঃশেষাৎ পিণ্ডান্ কৃত্বা সমাহিতঃ।
ঔদকেনৈব বিধিনা নির্বপেদ্দক্ষিণামুখঃ।। ২১৫।।

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্তপ্রকারে হোম করবার পর হবির্দ্রব্যরূপ অন্ন যা অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে তিনটি পিণ্ড প্রস্তুত ক'রে একাগ্রমনে পূর্বশ্লোকে যেভাবে জল দেওয়ার বিধান বলা হয়েছে সেইভাবে দক্ষিণমুখ হয়ে পিতৃতীর্থে পিণ্ডদান করবে। ['পিণ্ড' বলতে সংহত বা জড়ো করা দ্রব্য বা ভেলা করা দ্রব্য বোঝায়। সুতরাং ছড়ানো অন্ন ওয়া উচিত নয়। 'নির্বপেৎ' অর্থাৎ নির্বপণ করবে অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কুশের উপর নিক্ষেপ করবে।]।। ২১৫।।

ন্যুপ্য পিণ্ডাংস্ততস্তাংস্তু প্রয়তো বিধিপূর্বকম্।
তেষু দর্ভেষু তং হস্তং নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্।। ২১৬।।

অনুবাদ ঃ সংযত হ'য়ে কুশের উপর (স্বগৃহ্যোক্তবিধি অনুসারে) যথাবিধি সেই তিন পিণ্ড নিক্ষেপ ক'রে সেই কুশের গোড়ায় লেপভাগী পিতৃগণের উদ্দেশ্য পিণ্ডসংসর্গযুক্ত হাতটি ঘসে চেঁচে দেবে। [স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে প্রযত্নপূর্বক দর্ভের উপর পিণ্ডদান ক'রে প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা-এঁদের তৃপ্তির জন্য সেই দর্ভের মূলদেশে হস্ত নির্লেপ করবে]।।২১৬।।

আচম্যোদক্পরাবৃত্ত্য ত্রিরায়ম্য শনৈরসূন্।
ষড় ঋতূংশ্চ নমস্কুর্যাৎ পিতৄনেব চ মন্ত্রবৎ।। ২১৭।।

অনুবাদ ঃ পিণ্ডদানের পর আচমন ক'রে উত্তরদিকে মুখ ফিরিয়ে শ্বাসরূদ্ধ করে তিনবার প্রাণায়াম ক'রে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ ক'রে 'বসন্তায় নমস্তুভ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের সাথে ছয় ঋতুকে নমস্কার করবে এবং 'নমো বঃ পিতরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দক্ষিণমুখে পিতৃগণকেও নমস্কার করবে।।২১৭।।

উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবজিঘ্রেচ্চ তান্ পিণ্ডান্ যথান্যুপ্তান্ সমাহিতঃ।। ২১৮।।

অনুবাদ ঃ পিণ্ডদানের আগে যে পাত্র থেকে জল নিয়ে কুশের উপর দেওয়া হয়েছিল, সেই পাত্রের অবশিষ্ট জল পিণ্ডগুলির কাছে ভূমিতে পুনরায় ধীরে ধীরে দেবে; তারপর সেই

পিণ্ডগুলি যে ক্রমে (পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতিকে) দেওয়া হয়েছিল, সেই ক্রমে একমনে সেই গুলির গন্ধ উপলব্ধি করবে।।২১৮।।

পিণ্ডেভ্যস্ত্বল্পিকাং মাত্রাং সমাদায়ানুপূর্বশঃ।
তানেব বিপ্রানাসীনান্ বিধিবৎ পূর্বমাশয়েৎ।। ২১৯।।

অনুবাদ : তারপর যথাক্রমে সেই সব কটি পিণ্ড থেকে অতি অল্প পরিমাণ অংশ তুলে নিয়ে সেখানে (আসনে) উপবিষ্ট সেই শ্রাদ্ধের জন্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে বিধিমতে খেতে দেবে।।২১৯।।

ধ্রিয়মাণে তু পিতরি পূর্বেষামেব নির্বপেৎ।
বিপ্রবদ্বাপি তং শ্রাদ্ধে স্বকং পিতরমাশয়েৎ।। ২২০।।

অনুবাদ : পিতা জীবিত থাকলে পূর্ববর্তী পিতামহাদি তিন পিতৃপুরুষগণকেই কেবল পিণ্ডদান করবে। অথবা, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে যেভাবে ভোজন করানো হয়, নিজের সেই জীবিত পিতাকে সেইভাবেই শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ভোজন করাবে।।২২০।।

পিতা যস্য নিবৃত্তঃ স্যাজ্জীবেদ্বাপি পিতামহঃ।
পিতুঃ স নাম সংকীর্ত্য কীর্তয়েৎ প্রপিতামহম্।। ২২১।।

অনুবাদ : যে শ্রাদ্ধকর্তার পিতা মৃত হয়েছেন অথচ পিতামহ জীবিত আছেন, সেই শ্রাদ্ধকর্তা শ্রাদ্ধে পিতার নাম উল্লেখ ক'রে পিণ্ডদান করবে এবং পরে প্রপিতামহের নামে পিণ্ডাদি দান করবে।।২২১।।

পিতামহো বা তচ্ছ্রাদ্ধং ভুঞ্জীতেত্যব্রবীন্মনুঃ।
কামং বা সমনুজ্ঞাতঃ স্বয়মেব সমাচরেৎ।।২২২।।

অনুবাদ : অথবা, (জীবিতপিতাকে যেমন শ্রাদ্ধে ভোজন করানো হয়, সেই রকম) জীবিত পিতামহ সেই শ্রাদ্ধে ব'সে ভোজন করবেন -একথা মনু বলেছেন। অথবা, পিতামহের অনুমতি নিয়ে শ্রাদ্ধকর্তা নিজের ইচ্ছানুসারে পিণ্ডদান করবে।।২২২।।

তেষাং দত্ত্বা তু হস্তেষু সপবিত্রং তিলোদকম্।
তৎপিণ্ডাগ্রং প্রযচ্ছেত স্বধৈষামস্ত্বিতি ব্রুবন্।।২২৩।।

অনুবাদ : সেই ব্রাহ্মণগণের হাতে 'পবিত্র' সমন্বিত অর্থাৎ কুশাগ্রযুক্ত তিলমিশ্রিত জল দিয়ে সেই পিতৃপুরুষগণের নামোল্লেখ ক'রে (অর্থাৎ যাঁদের যা নাম ত উল্লেখ ক'রে) 'স্বধা অস্তু' এইরকম মন্ত্রে পিণ্ডের অগ্রভাগ থেকে কিছুটা তুলে দেবে।।২২৩।।

পাণিভ্যাং তূপসংগৃহ্য স্বয়মন্নস্য বর্দ্ধিতম্।
বিপ্রান্তিকে পিতৄন্ ধ্যায়ন্ শনকৈরুপনিক্ষিপেৎ।।২২৪।।

অনুবাদ : শ্রাদ্ধকর্তা স্বয়ং অন্নপূর্ণ পাত্রটি দুই হাতে ধ'রে পিতৃপুরুষগণকে মনে মনে চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের কাছে এনে উপস্থিত করবে [অর্থাৎ অন্নের পূর্ণ পাত্রটি পাকশালা থেকে এনে যেখানে ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হচ্ছে সেখানে ব্রাহ্মণগণের কাছে স্থাপন করবে]।।২২৪।।

উভয়োর্হস্তয়োর্মুক্তং যদন্নমুপনীয়তে।
তদ্বিপ্রলুম্পন্ত্যসুরাঃ সহসা দুষ্টচেতসঃ।।২২৫।।

অনুবাদ : অন্নপূর্ণ পাত্রাদি দুই হাত দিয়ে ধ'রে ব্রাহ্মণের কাছে আনবে। দুই হাতের সংযোগ ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ এক হাত দিয়ে ধ'রে যে অন্ন পরিবেশনের জন্য আনা হয়, পাপাত্মা (দেবদ্বেষী) অসুরেরা হঠাৎ এসে তা নষ্ট করে দেয়, সেই কারণে এক হাতে এনে অন্ন পরিবেশন করবে না।।২২৫।।

গুণাংশ্চ সূপশাকাদ্যান্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু।
বিন্যসেৎ প্রযতঃ সম্যগ্ ভূমাবেব সমাহিতঃ।।২২৬।।

অনুবাদ : অন্নের গুণ অর্থাৎ উপকরণ, যথা—সূপ(ডাল), শাক প্রভৃতি (রান্না করা ব্যঞ্জন বিশেষ) এবং দুধ, দই, ঘি এবং মধু প্রভৃতি উপকরণ-পূর্ণ পাত্র এক মনে অত্যন্ত যত্নের সাথে (অর্থাৎ সাবধানে, যাতে নষ্ট না হয়) ভূমির উপর সাজিয়ে রাখবে [সূপ, শাক প্রভৃতি পাত্রে ক'রে ভূমির উপর রাখবে, কিন্তু কাঠের তৈরী ফলকাদির উপর রাখবে না]।।২২৬।।

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং মূলানি চ ফলানি চ।
হৃদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি সুরভীণি চ।। ২২৭।।

অনুবাদ : নানারকম ভক্ষ্য (যব ভাজা, খই, মুড়ি, পুলিপিঠা প্রভৃতি), ভোজ্য (পায়স প্রভৃতি বিশদ আহার্য) এবং নানাবিধ ফল, মূল, উৎকৃষ্ট (মনোমত) মাংস এবং সুগন্ধি পানীয় দ্রব্য —এগুলিও শুদ্ধভাবে এনে ব্রাহ্মণসমীপে ভূমিতেই স্থাপন করবে।।২২৭।।

উপনীয় তু তৎ সর্বং শনকৈঃ সুসমাহিতঃ।
পরিবেষয়েৎ প্রযতো গুণান্ সর্বান্ প্রচোদয়ন্।। ২২৮।।

অনুবাদ : নিবিষ্ট চিত্তে ঐ সব অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের কাছে উপস্থাপিত ক'রে প্রত্যেকটি পদার্থের (মধুর, অম্ল প্রভৃতি) গুণ (এবং ব্যঞ্জনের নামসমূহ) বর্ণনা করতে করতে সংযতভাবে বা শুদ্ধভাবে পবিত্রবেশে ধীরে ধীরে (অর্থাৎ ব্যগ্রতা পরিহার ক'রে) পরিবেশন করবে।।২২৮।।

নাস্রমাপাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যেন্নানৃতং বদেৎ।
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং নচৈতদবধূনয়েৎ।। ২২৯।।

অনুবাদ : অন্ন পরিবেশনকালে কখনো চোখের জল ফেলবে না (সাধারণতঃ শ্রাদ্ধাদির সময় ইষ্টজনবিয়োগজনিত দুঃখ বোধ হওয়ায় চোখের জল পড়ে; তার নিষেধ করা হচ্ছে), কখনো ক্রোধ প্রকাশ করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, পা দিয়ে অন্নকে স্পর্শ করবে না এবং ঐ অন্ন হাতে তুলে নাচাবে না। [কেউ কেউ 'ন অবধূনয়েৎ' বাক্যের এইরকম অর্থ করেন —কাপড়-চোপড় নেড়ে যেমন ধূলো ঝাড়া হয়, সেইরকম কিছু অন্নের উপর করবে না।]।।২২৯।।

অস্রং গময়তি প্রেতান্ কোপোঽরীননৃতং শুনঃ।
পাদস্পর্শস্তু রক্ষাংসি দুষ্কৃতীনবধূননম্।। ২৩০।।

অনুবাদ : শ্রাদ্ধান্নের কাছে চোখের জল পড়লে সেই অন্ন প্রেতযোনির কাছে যায় (অর্থাৎ সেই অন্ন পিতৃলোকের ভোগ্য হয় না), ক্রোধ প্রকাশ করলে ঐ অন্ন শত্রুর ভোগ্য হয়, মিথ্যা বললে কুকুরের ভোগ্য হয়, পা দিয়ে স্পর্শ করলে ঐ অন্ন রাক্ষসদের ভোগ্য হয়, এবং ঐ অন্ন নাচালে তা দুষ্কর্মকারীদের কাছে গিয়ে পড়ে (পিত্রাদির তৃপ্তি হয় না)।।২৩০।।

যদ্ যদ্রোচেত বিপ্রেভ্য স্তত্তদ্দদ্যাদমৎসরঃ।
ব্রহ্মোদ্যাশ্চ কথাঃ কুর্যাৎ পিতৃণামেতদীপ্সিতম্।। ২৩১।।

অনুবাদ ঃ সেই ব্রাহ্মণগণ (অন্ন, ব্যঞ্জন, পানীয় প্রভৃতি) যা যা অভিলাষ করেন, সেই সব দ্রব্য **অমৎসর** হয়ে অর্থাৎ নিরহঙ্কার বা অকৃপণ হ'য়ে দান করবে (অথবা, অমৎসর = লুব্ধ না হ'য়ে; ঐসব অন্ন-ব্যঞ্জনাদিতে নিজের কোনও লোভ যেন না থাকে)। আর ব্রহ্মোদ্য কথা অর্থাৎ বেদের মধ্যে যে সব আখ্যান কথিত হয়েছে (যেমন, দেবাসুর যুদ্ধ, বৃত্রবধ, সরমাকৃত্য ইত্যাদি; অথবা 'কঃ স্বিদেকাকী চরতি' ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরসূচক বেদভাগ) তা আলোচনা করবে; কারণ, এসব পিতৃপুরুষগণের অভিলষিত।।২৩১।।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ।। ২৩২।।

অনুবাদ ঃ পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ পাঠ করিয়ে শোনাবে; ধর্মশাস্ত্র (মনু প্রভৃতির দ্বারা প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র), আখ্যান (উপকথা), ইতিহাস (মহাভারতাদি), পুরাণ (ব্যাসাদি-প্রোক্ত উপাখ্যান), খিল (শ্রীসূক্ত-শিবসঙ্কল্পাদি বেদের পরিশিষ্ট অংশ) প্রভৃতিও পাঠ করিয়ে শোনাবে।।২৩২।।

হর্ষয়েদ্ ব্রাহ্মণাংস্তুষ্টো ভোজয়েচ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
অন্নাদ্যেনাসকৃচ্চৈতান্ গুণৈশ্চ পরিচোদয়েৎ।। ২৩৩।।

অনুবাদ ঃ স্বয়ং হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণসমূহের আনন্দ উৎপাদন করবে (প্রিয়বচনাদির দ্বারা আনন্দ দেবে; অথবা, অন্যের দ্বারা সম্পাদিত সঙ্গীতাদির দ্বারা কিংবা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অবিরুদ্ধ পরিহাসের দ্বারা ব্রাহ্মণদের হর্ষযুক্ত ক'রে তুলবে); ধীরে ধীরে তাঁদের অন্নাদি ভোজন করাবে (আরও কয়েকটি গ্রাস অন্ন গ্রহণ করুন, এই খাদ্যটি ভাল এই দ্রব্যটি ভেজন করলে ভাল, হবে ইত্যাদি প্রকার প্রিয়বাক্য ব্যবহার ক'রে ব্রাহ্মণদের আস্তে আস্তে ভোজন করাবে) ; ব্রাহ্মণগণকে বার বার অন্নাদ্য (পায়স প্রভৃতি) এবং গুণ (ব্যঞ্জনাদি) প্রভৃতির উত্তমতা বর্ণনা ক'রে তা গ্রহণ করার জন্য জিজ্ঞাসা করবেন।।২৩৩।।

ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।
কুতপং চাসনে দদ্যাৎ তিলৈশ্চ বিকিরেন্মহীম্।। ২৩৪।।

অনুবাদ ঃ দৌহিত্র ব্রতস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হ'লেও তাকে অন্য ব্রহ্ম চারী অপেক্ষা যত্নসহকারে শ্রাদ্ধে ভোজন করাবে। তাকে কুতপ (অর্থাৎ ছাগলের লোমসঞ্জাত সূত্রের দ্বারা নির্মিত কম্বল,— যা নেপালী কম্বল নামে প্রসিদ্ধ) আসনরূপে বসতে দেবে, এবং তার উপবেশনস্থানরূপ ভূমির উপর তিল ছড়িয়ে দেবে।।২৩৪।।

ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্।। ২৩৫।।

অনুবাদ ঃ দৌহিত্র (কন্যাসুত), কুতপ(কম্বলাসন) এবং তিলশস্য—এই তিনটি পদার্থ শ্রাদ্ধে পবিত্রতা সম্পাদন করে। এইরকম শুদ্ধভাব, ক্রোধশূন্যতা (বা শান্তভাব) এবং অত্বরা (ধৈর্য) —এই তিনটিও শ্রাদ্ধে প্রশস্তরূপে গণ্য হয়।।২৩৫।।

অত্যুষ্ণং সর্বমন্নং স্যাদ্ ভুঞ্জীরংস্তে চ বাগ্‌যতাঃ।
ন চ দ্বিজাতয়ো ব্রূয়ুর্দাত্রা পৃষ্টা হবির্গুণান্।। ২৩৬।।

অনুবাদ ঃ ভোজনযোগ্য উষ্ণ অন্নসমূহ বাক্যসংযমনপূর্বক ব্রাহ্মণেরা ভোজন করবেন (যে সব দ্রব্য উষ্ণ ভোজন করা উচিত তারই পক্ষে এই উষ্ণতা বিধান করা হচ্ছে, কিন্তু দধিমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতির উষ্ণতা বিহিত হয় নি। কারণ, এইরকম খাদ্যদ্রব্য উষ্ণ ভোজন করা প্রীতিকর নয়, অধিকন্তু তাতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়)। এমন কি, পরিবেশনকারী ভোজ্যদ্রব্যের গুণ জিজ্ঞাসা করলেও ব্রাহ্মণগণ (মুখভঙ্গীর দ্বারাও) ঐ খাদ্যদ্রব্যের কোনও গুণাগুণ প্রকাশ করবেন না।।২৩৬।।

যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।
পিতরস্তাবদশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ।। ২৩৭।।

অনুবাদ ঃ যে পর্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যে পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা মৌনভাবে ভোজন করেন ও যে পর্যন্ত হবনীয় দ্রব্যের গুণ প্রকাশ না করা হয়, সেই পর্যন্ত পিতৃলোক ভোজন করেন।।২৩৭।।

যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে যদ্ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে।। ২৩৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণেরা মাথায় বস্ত্রাদি (পাগড়ি) বেষ্টন ক'রে যা ভোজন করেন, দক্ষিণমুখ হ'য়ে যে ভোজন করা হয়, এবং চর্মপাদুকা (জুতা) পরে যে ভোজন করা হয়, সে সবই রাক্ষসেরা ভোজন করে অর্থাৎ পিতৃলোক তা গ্রহণ করেন না।।২৩৮।।

চাণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুটঃ শ্বা তথৈব চ।
রজস্বলা চ ষণ্ডশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্।। ২৩৯।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণেরা যখন ভোজন করতে থাকবেন তখন চণ্ডাল, বরাহ(গ্রাম্য শূকর) , মোরগ, ককুর, রজস্বলা নারী এবং ক্লীব—এরা যেন তাঁদের দেখতে না পায়। [শূকর কোনও বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। মোরগ পাখার ঝাপটা দিয়ে খাদ্য দ্রব্যের উপর ধূলো লাগিয়ে দিতে পারে। এই সব কারণে, পরিশ্রিত অর্থাৎ আবৃত স্থানে ভেজন করতে দেওয়ার বিধি আছে। আর এই সব দোষের সম্ভাবনা না থাকলে অনাবৃত স্থানে ভোজন করতে দেওয়া চলে।]।। ২৩৯।।

হোমে প্রদানে ভোজ্যে চ যদেভিরভিবীক্ষ্যতে।
দৈবে কর্মণি পিত্র্যে বা তদ্গচ্ছত্যযথাতথম্।। ২৪০।।

অনুবাদ ঃ হোমকার্যে (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোম বা শান্তিহোমে), গো-সুবর্ণ প্রভৃতির দানকালে, ব্রাহ্মণভোজনের সময়ে, দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞীয় হবির্দ্রব্যে ও শ্রাদ্ধে অনুষ্ঠীয়মান কর্মে—যদি এরা (চণ্ডাল প্রভৃতিরা) দৃষ্টিদান করে তাহ'লে সেই কাজের ফল বিপরীত হয়ে যায়।।২৪০।।

ঘ্রাণেন শূকরো হন্তি পক্ষবাতেন কুক্কুটঃ।
শ্বা তু দৃষ্টিনিপাতেন স্পর্শেনাবরবর্ণজঃ।। ২৪১।।

অনুবাদ ঃ গ্রাম্য শূকর আঘ্রাণ দ্বারা, মোরগ নিজ ডানা বা পাখনার বাতাসের দ্বারা, কুকুর

কোনও বস্তুর উপর দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণ অন্নাদিস্পর্শের দ্বারা অন্নাদি দ্রব্য দূষিত বা অপবিত্র করে। [অতএব ঘ্রাণযোগ্য স্থান থেকে শুকরকে, পক্ষসঞ্চালনজাত বায়ুর যোগ্য স্থান থেকে মোরগকে, দৃষ্টিযোগ্য স্থান থেকে কুকুরকে এবং স্পর্শযোগ্য স্থান থেকে শূদ্রাদিকে নিবারণ করতে হবে]।।২৪১।।

খঞ্জো বা যদি বা কাণো দাতুঃ প্রেষ্যোঽপি বা ভবেৎ।
হীনাতিরিক্তগাত্রো বা তমপ্যপনয়েত্ততঃ।। ২৪২।।

অনুবাদ ঃ খোঁড়া, কাণা, হীনাঙ্গ, (যেমন, যার হাতের বা পায়ের একটি আঙ্গুল নেই) , কিংবা অতিরিক্তাঙ্গ (যেমন, যার একটি হাতে বা একটি পায়ে ছয়টি আঙ্গুল আছে) কোনও লোক শ্রাদ্ধকারীর বেতনভোগী ভৃত্য হলেও, তাকে এবং অন্য শূদ্রকে এবং যে-কোনও বর্ণের খঞ্জ ও কাণাদিকে শ্রাদ্ধস্থান থেকে সরিয়ে দেবে।।২৪২।।

ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনার্থমুপস্থিতম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ শক্তিতঃ প্রতিপূজয়েৎ।। ২৪৩।।

অনুবাদ ঃ কোনও ব্রাহ্মণ অথবা কোনও ভোজনার্থী ভিক্ষুক অতিথিরূপে গৃহে সমাগত হ'লে, শ্রাদ্ধকর্তা সেখানে উপস্থিত (নিমন্ত্রিত) ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে যথাশক্তি তাঁদের পূজা করবেন (অর্থাৎ সম্মান দেখাবেন)।।২৪৩।।

সার্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা।
সমুৎসৃজেদ্ ভুক্তবতামগ্রতো বিকিরন্ ভুবি।। ২৪৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণগণ যেখানে ভোজন করেছেন, তারই সম্মুখস্থ ভূমিভাগ জল দিয়ে প্লাবিত ক'রে অর্থাৎ ভিজিয়ে সকল প্রকার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন একত্রিত ক'রে সেই ভূমিতে স্থাপিত দর্ভের উপর ছড়িয়ে দেবে।।২৪৪।।

অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ।। ২৪৫।।

অনুবাদ ঃ অগ্নিসংস্কারের অযোগ্য মৃত বালকদের (যাদের তিন বৎসর বয়স হয় নি, এমন মৃত বালকদের অগ্নিসংস্কার বা দাহ করতে নেই) এবং যারা নিরপরাধ কুলস্ত্রীদের ত্যাগ ক'রে মৃত হয়েছে, কুশের উপর যে ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ছড়ানো হয়, তা তাদের ভোগ্য অংশ ব'লে জানবে।।২৪৫।।

উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য চ।
দাসবর্গস্য তৎ পিত্র্যে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে।। ২৪৬।।

অনুবাদ ঃ পিতৃশ্রাদ্ধে ভোজনকালে ভূমিতে পতিত উচ্ছিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি সরলস্বভাব আলস্যহীন ভৃত্যগণের ভাগ ব'লে মনু প্রভৃতি উল্লেখ করেছে [এই কারণে, প্রচুর পরিমাণ অন্ন ব্রাহ্মণদের দিতে হবে, যাতে খাওয়ার সময় কিছু অন্ন ভূমিতে প'ড়ে যায়]।।২৪৬।।

আসপিণ্ডক্রিয়াকর্ম দ্বিজাতেঃ সংস্থিতস্য তু।
অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধং পিণ্ডমেকং তু নির্বপেৎ।। ২৪৭।।

অনুবাদ ঃ মৃত ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের সপিণ্ডীকরণ নামক কর্ম না হওয়া পর্যন্ত শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-শূন্যভাবে শ্রাদ্ধভোজন করাতে হয় এবং একটি মাত্র পিণ্ড দান করতে হয়

অর্থাৎ এখানে দৈবপক্ষ নেই, কেবল প্রেতপক্ষ এবং একজন ব্রাহ্মণভোজন ও একটি মাত্র পিণ্ডদান বিহিত।।২৪৭।।

সহপিণ্ডক্রিয়ায়াস্তু কৃতায়ামস্য ধর্মতঃ।
অনয়ৈবাবৃতা কার্যং পিণ্ডনির্বপণং সুতৈঃ।। ২৪৮।।

অনুবাদ ঃ কিন্তু ঐ মৃতব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ যথাশাস্ত্র করা হ'লে পুত্রগণ মৃতাহাদি সকল তিথিতে ঐ পূর্বোক্ত (পার্বণশ্রাদ্ধের) অনুসারেই তার পিণ্ডদানরূপ শ্রাদ্ধ করবে।।২৪৮।।

শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রযচ্ছতি।
স মূঢ়ো নরকং যাতি কালসূত্রমবাক্শিরঃ।। ২৪৯।।

অনুবাদ ঃ যে শ্রাদ্ধভোজী বিপ্র শ্রাদ্ধান্ন ভোজন ক'রে উচ্ছিষ্ট অন্ন শূদ্রকে ভোজন করতে দেয়, সেই মূঢ় মরণের পর 'কালসূত্র' নামক নরকে অধোমুখে নিপতিত হয় [অর্থাৎ সেখানে তার মাথাটি থাকে নীচের দিকে এবং পা দুখানি থাকে উপরে; এই অবস্থায় তাকে থাকতে হয়]।।২৪৯।।

শ্রাদ্ধভুগ্ বৃষলীতল্পং তদহর্যোঽধিগচ্ছতি।
তস্যাঃ পুরীষে তং মাসং পিতরস্তস্য শেরতে।। ২৫০।।

অনুবাদ ঃ যে শ্রাদ্ধভোজী ব্যক্তি শ্রাদ্ধান্ন ভোজন ক'রে সেই দিন (অর্থাৎ সেই অহোরাত্রে) বৃষলীশয্যায় (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ যে কোনও জাতীয় স্ত্রীলোকের শয্যায়) মৈথুনসংযোগের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, সেই শ্রাদ্ধভোজনকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ নারীর বিষ্ঠা-রূপ শয্যায় সেই সমগ্র মাসটি শয়ন ক'রে থাকে ।।২৫০।।

পৃষ্ট্বা স্বদিতমিত্যেবং তৃপ্তানাচাময়েত্ততঃ।
আচান্তাংশ্চানুজানীয়াদভি ভো রম্যতামিতি।। ২৫১।।

অনুবাদ ঃ ভোজনপরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণকে 'স্বদিতম্' (উত্তম স্বাদের আহার হয়েছে তো?) —এই তৃপ্তিবোধক পদের দ্বারা (অর্থাৎ অন্য কোনও পদ ব্যবহারের দ্বারা নয়) প্রশ্ন ক'রে, তাঁরা তৃপ্ত হয়েছেন জেনে, তাঁদের আচমন করাবে। তাঁরা আচমন করলে 'অভিরম্যতাম্'—'আপনারা বিশ্রাম করুন' এই বাক্যের দ্বারা বিশ্রাম করতে বলবে।।২৫১।।

স্বধাস্ত্বিত্যেব তং ব্রূয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্।
স্বধাকারঃ পরা হ্যাশীঃ সর্বেষু পিতৃকর্মসু।। ২৫২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণগণ (ভোজন ক'রে গৃহগমনের অনুজ্ঞা পাওয়ার পর) শ্রাদ্ধকর্তাকে 'স্বধাস্তু' (পিতৃকার্যে আপনার কল্যাণ হোক্)—এই ব'লে আশীর্বাদ করবেন। যেহেতু সকলরকম পিতৃকৃত্যের ক্ষেত্রেই স্বধা-শব্দ উচ্চারণ করাটাই হ'ল শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।।২৫২।।

ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষং নিবেদয়েৎ।
যথা ব্রূয়ুস্তথা কুর্যাদনুজ্ঞাতস্ততো দ্বিজৈঃ।। ২৫৩।।

অনুবাদ ঃ তারপর (অর্থাৎ 'স্বধাস্তু' এই আশীর্বাদের পর) ভোজনতৃপ্ত ব্রাহ্মণদের অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের কথা তাঁদের জানাবে (অর্থাৎ তাঁদের জিজ্ঞাসা করবে—'এই অন্ন অবশিষ্ট আছে, এখন কি করব?')। তারপর সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে তাঁরা যেরকম বলবেন, সেই অন্ন সেইভাবে ব্যবহার করবে(কাজেই অনুমতি না পেলে সেই অন্ন অন্যভাবে ব্যবহার করা চলবে না)।।২৫৩।।

পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠে তু সুশ্রুতম্।
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি।। ২৫৪।।

অনুবাদ ঃ পিতা-মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্তি জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে 'স্বদিতম্' কথাটি বলবে, গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে 'সুশ্রুত' কথাটি বলবে, অভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে 'সম্পন্ন' কথাটি বলতে হবে, এবং দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকর্মে বা দৈবশ্রাদ্ধে 'রুচিত' কথাটি বলতে হবে। (এখানে 'স্বদিতম্' প্রভৃতি সব কয়টি স্থানেই 'অস্তু' এই ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হবে)।।২৫৪।।

অপরাহ্নস্তথা দর্ভা বাস্তুসম্পাদনং তিলাঃ।
সৃষ্টির্মৃষ্টির্দ্বিজাশ্চাগ্র্যাঃ শ্রাদ্ধকর্মসু সম্পদঃ।। ২৫৫।।

অনুবাদ ঃ অপরাহ্নকাল, কুশ, বাস্তুসম্পাদন (অর্থাৎ গৃহাদিপরিমার্জন, গোময়দ্বারা ভূমি-লেপন ইত্যাদি), তিলশস্য, সৃষ্টি (অর্থাৎ কৃপণতা না ক'রে অন্নব্যঞ্জন দান), মৃষ্টি (অর্থাৎ বিশেষভাবে অন্নসংস্কার; 'careful preparation of food') এবং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ—এই কয়টি শ্রাদ্ধকর্মের সম্পৎস্বরূপ।।২৫৫।।

দর্ভাঃ পবিত্রং পূর্বাহ্নো হবিষ্যাণি চ সর্বশঃ।
পবিত্রং যচ্চ পূর্বোক্তং বিজ্ঞেয়া হব্যসম্পদঃ।। ২৫৬।।

অনুবাদ ঃ কুশ, পবিত্র (অর্থাৎ মন্ত্র), পূর্বাহ্নকাল, সকলপ্রকার হবিষ্যান্ন, পবিত্রতা (বা শুদ্ধাচার), এবং পূর্বশ্লোকে (২৫৫ শ্লোকে) উল্লিখিত গৃহমার্জন, অন্নদান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রভৃতি—এগুলি সব হব্যসম্পৎ অর্থাৎ দৈবকার্যে প্রশস্ত ব'লে পরিগণিত হয়।।২৫৬।।

মুন্যন্নানি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতম্।
অক্ষারলবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে।। ২৫৭।।

অনুবাদ ঃ মুনি অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমীদের দ্বারা সেবিত (নীবারধান্যাদিজাত) অন্ন, দুধ (এবং দুগ্ধসঞ্জাত দই প্রভৃতি), সোমলতার রস, অনুপস্কৃত অর্থাৎ পূতিগন্ধাদিবহিত বা সদ্যোলব্ধ মাংস (মেধাতিথির মতে—যা কসাইখানা থেকে সংগৃহীত নয়), অকৃত্রিম সৈন্ধব লবণ—এইগুলি সাধারণভাবে হবিষ্য (হবির্দ্রব্য; 'sacrificial food')ব'লে ঋষিগণকর্তৃক অভিহিত হয়।।২৫৭।।

বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্তাংস্তু নিয়তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ।
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ যাচেতেমান্ বরান্ পিতৄন্।। ২৫৮।।

অনুবাদ ঃ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে (বিশ্রাম বা প্রস্থানের জন্য) বিদায় দিয়ে, সংযতভাবে মৌনাবলম্বনে পবিত্রভাবে দক্ষিণদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে পিতৃগণের নিকট বক্ষ্যমাণ বর (আশীর্বাদ) সমূহ প্রার্থনা করবে।।২৫৮।।

দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।। ২৫৯।।

অনুবাদ ঃ "আমাদের বংশে দানশীল পুরুষ পরিবর্দ্ধিত হোক্, অধ্যয়ন—অধ্যাপনার দ্বারা বেদশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হোক্, পুত্রপৌত্রাদি সন্ততিসমূহ পরিবর্দ্ধিত হোক্, বেদাদিশাস্ত্রের প্রতি আমাদের কুলে কারো কখনো অশ্রদ্ধা যেন না হয়, এবং দান করবার জন্য উপযুক্ত ধনাদি দ্রব্য আমাদের যেন প্রচুর থাকে"।।২৫৯।।

এবং নির্বপণং কৃত্বা পিণ্ডাংস্তাংস্তদনন্তরম্।
গাং বিপ্রমজমগ্নিং বা প্রাশয়েদপ্সু বা ক্ষিপেৎ।। ২৬০।।

অনুবাদ ঃ এইভাবে পিণ্ডদানকর্ম সমাপন ক'রে উক্ত মনোমত বর প্রার্থনার পর সেই পিত্রাদির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ডগুলি গরুকে, ব্রাহ্মণকে বা ছাগলকে খাওয়াবে, কিম্বা অগ্নিতে বা জলে নিক্ষেপ করবে।।২৬০।।

পিণ্ডনির্বপণং কেচিৎ পুরস্তাদেব কুর্বতে।
বয়োভিঃ খাদয়ন্ত্যন্যে প্রক্ষিপন্ত্যনলেঽপ্সু বা।। ২৬১।।

অনুবাদ ঃ কোনও কোনও আচার্য আগে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে পরে পিণ্ডদান করে থাকেন। আবার কেউ বা উৎসৃষ্ট পিণ্ডগুলি পাখীদের দিয়ে খাওয়ান, কেউ কেউ আগুনে নিক্ষেপ করেন, কেউ বা জলে ফেলে দেন।। ২৬১।।

পতিব্রতা ধর্মপত্নী পিতৃপূজনতৎপরা।
মধ্যমন্তু ততঃ পিণ্ডমদ্যাৎ সম্যক্ সুতার্থিনী।। ২৬২।।

অনুবাদ ঃ কায়মনোবাক্যে পতিসেবাপরায়ণা ধর্মপত্নী (অর্থাৎ প্রথম বিবাহে বিবাহিতা সবর্ণা পত্নী), যিনি পিতৃপূজনরূপশ্রাদ্ধকার্যে শ্রাদ্ধাশালিনী, তিনি যদি গুণবান্ পুত্রসন্তান কামনা করেন, তাহ'লে তিনি ঐ পিণ্ড তিনটির মধ্যম পিণ্ডটি অর্থাৎ পতির পিতামহের উচ্ছিষ্ট পিণ্ডটি আচমনাদিবিধি অনুসারে নিয়মপালনপূর্বক ভোজন করবেন।।২৬২।।

আয়ুষ্মন্তং সুতং সূতে যশোমেধাসমন্বিতম্।
ধনবন্তং প্রজাবন্তং সাত্ত্বিকং ধার্মিকং তথা।। ২৬৩।।

অনুবাদ ঃ ঐ ভাবে পিণ্ড ভোজন করলে ঐ পত্নী যে পুত্র প্রসব করবেন সে দীর্ঘায়ুঃ, যশস্বী, মেধাবী, ধনবান্, সন্ততিসম্পন্ন, সাত্ত্বিক (যে গুণের দ্বারা অস্তিত্ব, ধৈর্য, উৎসাহ প্রভৃতি সূচিত হয় তাকে সত্ত্বগুণ বলে; সেই সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিকে সাত্ত্বিক্ বলে) এবং ধার্মিক হবে।।২৬৩।।

প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিপ্রায়ং প্রকল্পয়েৎ।
জ্ঞাতিভ্যঃ সৎকৃতং দত্ত্বা বান্ধবানপি ভোজয়েৎ।। ২৬৪।।

অনুবাদ ঃ (পূর্বোক্ত প্রকারে পিণ্ডগুলির প্রতিপত্তি বা সদ্‌গতি হওয়ার পর) হাত দুইটি জলের দ্বারা ধৌত ক'রে আচমন করবে। তারপর জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাবে। জ্ঞাতিগণকে সমাদরপূর্বক অন্নাদির দ্বারা ভোজন করাবার পর বান্ধবগণকেও (অর্থাৎ মাতৃপক্ষীয় এবং শ্বশুরপক্ষীয় ব্যক্তিগণকেও) ভোজন করাবে।।২৬৪।।

উচ্ছেষণন্তু তৎ তিষ্ঠেদ্ যাবদ্বিপ্রা বিসর্জিতাঃ।
ততো গৃহবলিং কুর্যাদিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ।। ২৬৫।।

অনুবাদ ঃ যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ সেই স্থান থেকে প্রস্থান করেন, ততক্ষণ তাঁদের সেই উচ্ছিষ্ট (বা উচ্ছিষ্ট পাত্র) পড়ে থাকবে। তারপর শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন হ'লে বৈশ্বদেব বলি, হোমকর্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ ও অতিথিভোজনাদিরূপ 'গৃহবলি'র অনুষ্ঠান করবে।—এটিই বিহিত ধর্ম জানবে।।২৬৫।।

হবির্যচ্চিররাত্রায় যচ্চানন্ত্যায় কল্পতে।
পিতৃভ্যো বিধিবদ্দত্তং তৎ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।। ২৬৬।।

অনুবাদ : যে সব হবির্দ্রব্য পিতৃগণকে প্রদান করলে তা তাঁদের চিররাত্র অর্থাৎ দীর্ঘকাল তৃপ্তিদায়ক হয় এবং যার ফলও অনন্ত হয়, সেই সব বিষয় আমি বিশেষভাবে বলছি (আপনারা শ্রবণ করুন)।।২৬৬।।

তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন বা।
দত্তেন মাসং তৃপ্যন্তি বিধিবৎ পিতরো নৃণাম্।। ২৬৭।।

অনুবাদ : তিল, ব্রীহি (ধান), মাষকলাই, জল, মূল এবং ফল—এইগুলি বিধিপূর্বক দান করলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন।।২৬৭।।

দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্মাসান্ হারিণেন তু।
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ।। ২৬৮।।

অনুবাদ : পিতৃগণ পাঠীন (বোয়াল) ও রোহিত প্রভৃতি মৎস্যের মাংসের দ্বারা দুই মাস প্রীত থাকেন। হরিণমাংসের দ্বারা তিন মাস, মেষমাংসের দ্বারা চার মাস এবং শকুনি অর্থাৎ ভক্ষ্য-বন্যকুক্কুটাদি বন্যপাখীর মাংসের দ্বারা পাঁচ মাস পর্যন্ত প্রীতি অনুভব করেন।।২৬৮।।

ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন পার্ষতেন চ সপ্ত বৈ।
অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু।। ২৬৯।।

অনুবাদ : তাঁরা ছাগলের মাংসের দ্বারা ছয়মাস, পৃষতমৃগ বা চিত্রমৃগের মাংসের দ্বারা সাত মাস, এণ-মৃগের মাংসের দ্বারা আটমাস এবং রুরুনামক মৃগবিশেষের মাংসের দ্বারা নয় মাস পরিতৃপ্ত থাকেন।।২৬৯।।

দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশকূর্ময়োস্তু মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু।। ২৭০।।

অনুবাদ : অরণ্যশূকর ও মহিষমাংসদ্বারা পিতৃগণ দশমাস এবং শশক ও কচ্ছপের মাংসের দ্বারা এগারমাস পরিতৃপ্ত থাকেন।।২৭০।।

সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বার্ধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী।। ২৭১।।

অনুবাদ : গোদুগ্ধ ও পায়সের দ্বারা পিতৃগণ সম্বৎসরকাল তৃপ্তিসুখ ভোগ করেন। আর 'বার্ধ্রীণস'—নামক ছাগলের মাংসের দ্বারা বার বৎসর যাবৎ তৃপ্তি লাভ করেন। [যে ছাগল জলপান করতে গেলে দুই কান এবং জিহ্বা—এই তিনটি অবয়ব জলস্পর্শ করে, যার ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে, এইরকম শুক্লবর্ণ বৃদ্ধ ছাগলকে যাজ্ঞিকগণ পিতৃকার্যে ব্যবহার্য 'বাদ্ধীণস' ব'লে থাকেন। তিনটি অঙ্গের দ্বারা জলপানকারী, 'ত্রিপিব' বলা হয়]।।২৭১।।

কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়্গালোহামিষং মধু।
আনন্ত্যায়ৈব কল্প্যন্তে মুন্যন্নানি চ সর্বশঃ।। ২৭২।।

অনুবাদ : 'কালশাক' নামক প্রসিদ্ধ শাক (বেতো শাক), মহাশল্ক (অর্থাৎ শজারু বা বড়ো বড়ো আঁশযুক্ত মাছ), খড়্গা (গণ্ডার), লোহামিষ (অর্থাৎ রক্তবর্ণ ছাগলের মাংস; কারো কারো মতে, 'লোহপৃষ্ঠ' নামক একপ্রকার পাখীকে এখানে সংক্ষেপে 'লোহ' বলা হয়েছে, তার মাংস) , মধু এবং মুনিজনোচিত নীবারাদি ধান্যজাত অন্ন—এগুলি অক্ষয় সুখপ্রদ হয়ে থাকে।।২৭২।।

যৎকিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাৎ তু ত্রয়োদশীম্।
তদপ্যক্ষয়মেব স্যাদ্বর্ষাসু চ মঘাসু চ।। ২৭৩।।

অনুবাদ : বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে (এখানে ঋতু, নক্ষত্র ও তিথি-এই তিনটির সমুচ্চয় বোঝাচ্ছে অর্থাৎ একই দিনে ঐ তিনটির সমাবেশ হ'লে) মধুমিশ্রিত যে কোনও দ্রব্য পিতৃপুরুষগণকে দেওয়া যায়, তা তাঁদের অক্ষয় তৃপ্তি প্রদান করে।।২৭৩।।

অপি নঃ স কুলে ভূয়াদ্ যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পিভ্যাং প্রাক্ছায়ে কুঞ্জরস্য চ।। ২৭৪।।

অনুবাদ : পিতৃপুরুষগণ এইরকম আকাঙ্খা করেন যে, আমাদের বংশে কি এমন (গুণযুক্ত) পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে বর্ষাকালে মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে এবং হস্তীর ছায়া পূর্বদিক্স্থিত হ'লে আমাদের মধু ও ঘি সংযুক্ত ক'রে পরমান্ন দান করবে।।২৭৪।।

যদ্ যদ্দদাতি বিধিবৎ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
তত্তৎ পিতৃণাং ভবতি পরত্রানন্তমক্ষয়ম্।। ২৭৫।।

অনুবাদ : কোনও ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে পিতৃগণকে (নিষিদ্ধ নয় এমন) যা কিছু বিধিবৎ শাস্ত্রোক্তরীতিতে দান করেন, সেই সেই দ্রব্য ঐ পিতৃপুরুষগণের পক্ষে পরলোকে অনন্ত ও অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে।।২৭৫।।

কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ বর্জয়িত্বা চতুর্দশীম্।
শ্রাদ্ধে প্রশস্তাস্তিথয়ো যথৈতা ন তথেতরাঃ।। ২৭৬।।

অনুবাদ : কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি বাদ দিয়ে দশমী থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত যে পাঁচটি তিথি শ্রাদ্ধের কাজের পক্ষে যেমন প্রশস্ত, প্রতিপদাদি নয়টি তিথি সেরকম নয়।।২৭৬।।

যুক্ষু কুর্বন্ দিনর্ক্ষেষু সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।
অযুক্ষু তু পিতৃন্ সর্বান্ প্রজাং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাম্।। ২৭৭।।

অনুবাদ : জোড় তিথিতে (যেমন, দ্বিতীয়া, চতুর্থী প্রভৃতিতে) এবং জোড় নক্ষত্রে ('ঋক্ষ' শব্দের অর্থ 'নক্ষত্র'; যুগ্ম নক্ষত্র যথা—ভরণী, রোহিণী, আর্দ্রা প্রভৃতি) পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কাজ করলে অভিলষিত সমস্ত বস্তু লাভ করা যায়। আর বিজোড় তিথি (প্রতিপৎ, তৃতীয়া প্রভৃতি অযুগ্ম তিথি) এবং বিজোড় নক্ষত্রে (অশ্বিনী, কৃত্তিকা প্রভৃতি অযুগ্ম নক্ষত্রে) পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করলে ধনবিদ্যাদিযুক্ত সন্তান লাভ করা যায়।।২৭৭।।

যথা চৈবাপরঃ পক্ষঃ পূর্বপক্ষাদ্বিশিষ্যতে।
তথা শ্রাদ্ধস্য পূর্বাহ্নাদপরাহ্নো বিশিষ্যতে।। ২৭৮।।

অনুবাদ : পিতৃকার্যে যেমন পূর্বপক্ষ (অর্থাৎ শুক্লপক্ষ) থেকে কৃষ্ণপক্ষ প্রশস্ত (অর্থাৎ বিপুল ফলদায়ক), সেইরকম শ্রাদ্ধের পক্ষে পূর্বাহ্ন থেকে অপরাহ্ন বিশেষ ফলজনক হয়।।২৭৮।।

প্রাচীনাবীতিনা সম্যগপসব্যমতন্দ্রিণা।
পিত্র্যমানিধনাৎ কার্যং বিধিবদ্দর্ভপাণিনা।। ২৭৯।।

অনুবাদ : প্রাচীনবীতী (দক্ষিণস্কন্দস্থিত উপবীতধারী) হ'য়ে ও কুশহস্তে অপসব্য অর্থাৎ ডান হাতে পিতৃতীর্থ অনুসারে পিতৃকার্যসকল সম্যগ্ভাবে করণীয়। শ্রাদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত (বা

মরণকাল পর্যন্ত) এই কাজ অনলসভাবে করা উচিত।।২৭৯।।

রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্বীত রাক্ষসী কীর্তিতা হি সা।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব সূর্যে চৈবাচিরোদিতে।। ২৮০।।

অনুবাদ : রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করবে না। কারণ, ঐ সময় শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধের ফল হয় না ব'লে রাত্রি মনুপ্রভৃতির দ্বারা 'রাক্ষসী বেলা' বা রাক্ষসদের কাল ব'লে কথিত হয়। এইরকম উভয় সন্ধ্যায় এবং সূর্য সবেমাত্র যখন উদিত হয়েছে এমন সময়েও শ্রাদ্ধ করবে না। [আলোচ্য শ্লোকে বলা হয়েছে যে রাত্রিকাল, উভয় সন্ধ্যা ও সদ্য উদিত সূর্যসম্বন্ধী ত্রিমুহূর্তকালব্যাপী যে প্রাতঃকাল—এগুলি শ্রাদ্ধের পক্ষে বর্জনীয়। রাক্ষসের স্বভাব হ'ল ধ্বংস করা। শ্রাদ্ধের গুণগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় ব'লে সেই কালকে রাক্ষসী-বেলা বলা হয়েছে]।।২৮০।।

অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্যেহ নির্বপেৎ।
হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাসু পাঞ্চযজ্ঞিকমন্বহম্।। ২৮১।।

অনুবাদ : (এই অধ্যায়ের ১২২-১২৩ শ্লোকে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে)। প্রতি মাসে যদি শ্রাদ্ধ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে পূর্বোক্ত বিধানমতে বৎসরের মধ্যে হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা—এই সময়ে মোট তিনবার শ্রাদ্ধ করবে (অর্থাৎ অন্ততঃ চারমাস অন্তর বৎসরে তিনবার যেন শ্রাদ্ধ করা হয়। হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় সেই শ্রাদ্ধ কর্তব্য)। কিন্তু পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে যে শ্রাদ্ধ উপদিষ্ট হয়েছে, তা প্রত্যেক দিন কর্তব্য।।২৮১।।

ন পৈতৃযজ্ঞিয়ো হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে।
ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ।। ২৮২।।

অনুবাদ : শ্রৌত-স্মার্ত ব্যতিরিক্ত অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞসম্বন্ধীয় হোম কর্তব্য ব'লে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নি। আহিতাগ্নি দ্বিজের পক্ষে দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যা ব্যতীত অন্য তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য নয়।।২৮২।।

যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব কৃৎস্নমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্।। ২৮৩।।

অনুবাদ : (পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত যে শ্রাদ্ধ প্রতিদিন কর্তব্য বলা হয়েছে, তা সম্ভব না হ'লে) শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ স্নান ক'রে প্রতিদিন পিতৃগণের যে তর্পণ করেন, তার দ্বারা তাঁরা পিতৃগণের নিত্য শ্রাদ্ধের সমগ্র ফল লাভ করেন।।২৮৩।।

বসূন্ বদন্তি বৈ পিতৃন্ রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান্।
প্রপিতামহাংস্তথাদিত্যান্ শ্রুতিরেষা সনাতনী।। ২৮৪।।

অনুবাদ : (যদি কেউ পিতৃগণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ শ্রাদ্ধ কর্ম করতে প্রবৃত্ত না হয়, তার জন্য তাদের প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে—)। পিতৃগণকে বসুস্বরূপ, পিতামহগণকে আদিত্যস্বরূপ (দেবতা) বলা হয়। এটি হ'ল বেদমধ্যে উল্লিখিত চিরন্তন শ্রুতি (অতএব শ্রাদ্ধে পিতা-পিতামহগণকে দেবতারূপে ধ্যান করা কর্তব্য)।।২৮৪।।

বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বাঽমৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্।। ২৮৫।।

অনুবাদ : প্রতিদিন নিয়মিতভাবে 'বিঘস' ভোজন করবে, অথবা, 'অমৃত' ভোজন করবে।

ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার নাম 'বিঘস', আর যজ্ঞের অবশিষ্ট পুরোডাশাদিকে 'অমৃত' বলা হয়। [মেধাতিথির মতে, 'ভুক্তশেষ' হ'ল—অতিথি প্রভৃতির ভুক্তাবশিষ্ট, এবং কুল্লুকের মতে, ব্রাহ্মণভোজনের শ্রাদ্ধীয় অবশিষ্ট অংশ]।।২৮৫।।

এতদ্বোঽভিহিতং সর্বং বিধানং পাঞ্চযজ্ঞিকম্।
দ্বিজাতিমুখ্যবৃত্তীনাং বিধানং শ্রূয়তামিতি।। ২৮৬।।

অনুবাদ : পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এই সব যাবতীয় বিধান আমি আপনাদের কাছে আদ্যোপান্ত বললাম। এখন দ্বিজাতিগণের যা যা প্রধান বৃত্তি (বা, দ্বিজপ্রধান ব্রাহ্মণদের জীবিকা বা বৃত্তি), তা বলব (আপনারা শ্রবণ করুণ)।।২৮৬।।

ইতি বারেন্দ্রনন্দনবাসীয়- ভট্টদিবাকরাত্মজশ্রীকুল্লুকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং মনুস্মৃতৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

।। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।। ১।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চার ভাগে বিভক্ত জীবনের প্রথম চতুর্থভাগ [অর্থাৎ জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে যতদিন না বেদগ্রহণ সমাপ্ত হয় ততদিন পর্যন্ত] গুরুসমীপে বাস ক'রে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে, জীবনের দ্বিতীয়-চতুর্থ ভাগ দারপরিগ্রহপূর্বক (অর্থাৎ বিবাহ ক'রে) গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করবেন।। ১।।

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি।। ২।।

অনুবাদ ঃ কৃতদার দ্বিজ বিপৎপাত না হ'লে প্রাণিগণের যাতে কোনও রকম দ্রোহ বা অনিষ্ট না হয় এমন শিল-উঞ্ছাদি বৈধবৃত্তির দ্বারা অথবা [অভাবপক্ষে যতটুকু না করলে নয়] ততটুকু অল্পদ্রোহ ক'রে যাজনাদি বৃত্তির দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করবেন।।২।।

যাত্রামাত্র-প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্বীত ধনসঞ্চয়ম্।। ৩।।

অনুবাদ ঃ যাত্রা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কুটুম্বভরণ ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানাদি করবার জন্য (প্রসিদ্ধিঃ=নির্বাহঃ) শরীরকে অশন-বসনাদির পীড়া না দিয়ে [যেমন, সেবা ও বাণিজ্য মহাক্লেশদায়ক, কারণ, তাতে দূর পথে যাওয়া প্রভৃতি কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কাজেই ব্রাহ্মণের পক্ষে সেই সব কাজ করা উচিত নয়] যার পক্ষে যে কাজ বিহিত সেই সব বক্ষ্যমাণ 'ঋত' প্রভৃতি অনিন্দিত কাজের দ্বারা দ্বিজ ধনসঞ্চয় করবেন।। ৩।।

ঋতামৃতাভ্যাঞ্জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।। ৪।।

অনুবাদ ঃ ঋত এবং অমৃত নামক বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে; মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত- এই সব বৃত্তির দ্বারাও জীবনধারণ করা যায়; কিন্তু কখনই শ্ববৃত্তি বা কুকুরবৃত্তি (দাসত্ব) অবলম্বন করবে না।। ৪।।

ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতং তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্।। ৫।।

অনুবাদ ঃ উঞ্ছ ও শিল এই দুটি বৃত্তিকে ঋত ব'লে জানবে। [ধান প্রভৃতি শস্য ক্ষেত থেকে কেটে বাড়ীতে বা খামারে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে যে অল্পসল্প তুচ্ছ শস্য প'ড়ে থাকে, সেগুলিকে সংগ্রহ করার নাম উঞ্ছ; এই বৃত্তিকে বলে ঋত; এইরকম খেত-খামার থেকে পতিত এবং পরিত্যক্ত যে শস্যমঞ্জরী, তা কাটাই হোক্ বা না-কাটাই হোক্, তা সংগ্রহ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করার নাম শিল; এই বৃত্তিকেও ঋত বলা হয়]। অযাচিত অর্থাৎ যে দ্রব্য কারোর কাছে যাচ্ঞা করা হয় নি, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই যা পাওয়া গিয়েছে, তার নাম অমৃত। জীবনধারণের জন্য যাচিত ভিক্ষাসমূহকে মরণতুল্য মনে করা হয় ব'লে সেরকম ভৈক্ষের নাম মৃত।

ভূমিকর্ষণরূপ কৃষিবৃত্তিকে বলা হয় প্রমৃত, কারণ, এই বৃত্তিতে অনেক প্রাণীর জীবনহানি হয়।। ৫।।

সত্যানৃতং তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ।। ৬ ।।

অনুবাদ ঃ বাণিজ্যের কাজে ও সেই প্রসঙ্গে ঋণদানাদি কাজে প্রায়ই সত্য-মিথ্যা ব্যবহার করতে হয় ব'লে বাণিজ্যকে সত্যানৃত বলা হয়; (বিপৎপাতাদির সময়) বরং বাণিজ্য বা সত্যানৃতের দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করবে, কিন্তু, সেবা বা আজ্ঞাধীনতা-তে কেবল **শ্ববৃত্তি** (কুকুরের ব্যবহার) প্রকাশ পায় ব'লে, একে বর্জন করা উচিত [কুকুরকে যেখানে সেখানে পাঠানো হয় এবং অতিকষ্টে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। একথা সেবকের পক্ষেও প্রযোজ্য] ।। ৬।।

কুসূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যৈহিকো বাঽপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা।। ৭।।

অনুবাদ ঃ যে ধানের দ্বারা পরিবার ও ভৃত্যাদির সাথে তিন বৎসর পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা নির্বাহ হ'তে পারে, তাকে **কুসূলধান্য** বলা যায় [ধান রাখার জন্য ইঁটের তৈরী যে ঘর তার নাম কুসূল, কোষ্ঠ বা গোলা; কুসূলপরিমিত ধান যার আছে সে কুসূলধান্যক]। যে ধানের দ্বারা ঐ রকম এক বৎসর পর্যন্ত চলতে পারে, এমন ধান যার আছে, তাকে **কুম্ভীধান্যক** বলা যায় [কুম্ভী-শব্দের অর্থ উষ্ট্রিকা অর্থাৎ বড় কলসী বা জালা]। অতএব বৃত্তির জন্য কুসূলধান্যক হওয়া যায়, অথবা কুম্ভীধান্যক হ'তে পারা যায়। কিম্বা, **ত্র্যৈহিক** হওয়া চলে অর্থাৎ পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের জন্য এবং নিত্যকর্ম করার জন্য তিন দিনের উপযোগী ধান্যাদি সঞ্চয় করবে। অথবা, **অ-শ্বস্তনিক** হ'তে পারা যায় অর্থাৎ আগামী কালের জন্যও কিছুমাত্র সঞ্চয় করবে না (যে দিনে যা অর্জন করা হবে তা-ই ব্যয় করবে)।। ৭।।

চতুর্ণামপি চৈতেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
জ্যায়ান্ পরঃ পরো জ্ঞেয়ো ধর্মতো লোকজিত্তমঃ।। ৮।।

অনুবাদ। কুসূলধান্যাদি-সঞ্চয়ী তিন জন এবং অসঞ্চয়ী একজন — এই চাররকমের সঞ্চয়সম্পন্ন গৃহস্থ দ্বিজাতিদের মধ্যে আগের আগেরটির তুলনায় পরের পরেরটিকে ধর্মানুসারে উৎকৃষ্ট ব'লে বুঝতে হবে, কারণ, এঁদের মধ্যে যিনি পরবর্তী তিনি বৃত্তিসংকোচ করার জন্য পুণ্যের হেতুস্বরূপ স্বর্গাদি লোক জয় করেন।। ৮।।

ষট্‌কর্মৈকো ভবত্যেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ততে।
দ্বাভ্যামেকশ্চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি।। ৯।।

অনুবাদ। এই সব গৃহস্থের মধ্যে যাঁর বহুপরিবার তিনি (ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত ও কুসীদ—এই) ছয় প্রকার বৃত্তিজীবী হন। ['কুসূলধান্যক' প্রভৃতি যে সব ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ঐ 'কুসূলধান্যক' ষট্‌কর্মা হন। মতান্তরে এই ছয় প্রকার বৃত্তি হ'ল—উঞ্ছ, শিল, অযাচিতলাভ, যাচিতলাভ, কৃষি এবং বাণিজ্য]। অন্য জন অর্থাৎ 'কুম্ভীধান্যক' [যিনি কুসূলধান্যকের তুলনায় অল্প পরিবারযুক্ত ব্যক্তি] যাজন, অধ্যাপন, ও প্রতিগ্রহ—এই তিনটির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন [মতান্তরে—কৃষি ও বাণিজ্য বাদ দিয়ে যে চারটি অবশিষ্ট থাকে, যথা, উঞ্ছ, শিল, অযাচিতলাভ ও যাচিতলাভ, এদের মধ্যে যে কোনও তিনটির দ্বারা জীবিকা

নির্বাহ করেন]। কেউ কেউ আবার যাজন ও অধ্যাপনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন [মতান্তরে, 'ত্রৈহিক'-ব্যক্তি যাচিত লাভ বাদ দিয়ে উঞ্ছ, শিল ও অযাচিতলাভ—এই তিনটির মধ্যে যে কোনও দুটির দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করেন]। এবং কেউ কেউ কেবলমাত্র 'ব্রহ্মসত্র' অর্থাৎ অধ্যাপনার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন [মতান্তরে,—'অশ্বস্তনিক'-ব্যক্তি শিল ও উঞ্ছ—এই দুটির মধ্যে যে কোনও একটির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন]।। ৯।।

বর্তয়ংশ্চ শিলোঞ্ছাভ্যামগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
ইষ্টীঃ পার্বয়নান্তীয়াঃ কেবলা নির্বপেৎ সদা।। ১০।।

অনুবাদ : শিল ও উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁর ধনসাধ্য কোনও কাজ করবার ক্ষমতা না থাকায় তিনি কেবল মাত্র অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করবেন, এবং কেবল পর্বকালকর্তব্য দর্শপূর্ণমাস এবং অয়নের অন্তে আগ্রয়ণেষ্টির অনুষ্ঠান করবেন।। ১০।।

ন লোকবৃত্তং বর্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্।। ১১।।

অনুবাদ : জীবিকার জন্য কখনও লোকবৃত্তের অনুকরণ করবে না ['লোকবৃত্ত' বলতে সেই সব কাজকে বোঝায় যা অনুদারপ্রকৃতি হীন লোকেরা জীবিকার জন্য অবলম্বন ক'রে থাকে। দাম্ভিকতা, অসত্য-প্রিয় কথা বলা, নানারকম হাস্যপরিহাসের কথা বলা, ভাঁড়ামি করা ইত্যাদি প্রকারে লোকের মনোরঞ্জন করার নাম 'লোকবৃত্ত']। যে জীবিকালাভে জিহ্ম অর্থাৎ বৃথা নিজের গুণব্যাখ্যানাদি দোষ থাকে না, বা লোককে কোনও রকম শঠতা বা বঞ্চনা করতে হয় না, যে জীবিকা বিশুদ্ধ অর্থাৎ বৈশ্য-প্রভৃতির বৃত্তির সাথে যার কোনও সংযোগ নেই, এইরকম ব্রাহ্মণ-জীবিকার (যেমন— যাজনাদির) দ্বারা গৃহস্থ- ব্রাহ্মণ জীবনযাপন করবেন।। ১১।।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ।। ১২।।

অনুবাদ : সুখার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন ক'রে নিজের ও পরিবারের প্রাণধারণ ও পঞ্চযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক ধনের বেশী ধনোপার্জনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন ['সংযম' শব্দের অর্থ হ'ল—জীবনযাত্রার জন্য যে পরিমাণ ধনের আবশ্যক তার বেশী অভিলাষ না করা]। এইভাবেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন, কারণ, সন্তোষই সুখের মূল এবং বিপর্যয় অর্থাৎ অসন্তোষই দুঃখের কারণ।। ১২।।

অতোঽন্যতময়া বৃত্ত্যা জীবংস্তু স্নাতকো দ্বিজঃ।
স্বর্গ্যায়ুষ্যযশস্যানি ব্রতানীমানি ধারয়েৎ।। ১৩।।

অনুবাদ : স্নাতক (=গৃহস্থ)- দ্বিজ উপরিকথিত বৃত্তিসমূহের (অর্থাৎ বৃত্তিবিষয়ক বিধিসমূহের) মধ্যে কোনও একটি বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবনধারণ করতে থেকে বক্ষ্যমাণ ব্রতগুলি পালন করবেন; এগুলি স্বর্গসাধন, আয়ুষ্কর ও যশস্কর।। ১৩।।

বেদোদিতং স্বকং কর্ম নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।। ১৪।।

অনুবাদ : প্রতিদিন আলস্যবিহীন হ'য়ে নিজ-আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত সমস্ত কর্ম সম্পাদন করবে। কারণ, নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে এই সব কাজ করলে মানুষ পরমা গতি লাভ করে [অথবা আন্তরিক পবিত্রতার দ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, সুতরাং এইরকম

কর্মকারী ব্যক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত হন]।। ১৪।।

নেহেতার্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্মণা।
ন বিদ্যমানেষ্বর্থেষু নার্ত্যামপি যতস্ততঃ ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ প্রসঙ্গ অর্থাৎ গান-বাজনা প্রভৃতির দ্বারা অর্থলাভ করতে চেষ্টা করবে না [পুরুষ যে বিষয়ে প্রসক্ত হয় তাকে বলা হয় 'প্রসঙ্গ'—যথা, গান-বাজনা প্রভৃতি; বিষয়ী লোকেরা এতে আসক্ত হ'য়ে পড়ে]; বিরুদ্ধকর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম এবং নিজবংশের অনুপযুক্ত কর্মের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করবে না। সম্পত্তি বিদ্যমান থাকলে তার দ্বারা জীবিকা সম্ভব হ'লে প্রকারান্তরে ধনার্জন করবে না, এবং সম্পত্তি বিদ্যমান না থাকলে বিপদে পড়লেও যেখান সেখান থেকে পতিতাদি কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থোপার্জন করবে না।।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্তয়েৎ।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ রূপ,রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ে কামবশতঃ উপভোগের জন্য আসক্ত হবে না। ভোগ্যপদার্থে ইন্দ্রিয়গুলি যদি অতিমাত্রায় প্রসক্ত হয়, তাহ'লে তার দোষ চিন্তা ক'রে [যথা, 'বিষয়সমূহ অস্থির এবং স্বর্গ ও মোক্ষের বিরোধী' মনে মনে এই রকম চিন্তা ক'রে] তা থেকে নিবৃত্ত হবে।

সর্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথাঽধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ বেদাভ্যাসের পরিপন্থী ধনার্জনাদি বিষয় পরিত্যাগ করবে [যেমন, রাজবাড়ী বা রাজার মন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন ক'রে অর্থোপার্জনরূপ ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করা উচিত]; বেদাভ্যাসের অবিরোধে যে কোনও উপায়-দ্বারা (এমন কি, কৃষি, কুসীদ প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারাও) অর্থোপার্জন ক'রে (নিজের ও আত্মীয়বর্গের) জীবিকা নির্বাহ করবে, কারণ, স্নাতক ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করলেই কৃতকৃত্য হন।

বয়সঃ কর্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেষবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ নিজের যেমন বয়স, যেমন কর্ম, যে পরিমাণ ধন, যে রকম শাস্ত্রাধ্যয়ন ও যে রকম বংশমর্যাদা, সেই অনুসারে বেশভূষা, বাক্য ও বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে ইহলোকে বিচরণ করবে।। ১৮।।

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিত্যানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্।। ১৯।।

অনুবাদ ঃ যে সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করলে বুদ্ধির বিকাশ হয় (যেমন, ইতিহাস, পুরাণ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি), যে শাস্ত্র থেকে ধনলাভ করা যায় (যেমন, অর্থশাস্ত্র, বৃহস্পতি ও শুক্রপ্রণীত নীতিশাস্ত্র), এবং যে শাস্ত্র জীবনের পক্ষে হিতকর (যেমন, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি) এবং বৈদিক নিগমাদি শাস্ত্র (যা থেকে বেদের অর্থজ্ঞান লাভ করা যায়, যেমন, নিরুক্তের নৈগমকাণ্ড) সর্বদা পর্যালোচনা করবে।। ১৯।।

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে।। ২০।।

অনুবাদ ঃ মানুষ যে শাস্ত্র সমধিগত করে অর্থাৎ অভিনিবেশ (বা অভ্যাস) করে, সেই সেই শাস্ত্রই সে বিশেষভাবে জানতে পারে (অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য তার কাছে প্রকাশ পায়) এবং তার দ্বারা শাস্ত্রান্তরে তার জ্ঞান সম্যক্ প্রদীপ্ত হয়।। ২০।।

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।। ২১।।

অনুবাদ ঃ (তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত) ঋষিযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন), দেবযজ্ঞ (হোম), ভূতযজ্ঞ (ভূতবলি), মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথিসৎকার), পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ, তর্পণ)—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সকল সময় সামর্থ্য অনুসারে অনুষ্ঠান করবে— কখনও এগুলির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করবে না।। ২১।।

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি।। ২২।।

অনুবাদ ঃ কোনও কোনও যজ্ঞিয়শাস্ত্রবেত্তা গৃহস্থ, এই পাঁচ প্রকার মহাযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর থেকে বিরত থেকে (অথবা, 'অনীহমানাঃ'= ধনাভিলাষ না করে) নিজের বুদ্ধীন্দ্রিয়েতেই রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চ জ্ঞানাদির সংযমন ক'রে পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন [অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানলাভই পঞ্চমহাযজ্ঞসাধন ব'লে মনে করেন]।

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াম্।। ২৩।।

অনুবাদ। কোনও কোনও ব্রহ্মবেত্তা (জ্ঞানী) গৃহস্থ বাগ্‌মধ্যে ও প্রাণবায়ুতে যজ্ঞনিষ্পাদনের অক্ষয় ফল লাভ হয় জেনে বাক্যে (অর্থাৎ অধ্যাপন, ঈশ্বরের মহিমাগান ইত্যাদিরূপ বাক্যে) প্রাণ এবং ধ্যানধারণাদিরূপ প্রাণবায়ুতে বাক্-ব্যাপারকে সর্বদা আহুতি দিয়ে থাকেন। [যখন এইরকম ব্যক্তির প্রশ্বাস বইতে থাকবে তখন তিনি এইরকম চিন্তা করবেন - 'আমি বাগ্‌ব্যাপারকে প্রাণমধ্যে আহুতি দিচ্ছি'; যখন তিনি কথা বলতে থাকবেন তখন এইরকম চিন্তা করবেন—'আমি প্রাণকে বাগ্‌ব্যাপারমধ্যে আহুতি দিচ্ছি'। এইভাবে তাঁর পঞ্চমহাযজ্ঞসম্পাদন হবে]।। ২৩।।

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।। ২৪।।

অনুবাদ ঃ আবার কোনও কোনও ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা এইসব যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন। তাঁরা উপনিষদ্‌রূপ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখতে পান যে, জ্ঞানই সমুদায় যজ্ঞের মূল কারণ।। ২৪।।

অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি।। ২৫।।

অনুবাদ। উদিতহোমকারীরা দিন ও রাত্রির প্রথমভাগে ও অনুদিতহোমকারীরা দিন ও রাত্রির শেষভাগে, অথবা, উদিতহোমকারীরা দিনের প্রথমভাগে ও শেষভাগে এবং অনুদিতহোমকারীরা রাত্রির প্রথমভাগে ও শেষভাগে সর্বদা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করবেন। কৃষ্ণপক্ষ

পূর্ণ হ'লে দর্শনামক যজ্ঞ এবং পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস নামক যজ্ঞ করবেন।। ২৫।।

শস্যান্তে নবশস্যেষ্ট্যা তথর্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ত্বয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমিকৈর্মখৈঃ।। ২৬।।

অনুবাদ ঃ পূর্ববৎসরের সঞ্চিত (ব্রীহি-যবাদি-) শস্য শেষ হ'লে (অথবা শেষ না হ'লেও) অর্থাৎ নতুন শস্য উৎপন্ন হ'লে তার দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে নবশস্যেষ্টি বা আগ্রয়ণ নামক যজ্ঞসম্পাদন কর্তব্য। ঋতু পূর্ণ হ'লে ব্রাহ্মণ চাতুর্মাস্য যাগ করবেন, অয়নান্তে ছয় মাস অন্তর পশুযাগ করণীয় এবং সম্বৎসর সম্পূর্ণ হ'লে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করবেন।

নানিষ্ট্বা নবশস্যেষ্ট্যা পশুনা চাগ্নিমান্ দ্বিজঃ।
নবান্নমদ্যান্মাংসং বা দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ।। ২৭।।

অনুবাদ ঃ যে আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ ("a twice-born man who is a life-long maintainer of fire") দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর পক্ষে নবশস্য যাগ (আগ্রয়ণ) না ক'রে নবান্ন ভক্ষণ করা উচিত নয় এবং পশুযাগ না ক'রে মাংস ভক্ষণ করা কর্তব্য নয়।

নবেনানর্চিতা হ্যস্য পশুহব্যেন চাগ্নয়ঃ।
প্রাণানেবাত্তুমিচ্ছন্তি নবান্নামিষগর্ধিনঃ।। ২৮।।

অনুবাদ ঃ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি গৃহে স্থাপিত অগ্নিগুলিকে নবশস্যদ্বারা এবং পশুযজ্ঞে হত পশুর মাংসাহুতির দ্বারা অর্চনা না করেন, তাহ'লে ঐ অগ্নিসমূহ নবান্ন ও নবমাংসলোলুপের প্রাণ ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করেন [গর্ধিণঃ শব্দে 'গর্ধ' অর্থ অভিলাষ, সেই গর্ধ যার আছে সে গর্ধী; এখানে মত্বর্থীয় ইন্ প্রত্যয় হয়েছে]।। ২৮।।

আসনাশনশয্যাভিরদ্ভির্মূলফলেন বা।
নাস্য কশ্চিদ্বসেদ্ গেহে শক্তিতোঽনর্চিতোঽতিথিঃ ।। ২৯।।

অনুবাদ ঃ শক্তি-অনুসারে আসন, ভোজন, শয্যা, জল (পানীয়), মূল বা ফলের দ্বারা অর্চিত না হ'য়ে যেন কোনও অতিথি কোন গৃহস্থের গৃহে বাস না করেন [অর্থাৎ গৃহস্থ সামর্থ্যানুসারে অতিথিকে ঐ সব জিনিস দিয়ে পূজা করলেই অতিথি ঐ গৃহস্থের গৃহে বাস করবেন]।। ২৯।।

পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ।। ৩০।।

অনুবাদ। পাষণ্ডী অর্থাৎ বেদপথবিরদ্ধব্রতধারী (যথা, বৌদ্ধভিক্ষু-ক্ষপণকাদি), বিকর্মস্থ (অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধবৃত্তিজীবী; যারা আপৎকাল ছাড়াও অন্য বর্ণের জীবিকা গ্রহণ করে, যথা, ব্রাহ্মণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বা ক্ষত্রিয় হ'য়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন ক'রে যারা জীবিকার্জন করে), বৈড়ালব্রতিক (বিড়ালতপস্বী, অথবা দাম্ভিক; যারা কেবল লোককে আকৃষ্ট করার জন্যই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করে, কিন্তু, ধর্মবুদ্ধিতে এই সব যজ্ঞ করে না), শঠ (বেদে শ্রদ্ধারহিত), হৈতুক (বেদরিরুদ্ধ তর্কপরায়ণ; মেধাতিথির মতে, নাস্তিক অর্থাৎ যারা এই রকম দৃঢ়নিশ্চয় করে যে, পরলোক নেই, দানেরও কোনও ফল নেই, হোম করারও কোনও ফল নেই) এবং বকবৃত্তিধারী (প্রবঞ্চক ও কপটবিনয়ী-দ্বিজ)—এই সব ব্যক্তি যদি অতিথি-যোগ্য কালেও উপস্থিত হয়, তাহ'লে বাক্যের দ্বারাও তাদের সম্ভাষণ করবে না (কিন্তু অন্নদান করতে বাধা নেই)।। ৩০।।

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ হব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জয়েৎ।। ৩১।।

অনুবাদ ঃ বেদবিদ্যাস্নাতক ('who have bathed after completing the study of the Vedas'), ব্রতস্নাতক ('who have bathed after completing their vows) এবং উভয়স্নাতক (অর্থাৎ বিদ্যা-ব্রত-স্নাতক) বেদজ্ঞ গৃহস্থগণকে (অর্থাৎ যাঁরা অতিথিরূপে উপস্থিত হবেন) হব্য ও কব্যদ্বারা (শান্তিকর্ম প্রভৃতি দেবকর্ম এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যের দ্বারা) পূজা করবে। এর বিপরীত গুণবিশিষ্ট (অর্থাৎ যাঁরা স্নাতক নন এমন) ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করবে।

শক্তিতোঽপচমানেভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিনা।
সংবিভাগশ্চ ভূতেভ্যঃ কর্তব্যোঽনুপরোধতঃ।। ৩২।।

অনুবাদ ঃ অন্নপাক করে না এমন লোককে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, পাষণ্ডী, দরিদ্র প্রভৃতিকে গৃহস্থগণ যথাশক্তি অন্ন দান করবে। স্বীয় পোষ্যবর্গের পীড়া উৎপাদন না ক'রে সকল প্রাণীকেই (এমন কি বৃক্ষাদিকেও) কিছু কিছু (জলাদি আহার্য) দান করবে।। ৩২।।

রাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ সংসীদন্ স্নাতকঃ ক্ষুধা।
যাজ্যান্তেবাসিনো র্বাপি ন ত্বন্যত ইতি স্থিতিঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ বিদ্যা ও ব্রতস্নাতক গৃহস্থ ক্ষুধায় কাতর হ'লে ক্ষত্রিয়রাজার কাছ থেকে ধন-গ্রহণ করবেন (যেহেতু জনপদের অধীশ্বর হওয়ায় তাঁর কাছে প্রচুর ধন থাকে), কিংবা যজমান বা শিষ্যের কাছ থেকে ধন আকাঙ্ক্ষা করবেন অর্থাৎ যাজন ও অধ্যাপন এই দুটি কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন, কিন্তু অন্য কারোর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন না। এটিই শাস্ত্রের বিধান।

ন সীদেৎ স্নাতকো বিপ্রঃ ক্ষুধা শক্তঃ কথঞ্চন।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেচ্চ বিভবে সতি।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ পাণ্ডিত্যবশতঃ প্রতিগ্রহাদির দ্বারা ক্ষুধাশান্তি করতে সমর্থ হ'লে স্নাতক ব্রাহ্মণ যতক্ষণ প্রতিগ্রহ পাবেন ততক্ষণ কখনও ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হবেন না (অর্থাৎ ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে আপদ্ধর্ম আচরণ করবেন না), এবং বিভব থাকলে জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিধান করবেন না।। ৩৪।।

কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ।
স্বাধ্যায়ে চৈব যুক্তঃ স্যান্নিত্যমাত্মহিতেষু চ।। ৩৫।।

অনুবাদ। স্নাতক-গৃহস্থ কেশ, নখ ও শ্মশ্রু নিয়মিত ছেদন করবেন, দান্ত অর্থাৎ তপস্যাদিক্লেশসহিষ্ণু হবেন (বা, ইন্দ্রিয় সংযমন করবেন), পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করবেন, অন্তরে ও বাইরে পবিত্র হবেন, বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হবেন এবং নিত্য নিজের হিতানুষ্ঠান করবেন ('attentive to the acts conducive to his own welfare)। [দীর্ঘ কেশাদিযুক্ত মানুষের পক্ষে স্নানাদি কাজ কষ্টসাধ্য। তখন স্নানাদিবিষয়ে তার আলস্য আসবে এবং তার ফলে তার অশুচিতা জন্মাবে। কিন্তু বড় বড় চুল থাকা সত্ত্বেও যদি যে প্রতিদিন স্নান ক'রে শরীর পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখে, তাহ'লে তার বড় বড় চুল রাখা দোষের হয় না।—

"দীর্ঘকেশস্য হি স্নানাদিষু ক্লেশসাধ্যত্বাৎ অলসঃ স্যাৎ, তথা অশুচি-প্রসঙ্গঃ। যদি কেশাদি-প্রসৃতোঽপি স্নানপরঃ স্যাৎ, নৈব ধারণং দুষ্যেৎ"—মেধাতিথি।। ৩৫।।]

বৈণবীং ধারয়েদ্ যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্।
যজ্ঞোপবীতং বেদঞ্চ শুভে রৌক্মে চ কুণ্ডলে।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ স্নাতক বেণুদণ্ড (বাঁশের লাঠি), জলপূর্ণ কমণ্ডলু, যজ্ঞোপবীত, বেদ (অর্থাৎ কুশমুষ্টি), এবং স্বর্ণনির্মিত দুটি মনোহর কুণ্ডল ধারণ করবেন। [বেদ অর্থাৎ একগোছা কুশ। কুশের দ্বারা প্রাণের অর্থাৎ আন্তর বায়ুর শোধন হয়, তাই কুশধারণের প্রয়োজন।। ৩৬।।]

নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন।
নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্।। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ যখন সূর্য উদিত হয় বা অস্ত যায়, কিংবা রাহুকর্তৃক গ্রস্ত হয় (বা, ছিদ্রাদিযুক্ত হয়), বা জলে প্রতিবিম্বিত হয়, অথবা, আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী থাকে (অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালীন সূর্য)—এই সব কোনও সময়েই সূর্য-দর্শন করবে না।। ৩৭।।

ন লঙ্ঘয়েদ্বৎসতন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।
ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বং রূপমিতি ধারণা।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ গোবৎস বন্ধন করবার রজ্জু লঙ্ঘন অর্থাৎ অতিক্রম করবে না। বৃষ্টিপাত হওয়ার সময় দ্রুত গমন করবে না, এবং জলে প্রতিবিম্বিত নিজের রূপ নিরীক্ষণ করবে না। এটিই হল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।। ৩৮।।

মৃদং গাং দৈবতং বিপ্রং ঘৃতং মধু চতুষ্পথম্।
প্রদক্ষিণানি কুর্বীত প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ পথ চলার সময় সামনে যদি মৃত্তিকাস্তূপ (heap of earth), গরু, মন্দিরাদির গায়ে অঙ্কিত দেবতার মূর্তি, ব্রাহ্মণ, ঘি, মধু, চতুষ্পথ (junction of four roads;), এবং প্রজ্ঞাত (অতিবিশাল বা অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট বা সুপ্রসিদ্ধ) বৃক্ষসমূহ থাকে, তাহ'লে তাদের 'প্রদক্ষিণ' করবে (অর্থাৎ যাওয়ার সময় ঐগুলি যেন ডান দিকে পড়ে)।। ৩৯।।

নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপি স্ত্রিয়মার্তবদর্শনে।
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ একান্ত কামোন্মত্ত অবস্থাতেও, স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব অবস্থায় তার সাথে উপগত হবে না। এমন কি, ঐরকম স্ত্রীর সাথে এক শয্যায় শয়নও করবে না।। ৪০।।

রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যুপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ কারণ, যে ব্যক্তি রজস্বলা নারীতে উপগত হয়, তার বুদ্ধি, তেজ, বল, আয়ু ও চোখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।। ৪১।।

তাং বিবর্জয়তস্তস্য রজসা সমভিপ্লুতাম্।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রবর্ধতে।। ৪২।।

অনুবাদ ঃ সেই রজস্বলা স্ত্রীকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ উপভোগ না করে), তার বুদ্ধি, বীর্য, বল, চোখ এবং পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।। ৪২।।

নাশ্নীয়াদ্ভার্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা ন চাসীনাং যথাসুখম্।। ৪৩।।

অনুবাদ : ভার্যার সাথে (একই স্থানে, একই সময়ে বা একই পাত্রে) ভোজন করবে না। ভার্যা যখন ভোজন করে তখন তাকে সেই অবস্থায় দর্শন করবে না [কারণ, সেই রকম অবস্থায় দেখলে ভার্যা তখন মুখ ফাঁক ক'রে অন্ন গ্রাস করে ব'লে তার সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটে; তার ফলে তার প্রতি স্বামীর নিরাসক্তি জন্মাতে পারে]। ভার্যা যখন হাঁচি দিচ্ছে বা হাই তুলছে বা যথাসুখে অসংযতভাবে বসে আছে, তখন তাকে দর্শন করবে না [হাঁচি দেওয়া অবস্থায় ভার্যার মুখবিকৃতি ঘটতে পারে এবং সেই অবস্থায় দেখলে স্বামীর অরুচি জন্মাতে পারে। হাই তোলার সময় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত হয়, এটিও অরুচিজনক। অসংযত অবস্থায় বসে থাকা অর্থাৎ কেশাদির বন্ধন না করা, মাটির উপর শরীর এলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলিও রুচিহানিকর; তাই এই অবস্থায় স্ত্রীকে দেখা উচিত নয়]।। ৪৩।।

নাঞ্জয়ন্তীং স্বকে নেত্রে ন চাভ্যক্তামনাবৃতাম্।
ন পশ্যেৎ প্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ : পত্নী যখন নিজের দুই নেত্রে অঞ্জন (collyrium) প্রদান করবে, বা শরীরে যখন তৈলাদি লেপন করবে, বা অনাবৃতশরীরা (অর্থাৎ স্তনাবরণরহিতা) থাকবে, অথবা যখন সন্তান প্রসব করে—এই সব অবস্থায় কোনও তেজস্কাম (desirous of vigour) ব্রাহ্মণ (এবং অন্যান্য সকল বর্ণের লোক) নিজ ভার্যাকে দর্শন করবে না।। ৪৪।।

নান্নমদ্যাদেকবাসা ন নগ্নঃ স্নানমাচরেৎ।
ন মূত্রং পথি কুর্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে।। ৪৫।।

অনুবাদ : একবস্ত্র পরিধান ক'রে অর্থাৎ উত্তরীয়বিহীন হ'য়ে অন্ন ভক্ষণ করবে না, নগ্ন অবস্থায় স্নান করবে না, এবং পথের মধ্যে, বা ভস্মে (on ashes), অথবা গোচারণস্থানে মূত্র (অর্থাৎ মলমূত্র) ত্যাগ করবে না।। ৪৫।।

ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।। ৪৬।।

অনুবাদ : লাঙ্গল দিয়ে চষা জমিতে (on a ploughed land), জলে, যজ্ঞাদির জন্য সজ্জিত ইষ্টকস্তূপে (on an altar of bricks), পর্বতগাত্রে, জীর্ণদেবগৃহে (on the ruins of a temple) এবং বল্মীকে (অর্থাৎ উঁই এর ঢিবিতে) মলমূত্র ত্যাগ করবে না।। ৪৬।।

ন সসত্ত্বেষু গর্তেষু ন গচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্বতমস্তকে ।। ৪৭।।

অনুবাদ : সর্পাদি-প্রাণিযুক্ত গর্তে, বা পথ চল্‌তে চলতে, বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বা নদীতীরে, অথবা একান্ত আর্ত না হ'লে পর্বতের শিখরদেশে মলমূত্র ত্যাগ করবে না।। ৪৭।।

বায়্বগ্নিবিপ্রমাদিত্যমপঃ পশ্যংস্তথৈব গাঃ।
ন কদাচন কুর্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জনম্।।৪৮।।

অনুবাদ : বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য, জল এবং গরু—এগুলিকে দেখতে দেখতে কখনো

মলমূত্র ত্যাগ করবে না। [বায়ুকে দেখা যায় না, তাই 'বায়ুর দ্বারা চালিত তৃণ বা কাঠ দেখতে দেখতে' এইরকম অর্থ বুঝতে হবে। অথবা, 'বায়ুকে অবলোকন' বলতে যে দিক্ থেকে বাতাস আসছে সেই দিকে মুখ ক'রে মলমূত্র পরিত্যাগ করবে না। তাই টীকাকার গোবিন্দরাজ বলেছেন—'বায়োশ্চ সম্মুখীভাবঃ অবলোকনম্']।। ৪৮।।

তিরষ্কৃত্যোচ্চরেৎ কাষ্ঠলোষ্টপত্রতৃণাদিনা।
নিযম্য প্রযতো বাচং সম্বীতাঙ্গোঽবগুণ্ঠিতঃ।।৪৯।।

অনুবাদ : কাঠ, লোষ্ট (ঢিল), পাতা বা ঘাস প্রভৃতির দ্বারা ব্যবধান ক'রে (অর্থাৎ ভূমি আচ্ছাদন ক'রে), কথা না ব'লে, প্রযত অর্থাৎ অনুচ্ছিষ্টমুখে, মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়ে (মতান্তরে যজ্ঞোপবীত কানের উপর রেখে), দেহ আবৃত ক'রে মলমূত্র ত্যাগ করবে।। ৪৯।।

মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ যথা দিবা।।৫০।।

অনুবাদ : দিবাভাগে উত্তরমুখ হ'য়ে, রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হ'য়ে এবং দুই সন্ধ্যায় (অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায়) দিবাভাগের মতো অর্থাৎ উত্তরমুখ হ'য়ে মূত্র ও মলের উৎসর্গ (ত্যাগ) করবে।। ৫০।।

ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখমুখঃ কুর্যাৎ প্রাণাবাধভয়েষু চ।।৫১।।

অনুবাদ : ছায়াযুক্ত স্থানে [অর্থাৎ বাড়ীর দেওয়াল-কপাট প্রভৃতির দ্বারা সূর্যালোক যেখানে আবৃত সেইরকম স্থানে], অন্ধকারে [অর্থাৎ মেঘ-কুয়াশাদির দ্বারা দিনালোক যখন আচ্ছাদিত অথবা রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় সূর্যালোক যখন তিরোহিত এইরকম সময়ে], (চোর-বাঘ প্রভৃতির দ্বারা) প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কা হ'লে কিংবা ভয়ের কারণ যেখানে আছে সেখানে, রাত্রিতেই হোক্ বা দিনেই হোক্ স্নাতক দ্বিজ যে দিকে ইচ্ছা মুখ ক'রে মলমূত্র ত্যাগ করতে পারে।। ৫১।।

প্রত্যগ্নিং প্রতিসূর্যঞ্চ প্রতিসোমোদকদ্বিজান্।
প্রতিগাং প্রতিবাতঞ্চ প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ।।৫২।।

অনুবাদ : অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, জল, গরু ও বায়ু—এগুলিকে সামনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করলে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি নষ্ট হ'য়ে যায় (অতএব এই সব কাজ কখনোই কর্তব্য নয়)।। ৫২।।

নাগ্নিং মুখেনোপধমেন্নগ্নাং নেক্ষেত চ স্ত্রিয়ম্।
নামেধ্যং প্রক্ষিপেদগ্নৌ ন চ পাদৌ প্রতাপয়েৎ।। ৫৩।।

অনুবাদ। মুখের দ্বারা ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবে না (অর্থাৎ পাখা প্রভৃতির বাতাসের দ্বারা জ্বালাবে), মৈথুন-সময় ছাড়া পত্নীকে নগ্ন দেখবে না, অমেধ্য [অর্থাৎ যজ্ঞিয় হ'তে পারে না এমন বস্তু, যেমন, পেঁয়াজ, বিষ্ঠা প্রভৃতি] বস্তু আগুনে নিক্ষেপ করবে না, এবং পা দুটি উপরে তুলে সাক্ষাৎ আগুনে উত্তাপিত করবে না [তবে গরম করার জন্য বস্ত্রাদি উত্তপ্ত ক'রে তার দ্বারা যদি পা উত্তাপিত করা যায় তাতে কোনও দোষ হয় না]।। ৫৩।।

অধস্তান্নোপদধ্যাচ্চ ন চৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্যান্ন প্রাণাবাধমাচরেৎ।। ৫৪।।

অনুবাদ : পালঙ্কাদি শয়নীয়ের নীচে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিপাত্র রাখবে না, লাফ দিয়ে অগ্নিকে

অতিক্রম করবে না, পায়ের তলায় আগুন রাখবে না, এবং যাতে প্রাণের পীড়া উপস্থিত হয় (অর্থাৎ যে কাজে হাঁফাতে হয়) এই রকম অতিরিক্ত পরিশ্রম (যথা জোরে চলা প্রভৃতি) করবে না।। ৫৪।।

নাশ্নীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং ন গচ্ছেন্নাপি সংবিশেৎ।
ন চৈব প্রলিখেদ্ ভূমিং নাত্মনোপহরেৎ স্রজম্।। ৫৫।।

অনুবাদ ঃ সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ দিন ও রাত্রির সন্ধি-সময়ে ভোজন,গমন (কেউ কেউ গমন-শব্দের অর্থ করেন 'স্ত্রীসংসর্গ') ও সংবেশ (অর্থাৎ নিদ্রা বা শয়ন) করবে না। ভূমিতে প্রকৃষ্ট ভাবে (অর্থাৎ জোরে আঙুল, কাঠি প্রভৃতির দ্বারা) দাগ কাটবে না (কিন্তু খড়ি প্রভৃতির দ্বারা ভূমির উপর অক্ষরবিন্যাস নিষিদ্ধ নয়) এবং নিজের দেহ থেকে (অর্থাৎ গলা বা মাথা থেকে) মালা (সূত্রাদির দ্বারা গ্রন্থিত ফুলসমূহ শুকিয়ে গেলে বা ভারী মনে হ'লে) নিজে হাতে ক'রে ফেলে দেবে না [কিন্তু প্রয়োজন হ'লে অন্যের দ্বারা ঐ মালা নিজ দেহ থেকে অপসারিত করাবে। কেউ কেউ বলেন, ভূমিলেখনাদি সব নিষেধই সন্ধ্যাকালে প্রযোজ্য]।। ৫৫।।

নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ জলমধ্যে মূত্র, বিষ্ঠা বা নিষ্ঠীবন (spittings) ত্যাগ করবে না, (বিষ্ঠামূত্রাদি—) অপবিত্রদ্রব্যলিপ্ত বস্ত্রাদি জলে ধৌত করবে না (অর্থাৎ এইরকম দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হবে), বা, অন্য কোনও অপবিত্রদ্রব্যদূষিত জিনিস জলে নিক্ষেপ করবে না, অথবা, রক্ত বা বিষ জলে ফেলবে না। ('বিষাণি' এই বহুববনের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কৃত্রিম, অকৃত্রিম, স্থাবরজ, জঙ্গমজ ও গরল প্রভৃতি নানারকম যত বিষ আছে, তাদের কোনটিই জলে ফেলবে না)।। ৫৬।।

নৈকঃ স্বপ্যাৎ শূন্যগেহে শ্রেয়াংসং ন প্রবোধয়েৎ।
নোদক্যয়াভিভাষেত যজ্ঞং গচ্ছেন্ন চাবৃতঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ শূন্য গৃহে অর্থাৎ পোড়ো বাড়ীতে [অথবা, যে বসত বাড়ীতে বংশ উৎসন্ন হ'য়ে গিয়েছে এমন বাড়ীতে) একাকী শয়ন করবে না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কোনও কিছু বোঝাবার চেষ্টা করবে না [অর্থাৎ কনিষ্ঠ হ'য়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে 'এটি আপনার করা উচিত নয়' 'এটা আপনার করা উচিত' ইত্যাদি প্রকারে যুক্তিনির্দেশ-পূর্বক কোনও কিছু বুঝিয়ে দেবে না], **উদক্যার** অর্থাৎ রজস্বলা নারীর সাথে সম্ভাষণ করবে না, এবং যজ্ঞকর্মে ঋত্বিক্‌রূপে আহূত না হ'য়ে সেখানে যাবে না [কিন্তু, আহূত, না হ'লেও শুধুমাত্র যজ্ঞ দর্শনের জন্য গেলে কোনও দোষ হবে না]।। ৫৭।।

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরেৎ।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ অগ্নিশালায়, গোশালায়, বহু ব্রাহ্মণের সন্নিধানে, বেদপাঠকালে এবং ভোজনকালে ডান হাত (উত্তরীয় বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীতের) বাইরে রাখবে (অর্থাৎ মনু.২.৬৩ শ্লোকে বর্ণিত উপবীতী হবে)।। ৫৮।।

ন বারয়েদ্ গাং ধয়ন্তীং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ।
ন দিবীন্দ্রায়ুধং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্দর্শয়েদ্ বুধঃ।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ গাভী যখন জল পান করে অথবা (গো-বৎস) গোদোহন-ভিন্ন সময়ে যখন দুধ পান করে তখন তাকে নিবারণ করবে না, কিংবা যদি অন্যের গাভীর দুধ অন্যের গো-বৎস পান করে, তা-ও (গো-প্রভৃতির মালিককে) বলবে না, অথবা, আকাশে ইন্দ্রধনু (বা রামধনু) দেখে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তা কাউকে দেখাবে না।। ৫৯।।

নাধার্মিকে বসেদ্ গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশম্।
নৈকঃ প্রপদ্যেতাধ্বানং ন চিরং পর্বতে বসেৎ।। ৬০।।

অনুবাদ ঃ যে গ্রামে বহুসংখ্যক অধার্মিক লোকের বসতি, সেখানে বাস করবে না [এখানে 'গ্রাম' বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এর দ্বারা বাস করার উপযুক্ত জায়গামাত্রকেই বোঝানো হয়েছে]; যে গ্রামে (অর্থাৎ বাসোপযোগী জায়গায়) বহু লোক কুৎসিত রোগের দ্বারা আক্রান্ত, সেখানে বহুদিন বাস করবে না। একাকী অর্থাৎ সহায়হীন অবস্থায় দূরপথে যাবে না। দীর্ঘকাল পর্বতে বাস করবে না।। ৬০।।

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্মিকজনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ।। ৬১।।

অনুবাদ ঃ শূদ্রের রাজ্যে (অর্থাৎ যে জনপদ শূদ্রের শাসনাধীন, সেখানে) বাস করবে না। যে স্থানে চারদিকে অধার্মিক লোক বাস করে সে স্থানে বাস করবে না [অথবা, অধার্মিক লোকদের বাস অন্য স্থানে হ'লেও যেখানে তারা দল বেঁধে এসে উপস্থিত হয় এবং যদি সন্নিহিত থাকে, তাহ'লে সেরকম স্থানে বাস করবে না]। বেদবহির্ভূতচিহ্নধারী বৌদ্ধ প্রভৃতি পাষণ্ডিগণের দ্বারা আক্রান্ত স্থানেও বাস করবে না [যদিও পাষণ্ডীরাও অধার্মিক, কারণ, এরা বেদবহির্ভূত, তবুও এদের মধ্যেও একটা ধর্মবুদ্ধি থাকে। তাই অধার্মিক ও পাষণ্ডিগণকে আলাদা ক'রে বলা হ'ল]। অন্ত্যজ ব্যক্তি অর্থাৎ চণ্ডালগণকর্তৃক উৎপীড়িত স্থানে (যেমন, বাহ্লীকদেশ ম্লেচ্ছগণের দ্বারা উপদ্রুত, এইরকম দেশে) বাস করবে না।। ৬১।।

ন ভুঞ্জীতোদ্ধৃতস্নেহং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ।
নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ যে বস্তু থেকে তৈলজাতীয় পদার্থ তুলে নেওয়া হয়েছে সেরকম জিনিস (যথা, পিণ্যাক অর্থাৎ খোল্, মাংস প্রভৃতি) ভক্ষণ করবে না [কিন্তু ঐ উদ্ধৃতস্নেহ পদার্থটি যদি যজ্ঞাবশিষ্ট হয় তা এবং দুধের যে সব বিকার সেগুলি খাওয়ার বিধান মনু ৫.২৪-২৫ শ্লোকে দিয়েছেন]। যাতে অতিমাত্রায় তৃপ্তি জন্মে সেভাবে উদর পরিপূর্ণ ক'রে ভোজন করবে না [জঠরের এক ভাগ অন্নের জন্য, আর এক ভাগ দ্রব পদার্থের জন্য এবং অন্য এক ভাগ বায়ু প্রভৃতির দোষ ঘটলে তার সঞ্চরণের জন্য খালি রাখতে হবে। এই ভাবে ভোজন করা উচিত]। অতি প্রত্যূষে বা ভর-সন্ধ্যাবেলায় ভোজন করবে না। আবার, সকালে বেশী খাওয়া হ'লে সায়ংকালে আর ভোজন করবে না [অর্থাৎ সকালের দিকে খাওয়াটা যদি বেশী হয় এবং সায়ংকাল পর্যন্ত সেই খাওয়ার তৃপ্তি থেকে যায়, তাহ'লে সায়ংকালে ভোজন করবে না। অতএব কি দিনে বা কি রাত্রিতে ভোজনের আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তবে ভোজন করবে। 'ন সায়ংপ্রাতরাশিতঃ স্যাৎ' এই রকম বাক্যের এরকমও অর্থ করা যেতে পারে—দুই বেলাতেই পরিতৃপ্ত হ'য়ে অর্থাৎ পর্যাপ্তভাবে ভোজন করবে না। যাজ্ঞবল্ক্যও সায়ংকালে অল্প আহারের বিধান দিয়েছেন—১.১১৪]।। ৬২।।

ন কুর্বীত বৃথা চেষ্টাং ন বার্যঞ্জলিনা পিবেৎ।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ন জাতু স্যাৎ কুতূহলী।। ৬৩।।

অনুবাদ : স্নাতক বৃথা চেষ্টা বা বাজে কাজ [অর্থাৎ যে কাজ ইহলোকের বা পরলোকের কোনও ব্যাপারেই উপকার সাধন করে না] করবে না। অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল পান করবে না ['বারি'—শব্দের প্রয়োগের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, অঞ্জলি ক'রে দুগ্ধাদি পান করা নিষিদ্ধ নয়]। ভক্ষ্যদ্রব্য উৎসঙ্গে অর্থাৎ উরুদ্বয়ের উপরে অর্থাৎ কোলের উপরে রেখে কিংবা কোঁচড়ে ক'রে খাবে না। এবং কখনও বিনা কারণে কোনও বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে না।। ৬৩।।

ন নৃত্যেদথবা গায়েন্ন বাদিত্রাণি বাদয়েৎ।
নাস্ফোটয়েন্ন চ ক্ষ্বেড়েন্ন চ রক্তো বিরাবয়েৎ।। ৬৪।।

অনুবাদ : স্নাতক (অশাস্ত্রীয়—) নৃত্য বা গান করবে না (কিন্তু শাস্ত্রবিহিত বৈদিক গানের ক্ষেত্রে এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়)। (বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি—) বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না [অর্থাৎ নিজে সেগুলি বাজাবে না, কিন্তু বাদকগণের দ্বারা ঐ গুলি বাজানো নিষিদ্ধ নয়]; 'আস্ফোটন' অর্থাৎ মাটির উপর হাত চাপড়িয়ে শব্দ করবে না এবং 'ক্ষ্বেড়ন' অর্থাৎ দাঁতে দাঁত ঘ'সে অস্ফুট শব্দ করবে না; অনুরাগবশতঃ কোনও (রাসভাদি—) জন্তুর মত শব্দ করবে না।। ৬৪।।

ন পাদৌ ধাবয়েৎ কাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে।
ন ভিন্নভাণ্ডে ভুঞ্জীত ন ভাবপ্রতিদূষিতে।। ৬৫।।

অনুবাদ : কাংস্যপাত্রে (কাঁসার পাত্রে) কখনো পাদপ্রক্ষালন করবে না। (সোনা, রূপা ও তামা-নির্মিত অভগ্ন বা ভগ্ন পাত্রভিন্ন অন্য কোনও—) ভগ্নপাত্রে ভোজন করবে না,এবং যে পাত্রে আহার করতে মন তুষ্ট হয় না অর্থাৎ মন কুণ্ঠিত হয়, সেরকম পাত্রে ভোজন করবে না।। ৬৫।।

উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈ র্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং স্রজং করকমেব চ।। ৬৬।।

অনুবাদ : (পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি ছাড়া) অন্যের ধৃত অর্থাৎ ব্যবহার করা জুতা কিংবা কাপড় অথবা যজ্ঞোপবীত, অলংকার ও মালা ব্যবহার করবে না, অন্যের ব্যবহৃত কমণ্ডলুও ধারণ করবে না।। ৬৬।।

নাবিনীতৈর্ব্রজেদ্ ধুর্যৈ র্ন চ ক্ষুদ্ব্যাধিপীড়িতৈঃ।
ন ভিন্নশৃঙ্গাক্ষিখুরৈর্ন বালধি-বিরূপিতৈঃ।। ৬৭।।

অনুবাদ : শকটবাহী অবিনীত (অশান্ত) বৃষ-অশ্বাদির দ্বারা বাহিত যানে গমন করবে না। কিংবা, ক্ষুধাকাতর বা ব্যাধিপীড়িত বা যার শিং, চোখ বা খুর ভেঙে গিয়েছে অথবা বালধি বা পুচ্ছ ছিন্ন বা বিকৃত হয়েছে (এবং তার ফলে বাহনটিও বিকৃত রূপ নিয়েছে) এইরকম বৃষাদি-চালিত শকটেও গমন করবে না।। ৬৭।।

বিনীতৈস্তু ব্রজেন্নিত্যমাশুগৈর্লক্ষণান্বিতৈঃ।
বর্ণরূপোপসম্পন্নৈঃ প্রতোদেনাতুদন্ ভৃশম্।। ৬৮।।

অনুবাদ : বিনীত (অর্থাৎ সুশিক্ষিত), দ্রুতগামী, সুলক্ষণযুক্ত (অর্থাৎ প্রশস্ত রোমাবর্ত-প্রভৃতিযুক্ত, রোমাবর্তশূন্যমস্তকযুক্ত নয়), শোভন বর্ণ ও সুন্দর রূপ বা আকৃতিযুক্ত (অশ্বাদি-

) বাহনে সর্বদা গমন করবে। কিন্তু ঐ বাহনকে প্রতোদ অর্থাৎ চাবুক প্রভৃতির দ্বারা অত্যধিক পীড়ন করবে না। (বার বার অঙ্কুশাদির দ্বারা বাহনকে অত্যন্ত উত্যক্ত করলে সে কোনও অঘটন ঘটাবে বা ছেড়ে পালিয়ে যাবে)।।

বালাতপঃ প্রেতধূমো বর্জ্যং ভিন্নং তথাসনম্।
ন চ্ছিন্দ্যান্নখলোমানি দন্তৈর্নোৎপাটয়েন্নখান্।। ৬৯।।

অনুবাদ ঃ স্নাতক-দ্বিজ প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণ, শবদাহ থেকে নির্গত ধূম, এবং ভগ্ন (ছিন্ন বা ছিদ্রযুক্ত) আসন বর্জন করবে। বদভ্যাসবশতঃ নিজেই নিজের নখ এবং লোম ছেদন করবে না (তবে সেগুলির বেশী বৃদ্ধি হ'লে নাপিতের দ্বারা ছেদন করাবে) এবং দাঁত দিয়ে নখ উৎপাটন করবে না।। ৬৯।।

ন মৃল্লোষ্টঞ্চ মৃদ্গীয়ান্ন চ্ছিন্দ্যাৎ করজৈস্তৃণম্।
ন কর্ম নিষ্ফলং কুর্যান্নায়ত্যামসুখোদয়ম্।। ৭০।।

অনুবাদ ঃ অকারণে মৃল্লোষ্ট অর্থাৎ মাটির ঢিল খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাঙবে না (কিন্তু শৌচাদির প্রয়োজনে হাতের চাপ দিয়ে মাটির খণ্ড ভাঙা নিষিদ্ধ নয়); করজ অর্থাৎ নখ দিয়ে তৃণচ্ছেদন করবে না; অনর্থক কোনও মানসিক সঙ্কল্প বা কাজ করবে না; এবং আয়তিতে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালে যে কাজ থেকে দুঃখ জন্মায় (যথা, অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন করা, কুটুম্ব-পোষ্যবর্গকে ভরণ-পোষণ করতে হবে—এ কথা মনে না রেখে প্রচুর ধন ব্যয় করা প্রভৃতি) এমন কাজ করবে না।। ৭০।।

লোষ্টমর্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু সূচকোঽশুচিরেব চ।। ৭১।।

অনুবাদ ঃ যে লোক লোষ্ট মর্দন করে, অথবা, (নখ দিয়ে) তৃণচ্ছেদন করে, অথবা (দাঁত দিয়ে) নখ উৎপাটন করে সেই লোক, এবং যে লোক সূচক [অর্থাৎ যে পরের কান ভাঙায়; অন্যের দোষ থাকুক বা নাই থাকুক সে কথা যে লোক তার অসাক্ষাতে অন্যের কাছে বিস্তৃত ভাবে বলে], ও যে অশুচি (অর্থাৎ অন্তরে ও বাইরে মলিন ব্যক্তি)—এই সব লোক (দেহ ও ধনাদির সাথে) শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।। ৭১।।

ন বিগৃহ্য কথাং কুর্যাদ্বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্বথৈব বিগর্হিতম্।। ৭২।।

অনুবাদ ঃ পণবন্ধন ক'রে অর্থাৎ বাজী রেখে কোনও কথা বলবে না [পরস্পর উক্তির মধ্যে নিজ বক্তব্যের যথার্থতাখ্যাপনরূপ যে 'অহোপুরুষিকা' অর্থাৎ 'আমি যা বলছি তাই ঠিক্'—এইরকম ভাবে কথা বলাকে বলা হয় বিগৃহ্যকথা]; বস্ত্রাদি আবরণের বাইরে মালা ধারণ করবে না [কণ্ঠে ধৃত পুষ্পাদির মালা বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে রাখবে; এটাই হ'ল শিষ্টাচার। কারোর কারোর মতে, 'বহিঃ' শব্দের অর্থ 'অনাবৃত স্থান'; বাইরে থেকে মালাটি দেখতে পাওয়া যায় এমন ভাবে নগরের পথ প্রভৃতিতে ভ্রমণ করবে না; অথবা, 'বহির্মাল্য' শব্দের অর্থ— যার গন্ধ বেরিয়ে গেছে বা যে মালার গন্ধ উপলব্ধি করা যায় না; কোনও কোনও স্মৃতিতে বলা হয়েছে—'নাগন্ধাং স্রজং ধারয়েদন্যত্র হিরন্ময্যা'—অর্থাৎ 'সোনার মালা ছাড়া গন্ধশূন্য অন্য কোনও মালা ধারণ করবে না]; (আবরণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রেও) গোরুর পৃষ্ঠে আরোহণ করবে না (তবে গোরুটি গাড়ীতে যুক্ত হ'লে অর্থাৎ গোযানে আরোহণ ক'রে যাওয়া

ন কুর্বীত বৃথা চেষ্টাং ন বার্যঞ্জলিনা পিবেৎ।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ন জাতু স্যাৎ কুতূহলী।। ৬৩।।

অনুবাদ : স্নাতক বৃথা চেষ্টা বা বাজে কাজ [অর্থাৎ যে কাজ ইহলোকের বা পরলোকের কোনও ব্যাপারেই উপকার সাধন করে না] করবে না। অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল পান করবে না ['বারি'—শব্দের প্রয়োগের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, অঞ্জলি ক'রে দুগ্ধাদি পান করা নিষিদ্ধ নয়]। ভক্ষ্যদ্রব্য উৎসঙ্গে অর্থাৎ উরুদ্বয়ের উপরে অর্থাৎ কোলের উপরে রেখে কিংবা কোঁচড়ে ক’রে খাবে না। এবং কখনও বিনা কারণে কোনও বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে না।। ৬৩।।

ন নৃত্যেদথবা গায়েন্ন বাদিত্রাণি বাদয়েৎ।
নাস্ফোটয়েন্ন চ ক্ষ্বেড়েন্ন চ রক্তো বিরাবয়েৎ।। ৬৪।।

অনুবাদ : স্নাতক (অশাস্ত্রীয়—) নৃত্য বা গান করবে না (কিন্তু শাস্ত্রবিহিত বৈদিক গানের ক্ষেত্রে এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়)। (বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি—) বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না [অর্থাৎ নিজে সেগুলি বাজাবে না, কিন্তু বাদকগণের দ্বারা ঐ গুলি বাজানো নিষিদ্ধ নয়]; 'আস্ফোটন' অর্থাৎ মাটির উপর হাত চাপড়িয়ে শব্দ করবে না এবং 'ক্ষ্বেড়ন' অর্থাৎ দাঁতে দাঁত ঘ'সে অস্ফুট শব্দ করবে না; অনুরাগবশতঃ কোনও (রাসভাদি—) জন্তুর মত শব্দ করবে না।। ৬৪।।

ন পাদৌ ধাবয়েৎ কাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে।
ন ভিন্নভাণ্ডে ভুঞ্জীত ন ভাবপ্রতিদূষিতে।। ৬৫।।

অনুবাদ : কাংস্যপাত্রে (কাঁসার পাত্রে) কখনো পাদপ্রক্ষালন করবে না। (সোনা, রূপা ও তামা-নির্মিত অভগ্ন বা ভগ্ন পাত্রভিন্ন অন্য কোনও—) ভগ্নপাত্রে ভোজন করবে না,এবং যে পাত্রে আহার করতে মন তুষ্ট হয় না অর্থাৎ মন কুণ্ঠিত হয়, সেরকম পাত্রে ভোজন করবে না।। ৬৫।।

উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈ র্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং স্রজং করকমেব চ।। ৬৬।।

অনুবাদ : (পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি ছাড়া) অন্যের ধৃত অর্থাৎ ব্যবহার করা জুতা কিংবা কাপড় অথবা যজ্ঞোপবীত, অলংকার ও মালা ব্যবহার করবে না, অন্যের ব্যবহৃত কমণ্ডলুও ধারণ করবে না।। ৬৬।।

নাবিনীতৈর্ব্রজেদ্ ধুর্যৈ র্ন চ ক্ষুদ্ব্যাধিপীড়িতৈঃ।
ন ভিন্নশৃঙ্গাক্ষিখুরৈর্ন বালধি-বিরূপিতৈঃ।। ৬৭।।

অনুবাদ : শকটবাহী অবিনীত (অশান্ত) বৃষ-অশ্বাদির দ্বারা বাহিত যানে গমন করবে না। কিংবা, ক্ষুধাকাতর বা ব্যাধিপীড়িত বা যার শিং, চোখ বা খুর ভেঙে গিয়েছে অথবা বালধি বা পুচ্ছ ছিন্ন বা বিকৃত হয়েছে (এবং তার ফলে বাহনটিও বিকৃত রূপ নিয়েছে) এইরকম বৃষাদি-চালিত শকটেও গমন করবে না।। ৬৭।।

বিনীতৈস্তু ব্রজেন্নিত্যমাশুগৈর্লক্ষণান্বিতৈঃ।
বর্ণরূপোপসম্পন্নৈঃ প্রতোদেনাতুদন্ ভৃশম্।। ৬৮।।

অনুবাদ : বিনীত (অর্থাৎ সুশিক্ষিত), দ্রুতগামী, সুলক্ষণযুক্ত (অর্থাৎ প্রশস্ত রোমাবর্ত-প্রভৃতিযুক্ত, রোমাবর্তশূন্যমস্তকযুক্ত নয়), শোভন বর্ণ ও সুন্দর রূপ বা আকৃতিযুক্ত (অশ্বাদি-

) বাহনে সর্বদা গমন করবে। কিন্তু ঐ বাহনকে প্রতোদ অর্থাৎ চাবুক প্রভৃতির দ্বারা অত্যধিক পীড়ন করবে না। (বার বার অঙ্কুশাদির দ্বারা বাহনকে অত্যন্ত উত্যক্ত করলে সে কোনও অঘটন ঘটাবে বা ছেড়ে পালিয়ে যাবে)।।

বালাতপঃ প্রেতধূমো বর্জ্যং ভিন্নং তথাসনম্।
ন চ্ছিন্দ্যান্নখলোমানি দন্তৈর্নোৎপাটয়েন্নখান্।। ৬৯।।

অনুবাদ ঃ স্নাতক-দ্বিজ প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণ, শবদাহ থেকে নির্গত ধূম, এবং ভগ্ন (ছিন্ন বা ছিদ্রযুক্ত) আসন বর্জন করবে। বদভ্যাসবশতঃ নিজেই নিজের নখ এবং লোম ছেদন করবে না (তবে সেগুলির বেশী বৃদ্ধি হ'লে নাপিতের দ্বারা ছেদন করাবে) এবং দাঁত দিয়ে নখ উৎপাটন করবে না।। ৬৯।।

ন মৃল্লোষ্টঞ্চ মৃদ্নীয়ান্ন চ্ছিন্দ্যাৎ করজৈস্তৃণম্।
ন কর্ম নিষ্ফলং কুর্যান্নায়ত্যামসুখোদয়ম্।। ৭০।।

অনুবাদ ঃ অকারণে মৃল্লোষ্ট অর্থাৎ মাটির ঢিল খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাঙবে না (কিন্তু শৌচাদির প্রয়োজনে হাতের চাপ দিয়ে মাটির খণ্ড ভাঙা নিষিদ্ধ নয়); করজ অর্থাৎ নখ দিয়ে তৃণচ্ছেদন করবে না; অনর্থক কোনও মানসিক সঙ্কল্প বা কাজ করবে না; এবং আয়তিতে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালে যে কাজ থেকে দুঃখ জন্মায় (যথা, অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন করা, কুটুম্ব-পোষ্যবর্গকে ভরণ-পোষণ করতে হবে—এ কথা মনে না রেখে প্রচুর ধন ব্যয় করা প্রভৃতি) এমন কাজ করবে না।। ৭০।।

লোষ্টমর্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু সূচকোঽশুচিরেব চ।। ৭১।।

অনুবাদ ঃ যে লোক লোষ্ট মর্দন করে, অথবা, (নখ দিয়ে) তৃণচ্ছেদন করে, অথবা (দাঁত দিয়ে) নখ উৎপাটন করে সেই লোক, এবং যে লোক সূচক [অর্থাৎ যে পরের কান ভাঙায়; অন্যের দোষ থাকুক বা নাই থাকুক সে কথা যে লোক তার অসাক্ষাতে অন্যের কাছে বিস্তৃত ভাবে বলে], ও যে অশুচি (অর্থাৎ অন্তরে ও বাইরে মলিন ব্যক্তি)—এই সব লোক (দেহ ও ধনাদির সাথে) শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।। ৭১।।

ন বিগৃহ্য কথাং কুর্যাদ্বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্বথৈব বিগর্হিতম্।। ৭২।।

অনুবাদ ঃ পণবন্ধন ক'রে অর্থাৎ বাজী রেখে কোনও কথা বলবে না [পরস্পর উক্তির মধ্যে নিজ বক্তব্যের যথার্থতাখ্যাপনরূপ যে 'অহোপুরুষিকা' অর্থাৎ 'আমি যা বলছি তাই ঠিক্'—এইরকম ভাবে কথা বলাকে বলা হয় বিগৃহ্যকথা]; বস্ত্রাদি আবরণের বাইরে মালা ধারণ করবে না [কণ্ঠে ধৃত পুষ্পাদির মালা বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে রাখবে; এটাই হ'ল শিষ্টাচার। কারোর কারোর মতে, 'বহিঃ' শব্দের অর্থ 'অনাবৃত স্থান'; বাইরে থেকে মালাটি দেখতে পাওয়া যায় এমন ভাবে নগরের পথ প্রভৃতিতে ভ্রমণ করবে না; অথবা, 'বহির্মাল্য' শব্দের অর্থ—যার গন্ধ বেরিয়ে গেছে বা যে মালার গন্ধ উপলব্ধি করা যায় না; কোনও কোনও স্মৃতিতে বলা হয়েছে—'নাগন্ধাং স্রজং ধারয়েদন্যত্র হিরন্ময্যা'—অর্থাৎ 'সোনার মালা ছাড়া গন্ধশূন্য অন্য কোনও মালা ধারণ করবে না]; (আবরণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রেও) গোরুর পৃষ্ঠে আরোহণ করবে না (তবে গোরুটি গাড়ীতে যুক্ত হ'লে অর্থাৎ গোযানে আরোহণ ক'রে যাওয়া

নিষিদ্ধ নয়')।—সকল সময়েই এইগুলি নিন্দিত।। ৭২।।

অদ্বারেণ চ নাতীয়াদ্ গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতম্।
রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।। ৭৩।।

অনুবাদ : প্রাচীরাদির দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে বা বাড়ীতে প্রবেশ-দ্বার ছাড়া অন্য উপায়ে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ লঙ্ঘনাদির দ্বারা ঢুকবে না)। রাত্রিকালে গাছতলা থেকে দূরে থাকবে ["Because, at night, the trees exhale the gas called carbon di oxide which is most injurious to human health"]।। ৭৩।।

নাক্ষৈঃ ক্রীড়েৎ কদাচিত্তু স্বয়ং নোপানহৌ হরেৎ।
শয়নস্থো ন ভুঞ্জীত ন পাণিস্থং ন চাসনে।। ৭৪।।

অনুবাদ : কখনও (এমন কি সখ ক'রেও) পাশা খেলবে না; নিজের ব্যবহার করা জুতাও নিজের হাতে বহন ক'রে নিয়ে যাবে না (কিন্তু গুরুজনজাতীয় পূজ্য ব্যক্তির জুতা বহন করা নিষিদ্ধ নয়); শয্যাতে (খাট, তক্তপোষ প্রভৃতিতে) উপবেশন ক'রে ভোজন করবে না; হাতের উপরে (অর্থাৎ চেটোয়) স্থাপিত খাদ্যবস্তু আহার করবে না, এবং কোনও পাত্রের উপর না রেখে কেবল আসনের উপর রেখে আহার্যদ্রব্য আহার করবে না।। ৭৪।।

সর্বং চ তিলসম্বদ্ধং নাদ্যাদস্তমিতে রবৌ।
ন চ নগ্নঃ শয়ীতেহ ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ।। ৭৫।।

অনুবাদ : তিলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনও জিনিস সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আহার করবে না। উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করবে না, এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও গমন করবে না।। ৭৫।।

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।। ৭৬।।

অনুবাদ : আর্দ্রপদ হ'য়ে অর্থাৎ দুই পা ভিজিয়ে ভোজন করবে, কিন্তু পা ভিজা আছে এমন অবস্থায় শয়ন করবে না। যে ব্যক্তি ভিজা পায়ে ভোজন করে সে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে।। ৭৬।।

অচক্ষুর্বিষয়ং দুর্গং ন প্রপদ্যেত কর্হিচিৎ।
ন বিণ্মূত্রমুদীক্ষেত ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ।। ৭৭।।

অনুবাদ : চক্ষুর্গ্রাহ্য হয় না অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ কোনও দুর্গম স্থানে [অর্থাৎ দুরারোহ পর্বতাদিতে এবং তরুগুল্মলতাপ্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন বনাঞ্চলে] কখনও যাবে না [কারণ, সেখানে সাপ, চোর প্রভৃতি লুকিয়ে থাকতে পারে]। বিষ্ঠা ও মূত্র নিরীক্ষণ করবে না [অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধ'রে দেখবে না, কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ দেখে ফেলে তাতে দোষ হয় না] এবং বিনা কারণে হাত দিয়ে সাঁতার কেটে নদী পার হবে না।। ৭৭।।

অধিতিষ্ঠেন্ন কেশাংস্তু ন ভস্মাস্থিকপালিকাঃ।
ন কার্পাসাস্থি ন তুষান্ দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ।। ৭৮।।

অনুবাদ : দীর্ঘজীবনলাভেচ্ছু ব্যক্তি কেশ, ভস্ম, অস্থি,কপালিকা (ভাঙা হাঁড়ি-কলসীর টুকরো), কার্পাসতুলার বীজ ও তুষের উপর কখনও বসবে না।। ৭৮।।

ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ।। ৭৯।।

অনুবাদ ঃ পতিত (অধার্মিক), চাণ্ডাল,পুক্কশ [ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভ থেকে জাত সন্তানের নাম 'নিষাদ', উক্ত নিষাদের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভ থেকে যে জন্মগ্রহণ করে তাকে 'পুক্কশ' বলা হয়], মূর্খ ও ধনাদি মদে গর্বিত, অন্ত্যজ (রজকাদি নীচ জাতি), অন্ত্যাবসায়ী (নিষাদপত্নীতে চণ্ডাল পুরুষদ্বারা জাত পুত্র)— এদের সাথে (বৃক্ষাদির ছায়াতেও) একত্রোপবেশনাদি-ব্যবহার করবে না।।৭৯।।

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ।। ৮০।।

অনুবাদ ঃ শূদ্রকে কোনও মন্ত্রণা-পরামর্শ দেবে না [দৃষ্টার্থক অর্থাৎ ইহলোকের উপকারসাধক কিংবা অদৃষ্টার্থক অর্থাৎ পরলোকের হিতসম্পাদক কোনও উপদেশ শূদ্রকে দেবে না; মূল অর্থ হ'ল—শূদ্রের মন্ত্রিত্ব করবে না; অবশ্য নিজের জীবিকার জন্য শূদ্রকে সকল প্রকার কর্মের উপদেশ এবং প্রায়শ্চিত্তাদির উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু মিত্রতাবশতঃ যদি শূদ্রকে মন্ত্রণা-পরামর্শ দেওয়া হয়, তাতে কোনও দোষ নেই। শূদ্রের সাথে ব্রাহ্মণের মিত্রতা অসম্ভব নয়; কারণ, মিত্রতা ব্রাহ্মণের সর্বপ্রধান গুণ। 'মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে' (মনু.২/৮৭)। কোনও শূদ্রের সাথে কোনও ব্রাহ্মণের বংশানুক্রমিক বন্ধুত্বও থাকতে পারে (মনু. ৪/২৫৩)। সেইরকম শূদ্রকে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে, কারণ, বন্ধুত্ববশতঃ অবশ্যই হিত উপদেশ দান করা যায়]; শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান করবে না [ভুক্তোচ্ছিষ্ট সাধারণ শূদ্রকে দেওয়া নিষিদ্ধ, দাসশূদ্রকে দেওয়া যেতে পারে। 'দ্বিজোচ্ছিষ্টং চ ভোজনম্' (মনু. ৫/১৪০) অর্থাৎ দাস শূদ্রের দ্বারা দ্বিজোচ্ছিষ্ট ভোজন কর্তব্য—এইরকম বলা হয়েছে। মনু. ৩/২৪৬ তে বলা হয়েছে—শ্রাদ্ধীয় অন্নের যে অংশ ভূমিতে পতিত হয় সেই উচ্ছিষ্টাংশ দাসবর্গের ভোগ্য।]; যজ্ঞের হবির জন্য যা 'কৃত' অর্থাৎ সঙ্কল্পিত এমন দ্রব্য শূদ্রকে দেবে না [যে যে দ্রব্যে হবির্দ্রব্যের গন্ধ আছে, সে সবই শূদ্রকে প্রদান নিষিদ্ধ। অতএব, যে বস্তু যজ্ঞের হবিঃ ব'লে সঙ্কল্প করা হয়েছে, যে বস্তু যজ্ঞের হবিঃস্বরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, অথবা, যা হবিঃশেষ তা যদি না খেয়ে ফেলে রেখে দেওয়া হয়— ইত্যাদিপ্রকার সকলরকম হবির্দ্রব্যই শূদ্রকে প্রদান নিষিদ্ধ।]; শূদ্রকে কোনও ধর্মোপদেশ করবে না এবং কোনও ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত করতেও উপদেশ দেবে না [কোনও শূদ্র যদি শরণাগত হয়, ব্রাহ্মণ তাকে পরিত্যাগ করবে না (মনু. ১১/১৯৯)। সেই সময় বাধ্য হ'য়ে তাকে ধর্মোপদেশ করতে হয়। তা না হ'লে সেই শূদ্র মূর্খ হ'য়ে থাকবে এবং মূর্খের সাথে বাস করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ (মনু. ৪/৭৯)। এই সব ক্ষেত্রে আবার শূদ্রকে সাক্ষাত্ উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ। কোনও ব্রাহ্মণকে অন্তর্বর্তী ক'রে ঐ সব উপদেশ শূদ্রের কর্ণগোচর করতে হয়। শূদ্রের কর্তব্যরূপ অনেক ধর্মের উল্লেখ শাস্ত্রে আছে। উপদেশ-দানের কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকলে ঐ সব শাস্ত্র নিরর্থক হত।]।। ৮০।।

যো হ্যস্য ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি।। ৮১।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি (কোনও ব্রাহ্মণকে ব্যবধান না রেখে) নিজে শূদ্রকে ধর্মোপদেশ দেন, বা প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করতে আদেশ দেন, তিনি সেই শূদ্রের সাথে অসংবৃত নামক গহন নরকে নিমগ্ন হন। [পূর্বশ্লোকে পাঁচটি বাক্যে যে পাঁচটি দোষের কথা বলা হয়েছে, তাদের

মধ্যে দুটি দোষসম্বন্ধে বর্তমান শ্লোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই দুটি দোষের প্রায়শ্চিত্তও যে গুরুতর তা এখানে বোঝানো হয়েছে] ।।৮১।।

ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ।
ন স্পৃশেচ্চৈতদুচ্ছিষ্টো ন চ স্নায়াদ্বিনা ততঃ।। ৮২।।

অনুবাদ ঃ দুটি হাত সংশ্লিষ্ট বা মিলিত ক'রে নিজের মস্তক কণ্ডূয়ন করবে না; উচ্ছিষ্ট অবস্থায় সংযুক্ত দুটি হাতের দ্বারা বা উচ্ছিষ্ট মুখে মস্তক স্পর্শ করবে না, এবং মস্তক ব্যতিরেকে (অর্থাৎ মাথা না ডুবিয়ে) (নিত্য ও নৈমিত্তিক) স্নান করবে না।। ৮২।।

কেশগ্রহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতান্ বিবর্জয়েৎ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ ক্রোধবশত কারোর কেশগ্রহণ (চুলের মুঠি ধরা) বা মাথায় প্রহার—এই দুটি পরিত্যাগ করবে। অবগাহন স্নানের (head-bath) পর তৈলাক্ত মস্তকে স্নাত ব্যক্তি তেল দ্বারা (নিজের) অন্য কোনও অঙ্গ স্পর্শ করবে না।। ৮৩।।

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্।। ৮৪।।

অনুবাদ ঃ 'রাজন্য' অর্থাৎ ক্ষত্রিয় থেকে যার 'প্রসূতি' অর্থাৎ উৎপত্তি নয় এমন রাজার কাছ থেকে (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতীয় রাজার কাছ থেকে) কোনও প্রতিগ্রহ করবে না ('should not receive any gift')। 'সূনা' অর্থাৎ পশুবধ ক'রে মাংস বিক্রয় ক'রে যারা জীবিকা নির্বাহ করে (অর্থাৎ কসাই), 'চক্র' অর্থাৎ তেলনিষ্কাসনের যন্ত্র-(ঘানি)-দ্বারা যারা তিল প্রভৃতি বীজ থেকে তেল নিষ্কাসন বিক্রয় ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে (অর্থাৎ কলু), যারা ধ্বজযুক্ত অর্থাৎ মদ্যব্যবসায়ী (শুণ্ডী), এবং যারা 'বেশের' অর্থাৎ বারবণিতার আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ('who live on the income of prostitutes')—এই সব লোকের কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করবে না।। ৮৪।।

দশসূনাসমং চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ।
দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমো নৃপঃ।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ একটি চক্র (কলু) দশজন সূনার (পশুবধ ও মাসংবিক্রয়ীর) সমান দোষপ্রদ; একটি ধ্বজ (মদ্যবিক্রয়ী) দশজন চক্রের সমান দোষজনক; একটি বেশ (বেশ্যার আয়ের অংশভোজী) দশটি ধ্বজের সমান দোষাবহ; এবং একটি অক্ষত্রিয় নৃপতি দশজন বেশের সমান দোষজনক [অর্থাৎ মাংসবিক্রয়ী দশ জনের যে দোষ, এক তেলিতে সেই দোষগুলি সব আছে; তেলির যে দোষ, মদ্যবিক্রয়ীতে তার দশগুণ বেশী দোষ থাকে; দশজন মদ্যবিক্রয়ীর যে দোষ, বেশ্যার আয়ের অংশভোজী এক জনের সেই দোষ; বেশ্যার আয়ভোজী দশ জনের যে দোষ, ক্ষত্রিয় নয় এমন রাজাতে সেই সমুদয় দোষ থাকে। এদের দানগ্রহণ এইভাবে প্রত্যবায়জনক হ'য়ে থাকে]।। ৮৫।।

দশসূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ যে সৌনিক (অর্থাৎ যে সূনার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে; butcher) দশহাজার সূনা পরিচালনা করে, প্রতিগ্রহবিষয়ে (অক্ষত্রিয়-) রাজা তার সমান; এই জন্য তার কাছে

প্রতিগ্রহ করা ঘোর পাপজনক হয় (অর্থাৎ নরকের কারণ হওয়ায় ভয়ানক হয়)। (পূর্ববর্তী ও বর্তমান শ্লোকে বিধৃত পরিসংখ্যানটি এইরকম - ১জন অক্ষত্রিয় রাজা = ১০জন বেশ =১০০ জন ধ্বজ = ১০০০ জন চক্র = ১০০০০ জন সূনা)।।৮৬।।

যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্তিনঃ।
স পর্যায়েণ যাতীমান্নরকানেকবিংশতিম্।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ যে স্নাতক দানরহিত-কৃপণ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ-পথবর্তী রাজার কাছে প্রতিগ্রহ করে, সে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত এই একুশটি নরকে গমন করে।। ৮৭।।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ।। ৮৮।।
সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সম্প্রতাপনম্।
সংঘাতঞ্চ সকাকোলং কুড্মলং পূতিমৃত্তিকম্।। ৮৯।।
লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীম্।
অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদারকমেব চ।। ৯০।।

অনুবাদ ঃ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত একুশ-রকমের নরক এইগুলি—তামিস্র (অন্ধকার), অন্ধতামিস্র (নিবিড় অন্ধকার), মহারৌরব (মহাকোলাহলপরিপূর্ণ), রৌরব (কোলাহলপরিপূর্ণ), কালসূত্র (যেখানে সকলরকম উপায়ে পীড়ন করা হয়), সঞ্জীবন (যেখানে বার বার বাঁচিয়ে বার বার মেরে ফেলা হয়), মহানরক (যেখানে অগ্নিপ্রভৃতির দ্বারা সন্তাপ দেওয়া হয়), মহাবীচি (মতান্তরে, অবীচি; যেখানে অত্যন্ত জলতরঙ্গ), তপন (আগুন প্রভৃতির দ্বারা দগ্ধ করা হয় যেখানে), সম্প্রতাপন (কুম্ভীপাক; যেখানে কুম্ভে নিক্ষেপ করা হয়), সংঘাত (যেখানে অত্যন্ত সংকীর্ণস্থানে বহু লোককে স্থাপন করা হয়), কাকোল (যেখানে কাকদের দ্বারা ভক্ষণ করানো হয়), কুড্মল (যেখানে দড়ি দিয়ে বেঁধে পীড়ন দেওয়া হয়), পূতিমৃত্তিক (যেখানকার মাটি বিষ্ঠার গন্ধে পূর্ণ), লোহশঙ্কু (যেখানে সূচের দ্বারা ভেদন করানো হয়), ঋজীষ (যেখানে তপ্ত কড়াইতে নিক্ষেপ করা হয়), পন্থা (যেখানে বারংবার গমনাগমন করানো হয়), শাল্মলী (অন্যমতে, শাল্মল; যেখানে শাল্মলীর কাঁটার দ্বারা শরীরকে বিদ্ধ করানো হয়), নদী (বৈতরণী প্রভৃতি যে সব নদী দুর্গন্ধ-রুধির পূর্ণ, অস্থিপ্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন, উষ্ণজলপরিপূর্ণ ও বেগবতী—তার উপর ভাসানো হয়), অসিপত্রবন (যেখানে তরবারীর তীক্ষ্ণাংশদ্বারা শরীর ছিন্নভিন্ন করা হয়) এবং লোহদারক (যেখানে লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়)।। ৮৮-৯০।।

এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি প্রেত্য শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ।। ৯১।।

অনুবাদ ঃ ['প্রতিগ্রহের দোষগুলি এবং উপরি উক্ত নরকগুলির কারণ হয়। অর্থাৎ রাজার প্রতিগ্রহ গ্রহণ করা হ'লে নানারকম দুঃখ এবং নরকপ্রাপ্তির কারণ হয়'] এই কথা অবগত হ'য়ে বিদ্বান্ (অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিবেত্তা-) ব্রহ্মবাদী (অর্থাৎ যাঁরা বেদ পাঠ করেন) ব্রাহ্মণগণ পরলোকে নিজ নিজ শ্রেয়োলাভের ইচ্ছায় নিষিদ্ধ রাজার কাছে প্রতিগ্রহ করবেন না।। ৯১।।

ব্রাহ্মে মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ।। ৯২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মমুহূর্তে [অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে ; রাত্রির তিনটি প্রহর থাকে; শেষ ভাগটি হ'ল 'ব্রাহ্মমুহূর্ত'] নিদ্রা ত্যাগ করবে; তখন ধর্ম ও অর্থের বিষয়ে (অর্থাৎ ধর্মার্জন ও অর্থার্জন সম্বন্ধে) মনে মনে আলোচনা করবে (কারণ, ব্রাহ্মমুহূর্তই হ'ল বিদ্যাসম্বন্ধী কাল)। কি পরিমাণ ধর্ম ও অর্থ সম্পাদনে কি পরিমাণ কায়িক ক্লেশ হ'তে পারে তাও বিবেচনা করবে [কিন্তু যদি শারীরিক ক্লেশ বেশী হওয়া সত্ত্বেও সেই ক্লেশের উপযুক্ত ধর্মার্জন না হয় তা'হলে তা করবে না]; এবং এই সময়ই বেদের 'তত্ত্বার্থ' [অর্থাৎ বেদমধ্যে যা উপদিষ্ট হয়েছে তার মধ্যে এইটি সাধ্য এবং এইটি তার সাধন বা করণ—এইভাবে] আলোচনা করবে।। ৯২।।

উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।।
পূর্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে চাপরাং চিরম্ ।। ৯৩।।

অনুবাদ ঃ (যে স্নাতক দীর্ঘ আয়ু কামনা করে, পূর্বশ্লোকোক্তরূপ চিন্তার পর) সে প্রভাতকালে শয্যা ত্যাগ ক'রে মলমূত্রাদিত্যাগ, মুখ ধোওয়া,দাঁতমাজা প্রভৃতি আবশ্যক ক্রিয়ানুষ্ঠান ক'রে শুচি হবে; তারপর অনন্যমনা হ'য়ে (সূর্যোদয়ের পরও কিছুকাল পর্যন্ত) প্রাতঃসন্ধ্যাকালে গায়ত্রীজপ করতে করতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং সায়ংসন্ধ্যাতেও স্বকালে (অর্থাৎ যথোচিতকালে) গায়ত্রী জপ করতে করতে (উপবিষ্ট) থাকবে।। ৯৩।।

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ।। ৯৪।।

অনুবাদ ঃ ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধ'রে সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করেন ব'লে দীর্ঘ আয়ুঃ, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, বিমল যশ, বিপুল কীর্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ ক'রে থাকেন। (অতএব দীর্ঘকালব্যাপী সন্ধ্যা করা কর্তব্য)।। ৯৪।।

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাহপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোহর্দ্ধপঞ্চমান্।। ৯৫।।

অনুবাদ ঃ শ্রাবণমাসের পূর্ণিমাতে অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে **উপাকর্ম** (অর্থাৎ বেদপাঠারম্ভ) নামক কর্মটি ক'রে তন্ময় হ'য়ে সাড়ে চারমাস কাল বেদসমূহ অধ্যয়ন করবে।। ৯৫।।

পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্যাদ্বহিরুৎসর্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্বাহ্নে প্রথমেহহনি।। ৯৬।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজ (পূর্বশ্লোকোক্ত সাড়ে চার মাসের পর) পৌষমাসের পুষ্যানক্ষত্রে অথবা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্বাহ্নে গ্রামের বাইরে (অনাবৃত স্থানে) উৎসর্জন অর্থাৎ বেদোৎসর্গ নামক কর্মানুষ্ঠান করবে।। ৯৬।।

যথাশাস্ত্রন্তু কৃত্বৈবমুৎসর্গং ছন্দসাং বহিঃ।
বিরমেৎ পক্ষিণীং রাত্রিং তদেবৈকমহর্নিশম্।। ৯৭।।

অনুবাদ ঃ এইভাবে শাস্ত্রানুসারে গ্রামের বাইরে বেদসমূহের 'উৎসর্গ' কর্ম সমাধা ক'রে **পক্ষিণী রাত্রিতে** বেদপাঠ থেকে বিরত থাকবে; অথবা এক দিন-রাত্রি বেদাভ্যাস করবে না।। ৯৭।।

অত ঊর্দ্ধন্তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ।
বেদাঙ্গানি চ সর্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সম্পঠেৎ।। ৯৮।।

অনুবাদ ঃ উৎসর্গ-সম্পর্কীয় অনধ্যায়ের পর সংযত হ'য়ে শুক্লপক্ষে মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ অধ্যয়ন করবে এবং কৃষ্ণপক্ষে শিক্ষা -কল্প-ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গগুলি পাঠ করবে।। ৯৮।।

নাবিস্পষ্টমধীয়ীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ।
ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ।। ৯৯।।

অনুবাদ ঃ (স্বর ও বর্ণাদি পরিস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত না ক'রে) অস্পষ্টভাবে বেদ অধ্যয়ন করবে না (দ্রুত বেদপাঠ করতে থাকলে সাধারণতঃ এইরকম ঘটে); শূদ্রের কাছাকাছি কোথাও বেদ অধ্যায়ন করবে না; রাত্রির শেষ প্রহরে উঠে বেদ পাঠ ক'রে শ্রান্ত হ'লেও আর শয়ন করবে না।। ৯৯।।

যথোদিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ।
ব্রহ্ম ছন্দস্কৃতশ্চৈব দ্বিজো যুক্তো হ্যনাপদি।। ১০০।।

অনুবাদ ঃ বেদপাঠের যেমন বিধান দেওয়া আছে তা অনুসরণ ক'রে এবং গায়ত্রী-প্রভৃতি ছন্দোযুক্ত ক'রে প্রতিদিন (বেদের) মন্ত্রভাগ পাঠ করবে। আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দ্বিজাতিগণের পক্ষে মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ উভয়ই পাঠ করা বিধেয়।। ১০০।।

ইমান্নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিবর্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্বাণঃ শিষ্যাণাং বিধিপূর্বকম্।। ১০১।।

অনুবাদ ঃ যে শিষ্য শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অধ্যয়ন করে বা যে গুরু ঐভাবে শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করান তাঁরা উভয়েই বক্ষ্যমাণ অনধ্যায়গুলি সর্বতোভাবে বর্জন করবেন অর্থাৎ এই অনধ্যায়কালগুলিতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা উচিত নয়।। ১০১।।

কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।। ১০২।।

অনুবাদ ঃ বর্ষাকালে রাত্রিতে যদি এমন বাতাস প্রবাহিত হয় যে, তা কানে শোনা যায় কিংবা দিনে যদি এমন বাতাস বয় যা ধূলিসমূহকে সমূহন বা জড় করে, তা হ'লে অধ্যাপনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ [অধ্যায়জ্ঞাঃ = অধ্যাপন-বিধিজ্ঞাঃ] বলেন যে, এই দুটি কারণে বর্ষাকালে অনধ্যায় হবে। [যে কোনও স্থানেই বর্ষণ হোক্ না কেন যদি এই রকম বাতাস বইতে থাকে, তা হ'লে যে সময় ঐরকম হবে তখন থেকে পরদিনের সেই সময় পর্যন্ত অনধ্যায়]।।১০২।।

বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ।। ১০৩।।

অনুবাদ ঃ বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন এবং বারিবর্ষণ —এই তিনটি এক সময়ে উপস্থিত হ'লে, কিম্বা বড় বড় উল্কাপাত হ'লে,—যে সময় ঐরকম হয় তখন থেকে পরের দিন সেই সময় পর্যন্ত যে অনধ্যায় হয়, তাকে মনু আকালিক অনধ্যায় বলেছেন।। ১০৩।।

এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাদ্ যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে।। ১০৪।।

অনুবাদ ঃ বর্ষার সময় প্রাতঃ ও সায়ংকালে হোমের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সময় যদি ঐগুলি (অর্থাৎ বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন ও বারিবর্ষণ) একই সময় উৎপন্ন হয়, তাহ'লে বর্ষাকালীন অনধ্যায় জানতে হবে, এবং বর্ষা-ঋতু ভিন্ন অন্যকালে মেঘদর্শনেই (অর্থাৎ জলীয় মেঘ দৃষ্টিগোচর হলেই) অনধ্যায় হবে।। ১০৪।।

নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি।। ১০৫।।

অনুবাদ ঃ নির্ঘাতে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে গ্রহাদির উৎপতনজনিত শব্দ হ'লে, ভূমিকম্পে, এবং অন্তরিক্ষে জ্যোতিঃপদার্থসমূহের পরস্পর সংঘর্ষ হ'লে বর্ষা-ঋতুতেও এবং বর্ষা-ভিন্ন কালেও আকালিক অনধ্যায় (১০৩ শ্লোকে ব্যাখ্যাত) জানতে হবে।। ১০৫।।

প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ শেষে রাত্রৌ যথা দিবা।। ১০৬।।

অনুবাদ ঃ অগ্নিহোত্র হোমের অগ্নি প্রদীপ্ত করা হ'লে (অর্থাৎ উভয় সন্ধ্যাকালে) যদি বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জনধ্বনি হয়, তাহ'লে বর্ষাঋতুতে ও বর্ষা-ভিন্নকালেও 'সজ্যোতিঃ' অনধ্যায় ঘটবে অর্থাৎ দিনে বিদ্যুৎ-মেঘগর্জন ধ্বনি হ'লে দিবাভাগেই অনধ্যায় হবে (কারণ, সূর্যই দিনের জ্যোতিঃ), আবার রাত্রিতে বিদ্যুৎ-সহ মেঘগর্জনধ্বনি হ'লে রাত্রিভাগেই অনধ্যায় হবে (কারণ, অগ্নিই রাত্রিকালের জ্যোতিঃ)। [যদি প্রাতঃ-সন্ধ্যাকালে বিদ্যুৎ ও স্তনিতের সমাবেশ ঘটে, তাহ'লে কেবল দিবাভাগটিতেই অনধ্যায়, রাত্রিতে আর অনধ্যায় হবে না। এইরকম যদি সায়ংসন্ধ্যাকালে ঐ দুটির সমাবেশ ঘটে, তাহ'লে কেবল রাত্রিকালেই ঐ অনধ্যায় হবে, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে অধ্যয়নে কোনও দোষ থাকবে না। বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন ও বর্ষণ (১০৩ শ্লোকে উক্ত) এই তিনটি কারণের মধ্যে প্রথম দুটির কথা বলা হল; শেষটিও অর্থাৎ বর্ষণও উপস্থিত হ'লে দিন ও রাত্রি উভয়কালেই আকালিক অনধ্যায় হবে।।]

নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্বদা।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ নিপুণ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম যাঁরা কামনা করেন, তাঁদের পক্ষে জনাকীর্ণ গ্রামে বা নগরে অথবা পূতিগন্ধময় প্রদেশে সর্বদা অনধ্যায়বিধি পালনীয় (অতএব আশ্রমাদিস্থানে অধ্যয়ন কর্তব্য)।। ১০৭।।

অন্তর্গতশবে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ যে গ্রামের মধ্যে মৃতদেহ পড়ে আছে (অর্থাৎ মৃতদেহ যে গ্রাম থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয় নি) সেখানে, বৃষল অর্থাৎ অধার্মিক ব্যক্তির সন্নিধানে, যেখানে রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় এমন স্থানে, এবং কোনও কার্যোপলক্ষ্যে যেখানে বহু লোক সমবেত হয়েছে এমন স্থানে অনধ্যায় হবে।। ১০৮।।

উদকে মধ্যরাত্রে চ বিণ্মূত্রস্য বিসর্জনে।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ জলমধ্যে দাঁড়িয়ে (অর্থাৎ নদী বা সরোবরে জলমধ্যস্থ হ'য়ে), মধ্যরাত্রির মুহূর্তচতুষ্টয়ে, মলমূত্র ত্যাগের সময়ে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় (অর্থাৎ ভোজন করার পর আচমন

না করা অবস্থায়), এবং শ্রাদ্ধীয়নিমন্ত্রণ ভোজন (গ্রহণ) ক'রে মনে মনেও স্বাধ্যায় (বেদ) চিন্তা করবে না।। ১০৯।।

প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্।
ত্র্যহং ন কীর্তয়েদ্ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে।। ১১০।।

অনুবাদ : বিদ্বান্ দ্বিজ একোদ্দিষ্ট নবশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে অথবা রাজার পুত্রজন্মাদিরূপ অশৌচকালে, এবং রাহুকর্তৃক চন্দ্রসূর্যাদির গ্রহণকালে তিন দিন বেদাধ্যয়ন করবেন না।। ১১০।।

যাবদেকানুদ্দিষ্টস্য গন্ধো লেপশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে তাবদ্ব্রহ্ম ন কীর্তয়েৎ।। ১১১।।

অনুবাদ : যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে (অর্থাৎ একজন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে আমশ্রাদ্ধ করা হয় সেই শ্রাদ্ধে) ভোজন করেছেন, তাঁর দেহে যতক্ষণ ঐ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত (কুঙ্কুম-চন্দনের) গন্ধ ও প্রলেপ লেগে থাকবে, ততক্ষণ তাঁর বেদপাঠ করা কর্তব্য নয় (অর্থাৎ অনধ্যায় হবে)।। ১১১।।

শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেব চ ।। ১১২।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ শায়িত অবস্থায়, প্রৌঢ়পাদ হ'য়ে (অর্থাৎ পা ছড়িয়ে, কিংবা পায়ের উপর পা দিয়ে, অথবা খাট বা আসনে দুই পা সংযুক্ত ক'রে), অবসক্থিকা ক'রে (সক্থি= জানু; জানুর উপর জানু রেখে, অথবা জানু উত্তোলিত ক'রে ব'সে), আমিষ (অর্থাৎ মাংস) এবং সূতকান্ন (অর্থাৎ জননাশৌচযুক্ত ব্যক্তির অন্ন এবং মরণাশৌচযুক্ত ব্যক্তির অন্ন) ভক্ষণ ক'রে তৎক্ষণাৎ বেদ পাঠ করবেন না।। ১১২।।

নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ।
অমাবাস্যাচতুর্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ।। ১১৩।।

অনুবাদ : কুজ্ঝটিকা হ'লে, শরশব্দ (অথবা, একশ' তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণা-নামক বাদ্যযন্ত্রের শব্দ) শোনা গেলে, উভয় সন্ধ্যাকালে (অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকালে) এবং অমাবস্যা, চতুর্দশী, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী তিথিতে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করবেন না।। ১১৩।।

অমাবাস্যা গুরুং হন্তি শিষ্যং হন্তি চতুর্দশী।
ব্রহ্মাষ্টকা-পৌর্ণমাস্যৌ তস্মাত্তাঃ পরিবর্জয়েৎ।। ১১৪।।

অনুবাদ : অমাবস্যা (অর্থাৎ অমাবস্যায় বেদাধ্যাপন) গুরুর অর্থাৎ অধ্যাপকের বিনাশ ঘটায়, চতুর্দশী (চতুর্দশীতে বেদাধ্যয়ন) শিষ্যের বিনাশ সাধন করে, এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমা (অর্থাৎ এই দুই তিথিতে বেদ অধ্যয়ন করলে) বেদ নষ্ট করে (অর্থাৎ বেদের বিস্মরণ ঘটায়) । এই কারণে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন বিষয়ে ঐ সব তিথি বর্জন করবে।। ১১৪।।

পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে গোমায়ুবিরুতে তথা।
শ্বখরোষ্ট্রে চ রুবতি পঙ্‌ক্তৌ চ ন পঠেদ্দ্বিজঃ।। ১১৫।।

অনুবাদ : ধূলিবর্ষণ হ'তে থাকলে, দিগ্‌দাহ উপস্থিত হ'লে ('when the quarters seem to be ablaze'), শৃগালের অস্বাভাবিক শব্দ হ'লে, এবং কুকুর, গর্দভ ও উটসমূহ

পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হ'য়ে শব্দ করতে থাকলে, ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করবেন না [কিন্তু একটি কুকুর, একটি গাধা এবং একটি উট যদি এক এক জায়গায় থেকে শব্দ করে, তাহ'লে অনধ্যায় হবে না]।। ১১৫।।

নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ।। ১১৬।।

অনুবাদ : শ্মশানের কাছে, গ্রামের শেষে, গোচারণস্থানে, মৈথুনকালীন বস্ত্র পরিধান ক'রে এবং শ্রাদ্ধীয় (শ্রাদ্ধের সিদ্ধ-অন্নাদি) দ্রব্য প্রতিগ্রহ ক'রে (অর্থাৎ দানরূপে গ্রহণ ক'রে) বেদাধ্যয়ন করবেন না।। ১১৬।।

প্রাণি বা যদি বাঽপ্রাণি যৎকিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ।
তদালভ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ।। ১১৭।।

অনুবাদ : প্রাণী-দ্রব্যই হোক্ বা অপ্রাণী-দ্রব্যই হোক্ [এখানে 'দ্রব্য' শব্দের বিশেষণ হওয়ার জন্য 'প্রাণি' এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার হয়েছে], যে কোনও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রতিগ্রহ করার জন্য তা হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই (আলভ্য= স্পৃষ্ট্বা) অনধ্যায় হবে। কারণ, হাত-ই ব্রাহ্মণের মুখ [অর্থাৎ হাত দিয়ে গ্রহণ করলেই তাঁর পক্ষে ভোজন করা হ'ল]।। ১১৭।।

চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংভ্রমে চাগ্নিকারিতে।
আকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎ সর্বাদ্ভুতেষু চ ।। ১১৮।।

অনুবাদ : গ্রামে চোরের উপদ্রব হ'লে (অর্থাৎ বহু চোর গ্রামের মধ্যে চুরি-নরহত্যাদি উপদ্রব করার জন্য এসে পড়লে), অগ্নিজনিত ভয় উপস্থিত হ'লে, এবং দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অদ্ভুত কোনও উপদ্রব ঘটলে আকালিক অনধ্যায় হবে [অর্থাৎ যখন ঐসব কারণ উপস্থিত হবে সেই সময় থেকে পরের দিন সেই সময় পর্যন্ত অনধ্যায় হবে]।।১১৮।।

উপাকর্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু।। ১১৯।।

অনুবাদ : উপাকর্ম (অর্থাৎ বেদপাঠারম্ভ) ও উৎসর্গ (৯৫-৯৭ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য)- কর্মদ্বয়ের পর তিনদিন অধ্যয়ন-ক্ষেপণ অর্থাৎ অনধ্যায় হবে। অষ্টাকাতে (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে) এক অহোরাত্র অনধ্যায় এবং এক একটি ঋতুর শেষ দিনের অহোরাত্র অনধ্যায় হবে।। ১১৯।।

নাধীয়ীতাশ্বমারূঢো ন বৃক্ষং ন চ হস্তিনম্।
ন নাবং ন খরং নোষ্ট্রং নেরিণস্থো ন যানগঃ।। ১২০।।

অনুবাদ : অশ্ব, বৃক্ষ, হস্তী, নৌকা, গাধা ও উটে আরোহণ ক'রে, কিংবা ইরিণভূমিতে [অর্থাৎ লোকালয়ের বাইরে জলশূন্য ও তৃণশূন্য যে স্থানকে মরুভূমি বলা হয় সেখানে] অবস্থান ক'রে এবং যানারোহণে যেতে যেতে অধ্যয়ন করবে না।। ১২০।।

ন বিবাদে ন কলহে ন সেনায়াং ন সঙ্গরে।
ন ভুক্তমাত্রে নাজীর্ণে ন বমিত্বা ন শুক্তকে।। ১২১।।

অনুবাদ : বিবাদে অর্থাৎ বাক্‌কলহকালে, দণ্ডাদি ধারণপূর্বক কলহকালে, সৈন্যের মধ্যে অবস্থান ক'রে, যুদ্ধকালে, ভুক্তমাত্রে [অর্থাৎ ভোজনের পর আচমনান্তে যতক্ষণ হাত ভিজা

থাকবে ততক্ষণ, অথবা সবেমাত্র ভোজন ক'রে] অজীর্ণ হ'লে [অর্থাৎ আগের দিনে যা ভোজন করা হয়েছে,পরের দিনে তা যদি পরিপাক না হয়, তাহ'লে], বমি করার অব্যবহিত পরে, এবং শুক্তকে অর্থাৎ ঢেঁকুর তুলতে থাকলে বেদাধ্যয়ন করবে না।। ১২১।।

অতিথিঞ্চাননুজ্ঞাপ্য মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
রুধিরে চ স্রুতে গাত্রাচ্ছস্ত্রেণ চ পরিক্ষতে।। ১২২।।

অনুবাদ : গৃহে উপস্থিত অতিথি বা গৃহাগত শিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে ['মহাশয়! আমি অধ্যয়ন করব, আপনি আমাকে অনুমতি দিন' এইভাবে অনুমতি না নিয়ে], কিংবা প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হ'তে থাকলে, কিংবা জোঁক প্রভৃতির সংস্পর্শে শরীর থেকে রক্তপাত হ'লে, অথবা, শরীর শস্ত্রাদির দ্বারা পরিক্ষত হওয়ায় রক্তস্রাব হ'তে থাকলে বেদাধ্যয়ন করবে না।

সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ ।। ১২৩।।

অনুবাদ : সামবেদের অধ্যয়নধ্বনি শ্রুত হ'লে কখনই ঋক্ ও যজুঃ অধ্যয়ন করবে না। বেদের সমাপ্তি অর্থাৎ যেখানে বেদের এক একটি অংশ সমাপ্ত হয়েছে তা অধ্যয়নের পর, অথবা, বেদের আরণ্যক ভাগ অধ্যয়ন ক'রে, বেদের অন্য কোনও অংশ অধ্যয়ন করবে না।। ১২৩।।

ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ।। ১২৪।।

অনুবাদ : (স্মৃতিতে বলা হয়েছে—) ঋগ্‌বেদের দেবতা হলেন দেবগণ। ['দেবা দেবতা অস্য দেবদৈবত্যো দেবতাস্তুতিপর ইত্যর্থঃ'—মেধাতিথি।] যজুর্বেদ কর্মপ্রধান,তাই এই বেদ মনুষ্যসম্বন্ধীয়, এবং সামবেদের অধিপতি হলেন পিতৃগণ অর্থাৎ এই বেদে পিতৃকার্যের অনুষ্ঠানই অভিহিত হয়েছে। সেই কারণে সামবেদের অধ্যয়নধ্বনি শ্রুতিগোচর হ'তে থাকলে ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ অধ্যয়ন করবে না। কারণ, সামবেদের ধ্বনি অশুচির মত, অশুচি-সন্নিধানে বেদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। [মেধাতিথির মতে— প্রকৃতপক্ষে, সত্যই যে সামবেদের ধ্বনিকে অশুচি বুঝতে হবে তা নয়। কিন্তু অশুচি পদার্থের সন্নিধানে যেমন অধ্যয়ন করতে নেই, সেইরকম সামবেদধ্বনির সান্নিধ্যেও অন্য বেদ অধ্যয়ন করতে নেই। এইভাবে অশুচিত্বরূপ সাদৃশ্যই এখানে সামবেদধ্বনিকে অশুচি বলার হেতু। সামবেদ গীত হ'তে থাকলে সেই ধ্বনির সন্নিধানে ঋক্ ও যজুঃ অধ্যয়নের এই যে নিষেধ, তা যজ্ঞমধ্যে প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু সাধারণ অধ্যয়ন সম্পর্কেই এইরকম বিধান।]।। ১২৪।।

এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসস্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহম্।
ক্রমশঃ পূর্বমভ্যস্য পশ্চাদ্বেদমধীয়তে।। ১২৫।।

অনুবাদ : যেসব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয় [অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ এই বেদত্রয়ের যথাক্রমে দেবতা,মনুষ্য ও পিতৃলোকের অধিষ্ঠাতৃরূপ বিষয়) জানেন, তারা প্রতিদিন বেদের সারবস্তু (অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী) ক্রমানুসারে পাঠ ক'রে পরে বেদ অধ্যয়ন করেন। [এখানে বক্তব্য এই যে—অনধ্যায়ে যেমন বেদপাঠ করতে নেই, সেইরকম বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী প্রথমে আবৃত্তি না করেও বেদপাঠ করতে নেই।]।। ১২৫।।

পশুমণ্ডূকমার্জারশ্বসর্পনকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশম্।। ১২৬।।

অনুবাদ ঃ বেদাধ্যয়নকালে যদি গুরু ও শিষ্যের মাঝখান দিয়ে (বা যারা অধ্যয়ন করছে তাদের মাঝখান দিয়ে) গবাদিপশু, মণ্ডূক (ব্যাঙ), বিড়াল, কুকুর,সাপ, বেজী কিংবা ইঁদুর চ'লে যায়, তাহ'লে এক অহোরাত্র (দিবারাত্র) অনধ্যায় জানতে হবে।[গৌতমস্মৃতিতে এইরকম ক্ষেত্রে তিনদিন উপবাস এবং বাইরে বাস করার কথা বলা হয়েছে। শ্মশানে অধ্যয়ন ক্ষেত্রেও মনুকথিত অহোরাত্র অর্থাৎ এক দিন-রাত্রি এবং গৌতম কথিত তিন দিনরাত্রির মধ্যে বিকল্প হবে।— "গৌতমে তু ত্র্যহমুপবাসো বিপ্রবাসশ্চোক্তঃ। শ্মশানাধ্যয়নে চ এতদেব। অত্র বিকল্পো বিজ্ঞেয়ঃ।"—মেধাতিথি]।। ১২৬।।

দ্বাবেব বর্জয়েন্নিত্যমনধ্যায়ৌ প্রযত্নতঃ।
স্বাধ্যায়ভূমিং চাশুদ্ধামাত্মানং চাশুচিং দ্বিজঃ।। ১২৭।।

অনুবাদ ঃ বিদ্যানৈপুণ্যকামী দ্বিজ অনধ্যায়ের কারণস্বরূপ দুটি বিষয়কে সর্বদা যত্নসহকারে অধ্যয়নকর্মে বর্জন করবেন। এই দুটি হ'ল — অশুদ্ধ স্বাধ্যায়ভূমি অর্থাৎ পূতিরক্তাদির দ্বারা অথবা উচ্ছিষ্টদ্বারা অপবিত্র অধ্যয়নস্থান এবং নিজের অশৌচাদিজনিত অশুদ্ধি।। ১২৭।।

অমাবাস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকো দ্বিজঃ।। ১২৮।।

অনুবাদ ঃ অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা এবং চতুর্দশী—এই তিথিগুলিতে ভার্যা ঋতুস্নাতা হ'লেও গৃহস্থ দ্বিজ তাতে উপগত হবেন না।। ১২৮।।

ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে।। ১২৯।।

অনুবাদ ঃ ভোজনের পর স্নান করবে না [স্মৃতিগ্রন্থে স্নানাদি পদার্থগুলির মধ্যে প্রথমে নিত্যস্নান, তারপর পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং তারপর শেষভোজন—এইরকম ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে]; ব্যাধিগ্রস্থ হ'লে স্নান করবে না [ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি অশুচি হ'লেও তার পক্ষে সকল প্রকার স্নান নিষিদ্ধ, কারণ সকল প্রকারে নিজেকে রক্ষা করাই বিধেয়। তবে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি যদি অশুচি হয় তাহ'লে তার - পক্ষে গাত্রমার্জন, নিজের মাথায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক জলপ্রোক্ষণ, বস্ত্রত্যাগ প্রভৃতি কর্তব্য। তাতেই সে শুদ্ধ হবে); মহানিশাতে [অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রির পূর্বে ও পরে, অর্থাৎ রাত্রির মধ্যম প্রহরদ্বয়ে] স্নান করবে না; বহু বস্ত্রসংবৃত হ'য়ে স্নান করবে না [শীতকালে শরীরে বহু বস্ত্র থাকতে পারে, সেরকম অবস্থায় স্নান করা নিষিদ্ধ]; অজস্রবার অর্থাৎ বার বার স্নান করবে না; এবং অপরিজ্ঞাত জলাশয়ে স্নান করা বিধেয় নয় [সরোবর প্রভৃতি গভীর কি অগভীর তা ভালভাবে জানা না থাকলে তাতে স্নান করা উচিত নয়। কারণ, সেখানে কুমীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তুর ভয় থাকতে পারে]।। ১২৯।।

দেবতানাং গুরো রাজ্ঞঃ স্নাতকাচার্যয়োস্তথা।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বভ্রুণো দীক্ষিতস্য চ।। ১৩০।।

অনুবাদ ঃ দেবপ্রতিমার, পিতা প্রভৃতি গুরুজনের, রাজার, স্নাতক ব্রাহ্মণের, আচার্যের, বভ্রুর [অর্থাৎ কপিলবর্ণ গরু বা কপিলা সোমলতার; 'বভ্রু' শব্দের অর্থ কপিল বর্ণ বা তামাটে রঙ] এবং সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া ইচ্ছাপূর্বক কখনও লঙ্ঘন করবে না (অর্থাৎ ঐ

সব ছায়ায় ইচ্ছাপূর্বক পাদপর্শ করবে না)।। (কুল্লূকের মতে, শ্লোকের শেষে 'চ' শব্দের দ্বারা বোঝানে হয়েছে, চণ্ডালাদির ছায়াও ইচ্ছাপূর্বক অতিক্রম করবে না)।। ১৩০।।

মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ সামিষম্।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব ন সেবেত চতুষ্পথম্।। ১৩১।।

অনুবাদ : দিনের মধ্যভাগে, রাতের মধ্যভাগে ও শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন ক'রে, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকালে চতুষ্পথের উপর বহুক্ষণ অবস্থান করবে না। [অবশ্য এমন যদি হয়, গ্রাম প্রভৃতিতে যাওয়ার সময় চতুষ্পথ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই, তাহ'লে যেতে যেতে চতুষ্পথের সাথে যতটুকু সংস্পর্শ ঘটে,তা অবর্জনীয় হওয়ায় নিষিদ্ধ নয়]।। ১৩১।।

উদ্বর্তনমপস্নানং বিণ্মূত্রে রক্তমেব চ।
শ্লেষ্মনিষ্ঠ্যুতবান্তানি নাধিতিষ্ঠেত্তু কামতঃ।। ১৩২।।

অনুবাদ : অভ্যঙ্গের দ্বারা পরিত্যক্ত শরীরমল [অর্থাৎ গায়ে তেলহলুদ প্রভৃতি ঘষার পর যে সব ময়লা মাটিতে পড়ে], স্নানের অবশিষ্ট জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত,শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন (থুতু, চর্বিত-পরিত্যক্ত তাম্বূল প্রভৃতি) এবং বমি - এগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক দাঁড়াবে না (অনিচ্ছাকৃত হ'লে অবশ্য দোষ হয় না) ।। ১৩২।।

বৈরিণং নোপসেবেত সহায়ঞ্চৈব বৈরিণঃ।
অধার্মিকং তস্করঞ্চ পরস্যৈব চ যোষিতম্।। ১৩৩।।

অনুবাদ : শত্রু বা শত্রুর সাহায্যকারী, অধার্মিক, তস্কর ও পরস্ত্রী এদের উপসেবা বা আনুগত্য করবে না [অর্থাৎ উপহার পাঠানো, এক জায়গায় বাস করা বা বসা, এদের বাড়ীতে যাওয়া, এদের সাথে গল্পগুজব করা ইত্যাদি প্রকার কাজ করবে না]।। ১৩৩।।

ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্।। ১৩৪।।

অনুবাদ : এই সংসারে পরস্ত্রী-সেবা লোকের পক্ষে যেমন আয়ুঃক্ষয়কর, জগতে আর কোন-কিছুই তেমন নয় [অতএব এরকম অসৎকাজ কখনই করবে না। কারণ, এই কাজে অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট উভয়প্রকার দোষই হয়, অর্থাৎ পাপও হয় এবং জীবনহানিরও সম্ভাবনা থাকে]।। ১৩৪।।

ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।
নাবমন্যেত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন।। ১৩৫।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নিজের উন্নতি কামনা করে (ভূষ্ণুঃ=ধনধান্যাদিসম্পত্তি ও দীর্ঘপরমায়ুঃপ্রার্থী লোক), তার পক্ষে ক্ষত্রিয়, সাপ, ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ,—এদের তাৎকালিক দুর্বলতা থাকলেও (এরা অপকার করতে অসমর্থ বিবেচনা ক'রে) কখনোও এদের অবমাননা করা কর্তব্য নয় (কারণ,পরে এরা প্রতিশোধ নিতে পারে)।। ১৩৫।।

এতত্ত্রয়ং হি পুরুষং নির্দহেদবমানিতম্।
তস্মাদেতত্ত্রয়ং নিত্যং নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্।। ১৩৬।।

অনুবাদ : যেহেতু, উক্ত ক্ষত্রিয়, সাপ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ—এই তিনজন অপমানিত হ'লে অপমানকারীকে দগ্ধ ক'রে মারবে [ক্ষত্রিয় ও সাপ দৃষ্টশক্তি বা দৈহিক বলের দ্বারা, এবং ব্রাহ্মণ

জপ-হোমপ্রভৃতির সাহায্যে অদৃষ্টশক্তিরূপ অভিচার বা প্রত্যবায়ের দ্বারা অপমানকারীর বিনাশ সাধন করবে]। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এদের কখনও অপমান করবেন না।। ১৩৬।।

নাত্মানমবমন্যেত পূর্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্ ।। ১৩৭।।

অনুবাদ ঃ পূর্বের ধনাভাবাদির কারণে অথবা সম্পদ্লাভের চেষ্টা ফলবতী না হ'লে 'আমি একান্তই হতভাগ্য' এইরকম ব'লে নিজেকে অবমাননা করবে না অর্থাৎ অবসাদ্গ্রস্ত হবে না। পরন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করবে। সম্পদ্লাভ কখনও দুর্লভ ব'লে মনে করবে না [অর্থাৎ 'আমি যদি উদ্যমযুক্ত হই, তাহ'লে অবশ্যই সম্পদ্ লাভ করব'— এইরকম মনে ক'রে গৃহের দুরবস্থা প্রভৃতি গ্রাহ্য না ক'রে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত]।। ১৩৭।।

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।। ১৩৮।।

অনুবাদ ঃ সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, কিন্তু সত্য কথাও যদি শ্রোতার মর্মভেদী অপ্রিয় হয় তা বলবে না; আবার মিথ্যা প্রিয় বাক্য বলবে না।—এই হ'ল বেদোপদিষ্ট সনাতন ধর্ম।। ১৩৮।।

ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রুয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্যাৎ কেনচিৎ সহ।। ১৩৯।।

অনুবাদ ঃ কারোর সাথে দেখা হ'লে, 'ভাল ভাল' এইরকম বলবে অথবা সকলের প্রতিই 'ভদ্র, ভাল' ইত্যাদি কুশলবোধক শব্দ উচ্চারণ করবে। কারো সাথে 'শুষ্কবৈর' অর্থাৎ অকারণে শত্রুতা কিংবা বিবাদ করবে না।। ১৩৯।।

নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে।
নাজ্ঞাতেন সমং গচ্ছেৎ নৈকো ন বৃষলৈঃ সহ।। ১৪০।।

অনুবাদ ঃ অতিকল্যে (অর্থাৎ অতি প্রত্যূষে), প্রদোষসময়ে (অতিসায়ম্ = রাত্রির প্রারম্ভে) , দিনের ঠিক দ্বিপ্রহরে (অর্থাৎ ভর-দুপুর বেলায়), কিংবা, অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সাথে কোথাও যাবে না, এবং শূদ্রের সাথে একাকী কোথাও যাবে না। ১৪০।।

হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োঽধিকান্।
রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ।। ১৪১।।

অনুবাদ ঃ যারা হীনাঙ্গ (অর্থাৎ যাদের কোনও অঙ্গের হীনতা আছে; যেমন, কাণা, খোঁড়া ইত্যাদি), অতিরিক্তাঙ্গ (অর্থাৎ যাদের অঙ্গের আধিক্য আছে, যেমন, হাতে বা পায়ে ছয়টি আঙ্গুল আছে), যারা বিদ্যাহীন অর্থাৎ একান্ত মূর্খ, যারা 'বয়োধিক' অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ, যারা রূপহীন (অর্থাৎ যাদের অঙ্গ-সন্নিবেশ বিকৃত, যেমন টেরা প্রভৃতি), যারা ধনহীন এবং জাতিহীন (অর্থাৎ নিকৃষ্টজন্মা)—তাদের ব্যঙ্গ বা নিন্দা করবে না।। ১৪১।।

ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রো গোব্রাহ্মণানলান্।
ন চাপি পশ্যেদশুচিঃ সুস্থো জ্যোতির্গণান্ দিবি।। ১৪২।।

অনুবাদ ঃ (স্নাতক-) ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অশুচি অবস্থায় (অর্থাৎ ভোজন ক'রে বা মলমূত্র পরিত্যাগ করার পর আচমনাদি না ক'রে) গরু, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে হাতের দ্বারা (এবং

অন্য অঙ্গের দ্বারাও) স্পর্শ করবে না। কিংবা সুস্থ অবস্থায় অশুচি থেকে আকাশে গ্রহণক্ষত্রাদি দেখবে না।। ১৪২।।

স্পৃষ্ট্বৈবতানশুচির্নিত্যমদ্ভিঃ প্রাণানুপস্পৃশেৎ।
গাত্রাণি চৈব সর্বাণি নাভিং পাণিতলেন তু।। ১৪৩।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ অশুচি-অবস্থায় গরু প্রভৃতি স্পর্শ করলে সর্বদা জলের দ্বারা আচমন করবে, এবং হাতে জল নিয়ে ঐ জলের দ্বারা প্রাণসমূহ অর্থাৎ মস্তকস্থিত চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ এবং স্কন্ধ, জানু, পা প্রভৃতি সকল অবয়ব এবং নাভি স্পর্শ করবে।। ১৪৩।।

অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্বাণ্যেব বিবর্জয়েৎ।।১৪৪।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আতুর নয় অর্থাৎ সুস্থ, সেই অবস্থায় তিনি বিনা কারণে নিজের চক্ষুপ্রভৃতি শরীরছিদ্রগুলি (স্বানি খানি=চক্ষুরাদীনি ছিদ্রাণি) স্পর্শ করবেন না এবং শরীরের গোপনস্থানের লোমগুলি অকারণে স্পর্শ করবেন না।। ১৪৪।।

মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ।। ১৪৫।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ নিত্য মাঙ্গলিক দ্রব্য (গোরোচনা, তিলক প্রভৃতি) ধারণ ক'রে থাকবেন, গুরুসেবাদি সদাচারসম্পন্ন হবেন, অন্তরে ও বাইরে শৌচপরায়ণ হবেন, এবং জিতেন্দ্রিয় হবেন। তিনি সর্বদা আলসশূন্য হ'য়ে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র জপ করবেন এবং অগ্নিতে বিহিত হোম করবেন।। ১৪৫।।

মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।
জপতাং জুহ্বতাঞ্চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে।। ১৪৬।।

অনুবাদ : যাঁরা নিত্য মঙ্গলদ্রব্যযুক্ত, সদাচারযুক্ত ও সংযতচিত্ত এবং যাঁরা প্রতিদিন জপ-হোম করেন (অর্থাৎ জপপরায়ণ ও হোমপরায়ণ), তাঁদের বিনিপাত (অর্থাৎ দৈবকৃত ও মনুষ্যকৃত উপদ্রব) হয় না।। ১৪৬।।

বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরং ধর্মমুপধর্মোঽন্য উচ্যতে।। ১৪৭।

অনুবাদ : (স্নাতক ব্রাহ্মণ) প্রত্যহ অবকাশ পেলেই অনলসভাবে প্রণব-গায়ত্র্যাদি-বেদপাঠ করবেন। কারণ, পণ্ডিতগণ গায়ত্র্যাদি বেদকেই মুখ্য ধর্ম বলেছেন। এ ছাড়া অন্য সব ধর্ম উপধর্ম অর্থাৎ গৌণধর্ম বা অপকৃষ্ট ধর্মরূপে কল্পিত হ'য়ে থাকে।।১৪৭।।

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্।। ১৪৮।।

অনুবাদ : সতত বেদাভ্যাস,পবিত্রতা, তপস্যা এবং সর্বভূতে অহিংসা—এই সব কাজের দ্বারা পূর্বজন্ম স্মরণ করা যায় অর্থাৎ মানুষ জাতিস্মর হয়।। ১৪৮।।

পৌর্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যস্যতে পুনঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে।। ১৪৯।।

অনুবাদ : পূর্বজন্মের কথা (জাতি = জন্ম) স্মরণ করতে পারলে ব্রাহ্মণ বেদাভ্যাসে

শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং নিরন্তর ব্রহ্মালোচনার দ্বারা অনন্ত সুখ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। [এখানে 'অজস্র' শব্দের দ্বারা শাশ্বত সুখকে বোঝানো হয়েছে, এই সুখের ক্ষয় নেই। 'অনন্ত' শব্দটির দ্বারা বিশেষপ্রকার সুখ উপলক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ আত্মার পরিতৃপ্তি]।। ১৪৯।।

সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্যাৎ পর্বসু নিত্যশঃ।
পিতৃংশ্চৈবাষ্টকাস্বর্চ্চেন্নিত্যমন্বষ্টকাসু চ।। ১৫০।।

অনুবাদ ঃ প্রতি পর্বে অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে নিয়মিতভাবে সবিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে (অমঙ্গলনিবারক—) শান্তিহোম করবেন। এবং **অষ্টকা** ও **অন্বষ্টকা** দিনে নিত্য পিতৃগণের পূজা (অর্থাৎ শ্রাদ্ধ) করবেন। ['অষ্টকা' অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার পর যে (তিনমাসে) কৃষ্ণপক্ষীয় তিনটি অষ্টমী, সেগুলির নাম অষ্টকা। কারো কারো মতে হেমন্ত ও শীত এই দুটি ঋতুর (অর্থাৎ চার মাসের) চারটি কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীর নাম অষ্টকা। আর ঐ অষ্টকার পরদিনের যে সব নবমী তিথি সেগুলি '**অন্বষ্টকা**'।] ।। ১৫০।।

দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকঞ্চ দূরাদেব সমাচরেৎ।। ১৫১।।

অনুবাদ ঃ আবসথ অর্থাৎ অগ্নিগৃহ (অথবা, বাসগৃহ) থেকে দূরে [অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত শর যতদূরে পতিত হয় তত দূরে] মলমূত্র ও পাদপ্রক্ষালন-জল ত্যাগ করবে (অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালন করবে), এবং উচ্ছিষ্টান্ন ত্যাগ ও বীর্যত্যাগও অগ্নিগৃহ থেকে দূরে কর্তব্য।। ১৫১।।

মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্।
পূর্বাহ্ন এব কুর্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্।। ১৫২।।

অনুবাদ ঃ মৈত্রকর্ম অর্থাৎ মলত্যাগ এবং তার শৌচকর্ম, প্রসাধন (অর্থাৎ কেশরচনা, চন্দনাদি উপলেপন), প্রাতঃস্নান, দন্তধাবন, অঞ্জনলেপন ও দেবতাদের পূজা—এই সব কাজ পূর্বাহ্নে (অর্থাৎ রাত্রিশেষে ও দিনের পূর্বভাগে অন্যান্য কাজের পূর্বে) সম্পাদন করা বিধেয় (অবশ্য অপরাহ্নে এই কাজগুলি করা যে নিষিদ্ধ তা বলা হয় নি)।। ১৫২।।

দৈবতান্যভিগচ্ছেত্তু ধার্মিকাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
ঈশ্বরঞ্চৈব রক্ষার্থং গুরূনেব চ পর্বসু।। ১৫৩।।

অনুবাদ ঃ বিপদ্ থেকে রক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত পাষাণাদিময় দেবতা, ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ, এবং রাজা ও আচার্যগণকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ পর্বদিনে (অমাবস্যা-পূর্ণিমাদি তিথিতে) তাঁদের অভিমুখে গমন করবেন।। ১৫৩।।

অভিবাদয়েদ্ বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকম্।
কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ।। ১৫৪।।

অনুবাদ ঃ গৃহাগত বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করবেন, স্বীয় আসনে তাঁদের উপবেশন করাবেন, তাঁদের কাছে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে উপবেশন করবেন, এবং তাঁরা যখন চ'লে যাবেন, তাঁদের পশ্চাৎ অনুগমন করবেন।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্মসু।
ধর্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ।। ১৫৫।।

অনুবাদ ঃ যে সব সদাচার বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সম্যগ্‌ভাবে বিহিত এবং নিজ অধ্যয়নাদি

কর্তব্যকর্মের সাথে সমন্বয়প্রাপ্ত (এবং তার ফলে উপকারক) এবং যা ধর্মের কারণ ব'লে নিরূপিত হ'য়ে থাকে, তা সর্বদা অনলসভাবে পালন করবে।। ১৫৫।।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্।। ১৫৬।।

অনুবাদ : যেহেতু সদাচার পালন করলে লোকে আয়ুলাভ করে, সদাচার পালন থেকে অভিলষিত (অর্থাৎ গুণবান্) সন্তান-সন্ততি লাভ করে, এবং সদাচার থেকে অক্ষয় ধন লাভ করে, এবং সদাচার দুর্লক্ষণ নষ্ট ক'রে দেয়, (সেই কারণে, সদাচার নিয়ত পালনীয়)।। ১৫৬।।

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ।। ১৫৭।।

অনুবাদ : যেহেতু, অসদাচারণকারী লোক জনসমাজে নিন্দিত হ'য়ে থাকে এবং সর্বদা দুঃখভাগী হয়, এবং ব্যাধিপীড়িত ও অল্পায়ু হয়, (সেই কারণে, মানুষ সর্বদা সদাচারযুক্ত হবেন) ।। ১৫৭।।

সর্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি।। ১৫৮।।

অনুবাদ : সাদচারপরায়ণ ব্যক্তি সকল রকম শুভলক্ষণবর্জিত হ'লেও তিনি যদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত এবং অসূয়াবিহীন হন, তাহ'লে তিনি শত বৎসর জীবিত থাকতে পারেন।। ১৫৮।।

যদ্যৎ পরবশং কর্ম তত্তদ্যত্নেন বর্জয়েৎ।
যদ্যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ।। ১৫৯।।

অনুবাদ : যে সব কাজ পরের অধীন (অর্থাৎ যে কাজের জন্য অন্যের কাছে প্রার্থনা করতে হয়) তা যত্নপূর্বক বর্জন করবেন [কিন্তু বৃত্তির জন্য সাধ্য যে সব কাজ তা পরাধীন হ'লেও বর্জনীয় নয়, কারণ, প্রকৃতপক্ষে তা স্ববশ; [তাছাড়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির কর্মসমূহ পরবশ হলেও তা নিষিদ্ধ নয়, কারণ, তা সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত। আর বর্তমান নিষেধটি স্মৃতিশাস্ত্রসম্পর্কীয়। স্মৃতির দ্বারা শ্রুতির বাধ হ'তে পারে না]। আর যে সব কাজ নিজের অধীন (অর্থাৎ পরমাত্মচিন্তা প্রভৃতি), দ্বিজ তা যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করবেন।

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।। ১৬০।।

অনুবাদ : সুখ ও দুঃখের সংক্ষেপে লক্ষণ জানবেন যে, পরাধীন সমস্ত পদার্থই দুঃখজনক এবং নিজের অধীন সমস্ত পদার্থই সুখজনক।। ১৬০।।

যৎ কর্ম কুর্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতন্তু বর্জয়েৎ।। ১৬১।।

অনুবাদ : যে কাজ করলে অন্তরাত্মার পরিতোষ উৎপন্ন হয়, তা-ই যত্নপূর্বক করবে, এবং তার বিপরীত কাজ অর্থাৎ যা করলে আত্মার পরিতোষ জন্মে না (পরন্তু গ্লানি উপস্থিত হয়), তা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। [যে কাজ করলে লোকনিন্দা না হয় তা করা উচিত। আর যাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, তা বর্জন করা কর্তব্য। —'যত্র কর্মাণি ক্রিয়মাণে কিংকথিকা ন ভবতি তৎ কর্তব্যম্। যত্র তু হৃদয়ং ন তুষ্যতি তদ্ বর্জনীয়ম্' — মেধাতিথি]।।১৬১।।

আচার্যঞ্চ প্রবক্তারং পিতরং মাতরং গুরুম্।
ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ সর্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ।। ১৬২।।

অনুবাদ : আচার্য অর্থাৎ উপনয়ন দিয়ে যিনি বেদ অধ্যাপনা করেন, প্রবক্তা অর্থাৎ যিনি বেদার্থের ব্যাখ্যা করেন, পিতা, মাতা, অন্যান্য গুরুজন (অর্থাৎ পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতি) বা গুরু (অর্থাৎ যিনি বেদের অল্প বা অধিক অংশ অধ্যাপনা করান), ব্রাহ্মণ, গরু এবং সর্বজাতীয় তপস্বী (এমন কি যে সব পাতকী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তরূপ তপস্যা করছে তাদের প্রতিও)—এ সকলের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করবেন না।। ১৬২।।

নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জয়েৎ।। ১৬৩।।

অনুবাদ : নাস্তিক্য অর্থাৎ পরলোকে অবিশ্বাস (অথবা, যে সব বিষয় বেদের প্রামাণ্যবলে সিদ্ধ সেগুলিকে মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করার নাম নাস্তিক্য), বেদনিন্দা, দেবতাদের কুৎসা (যেমন, 'হতভাগা দেবতা আমার সর্বনাশ করল' এই ধরণের কথাবার্তা), দ্বেষ (অর্থাৎ মাৎসর্যপ্রভৃতি-নিবন্ধন অসন্তোষ), দম্ভ (অর্থাৎ ধর্মে অনুৎসাহ; বিকল্প পাঠ 'স্তম্ভ', অর্থ—অহংকারবশতঃ নম্র না হওয়া),আত্মাভিমান, ক্রোধ বা অসহিষ্ণুতা এবং তৈক্ষ্ণ্য বা কঠোরতা বর্জন করবেন।। ১৬৩।।

পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধো নৈব নিপাতয়েৎ।
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাদ্বা শিষ্ট্যর্থং তাড়য়েত্তু তৌ।। ১৬৪।।

অনুবাদ : ক্রুদ্ধ হ'য়ে অন্যকে প্রহার করার জন দণ্ডাদি উৎক্ষেপ করবেন না কিংবা ক্রুদ্ধ হ'য়ে কারোর শরীরে দণ্ডাঘাত করবেন না। কিন্তু পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করার জন্য (দড়ি বা বংশখণ্ডের দ্বারা শরীরের পশ্চাৎ দিকে অল্প অল্প) আঘাত করতে পারবেন।। ১৬৪।।

ব্রাহ্মণায়াবগুর্যৈব দ্বিজাতির্বধকাম্যয়া।
শতং বর্ষাণি তামিস্রে নরকে পরিবর্ততে।। ১৬৫।।

অনুবাদ : দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (অতএব, শূদ্র তো বটেই) যদি ব্রাহ্মণকে বধ করার উদ্দেশ্যে দণ্ডাদি উত্তোলন করেন, তাহ'লে (প্রহার না করলেও) সেই পাপের জন্য তাঁকে শতবৎসর 'তামিস্র' নামক নরকে পরিভ্রমণ করতে হয় (অর্থাৎ নরকযন্ত্রনা ভোগ করতে হয়)।। ১৬৫।।

তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি সংরম্ভান্মতিপূর্বকম্।
একবিংশতিমাজাতীঃ পাপযোনিষু জায়তে।। ১৬৬।।

অনুবাদ : ক্রোধপরবশ হ'য়ে জ্ঞানতঃ যদি কোনও ব্যক্তি তৃণের দ্বারাও কোনও ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, তাহ'লে সেই পাপে তাকে একুশ জন্ম পাপ-যোনিতে (অর্থাৎ দুঃখবহুল কুকুর-শুকরাদি- যোনিতে) জন্মগ্রহণ করতে হয় [আজাতীঃ শব্দের 'আ'কার অনর্থক]।। ১৬৬।।

অযুধ্যমানস্যোৎপাদ্য ব্রাহ্মণস্যাঽসৃগঙ্গতঃ।
দুঃখং সুমহদাপ্নোতি প্রেত্যাপ্রাজ্ঞতয়া নরঃ।। ১৬৭।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ অযুধ্যমান ব্রাহ্মণের (অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ খড়্গাদি নিয়ে যুদ্ধ করছেন না, তাঁর) শরীর থেকে রক্ত পাতিত করে, শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ সেই লোক ঐ পাপে লিপ্ত হ'য়ে মৃত্যুর পর পরলোকে গুরুতর দুঃখভোগ করে।। ১৬৭।।

শোণিতং যাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্ণাতি মহীতলাৎ।
তাবতোঽব্দানমুত্রান্যৈঃ শোণিতোৎপাদকোঽদ্যতে।।১৬৮।।

অনুবাদ : অস্ত্রাঘাতে ব্রাহ্মণের শরীর থেকে নির্গত রক্ত ভূমিতে পতিত হ'য়ে যতগুলি ধূলিকণার সাথে মিশ্রিত হয়, তত বৎসর ঐ শোণিতোৎপাদক ব্যক্তি পরলোকে অন্যকর্তৃক (অর্থাৎ শৃগাল-কুকুরাদির দ্বারা) ভক্ষিত হয়।। ১৬৮।।

ন কদাচিদ্দ্বিজে তস্মাদ্বিদ্বানবগুরেদপি।
ন তাড়য়েত্তৃণেনাপি ন গাত্রাৎ স্রাবয়েদসৃক্।। ১৬৯।।

অনুবাদ : অতএব বিপদাক্রান্ত হ'লেও বিদ্বান্ ব্যক্তি (অর্থাৎ দণ্ডনিপাতাদিদোষাভিজ্ঞ ব্যক্তি) কখনো ব্রাহ্মণের উপর প্রহারের জন্য দণ্ডাদি উত্তোলন করবেন না, বা ব্রাহ্মণকে তৃণের দ্বারাও তাড়ন করবেন না, কিংবা তার শরীর থেকে শোণিতপাত করবেন না।। ১৬৯।।

অধার্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে।। ১৭০।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি অধার্মিক (অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ অগম্যা নারীতে গমনপ্রভৃতি নিন্দাজনক কর্ম যে করে), যে ব্যক্তি (মিথ্যা সাক্ষ্য,—উৎকোচাদিগ্রহণ প্রভৃতি-) অসদুপায়ে ধনোপার্জন করে, এবং যে ব্যক্তি সর্বদা পরহিংসা-পরায়ণ হয়, সে ইহলোকে কখনো সুখলাভ করে না।। ১৭০।।

ন সীদন্নপি ধর্মেণ মনোঽধর্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্যয়ম্।। ১৭১।।

অনুবাদ : শাস্ত্রবিহিত ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে ধনাভাবে অবসন্ন হ'লেও কখনো অধর্মে মনোভিনিবেশ করবে না। কারণ, দেখা যায় যে, অধর্মোপায়দ্বারা ধনোপার্জনকারী পাপীরা অতি তাড়াতাড়ি সেই ধনাদি থেকে ভ্রষ্ট হয়।। ১৭১।।

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মূলানি কৃন্ততি।। ১৭২।।

অনুবাদ : গরু প্রতিপালন করলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ করা যায় (যেমন, শকটাদিবহন বা দুগ্ধদানরূপ ফল), সেইরকম ইহলোকে অধর্মের অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করলে তার ফল তৎক্ষণাৎ লাভ করা যায় না। কিন্তু মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজের মতো অধর্মের ফল যেমন ক্রমশঃ লাভ করা যায় (অর্থাৎ ভূমিতে বীজ বপন করলে তা যেমন তৎক্ষণাৎ ফল প্রসব করতে পারে না), সেই রকম এই সংসারে অধর্মানুষ্ঠানের ফলও সদ্যঃ লাভ করা যায় না, কিন্তু ক্রমশঃ লাভ করা যায়। অধর্মাচরণ করতে করতে কালক্রমে এমন ঘটে যে, অধর্মাচরণকারী সমূলে বিনষ্ট হয়। ['গৌরিব'—এই দৃষ্টান্তটি সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য উভয়প্রকারে ব্যবহৃত হবে। 'গৌঃ' শব্দের অর্থ 'পৃথিবী'। ভূমিতে শস্য বপন করা হ'লে তা তৎক্ষণাৎ নানারকম শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না, কিন্তু তা 'পরিপাক'-সাপেক্ষ হয়, যথা, বীজ অঙ্কুরিত হবে, গাছ বড় হবে,ফল ধরবে, শস্য জন্মাবে এবং কালক্রমে সেই শস্য পাকবে—এইভাবে দীর্ঘ সময় লাগে। বেদাবিহিত ও বেদনিষিদ্ধ কর্মও সেইরকম। আর বৈধর্ম্য অনুসারে দৃষ্টান্ত হ'ল—পশুবিশেষ যে গরু তা যেমন শকটাদিবহন কিংবা দুগ্ধদানরূপ ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখায়, বৈদিক ধর্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম সেরকম নয়, অর্থাৎ বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান

থেকে সেভাবে সদ্য সদ্য ফল হয় না। যদিও এখানে 'নাধর্মঃ' এইভাবে কেবল অধর্মেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও তার দ্বারা একথাও বোঝানো হচ্ছে যে, ধর্মানুষ্ঠানের ফলদান সম্বন্ধেও কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই।]।। ১৭২।।

যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ।। ১৭৩।।

অনুবাদ ঃ অধর্মাচরণ করলে সেই অধর্মের ফল (অর্থাৎ দেহ-ধনাদি-নাশ) যদি অধর্মাচরণকারীতে না ফলে,তাহ'লে তার পুত্রগণের মধ্যে, এবং পুত্রদের মধ্যে যদি না হয় তাহ'লে পৌত্রগণের মধ্যে সেই পাপ ফলিত হয়। ফল কথা, অনুষ্ঠিত অধর্ম (এবং ধর্মও) কখনও নিষ্ফল হয় না।। ১৭৩।।

অধর্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।। ১৭৪।।

অনুবাদ ঃ অধর্মের দ্বারা (অর্থাৎ প্রভুর অনিষ্টাদি ক'রে) লোকে প্রথমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তারপর নানারকমে অভীষ্ট (অর্থাৎ ভৃত্য-গরু-গ্রাম-ধনাদি) লাভ করে, তারপর শত্রুসমূহকেও জয় করে (অর্থাৎ যারা শঠতাবিহীন হ'য়ে ধর্মপথে অবস্থান করে তাদের তিরস্কৃত বা অপদস্থ করে)। কিন্তু কিছুকাল এইরকম ভাবে চলার পর অধর্মাচরণকারী সমূলে (অর্থাৎ পুত্র-জ্ঞাতি-ধন-বান্ধবাদিসমেত) উচ্ছেদপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকে।। ১৭৪।।

সত্যধর্মার্যবৃত্তেষু শৌচে চৈব রমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্মেণ বাগ্বাহূদরসংযতঃ।। ১৭৫।।

অনুবাদ ঃ সত্য [যে বস্তুটিকে যেভাবে দেখা বা জানা হয়েছে তার সম্বন্ধে ঠিক সেইরকম যে কথা বলা, তা-ই 'সত্য'], ধর্ম (বেদোক্ত বিধিনিষেধ), আর্যবৃত্ত অর্থাৎ সদাচার এবং শৌচে মানুষ সর্বদা পরিতোষ লাভ করবে। ধর্মানুসারে শিষ্য অর্থাৎ শাসনযোগ্য ব্যক্তিগণকে [ভার্যা, পুত্র, দাস এবং ছাত্র—এরা সব অনুশাসনের যোগ্য ব'লে 'শিষ্য'পদবাচ্য] শাসন করবে; এবং কেবলমাত্র সত্যকথনদ্বারা বাক্‌সংযম,বাহুবলপ্রকাশের দ্বারা কাউকে পীড়ন না ক'রে বাহুসংযম, এবং ঔদরিক ও বহুভোজী না হ'য়ে যথালব্ধ ভক্ষ্যবস্তুর পরিমিত ভোজনদ্বারা উদরসংযম করবে।। ১৭৫।।

পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।
ধর্মঞ্চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ।। ১৭৬।।

অনুবাদ ঃ ধর্মের বিরোধী অর্থ ও কামনা পরিত্যাগ করবে [যেমন, চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অর্থোপার্জনরূপ কাজ বা দীক্ষার দিনে যজমান-কর্তৃক পত্নীর সাথে উপগমনরূপ কাজ কখনো করবে না]। যে রকম ধর্মের অনুষ্ঠান করলে পরিশেষে দুঃখ হয় [যেমন, বহুপুত্রাদিযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক সর্বস্বদান], অথবা যে ধর্মাচরণ করলে লোকের নিন্দাভাজন হ'তে হয় [যেমন, অষ্টকাদি শ্রাদ্ধে গোবধাদি], এমন ধর্মাচরণ করবে না।। ১৭৬।।

ন পাণি-পাদ-চপলো ন নেত্র-চপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাক্‌চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহ-কর্মধীঃ।। ১৭৭।।

অনুবাদ ঃ হস্তচাঞ্চল্য (অর্থাৎ গ্রহণের অযোগ্য বস্তু গ্রহণ), পদচাঞ্চল্য (অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনে গমনাগমন), নেত্রচাঞ্চল্য (অর্থাৎ পরস্ত্রী প্রভৃতি লোভনীয় বস্তুকে লোভান্বিত হ'য়ে

নিরীক্ষণ), ও বাক্‌চাঞ্চল্য (অর্থাৎ অনর্থক নিন্দিত কথা বলা) পরিত্যাগ করবে। সরলস্বভাব হবে এবং পরহিংসায় বুদ্ধি নিয়োগ করবে না।। ১৭৭।।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে।। ১৭৮।।

অনুবাদ ঃ শাস্ত্রের নানারকম অর্থ থাকলে যে শাস্ত্রার্থ পিতৃগণ ও পিতামহাদি গ্রহণ করেছেন তারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। পিতামহগণ যে সৎপথ অবলম্বন ক'রে গমন করেছেন,সেই পথই সাধু, সেই পথই গন্তব্য, সেই পথে গমন করলে অধর্ম আক্রমণ করতে পারে না। [পিতৃপিতামহগণ যে ধর্ম অনুষ্ঠান ক'রে গিয়েছেন, তাঁরা যাঁদের সাথে প্রীতি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন, যাঁদের সাথে কন্যাবিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, যে বেদশাখা তাঁরা অধ্যয়ন করেছেন, সেই পথই আশ্রয় করা কর্তব্য। সেরকম করলে 'ন রিষ্যতে'= জনসমাজে বাধাপ্রাপ্ত, নিন্দাগ্রস্ত হ'তে হয় না।]।। ১৭৮।।

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।। ১৭৯।।

অনুবাদ ঃ ঋত্বিক্ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মের হোতা, পুরোহিত অর্থাৎ শান্ত্যাদিকর্মকর্তা, আচার্য, মাতুল, গৃহাগত আগন্তুক, আশ্রিত বা উপজীবী, বালক, বৃদ্ধ, আতুর (পীড়িত), বৈদ্য (বিদ্বান্ ব্যক্তি বা চিকিৎসক), জ্ঞাতি (অর্থাৎ পিতৃকুলের লোকেরা), সম্বন্ধী (জামাতা, শ্যালক প্রভৃতি বিবাহসম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণ), ও বান্ধব (মাতার সম্পর্কিত-মাতৃস্বসার পুত্র প্রভৃতিরা)—এদের সাথে কখনো বিবাদ করবে না।। ১৭৯।।

মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ।। ১৮০।।

অনুবাদ ঃ মাতা-পিতা, যামি (অর্থাৎ ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি), পুত্র, স্ত্রী, কন্যা ও ভৃত্যবর্গ—এদের সাথেও বিবাদ করবে না।। ১৮০।।

এতৈর্বিবাদান্ সন্ত্যজ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভি র্জিতৈশ্চ জয়তি সর্বান্ লোকানিমান্ গৃহী।। ১৮১।।

অনুবাদ ঃ এদের সাথে বিবাদ পরিত্যাগ করলে গৃহস্থ লোক অজ্ঞানকৃত সকলরকম পাপ থেকে মুক্ত হয়। এদের সাথে সদ্‌ব্যবহারদ্বারা জয়যুক্ত হ'লে গৃহস্থ বক্ষ্যমাণ সকল লোক জয় ক'রে থাকে।।১৮১।।

আচার্যো ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ।
অতিথিস্ত্বিন্দ্রলোকেশো দেবলোকস্য চর্ত্বিজঃ।। ১৮২।।

অনুবাদ ঃ বেদাধ্যাপয়িতা আচার্য ব্রহ্মলোকের 'ঈশ' অর্থাৎ প্রভু (যেহেতু, আচার্য সন্তুষ্ট হ'লে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়); পিতা প্রাজাপত্যলোকের প্রভু। অতিথি ইন্দ্রলোকের এবং ঋত্বিক্ দেবলোকের প্রভু। অতএব যিনি যে লোকের প্রভু তাঁর সাথে বিবাদ না করলে তাঁর প্রসন্নতায় সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।। ১৮২।।

যাময়োঽপ্সরসাং লোকে বৈশ্বদেবস্য বান্ধবাঃ।
সম্বন্ধিনো হ্যপাং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ।। ১৮৩।।

অনুবাদ ঃ যামি অর্থাৎ ভগিনী-পুত্রবধূ -প্রভৃতি অপ্সরোলোকের, বান্ধবগণ বৈশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধিগণ বরুণলোকের, মাতা ও মাতুল ভূলোকের প্রভু।। ১৮৩।।

আকাশেশাস্তু বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ।। ১৮৪।।

অনুবাদ ঃ বালক, বৃদ্ধ, কৃশ ও আতুর (বা আশ্রিত)—এরা আকাশের বা অন্তরীক্ষলোকের অধীশ্বর (অতএব, এঁদের সাথে বিবাদ না করলে ঐ লোক অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান, অতএব তিনিও প্রজাপতিলোকের অধীশ্বর। পত্নী ও পুত্র নিজের দেহের সাথে অভিন্ন। অতএব এঁদের সাথেও বিবাদ করা সম্ভব নয়।। ১৮৪।।

ছায়া স্বো দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা।। ১৮৫।।

অনুবাদ ঃ নিজের ভৃত্যবর্গ নিজের ছায়ার সমান [অর্থাৎ ছায়া যেমন সর্বদা নিজের অনুগত, তার উপর ক্রোধ করা চলে না; নিজ ভৃত্যবর্গও সেইরকম]; কন্যা একান্ত কৃপণ অর্থাৎ কৃপা বা স্নেহের পাত্র; এই কারণে এরা যদি কর্কশ বা কঠোর বাক্য ব'লে তিরস্কার করে (এবং এইভাবে ক্রোধ উৎপাদন করে), তবে অসন্তপ্ত মনে তা সহ্য করবেন। ['অসংজ্বরঃ' পাঠের স্থানে, 'অসজ্জ্বরঃ' পাঠ পাওয়া যায়। 'সংজ্বরঃ' শব্দের অর্থ 'সন্তাপ', অতএব 'অসংজ্বরঃ' শব্দের অর্থাৎ 'অসন্তপ্ত'। আর 'অসজ্জ্বরঃ' শব্দের অর্থ 'জ্বরশূন্য' হ'য়ে। 'জ্বরশূন্যতা'র দ্বারা চিত্তের সংক্ষোভকারিতা লক্ষিত হচ্ছে। জ্বরগ্রস্ত লোকের যেমন চিত্তসংক্ষোভ উপস্থিত হয়, ক্রুদ্ধ লোকেরও সেইরকম হ'য়ে থাকে।]।। ১৮৫।।

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি।। ১৮৬।।

অনুবাদ ঃ বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিজে প্রতিগ্রহ বিষয়ে উপযুক্ত হ'লেও প্রতিগ্রহ বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করবেন, কারণ, প্রতিগ্রহের দ্বারা প্রতিগ্রহকারীর ব্রহ্মতেজ (অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি-যোগ্য প্রভাব) বিনষ্ট হয়। [কোনও লোক পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য দান করে, তা গ্রহণ করার নাম 'প্রতিগ্রহ'। ঐ দ্রব্য গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ উপযুক্ত হ'লেও সে বিষয়ে 'প্রসঙ্গ' অর্থাৎ বার বার প্রবৃত্ত হওয়ার অভ্যাস বর্জন করবেন। —প্রতিগ্রহের সামর্থ্য হ'ল—শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, সদাচারপরায়ণতা, এবং দ্রব্যসম্বন্ধে বিধিনিষেধের জ্ঞান।]।। ১৮৬।।

ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্যং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহং কুর্যাদবসীদন্নপি ক্ষুধা।। ১৮৭।।

অনুবাদ ঃ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হ'য়ে পড়লেও প্রতিগ্রহবিষয়ক-দ্রব্যটির ধর্মসঙ্গত বিধি বিশেষরূপে না জেনে প্রতিগ্রহ করবেন না। [কাজ বা উপভোগাদির জন্য প্রতিগ্রহ করা কর্তব্য নয়। কুটুম্ব বা পোষ্যগণের প্রতিপালনের জন্য এবং নিত্যকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রতিগ্রহ করা যেতে পারে, অন্য কোনও কারণে প্রতিগ্রহ করা উচিত নয়। প্রতিগ্রহ না করলে যদি অবসাদগ্রস্ত হ'তে হয় অর্থাৎ শরীরের বৃদ্ধিরাহিত্য উপস্থিত হয়, সেও ভাল।]।। ১৮৭।।

হিরণ্যং ভূমিমশ্বং গামন্নং বাসস্তিলান্ ঘৃতম্।
প্রতিগৃহ্ণন্নবিদ্বাংস্তু ভস্মীভবতি দারুবৎ।। ১৮৮।।

অনুবাদ ঃ দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহের বিধান অনুসরণ না ক'রে যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি সুবর্ণ, ভূমি,

অশ্ব,গরু, অন্ন, বস্ত্র, তিল ও ঘৃত—এইসব দ্রব্য প্রতিগ্রহরূপে গ্রহণ করে, সে অগ্নিসংযোগদ্বারা দগ্ধ কাঠের মত ভস্মীভূত হ'য়ে যায়।। ১৮৮।।

হিরণ্যমায়ুরন্নঞ্চ ভূর্গৌশ্চাপ্যোষতস্তনুম্।
অশ্বশ্চক্ষুস্ত্বচং বাসো ঘৃতং তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ।। ১৮৯।।

অনুবাদ ঃ মূর্খ প্রতিগ্রহকারী হিরণ্য এবং অন্ন প্রতিগ্রহ করলে, তার পরমায়ু নষ্ট হয়; ভূমি ও গরু প্রতিগ্রহ করলে সেই প্রতিগ্রহ তার শরীর দগ্ধ ক'রে দেয়; অশ্ব প্রতিগ্রহ করলে চক্ষু, বস্ত্র প্রতিগ্রহ করলে গাত্রচর্ম, ঘৃত প্রতিগ্রহ করলে তেজ এবং তিল প্রতিগ্রহ করলে সেই প্রতিগ্রহ তার সন্তান-সন্ততিকে দগ্ধ করে।। ১৮৯।।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি।। ১৯০।।

অনুবাদ ঃ যেমন পাষাণময় ভেলায় চ'ড়ে গভীর জলসন্তরণকারী ব্যক্তি সেই ভেলার সাথে জলে নিমগ্ন হয়, সেই রকম বেদাধ্যয়নরহিত ও তপস্যাবিহীন অথচ প্রতিগ্রহলোলুপ ব্রাহ্মণ দ্রব্যাদি-দাতার সাথে নরকে নিমগ্ন হন [যে দাতা অনধিকারী ব্রাহ্মণকে দান করেন তিনি নিজে এবং ঐ প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণ—দুজনেই নরকে গমন করেন]।। ১৯০।।

তস্মাদবিদ্বান্ বিভিয়াদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি।। ১৯১।।

অনুবাদ ঃ অতএব বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি যেখান সেখান থেকে প্রতিগ্রহ করতে ভীত হবেন (অর্থাৎ এইরকম প্রতিগ্রহ করবেন না, কারণ, তাতে নরকের ভয় আছে)। যেহেতু, গরু যেমন পাঁকে পুতে গেলে উঠতে না পেরে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, সেইরকম অবিদ্বান্ ব্যক্তি (হিরণ্যাদি তেজঃপদার্থের কথা দূরে থাকুক—) অসার বস্তুও (যেমন রাঙ্, সীসা প্রভৃতি) যদি অল্পমাত্রায় প্রতিগ্রহ করে, তাহ'লে নরকে নিমগ্ন হয়।। ১৯১।।

ন বার্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্মবিৎ।। ১৯২।।

অনুবাদ ঃ দান-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বৈড়ালব্রতিক ব্রাহ্মণকে (৪.১৯৫ দ্রষ্টব্য) জল পর্যন্ত (যা কাক প্রভৃতিকে দেওয়া যায় এমন জলও) দান করবেন না, এবং বকব্রতিক ব্রাহ্মণকে (৪.১৯৬ দ্রষ্টব্য) ও অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও কিছু দান করবেন না।। ১৯২।।

ত্রিষ্বপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ।। ১৯৩।।

অনুবাদ ঃ ন্যায়ানুসারে উপার্জিত ধনও বৈড়ালব্রতিক প্রভৃতি পূর্বশ্লোকে উক্ত তিনজনকে প্রদত্ত হ'লে, ঐ দানের ফলে দাতার ও প্রতিগ্রহীতার পরলোকে মহা অনর্থের কারণ হয়।। ১৯৩।।

যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ।। ১৯৪।।

অনুবাদ ঃ পাষাণময় (ঔপল= পাষাণময়) ভেলা বা নৌকায় নদী পার হ'তে গেলে সন্তরণকারী যেমন জলমধ্যে অন্তর্হিত হয়, সেইরকম অজ্ঞ দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা (প্রতীচ্ছক

=যে প্রতীচ্ছা করে। বিকল্প পাঠ= 'প্রতীপক'; অর্থ একই) উভয়ে অধোগামী হয় অর্থাৎ নরকে যায়।। ১৯৪।।

ধর্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্বাভিসন্ধকঃ।। ১৯৫।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ধর্মের ধ্বজা ধ'রে থাকে [অর্থাৎ যে লোক শুধুমাত্র খ্যাতিলাভের জন্য ধর্মানুষ্ঠান করে, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান আছে ব'লে যে তা করে, তা নয়; এই সব লোক সেই সব স্থানে ধর্মাচরণ করে যেখানে সব লোক তাকে ধর্মাচরণ করা অবস্থায় দেখতে পায় এবং কেবল নিজের লোকেরা তার ধর্মাচরণের সুখ্যাতি করে। 'এইভাবে ধার্মিক ব'লে পরিচিত হ'লে আমি লোকসমাজে প্রতিগ্রহাদি লাভ করতে পারব'—এই হ'ল ধর্মধ্বজীদের প্রকৃত উদ্দেশ্যে], যে ব্যক্তি সর্বদা পরধনে লোলুপ, ছদ্মবেশধারী, লোকদম্ভক অর্থাৎ লোকবঞ্চক (অর্থাৎ গচ্ছিত ধনাদির অস্বীকারকর্তা), পরহিংসাপরায়ণ, ও সর্বাভিসন্ধক [অর্থাৎ পরের গুণ সহ্য করতে না পারায় যে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং নিন্দা করে]—এদের 'বিড়ালব্রতিক' বলে জানবে।

অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ।। ১৯৬।।

অনুবাদ ঃ নিজের বিনয়ভাব প্রকাশ করার জন্য যে ব্যক্তি সতত নীচে মাটীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে থাকে (অথবা যার দৃষ্টি 'নীচ' অর্থাৎ দীনভাবাপন্ন), নিষ্কৃতি অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা যার মধ্যে প্রধানতঃ বর্তমান, পরের প্রয়োজন খণ্ডন ক'রে স্বার্থসাধনে যে তৎপর,শঠ, মিথ্যাবিনীত অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিনীত হওয়ার ভণ্ডামি করে (সাধারণতঃ' নম্রতা অবলম্বন ক'রে থাকে,কিন্তু কাজের বেলায় তা ব্যাহত করে অর্থাৎ বিনয়নম্রতা পরিত্যাগ করে)—এইরকম ব্রাহ্মণ 'বকব্রতিক' নামে প্রসিদ্ধ। [বৈড়ালব্রতিক ও বকব্রতিক এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্যবিষয়ে মেধাতিথি বলেন—বকব্রতিক ব্যক্তি কেবল নিজের স্বার্থটাই সম্পাদন করতে তৎপর থাকে, সে অন্য কারোর কাজ ব্যাহত করে না। কিন্তু বৈড়ালব্রতিক-লোকের স্বভাবই হ'ল, নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হ'লেও সে অন্যের উন্নতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অন্যের কাজ নষ্ট ক'রে দিতে সচেষ্ট থাকে।—"কঃ পুনর্বৈড়ালব্রতিকবকব্রতিকয়োর্ভেদঃ। উচ্যতে। অয়ং (বকব্রতিকঃ) স্বার্থসাধনপরঃ নান্যস্য কার্যং বিহন্তি, পূর্বস্তু (বৈড়ালব্রতিকঃ) মাৎসর্যাৎ স্বার্থসিদ্ধাবসত্যামপি পরস্য নাশয়তি।"]।। ১৯৬।।

যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্মণা।। ১৯৭।।

অনুবাদ ঃ যে সব ব্রাহ্মণ বকব্রতী এবং বৈড়ালব্রতিক, তারা তাদের সেই পাপকর্মের জন্য 'অন্ধতামিস্র' নামক নিবিড়ান্ধকারাত্মক নরকে পাতিত হয়।। ১৯৭।।

ন ধর্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্।। ১৯৮।।

অনুবাদ ঃ পাপ আচরণ ক'রে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাজাপত্যাদি ব্রত করার সময় সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা গোপন ক'রে 'আমি ধর্মের জন এই ব্রতানুষ্ঠান করছি' এইভাবে তা প্রচার করবে না। [পাপকর্ম ক'রে ধর্মের ব্যপদেশে অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে সে প্রায়শ্চিত্তই করছে, তবুও 'আমি ধর্মের জন্য ব্রত পালন করছি,আমার প্রায়শ্চিত্ত করার কোনও কারণই নেই' এইভাবে

লোকের কাছে প্রকৃত তথ্য গোপন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করবে না।—"পাপং কৃত্বা ব্রতং প্রায়শ্চিত্তং ন কুর্যাৎ ধর্মস্যাপদেশেন ধর্মমপদিশ্য। লোকে খ্যাপয়তি—ধর্মার্থমহং ব্রতং করোমি ন মে প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তমস্তীতি, পরমার্থতস্তু প্রায়শ্চিত্তার্থমেব করোতি। এবং ন কর্তব্যম্"।—মেধাতিথি।] এইরকমভাবে ব্রতের দ্বারা পাপানুষ্ঠান চাপা দিয়ে স্ত্রীলোক ও শূদ্রাদিকে ভুলিয়ে কোনও অনুষ্ঠান করবে না।। ১৯৮।।

প্রেত্যেহ চেদৃশা বিপ্রা গর্হ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি।। ১৯৯।।

অনুবাদ : ব্রহ্মবাদিগণ অর্থাৎ বেদপ্রমাণজ্ঞ শিষ্টগণ 'কপটভাবে ব্রতাচরণকারী ব্রাহ্মণগণকে ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দিত' ব'লে থাকেন। কপটভাবে যে ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়, তা রাক্ষসগণের ভোগ্য হয় (অর্থাৎ নিষ্ফল হয়, এই ব্রত পাপ ক্ষয় করে না)।। ১৯৯।।

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে।। ২০০।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি যে আশ্রমের লোক নয় সে যদি সেই আশ্রমের চিহ্নধারণ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে [যেমন, ব্রহ্মচারী না হয়েও ব্রহ্মচারীর চিহ্ন মেখলা-মৃগচর্ম প্রভৃতি ধারণ ক'রে ভিক্ষাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে], তাহ'লে সে ঐ আশ্রমীদের সমুদয় পাপ হরণ করে এবং মৃত্যুর পর কুকুর প্রভৃতি তির্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।। ২০০।।

পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ কদাচন।
নিপানকর্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে।। ২০১।।

অনুবাদ : পরের নিপানে [যার জল লোকের পান করার জন নির্দিষ্ট এমন জলাশয়ে; অথবা, দীঘি, কুয়া, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় যদি পরকীয় হয় অর্থাৎ অন্যে তার নিজের প্রয়োজনে খনন করেছে এবং সকলের জন্য সেগুলি যদি উৎসর্গীকৃত না হয়, তাহ'লে সেইরকম জলাশয়ে] কখনো স্নান করবে না। তাতে স্নান করলে নিপানাদি-খাতকারীর যে সব পাপ আছে, তার অংশভাগী হ'তে হয়। [অবশ্য যেখানে নদীপ্রভৃতি নেই, সেরকম জায়গায় যদি পরকীয় জলাশয়ে স্নান করতেই হয়, তাহ'লে সেখান থেকে পাঁচটি মাটির পিণ্ড তুলে নিয়ে তীরে নিক্ষেপ ক'রে স্নান করবে।—এটি যাজ্ঞবল্ক্যের মত।]।। ২০১।।

যানশয্যাসনান্যস্য কূপোদ্যানগৃহাণি চ।
অদত্তান্যুপযুঞ্জান এনসঃ স্যাত্তুরীয়ভাক্।। ২০২।।

অনুবাদ : পরের যান, শয্যা,আসন, কূপ, উদ্যান এবং গৃহ —এইগুলি যদি দ্রব্যস্বামী-কর্তৃক দান করা না হয়, অর্থাৎ অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহ'লে এগুলি উপভোগ করবে না, উপভোগ করলে দ্রব্যস্বামীর পাপের চতুর্থ ভাগ ভোগ করতে হয়।। ২০২।।

নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্তপ্রস্রবণেষু চ।। ২০৩।।

অনুবাদ : নদী, দেবখাত অর্থাৎ দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হ্রদাদি, তড়াগ, ও সরোবর এবং চারক্রোশ পথ ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে এমন গর্ত এবং প্রস্রবণ বা ঝর্ণা—এগুলির কোনো একটির জলে প্রতিদিন স্নান করবে।। ২০৩।।

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্।। ২০৪।।

অনুবাদ : জ্ঞানীব্যক্তিগণ সকল সময় 'যমে'রই সেবা করবেন, কেবলমাত্র 'নিয়ম' পালন করেই সন্তুষ্ট থাকবেন না। [ব্রহ্মচর্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্যকথন, অকল্কতা অর্থাৎ নিষ্পাপান্তঃকরণ, অহিংসা, অচৌর্য এবং মধুরভাব—এগুলির নাম 'যম'। আবার স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞকাজ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, গুরুশুশ্রূষা, শুদ্ধভাব, ক্রোধজয় ও সাবধানতা এগুলিকে 'নিয়ম' বলে।] যমের আচরণ না ক'রে কেবল নিয়মের সেবা করলে পতিত হ'তে হয়। অতএব যম-নিয়ম এই উভয়েরই আচরণ করা কর্তব্য।। ২০৪।।

নাশ্রোত্রিয়ততে যজ্ঞে গ্রামযাজিকৃতে তথা।
স্ত্রিয়া ক্লীবেন চ হুতে ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।। ২০৫।।

অনুবাদ : বেদাধ্যয়নহীন লোকের দ্বারা প্রারব্ধ যজ্ঞে, গ্রামের অর্থাৎ সকল প্রকার লোকের জন্য যজ্ঞকারী ব্যক্তি যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে, অথবা স্ত্রীলোক অথবা নপুংসক যেখানে যজ্ঞ করে সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ কখনো ভোজন করবেন না। [এখানে উল্লেখ্য—স্ত্রীলোকদের দ্বারা অগ্নিহোত্রহোম করার বিধান কোথাও আছে। এই জন্য সেইদিকে দৃষ্টি রেখে তৃতীয় প্রকার নিষেধের কথা বলা হয়েছে। অথবা, যদি এমন ঘটে যে, কোনও যজ্ঞে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য আছে, স্বামী দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ায় তার কোনও প্রাধান্য নেই, এবং ঐ স্ত্রী তার যৌতুকাদির দ্বারা প্রাপ্ত ধনের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞে বা পিতৃবংশের প্রভাবে উদ্ধতস্বভাবা এইরকম স্ত্রীলোকের দ্বারা আরব্ধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণের ভোজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। —"ছান্দোগ্যে হি স্ত্রীণাং গৃহ্যস্মৃতিকারৈরগ্নিহোত্রহোম উক্তঃ, অতঃ তং পশ্যন্ প্রতিষেধতি। অথবা যত্র যজ্ঞে স্ত্রী প্রধানং ভর্তা দারিদ্র্যাদিদোষৈরুপহতঃ, স্ত্রী চাসৌ দায়িকেন ধনেন জ্ঞাতিবলেন চ দর্পিতা, তত্রায়ং প্রতিষেধঃ।"—মেধাতিথি]।। ২০৫।।

অশ্লীকমেতৎ সাধূনাং যত্র জুহ্বত্যমী হবিঃ।
প্রতীপমেতদ্দেবানাং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ।। ২০৬।।

অনুবাদ : যে যজ্ঞে পূর্বোক্ত বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণেরা হবির্দ্রব্য আহুতি দেন, এমন যজ্ঞ সাধুলোকদের পক্ষে হানিকর হয়; এমন যজ্ঞ দেবতাদের পক্ষেও অনুকূল নয়। অতএব এমন যজ্ঞ পরিত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ উক্তপ্রকার ব্রাহ্মণদের দ্বারা হোম করাবে না।। ২০৬।।

মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ।। ২০৭।।

অনুবাদ : মদ্যসেবী, ক্রোধপরবশ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন কখনও ভোজন করবে না। কেশ ও কীটের সংসর্গে যে অন্ন দূষিত হয়েছে সেই অন্ন কখনও ভোজন করবে না। এবং যে অন্নে ইচ্ছা ক'রে কেউ পা ঠেকিয়েছে, তা-ও কখনও ভোজন করবে না।।২০৬।।

ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতঞ্চৈব সংস্পৃষ্টঞ্চাপ্যুদক্যয়া।
পতত্রিণাবলীঢ়ঞ্চ শুনা সংস্পৃষ্টমেব চ।। ২০৮।।

অনুবাদ : ভ্রূণহা অর্থাৎ ভ্রূণঘাতী বা ব্রাহ্মণহত্যাকারী ব্যক্তি যে অন্ন অবলোকন করেছে ['ভ্রূণহা' শব্দটি উপলক্ষণমাত্র; এর দ্বারা বুঝতে হবে—গো-হত্যাকারী প্রভৃতি পতিত লোক যে অন্ন অবলোকন করেছে], উদকী অর্থাৎ রজস্বলা নারী যে অন্ন স্পর্শ করে, কাক-প্রভৃতি

আমিষাশী পাখীরা যে অন্ন থেকে গ্রাস গ্রহণ করে, এবং কুকুরের দ্বারা যে অন্ন স্পৃষ্ট হয়, — এই সব অন্ন অভক্ষ্য।। ২০৮।।

গবা চান্নমুপঘ্রাতং ঘুষ্টান্নঞ্চ বিশেষতঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ বিদুষা চ জুগুপ্সিতম্।। ২০৯।।

অনুবাদ : গরু যে অন্নের আঘ্রাণ নিয়েছে, 'ঘুষ্টান্ন' অর্থাৎ 'কে অভোক্তা আছ, এস অন্ন প্রস্তুত আছে'' এইরকম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা ক'রে অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যে অন্ন ভোজন করতে দেওয়া হয়, 'গণান্ন' অর্থাৎ বহুজনমিলিত মঠপ্রভৃতিতে একসাথে বসবাসকারীদের জন্য প্রস্তুত অন্ন, বেশ্যার অন্ন এবং শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ যে অন্নের নিন্দা করেন সেরকম অন্ন ভোজন করবে না।। ২০৯।।

স্তেনগায়নয়োশ্চান্নং তক্ষ্ণোর্বার্দ্ধুষিকস্য চ।
দীক্ষিতস্য কদর্যস্য বদ্ধস্য নিগড়স্য চ।। ২১০।।

অনুবাদ : চোর, গীতবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণকারী, তক্ষণবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণকারী (অর্থাৎ ছুতার), বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ সুদখোর, অগ্নিষোমীয় যাগ না ক'রেই যজ্ঞে দীক্ষিত, কৃপণ, বদ্ধ অর্থাৎ কেবলমাত্র কথার দ্বারা অবরুদ্ধ ব্যক্তি [বাঙ্মাত্রেণাবরুদ্ধঃ] এবং লৌহশৃঙ্খলাদির দ্বারা বদ্ধ ব্যক্তি—এদের অন্ন ভোজন করবে না।। ২১০।।

অভিশস্তস্য ষণ্ঢস্য পুংশ্চল্যা দাম্ভিকস্য চ।
শুক্তং পর্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ।। ২১১।।

অনুবাদ : অভিশস্ত অর্থাৎ মহাপাতকী, ষণ্ঢ অর্থাৎ ক্লীব, পুংশ্চলী অর্থাৎ ব্যভিচারিণী (যে নারী যে কোনও পুরুষের সাথে মৈথুনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়), দাম্ভিক অর্থাৎ বৈড়ালব্রতিক প্রভৃতি—যারা কপটতাপূর্বক ধর্মাচরণ করে—এ সব লোকের অন্ন ভোজন করবে না; শুক্ত অন্ন অর্থাৎ স্বাভাবিক মিষ্ট দ্রব্য দধিপ্রভৃতির সংস্পর্শে অম্লতা প্রাপ্ত, পর্যুসিত দ্রব্য অর্থাৎ রাত্রিতে বাসী হ'য়ে যাওয়া অন্নাদি এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন—এগুলিও ভোজন করবে না। [শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ'—এই পাঠের পরিবর্তে 'উচ্ছিষ্টমগুরোস্তথা' পাঠ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে—গুরু ছাড়া আর কারোর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করবে না।]।। ২১১।।

চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্যাচান্তমনির্দশম্।। ২১২।।

অনুবাদ : চিকিৎসক, মৃগয়ু অর্থাৎ মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশুহন্তা ব্যাধ, ক্রূর অর্থাৎ কুটিল স্বভাবের লোক — যাকে সহজে প্রসন্ন করা যায় না এবং উচ্ছিষ্টভোজী (অর্থাৎ নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট অন্ন যে ভোজন করে)—এদের অন্ন, উগ্রের অর্থাৎ নিষ্ঠুরকর্মা ব্যক্তির অথবা উগ্রজাতির অন্ন ভোজন করবে না; সূতিকা নারীর জন্য যে অন্ন প্রস্তুত করা হয় তা সেই বংশের কারোর পক্ষে শিশুজন্মের দিন থেকে দশদিন ভক্ষণীয় নয় ['সূতকান্ন' —এই পাঠান্তরের অর্থ হবে, যে বংশে সন্তানোৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ যে বংশের লোকেরা অশৌচযুক্ত, এমন লোকদের অন্ন দশ দিন ভোজন করবে না। 'সূতিকান্নমনির্দশম্' এইরকম পাঠ থাকা উচিত ছিল। অথবা, 'অনির্দশম্' শব্দটি আলাদা নিয়ে অর্থ করা যায়—গরু প্রভৃতি প্রাণীর দুধ দশ দিন অতিক্রান্ত না হ'লে পান করবেন না]। পর্যাচান্ত অর্থাৎ খেতে খেতে যদি কোনও কারণে একবার আচমন করা হয়, তাহ'লে সেই ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন আবার ভোজন করবে না।। ২১২।।

অনর্চিতং বৃথামাংসমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ।
দ্বিষদন্নং নগর্যন্নং পতিতান্নমবক্ষুতম্।। ২১৩।।

অনুবাদ ঃ পূজনীয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ক'রে যে অন্ন দেওয়া হয় তা **অনর্চিত**; এইরকম অন্ন পূজনীয় ব্যক্তিদের ভোজন করা উচিত নয় (কিন্তু বন্ধু প্রভৃতিকে সমাদর ক'রে দেওয়া না হ'লেও তা অনর্চিত অন্ন হবে না); **বৃথামাংস** অর্থাৎ যে মাংস দেবপূজাদির অবশিষ্ট নয়, কেবল নিজেদের ভোজনের জন্যই সংগ্রহ করা হয়েছে, —এমন মাংস ভোজন করা কর্তব্য নয়। **অবীরা** অর্থাৎ পতিপুত্রবিহীনা নারী,তার অন্ন, শত্রুর অন্ন, নগরীর অন্ন (অর্থাৎ নগরীর অধিপতির, তিনি রাজা না হ'লেও তাঁর অন্ন), এবং যে অন্নের উপর কেউ হেঁচে দিয়েছে সেই অন্ন ভোজন করবে না।। ২১৩।।

পিশুনানৃতিনোশ্চান্নং ক্রতুবিক্রয়িণস্তথা।
শৈলূষতুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেব। চ।। ২১৪।।

অনুবাদ ঃ পিশুন অর্থাৎ যে ব্যক্তি অসাক্ষাতে একের নিকট অপরের দোষনির্দেশক কথা বলে, যে ব্যক্তি আদ্যোপান্ত মিথ্যা ব'লে কূট সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি নিজে যজ্ঞ ক'রে 'আমার যজ্ঞের ফল তোমার হোক্' এইরকম ব'লে অন্যের কাছ থেকে তার মূল্য গ্রহণ ক'রে অন্যকে তা দান করে [বাস্তবিকপক্ষে যদিও যজ্ঞের ফল বিক্রয় করা সম্ভব নয়, তবুও যে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ ও জীবিকা হ'ল এইভাবে অন্যকে প্রতারণা করা], যে ব্যক্তি **শৈলূষ** অর্থাৎ নটবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে (অথবা যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে দেহব্যবসায়ে নিয়োগ করে) **তুন্নবায়** অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেলাইএর কাজ ক'রে জীবিকা উপার্জন করে, এবং যে **কৃতঘ্ন** অর্থাৎ উপকারকারীর অপকার করে—এমন লোকদের অন্ন ভোজন করবে না।। ২১৪।।

কর্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ।
সুবর্ণকর্তুর্বেণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা।। ২১৫।।

অনুবাদ ঃ কর্মকার, **নিষাদ** (ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীতে যে সন্তান হয় তার নাম নিষাদ), **রঙ্গবতারক** [নট ও গায়ন ছাড়া রঙ্গোপজীবী অর্থাৎ রঙ্গমধ্যে মল্লক্রীড়াদি প্রদর্শনকারী অথবা যেখানেই কোনও রঙ্গপ্রদর্শন হয় সেখানেই যে লোক কৌতূহলবশতঃ মল্লক্রীড়াদি দেখাবার জন্য উপস্থিত হয়], সুবর্ণব্যবসায়ী, **বেণ** অর্থাৎ যে লোক বাজনা বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে অথবা বেণুবিদারক, এবং **শস্ত্রবিক্রয়ী** অর্থাৎ যে শস্ত্রাদি নির্মাণ ক'রে তা বিক্রয় করে অথবা কেবলমাত্র লোহা বিক্রয় করে,—এই সব লোকদের অন্নও ভোজন করবে না।। ২১৫।।

শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চৈলনির্ণেজকস্য চ।
রঞ্জকস্য নৃশংসস্য যস্য চোপপতির্গৃহে।। ২১৬।।

অনুবাদ ঃ শ্ববান্ অর্থাৎ যে লোক মৃগয়া প্রভৃতির জন্য কুকুর পোষে এমন লোকদের অন্ন, শৌণ্ডিকের অর্থাৎ মদ্যবিক্রেতার অন্ন, যারা বস্ত্র পরিষ্কার করে তাদের অন্ন, যে লোক কুসুম্ভ প্রভৃতির দ্বারা কাপড়ে রঙ্ লাগায় তার অন্ন, নির্দয় ব্যক্তির অন্ন, এবং যার অজ্ঞাতসারে বাড়ীতে স্ত্রীর উপপতি থাকে এমন লোকদের অন্ন ভোজন করবে না।। ২১৬।।

মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ।। ২১৭।।

অনুবাদ : [পূর্বশ্লোকে যে পত্নীর উপপতির কথা বলা হয়েছে, সেখানে গৃহস্থ জানে না যে তার গৃহে তার পত্নীর উপপতি রয়েছে। বর্তমান শ্লোকে বলা হচ্ছে—] গৃহস্থের যদি জানা থাকে যে তার গৃহে তার পত্নীর উপপতি রয়েছে, তবুও সে যদি তা বরদাস্ত করে এবং যারা স্ত্রীর বুদ্ধিতে সকল কাজ সম্পন্ন করে এমন লোকদের অন্ন ভোজন করবে না। প্রেতান্ন ভোজন করবে না অর্থাৎ যে লোকের মরণাশৌচ হয়েছে, তার বংশের সকলেরই দশদিন অশৌচকাল না কাটলে তাদের অন্ন খাবে না। যে অন্ন ভোজন করলে মন প্রসন্ন হয় না, তা-ও ভোজন করবে না।। ২১৭।।

রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্মাবকর্তিনঃ।। ২১৮।।

অনুমান : রাজার অন্ন ভোজন করলে তা তেজ নাশ করে; শূদ্রের অন্ন ব্রহ্মবর্চস্ অর্থাৎ বেদপাঠের সামর্থ্য নষ্ট করে; সুবর্ণকার অর্থাৎ স্বর্ণশিল্পজীবীর অন্ন আয়ু নাশ করে ও চর্মকারের অর্থাৎ চর্মব্যবসায়ীর অন্ন যিনি ভোজন করেন, তাঁর কীর্তি নষ্ট হয়।। ২১৮।।

কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।। ২১৯।।

অনুবাদ : শিল্পকারের অন্ন ভোজন করলে সন্তানসন্ততি নষ্ট হয়; নির্ণেজকের অর্থাৎ ধোপার অন্ন বল নষ্ট করে; গণান্ন অর্থাৎ বহুলোকের দ্বারা পাক করা অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ভোজন করলে তপস্যাসিদ্ধ স্বর্গাদি-লোক থেকে বিচ্যুত হ'তে হয়।

পূযং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্।। ২২০।।

অনুবাদ : চিকিৎসকের অন্নভোজন পূযভক্ষণের (feeding on pus) সমান; ব্যভিচারিণী স্ত্রীর অন্ন-ভোজন ইন্দ্রিয়-(অর্থাৎ শুক্র) ভোজনতুল্য (equal to semen); কুসীদজীবীর অন্নভোজন বিষ্ঠা ভোজনের সমান; এবং শস্ত্রাদি লৌহবিক্রয়ীর অন্ন-ভোজন শ্লেষ্মাদিভোজনের সমান দোষাবহ জানবে।। ২২০।।

য এতেঽন্যে ত্বভোজ্যান্নাঃ ক্রমশঃ পরিকীর্তিতাঃ।
তেষাং ত্বগস্থিরোমাণি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ।। ২২১।।

অনুবাদ : আর যে সব লোকের অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ ব'লে ক্রমশঃ কথিত হয়েছে, জ্ঞানিগণ তাদের অন্নকে তাদের চামড়া, অস্থি ও লোম ব'লে নির্দেশ করেছেন [অর্থাৎ সেই সব লোকের গায়ের চামড়া, হাড় ও লোম ভক্ষণ করলে যে দোষ হয়, তাদের অন্ন ভোজন করলেও সেইরকম দোষ হয়]।। ২২১।।

ভুক্ত্বাঽতোঽন্যতমস্যান্নমমত্যা ক্ষপণং ত্র্যহম্।
মত্যা ভুক্ত্বাচরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতো বিণ্মূত্রমেব চ।। ২২২।।

অনুবাদ : এদের মধ্যে যে কোনও একজনের অন্ন অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করলে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনদিন উপবাস (ক্ষপণম্= উপবাসঃ) করতে হয়। আর যদি জেনে শুনে তাদের অন্ন ভোজন করা হয় অথবা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি রেতঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করা হয়, তাহ'লে 'তপ্তকৃচ্ছ্র' নামক ব্রত পালন করতে হবে (অর্থাৎ তিন দিন জল, তিন দিন ঘি ও তিন দিন বাতাস ভক্ষণ করতে হবে)।। ['কৃচ্ছ্র' শব্দের 'প্রাজপত্য নামক প্রায়শ্চিত্ত' অর্থও

ধরা হয়। সংজ্ঞার জন্য দ্রষ্টব্য-মনু-১১/২১২]।। ২২৩।।

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পক্কান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্।। ২২৩।।

অনুবাদ ঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানরহিত শূদ্রের পাক করা অন্ন ভোজন করবেন না। ['অশ্রাদ্ধিনঃ' = এখানে 'শ্রাদ্ধ' শব্দের দ্বারা শূদ্রের পক্ষে পাকযজ্ঞাদি যে সব ক্রিয়া বিহিত আছে সেগুলিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।] যদি জীবিকার অভাব ঘটে অর্থাৎ শূদ্রান্ন ছাড়া অন্য অন্ন উপস্থিত না হয়, তাহ'লে শূদ্রের কাছ থেকেএক দিনের উপযুক্ত আমান্ন (অপক্ক অন্ন, যেমন, শুক্‌নো ধান, চাল প্রভৃতি) গ্রহণ করা যেতে পারে।। ২২৩।।

শ্রোত্রিয়স্য কদর্যস্য বদান্যস্য চ বার্দ্ধুষেঃ।
মীমাংসিত্বোভয়ং দেবাঃ সমমন্নমকল্পয়ন্।। ২২৪।।

অনুবাদ ঃ একজন শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা গুণান্বিত অথচ কৃপণ; অপরজন দাতা অথচ সুদখোর—এদের মধ্যে কার অন্ন প্রশস্ত তা বিচার ক'রে দেবতারা উভয়ের অন্নই সমান ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। [দুজনের মধ্যে প্রথমজন যদিও গুণবান্ ও সদাচারপরায়ণ তবুও তিনি কৃপণতা-দোষের জন্য কলুষিত। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাসম্পন্ন বটে, কিন্তু সুদ-গ্রহণ-রূপ কর্মের দোষে দূষিত। অতএব উভয়েই সমান।]।।·২২৪।।

তান্ প্রজাপতিরাহৈত্য মা কৃঢ্বং বিষমং সমম্।
শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ।। ২২৫।।

অনুবাদ ঃ দেবতারা এইরকম সিদ্ধান্ত করলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বললেন, এই অসমান দুইটি ব্যক্তিকে সমান জ্ঞান করবেন না। এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বদান্য (দাতা) সুদখোর শ্রদ্ধাসহকারে অন্ন দান করলে, তা পবিত্র হয়। কিন্তু বেদাধ্যায়ী কৃপণের অন্ন অশ্রদ্ধাদূষিত হওয়ায় তা অপবিত্র, অতএব তা গ্রহণীয় নয়।। ২২৫।।

শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্তঞ্চ নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ।। ২২৬।।

অনুবাদ ঃ বেদির উপর সম্পাদিত যজ্ঞাদি কর্মকে 'ইষ্ট' এবং পুকুর কূপ প্রভৃতি খনন ও উদ্যানাদি নির্মাণকে 'পূর্ত' বলা হয়। ["অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাং চৈব পালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে।। বাপী-কূপ-তড়াগাদিদেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে।।—অত্রিসংহিতা-৪৩-৪৪]। এই ইষ্ট ও পূর্তকর্ম সকল সময়ে অনলসভাবে শ্রদ্ধাসহকারে করবে। যদি সদুপায়লব্ধ ধনের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক ঐ ইষ্ট ও পূর্ত-কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহ'লে তা অক্ষয় হ'য়ে থাকে।। ২২৬।।

দানধর্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌর্তিকম্।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ।। ২২৭।।

অনুবাদ ঃ উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে (যেমন, বিদ্যা ও তপস্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ) পরিতুষ্ট অন্তঃকরণের সাথে শক্তি অনুসারে দানধর্ম করবে [এখানে দানের সাথে ধর্মের উল্লেখ থাকায় বোঝানো হচ্ছে যে, ঐ দান প্রীতিপূর্বক নিয়মসহকারে কর্তব্য]। এইরকম ইষ্ট ও পূর্ত কর্মের অনুষ্ঠান করবে।। ২২৭।।

যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতেনানসূয়য়া।
উৎপৎস্যতে হি তৎপাত্রং যত্তারয়তি সর্বতঃ।। ২২৮।।

অনুবাদ : কেউ যদি এসে কিছু প্রার্থনা করে, তার প্রতি অসূয়া প্রকাশ না ক'রে অল্প কিছুও দান করা কর্তব্য [কারও দ্বারা প্রার্থিত হ'লে দান করা উচিত। প্রার্থনাকারীদের মধ্যে কে পাত্র, কে অপাত্র সে বিষয়ে যদি নিশ্চিত না হওয়া যায় তা হ'লে অল্প কিছুও দান করা উচিত; সেক্ষেত্র বেশী দেওয়া কর্তব্য নয়। অর্থাৎ সন্দেহ হ'লেও দান করা উচিত।]। কারণ, প্রার্থনাকারীদের মধ্যে হয়তো এমন কোনও যথার্থ দানপাত্র থাকতে পারেন, যিনি দাতার কাছ থেকে দান গ্রহণ ক'রে দাতাকে সকল প্রকার পাপ থেকে নিস্তার করবেন।।। ২২৮।।

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্।। ২২৯।।

অনুবাদ : যে লোক জল দান করেন, তিনি তৃপ্তিসুখ লাভ করেন অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হন না; যিনি অন্নদান করেন, তিনি অক্ষয় অর্থাৎ সমস্ত জীবনব্যাপী সুখ লাভ করেন; তিলদানকারী ব্যক্তি মনোমত সন্তানসন্ততি লাভ করেন এবং দীপদানকারী [যিনি চৌরাস্তায় বা ব্রাহ্মণের সভায় আলো দেন] নির্দোষ চোখ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।। ২২৯।।

ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্।। ২৩০।।

অনুবাদ : ভূমি দান করলে ভূসম্পত্তির আধিপত্য লাভ হয়, স্বর্ণ দান করলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, বাড়ী দান করলে শ্রেষ্ঠ বাড়ী এবং রূপা দান করলে সকলজনের নয়নমনোহর রূপ লাভ হয়।। ২৩০।।

বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপম্।। ২৩১।।

অনুবাদ : বস্ত্রদানকারী চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন হ'য়ে চন্দ্রলোকে বাস করেন; অশ্বদানকারী ব্যক্তি অশ্ববান্ লোকদের সালোক্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বহু অশ্ব লাভ করেন (অথবা, অশ্বিনীকুমারদের লোকে যান); অনড়ান্ (অর্থাৎ শকটবহন করার যোগ্য বৃষ) দান করলে বিপুল সম্পত্তি লাভ হয়, এবং গোদানকারী ব্যক্তি ব্রধ্নের অর্থাৎ সূর্যের পিষ্টপে অর্থাৎ স্থানে অর্থাৎ সূর্যলোকে গমন করেন [অর্থাৎ এই ব্যক্তি অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন হ'য়ে সকলের উপরে সম্মানজনক স্থানে অবস্থান করেন]।। ২৩১।।

যানশয্যাপ্রদো ভার্যামৈশ্বর্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাম্।। ২৩২।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রথ প্রভৃতি যান ও শয্যা দান করেন, তিনি উত্তম স্ত্রী লাভ করেন; যিনি ভীতকে অভয় দান করেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্য (অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব) লাভ করেন; ধান প্রভৃতি শস্য দান করলে শাশ্বত সুখ লাভ হয়; এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বা বেদ দান করেন (অর্থাৎ যিনি বেদের অধ্যাপনা বা ব্যাখ্যা করেন) তিনি ব্রহ্মসার্ষ্টিতা অর্থাৎ ব্রহ্মতুল্যত্ব প্রাপ্ত হন।। ২৩২।।

সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্।। ২৩৩।।

অনুবাদ : জল, অন্ন, গোরু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, সোনা এবং ঘি—এই সব দানের তুলনায় ব্রহ্মদান অর্থাৎ বেদের অধ্যাপনা ও তার ব্যাখ্যা সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।। ২৩৩।।

যেন যেন তু ভাবেন যদ্‌যদ্দানং প্রযচ্ছতি।
তত্তত্তেনৈব ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতঃ।। ২৩৪।।

অনুবাদ : দাতা স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি যেসব ফলের কামনা ক'রে (ভাবঃ=চিত্তধর্মঃ) যে যে বস্তু দান করেন, জন্মান্তরে ঠিক সেইভাবেই তিনি প্রতিপূজিত বা সম্মানিত হ'য়ে সেই সব বস্তু লাভ করেন।। ২৩৪।।

যোঽর্চিতং প্রতিগৃহ্ণাতি দদাত্যর্চিতমেব চ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্তু বিপর্যয়ে।। ২৩৫।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি সৎকারপূর্বক প্রদত্ত দান গ্রহণ করেন এবং যিনি সৎকারপূর্বক দান করেন, তাঁরা উভয়েই স্বর্গে যান। এর বিপরীত হ'লে (অর্থাৎ অবজ্ঞার সাথে দান করলে ও দানগ্রহণ করলে) দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করেন।। ২৩৫।।

ন বিস্ময়েত তপসা বদেদিষ্ট্বা চ নানৃতম্।
নার্তোঽপ্যপবদেদ্বিপ্রান্ন দত্ত্বা পরিকীর্তয়েৎ।। ২৩৬।।

অনুবাদ : নিজের অনুষ্ঠিত চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করার সময় 'আমি এইরকম দুঃসাধ্য কাজ কিভাবে সম্পন্ন করছি' এইরকম ভাবে বিস্মিত হবেন না; যাগযজ্ঞ ক'রে মিথ্যা কথা বলবেন না [আগেই মিথ্যাকথনের নিষেধ সাধারণভাবে পুরুষার্থরূপে বিহিত হ'য়ে থাকলেও আবার এখানে মিথ্যাকথন-নিষেধের বিধান থাকায় সূচিত হচ্ছে যে, এটি যাগের অঙ্গ, অর্থাৎ জ্যোতিষ্ঠোমাদি যজ্ঞকালে এই নিষেধটি লঙ্ঘিত হ'লে ঐ যজ্ঞের অঙ্গহানি হবে]। ব্রাহ্মণদের দ্বারা উৎপীড়িত হ'লেও তাঁদের নিন্দা করবেন না; এবং গোরু প্রভৃতি দান ক'রে 'আমি এটি দান করেছি' এইভাবে অন্যের কাছে বলবেন না।। ২৩৬।।

যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্তনাৎ।। ২৩৭।।

অনুবাদ : (পূর্ব শ্লোকে যে নিষেধ করা হয়েছে, এই শ্লোকটি তারই অর্থবাদ)। যজ্ঞের মধ্যে মিথ্যা কথা বললে যজ্ঞ নিষ্ফল হ'য়ে যায় (অর্থাৎ যে কারণে যজ্ঞ করা হচ্ছে তা সম্পন্ন হয় না) অর্থাৎ সত্য কথা বললেই যজ্ঞফল লাভ হয়। তপস্যার সময় বিস্ময় প্রকাশ করলে তপস্যা বিফল হ'য়ে যায়। ব্রাহ্মণের নিন্দা করলে আয়ুঃ ক্ষয় হয় এবং দান ক'রে প্রচার করলে দানের ফল নষ্ট হয়।। ২৩৭।।

ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্বভূতান্যপীড়য়ন্।। ২৩৮।।

অনুবাদ : পুত্তিকা (উঁইপোকা) যেমনভাবে অল্প অল্প মাটি সঞ্চয় ক'রে উঁইঢিপি তৈরী করে, তেমনভাবে ধীরে ধীরে (যথা, অল্প কিছু দান, অল্পপরিমাণ তপস্যা এবং যথাশক্তি পরের

উপকার ক'রে ও স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত জপ-হোমাদি ক'রে) ধর্ম সঞ্চয় করবে,—যাতে যেন কোনও প্রাণীকে পীড়া দেওয়া না হয়। এইভাবে সঞ্চিত ধর্মই পরলোকের সহায় হয়।। ২৩৮।।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।। ২৩৯।।

অনুবাদ ঃ পরলোকে ('অমুত্র'-শব্দের অর্থ পরলোক) সহায়তার জন্য (অর্থাৎ নরকাদি দুঃখ থেকে উদ্ধারের জন্য) পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি—কেউই বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু ধর্মই তখন একমাত্র সহায় হয়।। ২৩৯।।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্।। ২৪০।।

অনুবাদ ঃ জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে (অর্থাৎ সুহৃদ্-বান্ধবাদির সাথে ভূমিষ্ঠ হয় না), সে একাকীই মৃত্যুমুখে পতিত হয় (অর্থাৎ সুহৃদ্‌বান্ধবেরা তার সাথে মরণযন্ত্রণা অনুভব করে না), সে একাকীই নিজের সৎকর্মের ও দুষ্কর্মের ফল ভোগ করে।। ২৪০।।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি।। ২৪১।।

অনুবাদ ঃ বন্ধুবান্ধবেরা মৃতব্যক্তির শরীরটাকে কাষ্ঠখণ্ড বা মৃৎপিণ্ডের মত ভূমিতে পরিত্যাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। একমাত্র ধর্মই মৃতপুরুষের অনুগমন ক'রে থাকে।। ২৪১।।

তস্মাদ্ধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্।। ২৪২।।

অনুবাদ ঃ অতএব, যেহেতু ধর্মরূপ সহায়ের ব'লে জীব নরকযন্ত্রণাদি ভোগ-রূপ দুস্তর দুঃখ উত্তীর্ণ হ'য়ে থাকে, সেই কারণে পরলোকে সহায়লাভের জন্য সকল সময়ে অল্প অল্প ধর্ম সঞ্চয় করবে।। ২৪২।।

ধর্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্।। ২৪৩।।

অনুবাদ ঃ ধর্মপরায়ণ পুরুষ (অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠানকারী) এবং যে ব্যক্তি তপস্যার (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের) দ্বারা অনবধানজনিত (অর্থাৎ) শাস্ত্রলঙ্ঘনজনিত পাপ ক্ষয় করেছেন, ধর্ম তাঁকে জ্যোতির্ময় দিব্য দেহে,দেবতাগণের স্থান যে স্বর্গাদি-পরলোক, সেখানে নিয়ে যায়।। ২৪৩।।

উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ।। ২৪৪।।

অনুবাদ ঃ নিজের বংশকে উৎকর্ষযুক্ত করার জন্য (অর্থাৎ নিজবংশকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তোলার অভিলাষে) জাতিগত-বিদ্যাগত-চরিত্রগত উৎকৃষ্টতাসমন্বিত উত্তম উত্তম বংশের সাথে সর্বদা কন্যাদানাদি সম্বন্ধ স্থাপন করবে। কিন্তু নিজের বংশের তুলনায় যদি উত্তম বংশ না পাওয়া যায়, বরং সমান বংশেও হ'তে পারে, কিন্তু অপকৃষ্ট যে-সব বংশ সেগুলিকে পরিত্যাগ করবে [এখানে অধম-দের সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ করতে বলার তাৎপর্য এই যে, 'মধ্যম' ব্যক্তিদের সাথে

সম্বন্ধ স্থাপন করাও শাস্ত্রানুমোদিত]।। ২৪৪।।

উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্।। ২৪৫।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যদি উত্তম উত্তম লোক বা বংশের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং অধম ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করেন, তাহ'লে তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন [এখানে যদিও 'ব্রাহ্মণ' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও এর দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও সূচিত হয়েছে।] । এই ব্যবস্থার বিপরীত আচরণ করলে (অর্থাৎ হীন ব্যক্তিদের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করলে) হীনতাপ্রাপ্ত হ'য়ে তিনি শূদ্রতুল্য হ'য়ে যান।। ২৪৫।।

দৃঢকারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রো দমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ।। ২৪৬।।

অনুবাদ : দৃঢ়কারী (অর্থাৎ যিনি প্রারব্ধ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে দৃঢ়নিশ্চয়), মৃদু (অনিষ্ঠুর বা যার স্বভাব একান্ত শান্ত), দান্ত (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করতে যিনি সমর্থ), যিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সাথে সংসর্গ পরিহার করেছেন, যিনি হিংসারহিত—এই সব নিয়ম পালনকারী লোকেরা ইন্দ্রিয়-সংযমন ও দানের দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন।। ২৪৬।।

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্।। ২৪৭।।

অনুবাদ : এধ (জ্বালানি কাঠ), জল,মূল, ফল এবং অযাচিতভাবে আনীত অন্ন (পক্বান্ন বা আমান্ন) শূদ্রাদি সকল লোকের কাছ থেকেই গ্রহণ করা যায় [কিন্তু বেশ্যা, ক্লীব,পতিত অর্থাৎ চণ্ডাল, শত্রু প্রভৃতিদের কাছ থেকে গ্রহণ করবে না]। মৌচাকজাত মধু এবং অভয়দান চণ্ডালাদি সকলের কাছ থেকেই গ্রহণ করা যেতে পারে।['অভয়দক্ষিণা'-শব্দের মধ্যে 'দক্ষিণা'-শব্দটি স্তুতি বা প্রশংসামাত্র। বনে বা দুর্গম কোনও স্থানে চোর প্রভৃতির ভয় উপস্থিত হ'লে চণ্ডালাদির দ্বারা যে জীবনরক্ষা হয়, সেই জীবনরক্ষা গ্রহণ করা দোষের নয়।]।। ২৪৭।।

আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্।
মেনে প্রজপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্মণঃ।। ২৪৮।।

অনুবাদ : এমন কোনও সোনা-রূপা জাতীয় বস্তু যদি সম্প্রদানের জায়গায় নিয়ে এসে গ্রহীতার সামনে উপস্থাপিত হয়—যার সম্বন্ধে প্রতিগ্রহকারী ব্যক্তিটি আগে যাচ্ঞা করেন নি এবং দাতাও যার সম্বন্ধে নিজমুখে বা পরমুখে বলেনি যে 'আমার এই বস্তুটি আছে আপনি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করুন', কিন্তু তা অতর্কিতবাবে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই সোনা প্রভৃতি বস্তু দুষ্কৃতকারীর (পাপীর) কাছ থেকেও গ্রহণ করা যায়—স্বয়ং প্রজাপতি এমন মনে করেছিলেন (অর্থাৎ আদেশ দিয়েছিলেন)।। ২৪৮।।

নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে।। ২৪৯।।

অনুবাদ : যে লোক পূর্বোক্ত 'ভিক্ষা'কে অবজ্ঞা করে, পিতৃপুরুষগণ পনের বৎসর তার দ্বারা প্রদত্ত অন্ন (অর্থাৎ কব্য) ভক্ষণ করেন না, এবং অগ্নিতে যা আহুতি দেওয়া হয় (অর্থাৎ হব্য), অগ্নি তা দেবতাদের কাছে বহন ক'রে নিয়ে যান না।। ২৪৯।।

শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্ দধি।
ধানা মৎস্যান্ পয়ো মাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ণুদেৎ।। ২৫০।।

অনুবাদ : শয্যা, গৃহ, কুশ, গন্ধদ্রব্য, জল, ফুল, হীরক প্রভৃতি মণি, দই, ধান অর্থাৎ যবচূর্ণ, মাছ, ক্ষীর, মাংস ও শাক —এ সব বস্তু কেউ যদি অযাচিতভাবে এনে উপস্থাপিত করে এবং তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে, তাহ'লে তা প্রত্যাখ্যান করবে না। [শয্যা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি গ্রহীতার সামনে এনে উপস্থাপিত না করা হলেও, তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়; যথা, কারোর বাড়ীতে ঐ দ্রব্যগুলি আছে, তিনি যদি এসে বলেন—'এই এই দ্রব্য আমি আপনার জন্য বাড়ী থেকে আনছি, আপনি দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন"—তাহ'লে গ্রহীতা সেগুলি প্রত্যাখ্যান করবেন না।]।। ২৫০।।

গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষন্নর্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ।। ২৫১।।

অনুবাদ : মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনগণ এবং ভৃত্যবর্গ (অর্থাৎ পত্নী-পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গ) ক্ষুধায় কাতর হ'লে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং দেবতা ও অতিথির পূজা করার জন্য সাধু বা অসাধু যাই হোক্ না কেন, পতিত ছাড়া সকলের কাছ থেকে দান গ্রহণ করবে, কিন্তু নিজে ঐ দানবস্তুর দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদন করবে না [অর্থাৎ নিজের জীবিকার জন্য ঐ দ্রব্য গ্রহণ করা চলবে না]।। ২৫১।।

গুরুষু ত্বভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্।
আত্মনো বৃত্তিমন্বিচ্ছন্ গৃহ্ণীয়াৎ সাধুতঃ সদা।। ২৫২।।

অনুবাদ : পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজন পরলোকগত হ'লে কিংবা যদি তাঁরা জীবিত থাকলেও যোগাবলম্বনের দ্বারা পৃথক্ বাড়ীতে বাস করেন, তাহ'লে [অর্থাৎ ঐ মাতা-পিতা প্রভৃতির দ্বারা পরিত্যক্ত অবস্থায়] গৃহী-ব্রাহ্মণ নিজের জীবিকা সম্পাদনের জন্য সকল সময় কেবল ধার্মিক লোকদের কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করবে [এখানে বিশেষভাবে কিছু বলা না থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, ধার্মিক শূদ্রের কাছ থেকেও প্রতিগ্রহ করা চলবে]।। ২৫২।।

আর্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।। ২৫৩।।

অনুবাদ : আর্ধিক (অর্থাৎ যাকে দিয়ে নিজের কৃষিকাজ নিয়মিতভাবে করানো হয়), যে ব্যক্তি বংশানুক্রমে নিজ বংশের মিত্র, যে ব্যক্তি গৃহস্থের গোরু পালন করে, নিজের দাস, নিজের নাপিত, এবং যে লোক 'আমি তোমার সেবা ক'রে তোমার কাছে অবস্থান করব' ব'লে নিজেকে নিবেদন করে— এরা শূদ্র হ'লেও শূদ্রদের মধ্যে এরা ভোজ্যান্ন (অর্থাৎ এদের অন্ন গৃহস্থ ভোজন করতে পারে)।। ২৫৩।।

যাদৃশোঽস্য ভবেদাত্মা যাদৃশঞ্চ চিকীর্ষিতম্।
যথা চোপচরেদেনং তথাত্মানং নিবেদয়েৎ।। ২৫৪।।

অনুবাদ : পূর্বে শ্লোকে যে আত্মনিবেদনের কথা বলা হয়েছে, তা কেমন, তা এখানে স্পষ্ট ক'রে বলা হচ্ছে—

সেই শূদ্র যে রকম কুলশীলাদিসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, তার ক্রিয়াকর্ম যে রকম [যৎ চিকীর্ষিতম্= 'এই কাজের জন্য আমি আপনার আশ্রিত হয়েছি, ধর্মের জন্য বা রাজার

প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার আশ্রয় নিয়েছি' ইত্যাদি খুলে বলা - এইরকম আত্মনিবেদন], এবং যেভাবে সেই ব্যক্তি সেবা-শুশ্রূষা করবে [যথা চ উপচরেৎ= 'আমি এই শিল্পকাজের জন্য আপনার সেবা করব; পাদবন্দনা প্রভৃতি গৃহকর্মসমূহও করব'—এইভাবে সকল বিষয় খুলে বলা হ'লে তা আত্মনিবেদন হয়]— ইত্যাদি ব্যাপার যদি স্পষ্ট ক'রে খুলে বলা হয় তবেই ঐ ব্যক্তির আত্মনিবেদন করা হয়।। ২৫৪।।

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ।। ২৫৫।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি কুলশীলাদিতে একরকম হওয়া সত্ত্বেও শিষ্ট জনগণের কাছে অন্যভাবে নিজের পরিচয় দেয়, সেই লোক এই জগতে সকল পাপকারী মানুষের মধ্যে অধম; সে আত্মাপহরণকারী প্রধান চোর [কেন না সাধারণ চোর ধনদৌলত চুরি করে, কিন্তু এই লোকটি এমন চোর যে সে পরম ধন আত্মাকে চুরি করে]।। ২৫৫।।

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃসৃতাঃ।
তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ।। ২৫৬।।

অনুবাদ ঃ ঘট-পটাদি যাবতীয় পদার্থ শব্দে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ শব্দদ্বারা বাক্যের অভিধেয়ভূত। শব্দই সকল অভিধেয় পদার্থের মূল [শব্দের দ্বারা পদার্থজ্ঞান হ'লে তার অনুষ্ঠান করা যায়; সকল অভিধেয় পদার্থই শব্দ থেকে বিনির্গত হয়েছে, কারণ, শ্রোতা শব্দ শুনে তবেই অর্থ অবধারণ করে]; সেই বাক্ অর্থাৎ শব্দকে যে অপহরণ করে, সেই লোকের দ্বারা সকল পদার্থই অপহরণ করা হয়।। ২৫৬।।

মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থ্যমাশ্রিতঃ।। ২৫৭।।

অনুবাদ ঃ বেদাধ্যয়নের দ্বারা মহর্ষিদের, পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃলোকের, যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাদের ঋণ থেকে যথানিয়মে মুক্ত হ'য়ে, যথাযথ ব্যবহারের উপযুক্ত পুত্রের উপর পরিবারাদি প্রতিপালনের সকল ভার অর্পণ ক'রে, স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে আসক্তি ত্যাগ ক'রে অর্থাৎ ঔদাসীন্য অবলম্বন ক'রে গৃহেতেই বাস করবে। [এটি আমার ধন, এই আমার স্ত্রী-পুত্র, এরা আমার দাস-দাসী—এইরকম ধারণা বা জ্ঞান পরিত্যাগ ক'রে নিজ গৃহেই বাস করতে থাকবে। 'আমি কারো নই এবং কেউ আমার নয়', এইভাবে নিজের তৃষ্ণা বা আসক্তি পরিত্যাগ করাকে মাধ্যস্থ্য বলা হয়। এইরকম সন্ন্যাস কিন্তু সর্বকর্মসন্ন্যাস নয়, কিন্তু কাম্যকর্ম এবং ইহলোকসম্বন্ধীয় যে সব কর্ম আছে তারই সন্ন্যাস]।। ২৫৭।।

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি।। ২৫৮।।

অনুবাদ ঃ নির্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান ক'রে সকল সময় নিজের হিতচিন্তা [অর্থাৎ উপনিষদে যে ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হয়েছে, তার অনুশীলন] করবে, কারণ, একাকী ধ্যানপরায়ণ হ'লে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-দ্বারা 'মোক্ষ'-নামক পরম শ্রেয়ঃ লাভ করা যায়।। ২৫৮।।

এষোদিতা গৃহস্থস্য বৃত্তি র্বিপ্রস্য শাশ্বতী।
স্নাতকব্রতকল্পশ্চ সত্ত্ববৃদ্ধিকরঃ শুভঃ।। ২৫৯।।

অনুবাদ ঃ [এখন সমস্ত অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় উপসংহারে বলা হচ্ছে]। গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের যা সর্বকালে অবশ্যপালনীয়, সেই বৃত্তির কথা (এতক্ষণ) বলা হ'ল [কিন্তু আপৎকালের জন্য যে বৃত্তি বিহিত হবে, তা সর্বকালে পালনীয় নয়] এবং সত্ত্বগুণের (সত্ত্ব = আত্মার গুণবিশেষ) বৃদ্ধিকারক স্নাতকব্রতের প্রশস্ত বিধানও বলা হ'ল।। ২৫৯।।

অনেন বিপ্রো বৃত্তেন বর্তয়ন্ বেদশাস্ত্রবিৎ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।। ২৬০।।

অনুবাদ ঃ যে বেদশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ এইরকম শাস্ত্রবিহিত আচার-পালনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনি সর্বদা নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানের ফলে পাপশূন্য হ'য়ে 'ব্রহ্মলোক'— নামক স্থানবিশেষে মহিমাপ্রাপ্ত হন (অথবা, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে যান)।। ২৬০।।

ইতি বারেন্দ্রনন্দনবাসীয়-ভট্টদিবাকরাত্মজ-শ্রীকুল্লূকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।।৪।।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রুত্বৈতানৃষয়ো ধর্মান্ স্নাতকস্য যথোদিতান্।
ইদমূচুর্মহাত্মানমনলপ্রভবং ভৃগুম্।। ১।।

অনুবাদ ঃ ঋষিগণ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের পক্ষে পালনীয় এবং আগের তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত এই সব ধর্ম শুনে মহাত্মা মনুপুত্র ভৃগুকে, যিনি পূর্বজন্মে অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন [অথবা অগ্নির তেজস্বিতার সাথে ভৃগুর তেজস্বিতার সাদৃশ্য থাকায় তাঁকে 'অনলপ্রভব' বলা হয়েছে], নিম্নোক্ত প্রশ্ন করলেন।। ১।।

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো।। ২।।

অনুবাদ ঃ হে প্রভু, (আপনি সকল সংশয় ছেদন করতে পারেন ব'লে আপনার কাছে জানতে চাইছি— যে সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পূর্বনির্দিষ্ট নিজ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁদের উপর অকালমৃত্যুর প্রভাব হয় কিভাবে? [পরিপূর্ণ আয়ু নিয়েই তাঁদের বেঁচে থাকা উচিত। পুরুষের আয়ু হ'ল একশ' বৎসর। একশ' বছরের আগে এই সব ব্রাহ্মণের অকালমৃত্যু হওয়া উচিত নয়]।। ২।।

স তানুবাচ ধর্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
শ্রূয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।। ৩।।

অনুবাদ ঃ তখন সেই ধর্মাত্মা মনুপুত্র ভৃগু সেই মহর্ষিগণকে বললেন,—যে দোষে ব্রাহ্মণেরা অকালমৃত্যুর গ্রাসে পতিত হন, তা আপনারা শুনুন [বক্তব্য হ'ল, যারা বেদোক্ত কর্ম করে, তাদের অকাল মৃত্যু নেই]।। ৩।।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।। ৪।।

অনুবাদ ঃ বেদের অভ্যাস না করায়, সদাচার পরিত্যাগ করায়, আলস্যপরায়ণ হওয়ায় অর্থাৎ সামর্থ্য থাকলেও অবশ্য-কর্তব্য কর্ম না করায় এবং অন্নদোষযুক্ত হওয়ায় অর্থাৎ অভোজ্য অন্ন ভোজন করায় অকালমৃত্যু ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করে।। ৪।।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ।। ৫।।

অনুবাদ ঃ রশুন, গৃঞ্জন (গাজর), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক অর্থাৎ ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা), এবং মলমূত্রাদিপরিপূর্ণ দূষিত স্থানে উৎপন্ন শাকপ্রভৃতি দ্রব্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পক্ষে অভক্ষ্য (কিন্তু শূদ্র যদি এইসব ভোজন করে, তাহ'লে দোষের হয় না)।। ৫।।

লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা।
শেলুং গব্যঞ্চ পেয়ূষং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।। ৬।।

অনুবাদ ঃ রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস—যা কঠিনতা প্রাপ্ত হয়েছে, ব্রশ্চন অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদন, তার ফলে নির্গত নির্যাস, শেলু অর্থাৎ চাল্‌তা, এবং নবপ্রসূতা (প্রসবের পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয়

নি এমন—) গোরুর পেয়ূষ [সদ্যঃ প্রসূত গোরুর দুধকে আগুনের তাপে কঠিন করা হ'লে তাকে পেয়ূষ বলা হয়]—এই সব জিনিস ব্রাহ্মণ সযত্নে বর্জন করবেন।। ৬।।

বৃথাকৃসরসংযাবং পায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ।। ৭।।

অনুবাদ : বৃথা [দেবতা-পিতৃগণ-অতিথি প্রভৃতির জন্য যা নিবেদিত হয় না এবং যা কেবলমাত্র নিজের ভোজনের জন্যই প্রস্তুত করা হয় এমন] কৃসর (তিলের সাথে সিদ্ধ করা অন্ন), সংযাব (ঘি-তিল-গুড় প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত করা একপ্রকার খাদ্য দ্রব্য), পায়সান্ন, অপূপ (পিষ্টক বা পিঠে), অসংস্কৃত পশুমাংস [অর্থাৎ যে পশু যজ্ঞে নিহত হয়নি, সেই পশুর মাংস] দেবান্ন [অর্থাৎ দেবতাকে নিবেদনের আগে নৈবেদ্য প্রভৃতি অন্ন], এবং হোমের আগে ঘি প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য—এগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করবেন না।। ৭।।

অনির্দশায়া গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমৈকশফং তথা।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ।। ৮।।

অনুবাদ : অনির্দশা গাভীর অর্থাৎ প্রসবের পর দশ দিন কাটে নি এমন গরুর দুধ, উটের দুধ, **একশফ** অর্থাৎ একটি খুর বিশিষ্ট ঘোড়া প্রভৃতি পশুর দুধ, **সন্ধিনী** গাভীর দুধ [যে গাভীকে দিনে দুবার দোহন করার কথা, তাকে যদি কোনও প্রকারে একবার দোহানো হয়, সেই গাভীকে 'সন্ধিনী' বলা হয়, অথবা, যে গাভীর বাছুর মারা গিয়েছে, অন্য গরুর বাছুর ব্যবহার ক'রে ঐ গাভীকে যদি দোহন করানো হয়, তাকে 'সন্ধিনী' গাভী বলে অথবা, ঋতুমতী গাভীকে সন্ধিনী বলা হয়] এবং **বিবৎসা** গাভীর দুধ অপেয় [বিবৎসা গাভী হ'ল, যে গাভীর বাছুর মারা গিয়েছে বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার দুধ, অথবা, যে গাভীর বাছুর থাকা সত্ত্বেও তাকে বাদ দিয়ে বাছুরের জন্য প্রস্রবন অর্থাৎ দুধ নামান না করে যব, কুঁড়ো প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তু খেতে দিয়ে যাকে দোহন করা হয় এমন গাভীকে বিবৎসা বলা হয়]।। ৮।।

আরণ্যানাঞ্চ সর্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্যানি সর্বশুক্তানি চৈব হি।। ৯।।

অনুবাদ : মহিষ ছাড়া হরিণ-হাতী-বানর প্রভৃতি যাবতীয় বন্য স্ত্রী-পশুর দুধ পান করবে না। [পুরুষ পশুর দুধ হয় না। তাই 'সর্বেষাং মৃগানাং' এখানে 'মৃগানাম্' শব্দের মৃগজাতি-অর্থই বিবক্ষিত ক'রে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে শব্দের সামর্থ্য বা অর্থপ্রকাশের শক্তি অনুসারে স্ত্রীজাতির পশুকে বোঝানো হয়েছে। মৃগক্ষীর (=মৃগীর ক্ষীর), কুক্কুটাণ্ড (=কুক্কুটীর অণ্ড) প্রভৃতি প্রয়োগের মত এখানে স্ত্রীপ্রত্যয় বিহীন প্রয়োগ হয়েছে।] স্ত্রীলোকের স্তন্যদুগ্ধও বর্জনীয় অর্থাৎ অপেয়। সকল প্রকার শুক্তদ্রব্য (অর্থাৎ যে সব জিনিসের স্বাভাবিক মিষ্টত্ব আছে, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে টক্ হয়ে যায়, তাকে শুক্ত বলে) অভক্ষ্য অর্থাৎ বর্জনীয়।। ৯।।

দধি ভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্বঞ্চ দধিসম্ভবম্।
যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।। ১০।।

অনুবাদ : ঐ সব শুক্তদ্রব্যের মধ্যে দই এবং দই থেকে উৎপন্ন ঘোল-ননী প্রভৃতি সব জিনিসই খাওয়া যায়। যে সব উৎকৃষ্ট ফুল, মূল ও ফল অভিষবযুক্ত হয় অর্থাৎ জলের সাথে মিলিত ক'রে অম্লভাবাপন্ন করা হয়, সেগুলি খাওয়া যায়।। ১০।।

মনুসংহিতা

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রুত্বৈতানৃষয়ো ধর্মান্ স্নাতকস্য যথোদিতান্।
ইদমূচুর্মহাত্মানমনলপ্রভবং ভৃগুম্।। ১।।

অনুবাদঃ ঋষিগণ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের পক্ষে পালনীয় এবং আগের তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত এই সব ধর্ম শুনে মহাত্মা মনুপুত্র ভৃগুকে, যিনি পূর্বজন্মে অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন [অথবা অগ্নির তেজস্বিতার সাথে ভৃগুর তেজস্বিতার সাদৃশ্য থাকায় তাঁকে 'অনলপ্রভব' বলা হয়েছে], নিম্নোক্ত প্রশ্ন করলেন।। ১।।

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো।। ২।।

অনুবাদ ঃ হে প্রভু, (আপনি সকল সংশয় ছেদন করতে পারেন ব'লে আপনার কাছে জানতে চাইছি— যে সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পূর্বনির্দিষ্ট নিজ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁদের উপর অকালমৃত্যুর প্রভাব হয় কিভাবে? [পরিপূর্ণ আয়ু নিয়েই তাঁদের বেঁচে থাকা উচিত। পুরুষের আয়ু হ'ল একশ' বৎসর। একশ' বছরের আগে এই সব ব্রাহ্মণের অকালমৃত্যু হওয়া উচিত নয়]।। ২।।

স তানুবাচ ধর্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
শ্রূয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।। ৩।।

অনুবাদ ঃ তখন সেই ধর্মাত্মা মনুপুত্র ভৃগু সেই মহর্ষিগণকে বললেন,—যে দোষে ব্রাহ্মণেরা অকালমৃত্যুর গ্রাসে পতিত হন, তা আপনারা শুনুন [বক্তব্য হ'ল, যারা বেদোক্ত কর্ম করে, তাদের অকাল মৃত্যু নেই]।। ৩।।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।। ৪।।

অনুবাদ ঃ বেদের অভ্যাস না করায়, সদাচার পরিত্যাগ করায়, আলস্যপরায়ণ হওয়ায় অর্থাৎ সামর্থ্য থাকলেও অবশ্য-কর্তব্য কর্ম না করায় এবং অন্নদোষযুক্ত হওয়ায় অর্থাৎ অভোজ্য অন্ন ভোজন করায় অকালমৃত্যু ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করে।। ৪।।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ।। ৫।।

অনুবাদঃ রশুন, গৃঞ্জন (গাজর), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক অর্থাৎ ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা), এবং মলমূত্রাদিপরিপূর্ণ দূষিত স্থানে উৎপন্ন শাকপ্রভৃতি দ্রব্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পক্ষে অভক্ষ্য (কিন্তু শূদ্র যদি এইসব ভোজন করে, তাহ'লে দোষের হয় না)।। ৫।।

লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা।
শেলুং গব্যঞ্চ পেয়ূষং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।। ৬।।

অনুবাদঃ রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস—যা কঠিনতা প্রাপ্ত হয়েছে, ব্রশ্চন অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদন, তার ফলে নির্গত নির্যাস, শেলু অর্থাৎ চাল্‌তা, এবং নবপ্রসূতা (প্রসবের পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয়

নি এমন—) গোরুর **পেয়ূষ** [সদ্যঃ প্রসূত গোরুর দুধকে আগুনের তাপে কঠিন করা হ'লে তাকে পেয়ূষ বলা হয়]—এই সব জিনিস ব্রাহ্মণ সযত্নে বর্জন করবেন।। ৬।।

বৃথাকৃসরসংযাবং পায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ।। ৭।।

অনুবাদ : বৃথা [দেবতা-পিতৃগণ-অতিথি প্রভৃতির জন্য যা নিবেদিত হয় না এবং যা কেবলমাত্র নিজের ভোজনের জন্যই প্রস্তুত করা হয় এমন] কৃসর (তিলের সাথে সিদ্ধ করা অন্ন), সংযাব (ঘি-তিল-গুড় প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত করা একপ্রকার খাদ্য দ্রব্য), পায়সান্ন, অপূপ (পিষ্টক বা পিঠে), অসংস্কৃত পশুমাংস [অর্থাৎ যে পশু যজ্ঞে নিহত হয়নি, সেই পশুর মাংস] দেবান্ন [অর্থাৎ দেবতাকে নিবেদনের আগে নৈবেদ্য প্রভৃতি অন্ন], এবং হোমের আগে ঘি প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য—এগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করবেন না।। ৭।।

অনির্দশায়া গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমৈকশফং তথা।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ।। ৮।।

অনুবাদ : অনির্দশা গাভীর অর্থাৎ প্রসবের পর দশ দিন কাটে নি এমন গরুর দুধ, উটের দুধ, **একশফ** অর্থাৎ একটি খুর বিশিষ্ট ঘোড়া প্রভৃতি পশুর দুধ, **সন্ধিনী** গাভীর দুধ [যে গাভীকে দিনে দুবার দোহন করার কথা, তাকে যদি কোনও প্রকারে একবার দোহানো হয়, সেই গাভীকে 'সন্ধিনী' বলা হয়, অথবা, যে গাভীর বাছুর মারা গিয়েছে, অন্য গরুর বাছুর ব্যবহার ক'রে ঐ গাভীকে যদি দোহন করানো হয়, তাকে 'সন্ধিনী' গাভী বলে অথবা, ঋতুমতী গাভীকে সন্ধিনী বলা হয়] এবং **বিবৎসা** গাভীর দুধ অপেয় [বিবৎসা গাভী হ'ল, যে গাভীর বাছুর মারা গিয়েছে বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার দুধ, অথবা, যে গাভীর বাছুর থাকা সত্ত্বেও তাকে বাদ দিয়ে বাছুরের জন্য প্রস্রবন অর্থাৎ দুধ নামান না করে যব, কুঁড়ো প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তু খেতে দিয়ে যাকে দোহন করা হয় এমন গাভীকে বিবৎসা বলা হয়]।। ৮।।

আরণ্যানাঞ্চ সর্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্যানি সর্বশুক্তানি চৈব হি।। ৯।।

অনুবাদ : মহিষ ছাড়া হরিণ-হাতী-বানর প্রভৃতি যাবতীয় বন্য স্ত্রী-পশুর দুধ পান করবে না। [পুরুষ পশুর দুধ হয় না। তাই 'সর্বেষাং মৃগানাং' এখানে 'মৃগানাম্' শব্দের মৃগজাতি-অর্থই বিবক্ষিত ক'রে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে শব্দের সামর্থ্য বা অর্থপ্রকাশের শক্তি অনুসারে স্ত্রীজাতির পশুকে বোঝানো হয়েছে। মৃগক্ষীর (=মৃগীর ক্ষীর), কুক্কুটাণ্ড (=কুক্কুটীর অণ্ড) প্রভৃতি প্রয়োগের মত এখানে স্ত্রীপ্রত্যয় বিহীন প্রয়োগ হয়েছে।] স্ত্রীলোকের স্তন্যদুগ্ধও বর্জনীয় অর্থাৎ অপেয়। সকল প্রকার শুক্তদ্রব্য (অর্থাৎ যে সব জিনিসের স্বাভাবিক মিষ্টত্ব আছে, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে টক্ হয়ে যায়, তাকে শুক্ত বলে) অভক্ষ্য অর্থাৎ বর্জনীয়।। ৯।।

দধি ভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্বঞ্চ দধিসম্ভবম্।
যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।। ১০।।

অনুবাদ : ঐ সব শুক্তদ্রব্যের মধ্যে দই এবং দই থেকে উৎপন্ন ঘোল-ননী প্রভৃতি সব জিনিসই খাওয়া যায়। যে সব উৎকৃষ্ট ফুল, মূল ও ফল অভিষবযুক্ত হয় অর্থাৎ জলের সাথে মিলিত ক'রে অম্লভাবাপন্ন করা হয়, সেগুলি খাওয়া যায়।। ১০।।

ক্রব্যাদান্ শকুনীন্ সর্বাংস্তথা গ্রামনিবাসিনঃ।
অনির্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ।। ১১।।

অনুবাদ ঃ চিল-শকুন প্রভৃতি কাঁচা মাংসভোজী পাখী, পায়রা প্রভৃতি গ্রামচর পাখী, যে সব একশফ অর্থাৎ এক-খুর বিশিষ্ট গর্দভ প্রভৃতি পশু ভক্ষ্য ব'লে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয় নি তাদের এবং টিট্টিভ—এদের মাংস খাদ্যরূপে বর্জন করবে।। ১১।।

কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুক্কুটম্।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকসারিকে।। ১২।।

অনুবাদ ঃ কলবিঙ্ক (চড়ুই), প্লব, হাঁস, চক্রবাক্, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল, দাত্যূহ (ডাক), শুক-সারিকা (অর্থাৎ টিয়া ও শালিকা)—এই সব পাখী ভক্ষণ করবে না।। ১২।।

প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোযষ্টিনখবিষ্কিরান্।
নিমজ্জতশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লূরমেব চ।। ১৩।।

অনুবাদ ঃ প্রতুদ (যে সব পাকী ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খায়), জালপাদ (যে সব পাখীর পা জোড়া—শরারি প্রভৃতি), কোযষ্টি নামক পাখী, নখবিষ্কির (যে সব পাখী খাদ্যবস্তু নখ দিয়ে ছাড়িয়ে খায়, যেমন—ময়ূর, মোরগ প্রভৃতি), যে সব পাখী জলে ডুব দিয়ে মাছ ধরে খায় (পানকৌড়ী প্রভৃতি) - এদের মাংস ভক্ষণ করবে না; যে সব মাংস বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং বল্লূর মাংস অর্থাৎ যে মাংস শুষ্ক অবস্থায় অনেক দিন রেখে দেওয়া হয়—তা-ও বর্জন করবে।। ১৩।।

বকশ্চৈব বলাকাঞ্চ কাকোলং খঞ্জরীটকম্।
মৎস্যাদান্ বিড্বরাহাংশ্চ মৎস্যানেব চ সর্বশঃ।। ১৪।।

অনুবাদ ঃ সাধারণ বক, বলাকা (ছোট বক), কাকোল (শ্যেন পাখী), খঞ্জরীটক (খঞ্জন) প্রভৃতি মৎস্যভুক্ পাখীর মাংস বর্জন করবে ['মৎস্যাদ' পাখীকে বর্জন করবে, এই নিয়মের দ্বারা বক, বলাকা, কাকোল প্রভৃতিও বর্জনীয়তা সিদ্ধ হয়। তবুও ওগুলিকে আবার আলাদাভাবে নির্দেশ করায় বোঝানো হচ্ছে যে, ওগুলি ছাড়া অন্য মৎস্যভোজী বর্জনীয়তা বিকল্পে সিদ্ধ হয়। 'মৎস্যাদ' কথাটি সাধারণভাবে উল্লিখিত হওয়ায় কুমীরাদি অন্য মৎস্যভোজী প্রাণীও বর্জনীয়]। বিড্বরাহ (অর্থাৎ গ্রাম্য শূকর) ও সকল প্রকার অবিহিত মৎস্যও ভোজন করবে না। [গ্রাম্য শূকর ভোজনের নিষেধের দ্বারা বোঝানো হল, আরণ্য শূকর খাওয়া যেতে পারে]।। ১৪।।

যো যস্য মাংসমশ্নানি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ যে যার মাংস খায় তাকে 'তন্মাংসাদ' অর্থাৎ তার মাংসভোজী বলে (যেমন, বিড়াল ইঁদুরের মাংস খায়, তাই বিড়াল 'মূষিকাদ', নকুল অর্থাৎ বেজী 'সর্পাদ'); কিন্তু যে 'মৎস্যাদ' অর্থাৎ মৎস্যভোজী, তাকে সর্বমাংসভোজী বলা চলে। (এমন কি তাকে 'গো-মাংসদ'ও বলা যায়)। অতএব মৎস্য-ভোজনে যখন বিষম পাপ হয়, তখন তা পরিত্যাগ করবে।। ১৫।।

পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্বশঃ।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ মাছের মধ্যে পাঠীন অর্থাৎ বোয়াল মাছ এবং রোহিত (রুই মাছ), রাজীব (যে

মাছের গায়ে ডোরাকাটা দাগ থাকে), সিংহতুণ্ড (যে মাছের মুখের আকৃতি সিংহের মতো) এবং শল্ক অর্থাৎ আঁস-বিশিষ্ট সকল মাছ হব্য এবং কব্যে অর্থাৎ দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে নিবেদন করার পর খাওয়া যায়।। ১৬।।

ন ভক্ষয়েদেকচরানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
ভক্ষ্যেষ্বপি সমুদ্দিষ্টান্ সর্বান্ পঞ্চনখাংস্তথা।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ একচর প্রাণী (যেমন, সাপ, পেঁচা প্রভৃতি), এবং অজানা মৃগ (অর্থাৎ পশু) ও পাখী ভক্ষণ করবে না। আবার সামান্য ও বিশেষ রূপে নিষেধ না থাকায়, পঞ্চনখ প্রাণীও (যাদের পাঁচটি করে নখ আছে, যেমন, বানর, শৃগাল প্রভৃতিও) ভক্ষণ করবে না।। ১৭।।

শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে শ্বাবিধ (শজারু), শল্যক, গোধা অর্থাৎ গোসাপ, গণ্ডার, কূর্ম (কচ্ছপ), শশক (খরগোস)—এই ছয়টি ভোজন করা যায়। একতোদৎ অর্থাৎ এক পাটী দাঁত বিশিষ্ট পশুদের মধ্যে উট ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর (যথা, গরু, মেষ, ছাগল, হরিণ) মাংস ভোজ্যরূপে গ্রহণ করা যায়।। ১৮।।

ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ।। ১৯।।

অনুবাদ ঃ ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা), গ্রাম্য শূকর, রশুন, গ্রাম্য কুক্কুট, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), গৃঞ্জন (গাজর)—এগুলি জ্ঞানপূর্বক ভক্ষণ করলে দ্বিজাতি পতিত হন।। ১৯।।

অমত্যৈতানি ষড় জগ্ধ্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ।
যতিচান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষূপবসেদহঃ।। ২০।।

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত ছত্রাক প্রভৃতি ছয়টির যে কোনও একটি কেউ যদি ভোজন করে, তাহ'লে তাকে সপ্তাহ সাধ্য 'কৃচ্ছ্রসান্তপন' ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে অথবা যতি চান্দ্রায়ন ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে। এগুলি ছাড়া অবশিষ্ট রক্তবর্ণের বৃক্ষনির্যাসাদি ভোজন করলে এক অহোরাত্র উপবাস করতে হবে।। ২০।।

সংবৎসরস্যৈকমপি চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ।
অজ্ঞাতভুক্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞাতস্য তু বিশেষতঃ।। ২১।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ নিষিদ্ধান্ন ভোজন করলে সেই দোষ থেকে শুদ্ধি লাভ করার জন্য বৎসরে অন্ততঃ একবার কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করবেন। [মেধাতিথি বলেন—"যস্য শূদ্রস্য গৃহে যানি ব্রাহ্মণানামভোজ্যানি অন্নানি সম্ভবন্তি ন দূরতঃ পরিহ্রিয়ন্তে তাদৃশস্য গৃহে যো ব্রাহ্মণোঽন্নং ভুঙ্‌ক্তে তস্য প্রতিষিদ্ধান্নভোজনাশঙ্কায়াং প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্রাচরণমুপদিশ্যতে।।"—যে শূদ্রের বাড়ীতে যে অন্নভোজন নিষিদ্ধ তা যদি সেখানে থাকার সম্ভাবনা থাকে, অথচ তা যদি দূর থেকে পরিহার করা না যায়, তাহ'লে সেই রকম শূদ্রের বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন করে, তাহ'লে 'আমি হয়তো প্রতিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করেছি' এইরকম আশঙ্কা হ'তে পারে। তখন সেই ব্রাহ্মণের জন্য 'প্রাজাপত্য'রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে।] কিন্তু জ্ঞানপূর্বক নিন্দিতান্ন ভোজন করা হ'লে দোষবিশেষানুসারে যে যে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত আছে, তারই অনুষ্ঠান করতে হবে।। ২১।।

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগপক্ষিণঃ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যো হ্যাচরৎ পুরা।। ২২।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের জন্য অথবা অবশ্য-পোষ্য পিতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের জীবনধারণের জন্য (অর্থাৎ তারা যখন ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু খেতে দেওয়ার মত কিছু নেই, এই অবস্থায়) শাস্ত্র-বিহিত প্রশস্ত (অর্থাৎ যেগুলি ভক্ষণ করা যায় ব'লে অনুমোদিত) মৃগ (পশু) ও পাখী বধ করতে পারবেন। কেন না, পুরাকালে অগস্ত্যমুনি এইরকম আচরণ করেছিলেন। (এইরকম কাজের প্রশংসার জন্যই 'অগস্ত্য এইরকম করেছিলেন' বলা হয়েছে) ।। ২২।।

বভূবু র্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং মৃগপক্ষিণাম্।
পুরাণেষ্বপি যজ্ঞেষু ব্রহ্মক্ষত্রসবেষু চ ।। ২৩।।

অনুবাদ : প্রাচীনকালে ঋষিদের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের যজ্ঞে ঐ ঋষিরা ভক্ষণযোগ্য পশু-পাখীর মাংসের দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত ক'রে হোম করেছিলেন [অতএব আধুনিক লোকেরাও এই সব ক্ষেত্রে পশু-পাখী বধ করতে পারেন]। 'ষট্‌ত্রিংশদ্‌বৎসর' নামে একটি বিশেষ যজ্ঞ আছে। সেখানে পশু ও পাখীর বধ শ্রুতি-মধ্যে বিহিত আছে। এখানে সেই বিষয়টিরই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই যজ্ঞ সম্বন্ধে যে বেদবিধি আছে তা এইরকম—

'অহর্যাগ সমাপ্ত হ'লে গৃহস্থ-যজমান মৃগয়া করতে যাবেন। সেই মৃগয়াতে তিনি যে সব পশু বধ করবেন সেগুলির মাংস পুরোডাশ হবে']।। ২৩।।

যৎকিঞ্চিৎ স্নেহসংযুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যমগর্হিতম্।
তৎপর্যুষিতমপ্যাদ্যং হবিঃশেষঞ্চ যদ্ভবেৎ।। ২৪।।

অনুবাদ : যে কোনও ভক্ষ্য বা ভোজ্যবস্তু যদি অনিন্দিত হয়, তাহ'লে পর্যুষিত হ'লেও (আগের দিন পাক করা অন্ন পরের দিন রাখা হ'লে তাকে পর্যুষিত ব'লে), তাকে ঘি, তেল, দই প্রভৃতি স্নেহপদার্থ সংযুক্ত ক'রে ভোজন করা যায়। হোমশেষ চরুপ্রভৃতি দ্রব্য পর্যুষিত হ'লে, তা স্নেহপদার্থের সংযোগ ছাড়াই ভোজন করা যায়।। ২৪।।

চিরস্থিতমপি ত্বাদ্যমস্নেহাক্তং দ্বিজাতিভিঃ।
যবগোধূমজং সর্বং পয়সশ্চৈব বিক্রিয়া।। ২৫।।

অনুবাদ : যব ও গম থেকে প্রস্তুত সব দ্রব্য (যথা, ছাতু, রুটি, পিঠা প্রভৃতি) স্নেহযুক্ত না হ'লেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দু-তিন দিন পরেও ভোজন করতে পারেন। দুধ থেকে প্রস্তুত খাদ্যও (যথা, দই, প্রভৃতি) ঐরকম অবস্থায় খাওয়া যায়।। ২৫।।

এতদুক্তং দ্বিজাতীনাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যমশেষতঃ।
মাংসস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং ভক্ষণবর্জনে।। ২৬।।

অনুবাদ : দ্বিজগণের পক্ষে যা ভক্ষ্য এবং অভক্ষ্য, তা আদ্যোপান্ত সবই বলা হল। এখন মাংস-ভক্ষণ ও মাংস-বর্জনের বিধি বলছি।। ২৬।।

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে।। ২৭।।

অনুবাদ। প্রোক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট মাংস ভোজন করবে। বহু ব্রাহ্মণের

অনুমতিতে মাংস ভক্ষণ করতে পারা যায়। যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত মাংস ভক্ষণ করা যায়। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে প্রাণসংশয় উপস্থিত হ'লেও মাংস ভক্ষণ করতে পারা যায়।। ২৭।।

প্রাণস্যান্নমিদং সর্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্।। ২৮।।

অনুবাদ : জগতে যা কিছু পদার্থ আছে (তা প্রাণীই হোক্ বা উদ্ভিদ্ই হোক্), যে সবই ব্রহ্মা জীবের অন্ন ব'লে নির্দেশ করেছেন। অতএব প্রাণধারণের জন্য স্থাবর-জঙ্গম এ সব কিছুই জীবগণের ভোজ্য।। ২৮।।

চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ।। ২৯।।

অনুবাদ : হরিণপ্রভৃতি বিচরণশীল পশুরা নিশ্চল তৃণ প্রভৃতি আহার করে ['চর' বলতে বোঝায় সেই সব প্রাণীকে যাদের পা তুলে যুদ্ধ করার উৎসাহ আছে; যেমন, শ্যেন, বেজী প্রভৃতি। আর 'অচর' শব্দের অর্থ সাপ, পায়রা প্রভৃতি। তাই সকল অচর পদার্থ চরপদার্থের অন্ন বা খাদ্য। দন্তহীন জীব (যথা, রুরুমৃগ, পৃষতমৃগ প্রভৃতি পশু) বা হরিণ প্রভৃতি সামান্যদন্তশালী পশু সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট প্রাণীদের খাদ্য]। হস্তবিশিষ্ট মানুষেরা হস্তবিহীন মাছ প্রভৃতি আহার করে। সিংহ প্রভৃতি বীর পশুরা ভীত স্বভাব হাতী প্রভৃতিকে আহার ক'রে থাকে।। ২৯।।

নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ।। ৩০।।

অনুবাদ : অত্তা অর্থাৎ ভক্ষণকর্তা ভোজনের উপযুক্ত প্রাণীসমূহকে [অদ্যান্ = অদনীয় অর্থাৎ খাদ্যরূপে যাদের ভক্ষণ করা যায় সেই সব প্রাণীকে] প্রতিদিন ভোজন করতে থাকলে দোষগ্রস্ত হয় না (অর্থাৎ পাপভাজন হয় না)। কারণ, বিধাতাই স্বয়ং প্রাণীদের মধ্যে কতকগুলিকে ভক্ষ্য এবং কতকগুলিকে ভক্ষকরূপে সৃষ্টি করেছেন।। ৩০।।

যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোঽন্যথাপ্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।। ৩১।।

অনুবাদ : যজ্ঞ ক'রে মাংস ভোজন করবে, কারণ, যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট যে মাংস তার ভোজনকে দৈব প্রবৃত্তি বলে। এ ছাড়া অন্য প্রকারে সংগৃহীত মাংস-ভোজনকে (অর্থাৎ নিজের জন্য পশু হত্যা ক'রে মাংস ভোজনকে) রাক্ষসের আচার বলা যায়।। ৩১।।

ক্রীত্বা স্বয়ং বাঽপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা।
দেবান্ পিতৃংশ্চার্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি।। ৩২।।

অনুবাদ : যে পশুর মাংস ক্রয় করা যায় বা নিজে সংগ্রহ করা যায়, অথবা যে পশুর মাংস কারোর কাছ থেকে দান রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে অর্চনা ক'রে যদি তা ভক্ষণ করা যায় তাহ'লে দোষভাগী হ'তে হয় না। [এখানে যে বিধির কথা বলা হ'ল তা মৃগমাংস এবং পাখীর মাংস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এখানে যে মাংস ক্রয় করার কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে মেধাতিথি বলেন, মাংসের দোকান থেকে যদি মাংস কেনা হয় তাহ'লে তা 'সৌন' মাংস হবে, অথচ 'সৌন' মাংস শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। আবার সৌনিক বা কসাই যাকে বধ করে নি, যে পশু নিজে থেকে মরে গিয়েছে সেরকম পশুর মাংসও অভক্ষ্য, কারণ সেইরকম

মাংস ভক্ষণের ফলে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব ব্যাধ, শাকুনিক প্রভৃতিরা যে মাংস সংগ্রহ ক'রে বিক্রয় করে, তা কেনা চলবে। আবার ব্যাধেরা 'সৌনিক' ও নয়। তারা মাংস নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গৃহস্থের বাড়ীতে আসে। তখন ক্রয় করা সম্ভব। তাকে 'সৌন' বলা হয় না। 'স্বয়ং বাপি উৎপাদ্য' কথার অর্থ 'নিজে জোগাড় ক'রে', যেমন, ব্রাহ্মণ ভিক্ষা ক'রে এবং ক্ষত্রিয় মৃগয়ার দ্বারা মাংস সংগ্রহ করতে পারেন।]।। ৩২।।

নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেঽবশঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ বিধিবিহিত কর্মানুষ্ঠানপরায়ণ দ্বিজাতি বিপৎপাত না হ'লে (প্রাণসংশয় না হ'লে, অর্থাৎ মাংস ছাড়া অন্য কিছু খাদ্য সামনে না থাকায় মাংস না খেলে জীবন যাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে) কোনমতে অবৈধ মাংস ভোজন করবে না। যেহেতু, অবৈধভাবে মাংস ভোজন করলে মৃত্যুর পর পরলোকে সে যেসব পশুর মাংস ভোজন করেছে সেইসব প্রাণীকর্তৃক অসহায় অবস্থায় ভক্ষিত হয়।। ৩৩।।

ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ ধনলাভের ইচ্ছায় মৃগ (অর্থাৎ নানা জাতীয় পশু) হত্যা ক'রে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যাধদেরও পরলোকে পাপজনিত তেমন শাস্তি হয় না, যেমন বৃথা মাংসভোজীরা মৃত্যুর পর দুঃসহ দুঃখসমূহ ভোগ করে।। ৩৪।।

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ যে মানুষ শ্রাদ্ধে দেবলোক ও পিতৃলোকে যথাবিধি মাংস নিবেদন ক'রে ঐ মাংস ভোজন না করে, সে মৃত্যুর পর একুশ জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয় ('সম্ভব' শব্দের অর্থ জন্ম)।। ৩৫।।

অসংস্কৃতান্ পশূন্ মন্ত্রৈর্নাদ্যাদ্বিপ্রঃ কদাচন।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাস্থিতঃ।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ মন্ত্রের দ্বারা যার সংস্কার করা হয় নি এমন পশুর মাংস ব্রাহ্মণ যেন কখনো ভোজন না করেন। তবে শাশ্বত বৈদিক বিধি আশ্রয় ক'রে মন্ত্রসংস্কৃত পশুর মাংস খাওয়ায় কোনো বাধা নেই।। ৩৬।।

কুর্য্যাদ্ ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্যাৎ পিষ্টপশুং তথা।
ন ত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন।। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ পশুবধের প্রসঙ্গে অর্থাৎ মাংস ভোজন করতে ইচ্ছা হ'লে ঘি দিয়ে তৈরী বা পিটুলির পশুপ্রতিকৃতি নির্মাণ ক'রে দেবতাগণকে উপহার দেবে [অথবা, ঘি, পিটুলি, চাল প্রভৃতির দ্বারা পুরোডাশ প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে দেবতাকে নিবেদন করবে এবং এইভাবে মানসিক মাংস ভক্ষণ সম্পন্ন করবে], কিন্তু কখনই অকারণে পশু বধ করতে ইচ্ছা করবে না।। ৩৭।।

যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণম্।
বৃথা পশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ যে লোক বৃথা নিজের জন্য পশুবধ করে (অর্থাৎ যে পশুবধ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নয় সেই পশুবধ যে করে), সেই বৃথা পশুঘাতী মানুষ বৃথা-নিহত পশুর শরীরে যতসংখ্যক রোম আছে, মরণের পর সে তত জন্ম ধ'রে অন্যের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।। ৩৮।।

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে পশুবধ তা সিদ্ধ করবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজেই পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন; আর যজ্ঞ এই সমগ্র জগতের ভূতি বা পুষ্টির সাধক। সেই কারণে যজ্ঞে যে পশুবধ তা বধই নয়, কারণ, এইরকম ক্ষেত্রে পশুবধে পাপ নেই।। ৩৯।।

ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ ওষধি (অর্থাৎ যে গাছের ফল পাকার পর গাছটি মরে যায়), ছাগল প্রভৃতি পশু, যূপ প্রভৃতি নির্মাণের যোগ্য বৃক্ষসমূহ, তির্যক্ প্রাণী (অর্থাৎ সেই সব পশু-পাখী, যারা তখনই পশু-পাখী রূপে গণ্য হবে যদি সেগুলি যজ্ঞিয় হবিদ্রব্যরূপে বেদবচন-দ্বারা বিহিত হয়; যেমন কপিঞ্জল নামক পাখী), এবং চাতক প্রভৃতি পাখী—এরা যজ্ঞের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হ'য়ে আবার উচ্চযোনি লাভ করে।। ৪০।।

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ মধুপর্কের জন্য ('সমাংসো মধুপর্কঃ' এই বিধানানুসারে মধুপর্কে গোবধ বিহিত), জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের জন্য, অষ্টকা প্রভৃতি পিতৃকার্যে এবং দেবকার্যেই পশু বধ করবে, কিন্তু অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এই পশুহিংসা কর্তব্য নয়।—এ কথা মনু বলেছেন।। ৪১।।

এম্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্ দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্।। ৪২।।

অনুবাদ ঃ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজাতিরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) কেবলমাত্র এই সব মধুপর্কাদি-প্রয়োজনে যদি পশুবধ করেন, তাহ'লে তার দ্বারা তিনি নিজেকে এবং সেই পশুটিকে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত করিয়ে দেন—উভয়েরই সদ্গতি লাভ হয়।। ৪২।।

গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ।। ৪৩।।

অনুবাদ ঃ আত্মসংযমপরায়ণ দ্বিজাতি গৃহে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমেই থাকুন, গুরুর কাছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই থাকুন, আর অরণ্যে বানপ্রস্থ আশ্রমেই থাকুন না কেন, যে পশুবধ বেদবিহিত নয়, তা যেন তিনি প্রাণসংশয়ের ক্ষেত্রেও কখনো না করেন।। ৪৩।।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্ বেদাদ্ ধর্মো হি নির্বভৌ।। ৪৪।।

অনুবাদ ঃ এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসা নিয়ত আছে অর্থাৎ অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, তাকে অহিংসা বলেই জানতে হবে, কারণ, বেদে এরকম বলা হয়েছে; বেদ থেকেই ধর্মের প্রকাশ হয় [অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মের যে কথা তা একমাত্র বেদ

থেকেই নিরূপিত হয়। আর সেই বেদই জানাচ্ছে যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পশুহিংসা অভ্যুদয়ের কারণ হয়]।। ৪৪।।

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে।। ৪৫।।

অনুবাদ : যে লোক নিজের সুখের জন্য হিংসাদিরহিতহরিণ প্রভৃতি (নিরীহ) পশুকে হত্যা করে, সে জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর পরে অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই সুখলাভ করে না।। ৪৫।।

যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে।। ৪৬।।

অনুবাদ : যে লোক কোনও জীবকেই বন্ধন অথবা বধজনিত ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, তিনি সকলেরই হিতাভিলাষী; এমন লোক চিরকাল অনন্ত সুখ ভোগ করেন।। ৪৬।।

যদ্ধ্যায়তি যৎকুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন।। ৪৭।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি (মশা-মাছি প্রভৃতি) কোনও জীবের প্রতি হিংসা পোষণ করে না, সে যা কিছু ধর্মের অনুষ্ঠান করে, এবং সে যে পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করে, সে সবই অনায়াসে লাভ ক'রে থাকে।। ৪৭।।

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ।। ৪৮।।

অনুবাদ : প্রাণি-হিংসা না করলে মাংস উৎপন্ন হয় না; কিন্তু প্রাণি-বধ স্বর্গজনক নয় (অর্থাৎ নরকবাসের কারণ)। অতএব অবিহিত মাংস ভোজন করবে না।। ৪৮।।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ।। ৪৯।।

অনুবাদ : মাংসের উৎপত্তির কথা বিবেচনা ক'রে (অর্থাৎ অশুচি জঠরের মধ্যে পশুর বৃদ্ধি এবং শুক্রশোণিতরূপ অশুচি বস্তু থেকে তার উৎপত্তি, অতএব এইরকম যে উৎপত্তি তা নিন্দিত—একথা চিন্তা ক'রে), এবং মাংস লাভ করতে গেলে কিভাবে প্রাণিগণকে বধ ও বন্ধন করতে হয়—সে সব পর্যালোচনা ক'রে সাধু ব্যক্তিরা বিহিত মাংসের ভোজন থেকেও নিবৃত্ত হন, অবৈধ মাংসের তো কথাই নেই।। ৪৯।।

ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে।। ৫০।।

অনুবাদ : যিনি শাস্ত্রের বিধান ত্যাগ ক'রে পিশাচের মতো মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি জনসমাজে প্রীতির পাত্র হন এবং কোনও ব্যাধিও তাঁকে পীড়া দেয় না [অর্থাৎ কৃশ, দুর্বল প্রভৃতি প্রাণীর মাংস যিনি খান, তিনি রোগগ্রস্ত হন; সে কারণেও বিধিপূর্বক মাংস ভক্ষণ করা উচিত। সেইভাবে মাংস ভক্ষণ করলে কোনও ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হ'তে হয় না]।। ৫০।।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ।। ৫১।।

অনুবাদ : যিনি পশুবধ করতে অনুমতি দেন, যিনি অস্ত্রাদির দ্বারা পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করেন, যিনি পশু বধ করেন, যিনি সেই প্রাণীর মাংস ক্রয় করেন, যিনি তা বিক্রয় করেন, যিনি মাংস পাক করেন, যিনি পরিবেশন করেন, এবং যিনি মাংস ভক্ষণ করেন—তাঁরা সকলেই সেই পশুর 'ঘাতক' রূপে অভিহিত হন।। ৫১।।

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্য পিতৃন্ দেবান্ ততোঽন্যো নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ।। ৫২।।

অনুবাদ : যে লোক পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চনা না ক'রে অন্য প্রাণীর মাংসের দ্বারা নিজ দেহের মাংস বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করে, জগতে তার তুলনায় অপুণ্যকারী আর কেউ নেই। [এখানে যে লোক শরীরকে বেশী পুষ্ট করার অভিপ্রায়ে মাংস খায়, তারই নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু রোগোৎপত্তির ভয়ে যে লোক মাংস খায়, অর্থাৎ মাংস না খেলে রোগ হবে এইরকম পরিস্থিতিতে যে লোক মাংস খায়, তাকে নিন্দা করা হচ্ছে না। রোগের পথ্যরূপে যদি মাংস খাওয়া হয়, তখন যদি পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চনা করা কোনও রকমে সম্ভব না হয়, তাহ'লে দোষ হয় না।]।। ৫২।।

বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্।। ৫৩।।

অনুবাদ : যে লোক একশ বৎসর কাল প্রত্যেক বৎসরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে লোক যাবজ্জীবন মাংস ভক্ষণ করে না, তাদের দুজনেরই স্বর্গাদি পুণ্যফল সমান।। ৫৩।।

ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জনাৎ।। ৫৪।।

অনুবাদ : দ্বিজাতিরা সম্যক্ ভাবে [শাস্ত্রনিষিদ্ধ—] মাংস ভক্ষণ না করলে যেমন ধর্ম সঞ্চয় করতে পারেন, পবিত্র ফল-মূল ভোজন এবং মেধ্য [অর্থাৎ দেবতাকে নিবেদনের যোগ্য] ও মুনিগণ-সেবিত নীবারাদি অন্ন ভোজনের দ্বারা সেরকম মহাফল লাভ করা যায় না।। ৫৪।।

মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।। ৫৫।।

অনুবাদ : "আমি ইহলোকে যার মাংস ভোজন করছি, পরলোকে 'মাং = আমাকে, সঃ = সে' ভক্ষণ করবে"—পণ্ডিতেরা মাংস-শব্দের অর্থ এইরকম প্রতিপন্ন করেছেন।। ৫৫।।

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।। ৫৬।।

অনুবাদ : অনিষিদ্ধ মাংস ভোজনে কোনও দোষ নেই, ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে মদ্যপানেও কোনও দোষ নেই এবং বৈধ মৈথুনেও কোনও পাপ হয় না। এইগুলিতে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তিই হ'য়ে থাকে (অতএব এই তিনটি ক্ষেত্রে কোনও দোষ হয় না)। তবে এগুলি থেকে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক [অর্থাৎ 'মাংস-ভক্ষণ করব না' এইরকম সঙ্কল্প ক'রে যে 'নিবৃত্তি' অর্থাৎ মাংসত্যাগ, তা 'মহাফলা'। এখানে মহা ফলটি যে কি তা বিশেষভাবে বলা হয় নি; মীমাংসকদের মতে, স্বর্গই ঐ মহাফল।]।। ৫৬।।

প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের প্রেতশুদ্ধি অর্থাৎ পিতাপ্রভৃতি আত্মীয়েরা মৃত হ'লে, পুত্র-পৌত্রাদির যেভাবে শুদ্ধি হয় এবং যেভাবে সুবর্ণাদি ধাতুদ্রব্যের শুদ্ধি বিহিত আছে, তা আমি পর পর যথাযথভাবে বর্ণনা করব।। ৫৭।।

দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অশুদ্ধা বান্ধবাঃ সর্বে সূতকে চ তথোচ্যতে।। ৫৮।।

অনুবাদ : কোনও বালকের দাঁত উঠবার পর মৃত্যু হ'লে, কিংবা, দাঁত ওঠার পরবর্তী কালে চূড়াকরণ বা উপনয়নের পর বালকের মৃত্যু হ'লে, ঐ বালকের বান্ধবগণ অর্থাৎ সপিণ্ড ও সমানোদক সকলেই যথাসম্ভব অশুদ্ধ হয়। আর সূতকেও অর্থাৎ পুত্র ভূমিষ্ঠ হলেও বান্ধবগণকে ঐরকম অশুচি বলা হয়। ['সংস্থিত' শব্দের অর্থ 'মৃত'। সম্-পূর্বক স্থা-ধাতুর অর্থ সকলপ্রকার ব্যাপার অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া নিবৃত্ত হওয়া। আর, কোনও ব্যক্তির শরীরের সবরকম ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে গেলেই তাকে 'মৃত' বলা হয়।]।। ৫৮।।

দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অর্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থাং ত্র্যহমেকাহমেব চ।। ৫৯।।

অনুবাদ : সপিণ্ডের মৃত্যু হ'লে নির্গুণ ব্রাহ্মণের দশ দিন এবং গুণের তারতম্য অনুসারে চারদিন, তিনদিন কিংবা এক অহোরাত্র মাত্র অশৌচ হবে। ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান ও অগ্নিচর্যা বিবেচনা ক'রে অশৌচকালের এইরকম তারতম্য হয়।। ৫৯।।

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে।। ৬০।।

অনুবাদ : যে কোনও লোক নিজেকে ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে রেখে গণনা করলে তার উর্দ্ধতন ছয় পুরুষ এবং অধস্তন ছয় পুরুষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে সপিণ্ডতা থাকে—এই লোকগুলিকে ঐ মধ্যবর্তী লোকটির সপিণ্ড বলা হয়। পিতা থেকে উর্দ্ধতন ছয় পুরুষ এবং নিজে - এই সাত পুরুষ, কিংবা পুত্র থেকে অধস্তন ছয় পুরুষ এবং নিজে - এই সাত পুরুষে সপিণ্ডতা থাকবে। [পিতা প্রভৃতি উর্দ্ধতন ছয় পুরুষের পূর্বে এবং পুত্র প্রভৃতি অধস্তন ছয় পুরুষের পরে সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হবে, কিন্তু সমানোদক-ভাব থাকবে।] এই বংশে অমুক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যতদূর পর্যন্ত এই জ্ঞান থাকবে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরে অন্য কোনও ব্যক্তির জন্ম ও নাম জানা যায় না সেই পর্যন্ত পুরুষকে সমানোদক বলে। ['জন্ম' অর্থাৎ 'ইনি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন' এবং 'নাম' অর্থাৎ 'এই নামের অমুক ব্যক্তি পিতৃপিতামহ প্রভৃতি থেকে জন্মেছে'; এই দুটির মধ্যে যদি একটি জানা থাকে বা জানা যায়, তাহ'লে সমানোদক ব'লে বুঝতে হবে।]।। ৬০।।

যথেদং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
জননেঽপ্যেবমেব স্যান্নিপুণাং শুদ্ধিমিচ্ছতাম্।। ৬১।।

অনুবাদ : যেমন সপিণ্ডের মরণে অশৌচের বিধান করা হয়েছে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধিলাভ ইচ্ছা করেন, তাঁদের পক্ষে জননেও এইরকম অশৌচ জানবে।। ৬১।।

সর্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোস্তু সূতকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ।। ৬২।।

অনুবাদ : মৃত্যুজনিত অশৌচে অঙ্গাস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ সকলেরই সমান। কিন্তু জন্মসম্পর্কিত অশৌচে মাতা ও পিতার মাত্র সূতক অর্থাৎ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়; ঐ অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ মাতার দশরাত্রি হ'য়ে থাকে, কিন্তু পিতা স্নান করলেই তার সেই অস্পৃশ্যতা দূর হবে।। [পিতা উপস্পৃস্য = স্নান করেই শুচি হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই নিয়ম ঐ অশৌচবিষয়ক অঙ্গ াস্পৃশ্যত্ববিধির উপক্রমমাত্র। কারণ, পরের শ্লোকটিতে নির্দেশ আছে, পিতারও অস্পৃশ্যত্ব তিন দিন থাকে।]।। ৬২।।

নিরস্য তু পুমান্ শুক্রমুপস্পৃশ্যৈব শুধ্যতি।
বৈজিকাদভিসম্বন্ধাদনুরুন্ধ্যাদঘং ত্র্যহম্।। ৬৩।।

অনুবাদ : পুরুষ মৈথুনকাজে সংযুক্ত হ'য়ে রেতঃ ত্যাগ করার পর স্নান ক'রে (উপস্পৃশ্য= স্নান ক'রে) শুদ্ধ হ'তে পারে [কিন্তু অকামতঃ স্বপ্ন প্রভৃতিতে রেতঃপাতে পুরুষের স্নান ছাড়াও শুদ্ধি হয়]। যে ক্ষেত্রে রেতঃ দ্বারা অপত্য-উৎপাদন সম্বন্ধ রয়েছে সেখানে তিন দিন অশুচিত্ব হবে, অর্থাৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করলে বীজপ্রদ পিতার তিন দিন অস্পৃশ্যতা থাকবে। (পুত্রের মরণেও বীজপ্রদ পিতার তিন দিন অশৌচ হয়)।। ৬৩।।

অহ্না চৈকেন রাত্র্যা চ ত্রিরাত্রৈরেব চ ত্রিভিঃ।
শবস্পৃশো বিশুধ্যন্তি ত্র্যহাদুদকদায়িনঃ।। ৬৪।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ গুণবান্ হ'লেও যদি মৃত সপিণ্ডের শব স্পর্শ হয়, তাহ'লে তিন গুণিত তিন দিন অর্থাৎ নয় দিন এবং এক অহোরাত্র— মোট এই দশ অহোরাত্রে তার অশৌচান্ত হয়, কিন্তু যারা উদকদায়ী অর্থাৎ সমানোদক, তারা শবস্পর্শ করলে তাদের তিন অহোরাত্র অশৌচ হয় ।। ৬৪।।

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি।। ৬৫।।

অনুবাদ : গুরুর মৃত্যু হ'লে শিষ্য যদি তার পিতৃমেধ অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকর্ম করে, তাহ'লে সেই শিষ্য সপিণ্ডদের মতো দশ অহোরাত্রে শুদ্ধ হয় [প্রেতাহারৈঃ সমম্ = যারা প্রেত-কে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে আহরণ করে অর্থাৎ শ্মশানে বহন ক'রে নিয়ে যায়, তাদের যেমন দশ অহোরাত্র অশৌচ, শিষ্যেরও সেইরকম।]।। ৬৫।।

রাত্রিভির্মাসতুল্যাভি গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি।
রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা।। ৬৬।।

অনুবাদ : গর্ভস্রাব হ'লে সেই নারীর যত মাসের গর্ভ ততদিন সে অশুচি থাকে, তারপর শুদ্ধ হয় অর্থাৎ তার তিনমাসে তিনদিন, চারমাসে চারদিন ইত্যাদি প্রকার অশৌচ হয়। রজস্বলা নারী রজোনিবৃত্তি হ'লে পঞ্চম দিনে সাধ্বী, অর্থাৎ শুদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে যোগ্যা হবে (কিন্তু তিন দিবারাত্রি গত হ'লে চতুর্থ দিনে সে স্নানান্তে স্বামীর স্পর্শযোগ্যা হবে)। [এখানে 'স্ত্রী' শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সকল প্রকার নারীর পক্ষেই এইরকম ব্যবস্থা প্রযোজ্য। কারণ, আগেকার শ্লোকগুলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষেই বিধি নির্দেশ করা হচ্ছে ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং এখানেও ব্রাহ্মণজাতীয় নারীর পক্ষেই এইরকম ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে

ব'লে আশঙ্কা হ'তে পারে। এইরকম আশঙ্কা নিরাশ করার জন্যই এখানে 'স্ত্রী' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব সকলজাতীয় স্ত্রীর পক্ষেই এই একই বিধি।]।। ৬৬।।

নৃণামকৃতচূড়ানাং বিশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা।
নির্বৃত্তচূড়কানান্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।। ৬৭।।

অনুবাদ : যে সমস্ত পুরুষের অর্থাৎ বালকের চূড়াকর্ম করা হয় নি, তাদের মৃত্যুতে সপিণ্ডদের এক অহোরাত্রে শুদ্ধি হয়; কিন্তু চূড়াকর্ম যাদের নিষ্পন্ন হয়েছে (কিন্তু উপনয়ন হয় নি), এমন বালকদের মৃত্যুতে সপিণ্ডদের তিন অহোরাত্র অশৌচ হবে।। ৬৭।।

ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যু র্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে।। ৬৮।।

অনুবাদ : যার দুই বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নি, এমন বালকের বা বালিকার মৃত্যু হ'লে তার বান্ধবগণ তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে মালা-চন্দন প্রভৃতির দ্বারা ভূষিত ক'রে তার অস্থি সঞ্চয় না ক'রে তাকে বিশুদ্ধ মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখবে (নিদধ্যুঃ = ভূমৌ নিখাতায়াং স্থাপয়েয়ুঃ)।। ৬৮।।

নাস্য কার্যোঽগ্নিসংস্কারো ন চ কার্যোদকক্রিয়া।
অরণ্যে কাষ্ঠবৎ ত্যক্ত্বা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব চ।। ৬৯।।

অনুবাদ : অপূর্ণ দুইবৎসর বয়স্ক বালকের মৃত্যু হ'লে, তার অগ্নিসংস্কার কর্তব্য নয় এবং উদকক্রিয়া বা তর্পণও করণীয় হবে না। অরণ্যমধ্যে যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে ত্যাগ করা হয় সেইভাবে তাকে ত্যাগ ক'রে (অর্থাৎ তার প্রতি নিরপেক্ষ বা মমতাশূন্য হ'য়ে) কোনও প্রকার শাস্ত্রোক্ত ব্যাপারের অনুষ্ঠান না ক'রে তিন দিন মাত্র অশৌচ পালন করবে।। ৬৯।।

নাত্রিবর্ষস্য কর্তব্যা বান্ধবৈরুদকক্রিয়া।
জাতদন্তস্য বা কুর্যু র্নাম্নি বাঽপি কৃতে সতি।। ৭০।।

অনুবাদ : যে বালকের বয়স তিন বৎসরের কম, তার মৃত্যু হ'লে, পিতা-প্রভৃতি সপিণ্ডগণ তার অগ্নিদান বা উদকক্রিয়া করবেন না, কিন্তু সেই বালক যদি জাতদন্ত হয় অথবা তার নামকরণ হ'য়ে থাকে, তখন তার মৃত্যুর পর উদকক্রিয়াদি করা যেতে পারে [অর্থাৎ উদকক্রিয়াদি করলে মৃতের উপকার হয়, আর না করলে প্রত্যবায় হয় না অর্থাৎ বিধি-লঙ্ঘন করা হয় না]।। ৭০।।

সব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতম্।
জন্মন্যেকোদকানান্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।। ৭১।।

অনুবাদ : সব্রহ্মচারী অর্থাৎ যারা একই বেদশাখা অধ্যয়ন করে, তাদের মধ্যে কারোর মৃত্যু হ'লে অন্যান্য সহাধ্যায়ীর পক্ষে একদিন অশৌচ পালন করা স্মৃতিসম্মত। আর একোদকদের অর্থাৎ সমানোদকদের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তিন দিন অশৌচের পর শুদ্ধি হয়।। ৭১।।

স্ত্রীণামসংস্কৃতানান্তু ত্র্যহাচ্ছুধ্যন্তি বান্ধবাঃ।
যথোক্তেনৈব কল্পেন শুধ্যন্তি তু সনাভয়ঃ।। ৭২।।

অনুবাদ : স্ত্রীলোক যদি সংস্কৃতা অর্থাৎ বিবাহিতা না হ'য়ে বাগ্‌দত্তা অবস্থাতেই মৃতা

হয় [অর্থাৎ যে নারীকে কেবল কথা দিয়ে পত্নীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু বিবাহ হয় নি, এমন স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে], তার ভাবী-স্বামী-পক্ষীয় বান্ধবগণ তিন দিন অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হবে; এবং ঐ স্ত্রীর 'সনাভিগণ' অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় সপিণ্ডগণও পূর্বোক্ত নিয়মে (অর্থাৎ 'নিবৃত্তচৌড়কানাম্' ইত্যাদি বচনে যেমন বলা হয়েছে সেই অনুসারে) তিন দিন অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হবে।। ৭২।।

অক্ষারলবণান্নাঃ স্যু র্নিমজ্জেয়ুশ্চ তে ত্র্যহম্।
মাংসাশনঞ্চ নাশ্নীয়ুঃ শয়ীরংশ্চ পৃথক্ ক্ষিতৌ।। ৭৩।।

অনুবাদ : মরণাশৌচে সপিণ্ডগণ কৃত্রিম লবণবিহীন অন্ন ভোজন করবে, তিন দিন নদী-সরোবর প্রভৃতিতে ডুব দিয়ে স্নান করবে (কিন্তু সেই সময় গা-ঘষা প্রভৃতি বর্জনীয়), এইরকম অশৌচমধ্যে (মাছ ও) মাংস ভোজন করবে না, এবং ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক ভূমির উপর আলাদা-আলাদা শয্যায় শয়ন করবে।। ৭৩।।

সন্নিধাবেষ বৈ কল্পঃ শাবাশৌচস্য কীর্তিতঃ।
অসন্নিধাবয়ং জ্ঞেয়ো বিধিঃ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।। ৭৪।।

অনুবাদ : নিকটে বা স্বদেশে থেকে মৃতব্যক্তির মরণদিন জ্ঞাত হ'লে, মৃতাশৌচের এই রকম ব্যবস্থা বলা হল, কিন্তু বিদেশস্থিত ব্যক্তির মরণে মৃত্যুদিনবিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ সপিণ্ডাদি বান্ধবগণের পক্ষে বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসরণীয়।। ৭৪।।

বিগতন্তু বিদেশস্থং শৃণুয়াদ্ যো হ্যনির্দশম্।।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ।। ৭৫।।

অনুবাদ : বিদেশস্থ (অর্থাৎ গ্রামান্তরাদিতে অবস্থিত) সপিণ্ডের মৃত্যু (বিগতম্ = অর্থাৎ মৃত) হ'লে সেই সংবাদ যদি দশ দিনের মধ্যে (অনির্দশম্ = যার দশ দিন অতিক্রান্ত হয় নি) শুনতে পাওয়া যায়, তাহ'লে অশৌচের যে কটি দিন অবশিষ্ট থাকবে সেই কটি দিন মাত্র সপিণ্ডগণের অশৌচ থাকে (বিদেশস্থ সপিণ্ডের জন্মবিষয়েও এইরকম অশৌচবিধি হবে)।। ৭৫।।

অতিক্রান্তে দশাহে চ ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
সম্বৎসরে ব্যতীতে তু স্পৃষ্ট্বৈবাপো বিশুধ্যতি।। ৭৬।।

অনুবাদ : সপিণ্ডমরণের দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি মৃত্যুসংবাদ শোনা যায়, তাহ'লে ঐ সংবাদ শোনার দিন থেকে তিন অহোরত্রে মাত্র অশৌচ হয়। কিন্তু এক বৎসর অতীত হ'লে যদি মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়, তবে স্নান করলেই সপিণ্ডগণ শুদ্ধ হবে।

নির্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য শুদ্ধো ভবতি মানবঃ।। ৭৭।।

অনুবাদ : দশ দিন পর বিদেশস্থিত জ্ঞাতির মৃত্যু-সংবাদ বা পুত্রের জন্মসংবাদ শুনলে সমানোদক ব্যক্তিদের যে অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ হয়, তাতে পরিহিত বস্ত্রসমেত স্নান করলে শুদ্ধ হওয়া যায়।।৭৭।।

বালে দেশান্তরস্থে চ পৃথক্পিণ্ডে চ সংস্থিতে।
সবাসা জলমাপ্লুত্য সদ্য এব বিশুদ্ধ্যতি।। ৭৮।।

অনুবাদ : দেশান্তরস্থিত অজাতদন্ত বালক অথবা বিদেশস্থ কোনও পৃথক্‌পিণ্ড অর্থাৎ সমানোদক মৃত হ'লে, তার সমানোদক ব্যক্তিরা পরিহিত বস্ত্র সমেত স্নান করলে তখনই শুদ্ধ হবেন।। ৭৮।।

অন্তর্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবৎ স্যাদনির্দশম্।। ৭৯।।

অনুবাদ : দশ দিন জননাশৌচের মধ্যে যদি আর একটি জন্ম ঘটে অথবা দশ দিন মরণাশৌচের মধ্যে যদি আর একটি মৃত্যু ঘটে, তাহ'লে ব্রাহ্মণের ততদিনই অশৌচ থাকবে যতদিন না সেই পূর্ব-অশৌচটির দশ দিন অতিক্রান্ত হয়, অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে অশৌচ বাড়বে না কিন্তু প্রথম অশৌচের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় অশৌচ চলবে এবং প্রথম অশৌচের অন্তেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হবে। [বস্তুতঃ এখানে সমানজাতীয় অশৌচের মধ্যে সমানজাতীয় অন্য একটি অশৌচের কারণ ঘটলে এইরকম নিয়ম হবে। কিন্তু জন্ম-অশৌচের মধ্যে যদি একটি পূর্ণ মরণাশৌচ ঘটে তাহ'লে এই নিয়ম ঘটবে না; এরকম ক্ষেত্রে পরবর্তী মরণাশৌচের কারণটি অর্থাৎ মরণটি যেদিন ঘটবে সেই দিন থেকে আবার দশাহ প্রভৃতি গণনা করতে হবে]।। ৭৯।।

ত্রিরাত্রমাহুরাশৌচমাচার্যে সংস্থিতে সতি।
তস্য পুত্রে চ পত্ন্যাঞ্চ দিবারাত্রমিতি স্থিতিঃ।। ৮০।।

অনুবাদ : আচার্যের (অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার করেন, তাঁর) মৃত্যু হ'লে (সংস্থিতে = মৃতে সতি) শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ হ'য়ে থাকে, আচর্যের পুত্র বা পত্নী মৃত হ'লে দিবারাত্র-মাত্র অশৌচ হয়—এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।। ৮০।।

শ্রোত্রিয়ে তূপসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ।। ৮১।।

অনুবাদ : একগৃহে বসবাসকারী মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ শ্রেত্রিয়ের অর্থাৎ বেদশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হ'লে [উপসম্পন্ন অর্থাৎ বন্ধুত্ববশতঃ বা অন্য কোনও কারণবশতঃ সঙ্গে আছেন যিনি], 'ত্রিরাত্র' অশৌচ হবে। মাতুল, শিষ্য, পুরোহিত, পিসতুতো ভাই প্রভৃতি বান্ধবজনের মৃত্যুতে পক্ষিণী অর্থাৎ দুই দিন-একরাত্রি অশৌচ হবে।। ৮১।।

প্রেতে রাজনি সজ্যোতির্যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ।
অশ্রোত্রিয়ে ত্বহঃ কৃৎস্নমনূচানে তথা গুরৌ।। ৮২।।

অনুবাদ : যে রাজার রাজ্যে বাস করা হয় তাঁর মৃত্যুতে প্রজাদের সজ্যোতিঃ অশৌচ হবে অর্থাৎ দিনে রাজার মৃত্যু হ'লে দিনে অশৌচ এবং রাত্রিতে মৃত্যু হ'লে রাত্রিতে অশৌচ হবে। এবং এক গৃহবাসী অশ্রোত্রিয় (অর্থাৎ যিনি বেদাধ্যয়ন করেন না) ব্রাহ্মণের মৃত্যু হ'লে কিংবা অনূচানের (অর্থাৎ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী গুরুর) মৃত্যু হ'লে দিবাভাগমাত্রব্যাপী অশৌচ হবে।। ৮২।।

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি।। ৮৩।।

অনুবাদ : উপনীত সপিণ্ডের মরণে বা জননে ব্রাহ্মণেরা দশ দিনে শুদ্ধ হন, ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিনে, বৈশ্যেরা পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়।। ৮৩।।

ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম কুর্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।। ৮৪।।

অনুবাদ ঃ অশৌচের দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে না অর্থাৎ যে অশৌচ তিন দিনে যায়, তা দশ দিন ধরে করবে না। প্রতিদিন অগ্নিসাধ্য যে সব নিত্যকর্ম অনুষ্ঠেয় সেগুলির ব্যাঘাত করবে না, কারণ, এইরকম অশৌচ গ্রহণ করলে হোমপ্রভৃতির ব্যাঘাত হয়। ঐ অগ্নিসাধ্য ক্রিয়াগুলি করতে প্রবৃত্ত হ'য়ে পুত্রাদি কোনও সপিণ্ডও অশুচি হয় না।। ৮৪।।

দিবাকীর্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ দিবাকীর্তি অর্থাৎ চণ্ডাল, উদক্যা অর্থাৎ রজঃস্বলা নারী, ব্রহ্মবধাদির কারণে পতিত ব্যক্তি, দশদিন যাবৎ নবপ্রসূতা সূতিকা স্ত্রী, শব (মৃতদেহ) এবং শবস্পর্শকারী —এদের স্পর্শ করলে স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'তে হবে।। ৮৫।।

আচম্য প্রযতো নিত্যং জপেদশুচিদর্শনে।
সৌরান্ মন্ত্রান্ যথোৎসাহং পাবমানীশ্চ শক্তিতঃ।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ প্রতিদিন শ্রাদ্ধের কাজ বা দেবতার কাজ করার জন্য স্নান ও আচমন ক'রে পবিত্র হ'লে, যদি পূর্বশ্লোকোক্ত দিবাকীর্তি-প্রভৃতি অশুচিদর্শন ঘটে, তাহ'লে সকল সময়েই আচমন ক'রে প্রযত হ'য়ে (অর্থাৎ অন্য বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত ক'রে, কেবলমাত্র মন্ত্রপাঠ ও দেবতাদির চিন্তায় নিরত থেকে), যথাশক্তি উৎসাহের সাথে ('উদু ত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি—) সূর্যদেবতার মন্ত্র এবং যথাশক্তি পাবমানী-মন্ত্র (অর্থাৎ ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে আম্নাত 'স্বাদিষ্টয়া' ইত্যাদি ঋক্‌সমূহ) জপ করবে।। ৮৬।।

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ মৃত মানুষের মাংস-মজ্জাদিযুক্ত অস্থি স্পর্শ করলে [নারম্ = মনুষ্যাস্থি; সস্নেহম্ = মাংসমজ্জাদিগ্ধম্] ব্রাহ্মণ স্নান ক'রে শুদ্ধি লাভ করে। আর ঐ মনুষ্যাস্থি যদি শুষ্ক হয় তবে তা স্পর্শ করলে আচমন ক'রে, গাভী স্পর্শ ক'রে এবং সূর্য দর্শন ক'রে শুদ্ধ হবে।। ৮৭।।

আদিষ্টী নোদকং কুর্যাদাব্রতস্য সমাপনাৎ।
সমাপ্তে তূদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধতি।। ৮৮।।

অনুবাদ ঃ আদিষ্টী অর্থাৎ উপনয়নে ব্রতাদেশপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী যতদিন না তার সেই ব্রত (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য) সমাপ্ত হয়, ততদিন (পিতা, মাতা ও আচার্য ব্যতীত অন্য কোনও—) সপিণ্ড মারা গেলে তার উদকক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করবে না ও অশৌচ গ্রহণ করবে না। কিন্তু ব্রত সমাপ্তির পর প্রেতকৃত্য সমাপ্ত ক'রে মাত্র ত্রিরাত্র অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হবে ।। ৮৮।।

বৃথাসঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাম্।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্তেতোদকক্রিয়া।। ৮৯।।

অনুবাদ ঃ যারা বৃথাজাত [অর্থাৎ যারা দেবার্চনা, পিতৃগণের পূজা ও অতিথি প্রভৃতির অর্চনা করে না; এদের জন্ম বৃথা; তাছাড়া গৃহস্থাশ্রমের অধিকার থাকা সত্ত্বেও যারা আশ্রমী না হ'য়ে হুত-অহুত পরিত্যাগ করেছে, তারাও বৃথাজাত], যারা সঙ্করজাত [অর্থাৎ উচ্চবর্ণের

স্ত্রীলোকের গর্ভে হীনবর্ণের পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত], যারা বেদমার্গ-বহির্ভূত রক্তবস্ত্রাদিধারণরূপ কপটপ্রবজ্যাশ্রমী এবং যারা বিষাদি ভক্ষণ ক'রে স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হয়— এদের উদকক্রিয়া লোপ পাবে অর্থাৎ এদের মৃত্যুর পর এদের উদ্দেশ্যে উদকদানাদি ক্রিয়া করবে না।। ৮৯।।

পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ চরন্তীনাঞ্চ কামতঃ।
গর্ভভর্তৃদ্রুহাঞ্চৈব সুরাপীনাঞ্চ যোষিতাম্।। ৯০।।

অনুবাদ : যে সব নারী **পাষণ্ডধর্ম** আশ্রয় করেছে [অর্থাৎ বেদ ও তদনুগত শাস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে বেদবহির্ভূত দর্শন আশ্রয় করেছে], যে সব নারী কামচারিণী হ'য়ে আছে [অর্থাৎ কুলাচার ও কুলমর্যাদা পরিত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছাক্রমে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে সংসর্গ করে], যে সব নারী **গর্ভদ্রোহ** অর্থাৎ গর্ভপাত ঘটায়, যে সব নারী স্বামীকে বিষ প্রভৃতি খেতে গিয়ে **ভর্তৃদ্রোহ** করে এবং যে সব ব্রাহ্মণ-নারী নিষিদ্ধ সুরা পান করে— তাদরেও উদকক্রিয়া লোপ পাবে অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করা চলবে না।। ৯০।।

আচার্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্।
নির্হৃত্য তু ব্রতী প্রেতান্ ন ব্রতেন বিযুজ্যতে।। ৯১।।

অনুবাদ : স্বীয় আচার্য [অর্থাৎ যিনি শিষ্যকে উপনয়ন দিয়ে সমস্ত বেদশাখা অধ্যাপনা করেন], উপাধ্যায় [অর্থাৎ যিনি বেদের একদেশ অধ্যাপনা করেন], এবং গুরু [অর্থাৎ যিনি এক বা বহুবেদের ব্যাখ্যা করেন]— এঁরা এবং পিতা ও মাতা— এঁরা মৃত হ'লে ব্রহ্মচারী যদি এঁদের দহন-বহনাদি করেন তাহ'লে তার ব্রতলোপ হয় না; এ ছাড়া অন্যের দহনাদিতে ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ হবে।। ৯১।।

দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রং পুরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তরপূর্বৈস্তু যথাযোগং দ্বিজন্মনঃ।। ৯২।।

অনুবাদ : শূদ্র মৃত হ'লে তাকে পুরের (নগরের ও গ্রামের) দক্ষিণদ্বার দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে, বৈশ্যের শব পশ্চিমদ্বার দিয়ে, ক্ষত্রিয়ের শব উত্তরদ্বার দিয়ে এবং ব্রাহ্মণের শব পূর্বদ্বার দিয়ে যথাক্রমে শ্মশানে নিয়ে যাবে।। ৯২।।

ন রাজ্ঞামঘদোষোঽস্তি ব্রতিনাং ন চ সত্রিণাম্।
ঐন্দ্রং স্থানমুপাসীনা ব্রহ্মভূতা হি তে সদা।। ৯৩।।

অনুবাদ : রাজপদে অভিষিক্ত হ'য়ে রাজকাজ সম্পাদনকারী রাজাদের, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে নিযুক্ত ব্রহ্মচারীদের এবং গবাময়ন-প্রভৃতি দীর্ঘকালব্যাপী সত্রের অর্থাৎ যজ্ঞের সম্পাদনকারীদের নিজ নিজ কর্তব্যসম্পাদনের সময় সপিণ্ডজননে বা মরণে অশৌচদোষ নেই, কারণ, সেই সময় রাজা অভিষিক্ত হ'য়ে সমস্ত জনপদবাসীদের উপর আধিপত্যরূপ ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন, এবং বহ্মচারীরা চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের আধিপত্যরূপ ও যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞরূপ আধিপত্য প্রাপ্ত হ'য়ে সর্বদা ব্রহ্মভাবাপন্ন হ'য়ে থাকেন।। ৯৩।।

রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।
প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনঞ্চাত্র কারণম্।। ৯৪।।

অনুবাদ : প্রজাপালনাদি মাহাত্ম্যযুক্ত স্থানে অর্থাৎ রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত রাজার পক্ষে সপিণ্ডের জন্মে বা মরণে সদ্যঃশৌচ বিহিত হয়েছে, কারণ, সিংহাসনে আরূঢ় হ'য়ে প্রজাদের

সম্যগ্‌ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন ব'লে [অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে অন্নদান, উৎপাতে শান্তি-হোমাদি ক'রে জগতের উপকার সাধন করেন ব'লে], সিংহাসনে আরোহণই তাঁর সদ্যঃশৌচের (অর্থাৎ অশৌচাভাবের) কারণ ব'লে জানতে হবে।। ৯৪।।

ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ।
গোর্ব্রাহ্মণস্য চৈবার্থে যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ।। ৯৫।।

অনুবাদ : যারা ডিম্বাহবহত [ডিম্ব শব্দের অর্থ বহুলোকের সমাবেশ বা শস্ত্ররহিত কলহ; অথবা, ডিম্বাহব শব্দের অর্থ নৃপতি-রহিত যুদ্ধ এবং এইরকম ক্ষেত্রে যারা নিহত হয়], বিদ্যুৎপাতে অর্থাৎ বজ্রাঘাতে যারা নিধনপ্রাপ্ত হয়, বা রাজদণ্ডে যাদের মৃত্যু হয়, কিংবা গরু বা ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে গিয়ে আগুন-হিংস্রজন্তু প্রভৃতির দ্বারা যাদের প্রাণ বিয়োগ হয়েছে তাদের মৃত্যুতে সপিণ্ডদের অশৌচ থাকে না; এবং রাজা যাদের অশৌচাভাব ইচ্ছা করেন, তাদেরও সদ্যঃশৌচ হয়।। ৯৫।।

সোমাগ্ন্যর্কানিলেন্দ্রাণাং বিত্তাপ্‌পত্যোর্যমস্য চ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।। ৯৬।।

অনুবাদ : রাজার উপরি উক্ত ব্যাপার সমূহ সম্পাদন করার শক্তি আছে, কারণ, রাজা সোম (চন্দ্র), অগ্নি, অর্ক (সূর্য), অনিল (বায়ু), ইন্দ্র, বিত্তপত্তি (ধনাধিপতি কুবের), অপ্‌পতি (জলাদিপতি বরুণ) ও যম — এই আটজন দিক্‌পালের মূর্তি অর্থাৎ তেজের অংশ ধারণ ক'রে থাকেন।। ৯৬।।

লোকেশাধিষ্ঠিতো রাজা নাস্যাশৌচং বিধীয়তে।
শৌচাশৌচং হি মর্ত্যানাং লোকেশপ্রভবাপ্যয়ম্।। ৯৭।।

অনুবাদ : রাজা চন্দ্র-অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণের তেজঃ ধারণ করেন, এজন্য তাঁর উপর অশৌচবিধি প্রযোজ্য নয়; কারণ, লোকপালগণের প্রভাবেই শৌচ ও অশৌচ মানুষের এই দুই ধর্ম প্রবর্তিত হ'য়ে থাকে (এমতাবস্থায় লোকেশ্বর রাজার অশৌচ কেমনভাবে হবে?)।। ৯৭।।

উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্মহতস্য চ।
সদ্যঃ সন্তিষ্ঠতে যজ্ঞ স্তথাশৌচমিতি স্থিতিঃ।। ৯৮।।

অনুবাদ : যে ক্ষত্রিয় স্বধর্মানুসারে সংগ্রামে সম্মুখীন হ'য়ে উদ্যত খড়্গাদি অস্ত্রের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে, সে সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ্টোমাদিস্বর্গফল লাভ করে এবং তার অশৌচ তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয়—এ-ই হ'ল শাস্ত্রের ব্যবস্থা।। ৯৮।।

বিপ্রঃ শুধ্যত্যপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধম্।
বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ।। ৯৯।।

অনুবাদ : [দশাহ প্রভৃতি যে সব অশৌচকাল আছে, সেগুলি পরিপূর্ণ হ'য়ে যাওয়ার পর অন্য কর্তব্য বলা হচ্ছে—]। ব্রাহ্মণ অশৌচাবসানে শ্রাদ্ধাদি ক'রে জলস্পর্শ (এবং স্নান) করলে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বাহন বা ধনুর্বাণাদি শস্ত্র স্পর্শ করলে শুদ্ধ হয়, বৈশ্য বলীবর্দাদির প্রতোদ (অর্থাৎ গো-তাড়নদণ্ড) বা রশ্মি (অর্থাৎ লাগাম) স্পর্শ করেই শুদ্ধ হয়, এবং শূদ্র যষ্টি অর্থাৎ ছড়ি বা লাঠি স্পর্শ করেই শুদ্ধ হবে। [সকলেরই কিন্তু কৃতক্রিয় হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ স্নানাদি ক্রিয়া করণীয়]।। ৯৯।।

এতদ্বোঽভিহিতং শৌচং সপিণ্ডেষু দ্বিজোত্তমাঃ।
অসপিণ্ডেষু সর্বেষু প্রেতশুদ্ধিং নিবোধত।। ১০০।।

অনুবাদ : হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ডের মৃত্যুতে অন্যান্য সপিণ্ডের পক্ষে শৌচ লাভ করার যে সব বিধান আছে, তা তোমাদের বললাম। এখন অসপিণ্ডমরণে যেরকম অশৌচ হয়, তা আপনারা এবার শুনন।। ১০০।।

অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নির্হৃত্য বন্ধুবৎ।
বিশুধ্যতি ত্রিরাত্রেণ মাতুরাপ্তাংশ্চ বান্ধবান্।। ১০১।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যদি অসপিণ্ড কোনও মৃত ব্রাহ্মণকে বন্ধুর মত সমবেদনাযুক্ত হ'য়ে দহন ও শব বহনাদি করেন, তাহ'লে তিনি ত্রিরাত্র অশৌচের পর শুদ্ধ হবেন। নিজ মাতার নিকটসম্পর্কীয় বান্ধবকে (অর্থাৎ মাতুল-প্রভৃতিকে) সৎকার করলেও ঐ রকম ত্রিরাত্র অশৌচ হবে।। ১০১।।

যদ্যন্নমত্তি তেষান্তু দশাহেনৈব শুধ্যতি।
অনদন্নন্নমহ্নৈব নচেত্তস্মিন্ গৃহে বসেৎ।। ১০২।।

অনুবাদ : যদি শব দহনের পর ব্রাহ্মণ মৃত অসপিণ্ড জ্ঞাতির সপিণ্ডের অন্ন ভোজন ক'রে তাদের বাড়ীতে অবস্থান করেন, তাহ'লে তাঁর দশাহ-অশৌচ হবে। আর যদি শবদহনের পর উক্ত অসপিণ্ডের অন্ন ভোজন না করেন বা তার বাড়ীতে অবস্থান না করেন, তাহ'লে তিনি এক দিবা-রাত্রেই শুদ্ধ হবেন।। ১০২।।

অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি।। ১০৩।।

অনুবাদ : যদি কেউ স্বেচ্ছায় জ্ঞাতিই হোক্ বা অন্য কেউ হোক্, এমন কোনও মৃত ব্যক্তির শবানুগমন করে, তাহ'লে পরিহিত বস্ত্রসমেত স্নান ক'রে অগ্নিস্পর্শ-পূর্বক ঘি ভোজন করলে সে শুদ্ধি লাভ করবে।। ১০৩।।

ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা।। ১০৪।।

অনুবাদ: আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতীয় লোক বর্তমান থাকলে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের শব শূদ্রের দ্বারা বহন করানো উচিত নয়। মৃতদেহ শূদ্রস্পর্শ-দূষিত হ'লে ঐ মৃতের আত্মাকে স্বর্গবিরোধী এক বিষম দুর্গতি লাভ করতে হয়। [যদি আত্মীয় না থাকে তবে ক্ষত্রিয়ের দ্বারা এবং তার অভাবে বৈশ্যের দ্বারা এবং তার অভাবে শূদ্রের দ্বারা শব বহন করানো যেতে পারে]।। ১০৪।।

জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃণ্মনো বার্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কর্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্তৃণি দেহিনাম্।। ১০৫।।

অনুবাদ: জ্ঞান [সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট আত্মবিষয়ক জ্ঞান; এই জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা ও তন্মূলক বাসনা দূর হয় এবং রাগ-দ্বেষাদি বিনষ্ট হয়], তপস্যা [চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপ পাতক ও উপপাতক থেকে শুদ্ধিলাভের কারণ], অগ্নি [আগুন মৃত্তিকাদিনির্মিত বস্তুর শুদ্ধির কারণ], আহার [দুধ, ফলমূল প্রভৃতি পবিত্র খাদ্যবস্তু তপস্যার মতই শুদ্ধিসম্পাদন করে], মাটি, মনের প্রশস্তি, জল, উপাঞ্জন (গোময়-প্রলেপ), বাতাস, সৎকর্ম এবং সূর্যদর্শনকাল—এইগুলি মানুষের

শরীরের শুদ্ধি-সম্পাদন ক'রে থাকে।। ১০৫।।

সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ।। ১০৬।।

অনুবাদ ঃ জল-মৃত্তিকা প্রভৃতি শুদ্ধিকর সকল জিনিসের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে অর্থশৌচকে [অর্থাৎ অন্যায়ভাবে পরধন গ্রহণ না করাকে] উৎকৃষ্ট শৌচ ব'লে মনু প্রভৃতি নির্দেশ করেছেন। কারণ যে ব্যক্তি অর্থবিষয়ে শুচি অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক পরের দ্রব্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শুচি; মাটি এবং জলপ্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ হ'লেই শুচি হওয়া যায় না।। ১০৬।।

ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ পণ্ডিত ব্যক্তিরা অপকারকারীর প্রত্যপকার না ক'রে ক্ষমাপ্রদর্শনের দ্বারা শুদ্ধ (নিরাপদ) হন; অকার্যকারী লোকেরা দানের দ্বারা শুদ্ধ হয়; যারা গোপনে পাপ করে, তারা জপের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে; এবং শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হ'য়ে থাকেন।। ১০৭।।

মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুদ্ধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ শোধনীয় বাহ্যদ্রব্য, যথা, মলিন বা অপবিত্র বস্তু অথবা এই পার্থিব দেহ মাটি ও জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়; নদী শ্লেষ্মাদি-মল-দূষিতা হ'লে স্রোতের দ্বারা শুদ্ধ হয়; যে নারী মনে মনে পরপুরুষসংসর্গ-চিন্তা ক'রে দোষগ্রস্ত হয় [কিন্তু যেখানে কোনরকম শরীরকৃত ব্যভিচার হয় না, কেবল মানস-ব্যভিচারযুক্তা হয়] সে রজস্বলা হ'লে [অর্থাৎ ঋতুকালে শোণিত নির্গত হ'লে] শুদ্ধ হয়, এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ [অজ্ঞানানুসারে ছোট ছোট প্রাণিবধরূপ পাপকাজ করলে] সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচিন্তনের দ্বারা শুদ্ধ হন।। ১০৮।।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ শরীর কোনও রকম মালিন্যের দ্বারা দূষিত হ'লে জলদ্বারা (অর্থাৎ স্নানাদির দ্বারা) শুদ্ধ হয়; (অসৎ সঙ্কল্পের দ্বারা) মন দূষিত হ'লে সত্যের দ্বারা (অর্থাৎ সৎ-চিন্তা বা সত্যবাক্যের দ্বারা) শুদ্ধ হয়; বিদ্যা (সাংখ্যতত্ত্ব ও বেদান্ত-অভ্যাসজনিত জ্ঞান) ও তপস্যার দ্বারা ভূতাত্মার [অনুপচিত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিশূন্য অহংজ্ঞানদ্বারা যার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় সেই পারমার্থিক আত্মাই ভূতাত্মা] শুদ্ধি হয়, এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হয় তত্ত্বজ্ঞানের (অর্থাৎ প্রমাণজন্য জ্ঞানের) দ্বারা।। ১০৯।।

এষ শৌচস্য বঃ প্রোক্তং শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃ শৃণুত নির্ণয়ম্।। ১১০।।

অনুবাদ ঃ শারীরিক শৌচের বিধান এইভাবে নিশ্চিতরূপে তোমাদের কাছে বললাম। এখন নানারকম দ্রব্য কিভাবে শুদ্ধ করা হয়, তা বলছি, শোন।। ১১০।।

তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্বস্যাশ্মময়স্য চ।
ভস্মনাদ্ভির্মৃদা চৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।। ১১১।।

অনুবাদ : জ্ঞানিগণ বলেছেন, সমস্ত তৈজসপদার্থ [যে সব ধাতুদ্রব্য আগুনের সংযোগে গলে যায়, যেমন, সোনা, রূপা, তামা, লোহা, পিতল, সীসা প্রভৃতি], মরকত প্রভৃতি মণি এবং সকলপ্রকার প্রস্তরনির্মিত দ্রব্য ভস্ম অর্থাৎ ছাই, জল ও মাটির দ্বারা শুদ্ধ হয়।। ১১১।।

নির্লেপং কাঞ্চনং ভাণ্ডমদ্ভিরেব বিশুধ্যতি।
অব্জমশ্মময়ঞ্চৈব রাজতঞ্চানুপস্কৃতম্।। ১১২।।

অনুবাদ : উচ্ছিষ্ট প্রভৃতির প্রলেপরহিত অথচ উচ্ছিষ্ট-সংস্পৃষ্ট সোনার পাত্র কেবল জলের দ্বারা ধুয়ে ফেললেই শুদ্ধ হয়। জলজাত শাঁখ-প্রভৃতি দ্রব্য, পাষাণ-নির্মিত দ্রব্য এবং রূপানির্মিত পাত্র যদি অনুপস্কৃত অর্থাৎ রেখা-প্রভৃতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দূষিত না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তা-ও ঐ ভাবে কেবল জলদ্বারা বিশুদ্ধ হ'য়ে থাকে।। ১১২।।

অপামগ্নেশ্চ সংযোগাদ্ হৈমং রূপ্যঞ্চ নির্বভৌ।
তস্মাত্তয়োঃ স্বযোন্যৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ।। ১১৩।।

অনুবাদ : জল ও অগ্নির সংযোগে সোনা ও রূপার উৎপত্তি হয়েছিল [অগ্নিদেব পুরুষধর্মানুসারে বরুণপত্নী-জলের সাথে মৈথুনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; তার ফলে সোনা ও রূপা এই দুইটি পদার্থ উৎপন্ন হয়েছিল]। অতএব নিজ নিজ উৎপত্তিস্থানরূপ জল ও অগ্নিই সোনা ও রূপার শুদ্ধির পক্ষে বেশী প্রশস্ত। ('নির্ণেকঃ' শব্দের অর্থ শোধন)।। ১১৩।।

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ।। ১১৪।।

অনুবাদ : তামা, লোহা, কাঁসা, পিতল, রাং এবং সীসা - এইসব ধাতুর পাত্রগুলিকে ভস্ম, অম্ল ও জল এই তিনটি জিনিসের মধ্যে যেটির দ্বারা যে পাত্রের মল দূর করতে পারা যায়, সেই জিনিসটির দ্বারা শোধন করতে হবে।। ১১৪।।

দ্রবাণাঞ্চৈব সর্বেষাং শুদ্ধিরুৎপবনং স্মৃতম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণম্।। ১১৫।।

অনুবাদ : সমস্ত দ্রব-দ্রব্যই (যথা, তেল, ঘি প্রভৃতি) কোনও রকম অপবিত্র-স্পর্শ হ'লে (অর্থাৎ কাক প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা উচ্ছিষ্ট হ'লে) উৎপ্লবন-দ্বারা অর্থাৎ খানিকটা তুলে ফেলে দিলে বা ছেঁকে নিলে শুদ্ধ হয়; সংহত জমাট বস্তু (যথা, সুতো দিয়ে তৈরী শয্যাদি সংহতদ্রব্য) জলপ্রোক্ষণ-দ্বারা অর্থাৎ তার উপর জল ছিটিয়ে দিলে শুদ্ধ হয়, এবং কাঠের দ্বারা নির্মিত জিনিস উচ্ছিষ্টাদির দ্বারা লিপ্ত হ'লে তীক্ষ্ণ কোনও জিনিস দিয়ে চেঁচে ফেললে শুদ্ধ হয়।। ১১৫।।

মার্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু।। ১১৬।।

অনুবাদ : যজ্ঞীয়কাজের জন্য ব্যবহার্য চমস অর্থাৎ জল রাখার পাত্র এবং গ্রহ অর্থাৎ সোমরস রাখার পাত্র এবং অন্যান্য যজ্ঞীয় পাত্র প্রথমে হাত দিয়ে মেজে পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই শুদ্ধ হয়।। ১১৬।।

চরূণাং স্রুক্স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
স্ফ্যশূর্পশকটানাঞ্চ মুষলোলূখলস্য চ।। ১১৭।।

অনুবাদ : চরু রাখার পাত্র, স্রুক্, স্রুব, স্ফ্য (খড়্গাকৃতি কাঠ), শূর্প, শকট, মুষল ও উলূখল প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র, তৈলাক্ত হ'লে গরম জল দিয়ে শুদ্ধ করতে হয় (তৈলাক্ত না হ'লে কেবল জল দিয়েই শুদ্ধ হ'তে পারে)।। ১১৭।।

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে।। ১১৮।।

অনুবাদ : স্তূপাকার ধান ও প্রচুর কাপড় [যা এক জন পুরুষে বহন করতে পারে না] যদি চণ্ডালাদির দ্বারা দূষিত হয়, তাহ'লে জলপ্রোক্ষণ করলেই শুদ্ধ হয় ("to sprinkle them with water"), কিন্তু অল্প ধান ও অল্প কাপড় জলের দ্বারা প্রক্ষালন বা ধুয়ে ফেললেই ("by washing them") শুদ্ধ হয়,—এইটিই হ'ল বিধান।। ১১৮।।

চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।। ১১৯।।

অনুবাদ : জুতা প্রভৃতি স্পর্শনযোগ্য চামড়ানির্মিত দ্রব্যের শুদ্ধিও বস্ত্রশুদ্ধির মতো হবে, বৃক্ষত্বক্‌নির্মিত দ্রব্যও ঐ ভাবে শুদ্ধ করতে হবে। আর শাক, মূল এবং ফল এগুলির শুদ্ধি হবে ধান-শুদ্ধির মতো।। ১১৯।।

কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ।। ১২০।।

অনুবাদ : রেশমনির্মিত জিনিস এবং মেষলোমজাত কম্বল প্রভৃতি ক্ষারমৃত্তিকার দ্বারা (**উষ** অর্থাৎ সোনার মতো রঙ্ বিশিষ্ট মাটির দ্বারা) শুদ্ধ বা পরিষ্কৃত হয়; **কুতপ** অর্থাৎ নেপালদেশীয় কম্বল নিমফল-ঘর্ষণে পরিষ্কৃত হয় (**অরিষ্টক** শব্দের অর্থ নিমফলচূর্ণ, অথবা রিঠা); **অংশুপট্ট** অর্থাৎ বল্কলবিশেষের কাপড় (বা, আঙ্‌রাখানামক কাপড়) শুদ্ধ হয় বেলফলের নির্যাসের দ্বারা, এবং **ক্ষৌমবস্ত্র** অর্থাৎ অতসীগাছের ছালদ্বারা নির্মিত পরিচ্ছদ শ্বেতসর্ষপচূর্ণের দ্বারা শুদ্ধ হয়।। ১২০।।

ক্ষৌমবচ্ছঙ্খশৃঙ্গাণামস্থিদন্তময়স্য চ।
শুদ্ধির্বিজানতা কার্যা গোমূত্রেণোদকেন বা ।। ১২১।।

অনুবাদ : শাঁখ, পশুর শিঙ্, (গরু, ভেড়া, হাতী প্রভৃতি স্পৃশ্য প্রাণীর-) অস্থিনির্মিত জিনিস, হাতীর দাঁতের দ্বারা নির্মিত জিনিস—এ সব জিনিসের শুদ্ধি ক্ষৌমবস্ত্রের মতো শ্বেতসর্ষপের চূর্ণ এবং গোমূত্র ও জল দিয়ে বিবেচনাপূর্বক করতে হবে।। ১২১।।

প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।
মার্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃপাকেন মৃণ্ময়ম্।। ১২২।।

অনুবাদ : ঘাস, কাঠ ও পলাল (ধান প্রভৃতির কাণ্ড বা খড়) —এগুলি চণ্ডালাদির দ্বারা দূষিত হ'লে জলপ্রোক্ষণের দ্বারা শুদ্ধ হয়; ঘর যদি রজস্বলা নারীর বাসজনিত দূষিত হয় তাহ'লে মার্জন ও গোময়াদি-লেপনের দ্বারা শুদ্ধ হয়, এবং মাটি নির্মিত পাত্র উচ্ছিষ্টাদি-স্পর্শে দূষিত হ'লে পুনরায় আগুনে পাক করলে শুদ্ধ হয় (অর্থাৎ আগুনের তাপে ঐ মাটির পাত্র শুদ্ধ

হ'য়ে যায়)।। ১২২।।

মদ্যৈর্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্বা ষ্ঠীবনৈঃ পূয়শোণিতৈঃ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃপাকেন মৃণ্ময়ম্।। ১২৩।।

অনুবাদ ঃ মাটির তৈরী পাত্র যদি মদ, মূত্র, বিষ্ঠা, পূয় (pus) বা শোণিতের দ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহ'লে পুনরায় পাক করলেও অর্থাৎ আগুনে তাপিত করলেও ঐ পাত্র শুদ্ধ হয় না।। ১২৩।।

সম্মার্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চভিঃ।। ১২৪।।

অনুবাদ ঃ সম্মার্জন (ভালভাবে ঝাঁট দেওয়া), উপাঞ্জন (গোময়াদির দ্বারা বিলেপন), গোমূত্রের দ্বারা সেচন (বা ভেজানো), উল্লেখন (মাটি চেঁচে ফেলা) এবং এক দিন-রাত্রি দূষিত ভূমিতে গাভীকে বাস করানো—এই পাঁচটি উপায়ে ভূমি শুদ্ধ হয়।। ১২৪।।

পক্ষিজগ্ধং গবাঘ্রাতমবধূতমবক্ষুতম্।
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃৎপ্রক্ষেপেণ শুদ্ধ্যতি।। ১২৫।।

অনুবাদ ঃ যে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষ্যপক্ষীর দ্বারা উচ্ছিষ্ট [অর্থাৎ যে সব পাখীর মাংস মানুষের ভক্ষ্যরূপে বিহিত, সেই সব পাখীর দ্বারা উচ্ছিষ্ট; কিন্তু কাক, শকুনী প্রভৃতির দ্বারা উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের কথা এখানে বলা হচ্ছে না; এদের দ্বারা উচ্ছিষ্ট যে খাদ্যদ্রব্য তা গ্রহণ করলে কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে] যে খাদ্যদ্রব্য গরুর আঘ্রাণে দূষিত, যে খাদ্যদ্রব্য **অবধূত** অর্থাৎ বস্ত্রাঞ্চল বা পায়ের দ্বারা স্পৃষ্ট, যে খাদ্যদ্রব্য **অবক্ষুত** অর্থাৎ যার উপর হাঁচি পড়েছে, এবং যে খাদ্যদ্রব্য কেশ ও কীটাদির দ্বারা দূষিত হয়েছে,—এই সব খাদ্যদ্রব্যের উপর কিছুটা মাটি প্রক্ষেপ করলে শুদ্ধ হয়।। ১২৫।।

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্ গন্ধো লেপশ্চ তৎকৃতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি চাদেয়ং সর্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু।। ১২৬।।

অনুবাদ ঃ সকল প্রকার আসনাদি-দ্রব্যশুদ্ধি বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে, অমেধ্যের অর্থাৎ অপবিত্র বস্তুর দ্বারা আক্ত অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট দ্রব্যটি থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সংসর্গজাত গন্ধ বা প্রলেপ উঠে না যায়, ততক্ষণ তাতে মাটি ও জল দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে।। ১২৬।।

ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে।। ১২৭।।

অনুবাদ ঃ দেবতারা ব্রাহ্মণের পক্ষে তিনটি বস্তুকে শুদ্ধ বা পবিত্র ব'লে স্থির ক'রে দিয়েছেন,—প্রথমতঃ, যে দ্রব্যের কোনও প্রকার উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ দৃষ্ট হয় নি; দ্বিতীয়তঃ, যা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছে, এবং তৃতীয়তঃ শিষ্টজনেরা যে বস্তু সম্বন্ধে পবিত্র ব'লে নির্দেশ করেছেন।। ১২৭।।

আপঃ শুদ্ধা ভূমিগতা বৈতৃষ্ণ্যং যাসু গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তাশ্চেদমেধ্যেন গন্ধবর্ণরসান্বিতাঃ।। ১২৮।।

অনুবাদ ঃ ভূমির উপরিস্থিত জল যদি পরিমাণে এতটা হয় যে, তাতে গরুর পিপাসা-শান্তি হ'তে পারে এবং তা যদি অমেধ্যের অর্থাৎ অপবিত্র বস্তুর দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়, কিংবা

তাতে অপবিত্র বস্তুর গন্ধ, বর্ণ অথবা রস (=স্বাদ) না থাকে (অর্থাৎ স্বাভাবিক গন্ধ, বর্ণ বা রসযুক্ত হয়), তাহ'লে তা শুদ্ধ ব'লে জানতে হবে।। ১২৮।।

নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যে যচ্চ প্রসারিতম্।
ব্রহ্মচারিগতং ভৈক্ষ্যং নিত্যং মেধ্যমিতি স্থিতিঃ।। ১২৯।।

অনুবাদ ঃ কারু-র অর্থাৎ শিল্পীর (যথা, পাচক, রঞ্জক অর্থাৎ যে রঙ্ করে, তন্তুবায় প্রভৃতির) হাত যখন কারুকাজে নিযুক্ত থাকে তখন তা সকল সময়েই মেধ্য অর্থাৎ শুদ্ধ [অতএব জননাশৌচ ও মরণাশৌচকালে তা স্পৃশ্যই থাকে, কিন্তু ঐ হাতে যদি মলমূত্রাদির সংস্পর্শ থাকতে দেখা যায়, তাহ'লে তা শুদ্ধ হবে না]; বাজারে বা দোকানে সাজানো পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয় দ্রব্য [মাটির উপর সাজানো থাকলেও এবং নানা জাতীয় ক্রেতার হাতের সংস্পর্শ হ'লেও] শুদ্ধ থাকে [কিন্তু 'সিদ্ধান্ন' অর্থাৎ পাক করা খাদ্যদ্রব্য যদি শুদ্ধভাবেও দোকানের ভিতর রাখা থাকে, তাহ'লে তা অভক্ষ্য থাকবে]; ব্রহ্মচারীরা যে ভিক্ষা লাভ করে (তা নানা লোকের হাতের দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) সর্বদা শুদ্ধ থাকে,—এটাই শাস্ত্রবিহিত নিয়ম।। ১২৯।।

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।। ১৩০।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীজাতির মুখ (রতিসংসর্গকালে চুম্বনাদির সময়) সর্বদাই শুচি; কাক প্রভৃতির চঞ্চুর দ্বারা আহত হ'য়ে যে ফল গাছ থেকে নীচে পড়ে তা শুচি; গোদোহনকালে বাছুরের মুখ শুচি থাকে, এবং মৃগয়ার সময় শিকার করা পশু বা পাখীকে মুখে ক'রে আনার সময় কুকুরের মুখ শুচি থাকে।। ১৩০।।

শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তন্মনুরব্রবীৎ।
ক্রব্যাদ্ভিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।। ১৩১।।

অনুবাদ ঃ যে ভক্ষ্য পশু বা পাখী কুকুরের দ্বারা হত হয়েছে তার মাংস শুচি—একথা মনু বলেছেন। অন্যান্য মাংসভুক্ প্রাণী (যথা, শ্যেনপাখী, শিয়াল প্রভৃতি), কিংবা চণ্ডালাদিব্যাধের দ্বারা অথবা দস্যুকর্তৃক নিহত যে পশু ও পাখী তাদের মাংসও পবিত্র বলে মনে করতে হবে।। ১৩১।।

ঊর্দ্ধং নাভের্যানি খানি তানি মেধ্যানি সর্বশঃ।
যান্যধস্তান্যমেধ্যানি দেহাচ্চৈব মলাশ্চ্যুতাঃ।। ১৩২।।

অনুবাদ ঃ মানুষের নাভির উপরে যে সব ইন্দ্রিয়ছিদ্র আছে, সেগুলি সকলরকমেই শুদ্ধ। কিন্তু নাভির নীচে যে সব ছিদ্র আছে, সেগুলি অপবিত্র, তা স্পর্শ করলে অশুচি হ'তে হয়; দেহ থেকে যে সব মল নির্গত হয়, তাও অপবিত্র হয়।। ১৩২।।

মক্ষিকা বিপ্রুষশ্ছায়া গৌরশ্বঃ সূর্যরশ্ময়ঃ।
রজো ভূর্বায়ুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দিশেৎ।। ১৩৩।।

অনুবাদ ঃ মক্ষিকা [মক্ষিকা-র উল্লেখের দ্বারা সব রকম স্বেদজ প্রাণীকেই বোঝানো হচ্ছে] অশুচি জিনিস স্পর্শ করলেও শুচি; বিপ্রুষ অর্থাৎ মুখনিঃসৃত ছোট ছোট জলকণা, চণ্ডাল প্রভৃতির ছায়া, এবং গরু [এখানে ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিকেও বুঝতে হবে], অশ্ব [এখানে হাতী, খচ্চর প্রভৃতিকেও বুঝতে হবে], সূর্যরশ্মি [এখানে জ্যোতিষ্কমাত্রই লক্ষিত হচ্ছে], ধূলি, এইগুলি চণ্ডালাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হ'লেও পবিত্র ব'লে জানবে।। ১৩৩।।

বিণ্মূত্রোৎসর্গশুদ্ধ্যর্থং মৃদ্বার্যাদেয়মর্থবৎ।
দৈহিকানাং মলানাঞ্চ শুদ্ধিষু দ্বাদশস্বপি।। ১৩৪।।

অনুবাদ : মলদ্বার ও মূত্রদ্বার শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন মত মৃত্তিকা ও জল ব্যবহার করা কর্তব্য। (পরবর্তী শ্লোকে) যে বারো রকমের মলের কথা বলা হয়েছে তা শুদ্ধ করতে গেলেও মৃত্তিকা এবং জল প্রয়োগ করা উচিত।। ১৩৪।।

বসা শুক্রমসৃঙ্‌মজ্জা মূত্রং বিট্ ঘ্রাণ-কর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ।। ১৩৫।।

অনুবাদ : বসা (অর্থাৎ চর্বি), শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কানের মল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা অর্থাৎ পিচুটি (দূষিকা = অক্ষিমলম্), এবং ঘাম—এই বারোটি মানুষের শরীরিক মল।।১৩৫।।

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা।। ১৩৬।।

অনুবাদ : মলমূত্র ত্যাগ করার পর শুদ্ধিলাভ করার জন্য লিঙ্গে (অর্থাৎ প্রস্রাবদ্বারে) একবার, মলদ্বারে তিনবার, একটি হাতে অর্থাৎ বাম হাতে দশবার, এবং দুই হাতেই সাতবার জলের সাথে মাটি ঘসে দেবে [যদি একবার প্রক্ষালনেই গন্ধ চলে যায়, তাহ'লেও উক্ত সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে]।। ১৩৬।।

এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
ত্রিগুণং স্যাদ্বনস্থানাং যতীনাস্তু চতুর্গুণম্।। ১৩৭।।

অনুবাদ : উপরে যে শৌচের বিধান দেওয়া হ'ল, তা কেবলমাত্র গৃহস্থদের পক্ষেই প্রযোজ্য। ব্রহ্মচারীর পক্ষে এই বিধানের দ্বিগুণ, বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে তিনগুণ, এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে চার গুণ পরিমাণ আচরণীয় ।। ১৩৭।।

কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা খান্যাচান্ত উপস্পৃশেৎ।
বেদমধ্যেষ্যমাণশ্চ অন্নমশ্নংশ্চ সর্বদা।। ১৩৮।।

অনুবাদ : মল ও মূত্র ত্যাগ ক'রে এই ভাবে শৌচকাজ ক'রে আচমন করার পর নাভির ঊর্দ্ধভাগের ইন্দ্রিয়ছিদ্রগুলি জল দিয়ে স্পর্শ করবে। বেদাধ্যয়নের আগে ও অন্নভোজনের পরও সকল সময়েই এইভাবে আচমন কর্তব্য।। ১৩৮।।

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্।
শারীরং শৌচমিচ্ছন্ হি স্ত্রী শূদ্রস্তু সকৃৎ সকৃৎ।। ১৩৯।।

অনুবাদ : এই আচমন করার সময় তিনবার মুখে জল দেবে, তারপর ওষ্ঠ দুটি দুবার আঙুল দিয়ে মাজবে। শরীরকে শুচি রাখার ইচ্ছা থাকলে এই রকম কর্তব্য, তবে স্ত্রীলোক ও শূদ্র এক একবার মাত্র ঐরকম করবে।। ১৩৯।।

শূদ্রাণাং মাসিকং কার্যং বপনং ন্যায়বর্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্।। ১৪০।।

অনুবাদ : ন্যায়াচরণকারী শূদ্রগণ (অর্থাৎ যে সব শূদ্র ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষা-পরায়ণ) মাসে মাসে কেশ বপন (অর্থাৎ কেশমুণ্ডন) করবে এবং জননাশৌচে ও মরণাশৌচে বৈশ্যের মত অশৌচ

পালনের পর শুদ্ধ হবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করবে।। ১৪০।।

নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোঽঙ্গে পতন্তি যাঃ।
ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতম্।। ১৪১।।

অনুবাদ : (বেদ পাঠ করার সময়) মুখের মধ্য থেকে ক্ষুদ্র জলকণা শরীরে ছিট্‌কিয়ে পড়লে শরীর উচ্ছিষ্ট হয় না; ঐ সময় শ্মশ্রু-লোম অর্থাৎ গোঁফ-দাড়ির চুল মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেও এবং দাঁতের মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যের অবশিষ্ট সংলগ্ন থাকলেও তাতে কেউ উচ্ছিষ্ট হবে না।। ১৪১।।

স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তে সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ।। ১৪২।।

অনুবাদ : অন্যকে আঁচাবার জল দেওয়ার সময় হাত থেকে নির্গত যে সব জলবিন্দু জল-দাতার পায়ের উপর পতিত হয়, সেগুলি বিশুদ্ধ জমির উপর অবস্থিত জলের মতো বিশুদ্ধ; ঐ জলকণাগুলির দ্বারা স্পৃষ্ট হ'লে জলদাতা আচমন না করলেও অশুচি হয় না [ন তৈঃ স্পৃষ্টঃ অপ্রযতঃ অশুচিঃ'—মেধাতিথি]।। ১৪২।।

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ।। ১৪৩।।

অনুবাদ : যদি কোনও লোকের হাতে ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রভৃতি দ্রব্য থাকে ["দ্রব্যহস্তো হস্তেন চ গৃহীতং ভক্ষ্যভোজ্যাদিদ্রব্যং বস্ত্রাদি বা যেন স উচ্যতে দ্রব্যহস্তঃ।"—মেধা.] এবং তাকে যদি কোনও 'উচ্ছিষ্ট' লোক ছুঁয়ে ফেলে, তাহ'লে সেই দ্রব্যটি মাটিতে নামিয়ে না রেখেও সেই লোকটি যদি আচমন করে, তাহ'লে শুদ্ধ হবে [আচমন করাই যার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ শুদ্ধিসম্পাদক, সেইরকম ব্যক্তিকে বলা হয় 'উচ্ছিষ্ট'। যেমন, যে লোক মলমূত্র ত্যাগ করেছে, সে যদি শৌচ এবং আচমন না ক'রে থাকে, অথবা যে লোক অপবিত্র বস্তু প্রভৃতি স্পর্শ ক'রে দূষিত হয়েছে—তারা সব উচ্ছিষ্ট।—"আচমনার্হেণ প্রায়শ্চিত্তেন যুক্তঃ পুরুষ উচ্ছিষ্ট উচ্যতে। তদ্‌যথা—কৃতমূত্রাদ্যুৎসর্গশ্চাকৃতশৌচাচমনাদিশ্চ যশ্চামেধ্যাদিস্পর্শ-দূষিতঃ।"—মেধা.]।। ১৪৩।।

বান্তো বিরিক্তঃ স্নাত্বা তু ঘৃতপ্রাশনমাচরেৎ।
আচামেদেব ভুক্ত্বান্নং স্নানং মৈথুনিনঃ স্মৃতম্।। ১৪৪।।

অনুবাদ : যে লোক বান্ত অর্থাৎ অনেকবার বমি করেছে অথবা বিরিক্ত অর্থাৎ বিরেচন করেছে, সে স্নান ক'রে ঘি-ভোজন করবে এবং তাহ'লেই শুদ্ধ হবে। [যে লোক ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যকে মুখ দিয়ে উগ্‌রিয়ে ফেলেছে তাকে বলা হয় বান্ত (কৃতবমন); যার মলত্যাগের বেগ আটবারের বেশী হয়েছে, তা সে রোগবশতঃই হোক্ বা হরতুকি প্রভৃতি বিরেচক-দ্রব্য খেয়েই হোক্, তাকে বলা হয় বিরিক্ত। তারা প্রথমে স্নান করবে, তারপর ঘি-ভোজন ক'রে অন্য খাদ্যদ্রব্য ভোজন করবে।] অন্ন ভোজন করে সেই দিনই যদি বমন-বিরেচন (বাহ্যে-বমি) হয়, তাহ'লে কেবল আচমন করলেই চলবে (স্নান বা ঘি-ভোজন করতে হবে না)। যে লোক ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে মৈথুন-ক্রিয়া সম্পাদন করেছে, সে স্নান করলেই শুদ্ধ হবে।। ১৪৪।।

সুপ্ত্বা ক্ষুত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিষ্ঠীব্যোক্ত্বানৃতানি চ।
পীত্বাপোঽধ্যেষ্যমাণশ্চ আচামেৎ প্রযতোঽপি সন্।। ১৪৫।।

অনুবাদ : ঘুম থেকে উঠে, হাঁচির পরে, ভোজন ক'রে, শ্লেষ্মা ত্যাগ করে, মিথ্যা কথা

ব'লে, জল পান ক'রে এবং বেদাধ্যয়ন করতে প্রবৃত্ত হ'য়ে আগে থেকে শুচি থাকলেও আচমন করতে হবে।। ১৪৫।।

এষ শৌচবিধিঃ কৃৎস্নো দ্রব্যশুদ্ধিস্তথৈব চ।
উক্তো বঃ সর্ববর্ণানাং স্ত্রীণাং ধর্মান্ নিবোধত।। ১৪৬।।

অনুবাদ ঃ সকল বর্ণের লোকের পক্ষে যা প্রযোজ্য সেই জনন ও মরণাশৌচের বিধান এবং দ্রব্যশুদ্ধির বিধান আপনাদের বলা হ'ল। এখন স্ত্রীলোকদের পক্ষে যা কর্তব্য, তা বলছি, আপনারা শুনুন।। ১৪৬।।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্বপি।। ১৪৭।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীলোক বালিকাই হোক্, যুবতীই হোক্ কিংবা বৃদ্ধাই হোক, সে গৃহমধ্যে থেকে কোনও কাজই স্বামী প্রভৃতির অনুমতি ছাড়া করতে পারবে না।। ১৪৭।।

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।। ১৪৮।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনকালে পাণিগ্রহীতার অর্থাৎ স্বামীর অধীনে থাকবে, এবং স্বামীর মৃত্যু হ'লে পুত্রদের অধীনে থাকবে। [পুত্র না থাকলে স্বামীর সপিণ্ড, স্বামীর সপিণ্ড না থাকলে পিতার সপিণ্ড এবং পিতার সপিণ্ড না থাকলে রাজার বশে থাকবে], কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীলোক স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।। ১৪৮।।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্যাদুভে কুলে।। ১৪৯।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীলোক কখনো পিতা, স্বামী কিংবা পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; কারণ, স্ত্রীলোক এদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে পিতৃকুল ও পতিকুল—উভয় কুলকেই কলঙ্কিত ক'রে তোলে।। ১৪৯।।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া।। ১৫০।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীলোক সকল সময়েই হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে থাকবে, গৃহের কাজে দক্ষ হবে, গৃহসামগ্রীগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং অর্থব্যয়-বিষয়ে মুক্তহস্ত হবে না।। ১৫০।।

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতং চ ন লঙ্ঘয়েৎ।। ১৫১।।

অনুবাদ ঃ পিতা নিজে যাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন অথবা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যার হাতে নিজ ভগ্নীকে সম্প্রদান করবে, সেই স্বামী যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন ঐ স্ত্রী তার শুশ্রূষা করবে এবং স্বামী সংস্থিত অর্থাৎ মৃত হ'লেও সে ব্যভিচারাদির দ্বারা বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করে সেই স্বামীকে অবহেলা করবে না।। ১৫১।।

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্।। ১৫২।।

অনুবাদ ঃ এই স্ত্রীলোকদের বিবাহকর্মে যা কিছু স্বস্ত্যয়ন বা প্রজাপতিযাগ অর্থাৎ বিবাহের

দেবতা প্রজাপতির উদ্দেশ্যে যে হোম করা হয়, তা ঐ স্ত্রীলোকদের মঙ্গলের কারণ ব'লে জানবে। স্ত্রীলোকগণকে প্রথমে যে বাগ্‌দান করা হয়, তার দ্বারাই স্ত্রীলোকের উপর পতির স্বামিত্ব জন্মায়; অতএব বাগ্‌দান থেকে আরম্ভ করেই স্ত্রীলোকদের স্বামীর সেবা করা কর্তব্য। [কুল্লূক 'প্রদান' শব্দের অর্থ করেছেন 'বাগ্‌দানাত্মক ক্রিয়া'। মেধাতিথির মতে, 'প্রদান' শব্দের অর্থ 'সম্প্রদান']।। ১৫২।।

অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ।। ১৫৩।।

অনুবাদ : পতি মন্ত্রের মাধ্যমে বিবাহ-সংস্কার করেন। তাই তিনি ঋতুকালেই হোক্ বা ঋতুভিন্ন কালেই হোক্, ভার্যাতে গমন করবেন এবং এই ভাবে তিনি স্ত্রীর ইহলোকে ও পরলোকে সকল সময়েই তার সুখপ্রদান করেন [যেহেতু পতির সাথেই স্ত্রীর ধর্মকর্ম করার অধিকার, আর তার ফলেই স্বর্গাদি ফল লাভ করা যায়, এই জন্য স্বামীকে স্ত্রীর 'পরলোকের সুখদাতা' বলা হয়েছে।]।। ১৫৩।।

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈ র্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।। ১৫৪।।

অনুবাদ : স্বামী বিশীল (অর্থাৎ জুয়াখেলা প্রভৃতিতে আসক্ত এবং সদাচারশূন্য), কামবৃত্ত (অর্থাৎ অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত) এবং শাস্ত্রাধ্যায়নাদি ও ধনদানাদি গুণবিহীন হ'লেও সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য হ'ল স্বামীকে দেবতার মতো সেবা করা।। ১৫৪।।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।। ১৫৫।।

অনুবাদ : পুরুষের পক্ষে কোনও স্ত্রী ঋতুমতী হ'লে তার উপস্থিতি ছাড়াই অন্য স্ত্রীর সাহচর্যে যজ্ঞনিষ্পত্তি হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকদের স্বামী ছাড়া পৃথক্ যজ্ঞ নেই (অর্থাৎ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্ত্রীলোকেরা যজ্ঞ করবার অধিকারী নয়); স্বামীর অনুমতি ছাড়া ব্রতও নেই, উপবাসও নেই; কেবল স্বামীর সেবার দ্বারাই স্ত্রী স্বর্গলোকে গমন করে এবং সেখানে পূজিত হয়।। ১৫৫।।

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।। ১৫৬।।

অনুবাদ : সাধ্বী স্ত্রী যদি পতিলোক [অর্থাৎ পতির সাথে ধর্মানুষ্ঠান ক'রে যে স্বর্গাদি লোক অর্জন করা যায়, সেই পতিলোক] লাভ করতে ইচ্ছা করে, তাহ'লে যে ব্যক্তি তার পাণিগ্রহণ করেছে তার জীবিতকালেই হোক্ বা তার মৃত্যুর পরেই হোক্ তার কোনও অপ্রিয় কাজ সে করবে না।। ১৫৬।।

কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।। ১৫৭।।

অনুবাদ : পতি মৃত হ'লে স্ত্রী বরং পবিত্র ফুল-ফল-মূলাদি অল্পাহারের দ্বারা জীবন ক্ষয় করবে, কিন্তু ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণও করবে না।। ১৫৭।।

আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্।। ১৫৮।।

অনুবাদঃ একমাত্র পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকদের যা প্রধান ধর্ম [অর্থাৎ সাবিত্রী প্রভৃতি নারীদের যা প্রধান ধর্ম, এবং যে ধর্মের ফল হ'ল ঋষিদের দ্বারা বরপ্রদান, প্রভৃতি], তা আকাঙ্ক্ষা ক'রে বিধবা স্ত্রী ক্ষান্তা [অর্থাৎ দুঃখসহিষ্ণু হ'য়ে বা ক্ষমাগুণশালিনী হ'য়ে] ও নিয়মচারিণী হ'য়ে মধু-মাংস-মৈথুনাদিবর্জনরূপ ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্ব্বক মরণকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।। ১৫৮।।

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্।। ১৫৯।।

অনুবাদ : সন্তান না থাকলেই যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না, এমন নয়। বালখিল্য প্রভৃতি অনেক সহস্র ব্রহ্মচারীরাও সন্তান উৎপাদন না করেই এবং ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেই (অর্থাৎ দারপরিগ্রহ না ক'রে) স্বর্গে গমন করেছেন; সেইরকম সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান না থাকলেও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; অতএব সন্তানের জন্যও বিধবা স্ত্রী পরপুরুষকে ভজনা করবে না।। ১৫৯।।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।। ১৬০।।

অনুবাদ : স্বামীর মৃত্যু হ'লে সদাচারশালিনী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করবে [কিন্তু পরপুরুষের সাথে মিলিত হ'য়ে পুত্রোৎপাদন করবে না] এইরকম স্ত্রী অপুত্রা হ'লেও পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারীদের মত স্বর্গে গমন করবে।। ১৬০।।

অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে।। ১৬১।।

অনুবাদ : যে স্ত্রী সন্তানের লোভে স্বামীর অতিবর্তন করে অর্থাৎ স্বামীকে লঙ্ঘন করে এবং পরপুরুষের সাথে সংসর্গ করে, সে ইহলোকে নিন্দা বা লোকাপবাদ প্রাপ্ত হয় এবং পরলোক থেকেও বঞ্চিত হয় (অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করতে পারে না)।। ১৬১।।

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্তোপদিশ্যতে।। ১৬২।।

অনুবাদ : (নিয়োগপ্রথা ব্যতিরেকে) পরপুরুষের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান কোনও নারীর নিজসন্তান হতে পারে না; সেইরকম যে নারী নিজের পত্নী নয় তার গর্ভে উৎপাদিত পুত্রও কোনও পুরুষের নিজপুত্র হ'তে পারে না। সাধ্বী স্ত্রীদের দ্বিতীয় পতিগ্রহণের উপদেশ নেই।। ১৬২।।

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্বেতি চোচ্যতে।। ১৬৩।।

অনুবাদ : যে নারী ধন-মান-কুল-শীলাদিতে নিকৃষ্ট নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য উৎকৃষ্ট পুরুষকে ভজনা করে, যে মনুষ্যসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং সকলে তাকে 'পরপূর্বা' (অর্থাৎ পূর্বে এর অন্য পতি ছিল), এইরকম কথা বলে।। ১৬৩।।

ব্যভিচারাত্তু ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে।। ১৬৪।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীলোক পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারের দোষে স্বামীকে দূষিত করলে জগতে নিন্দনীয়া হয় এবং পরকালে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং কুষ্ঠাদি পাপরোগের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে অত্যন্ত পীড়া ভোগ করে।। ১৬৪।।

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।। ১৬৫।।

অনুবাদ ঃ যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থেকে পতিকে অতিক্রম করে না, সে ভর্তৃলোকে গমন করে এবং সাধু লোকেরা তাকে 'সাধ্বী' ব'লে প্রশংসা করে।। ১৬৫।।

অনেন নারী বৃত্তেন মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
ইহাগ্র্যাং কীর্তিমাপ্নোতি পতিলোকং পরত্র চ।। ১৬৬।।

অনুবাদ ঃ যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযতা থেকে এইরকম নারীধর্মে জীবন অতিবাহিত করে, সে ইহলোকে অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করে এবং মৃত্যুর পর পতিলোকে গমন করে। ১৬৬।।

এবংবৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্বমারিণীম্‌।
দাহয়েদগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞপাত্রৈশ্চ ধর্মবিৎ।। ১৬৭।।

অনুবাদ ঃ এইরকম সদাচারসম্পন্না সবর্ণা স্ত্রী যদি স্বামীর মৃত্যুর আগে মারা যায়, তাহ'লে ধার্মিক দ্বিজাতি-স্বামী অগ্নিহোত্রযজ্ঞের অগ্নি ও যজ্ঞপাত্রের দ্বারা তার দাহাদিক্রিয়া সম্পাদন করবে [অর্থাৎ সেই নারীটি যখন এইরকম সাধ্বী তখন অগ্নিহোত্রী পুরুষের যেমন সংস্কার করা হয়, তারও সেইরকম সংস্কার করা যুক্তিযুক্ত]।। ১৬৭।।

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ।। ১৬৮।।

অনুবাদ ঃ (সুশীলা—) ভার্যা স্বামীর পূর্বে মারা গেলে এইভাবে তার দাহাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন ক'রে পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ ও অগ্ন্যাধান করবে [যদি ধর্মানুষ্ঠান ও কাম-চরিতার্থতার প্রয়োজন থাকে, তবেই ঐ স্বামীর পুনরায় দারপরিগ্রহ করা উচিত। তা না হ'লে পত্নী নেই বলে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারে]।। ১৬৮।।

অনেন বিধিনা নিত্যং পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।। ১৬৯।।

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত বিধানানুসারে কোনও সময়ে পঞ্চযজ্ঞ পরিত্যাগ করবে না এবং দারপরিগ্রহ ক'রে পরমায়ুর দ্বিতীয়ভাগে গৃহস্থাশ্রমে বাস করবে।। ১৬৯।।

ইতি বারেন্দ্রনন্দনবাসীয়-ভট্টদিবাকরাত্মজ-কুল্লূকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

।। পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের লোক (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) স্নাতক হ'য়ে এইরকম যথাবিধি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান ক'রে (অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন করার পর), তারপর নিয়মযুক্ত হ'য়ে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক বিধিমতে বনে বাস করবে অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করবে।। ১।।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।। ২।।

অনুবাদ ঃ গৃহস্থাশ্রমে থেকে মানুষ যখন দেখবে যে, নিজদেহে বলি (অর্থাৎ শরীরচর্মের শিথিলতা) ও পলিত (অর্থাৎ চুলের পক্কতা) উপস্থিত হয়েছে, এবং যখন পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে (অর্থাৎ যখন ঐ গৃহস্থাশ্রমীর একটি নির্দিষ্ট বয়স উপস্থিত হবে), তখন বানপ্রস্থ ধর্মের জন্য বনে বাস করবে।। ২।।

সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।। ৩।।

অনুবাদ ঃ ধান, যব, গম প্রভৃতি গ্রাম্য আহার এবং পরিচ্ছদ (অর্থাৎ গরু, ঘোড়া, বস্ত্র, আসন, শয্যা প্রভৃতি) পরিত্যাগ ক'রে, বনে গমনে অনিচ্ছুক পত্নীকে পুত্রের হাতে সমর্পণ ক'রে কিংবা পত্নীর ইচ্ছা থাকলে তাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করবে। [কেউ কেউ বলেন, পত্নী যদি তরুণী হয় তবে তাকে গৃহে পুত্রের উপর অর্পণ ক'রে যাবে, আর সে যদি বৃদ্ধা হয় তাহ'লে তার সম্মতিক্রমে তাকে সঙ্গে নিয়ে বনে যাবে। যদি পত্নী থাকে তবেই এইরকম বিধান যে, পুত্রের উপর অর্পণ ক'রে বা সঙ্গে নিয়ে বনে যাবে। আর পত্নী যদি না থাকে অর্থাৎ মারা গিয়ে থাকে তাহ'লেও পুরুষের বনবাস কর্তব্য; তবে এই ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা এইরকম যে, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য নেই, তার পক্ষেই বনবাস কর্তব্য, কিন্তু যে লোক সেরকম নয়, সে পুনরায় বিবাহ করবে।]।। ৩।।

অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।। ৪।।

অনুবাদ ঃ শ্রৌত অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি এবং অগ্নিগৃহের যা কিছু পরিচ্ছদ অর্থাৎ উপকরণ (যথা, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি) সে সব গ্রহণ ক'রে গ্রাম থেকে অরণ্যে গমন ক'রে ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্বক বাস করবে।। ৪।।

মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্নির্বপেদ্বিধিপূর্বকম্।। ৫।।

অনুবাদ ঃ মুনিগণের ব্যবহার্য পবিত্র অন্ন (অর্থাৎ নীবারাদি বনজাত ধান, বন্যশাক প্রভৃতি)

অথবা, শাক-মূল-ফলাদি দ্রব্য ভোজন ক'রে শাস্ত্রবিধানানুসারে পূর্বোক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের (দ্রষ্টব্য ৩/৬৭, ৭০) অনুষ্ঠান করবে।। ৫।।

বসীত চর্ম চীরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রুলোমনখানি চ।। ৬।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তি মৃগাদির চর্ম অথবা চীর অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করবে। সায়ংকালে অর্থাৎ দিবাভাগের অবসানে এবং প্রগে অর্থাৎ দিবাভাগের প্রথম আবির্ভাবকালে (উষাকালে) স্নান করবে এবং সকল সময় জটা, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ধারণ করবে (অর্থাৎ এগুলি কাটবে না)।। ৬।।

যদ্ ভক্ষ্যং স্যাত্ততো দদ্যাদ্ বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
অম্মূলফলভিক্ষাভিরর্চয়েদাশ্রমাগতান্।। ৭।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাবলম্বী নিজে যা ভক্ষণ করবে তা থেকে সম্ভবমত ভূতবলি দেবে এবং ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবে। আশ্রমে আগত অতিথিদের জল-ফল-মূলাদির দ্বারা অর্চনা করবে।। ৭।।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্ দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ।। ৮।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাবলম্বী স্বাধ্যায়কর্মে বা বেদাভ্যাসে নিত্য নিযুক্ত থাকবে। দান্ত অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হবে, মিত্রভাবাপন্ন হবে অর্থাৎ সকলের প্রিয় ও হিতভাষী হবে, সমাহিত হবে অর্থাৎ সন্নিহিত ব্যক্তির চিত্তকে অনুকূল করতে ব্যগ্র থাকবে, প্রতিদিন দান করবে কিন্তু নিজে আশ্রমীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করবে না, এবং সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হবে।। ৮।।

বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
দর্শমস্কন্দয়ন্ পর্ব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ।। ৯।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাবলম্বী বৈতানিককর্ম অর্থাৎ শ্রৌতকর্ম করবে [গার্হপত্য, আহ্বনীয় ও দক্ষিণাগ্নি — এই অগ্নিত্রয় নিয়ে যে শ্রৌতকর্ম করা হয়, তাকে বলে বৈতানিক, তা সম্পন্ন করবে] এবং যথাবিধি হবনীয় দ্রব্যের দ্বারা হোম করতে থাকবে। পর্বযোগে শ্রুতিবিহিত এবং স্মৃতিতে উক্ত দর্শ এবং পৌর্ণমাস যাগ যথাবিধি পালন করবে — তা যেন লঙ্ঘিত না হয়। [যোগতঃ অস্কন্দয়ন্ = বিধি লঙ্ঘন না ক'রে, যুক্তি অনুসরণ ক'রে অর্থাৎ তা লঙ্ঘন না করে]।। ৯।।

ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রয়ণঞ্চৈব চাতুর্মাস্যানি চাহরেৎ।
উত্তরায়ণঞ্চ ক্রমশো দাক্ষস্যায়নমেব চ।। ১০।।

অনুবাদ ঃ ঋক্ষেষ্টি (নক্ষত্রযাগ), আগ্রয়ণ (নবশস্য-যাগ), চাতুর্মাস্যযাগ, উত্তরায়ণযাগ, ও দক্ষিণায়নযাগ — এইসব নামে প্রসিদ্ধ এবং শ্রুতিতে উক্ত যাগগুলি ক্রমিকভাবে অনুষ্ঠান করবে।।১০।।

বাসন্তশারদৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।

পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব বিধিবন্নির্বপেৎ পৃথক্।। ১১।।

অনুবাদ ঃ যা বসন্তকালে এবং শরৎকালে উৎপন্ন হয় এবং মুনিগণ যা অন্নার্থে ব্যবহার করেন, সেই সব পবিত্র নীবারাদি শস্যান্ন বানপ্রস্থাবলম্বী নিজে আহরণ ক'রে তার দ্বারা পুরোডাশ ও চরু প্রস্তুত ক'রে যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ যাগ সম্পাদন করবে।। ১১।।

দেবতাভ্যস্তু তদ্ হুত্বা বন্যং মেধ্যতরং হবিঃ।
শেষমাত্মনি যুঞ্জীত লবণঞ্চ স্বয়ং কৃতম্।। ১২।।

অনুবাদ ঃ বনজাত নীবারাদি শস্যের দ্বারা নিষ্পাদিত পবিত্রতর হবির্দ্রব্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে বানপ্রস্থাশ্রমী হবিঃশেষাংশ নিজে ভোজন করবে। আর নিজে যে লবণ প্রস্তুত করবে, তাই আহার করবে।। ১২।।

স্থলজৌদকশাকানি পুষ্পমূলফলানি চ।
মেধ্যবৃক্ষোদ্ভবান্যদ্যাৎ স্নেহাংশ্চ ফলসম্ভবান্।। ১৩।।

অনুবাদ ঃ স্থলজাত ও জলজাত শাকসমূহ, বনজাত পবিত্র গাছের ফুল, মূল ও ফল ভক্ষণ করবে এবং নানাফলের নির্যাস-ভক্ষণ করবে।। ১৩।।

বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মান্তকফলানি চ।। ১৪।।

অনুবাদ ঃ মধু, মাংস, ভূমিতে জাত কবক অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা, মালবদেশে প্রসিদ্ধ ভূস্তৃণ নামক শাক, বাহ্লিকদেশে প্রসিদ্ধ শিগ্রুক নামক শাক, শ্লেষ্মান্তক অর্থাৎ চালতা-ফল—এগুলি বানপ্রস্থাশ্রমী বর্জন করবে।। ১৪।।

ত্যজেদাশ্বযুজে মাসি মুন্যন্নং পূর্বসঞ্চিতম্।
জীর্ণানি চৈব বাসাংসি শাকমূলফলানি চ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাশ্রমী যদি ছয় মাসের বা সম্বৎসরের-ভোজ্য নীবারাদি মুন্যন্ন পূর্ব থেকে সঞ্চয় করে রাখেন, তাহ'লে সেগুলি আশ্বিন মাসে ত্যাগ করবেন। ঐ সময় আগেকার জীর্ণবস্ত্রাদি ফেলে দেবে এবং শাক, মূল ও ফলাদি ত্যাগ করবেন। ১৫।।

ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্তোঽপি মূলানি চ ফলানি চ।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ লাঙ্গল কর্ষণের দ্বারা বিদারিত জমিতে উৎপন্ন শস্যাদি যদি কেউ পরিত্যাগও ক'রে থাকে, তবুও বানপ্রস্থাশ্রমী তা আহার করবে না। [বন্য শস্যও যদি লাঙ্গল কর্ষণযুক্ত স্থানে উৎপন্ন হয়, তা ভক্ষণ করাও নিষেধ করা হচ্ছে। আবার গ্রাম্য ফুল-ফল প্রভৃতি দ্রব্য লাঙ্গল কর্ষণ-যুক্ত স্থানে উৎপন্ন না হলেও তা যে নিষিদ্ধ, সে কথা ৬.৩ শ্লোকে আগেই বলা হয়েছে। দেবতা-আর্চনাদির জন্যও গ্রামজাত ফুল কিংবা ফল ব্যবহার করা নিষেধ]। আবার ক্ষুধায় একান্ত কাতর হ'লেও গ্রামজাত ফল মূলাদি (লাঙ্গলকর্ষণযুক্ত জমিতে উৎপন্ন না হলেও) ভক্ষণ করবে না।। ১৬।।

অগ্নিপক্বাশনো বা স্যাৎ কালপক্বভুগেব বা।
অশ্মকুট্টো ভবেদ্বাপি দন্তোলূখলিকোঽপি বা।। ১৭।।

অনুবাদ : বানপ্রস্থাশ্রমী আগুনে পাক করা বন্য অন্ন ভোজন করবে, অথবা কালক্রমে যা আপনা-আপনি পেকে যায় এমন ফলাদি ভোজন করবে। যদি উলূখল-মুষল (হামানদিস্তা; mortar) না থাকে তবে পাষাণ দ্বারা চূর্ণ করে (যে সব বন্য শস্য ঋতুবিশেষে জন্মে এবং যার বাইরে খোলা অথবা ছোবড়া থাকে সেগুলির বাইরের ঐ আবরণটি পাথরের আঘাতে সরিয়ে দিয়ে তার ভিতরের ফল অর্থাৎ শাঁস) ভোজন করবে, অথবা ঐ সব শস্যের খোসা, ছোবড়া প্রভৃতি বহিরাবরণ দাঁতের দ্বারা সরিয়ে দিয়ে অর্থাৎ দাঁতকে উলূখল-মুষলের কাজে ব্যবহার ক'রে তা ভক্ষণ করবে।। ১৭।।

সদ্যঃপ্রক্ষালকো বা স্যান্মাসসঞ্চয়িকোঽপি বা।
ষণ্মাসনিচয়ো বা স্যাৎ সমানিচয় এব বা।। ১৮।।

অনুবাদ : বানপ্রস্থাশ্রমী সদ্যঃপ্রক্ষালকবৃত্তি হবে অর্থাৎ একদিনের যোগ্য মাত্র নীবারাদি খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করবে ["He may either at once after his daily meal cleanse his vessel for collecting food, i.e, he may either gather only as much as suffices for one day". –Bühler], অথবা মাসসঞ্চয়িক হবে অর্থাৎ একমাসের পক্ষে যা পর্যাপ্ত তাই সঞ্চয় করবে, কিংবা ষন্মাস-নিচয় হবে অর্থাৎ ছয় মাসের পক্ষে উপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্য সঞ্চয় করবে, কিংবা সমা-নিচয় হবে অর্থাৎ এক বৎসরে উপযুক্ত নীবারাদি অন্ন সঞ্চয় করবে।। ১৮।।

নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্ দিবা বাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ স্যাদ্বাপ্যষ্টমকালিকঃ।। ১৯।।

অনুবাদ : [দুবার ভোজন করা পুরুষার্থরূপে শাস্ত্রে বিহিত আছে। এখানে একবার ভোজন নিষেধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, যেমন যেমন বয়স বাড়বে, সেইভাবে ভোজনের সময়ও কমিয়ে দিতে হবে।] বানপ্রস্থাশ্রমী দিবাভাগে সামর্থ্যমত অন্ন সংগ্রহ ক'রে রাত্রিকালে তা ভোজন করবে, অথবা চতুর্থকালভোজী হবে অর্থাৎ একদিন (অর্থাৎ দুই বেলা) উপবাস করে এবং পরের দিন দিবাভাগে (একবেলা) - এই মোট তিন বেলা উপবাস ক'রে এইদিন রাত্রিতে ভোজন করবে, অথবা অষ্টমকালভোজী হবে অর্থাৎ তিনদিন দিবারাত্র (অর্থাৎ ছয় বেলা) এবং চতুর্থদিন দিবাভাগে (একবেলা) —এই সাত বেলা উপবাস ক'রে ঐ চতুর্থদিনের রাত্রিতে ভোজন করবে।। ১৯।।

চান্দ্রায়ণবিধানৈর্বা শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্তয়েৎ।
পক্ষান্তয়োর্বাপ্যশ্নীয়াদ্ যবাগূং ক্বথিতাং সকৃৎ।। ২০।।

অনুবাদ : কিংবা চান্দ্রায়ণের বিধান অনুসারে শুক্লপক্ষে তিথির সংখ্যানুসারে এক এক গ্রাস কম ও কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি ক'রে ভোজন করা যেতে পারে; অথবা পক্ষান্তে অর্থাৎ পূর্ণিমায় এবং অমাবস্যাতে যবাগূ (barley-gruel) সিদ্ধ ক'রে একবারমাত্র (অর্থাৎ সায়ংকালেই হোক্ বা প্রাতঃকালেই হোক্) আহার করবে।। ২০।।

পুষ্পমূলফলৈ র্বাপি কেবলৈ র্বর্তয়েৎ সদা।
কালপক্কৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ।। ২১।।

অনুবাদ : অথবা, বৈখানসশাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে [বৈখানস একটি শাস্ত্রবিশেষ; এই শাস্ত্রে বানপ্রস্থের ধর্ম বা কর্তব্যসমূহ উপদিষ্ট হয়েছে। এইসব বিধি পালন করতে থেকে] কেবল ফুল-মূল-ফলদ্বারা বানপ্রস্থাশ্রমী সর্বদা জীবিকা নির্বাহ করবে, কিংবা এই গাছ থেকে কালপক্ক (অর্থাৎ কালক্রমে যা আপনা-আপনিই পেকে যায়) নিজে থেকেই পতিত ফল ভক্ষণ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করবে।। ২১।।

ভূমৌ বিপরিবর্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপয়ন্নপঃ।। ২২।।

অনুবাদ : বানপ্রস্থাশ্রমী ভূমির উপর 'বিপরিবর্তন' করবে অর্থাৎ নিয়মিত স্থানে বা আসনে কেবল মাটির উপর একপাশ ফিরে বসে, তখনিই আবার অন্য পাশ ফিরে বসবে, অথবা, এদিক ওদিক গড়াগড়ি খাবে [আহার এবং বিহার অর্থাৎ মলমূত্রাদি ত্যাগ করার সময় ছাড়া অন্য সকল সময়ে এইভাবে থাকবে-একভাবে বসবেও না এবং চলবেও না। শয্যাতেই হোক্ বা আসনেই হোক্ — এসব জায়গায় বসবে না] এবং পায়ের অগ্রভাগে ভর ক'রে দণ্ডায়মান হ'য়ে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকবে। বসবার বা দাঁড়াবার স্থানটিতে মাত্র ঘোরাফেরা করবে এবং সবনত্রয়ের সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই তিন সময়ে জলাশয়ে যাবে (উপয়ন্ অপঃ = জলে বা জলাশয়ে যাবে) অর্থাৎ স্নান করবে।। ২২।।

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্ বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বৰ্দ্ধয়ংস্তপঃ।। ২৩।।

অনুবাদ : বানপ্রস্থাশ্রমী গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হবে (অর্থাৎ চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড রেখে তার মাঝখানে দাঁড়াবে আর মাথার উপর সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করবে); বর্ষাকালে অভ্রাবকাশিক হবে (অর্থাৎ অনাবৃত স্থানে গাত্রাবরণ ছাড়াই বৃষ্টিধারার নীচে দণ্ডায়মান থাকবে), এবং হেমন্তকালে (হেমন্তের দ্বারা শীতকালও উপলক্ষিত হচ্ছে) আর্দ্রবাসা হবে (অর্থাৎ ভিজা কাপড় পরে থাকবে)। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তপস্যার বৃদ্ধি করবে।। ২৩।।

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ।। ২৪।।

অনুবাদ : প্রতিদিন তিনবার স্নান ক'রে (উপস্পর্শন = স্নান) পিতৃতর্পণ ও দেবতর্পণ করবে। কঠোর তপস্যা অর্থাৎ শরীরপীড়াদায়ক ব্রত-উপবাসাদি পালন করতে থেকে নিজ দেহকে শুষ্ক করে তুলবে।। ২৪।।

অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি।
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূলফলাশনঃ।। ২৫।।

অনুবাদ : বানপ্রস্থ-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে শ্রৌত অগ্নিত্রয় নিজের আত্মাতে 'ভস্মপানাদি' বিধান অনুসারে আরোপিত ক'রে অর্থাৎ ভোজন করে, লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার অগ্নির

সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে (অর্থাৎ যখন বহুকাল তপস্যা করা হয়ে যাবে, বয়স অনগ্নি বা অগ্নি-সম্পর্কশূন্য হবে) গৃহহীনভাবে মৌন অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করবে এবং কেবল ফলমূল ভোজন করবে।। ২৫।।

অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ।। ২৬।।

অনুবাদ ঃ স্বাদু ফলমূল ভোজন, শীতাতপনিবারণ প্রভৃতি যেসব সুখের কারণ আছে, তাতে যত্নশীল হবে না; ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগাদি করবে না; ভূমিশয্যায় শয়ন করবে; শরণ অর্থাৎ গৃহ-বৃক্ষমূল প্রভৃতি আশ্রয়স্থানে 'অমম' (মমত্বশূন্য) হবে এবং বৃক্ষমূলকেই (গাছ তলাকেই) নিকেতন অর্থাৎ আশ্রয়স্থানীয় করবে [অবশ্য তা যদি পাওয়া না যায় তা হ'লে শিলাতল কিংবা গুহা প্রভৃতিও থাকবার জায়গা হ'তে পারে; এটা শাস্ত্রবিহিত।]

তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ।
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু।। ২৭।।

অনুবাদ ঃ ফলমূলের অভাবে বানপ্রস্থাশ্রমী জীবনধারণের উপযোগী ভিক্ষা তাপস-ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে আহরণ করবে; আর যদি সেইরকম ব্রাহ্মণ না থাকেন, তাহলে অন্যান্য বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজগণের কাছ থেকেও ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারবে।। ২৭।।

গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা।। ২৮।।

অনুবাদ ঃ যদি পূর্বোক্ত উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব না হয়, তাহলে গ্রাম থেকে পত্রপুটে, শরা প্রভৃতির খণ্ডে বা হাতেতেই ভিক্ষা আহরণ ক'রে বনে বাসরত অবস্থায় আট গ্রাম মাত্র ভোজন করবে।। ২৮।।

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ।। ২৯।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ এই সমস্ত এবং অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালন করবে এবং আত্মসংসিদ্ধির অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য উপনিষৎ প্রভৃতিতে যে সব ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন আছে, সেগুলি অধ্যয়ন করবে।। ২৯।।

ঋষিভি র্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব গৃহস্থৈরেব সেবিতাঃ।
বিদ্যা-তপোবিবৃদ্ধ্যর্থং শরীরস্য চ শুদ্ধয়ে।। ৩০।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণগণ এবং এমন কি গৃহস্থেরাও যে সব নিয়ম পালন করেন, বানপ্রস্থাশ্রমীরা নিজেদের বিদ্যা (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান) এবং তপস্যা বৃদ্ধি করার জন্য এবং শরীর-শুদ্ধির কারণে সেগুলিরও অনুষ্ঠান করবে।। ৩০।।

অপরাজিতাং বাস্থায় ব্রজেদ্ দিশমজিহ্মগঃ।
আ নিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্য্যনিলাশনঃ।। ৩১।।

পুষ্পমূলফলৈ র্বাপি কেবলৈ র্বর্তয়েৎ সদা।
কালপক্কৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ।। ২১।।

অনুবাদ ঃ অথবা, বৈখানসশাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে [বৈখানস একটি শাস্ত্রবিশেষ; এই শাস্ত্রে বানপ্রস্থের ধর্ম বা কর্তব্যসমূহ উপদিষ্ট হয়েছে। এইসব বিধি পালন করতে থেকে] কেবল ফুল-মূল-ফলদ্বারা বানপ্রস্থাশ্রমী সর্বদা জীবিকা নির্বাহ করবে, কিংবা এই গাছ থেকে কালপক্ব (অর্থাৎ কালক্রমে যা আপনা-আপনিই পেকে যায়) নিজে থেকেই পতিত ফল ভক্ষণ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করবে।। ২১।।

ভূমৌ বিপরিবর্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপয়ন্নপঃ।। ২২।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাশ্রমী ভূমির উপর 'বিপরিবর্তন' করবে অর্থাৎ নিয়মিত স্থানে বা আসনে কেবল মাটির উপর একপাশ ফিরে বসে, তখনিই আবার অন্য পাশ ফিরে বসবে, অথবা, এদিক ওদিক গড়াগড়ি খাবে [আহার এবং বিহার অর্থাৎ মলমূত্রাদি ত্যাগ করার সময় ছাড়া অন্য সকল সময়ে এইভাবে থাকবে-একভাবে বসবেও না এবং চলবেও না। শয্যাতেই হোক্ বা আসনেই হোক্ — এসব জায়গায় বসবে না] এবং পায়ের অগ্রভাগে ভর ক'রে দণ্ডায়মান হ'য়ে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকবে। বসবার বা দাঁড়াবার স্থানটিতে মাত্র ঘোরাফেরা করবে এবং সবনত্রয়ের সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ণ এবং সায়ং এই তিন সময়ে জলাশয়ে যাবে (উপয়ন্ অপঃ = জলে বা জলাশয়ে যাবে) অর্থাৎ স্নান করবে।। ২২।।

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্ বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ংস্তপঃ।। ২৩।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাশ্রমী গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হবে (অর্থাৎ চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড রেখে তার মাঝখানে দাঁড়াবে আর মাথার উপর সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করবে); বর্ষাকালে অভ্রাবকাশিক হবে (অর্থাৎ অনাবৃত স্থানে গাত্রাবরণ ছাড়াই বৃষ্টিধারার নীচে দণ্ডায়মান থাকবে), এবং হেমন্তকালে (হেমন্তের দ্বারা শীতকালও উপলক্ষিত হচ্ছে) আর্দ্রবাসা হবে (অর্থাৎ ভিজা কাপড় পরে থাকবে)। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তপস্যার বৃদ্ধি করবে।। ২৩।।

উপস্পৃসংস্ত্রিষবণং পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ।। ২৪।।

অনুবাদ ঃ প্রতিদিন তিনবার স্নান ক'রে (উপস্পর্শন = স্নান) পিতৃতর্পণ ও দেবতর্পণ করবে। কঠোর তপস্যা অর্থাৎ শরীরপীড়াদায়ক ব্রত-উপবাসাদি পালন করতে থেকে নিজ দেহকে শুষ্ক করে তুলবে।। ২৪।।

অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি।
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূলফলাশনঃ।। ২৫।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থ-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে শ্রৌত অগ্নিত্রয় নিজের আত্মাতে 'ভস্মপানাদি' বিধান অনুসারে আরোপিত ক'রে অর্থাৎ ভোজন করে, লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার অগ্নির

সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে (অর্থাৎ যখন বহুকাল তপস্যা করা হয়ে যাবে, বয়স অনগ্নি বা অগ্নি-সম্পর্কশূন্য হবে) গৃহহীনভাবে মৌন অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করবে এবং কেবল ফলমূল ভোজন করবে।। ২৫।।

অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ।। ২৬।।

অনুবাদ ঃ স্বাদু ফলমূল ভোজন, শীতাতপনিবারণ প্রভৃতি যেসব সুখের কারণ আছে, তাতে যত্নশীল হবে না; ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগাদি করবে না; ভূমিশয্যায় শয়ন করবে; শরণ অর্থাৎ গৃহ-বৃক্ষমূল প্রভৃতি আশ্রয়স্থানে 'অমম' (মমত্বশূন্য) হবে এবং বৃক্ষমূলকেই (গাছ তলাকেই) নিকেতন অর্থাৎ আশ্রয়স্থানীয় করবে [অবশ্য তা যদি পাওয়া না যায় তা হ'লে শিলাতল কিংবা গুহা প্রভৃতিও থাকবার জায়গা হ'তে পারে; এটা শাস্ত্রবিহিত।]

তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ।
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু।। ২৭।।

অনুবাদ ঃ ফলমূলের অভাবে বানপ্রস্থাশ্রমী জীবনধারণের উপযোগী ভিক্ষা তাপস-ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে আহরণ করবে; আর যদি সেইরকম ব্রাহ্মণ না থাকেন, তাহলে অন্যান্য বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজগণের কাছ থেকেও ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারবে।। ২৭।।

গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা।। ২৮।।

অনুবাদ ঃ যদি পূর্বোক্ত উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব না হয়, তাহলে গ্রাম থেকে পত্রপুটে, শরা প্রভৃতির খণ্ডে বা হাতেতেই ভিক্ষা আহরণ ক'রে বনে বাসরত অবস্থায় আট গ্রাম মাত্র ভোজন করবে।। ২৮।।

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ।। ২৯।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ এই সমস্ত এবং অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালন করবে এবং আত্মসংসিদ্ধির অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য উপনিষৎ প্রভৃতিতে যে সব ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন আছে, সেগুলি অধ্যয়ন করবে।। ২৯।।

ঋষিভি র্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব গৃহস্থৈরেব সেবিতাঃ।
বিদ্যা-তপোবিবৃদ্ধ্যর্থং শরীরস্য চ শুদ্ধয়ে।। ৩০।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণগণ এবং এমন কি গৃহস্থেরাও যে সব নিয়ম পালন করেন, বানপ্রস্থাশ্রমীরা নিজেদের বিদ্যা (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান) এবং তপস্যা বৃদ্ধি করার জন্য এবং শরীর-শুদ্ধির কারণে সেগুলিরও অনুষ্ঠান করবে।। ৩০।।

অপরাজিতাং বাস্থায় ব্রজেদ্ দিশমজিহ্মগঃ।
আ নিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্য্যনিলাশনঃ।। ৩১।।

অনুবাদ ঃ এইরকম করতে করতে বানপ্রস্থাশ্রমী যদি অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হয়, তা হ'লে যে পর্যন্ত না দেহপাত হয়, সেই পর্যন্ত কেবল জল ও বায়ু ভক্ষণ ক'রে যোগনিষ্ঠ হ'য়ে অপরাজিতা দিক্ অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক্ লক্ষ্য ক'রে সরলগতি অবলম্বনপূর্বক একাগ্রভাবে চলতে থাকবে [অজিহ্মগঃ = কুটিলগামী বা বক্রগামী না হ'য়ে। গর্ত, স্রোত, নদী প্রভৃতি সামনে যাই থাকুক না কেন, তা পরিত্যাগ করে চলবে না। বার্যনিলাশনঃ = যতক্ষণ না শরীরের পতন ঘটে, ততক্ষণ বাতাস ও জলই হবে আহার। যুক্তঃ = যোগশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নিজেকে যোগযুক্ত করে। একেই মহাপ্রস্থান বলা হয়]।। ৩১।।

আসাং মহর্ষিচর্যাণাং ত্যক্ত্বাঽন্যতময়া তনুম্।
বীতশোকভয়ো বিপ্রো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।। ৩২।।

অনুবাদ ঃ আগে যে সব তপস্যার বিষয় বলা হয়েছে এবং ঠিক্ পূর্বের শ্লোকে যে মহাপ্রস্থানের কথা বলা হ'ল সেগুলি মহর্ষিচর্যা। মহর্ষিদের এই সব আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনও একটি আশ্রয় ক'রে কলেবর পরিত্যাগ করলে ব্রাহ্মণ শোক ও ভয়শূন্য হ'য়ে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়।। ৩২।।

বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ এইভাবে বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয়ভাগ যাপন ক'রে (অর্থাৎ যতদিন উপরিনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বানপ্রস্থাশ্রমে থাকলে ভালভাবে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলরকম বিষয়াভিলাষ দূর হ'য়ে যায় ততদিন কাটিয়ে) এবং বনে বনে ঘুরে আয়ুর চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হলে সকল সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করবে (অর্থাৎ যে পরিমাণ তপস্যা সঞ্চিত হ'লে এবং যে পরিমাণ বয়স উপস্থিত হ'লে পুনরায় অহঙ্কার থাকার আশঙ্কা থাকে না তখন সন্ন্যাস অবলম্বন করবে)।। ৩৩।।

আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ আশ্রম থেকে আশ্রমান্তর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্যাশ্রম, তারপর বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় ক'রে, ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক শক্ত্যনুসারে সেই সেই আশ্রম-বিহিত অগ্নিহোমাদির অনুষ্ঠান করবে; ভিক্ষাদান ও ভূতবলি প্রদান করতে করতে পরিশ্রান্ত হ'য়ে যদি পুরুষ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, তাহ'লে সে পরলোকে মোক্ষ লাভরূপ পরম ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়।। ৩৪।।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ —এই তিনপ্রকার ঋণ অপাকরণ ক'রে অর্থাৎ পরিশোধ ক'রে ব্রাহ্মণ মোক্ষসাধন-সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করবে, কিন্তু এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ না ক'রে মোক্ষের অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমের সেবা করলে নরকপ্রাপ্তি হয় [এখানে তৃতীয়পাদে 'মোক্ষ' শব্দটির দ্বারা লক্ষণার সাহায্যে সন্ন্যাসাশ্রমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, একমাত্র মোক্ষই ঐ আশ্রমের ফল এবং ঐ ফলই প্রধান প্রতিপাদ্যরূপে বর্ণিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য আশ্রমে মোক্ষ ঐভাবে প্রধানরূপে বর্ণিত হয় না। এই কারণে এখানে 'মোক্ষ' শব্দের

অর্থ 'সন্ন্যাস'।। ৩৫।।

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ বিধিপূর্বক সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে, ধর্মসঙ্গতভাবে সন্তান উৎপাদন ক'রে এবং শক্ত্যনুসারে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে পরিশেষে মোক্ষের অঙ্গীভূত সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করবে।। ৩৬।।

অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ।। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ কোনও ব্যক্তি দ্বিজ হওয়া সত্ত্বেও বেদ অধ্যয়ন না ক'রে, যদি পুত্র উৎপাদন না ক'রে, এবং শক্তি অনুসারে যাগ-যজ্ঞাদি (অর্থাৎ ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যেগুলি আহিতাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে নিত্য কর্ম, সেগুলি) না ক'রে মোক্ষ কামনা করে, তাহ'লে তার অধোগতি হয়।। ৩৭।।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ যজুর্বেদে উপদিষ্ট হয়েছে যে প্রাজাপত্য-ইষ্টি, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করার সময় সেই ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞ করবে, দক্ষিণারূপে সর্বস্ব দান করবে (বেদস শব্দের অর্থ ধন, এই যজ্ঞকালে সমস্ত ধনই দান করতে হয়); তারপর আত্মাতে অর্থাৎ নিজ শরীরে অগ্নি আধানপূর্বক গৃহ পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।। ৩৮।।

যো দত্ত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত চরাচরকে অভয়দান ক'রে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করে, সেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক-উপনিষদে শ্রদ্ধাসম্পন্ন পুরুষের কাছে তেজোময় নিত্যপ্রকাশ (অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ) লোকসমূহ অর্থাৎ ব্রহ্মালোক সুলভ হ'য়ে থাকে।।৩৯।।

যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কোনও প্রাণীরই অণুমাত্রও ভয় জন্মে না, সেই ব্যক্তি যখন তার দেহ থেকে বিমুক্ত হয়, তখন তার কারও কাছ থেকে ভয় থাকে না।। ৪০।।

আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে পবিত্র দণ্ড-কমণ্ডলু-কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি উপকরণসম্পন্ন হ'য়ে মৌন অবলম্বনপূর্বক সন্ন্যাসী হবে। (মুনিঃ = অকিঞ্চিদ্‌বাদী)। কোনও কামনার বস্তু সামনে এসে পড়লেও (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি স্পৃহনীয় বস্তু কিংবা সঙ্গীতাদির ধ্বনি যদি ঘটনাক্রমে শ্রুতিগোচর হয় অথবা পুত্রাদি যদি উপস্থিত হয়), তাতে নিরপেক্ষ হবে অর্থাৎ এগুলিতে আকৃষ্ট

না হয়েই সন্ন্যাসগ্রহণ করবে।। ৪১।।

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে।। ৪২।।

অনুবাদ : নিজের সিদ্ধিলাভের জন্য সকলের সাথে সঙ্গরহিত হ'য়ে সকল সময় কেবল এককভাবেই বিচরণ করবে অর্থাৎ পূর্ব পরিচিতদের পরিত্যাগ করবে। এইরকম ব্যক্তির মোক্ষ প্রাপ্তি হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি একাকী বিচরণ কবে সে কারো জন্য দুঃখ ভোগ করে না এবং তার দুঃখেও কাউকেই দুঃখিত হ'তে হয় না। সুতরাং সে মমতাশূন্য হ'য়ে পরম সুখে মুক্তি লাভ করে।। ৪২।।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্‌গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসঙ্কসুকো মুনি র্ভাবসমাহিতঃ।। ৪৩।।

অনুবাদ : সন্ন্যাসী লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অগ্নি বর্জন করবে, তার কোনও আশ্রয় বা বাসস্থান থাকবে না। কেবলমাত্র অন্নসংগ্রহের জন্য গ্রামে যাবে [অর্থাৎ অন্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে এক রাত্রি মাত্র বাস করতে পারবে। যখন প্রয়োজন সাধিত হ'য়ে যাবে তখন অবশিষ্ট সময় অরণ্যে বাস করবে। গ্রামে এক রাত্রি বাস করার কথা গৌতমস্মৃতিতে উপদিষ্ট হয়েছে। গ্রাম যদি বনের কাছে হয়, তাহ'লে কেবল অন্নের জন্যই গ্রামে প্রবেশ করবে। আর গ্রাম যদি বন থেকে দূরে হয় তাহ'লে গ্রামে মাত্র এক রাত্রি বাস করা চলবে]। সকল বস্তুতেই, এমন কি কমণ্ডলু প্রভৃতি অচেতন পদার্থসমূহেও, উপেক্ষাযুক্ত হবে; সন্ন্যাসী **অসঙ্কসুক** অর্থাৎ স্থিরমতি হবে। [কেউ কেউ **অসঙ্কসুক**-এর পরিবর্তে **অসঞ্চয়িক** পাঠ গ্রহণ করেছেন। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে সন্ন্যাসী কোনও প্রকার সঞ্চয় করবে না]। সন্ন্যাসী 'মুনি' অর্থাৎ বাক্‌সংযমী হবে এবং ভাবেতেও অর্থাৎ চিন্তাতেও সমাহিত বা একনিষ্ঠ হবে।। ৪৩।।

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্।। ৪৪।।

অনুবাদ : মৃন্ময় ভাঙা-শরা প্রভৃতি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য গাছের তলায় আশ্রয়গ্রহণ, ছেঁড়া মোটা কৌপীনাদি বস্ত্র পরিধান (কুচেলম্ = স্থূলজীর্ণবস্ত্রখণ্ডম্), একান্ত নির্জনে বাস, মমতা (অর্থাৎ শত্রু-মিত্র কিংবা উভয়বহির্ভূত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির প্রতি এবং নিজের প্রতি সমভাব) — এগুলি সব মুক্ত পুরুষের লক্ষণ — অর্থাৎ এগুলির দ্বারা মুক্তি নিকটবর্তী হয়।। ৪৪।।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা।। ৪৫।।

অনুবাদ : মৃত্যুকে অভিনন্দন জানাবে না, আবার জীবনকেও প্রশংসা করবে না (অর্থাৎ প্রচুর জ্ঞান অর্জন করার জন্য জীবন অর্থাৎ বেঁচে থাকা প্রয়োজন ব'লে মনে করবে না)। কিন্তু ভৃত্য যেমন নির্দেশের (অর্থাৎ বেতনের) বিনিময়ে কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে, তেমনি কেবল কালের প্রতীক্ষা ক'রে থাকবে — অর্থাৎ সময়ের উপর সব কিছু নির্ভর ক'রে থাকবে।।৪৫।।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ।। ৪৬।।

অনুবাদ ঃ কোনও অস্পৃশ্য বস্তু যাতে স্পর্শ না হয়, সে কারণে (ভাল ক'রে চোখ দিয়ে) পথ দেখে সেখানে পাদবিক্ষেপ করবে; জলের মধ্যে কীটাদি জীব থাকলে সেগুলি যাতে উদরস্থ হ'য়ে মারা না পড়ে সেকারণে জল কাপড় দিয়ে ছেঁকে তা পান করবে; কথা বলার প্রয়োজন হ'লে সত্য কথা বলবে এবং যেরকম আচরণ করলে মন পবিত্র হয় তেমন শাস্ত্রীয় আচরণ করবে।। ৪৬।।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ কোনও ব্যক্তি যদি অতিবাদ করে (অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা ব'লে অথবা, অপ্রিয় কথা ব'লে তর্জন-গর্জন করে) তা সহ্য করবে, (অর্থাৎ পাল্টা আক্রোশ বা তর্জন-গর্জন করবে না)। কাউকে অপমান বা অবজ্ঞা করবে না। এই দেহকে নিমিত্ত ক'রে (বা, এই অস্থির ব্যাধিমন্দির-রূপ দেহ ধারণ ক'রে) কারোর সাথে শত্রুতা করবে না।। ৪৭।।

ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাং চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ।। ৪৮।।

অনুবাদ ঃ কেউ যদি ক্রোধ প্রকাশ করে, তবুও তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবে না। কেউ যদি আক্রোশের কথা বলে, তবুও তার প্রতি কুশলবাক্য প্রয়োগ করবে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা, মন এবং বুদ্ধি — এই সাতটি বাক্যপ্রবৃত্তির দ্বার; তাই পণ্ডিতেরা বাক্যকে **সপ্তদ্বার** ব'লে থাকেন। এই সপ্তদ্বার-বিষয়ক যে বাক্য তাকে মিথ্যাতে নিয়োগ করবে না [অথবা, 'সপ্তদ্বার' হ'ল ধর্মার্থ, ধর্মকাম, অর্থকাম, কামার্থ, কামধর্ম, অর্থধর্ম এবং ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম)। এই সকল বিষয়ে যা 'অবকীর্ণ' অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে অর্থাৎ স্খলিত হ'য়ে পড়ে সেইরকম অসত্য কথা বলবে না। কিন্তু মোক্ষোপকারক কথাই কেবল বলবে।]।। ৪৮।।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ।। ৪৯।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি মোক্ষসুখ প্রার্থনা করে, সে স্বস্তিকাদি যোগাসনে সমাশীল হ'য়ে সকল সময়ে পরব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ হ'য়ে থাকবে। দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি কোনও বিষয়ের অপেক্ষা রাখবে না, সকল বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হবে। কেবলমাত্র নিজেই নিজের সহায় হ'য়ে একাকী মোক্ষসুখ লাভের উদ্দেশ্যে এই সংসারে বিচরণ করবে।। ৪৯।।

ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া।
নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ।। ৫০।।

অনুবাদ ঃ ভূমিকম্পাদি দৈব উৎপাত এবং নিমিত্ত অর্থাৎ গ্রহবৈগুণ্য [অথবা, চক্ষুঃস্পন্দনাদি-নিমিত্ত-ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা] জানিয়ে, কিংবা নক্ষত্রবিদ্যার [অর্থাৎ 'আজ কৃত্তিকা নক্ষত্র, এখন কাজ আরম্ভ করার পক্ষে প্রশস্ত বা এখন যাত্রা করবার পক্ষে উপযুক্ত নক্ষত্র' ইত্যাদি প্রকার বিদ্যার] অথবা অঙ্গবিদ্যার [অর্থাৎ কর-রেখা প্রভৃতি বিচারের) সাহায্যে, কিংবা অনুশাসনবাদের দ্বারা (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মর্ম ঘোষণার সাহায্যে] কারোর কাছে ভিক্ষালাভ করার ইচ্ছা করবে না। ['অনুশাসন' শব্দের অর্থ রাজা বা তাঁর প্রজাগণকে নির্দেশ দেওয়া, যেমন, তোমাদের এইভাবে থাকা উচিত, এর সাথে সন্ধি করা উচিত, তার সাথে যুক্ত করার এইটি

উপযুক্ত সময় - ইত্যাদি প্রকার যে নির্দেশদান তাই হ'ল 'অনুশাসন'। বাদ = শাস্ত্রার্থ নিরূপণের জন্য সিদ্ধান্তপক্ষের অনুকূল যুক্তি দেখানো এবং বিপক্ষের দোষ উদ্ভাবন করা। অতএব অনুশাসনের দ্বারা অথবা শাস্ত্রীয় বাদ-বিচার করতে করতে ভিক্ষা গ্রহণ করবে না]।। ৫০।।

ন তাপসৈর্ব্রাহ্মণৈর্বা বয়োভিরপি বা শ্বভিঃ।
আকীর্ণং ভিক্ষুকৈর্বান্যৈরাগারমুপসংব্রজেৎ।। ৫১।।

অনুবাদ : যে গৃহস্থের বাড়ী বহু তাপস, বহু ব্রাহ্মণ, বহু অন্নভোজী পাখী, বহু কুকুর এবং বহু ভিক্ষুকের দ্বারা আশ্রিত হয়েছে, সন্ন্যাসী সে বাড়ীতে ভিক্ষা করতে যাবে না।। ৫১।।

কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্বভূতান্যপীড়য়ন্।। ৫২।।

অনুবাদ : কেশ, নখ ও শ্মশ্রু কেটে ফেলে, ভিক্ষাপাত্র, দণ্ড ও কুসুম্ভ (অর্থাৎ কমণ্ডলু) ধারণ ক'রে, কোনও জীব ও উদ্ভিদ্‌কে পীড়া না দিয়ে সংযত হ'য়ে সন্ন্যাসী বিচরণ করবে।। ৫২।।

অতৈজসানি পাত্রাণি তস্য স্যুর্নির্ব্রণানি চ।
তেষামদ্ভিঃ স্মৃতং শৌচং চমসানামিবাধ্বরে।। ৫৩।।

অনুবাদ : সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র এবং জলপাত্র উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত হবে না এবং কোনরকম ছিদ্রযুক্ত হবে না। যজ্ঞীয় চমস প্রভৃতি পাত্রগুলি যেমন শুদ্ধ করা হয়, এগুলিও সেইভাবে জল দিয়েই শুদ্ধ করা চলবে। একথা স্মৃতিমধ্যে উক্ত হয়েছে।। ৫৩।।

অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণ্ময়ং বৈদলং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।। ৫৪।।

অনুবাদ : লাউ-এর খোলা, কাঠের পাত্র, মৃন্ময়পাত্র অথবা বৈদল অর্থাৎ বাঁশনির্মিত পাত্র —এই গুলির যে কোনও একটি সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র বা জলের পাত্র হবে — একথা স্বয়ং স্বয়ম্ভুব মনু ব'লে গিয়েছেন।। ৫৪।।

এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তো হি যতি র্বিষয়েম্বপি সজ্জতি।। ৫৫।।

অনুবাদ : সন্ন্যাসী প্রাণধারণের জন্য একবার মাত্র ভিক্ষান্ন ভোজন করবে, বেশী ভিক্ষা সংগ্রহ করবে না। সন্ন্যাসী যদি বেশী ভিক্ষান্ন সঞ্চয়ে আসক্ত হয়, তাহ'লে বিষয়েও আসক্ত হ'য়ে পড়তে পারে।। ৫৫।।

বিধূমে সন্নমূষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ।। ৫৬।।

অনুবাদ : যে সময় গৃহস্থের রান্নাঘরের ধূম বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, মূষলাদির কাজ (অর্থাৎ হামানদিস্তা-যাঁতা প্রভৃতির কাজ) থেমে গিয়েছে, পাকাগ্নি নিবে গিয়েছে, 'ভুক্তবজ্জন' কাল অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যে সময় বাড়ীর সকল লোকের ভোজন সমাপ্ত হয়েছে) এবং 'শরাবসম্পাত' হ'য়ে গিয়েছে (অর্থাৎ আহারের পর উচ্ছিষ্ট শরাগুলি বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে) এইসব সময়ে অর্থাৎ দিনের অপরাহ্নভাগে সন্ন্যাসী ভিক্ষাচরণ করবে।। ৫৬।।

অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে যদি কোথাও ভিক্ষা পাওয়া না যায় তাহ'লে সন্ন্যাসী বিমর্ষগ্রস্থ হবে না (অর্থাৎ চিত্তমধ্যে খেদ উৎপন্ন হতে দেবে না), আবার ভিক্ষালাভ করলেও হৃষ্টচিত্ত হবে না। যাতে কেবলমাত্র প্রাণযাত্রা নির্বাহ হয়, সেই পরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করবে। অন্যান্য ব্যবহার্য-দ্রব্যের আসক্তি থেকেও মুক্ত থাকবে (মাত্রা অর্থাৎ ব্যবহার্য ভিক্ষাদিপাত্র, দণ্ড প্রভৃতি; তাতে সঙ্গ অর্থাৎ যত্নসহকারে অর্জন করার প্রয়াস; তা থেকে বিনির্গত অর্থাৎ নিবৃত্ত হবে)।। ৫৭।।

অভিপূজিতলাভাংস্তু জুগুপ্সেতৈব সর্বশঃ।
অভিপূজিতলাভৈশ্চ যতির্মুক্তোঽপি বধ্যতে।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ গৃহস্থ যাকে সন্নাসী মনে করে পরম পূজাসমাদরপূর্বক ভিক্ষা দেয়, সেই সন্ন্যাসী সেইরকম ভিক্ষা কখনোই গ্রহণ করবে না, বরং সর্বপ্রকারে সেইরকম ভিক্ষার নিন্দা করবে। কারণ, পূজিত হ'য়ে ভিক্ষা গ্রহণ করলে দাতার প্রতি স্নেহ-মমতা জন্মায়, তার ফলে সন্ন্যাসী মুক্তাবস্থ হ'লেও জন্মবন্ধন প্রাপ্ত হয় [শ্লোকের এই দ্বিতীয়ার্ধটি নিন্দাত্মক অর্থবাদমাত্র। কারণ, বস্তুতঃ পক্ষে যিনি মুক্ত হয়েছেন, তাঁর পুনর্বন্ধ হ'তে পারে না]।। ৫৮।।

অল্পান্নাভ্যবহারেণ রহঃস্থানাসনেন চ।
হ্রিয়মাণানি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণি নির্বর্তয়েৎ।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ অল্প ভোজন ও নির্জন প্রদেশে অবস্থান ক'রে স্ত্রীলোকের রূপাদি-বিষয়ের প্রতি একান্তভাবে আক্রান্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রমে ক্রমে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করবে।। ৫৯।।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।। ৬০।।

অনুবাদ ঃ নিজ নিজ গ্রাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়গুলির যে প্রবৃত্তি তার প্রতিবন্ধ করতে পারলে, রাগ-দ্বেষাদি দূরীভূত করতে পারলে এবং সকল জীবের প্রতি অহিংসাভাব পোষণ করতে পারলে, মানুষ অমৃতত্বলাভে সমর্থ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভের যোগ্যপাত্র হয়।। ৬০।।

অবেক্ষেত গতীর্নৃণাং কর্মদোষসমুদ্ভবাঃ।
নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাশ্চ যমক্ষয়ে।। ৬১।।

অনুবাদ ঃ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না ক'রে নিন্দিত কর্মের আচরণ করলে মানুষের পশুপ্রভৃতির জন্মপ্রাপ্তিরূপ কিরকম দুর্গতি হয়, নরকে পতন ঘটে এবং যমালয়ে কিরকম যন্ত্রণা পেতে হয় — এসব লক্ষ্য করে অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা ক'রে মানুষ বৈরাগ্য আশ্রয় করবে।। ৬১।।

বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাপ্রিয়ৈঃ।
জরয়া চাভিভবনং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নম্।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ [পূর্বশ্লোকের 'অবেক্ষেত' ক্রিয়াপদটির অনুসঙ্গ করে এখানে অন্বয় হবে] প্রাণতুল্য পুত্রাদির সাথে যে বিয়োগ (অর্থাৎ অকালে মৃত্যু প্রভৃতি), অপ্রিয় অর্থাৎ অনিষ্টকারী

শত্রুদের সাথে যে সংযোগ (অর্থাৎ যুদ্ধ-কলহাদি সংঘটন), জরার দ্বারা যে অভিভূত হওয়া (অর্থাৎ শরীরের আকার নষ্ট হওয়া, সামর্থ্য লোক পাওয়া, ইন্দ্রিয় বিকল হওয়া প্রভৃতি) এবং ব্যাধির দ্বারা যে উৎপীড়িত হওয়া —এ সবই যে কর্মদোষজন্য তা বিবেচনা করবে।। ৬২।।

দেহাদুৎক্রমণং চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।
যোনিকোটিসহস্রেষু সৃতীশ্চাস্যান্তরাত্মনঃ।। ৬৩।।

অনুবাদ ঃ দেহ থেকে জীবাত্মার উৎক্রমণ (অর্থাৎ দেহ থেকে প্রাণ-বিয়োগ ঘটা, যার যন্ত্রণা সহ্য করা অসম্ভব, অতএব অতি কষ্ট পেয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া), পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করা (এবং মাতৃগর্ভে থেকে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে এবং মাতার শীতল আহার বা উষ্ণ আহার বা আহার কম-বেশী হওয়ায় গর্ভস্থিত শিশুর নানাভাবে পীড়াভোগ ইত্যাদি) এবং কুকুর-শৃগালাদি কোটি কোটি যোনিতে বারংবার যাতায়াত —এই সব যন্ত্রণা মানুষের কর্মদোষের ফলে উদ্ভূত এ কথা সন্ন্যাসী সর্বদা আলোচনা করবে।। ৬৩।।

অধর্মপ্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণাম্।
ধর্মার্থপ্রভবঞ্চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ম্।। ৬৪।।

অনুবাদ ঃ প্রাণীসমূহকে যে দুঃখজনিত পীড়া অনুভব করতে হয় তা অধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়, আর অক্ষয় সুখসংযোগ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানাধীন — একথা নিশ্চিতভাবে জানবে (এসব সন্ন্যাসীর পক্ষে আলোচ্য বিষয়। এসব বলার অভিপ্রায় হল—পরিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসই প্রধান ধর্ম)।। ৬৪।।

সূক্ষ্মতাং চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেষ্বধমেষু চ।। ৬৫।।

অনুবাদ ঃ যোগের দ্বারা অন্তঃকরণকে বিষয়ান্তর থেকে ব্যাবৃত্ত ক'রে পরমেশ্বরের সূক্ষ্মতা (তিনি এক, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, নিরবয়ব, জগদাধার ইত্যাদি রূপে) চিন্তা করবে। যারা তাঁকে বিস্মৃত না হয় তারা দেবশরীর ধারণ ক'রে সর্বদা শুভ ফল সম্ভোগ করে; আর তাঁকে বিস্মৃত হলে পশু-প্রভৃতির শরীরে জন্মগ্রহণ ক'রে সর্বদা অশুভ ফল ভোগ করতে হয়, —এসব ব্যাপারও চিন্তা করবে।। ৬৫।।

দূষিতোঽপি চরেদ্ ধর্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্।। ৬৬।।

অনুবাদ ঃ যে কোনও আশ্রমের আশ্রমীই আশ্রম-বিরুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানের ফলে দূষিত হলেও ['দূষিতোঽপি'র স্থানে 'ভূমিতেঽপি' পাঠ থাকলে অর্থ হবে— 'যে আশ্রমেই থাকা হোক্ না কেন, কেউ যদি তাকে ফুল, সুবর্ণ বলয় প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত ক'রে দেয়, তাহ'লেও] সেই আশ্রমী সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হয়ে স্বধর্মাচরণ করবে। বর্ণশ্রমাদির চিহ্ন ধারণ করলেই অর্থাৎ দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করলেই ধর্ম করা হয় না, —ধর্মবিহিতানুষ্ঠানই ধর্ম এবং তা-ই প্রধান; তাই বলে যে চিহ্নসমূহ পরিত্যাগ করতে হবে এমন কোনও কথা নেই।। ৬৬।।

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি।। ৬৭।।

অনুবাদ : কতক-বৃক্ষের ফল অর্থাৎ নির্মলী ফল কলুষিত জলে ফেলে দিলে তার দ্বারা জল স্বচ্ছ ও শুদ্ধ হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু তাই বলে সেই ফলের নাম (অর্থাৎ কতক-ফল, কতক-ফল এইরকম নাম) উচ্চারণ করলেই যে জল স্বচ্ছ ও নির্দোষ হ'য়ে যাবে তা নয় (অর্থাৎ ব্যাপারটি অনুষ্ঠানসাপেক্ষ, — ফলটিকে পিষ্ঠ করে জলে ফেলে দিতে হয়); সেইরকম কেবল সন্ন্যাসীর দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করলেই ধর্ম অর্জন করা যায় না, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করলেই ধর্মার্জন করা যায়।। ৬৭।।

সংরক্ষণার্থং জন্তূনাং রাত্রাবহনি বা সদা।
শরীরস্যাত্যয়ে চৈব সমীক্ষ্য বসুধাং চরেৎ।। ৬৮।।

অনুবাদ : [আগে 'দৃষ্টিপূতম্' ইত্যাদি শ্লোকে যা বলা হয়েছে, এই শ্লোকটির দ্বারা তারই প্রয়োজন দেখানো হচ্ছে।] নিজ শরীরের পীড়ার সম্ভাবনা থাকলেও পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের যাতে প্রাণনাশ না হয় এবং তারা যাতে রক্ষা পায়, সেকারণে দিনে ও রাত্রিতে মাটির উপর ভালভাবে দেখে যাতায়াত করবে।। ৬৮।।

অহ্না রাত্র্যা চ যান্ জন্তূন্ হিনস্ত্যজ্ঞানতো যতিঃ।
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ।। ৬৯।।

অনুবাদ : সন্ন্যাসী দিবাভাগেই হোক্ বা রাত্রিকালেই হোক্ অজ্ঞানবশতঃ যে সব প্রাণীকে বিনাশ করে, সেই পাপ থেকে বিশুদ্ধিলাভের জন্য স্নান ক'রে ছয়বার প্রাণায়াম করবে।। ৬৯।।

প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ।। ৭০।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণগণ যদি ব্যাহৃতি ও প্রণবসহযোগে অন্ততঃ তিনটি প্রাণায়ামও যথাবিধি করতে থাকেন, তাহলে সেটি তাঁদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ তপ বলে জানতে হবে। ['ত্রয়োঽপি' — এর দ্বারা বলা হ'ল যে, তিনটি প্রাণায়াম অবশ্য কর্তব্য, তার বেশী যদি করা হয় তাহলে বেশী ফল লাভ হবে। 'ব্যাহৃতি' শব্দের অর্থ 'ওঙ্কারপূর্বিকাস্তিস্রঃ' (২.৮১) শ্লোকে বলা হয়েছে। 'প্রণব' শব্দের অর্থ ওঁকার, প্রাণায়াম করার সময় এটি ধ্যান করতে হয়। এই প্রাণায়াম তিন প্রকার — কুম্ভক, রেচক এবং পূরক। মুখমধ্যসঞ্চারী এবং নাসিকামধ্যসঞ্চারী বায়ুর বহির্নির্গমন বন্ধ ক'রে আট্‌কিয়ে রাখলে হয় কুম্ভক; আর বাইরে থেকে ভিতরে শ্বাসদ্বারা বায়ু টেনে নিলে হয় পূরক। আর শ্বাস গ্রহণ না ক'রে দেহমধ্যবর্তী বায়ুকে নাসাপথে অনবরত কেবল বাইরে ঠেলে দেওয়ার নাম রেচক।]।। ৭০।।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ।। ৭১।।

অনুবাদ : সোনা-রূপা প্রভৃতি ধাতুকে অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করা হ'লে যেমন তাদের মালিন্য দূর হয়, তেমনি প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করলে ইন্দ্রিয়গণের সমস্ত দোষ দগ্ধ হ'য়ে যায়।।৭১।।

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্ দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্।। ৭২।।

অনুবাদ : 'প্রাণায়াম'-দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষসমূহ দগ্ধ করবে; একান্তে পরব্রহ্মে মনঃসমাধানরূপ 'ধারণা'র দ্বারা পাপসমূহ নষ্ট করবে; ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয় থেকে আকর্ষণরূপ 'প্রত্যাহার'দ্বারা বিষয়সংসর্গরূপ পাপ সমূহ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে, এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থেকে অনীশ্বর গুণসমূহকে অর্থাৎ অনাত্মধর্ম গুণত্রয়কে নিবারণ করবে। ['গুণ' বলতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটিকে বোঝায়; সেগুলি অনীশ্বর বা পরাধীন, চেতনের অধীন, কারণ, সেগুলি চেতনেরই প্রয়োজন যে ভোগ এবং অপবর্গ তা সম্পাদন করার জন্যই কার্যোন্মুখ। পুরুষ যখন ঐ গুণের দিকে অকৃষ্ট হয়, তখন তার এইরকম অভিমান অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞান হ'য়ে থাকে যে 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু পুরুষ সুখাদিরহিত, অর্থাৎ তার সুখও নেই, দুঃখও নেই; কারণ, পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ গুণত্রয়সম্বন্ধবর্জিত। পুরুষকে পরমাত্মধ্যানের দ্বারা ঐ গুণগুলিকে অকেজো ক'রে দিতে হবে]।। ৭২।।

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানযোগেন সংপশ্যেদ্‌গতিমস্যান্তরাত্মনঃ।। ৭৩।।

অনুবাদ : জীবের দেবতা-পশুপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট যোনিতে কি কারণে জন্ম-পরিগ্রহ হয়, শাস্ত্রদ্বারা অসংস্কৃত অতএব আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে তা জানা অসম্ভব; ধ্যানযোগেই কেবল তা জানতে পারা যায়। এই কারণে, ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ হওয়া উচিত।। ৭৩।।

সম্যগ্‌দর্শনসম্পন্নঃ কর্মভি র্ন নিবধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে।। ৭৪।।

অনুবাদ : ধ্যানযোগে সম্যক্ আত্মদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি, পাপপুণ্য-কর্মসমূহের দ্বারা সংসারবন্ধনে পতিত হয় না (অর্থাৎ সে সংসারে অনুবর্তন করে না, তার আর জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার ভোগ করতে হয় না), কিন্তু আত্মদর্শনহীন ব্যক্তিই সংসারগতি প্রাপ্ত হয় (জন্ম-মরণ-চক্র-মধ্যে আবদ্ধ হয়)।। ৭৪।।

অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্।। ৭৫।।

অনুবাদ : অহিংসার দ্বারা, ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াসক্তি-পরিহার দ্বারা, বেদবিহিত নিত্যকর্ম এবং উপবাসাদি কঠোর তপস্যার দ্বারা সেই পরম ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়।। ৭৫।।

অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনম্।
চর্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ।। ৭৬।।

অনুবাদ : এই দেহটি অস্থিরূপ স্তম্ভের উপর বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ, রক্ত ও মাংসের দ্বারা প্রলিপ্ত, চামড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠার দ্বারা পূর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।। ৭৬।।

জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ।। ৭৭।।

অনুবাদ : দেহটি আবার জরা ও শোকে আক্রান্ত, নানা প্রকার ব্যাধির আধার, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এবং ভূতের বাড়ীর মত। —এসব জেনে

এই ভূতের বাসার মায়া পরিত্যাগ করা উচিত। যাতে পুনর্বার এই দেহরূপ ভূতাগারে প্রবেশ করতে না হয়। তার জন্য চেষ্টা করা উচিত।। ৭৭।।

নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা।
তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছাদ্ গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে।। ৭৮।।

অনুবাদ ঃ নদীকূলস্থিত বৃক্ষ যেমন নদীকূল পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ হঠাৎ এক সময় নদীবেগে নিপতিত হয়) এবং পাখী যেমন স্বেচ্ছামত বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, সেইরকম জ্ঞানবান জীব শরীরে মমতাশূন্য হ'তে পারলে, শরীর ত্যাগ ক'রে সংসারবন্ধন-রূপ গ্রাহ অর্থাৎ হাঙ্গর-কুমীরের তুল্য এই যে শরীরাশ্রিত ক্লেশ তা থেকে মুক্ত হ'তে পারে।। ৭৮।।

প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্।
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্।। ৭৯।।

অনুবাদ ঃ পুত্রাদি প্রিয়বস্তুগুলি নিজের সুকৃতিই সাধন করে দিচ্ছে এবং যা কিছু অপ্রিয় বিষয়ের সংযোগ সেগুলি নিজের দুষ্কৃতি অর্থাৎ পাপকর্মগুলির দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে, এইরকম বিবেচনাপূর্বক রাগদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানী ধ্যানযোগের দ্বারা সনাতন ব্রহ্মকে লাভ ক'রে থাকেন।। ৭৯।।

যদা ভাবেন ভবতি সর্বভাবেষু নিস্পৃহঃ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্।। ৮০।।

অনুবাদ ঃ পুরুষ যখন যথার্থরূপে সকল পদার্থের বিষয়ে নিস্পৃহ হ'য়ে ওঠে ['ভাবেন' শব্দে 'ভাব' শব্দটির অর্থ অন্তঃকরণ অথবা আত্মার ধর্ম; 'ভাব' অর্থ অভিলাষ বা অভিপ্রায়। 'সর্বভাবেষু' শব্দে দ্বিতীয় 'ভাব' কথাটির অর্থ 'পদার্থ'], তখন সে ইহলোকে ও পরলোকে শাশ্বত সুখলাভ করে।।৮০।।

অনেন বিধিনা সর্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে।। ৮১।।

অনুবাদ ঃ পূর্ববর্ণিত বিধিগুলি ভিতরে ও বাইরে অনুষ্ঠান করতে করতে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে মানাপমান-শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি সকলরকম দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে জ্ঞানবান্ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করতে থাকেন।। ৮১।।

ধ্যানিকং সর্বমেবৈতৎ যদেতদভিশব্দিতম্।
ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে।। ৮২।।

অনুবাদ ঃ যে সব কর্মফল আগে কথিত হয়েছে, সেগুলি সব 'ধ্যানিক' (অর্থাৎ ধ্যান করলে যা লাভ করা যায়)। যিনি ধ্যানহীন অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব বিদিত হন নি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিরহিত সেরকম কোন লোকই পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল লাভ করতে পারেন না অর্থাৎ সেইরকম ব্যক্তি ঐ সব ক্রিয়াকলাপের অযোগ্য বা অনধিকারী।। ৮২।।

অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ।
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতং চ যৎ।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ [আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যা ধ্যান করা উচিত তা এতক্ষণ উপদেশ করা হয়েছে। কিন্তু বেদজপ বা বেদপাঠও যে আত্মজ্ঞানের সাধন তা এখনও বলা হয় নি। সে সম্বন্ধে বিধি এখন বলা হচ্ছে]। যজ্ঞসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র (অর্থাৎ যজ্ঞবিষয়ক বেদ অর্থাৎ বিধিবোধক ব্রাহ্মণভাগ) , দেবতাসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র (অর্থাৎ দেবতাপ্রতিপাদক মন্ত্রভাগ), এবং পরমাত্মবিষয়ক যে সব বেদমন্ত্র আছে সেগুলি পাঠ করবে, এবং যা বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানপ্রধান (অর্থাৎ জ্ঞানসমুচ্চয়প্রতিপাদক) উপনিষদ্‌রূপ আধ্যাত্মিক বেদও সর্বদা পাঠ করবে।। ৮৩।।

ইদং শরণমজ্ঞানামিদমেব বিজানতাম্।
ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম্।। ৮৪।।

অনুবাদ ঃ এই বেদরূপ পরমব্রহ্ম অজ্ঞব্যক্তিগণেরও পরম গতি [অর্থাৎ যারা বেদার্থবিৎ নয় তারা জপকর্মাদিতে অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার নিয়ে বেদকে আশ্রয় করে। অথবা, অজ্ঞ শব্দের অর্থ 'অনাত্মজ্ঞ'। যারা শাস্ত্র থেকে আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়েও সেই আত্মোপাসনায় নিরত, তারা চিত্তে স্থিরতালাভ করতে পারে নি, বেদই তাদের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়। বেদজপ (পাঠ), বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান, এবং সেই অনুষ্ঠানের জন্য উপযোগী বেদার্থজ্ঞান হলেই আর নরকভোগ করতে হয় না এবং কীট-পতঙ্গাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।]। বিজ্ঞব্যক্তিগণেও এই বেদব্রহ্মই অবলম্বন, যারা স্বর্গলাভ ইচ্ছা করে তাদেরও এই বেদই আশ্রয়, এবং যারা অনন্তফলস্বরূপ মোক্ষ কামনা করে, তাদেরও এই বেদই অবলম্বন।। ৮৪।।

অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ এইরকম আশ্রমবিহিত কর্মকলাপের ক্রমিক অনুষ্ঠানের দ্বারা যে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তিনি ইহলোকেই সমস্ত পাপ বিনাশ ক'রে পরব্রহ্ম লাভ ক'রে থাকেন (ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হ'য়ে যান)।। ৮৫।।

এষ ধর্মোঽনুশিষ্টো বো যতীনাং নিয়তাত্মনাম্।
বেদসংন্যাসিকানাস্তু কর্মযোগং নিবোধত।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ সংযতস্বভাব যতিগণের পালনীয় এই সাধারণ ধর্ম আমি আপনাদের বললাম। এখন যাঁরা 'বেদসন্ন্যাসিক' অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মকাণ্ডত্যাগী কুটীচর নামক সন্ন্যাসী, তাঁদের কর্মযোগের কথা বলছি, শুনুন।। ৮৬।।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি — এই চারটি পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমই এগুলির মূল; এই চারটি আশ্রমই পর পর শাস্ত্রনির্দেশানুসারে পালন করা হ'লে, এগুলি ঐ রকম অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে পরম পদে চালিত করে। [পূর্বশ্লোকে প্রতিজ্ঞারূপে বলা হয়েছে, এবার বেদসন্ন্যাসিকদের কর্মের উপদেশ দেওয়া হবে। কিন্তু তা না ক'রে চারটি আশ্রমের কথা বলা হল কেন? উত্তরে মেধাতিথি কোনও কোনও পণ্ডিতের মত উল্লেখ ক'রে বলেন এই যে 'বেদসন্ন্যাস', এটি একটি স্বতন্ত্র আশ্রম নয়, কিন্তু এটি ঐ আশ্রমচতুষ্টয়েরই অন্তর্গত

— এই ব্যাপারটি বোঝাবার জন্য পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার পর চারটি আশ্রমের নির্দেশ করা হয়েছে। ঐ 'বেদসন্ন্যাস' কোন্ আশ্রমটির অন্তর্ভুক্ত, এরকম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এটি গৃহস্থাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ঐ বেদসন্ন্যাসিক - ব্যক্তির পক্ষে গৃহে বাস করার নির্দেশ আছে।]।। ৮৭।।

সর্বেঽপি ক্রমশস্ত্বেতে যথাশাস্ত্রং নিষেবিতাঃ।
যথোক্তকারিণং বিপ্রং নয়ন্তি পরমাং গতিম্।। ৮৮।।

অনুবাদ ঃ এই চারটি আশ্রম ক্রমানুসারে যথাশাস্ত্র নিষেবিত হ'লে যথোক্তানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ মোক্ষলক্ষণ পরম গতি লাভ করতে পারেন।। ৮৮।।

সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি।। ৮৯।।

অনুবাদ ঃ এই ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে বেদ ও স্মৃতির বিধানক্রমে অনুষ্ঠানকারী যে গৃহস্থাশ্রমী, তাঁকে মনু প্রভৃতি ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ বলে নির্দেশ করেছেন। কারণ, তিনিই ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই তিন আশ্রমের ধারক-পোষক (অর্থাৎ গৃহস্থ জ্ঞানের দ্বারা ও অন্নের দ্বারা অপরাপর আশ্রমগুলিকে পোষণ করে)।। ৮৯।।

যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্।। ৯০।।

অনুবাদ ঃ গঙ্গা-শোণ প্রভৃতি নদনদী যেমন সাগরে আশ্রয় লাভ করে, সেইরকম অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও সকলে গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করে।। ৯০।।

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।। ৯১।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ এই চারটি আশ্রমের মধ্যে থেকে বক্ষ্যমাণ দশপ্রকার ধর্ম নিত্য যত্নসহকারে পালন করবেন।। ৯১।।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী র্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।। ৯২।।

অনুবাদ ঃ ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (কেউ অনিষ্ট করলেও তার অনিষ্ট না করা; শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যকৃত অপরাধ সহ্য করা), দম (ঔদ্ধত্য না থাকা, বিদ্যাপ্রভৃতি জনিত যে উদ্ধতভাব তা ত্যাগ করা, অস্তেয় (অন্যায়পূর্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (আহার প্রভৃতি বিষয়ে শুদ্ধতা), ইন্দ্রয়নিগ্রহ (নিজ নিজ বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাবৃত্ত করানো), ধী (প্রতিপক্ষের সংশয়াদি নিরাকরণপূর্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), [ধী ও বিদ্যা —এ দুটির মধ্যে প্রভেদ এই যে, —প্রথমটি কর্মজ্ঞান ও দ্বিতীয়টি অধ্যাত্মজ্ঞান], সত্য এবং অক্রোধ (যে ক্রোধ উৎপন্ন হ'তে পারত তা উৎপন্ন না হওয়া) —এই দশটি ধর্মের লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ।। ৯২।।

দশ লক্ষণানি ধর্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্য চানুবর্তন্তে তে যান্তি পরমাং গতিম্।। ৯৩।।

অনুবাদ ঃ যে সব ব্রাহ্মণ ধর্মের এই দশটি লক্ষণ ভালভাবে অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যয়ন ক'রে সেগুলি পালন করেন, তাঁরা পরমা গতি প্রাপ্ত হন।। ৯৩।।

দশলক্ষণকং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সন্ন্যসেদনৃণো দ্বিজঃ।। ৯৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ সমাহিত চিত্তে পূর্বোক্ত দশলক্ষণবিশিষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠান ক'রে, গুরুমুখে যথাবিধি বেদান্তশাস্ত্র অবগত হ'য়ে, দেব-পিতৃ-ঋষি-ঋণ থেকে মুক্ত হ'য়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন।। ৯৪।।

সংন্যস্য সর্বকর্মাণি কর্মদোষানপানুদন্।
নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্যে সুখং বসেৎ।। ৯৫।।

অনুবাদ ঃ বেদসন্ন্যাসী কুটীচর অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সব কাজ ত্যাগ ক'রে, অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত প্রাণিবধাদিকর্মজনিত পাপ প্রাণায়ামাদির দ্বারা ক্ষয় করতে থেকে, সংযতভাবে বেদাভ্যাস করবেন এবং পুত্রপ্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনের উপর নির্ভর ক'রে সুখে বাস করবেন।। ৯৫।।

এবং সংন্যস্য কর্মাণি স্বকার্যপরমোঽস্পৃহঃ।
সন্ন্যাসেনাপহত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।। ৯৬।।

অনুবাদ ঃ যিনি এইভাবে কর্মসন্ন্যাস ক'রে (অর্থাৎ সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগ ক'রে) , স্বকার্যে (অর্থাৎ আত্মোপাসনায়) অত্যন্তভাবে নিযুক্ত থেকে মানসিক স্পৃহাও বর্জন করেন — মনের মধ্যেও যাঁর বিষয়স্পৃহা উদিত হয় না, তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা পাপ ক্ষয় ক'রে পরম গতি লাভ করেন।। ৯৬।।

এষ বোঽভিহিতো ধর্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্মং নিবোধত।। ৯৭।।

অনুবাদ ঃ পরকালে অক্ষয়ফলপ্রদ, পুণ্যজনক, ব্রাহ্মণের পক্ষে পালনীয় এই চারপ্রকার আশ্রমের ক্রিয়াকলাপ আপনাদের আমি বললাম। এখন রাজধর্ম বর্ণনা করছি, আপনারা শ্রবণ করুন।। ৯৭।।

ইতি বারেন্দ্রনন্দনবাসীয়-ভট্টদিবাকরাত্মজশ্রীকুল্লূকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং মনুস্মৃতৌ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।। ৬।।

।। ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।। ঃ ।। রাজধর্মঃ

রাজধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা।। ১।।

অনুবাদ ঃ (গ্রন্থকার বলছেন—) আমি এবার আপনাদের কাছে রাজধর্মের বিষয় বর্ণনা করব। রাজার কেমন আচরণ করা কর্তব্য, তাঁর যেভাবে উৎপত্তি হয়েছে এবং যেভাবে তাঁর রাজ্যসমৃদ্ধিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ হ'য়ে থাকে—তাও আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করব। [এখানে 'রাজধর্ম' শব্দের অর্থ রাজার কর্তব্য। রাজার এই কর্তব্য দুই প্রকার—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। 'ষাড়্গুণ্য' জাতীয় কর্তব্যগুলি হ'ল দৃষ্টার্থক, 'ষাড়্গুণ্য' বলতে বোঝায়—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়। এই ষড়্গুণ্য-প্রয়োগের দ্বারা রাজা তাঁর রাজ্যকে রক্ষা ও সমৃদ্ধিযুক্ত ক'রে তোলেন। এই ষাড়্গুণ্যের প্রয়োজন এবং প্রয়োগ কেবলমাত্র ইহজগতেই দেখা যায় ব'লে এগুলি 'দৃষ্টার্থক'। আর অগ্নিহোত্র সম্পাদন করা প্রভৃতি রাজার অন্যান্য যেসব কর্তব্য আছে সেগুলি 'অদৃষ্টার্থক', কারণ এগুলির ফল পরলোকে পুণ্য সঞ্চয় করা। ঐ দুই শ্রেণীর রাজকর্তব্যের মধ্যে বর্তমান অধ্যায়ে প্রধানতঃ দৃষ্টার্থক ক্রিয়াকলাপেরই উদাহরণ দেওয়া হবে, কারণ, 'রাজধর্ম' শব্দটির দ্বারা ষাড়্গুণ্য-প্রয়োগ প্রভৃতি দৃষ্টার্থক কর্মকলাপকেই সাধারণতঃ বোঝানো হয়। 'রাজধর্ম'—এখানে 'রাজা' শব্দটি ক্ষত্রিয়- জাতিরূপ অর্থকে বোঝাচ্ছে না। এখানে বোঝানো হচ্ছে—যাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছে এবং রাজ্যে প্রজাদের উপর আধিপত্য প্রভৃতি গুণ যাঁর আছে, সেইরকম ব্যক্তিই 'রাজা']।। ১।।

ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণম্।। ২।।

অনুবাদ ঃ শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে ব্রাহ্মসংস্কার (অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার) [illegible] হ'য়ে ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্মশাস্ত্রোক্ত নিয়ম অবলম্বনপূর্বক নিজরাজ্যান্তর্গত সকল প্রজাকে পরিপালন করবেন, এটাই তাঁর কর্তব্য।। ২।।

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।। ৩।।

অনুবাদ ঃ এই জগৎ যদি রাজশূন্য হয় তাহ'লে চারদিক্ থেকে বলবানের ভয়ে সকলেই উৎপীড়িত ও অস্থির হ'য়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হবে। এইকারণে এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন (অতএব প্রজারক্ষা তাঁর কর্তব্য)।। ৩।।

ইন্দ্রানিল-যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্র-বিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ।। ৪।।

অনুবাদ ঃ ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, বিত্তেশ (ধনাধিপতি কুবের)—এঁদের সকলের সারভূত অংশসমূহ (শাশ্বতীঃ = সারস্বরূপ; মাত্রাঃ = অবয়ব বা অংশসমূহ) আকর্ষণ ক'রে (পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন)।। ৪।।

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজসা।। ৫।।

অনুবাদঃ যেহেতু রাজা ইন্দ্র প্রভৃতি এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবগণের তেজের অংশসমূহের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন, সেই কারণে তিনি নিজের তেজের দ্বারা সকল জীবকেই অভিভূত ক'রে থাকেন (অর্থাৎ রাজার মুখের দিকে সোজাসুজি নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য)।। ৫।।

তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্।। ৬।।

অনুবাদঃ সূর্য যেমন দর্শকদের চোখ ঝলসিয়ে দেয়, সেইরকম রাজাও, যে লোক তাঁর দিকে নিরীক্ষণ ক'রে থাকে, তার চোখ ও মন দুটিকেই সন্তাপিত করেন। এই কারণে, পৃথিবীতে কেউই এঁকে ভাল ক'রে একই দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে পারে না।। ৬।।

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ।। ৭।।

সেই রাজা নিজের অলৌকিক প্রভাব-হেতু অগ্নিস্বরূপ; তিনি বায়ু, তিনি সূর্য, তিনি চন্দ্র, তিনি যম, তিনি কুবের, তিনি বরুণ এবং তিনি ইন্দ্রস্বরূপ [অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের সারাংশ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁদের শক্তি রাজার মধ্যে রয়েছে। এইজন্য তাঁকে অগ্নিপ্রভৃতি-স্বরূপ বলা হয়েছে]।। ৭।।

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।। ৮।।

অনুবাদ ঃ রাজা বালক হ'লেও তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে ক'রে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কারণ, এই রাজা প্রকৃতপক্ষে একজন অসাধারণ দেবতা, ইনি মানুষের আকারে পৃথিবীতে অবস্থান করেন।।৮।।

একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্।। ৯।।

অনুবাদঃ কোনও লোক যদি অগ্নির অত্যন্ত নিকটবর্তী হয় তাহ'লে অগ্নি কেবল তাকেই দগ্ধ করে, কিন্তু অগ্নিরূপ রাজা ক্রুদ্ধ হ'লে সর্বপ্রকার গবাদি পশু, ধনাদি দ্রব্য ও গৃহাদির সাথে অপরাধী ব্যক্তির বংশকে (পুত্র, পত্নী, বান্ধবের সাথে তাকে নিজেকে) ধ্বংস ক'রে দেন।। ৯।।

কার্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ।। ১০।।

অনুবাদঃ সেই রাজা নিজের প্রয়োজন, শক্তি ও দেশকাল উত্তমরূপে পর্যালোচনা ক'রে কার্যসিদ্ধির জন্য বার বার নানারকম রূপ ধারণ করেন [রাজা কারোর বন্ধু হন না। তিনি নিজের প্রয়োজনানুসারে শত্রুর প্রতি মিত্রের মতো আচরণ করেন, আবার মিত্রের প্রতিও শত্রুর মতো ব্যবহার করেন। আবার, কখনো যদি কাউকে দণ্ড দেওয়ার মত উপযুক্ত শক্তি না থাকে তখন রাজা তার অপরাধ সহ্য করেন, আবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে তাকে উন্মূলিত ক'রে দেন। এইরকম আবার তিনি উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত সময়েরও অপেক্ষা ক'রে থাকেন। তিনি বিশ্বরূপ অর্থাৎ বহু রূপ ধারণ করেন; ক্ষণেকের মধ্যে মিত্র এবং ক্ষণেকের মধ্যেই শত্রু হ'য়ে পড়েন।

তিনি একই রকম রূপে কখনো থাকেন না।]।। ১০।।

যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্বতেজোময়ো হি সঃ।। ১১।

অনুবাদঃ যিনি প্রসন্ন হ'লে মহতী ধনসম্পত্তি লাভ করা যায় (একারণে ধনসম্পত্তি লাভের ইচ্ছা থাকলে রাজার উপাসনা করা কর্তব্য), যাঁর পরাক্রম-প্রভাবে দুর্দান্ত শত্রুকে নিহত ক'রে বিজয় লাভ করা যায় (একারণে শত্রু উন্মূলিত করা যার অভিপ্রায় তাঁর পক্ষে রাজার পরিচর্যা করা কর্তব্য), এবং যিনি কারোর প্রতি ক্রুদ্ধ হ'লে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে, তিনি (অর্থাৎ সেই রাজা) নিশ্চয়ই সর্বতেজোময় (অর্থাৎ চন্দ্রসূর্যাদির তেজ তিনিই ধারণ করেন)।। ১১।।

তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ।। ১২।।

অনুবাদ ঃ যে লোক মূঢ়তাবশে সেই রাজার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে অর্থাৎ রাজার অপ্রীতিকর কাজ করে, নিঃসন্দেহে সেই লোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কারণ, এই রকম বিদ্বেষকারী লোকের যাতে সত্বর বিনাশপ্রাপ্তি ঘটে, রাজা সে ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন।। ১২।।

তস্মাদ্ধর্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ।। ১৩।।

অনুবাদ ঃ যেহেতু রাজা সর্বতেজোময়, সেই কারণে তিনি তাঁর প্রিয়লোকেদের বিষয়ে যে শাস্ত্রোক্ত বা শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ নিয়ম করবেন এবং অপ্রিয় অসাধু ব্যক্তিদের প্রতি যে রকম নিয়ম করবেন, অর্থাৎ এই দুই ধরণের লোকদের জন্য যে 'ধর্ম' (বা ব্যবস্থা) তিনি নির্দেশ ক'রে দেবেন, তা লঙ্ঘন করা কারোরই উচিত নয়।। ১৩ ।।

তস্যার্থে সর্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্বমীশ্বরঃ।। ১৪।।

অনুবাদ ঃ রাজার প্রয়োজন সাধনের জন্য (অর্থাৎ প্রজাগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে) ব্রহ্মা রাজাকে সৃষ্টি করার আগেই ব্রহ্মা 'দণ্ড' সৃষ্টি করেছেন। ঐ দণ্ড সকল প্রাণীর রক্ষক (গোপ্তা) ; ঐ দণ্ডই হ'ল 'ধর্ম' এবং 'দণ্ড'ই হ'ল প্রজাপতি ব্রহ্মার আত্মজ (অর্থাৎ পুত্র); ঐ দণ্ড হ'ল ব্রহ্মতেজোময়। [দণ্ড-রূপ প্রজাপতিপুত্রটি পাঞ্চভৌতিক শরীরযুক্ত নয়, কিন্তু ব্রহ্মার যে শুদ্ধ তেজ তার দ্বারা ওটি নির্মিত হয়েছে]।। ১৪ ।।

তস্য সর্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্মান্ন চলন্তি চ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ রাজদণ্ডের ভয়ে স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীই ভোগসম্পাদন করতে সমর্থ হয় (দণ্ড না থাকলে বলবান্ দুর্বলকে তার স্ত্রী-ধন-ঐশ্বর্য প্রভৃতি ভোগ করতে দিত না এবং এই বলবান্‌ও অন্য বলবান্‌কে ঐ সব ভোগ-পদার্থ ভোগ করতে দিত না) এবং দণ্ডভয়ে কেউই স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না।। ১৫ ।।

তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্হতঃ সম্প্রণয়েন্নরেষ্বন্যায়বর্তিষু।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ রাজা দেশ (অর্থাৎ গ্রাম, অরণ্য প্রভৃতি), কাল (অর্থাৎ সুভিক্ষ- দুর্ভিক্ষাদি),

শক্তি (অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, ধনবান্ ইত্যাদি রূপ) এবং বিদ্যা (অর্থাৎ বেদাদিবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি) ঠিক্ ঠিক্মতো বিবেচনা ক'রে অন্যায়কারী ব্যক্তিরা যে যেরকম ভাবে দণ্ড ভোগ করার যোগ্য, তার প্রতি সেইরূপ দণ্ডবিধান করবেন।। ১৬।।

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ সেই দণ্ড-ই বাস্তবিক পক্ষে রাজা (কারণ, দণ্ড থাকলেই তবে রাজশক্তি থাকে), সেই দণ্ডই যথার্থ পুরুষ (কারণ, ঐ দণ্ডের প্রভাবেই প্রবল পুরুষগণকে স্ত্রীলোকদের মত অবহেলা ক'রে এবং পরাজিত ক'রে বশীভূত করা যায়), দণ্ডের দ্বারা রাজা শাসনকাজ এবং সকল লোককে চালনার কাজ সম্পাদন করেন, তাই দণ্ডই নেতা বা চালক। দণ্ডই হ'ল শাসনকর্তা অর্থাৎ দণ্ডের দ্বারা রাজা আজ্ঞা প্রদান করেন। সেই দণ্ডই চারটি আশ্রমের অনুষ্ঠেয় ধর্ম-কর্মের প্রতিভূস্বরূপ ব'লে মুনিগণ মনে করেন।। ১৭।।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ দণ্ডই সমস্ত প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই সবলের কবল থেকে সকল দুর্বলকে রক্ষা করে; সকলে নিদ্রিত থাকলেও একমাত্র দণ্ডই জাগ্রত থাকে [অর্থাৎ রাজপুরুষেরা সকলে সুপ্ত থাকলে লোকেরা কেবল দণ্ড প্রয়োগের ভয়েই স্বেচ্ছাচারিতা করে না]। পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন [কারণ, ঐহিক-পারলৌকিক সকল কাজই দণ্ডভয়ে সাধিত হ'য়ে থাকে]।। ১৮ ।।

সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্বতঃ।। ১৯।।

অনুবাদ ঃ শাস্ত্রানুসারে দেশকালাদি সম্যক্ বিবেচনা করে দণ্ডকে যদি ঠিক মত প্রয়োগ করা হয় ('ধৃত' শব্দের অর্থ 'ব্যবহৃত'), তাহ'লে সেই দণ্ড সকল প্রজাকেই সন্তুষ্ট ক'রে থাকে (অর্থাৎ সকল প্রজা রাজাতে অনুরক্ত হয়)। কিন্তু ঐ দণ্ডকে যদি ঠিক্মত বিবেচনা না ক'রে প্রয়োগ করা হয় (যেমন, যদি নিরপরাধ প্রজাদের উপর লোভাদিবশতঃ দণ্ড যদি প্রযুক্ত হয়), তাহ'লে সেই দণ্ড চারদিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে এবং রাজারও বিনাশ ঘটায়।। ১৯।।

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেম্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ।। ২০।।

অনুবাদ ঃ রাজা যদি দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি অনলসভাবে দণ্ডবিধান না করেন, তাহ'লে, শূলে বিদ্ধ ক'রে যেমন মাছ পাক করা হয়, সেইভাবে বলশালী লোকেরা দুর্বল লোকগণকে পাক করবেন অর্থাৎ উৎপীড়িত করবেন।। ২০।।

অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বাঽবলিহ্যাদ্ধবিস্তথা।
স্বাম্যঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্তেতাধরোত্তরম্।। ২১।।

অনুবাদ ঃ রাজা যদি দণ্ডবিধান না করেন, তাহ'লে যজ্ঞকর্মে হব্যভোজনের অযোগ্য কাক যজ্ঞীয় পুরোডাশ (sacrificial cake) ভোজন করবে। কুকুর পায়স প্রভৃতি হব্যদ্রব্য লেহন করবে [অর্থাৎ যদি দণ্ডের দ্বারা নিবারণ করা না হয়, তাহ'লে যে চরু-পুরোডাশ প্রভৃতি দেবতাগণকে নিবেদন করা হবে ব'লে ঠিক করা হয়েছে, তা কাকে-কুকুরে খেয়ে ফেলবে এবং

এইভাবে কাক-কুকুর প্রভৃতি অত্যন্ত অধম প্রাণীরাও দেবতাদের সাথে পাল্লা দেবে।], কারও কোনও বিষয়ে স্বামিত্ব বা অধিকার থাকবে না—কেবল বলবান্‌দের জয় হবে, এবং চণ্ডালাদি নিম্নবর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণদের তুলনায় প্রাধান্য লাভ করবে।। ২১।।

সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্বং জগদ্‌ভোগায় কল্পতে।। ২২।।

অনুবাদ : সকল লোকই দণ্ডের বশীভূত (তারা দণ্ডের ভয়েই সুপথগামী হয়) ; কারণ, স্বাভাবিক শুদ্ধ সৎপথবর্তী লোক জগতে একান্তই দুর্লভ। দণ্ডভয়েই সমগ্র জগদ্বাসী নিজ নিজ দ্রব্য ভোগ করতে সমর্থ হয় [১৫নং শ্লোক দ্রষ্টব্য]।। ২২।।

দেব-দানব-গন্ধর্বা রক্ষাংসি পতগোরগাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ।। ২৩।।

অনুবাদ : দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, পাখী, সাপ—এরা সকলেই বিধাতার দণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে বর্ষণাদির দ্বারা জগদ্বাসীদের ভোগের ব্যাপারে সহায়তা করে চলেছে। [পর্জন্য, বায়ু, আদিত্য প্রভৃতি দেবতারা যে নিয়মিতভাবে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে ওষধিসমূহের পরিপাক সাধন করে, তা বিধাতার দণ্ডের ভয়ে শঙ্কিত হ'য়েই ক'রে থাকে। বিধাতার দণ্ডের ভয়েই সূর্য প্রভৃতি দেবতারা নিয়ম লঙ্‌ঘন করেন না। এই জন্যই শ্রুতি বলেছেন—"এই পরমেশ্বরের ভয়েই সূর্য উত্তাপ দিচ্ছেন, চন্দ্র কিরণ দিচ্ছেন তাঁরই ভয়ে; অগ্নি এবং বায়ুও এঁরই ভয়ে নিজ নিজ কাজে নিরত রয়েছেন" ইত্যাদি। আর, দৈত্য প্রভৃতিরাও যে সমগ্র জগৎকে দিবারাত্র উৎপীড়িত করছে না তাও দণ্ডেরই মাহাত্ম্য। ঘরের শোভাস্বরূপ শুক-সারিকা প্রভৃতি পাখীরা যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চোখ উৎপাটন করে না কিংবা বাজপাখী-শকুনি প্রভৃতিরা যে জীবিত মানুষদের খেয়ে ফেলে না তাও ঐ দণ্ডেরই মাহাত্ম্য। ক্রোধে ও বিষে পরিপূর্ণ সাপেরা সকলে মিলিত হ'য়ে সমস্ত প্রাণিবর্গকে যে দংশন করে না, তাও ঐ দণ্ডেরই মাহাত্ম্য। এই কারণেই এইভাবে দণ্ডের স্তুতি করা হয়েছে—দেবগণ মহা ঋদ্ধি বা প্রভাবযুক্ত; তাঁরা এবং অচেতন পদার্থসমূহও যখন দণ্ডভয়ে নিজ নিজ কর্তব্য থেকে স্খলিত হন না, মানুষেরা কি নিয়ম ভ্রষ্ট হতে পারে? অর্থাৎ দণ্ডবিধি লঙ্ঘন ক'রে অন্যায় কাজ করতে পারে?।। ২৩।।

দুষ্যেয়ুঃ সর্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
সর্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ।। ২৪।।

অনুবাদ : দণ্ড সম্বন্ধে যদি বিভ্রম উপস্থিত হয় অর্থাৎ দণ্ড যদি অনুচিত ভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহ'লে সকল বর্ণের লোকেরাই দোষগ্রস্ত হ'য়ে পড়বে [অর্থাৎ সকলেই সকলের স্ত্রীকে গ্রহণ করবে এবং তার ফলে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হবে], সকল 'সেতু' অর্থাৎ নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে [এবং তার ফলে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের মত আচরণ করবে, আবার শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের কাজ করতে থাকবে] এবং চৌর্য-সাহসাদির দ্বারা সকল লোকের ক্ষোভ উৎপন্ন হবে।। ২৪ ।।

যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি।। ২৫।।

অনুবাদ : যে দেশে শ্যামবর্ণ, আরক্তনয়ন এবং পাপনিবারণকারী দণ্ড বিচরণ করে এবং দণ্ডবিধানকর্তা সকলবিষয়ে ন্যায়ানুসারে দণ্ড বিধান করতে থাকেন, তাহ'লে সেখানে প্রজারা কোনও ক্রমেই কাতর হয় না। [এখানে যে দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবিকপক্ষে

দণ্ডে অবিদ্যমান হ'লেও রূপকের আশ্রয় নিয়ে ঐ অবিদ্যমান বস্তুর উল্লেখ ক'রে দণ্ডের প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে দণ্ডের যে দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে 'শ্যামরূপতা' (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণতা) ভীতি উৎপাদন করে এবং রক্তচক্ষুবিশিষ্ট অন্য রূপটি দুঃখ প্রদান করে]।। ২৫ ।।

তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্মকামার্থকোবিদম্।। ২৬।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা সত্যবাদী, যিনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে কাজ করেন, যিনি সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম-এই ত্রিবর্গ বিষয়ে অভিজ্ঞ, মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ তাঁকেই দণ্ডপ্রণয়নের উপযুক্ত রাজা ব'লে অভিহিত করেন।

[সত্যবাদী = যিনি প্রথমে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে দণ্ডবিধান ক'রে পরে সেই দণ্ডিত ব্যক্তিকে বিত্তশালী জানতে পেরে তাকে সম্মানিত করেন না; অথবা যিনি দণ্ডিত লোকটি নিজের প্রিয় ব্যক্তি হওয়ার জন্য তার দণ্ড রহিত ক'রে দেন না।

প্রাজ্ঞ = যিনি দেশ, কাল প্রভৃতির বাধ্যবাধকভাব নিরূপণ করার জন্য বিশেষ অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞ।] ।। ২৬ ।।

তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে।। ২৭।।

অনুবাদ ঃ যদি রাজা সম্যক্ রূপে অর্থাৎ যার যেমন পাপ তদনুযায়ী দণ্ডের বিধান করেন, তাহ'লে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের দ্বারা তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। আর যদি রাজা বিষয়াভিলাষী, বিষয় অর্থাৎ রাগদ্বেষাদির কবলিত, এবং ক্ষুদ্র অর্থাৎ ছলানুসন্ধানী হন, তাহ'লে তিনি স্বকৃত দণ্ডের দ্বারা নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হন।। ২৭ ।।

দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্মাদ্ বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্।। ২৮।।

অনুবাদ ঃ দণ্ড প্রকৃষ্ট তেজঃস্বরূপ; অতএব দণ্ড শাস্ত্রজ্ঞানহীন রাজার দ্বারা ধারণ করা সম্ভব নয়। যে রাজা নিজধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য থেকে বিচলিত হন, দণ্ড তাঁকেই সবান্ধবে ধ্বংস করে।

[অকৃতাত্মভিঃ = শাস্ত্রসেবা অথবা গুরুর উপাসনার দ্বারা, অথবা স্বাভাবিক শিক্ষাবশতঃ যারা সংযত হয় নি, তাদের পক্ষে এই দণ্ড 'দুর্দ্ধরঃ' অর্থাৎ ঠিক্‌ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অতএব এইরকম মনে করা উচিত নয় যে, কেবল আদেশ দিলেই যখন দণ্ড প্রয়োগ করানো যায়, তখন আর তা 'দুর্দ্ধর' হবে কেন? কারণ, যে ব্যক্তি দণ্ডপ্রয়োগ বিষয়ে সজাগ থাকে না অর্থাৎ যত্নশীল না হয় সেই অসাবধান লোককে দণ্ড সবান্ধবে বধ করে। রাজা একাই যে কেবল মারা পড়েন তা নয়, কিন্তু তাঁর বংশে পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি যে কেউ থাকে, তারাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়]।। ২৮ ।।

ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরম্।
অন্তরীক্ষগতাংশ্চৈব মুনীন্ দেবাংশ্চ পীড়য়েৎ।। ২৯

অনুবাদ ঃ দেশ-কাল প্রভৃতি সম্যক্ বিবেচনা না করে দণ্ড প্রয়োগ করা হ'লে সেই প্রয়োগকারী রাজা প্রথমে সবান্ধবে বিনাশপ্রাপ্ত হন, তার পর তিনি তাঁর দুর্গ, স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি, এমন কি অন্তরীক্ষগত মুনি ও দেবতা সকলকে পীড়িত করেন। [দেবগণ ও মুনিগণ

পীড়া বা ক্লেশ প্রাপ্ত হন, কারণ, এখানে এই মর্তলোকে যে হবির্দ্রব্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে দেওয়া হয় তারই উপর দেবগণ নির্ভর করেন। কিন্তু অবিবেচনাপূর্বক দণ্ড প্রয়োগ করা হ'লে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান নষ্ট হ'য়ে যায় এবং তার ফলে দেবগণ ও ঋষিগণও নষ্ট হয়ে যান অর্থাৎ ক্লেশ পেয়ে থাকেন।]।। ২৯।।

সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ।। ৩০।।

অনুবাদ ঃ যিনি মন্ত্রী-সেনাপতি-পুরোহিত প্রভৃতি সহায়রহিত, মন্দবুদ্ধি, লোভী, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য এবং বিষয়াসক্ত, সেই রকম রাজা ঐ 'দণ্ড'কে 'ন্যায়তঃ' অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে প্রয়োগ করতে পারেন না ['ন্যায়' শব্দের অর্থ দেশকালাদি বিবেচনা ক'রে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা]।। ৩০।।

শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।। ৩১।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা শুচি অর্থাৎ অর্থে ও শরীরে শুদ্ধ (অথবা, 'শুচি' শব্দের অর্থ অলুব্ধ অর্থাৎ লোভী নয়), যিনি সত্যকে আশ্রয় করেন এবং শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে কাজ করেন, যিনি উপযুক্ত সচিবাদি-সহায়সম্পন্ন এবং যিনি বুদ্ধিমান্, তিনিই দণ্ডবিধান করতে যোগ্য হন [৩০ ও ৩১ নং শ্লোক দুটির তাৎপর্য হ'ল—যিনি পূর্বশ্লোকে উক্ত পাঁচ প্রকার দোষবিহীন এবং ৩১ নং শ্লোকে উক্ত পাঁচ প্রকার গুণযুক্ত, তিনিই দণ্ডপ্রয়োগ করার উপযুক্ত; তিনি দণ্ড প্রয়োগ করলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার ফল বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়]।। ৩১।।

স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাদ্ ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ।। ৩২।।

অনুবাদ ঃ রাজা স্বরাষ্ট্রে অর্থাৎ, পিতৃপিতামহাদিক্রমে প্রাপ্ত দেশে শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করবেন (এবং মৃদুদণ্ড বিধান করবেন), কিন্তু শত্রুরাজার রাজ্য জয় ক'রে শত্রুর উপর গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করবেন, স্নেহযুক্ত মিত্রগণের প্রতি সরলভাব অবলম্বন করবেন এবং শত্রুরাজ্যে বা নিজরাজ্যে ব্রাহ্মণেরা অল্প অপরাধ করলেও তাদের প্রতি ক্ষমাযুক্ত হবেন।। ৩২।।

এবংবৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্যতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা এইভাবে সদাচার ও সুপ্রথা অবলম্বনপূর্বক রাজ্যশাসন করেন, তিনি শিলোঞ্ছবৃত্তি হ'লেও অর্থাৎ তাঁর কোষাগার অত্যন্ত ক্ষীণ হ'লেও তাঁর যশ জলে যেমন তেলের বিন্দু ছড়িয়ে পড়ে সেইরকম জগতে বহুদূর বিস্তার লাভ করে।। ৩৩।।

অতস্তু বিপরীতস্য নৃপতেরজিতাত্মনঃ।
সংক্ষিপ্যতে যশো লোকে ঘৃতবিন্দুরিবাম্ভসি।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ কিন্তু যে রাজার আচার-ব্যবহার পূর্বশ্লোকে উক্ত আচার-ব্যবহারের বিপরীত এবং যিনি ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত, তাঁর যশ এই সংসারে জলে স্থিত ঘৃত বিন্দুর মত লোকসমাজে ক্রমে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে।। ৩৪।।

স্বে স্বে ধর্মে নিবিষ্টানাং সর্বেষামনুপূর্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা।। ৩৫

অনুবাদ ঃ নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারটি বর্ণের এবং বহ্মচর্য প্রভৃতি চারটি আশ্রমের রক্ষা করার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজাকে সৃষ্টি করেছেন [রাজা যদি এদের রক্ষা না করেন, তবে তিনি পাপী হবেন, কিন্তু এরা যদি স্বধর্মত্যাগী হয় তাহ'লে তাদের রক্ষা না করলে রাজা পাপী হবেন না]।। ৩৫।।

তেন যদ্‌যৎ সভৃত্যেন কর্তব্যং রক্ষতা প্রজাঃ।
তত্তদ্বোঽহং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রীপ্রভৃতি ভৃত্যবর্গের সাথে রাজা যেভাবে নিজকর্তব্য সম্পন্ন করবেন, সে সব আমি তোমাদের কাছে যথার্থরূপে ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করছি।। ৩৬ ।।

ব্রাহ্মণান্ পর্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ রাজা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ক'রে ঋগ্-যজুঃ-সাম-এই তিন বেদের মর্মাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণসমূহের এবং নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সেবা করবেন এবং তাঁরা যে সব আদেশ করবেন তা প্রতিপালন করবেন।। ৩৭।।

বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ যাঁদের দেহ ও মন পবিত্র এইরকম বেদবিদ্ তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সতত সেবা করা অর্থাৎ উপদেশ পালন করা রাজার কর্তব্য কারণ, হিংস্র রাক্ষস প্রভৃতিও বৃদ্ধসেবী (অর্থাৎ উপদেশপালনকারী) রাজার সর্বদা হিতসাধন করে; সুতরাং মানুষেরা তো হিতচেষ্টা করবেই।। ৩৮।।

তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতি র্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ রাজা বিনীতাত্মা হ'লেও অর্থাৎ স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে ও অর্থশাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা বিনীত হ'লেও সেই বৃদ্ধ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে আরও বিনয় বা কর্তব্য শিক্ষা করবেন, কারণ, যে রাজা বিনীতাত্মা অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্য যাঁর শিক্ষা করা আছে, তিনি কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হন না।। ৩৯।।

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ [পূর্বশ্লোকে বর্ণিত বিষয়টি এখন পরপর তিনটি শ্লোকের দ্বারা দৃঢ় করা হচ্ছেন] সবিনয়দোষে দূষিত হ'য়ে বহু রাজা হস্তিঅশ্বাদি ধনসম্পন্ন হ'য়েও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন। আবার বিনয়যুক্ত হ'য়ে বহু রাজা বনবাসী হ'য়েও অনায়াসে রাজ্য লাভ করেছিলেন [এবং সেই রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি]।। ৪০ ।।

বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ রাজা বেণ, মহারাজ নহুষ, যবনতনয় সুদাস, সুমুখ ও নিমি—এঁরা সকলে

অবিনয়ের দোষে নষ্ট হয়েছিলেন। ['সুদাসো যাবনিশ্চৈব'—এখানে পাঠান্তর—'সুদাঃ পৈজবনিশ্চৈব', অর্থ—পিজবনের পুত্র সুদাঃ।]

রাজা **বেণ** বা **বেন**। ইনি ছিলেন অঙ্গের পুত্র। দেশে ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করায় ইনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পাদিত অভিচারক্রিয়ার দ্বারা নিহত হন। বেণের পুত্র পৃথু-ছিলেন একজন আদর্শ রাজা।]।।৪১।।

পৃথুস্তু বিনয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ।। ৪২।।

অনুবাদ ঃ পক্ষান্তরে পৃথুরাজা বিনয়ের দ্বারা রাজ্য লাভ করেছিলেন। মনুও একই উপায়ে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিনয়বশতঃই কুবের ধনৈশ্বর্য লাভ করেছিলেন এবং গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র বিনয়ের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন।

[বেণপুত্র **'পৃথু'** একজন আদর্শ রাজা ছিলেন এবং প্রজারা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসত। এখানে **'মনু'** বলতে বৈবস্বত মনুকে বোঝানো হয়েছে। চতুর্দশ মনুর মধ্যে ইনি হলেন সপ্তম। সমস্ত রাজারে মধ্যে এঁকে প্রথম রাজা ব'লে মনে করা হয়—ইনি দিলেন আদর্শচরিত্রের রাজা। কালিদাস তাঁর রঘুবংশে (১.১১) বলেছেন—

"বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব।।"

কুবের শব্দের অর্থ—'কু' অর্থাৎ কুৎসিত, 'বের' অর্থাৎ শরীর যার। ইনি ছিলেন বিকৃত অঙ্গযুক্ত। এঁর তিনটি পা, মাত্র আটটি দাঁত এবং বাঁ চোখের স্থানে কেবল একটি হলুদ চিহ্ন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাঁকে অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর করেছিলেন। লঙ্কার রাজা রাবণ ছিলেন কুবেরের সহোদর। কুবের লঙ্কার রাজত্ব ও ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে পিতার নির্দেশে অলকাপুরীতে চলে যান এবং সেখানে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গাধির পুত্র **বিশ্বামিত্র** জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠের মধ্যে ব্রাহ্মণের তেজ দেখে তাঁরও ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের ইচ্ছা হয় এবং কঠোর তপস্যার জোরে তিনি স্বাকাঙ্ক্ষিত ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেন। **সুদাস** = বৈদিকসাহিত্য থেকে জানা যায় সুদাস ছিলেন তৃৎসু-বংশীয় রাজা, ইনি দশজন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিশ্বামিত্র এর পুরোহিত ছিলেন। ইনি পুরুকুৎস নামক রাজাকেও পরাজিত করেছিলেন। এঁর পিতার নাম পিজবন। তাই ইনি পৈজবনি নামে অভিহিত হন। জাতিতে ইনি যবন ছিলেন, তাই এঁকে যাবনি বলা হয়।

সুমুখ = গরুড়ের পুত্রের নাম সুমুখ। আর একজন সুমুখ হলেন অন্যতম একজন নাগ, ইনি চিকুরের পুত্র ও আর্যকের পৌত্র। ইন্দ্রের সারথি মাতলি এঁর সাথে নিজকন্যা গুণকেশীর বিবাহ দেন।

নহুষ = চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা-উর্বশীর পুত্র আয়ু নামক রাজার পুত্র। ইনি অতি পুণ্যবান ও বীর্যবান ছিলেন এবং সাধনার দ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করেছিলেন। নহুষের ছয় পুত্রের মধ্যে যযাতি প্রসিদ্ধ।

নিমি = সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর বারো জন পুত্রের মধ্যে নিমি একজন। ইনি হিমালয়ের কাছে বৈজয়ন্ত নগরে রাজত্ব করতেন।

পৃথু = বেণরাজার পুত্র। ইনি ঋগ্‌বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ব্রহ্মা প্রভৃতির বরে ইনি সমগ্র পৃথিবীর রাজা হন। পৃথু পৃথিবীকে প্রজাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করতে ও তাঁর কন্যা হতে বলেন। তারপর তিনি গোরূপা পৃথিবীকে নিজহস্তে দোহন করেন।]।। ৪২।।

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।। ৪৩।।

অনুবাদ : রাজা ত্রিবেদবেত্তা দ্বিজাতিদের কাছ থেকে ঋগ্-যজুঃ-সাম এই বেদত্রয় আয়ত্ত করবেন [এবং যখন যে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেবে তখন তা বেদ থেকে নিরূপণ ক'রে নেবেন]। পরম্পরাগত দণ্ডনীতি অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র — যা চিরকাল বিদ্যমান আছে এমন রাজনীতিশাস্ত্র— রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তিদের কাছে অধ্যয়ন করবেন। আন্বীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত্র এবং আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং বার্তা অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদি জ্ঞান সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কাছে শিক্ষা করবেন।।৪৩।।

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ : চোখ-কান-নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণ যাতে বিষয়াসক্ত না হয়, সেকারণে সেইগুলিকে বশীভূত রাখার জন্য রাজা সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করবেন। একমাত্র জিতেন্দ্রিয় রাজারাই প্রজাগণকে বশীভূত রাখতে পারেন।। ৪৪।।

দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।। ৪৫।।

অনুবাদ : কামজ ব্যসন (vices) দশপ্রকার এবং শৈশুন্য প্রভৃতি ক্রোধজ ব্যসন আটপ্রকার। এই আটারোটি দুরন্ত ব্যসন রাজা অবশ্যই যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করবেন। যার অন্ত অর্থাৎ অবসান অর্থাৎ সমাপ্তি দুঃখকর হয়, তাকে ব'লে দুরন্ত। ব্যসনগুলির ধর্মই হ'ল— প্রথমতঃ প্রাপ্তিকালে সেগুলি সুখকর হয়, কিন্তু পরিণামে বিরসতা আনয়ন করে। [এই জন্যই এগুলিকে দুরন্ত বলা হয়। দুরন্ত-শব্দের অন্য অর্থ এইরকম—এই ব্যসনগুলির অন্ত পাওয়া কঠিন, কারণ, ব্যসনাসক্ত লোকেরা এই সব ব্যসন থেকে নিবৃত্ত হ'তে পারে না]।। ৪৫।।

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু।। ৪৬।।

অনুবাদ : রাজা যদি কামজ ব্যসনগুলিতে আসক্ত হন, তবে তিনি অর্থ ও ধর্ম দুটি থেকেই বিচ্যুত হ'য়ে পড়েন। আর তিনি ক্রোধজ ব্যসনসমূহে প্রসক্ত হ'লে তিনি স্বদেহ-কর্তৃকই বর্জিত হন অর্থাৎ তাঁর প্রাণবিয়োগ অবশ্যম্ভাবী [অর্থাৎ কামজ ব্যসনে আত্মবিয়োগ ঘটে না, কিন্তু ধর্ম ও অর্থেরই বিয়োগ হয়। ক্রোধজব্যসনে ধর্ম, অর্থ এবং এমনকি জীবন থেকেই বিচ্যুতি ঘটে— এটাই পার্থক্য]।। ৪৬।।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ : বনে পশুবধ-রূপ মৃগয়া, পাশাখেলা, সকলকার্যবিনাশকারিণী দিবানিদ্রা, পরবাদ অর্থাৎ পরের দোষকীর্তন, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যধিক আসক্তি, মদ্যপান, তৌর্যত্রিক অর্থাৎ নাচ-গান-বাজনা এই তিনটি বিষয়ে আসক্তি, বৃথাট্যা অর্থাৎ অনর্থক ঘুরে বেড়ানো—এই দশটি ব্যসন কামজ অর্থাৎ এগুলি সুখসম্ভোগ করার ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত।। ৪৭।।

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজং চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ।। ৪৮।।

অনুবাদ ঃ পৈশুন্য (অর্থাৎ খলতাপূর্বক অন্যের দোষাবিষ্কার), সাহস (অর্থাৎ নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিকে বন্ধনাদির দ্বারা নিগ্রহ), দ্রোহ (অর্থাৎ গুপ্তহত্যা), ঈর্ষা (অর্থাৎ কারো ভাল গুণ আছে জানতে পেরে মনে মনে হিংসা), অসূয়া (অর্থাৎ কারো গুণে দোষাবিষ্কার), অর্থদূষণ (অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অর্থ না দেওয়া, কিংবা পরধনাপহরণ), বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মর্মভেদী বাক্যপ্রয়োগ বা গালাগালি করা) এবং দণ্ডপারুষ্য (অর্থাৎ অন্যকে বিনাদোষে প্রহার করা)—এই আট প্রকার ব্যসন ক্রোধ বা বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত।। ৪৮।।

দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যং সর্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ।। ৪৯।।

অনুবাদ ঃ প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে লোভকে পূর্বোক্ত কামজ দশটি এবং ক্রোধজ আটটি ব্যসনের মূল ব'লে জানতেন, প্রযত্নসহকারে সেই লোভকে জয় করা রাজার কর্তব্য। লোভকে জয় করলেই উক্ত আঠারো প্রকার পাপকেই পরাজয় করা যাবে। কখনো ধনলোভে, কখনো বা অন্য কোনও লোভে পড়েই অনেকেই ঐ সব পাপ ক'রে থাকে।। ৪৯।।

পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে।। ৫০।।

অনুবাদ ঃ যে দশটি কামজ দোষের কথা বলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে মদ্যপান, পাশাখেলা, স্ত্রীসম্ভোগ এবং মৃগয়া—এই চারটিকে যথাক্রমে অত্যন্ত দূষ্য এবং কষ্টতম বলে বুঝতে হবে।। ৫০।।

দণ্ডস্য পাতনঞ্চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেঽপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতৎ ত্রিকং সদা।। ৫১।।

অনুবাদ ঃ ক্রোধজ ব্যসনগুলির মধ্যে দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ অন্যায়রূপে কঠোর দণ্ডপ্রয়োগ, বাক্‌পারুষ্য অর্থাৎ অন্যায়রূপে কঠোর বাক্যপ্রয়োগ এবং অর্থদূষণ অর্থাৎ ক্রোধবশতঃ প্রাপ্যধন না দেওয়া—এই তিনটি অত্যন্ত অনর্থের কারণ ব'লে এগুলিকে সবসময় নিকৃষ্ট ব'লে মনে করবে।। ৫১।।

সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্বং পূর্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্মবান্।। ৫২।।

অনুবাদ ঃ মদ্যপান, পাশাখেলা, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া, অকারণে কঠোরদণ্ড প্রয়োগ, অকারণে কঠোর বাক্য প্রয়োগ, এবং পরধনাপহরণ—এই সাতটি কামজ-ক্রোধজ ব্যসন প্রায় সকল রাজাদের মধ্যেই থাকে। আত্মসংযমী বা বিশুদ্ধস্বভাব রাজা এগুলি সম্বন্ধে সাবধান হবেন। এই সাতটি ব্যসনের মধ্যে আগের আগেরটি পরের পরেরটির তুলনায় গুরুতর অর্থাৎ অনিষ্টকর।। ৫২।।

[মদ্যপান এবং পাশাখেলা—এ দুটির মধ্যে মদ্যপান বেশী অনিষ্টকর। কারণ, মদ্যপানে চেতনা থাকে না, শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ পায়, ভাল লোকেরা মদ্যপ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করে, মদ্যপ ব্যক্তির অসৎ লোকেদের সাথে মিলন ঘটে, গান-বাজনাতে আসক্তির জন্য মদ্যপ ব্যক্তির

অর্থনাশ হয়, মদ্যপ অবস্থায় গুপ্ত মন্ত্রণা মুখ থেকে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে, মদ্যপ ব্যক্তি মানী হ'লেও লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হয়,—এগুলি মদ্যপানের দোষ। পক্ষান্তরে, পাশাখেলায় পারদর্শী ব্যক্তির জয়ই হ'য়ে থাকে, আবার অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে সব সময় হার হবে এমন নিশ্চয়তাও নেই। কাজেই পাশাখেলার ব্যাপারে পরাজয়টি হ'ল বৈকল্পিক— অর্থাৎ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে; এই কারণে মদ্যপানের তুলনায় পাশাখেলার উৎকৃষ্টতা।

আবার পাশাখেলারূপ ব্যসন এবং স্ত্রীসম্ভোগরূপ ব্যসনের মধ্যে পাশাখেলা বেশী অনিষ্টকর। কারণ, পাশাখেলায় জয়লাভ হ'লে জয় করা ধন জয়লাভকারীর পক্ষে বিষতুল্য হ'তে পারে, ঐ ধনের জন্য অন্যান্য মানুষের সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হ'তে পারে। আবার পাশা খেলতে বসে মানুষের আহারাদির কথা মনে থাকে না, মলমূত্রের বেগ ধারণ করায় শরীরের মধ্যে শিথিলতা আসে এবং তার ফলে দেহে ব্যাধি প্রবেশ করে। ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি হ'লেও মানুষ পাশা খেলা ছেড়ে উঠতে পারে না। বন্ধুরাও তাকে পাশা খেলা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। পাশাখেলার এইসব দোষের তুলনায় স্ত্রীসম্ভোগরূপ ব্যসন উৎকৃষ্ট, কারণ, স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা সন্তানোৎপাদন হয়, বেশভূষা-ভোজন প্রভৃতি ব্যাপার মোটামুটি ঠিক্ থাকে এবং স্ত্রীসম্ভোগে ধর্ম ও অর্থ ঠিক্ থাকে (এই সব স্ত্রীসম্ভোগের গুণ)।

স্ত্রীসম্ভোগরূপ ব্যসন ও মৃগয়াব্যসনের মধ্যে স্ত্রীব্যসন অপকৃষ্ট, কারণ, স্ত্রীব্যসনে রাজার রাজকার্যে ঔদাসীন্য আসে, অনর্থক সময় নষ্ট হ'য়ে যায়, ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন আসে, পানদোষ এসে জোটে, মিথ্যা কথাবলা প্রভৃতির দিকে ঝোঁক আসে, এসবের ফলে অর্থনাশ ঘটে। কিন্তু মৃগয়াতে শরীরের ব্যায়াম হয় এবং তার ফলে শরীরের মেদ জন্মাতে পারে না, লক্ষ্যভেদে পটুতা জন্মে, অস্ত্রপ্রয়োগে নৈপুণ্য আসে, এবং মৃগয়ারত রাজার গ্রাম্য জনগণের সাথে পরিচয় হয়। এইভাবে কামজ ব্যসনগুলির মধ্যে পূর্ব-পূর্বটি পরের পরেরটির তুলনায় নিকৃষ্ট।

ক্রোধজ বর্গের মধ্যে অন্যায় দণ্ডপাত ও বাক্পারুষ্য (গালিগালাজ)—এ দুটির মধ্যে দণ্ডপাতটি নিকৃষ্ট। কারণ, দণ্ডপাতনের ফলে এমন অঙ্গহানি ঘটতে পারে যে তার আরোগ্য অসম্ভব হয়। কিন্তু বাক্পারুষ্য থেকে অন্যের যে অসহিষ্ণুতাজনিত ক্রোধ জন্ম নেয়, তা অর্থাদি দান বা সম্মানপ্রদর্শনাদির দ্বারা দূর করা যায়। যাকে গালাগালি দেওয়া হয়েছে তাকে অর্থাদি দিয়ে তুষ্ট করা সম্ভব।

বাক্পারুষ্য ও অর্থদূষণের মধ্যে বাক্পারুষ্য নিকৃষ্ট। কারণ, তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষে বাক্পারুষ্য চিত্তক্ষোভের কারণ হয়। অর্থাৎ কটুবাক্যের দ্বারা বিদ্ধ হ'লে মানী ব্যক্তির চিত্তে যে ক্ষত জন্মায় তা সহজে নিরাময় হয় না। পক্ষান্তরে অর্থদূষণে অর্থনাশ ঘটে, কিন্তু অর্থলাভ ভাগ্যাধীন হওয়ায় মানী ব্যক্তিরা অর্থনাশকে গ্রাহ্য করেন না। এইভাবে ক্রোধজ ব্যসনগুলির মধ্যে পূর্ব-পূর্বটি পরের পরেরটির তুলনায় অপকৃষ্ট।]।। ৫২।।

ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ।। ৫৩।।

অনুবাদ ঃ কামজ বা কোপজ ব্যসন ও মৃত্যু—এই দুটির মধ্যে ব্যসনকেই অনিষ্টজনক বলা হয়। কারণ, ব্যসনী ব্যক্তির ক্রমশঃ অধোগতি হয় অর্থাৎ ব্যসনী লোক মৃত্যুর পর পরকালে দুঃখ পায়; কিন্তু যিনি ব্যসনহীন মহাত্মা ব্যক্তি, তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গেও যেতে পারেন। [এখানে 'ব্যসনী' বলতে উক্ত ব্যসনগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে যে লোক অত্যন্ত আসক্ত তাকেই বোঝানো হয়েছে। এই জন্য ঐ ব্যসনগুলির 'অভ্যাস'কে অর্থাৎ বার বার অনুষ্ঠানকে নিষেধ করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ বিষয়গুলিকে যদি অল্প পরিমাণে সেবা করা হয়, তাহ'লে তা নিষিদ্ধ নয়।

কারণ, এই বিষয়গুলি যখন ব্যসনে পরিণত হয় অর্থাৎ নেশা হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের দ্বারা যে কোনও সাধারণ মানুষেরও ধর্ম, অর্থ, কাম ও প্রাণের হানি ঘটে। সুতরাং রাজার পক্ষে যে ওগুলি আরও গুরুতর আকার ধারণ করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই]।। ৫৩।।

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদ্‌গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্।। ৫৪।।

অনুবাদ ঃ রাজাদের এইরকম সাতজন বা আটজন মন্ত্রী রাখতে হবে, যাঁরা বংশপরম্পরাক্রমে এই রাজবংশে মন্ত্রিত্বের কাজ করে আসছেন, যাঁরা নানা শাস্ত্রে বিশারদ, যাঁরা শৌর্যসম্পন্ন বা বীর, যাঁরা অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষভাবে শিক্ষিত, যাঁরা সদ্‌বংশজাত, এবং যাঁরা দেবতাস্পর্শনাদিরূপ শপথবাক্যের দ্বারা এবং নানারকম উপধার অর্থাৎ ছলনার সাহায্যে পরীক্ষিত।। [ধর্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা এবং ভয়োপধা—এই চাররকম উপধার দ্বারা মন্ত্রীদের পরীক্ষার কথা কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি উপধা-পরীক্ষা এইরকম—রাজা তাঁর পুরোহিত 'কোনও গর্হিত কাজ করেছেন' এইরকম কাল্পনিক আছিলায় তিরস্কার করবেন। কিন্তু সেটা যে কপট তিরস্কার তা কেবলমাত্র রাজা ও পুরোহিত এই দুজনে জানবেন। তখন সেই পুরোহিত (কপট) অভিমান ক'রে এক একজন মন্ত্রীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বিশ্বস্ত লোকদের সাহায্যে রাজার পক্ষ ত্যাগ করতে উৎসাহিত করবেন। পুরোহিত প্রত্যেকের অজ্ঞাতে এবং অসাক্ষাতে গোপনে অন্য এক একজন মন্ত্রীকে বলবেন—'এই রাজাকে বিনাশ করা উচিত, অন্যান্য সকল মন্ত্রীই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন, এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?' যদি সেই মন্ত্রী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তাহ'লে তিনি উপধাশুদ্ধ হলেন। এটি 'ধর্মোপধাশুদ্ধি']।। ৫৪।।

অপি যৎ সুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিমু (কিং তু) রাজ্যং মহোদয়ম্।। ৫৫।।

অনুবাদ ঃ অত্যন্ত অনায়াসসাধ্য কাজও একক ব্যক্তির পক্ষে কখনো কখনো দুষ্কর হ'য়ে পড়ে, বিশেষতঃ সে যদি সহায়বিহীন হয়। বিশেষতঃ মহাফলদায়ক যে রাজ্য তা একা রাজার পক্ষে পরিচালনা করা যে অসম্ভব সে বিষয়ে আর কি বক্তব্য থাকতে পারে? [রাজ্য পরিচালনা করার মত একটা বিশাল যে ব্যাপার, যার প্রত্যেকটি কাজই বৃহৎ, যার ফল সুদূরপ্রসারী তা একজন রাজার পক্ষে সম্পন্ন করা একান্তই দুঃসাধ্য। আবার একা রাজা যে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় এই ষাড়্‌গুণ্য ঠিকমত বুঝে প্রয়োগ করবেন, তাও সম্ভব নয়। এ কারণে ঐ সমস্ত কাজ যাতে সুসম্পন্ন করা যায় তার জন্য নিজের উপযুক্ত লোকদের নিজের সহায়রূপে অর্থাৎ মন্ত্রী-প্রভৃতিরূপে গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য। তবে তাদের ভালভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে]।। ৫৫।।

তৈঃ সার্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ সন্ধি-বিগ্রহ-যান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় রাজা ঐ সব মন্ত্রীদের সাথে সাধারণভাবে (অর্থাৎ অগোপনভাবে) সর্বদা মন্ত্রণা করবেন এবং তাঁদের সাথে দণ্ড-কোশ-পুর-রাষ্ট্রাত্মক চতুর্বিধ স্থান, ধান-হিরণ্য প্রভৃতির উৎপত্তিস্থানরূপ সমুদয়, আত্মরক্ষা ও রাষ্ট্ররক্ষারূপ **গুপ্তি** এবং **লব্ধপ্রশমন** অর্থাৎ লব্ধ ধনাদি কিভাবে সৎপাত্রাদিতে দান করতে হয়—এইসব বিষয়ে পরামর্শ করবেন।। ৫৬।।

তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্ হিতমাত্মনঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ রাজকার্যসম্বন্ধে ঐসব মন্ত্রিগণের প্রত্যেকের অভিপ্রায় (অর্থাৎ হৃদয়নিহিত ভাব) গোপনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবগত হ'য়ে এবং সকলের মিলিত অভিপ্রায় অবগত হ'য়ে রাজা নিজে যেটি হিতকর ব'লে মনে করবেন, সেইরকম করবেন। [পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে তাদের অভিপ্রায় জানার কারণ এই যে, এমন কোনও কোনও লোক থাকতে পারেন বহুলোকের মধ্যে যাঁদের বুদ্ধির প্রকাশ হয় না, কিন্তু নির্জন স্থানে তাঁরা খুব বলতে কইতে পারেন; আবার কেউ কেউ বহুলোকের মধ্যে বুদ্ধিচাতুর্য প্রকাশ ক'রে থাকেন—এই কারণে তাঁদের সাথে সমবেত ভাবেও মন্ত্রণা করার প্রয়োজন হয়]।। ৫৭।।

সর্বেষান্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্গুণ্যসংযুতম্।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ এইসব মন্ত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বিশিষ্ট ধার্মিক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে নির্বাচন করতে হবে যিনি অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ; তাঁরই সাথে রাজা সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধীভাব-আশ্রয়রূপ ষাড়্গুণ্যবিষয়ক গোপন মন্ত্রণা করবেন।। ৫৮।।

নিত্যং তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্বকার্যাণি নিঃক্ষিপেৎ।
তেন সার্দ্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম সমারভেৎ।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ রাজা নিজের রাষ্ট্রমণ্ডল বিষয়ক কাজগুলি বিশ্বাসপূর্বক সেই ব্রাহ্মণমন্ত্রীর উপর সর্বদা অর্পণ করবেন। তাঁর সাথে পরামর্শপূর্বক কর্তব্যকর্ম নিশ্চয় ক'রে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান বা উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা বা অন্য কোনও কাজ আরম্ভ করবেন।। ৫৯।।

অন্যানপি প্রকুর্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্তৃনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্।। ৬০।।

অনুবাদ ঃ এছাড়া রাজা আরও কয়েকজন (অর্থাৎ ৫৪নং শ্লোকে উক্ত সাত-আটজন মন্ত্রীর অতিরিক্ত) মন্ত্রী বা কর্মসচিব নিয়োগ করবেন; কিন্তু সেই সব মন্ত্রী যে অর্থাদিবিষয়ে শুদ্ধস্বভাব, প্রজ্ঞাশালী, স্থির-স্বভাব, ন্যায়সঙ্গতভাবে ধনার্জন করতে নিপুণ এবং সুপরীক্ষিত—সে বিষয়ে জানা দরকার।। ৬০।।

নির্বর্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতি কর্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্বীত বিচক্ষণান্।। ৬১।।

অনুবাদ ঃ যতগুলি লোক দ্বারা রাজকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে, ততগুলি অনলস (অর্থাৎ নিজের কাজ করতে যারা আলস্য করে না), কর্মকুশল (অর্থাৎ যারা উৎসাহের সাথে কাজ করে), এবং বিচক্ষণ লোককে রাজা কাজে নিযুক্ত করবেন।।৬১।।

তেষামর্থে নিজুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ ঐ সব সচিবদের মধ্যে যাঁরা বিক্রমশালী, সুচতুর, সদ্বংশজাত ও অর্থসম্বন্ধে নির্লোভ তাদের আকরে অর্থাৎ ধনোৎপত্তিস্থানে (যথা, সোনার খনিতে) অথবা, কর্মান্তে অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যাদির তত্ত্বাবধানস্থানে নিযুক্ত করবেন; আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা ভীরুস্বভাব তাঁদের উপর

অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধানের ভার দিতে হবে।। ৬২।।

দূতঞ্চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্‌গতম্।। ৬৩।।

অনুবাদ : রাজা এমন লোককে দূত নির্বাচন করবেন, যিনি সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হবেন, যিনি চোখের ভঙ্গী প্রভৃতি ইঙ্গিত বুঝতে পারবেন, রাজার মুখের প্রসাদ ও মালিন্যরূপ আকার দেখে যিনি রাজার প্রীতি বা অপ্রীতি বুঝতে পারবেন, যিনি রাজার হাততালি-অঙ্গুলিহেলন প্রভৃতি চেষ্টার দ্বারা রাজার মনের ভাব বুঝতে পারবেন, যিনি হবেন বিশুদ্ধ স্বভাব, কাজে বিলক্ষণ নিপুণ এবং সদ্‌বংশজাত।। ৬৩।।

অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে।। ৬৪।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তিকে দূত নির্বাচন করা হবে, তিনি যেন নিজ রাজার এবং শত্রুরাজার প্রতিত অনুরক্ত হন [তিনি সকলের প্রতি অনুরক্ত হ'লে শত্রুরাজারও দ্বেষের বিষয় হন না], তিনি যেন অর্থবিষয়ে এবং স্ত্রীলোকবিষয়ে শুদ্ধিযুক্ত হন [এই রকম শুদ্ধিযুক্ত দূতকে অর্থাদি দান ও স্ত্রীলোকের ছলনার সাহায্যে শত্রুরাজা ভেদ করতে পারে না], সেই দূত যেন দক্ষ বা চতুর হন [এইরকম দূত কাজের উপযুক্ত দেশ ও কাল লঙ্ঘন করেন না অর্থাৎ বৃথা যেতে দেন না], এই দূত যেন স্মৃতিশালী হন [এইরকম দূত রাজার আদেশ বিস্মৃত হন না], ইনি যেন বপুষ্মান অর্থাৎ সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হন [দেখতে ভাল হওয়ায় তিনি অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং নিপুণভাবে উচিত মত কথা ব'লে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবেন,] ইনি যেন দেশকালজ্ঞ হন [ইনি দেশকাল বিবেচনা ক'রে রাজা যা ব'লে দেন নি অথচ বিশেষ কোনও জায়গায় বিশেষ কোনও উপযুক্ত কথা বলা আবশ্যক তা জেনে তা বলতে পারেন], এই দূত যেন নির্ভীক হন [এইরকম দূত অপ্রিয় কথা বলতে ভয় পান না] এবং তিনি যেন বাগ্মী বা বাক্‌পটু হন [ইনি যখন কারো কাছে কোনও বার্তা নিয়ে যান সেই বার্তার উত্তর পেলে যে সম্বন্ধে সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভৃতি যে কোনও ভাষা আশ্রয় ক'রে নতুন কথা বলতে সমর্থ হন]। রাজার পক্ষে এইরকম দূতই প্রশস্ত।। ৬৪।।

অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্যয়ৌ।। ৬৫।।

অনুবাদ : সেনাপতিরূপ অমাত্যের উপরদণ্ড অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিরূপ চতুরঙ্গ বল নির্ভরশীল [কারণ, ঐ সেনাপতিরই ইচ্ছা অনুসারে ঐ গুলি সক্রিয় হয়]; বিনয়ক্রিয়া অর্থাৎ শাস্তিবিধান ঐ দণ্ডের অর্থাৎ বলের উপর নির্ভর করে [অর্থাৎ নিজরাষ্ট্রেই হোক্ বা পররাষ্ট্রেই হোক্ যাকে বিনীত অর্থাৎ দণ্ডিত করা প্রয়োজন, তার সেই বিনয়সম্বন্ধীয় অর্থাৎ দণ্ডসম্বন্ধীয় যে ক্রিয়া বা কাজ তা দণ্ডের অর্থাৎ বলের উপর নির্ভর করে]; কোষ (অর্থাৎ অর্থ সঞ্চয়ের স্থান) ও রাষ্ট্র (অর্থাৎ জনপদ) রাজার অধীন [এই দুটি বিষয় রাজা ছাড়া অন্যের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, কারণ, লভ্য ফল ধনাদি তারা গ্রাস করতে পারে]; আর সন্ধি এবং তার বিপরীত অর্থাৎ যুদ্ধ দূতের উপর নির্ভর করে [যেমন, দূত যদি শত্রু রাজার কাছে গিয়ে মিষ্ট কথায় নিজ প্রভুর কাজ ঠিকমত বিবেচনা করে বুঝিয়ে দেন, তাহ'লে ঐ দুই রাজার মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, তা না হ'লে যুদ্ধ বাধতে পারে। তাই এই দুটি বিষয়ই দূতের উপর নির্ভর করে]।। ৬৫।।

দূত এব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম ভিদ্যন্তে যেন মানবাঃ।। ৬৬।।

অনুবাদ ঃ দূতই অসংহত রাজাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন; আবার যে সব রাজারা সংহত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত ভাবে আছেন, তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি ক'রে বিগ্রহ ঘটানো দূতের জন্যই হয়। আবার দূত এমন কাজ করেন যাতে বান্ধব রাজাদের (অর্থাৎ অ-ভিন্ন রাজাদের) মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয়।। ৬৬।।

স বিদ্যাদস্য কৃত্যেষু নিগূঢ়েঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
আকারমিঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীর্ষিতম্।। ৬৭।।

অনুবাদ ঃ সেই দূত প্রতিপক্ষরাজার অনুচরবর্গের গুপ্ত-ইঙ্গিত, গুপ্ত আচরণ প্রভৃতির দ্বারা সেই বিরুদ্ধ রাজার অভিপ্রেত কাজগুলি জানতে পারেন। আবার ক্রুদ্ধ, লুব্ধ ও অপমানিত ভৃত্যবর্গের প্রতি ঐ বিরুদ্ধ রাজার আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা লক্ষ্য ক'রে ভৃত্যদের সম্বন্ধে ঐ রাজার অভিপ্রায় বুঝতে পারেন।। ৬৭।।

বুদ্ধ্বা চ সর্বং তত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম্।
তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ।। ৬৮।।

অনুবাদ ঃ এইভাবে প্রতিপক্ষ রাজার অভিলষিত কাজগুলি ঠিকমত বুঝে নিয়ে দূত এমনভাবে সাবধানতা অবলম্বন করবেন, যাতে নিজ প্রভুর উপর বিরুদ্ধ রাজাকর্তৃক কোনও উৎপীড়ন না এসে পড়ে।। ৬৮।।

জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্যপ্রায়মনাবিলম্।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ।। ৬৯।।

অনুবাদ ঃ রাজা এমন জায়গায় বসতি স্থাপন করবেন যা জাঙ্গল হবে অর্থাৎ যেখানে জল ও ঘাস অল্প পরিমাণে থাকবে এবং যে স্থানটি প্রচুর আলো-বাতাসযুক্ত হবে; যে স্থানটি ধান প্রভৃতি শস্যের উৎপত্তিসম্পন্ন; যেখানে বহু ধার্মিক লোকের বাস; যে স্থানটি অনাকুল অর্থাৎ যেখানে প্রজারা রোগাদিরহিত; যে স্থানটি ফল-ফুলের দ্বারা পরিপূর্ণ বৃক্ষলতাদির দ্বারা পরম রমণীয়; যে দেশের প্রান্তবর্তী লোকসমূহ বিশেষ বশীভূত; এবং যেখানে কৃষি-বাণিজ্যাদির সুবিধা থাকায় লোকে সহজভাবে সুখে জীবনযাপন করে।। ৬৯।।

ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্।। ৭০।।

অনুবাদ ঃ সেখানে ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, জলদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ, অথবা গিরিদুর্গ আশ্রয় ক'রে রাজা নগরনির্মাণপূর্বক বাস করবেন।

[ধন্বদুর্গ = চারদিকে পাঁচ যোজন মরুবেষ্টিত জলশূন্য স্থানে যে দুর্গ, তার নাম 'ধন্বদুর্গ'। মেধাতিথি 'ধন্বদুর্গে'র স্থানে ধনুদুর্গ পাঠ গ্রহণ করেছেন। প্রস্থের তুলনায় যে দুর্গের উচ্চতা দ্বিগুণ, যা ইঁট বা পাথর দ্বারা নির্মিত, বারো হাতেরও বেশী উঁচু তালগাছের খণ্ডের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যে দুর্গ এবং ঐ তালবৃক্ষখণ্ডের মাথায় বানরের খোদিত মূর্তি স্থাপিত এমন যে দুর্গ তার নাম মহীদুর্গ। চারদিকে দৃঢ় পরিখার দ্বারা বেষ্টিত এবং অগাধ জলের দ্বারা বেষ্টিত যে দুর্গ, তার নাম জলদুর্গ। চারদিকে দুই ক্রোশব্যাপী ঘনসন্নিবিষ্ট বিশাল বিশাল গাছের দ্বারা পরিবেষ্টিত যে দুর্গ তার নাম বার্ক্ষদুর্গ। চতুরঙ্গ সৈন্যের দ্বারা এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী বহু বীরপুরুষগণের

দ্বারা রক্ষিত যে দুর্গ তার নাম নৃদুর্গ। যে দুর্গ পর্বতের উপরে এবং দুর্গম স্থানে অবস্থিত তার নাম গিরিদুর্গ]।। ৭০।।

সর্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে।। ৭১।।

অনুবাদ : রাজা সকল প্রকার যত্নের সাথে গিরিদুর্গকেই আশ্রয় করবেন; যে কয়টি দুর্গের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে গুণবাহুল্যবশতর গিরিদুর্গই বহুগুণে উৎকৃষ্ট (যেমন, অল্প আয়াসেই পর্বতের উপর থেকে এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলে বিপক্ষ রাজার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হ'তে পারে)।। ৭১।।

ত্রীণ্যাদ্যান্যাশ্রিতাস্ত্বেষাং মৃগগর্তাশ্রয়াপ্সরাঃ।
ত্রীণ্যুত্তরাণি ক্রমশঃ প্লবঙ্গমনরামরাঃ।। ৭২।।

অনুবাদ : উক্ত ছয়প্রকার দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটিকে (অর্থাৎ ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ এবং জলদুর্গকে) যথাক্রমে মৃগগণ, মূষিক-নকুল প্রভৃতি গর্তবাসিগণ এবং কুমীর-কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরপ্রাণীরা আশ্রয় করে; এবং শেষোক্ত তিনটিকে (অর্থাৎ বার্ক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ ও গিরিদুর্গকে) যথাক্রমে বানরাদি, মানুষ এবং দেবতারা আশ্রয় করে।। ৭২।।

যথা দুর্গাশ্রিতানেতান্নোপহিংসন্তি শত্রবঃ।
তথারয়ো ন হিংসন্তি নৃপং দুর্গসমাশ্রিতম্।। ৭৩।।

অনুবাদ : এইসব প্রাণীরা ঐ সব দুর্গ আশ্রয় ক'রে থাকলে তাদের যেমন ব্যাধপ্রভৃতি শত্রুরা বধ করতে পারে না, সেইরকম দুর্গসমাশ্রিত রাজাকে শত্রুরাজারা কোন মতেই পরাভূত করতে পারে না (এই কারণে রাজার দুর্গকে আশ্রয় করা উচিত)।। ৭৩।।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্ দুর্গং বিধীয়তে।। ৭৪।।

অনুবাদ : দুর্গপ্রাকারস্থিত এক জন যোদ্ধা ধনুর্বাণাদি হাতে নিয়ে ভূমিস্থিত একশ' সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়; এইরকম একশ' জন যোদ্ধা দুর্গপ্রাচীর আশ্রয় ক'রে থাকলে ভূমিস্থিত এক হাজার জন শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এই কারণে রাজার অবশ্যই দুর্গ নির্মাণ করা কর্তব্য।। ৭৪।।

তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ।। ৭৫।।

অনুবাদ : সেই দুর্গ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদিসম্পন্ন, স্বর্ণরৌপ্যাদিধন ও ধান্যাদি শস্যযুক্ত, হস্তি-অশ্বাদি বাহনে পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণবসতি যুক্ত (অর্থাৎ ব্রাহ্মণমন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতির অধ্যুষিত) ভক্ষ্যাদি দ্রব্য নির্মাণকারী বা স্থপতিজাতীয় কারিগর যুক্ত, এবং নানা রকম যন্ত্র, ঘাস এবং জল—এগুলির বাহুল্যসমন্বিত হবে।। ৭৫।।

তস্য মধ্যে সুপর্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্বর্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্।। ৭৬।।

অনুবাদ : সেই দুর্গের মধ্যে রাজা নিজের বাসের উপযোগী 'সুপর্যাপ্ত' গৃহ নির্মাণ করবেন, অর্থাৎ ঐ গৃহ যেন রাজার নিজের, রাজপুত্রাদির, কোষ প্রভৃতির উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ কোষ্ঠাদি

যুক্ত হয়; গৃহটি যেন পরিখা-উচ্চপ্রাকারাদির দ্বারা পরিরক্ষিত থাকে; যেন গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতাদি সকল ঋতুর ফুল-ফলের প্রভাবযুক্ত হয়; যেন সুধা-ধবলিত করা হয়; এবং যেন জলপূর্ণ বাপী-কূপাদি এবং সুন্দর বৃক্ষাদি সমন্বিত (অর্থাৎ উদ্যান ও উপবনশোভিত) হয়।। ৭৬।।

তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্।। ৭৭।।

অনুবাদ ঃ সেইরকম দুর্গগৃহে বাস করতে থেকে রাজা ভার্যাগ্রহণ করবেন। সেই ভার্যা হবে তাঁর সবর্ণা (অর্থাৎ অভিন্নজাতীয়া), শুভলক্ষণবিশিষ্টা, উচ্চ বংশে উৎপন্না, লাবণ্যপ্রভৃতি থাকায় মনোহারিণী, এবং রূপ ও গুণযুক্তা।। ৭৭।।

পুরোহিতঞ্চ কুর্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজম্।
তেঽস্য গৃহ্যাণি কর্মাণি কুর্যুর্বৈতানিকানি চ।। ৭৮।।

অনুবাদ ঃ মারণ-উচাটন-বশীকরণাদি অথর্ববেদোক্ত ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য রাজা একজন পুরোহিত নির্বাচন করবেন, এবং যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আবশ্যক মত ঋত্বিক্‌দের বরণ করবেন। ঐ পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌গণ রাজার গৃহ্যকর্মগুলি (যেমন, শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি) এবং বৈতানিক কর্ম (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি ও গার্হপত্যাগ্নি—এই অগ্নিত্রয়সাধ্য কাজগুলি) সম্পাদন করবেন।। ৭৮।।

যজেত রাজা ক্রতুভির্বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধর্মার্থঞ্চৈব বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ভোগান্ ধনানি চ।। ৭৯।।

অনুবাদ ঃ যে সমস্ত যজ্ঞে প্রচুর দক্ষিণা দিতে হয় (যেমন, পৌণ্ডরীকযাগ), রাজা সেইরকম নানারকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন, এবং এ ছাড়াও ধর্মসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে ভোগ্য পদার্থ (যথা, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, অনুলেপন-দ্রব্য, গৃহ, শয্যা প্রভৃতি) এবং অর্থ-সুবর্ণাদি বহু পরিমাণে দান করবেন।। ৭৯।।

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্ বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্তেত পিতৃবন্নৃষু।। ৮০।।

অনুবাদ ঃ রাজা বিশ্বস্ত অমাত্যাদির দ্বারা রাজ্য থেকে বার্ষিক কর আদায় করবেন [বলি শব্দের অর্থ ধান প্রভৃতি শস্যের ষষ্ঠ বা অষ্টম ভাগ]। করাদায় প্রভৃতি লৌকিক সকল কাজেই তিনি প্রজাবর্গের প্রতি শাস্ত্রানুসারে ন্যায় ব্যবহার করবেন [রাজা আম্নায়পর হবেন অর্থাৎ বেদানুকূল তর্কশাস্ত্র অনুসরণ ক'রে কাজ করবেন। অথবা, যে প্রজারা যেরকম শস্যভাগ পরম্পরাক্রমে দিয়ে আসছে তাদের কাছ থেকে সেই রকমই কর গ্রহণ করবেন, তার বেশী দাবী করবেন না; একেই বলা হয়েছে আম্নায়পর]; এবং তিনি প্রজাবর্গের প্রতি পিতার মত ব্যবহার করবেন।। ৮০।।

অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্যাত্তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্যাণি কুর্বতাম্।। ৮১।।

অনুবাদ ঃ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে রাজা নানাপ্রকার কার্যকুশল কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করবেন (অর্থাৎ শুল্ক, নৌকা, হস্তী, রথ, পদাতি প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিসের প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্বান্ বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করবেন)। যে সব লোক রাজার বিবিধ কাজে নিযুক্ত হ'য়ে কাজ করছে, ঐ কর্মাধ্যক্ষগণ তাদের সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করবেন

(যেমন, যিনি হাতীর অধ্যক্ষ তিনি মাহুত-হস্তিচিকিৎসক প্রভৃতিদের, যিনি অশ্বাধ্যক্ষ তিনি সহিস-অশ্বচিকিৎসক প্রভৃতিদের, যিনি গবাধ্যক্ষ তিনি কর্ষণকারী লোকদের সকল কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন)।। ৮১।।

আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে।। ৮২।।

অনুবাদ ঃ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ উপনয়নের পর বিদ্যার জন্য গুরুগৃহে বাস ক'রে কৃতবিদ্য হ'য়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে এসেছেন, রাজা তাঁদের (ধন-ধান্যাদির দ্বারা) পূজা করবেন। কারণ, এই যে ব্রাহ্মণরূপ নিধি, এটি হ'ল রাজাদের অক্ষয় নিধি, শাস্ত্রে এইরকম কথিত হয়েছে।। ৮২।।

ন তং স্তেনা ন চামিত্রা হরন্তি ন চ নশ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষ্বক্ষয়ো নিধিঃ।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণকে যে ভূমি-অর্থ প্রভৃতি দান করা হয় তা এমনই নিধি (ন্যস্ত সম্পত্তি) যে, সেই নিধি চোরেরা অপহরণ করতে পারে না, শত্রুরা হরণ করতে পারে না, এবং তা নিজেও নষ্ট বা অদৃষ্ট হয় না। এই জন্য রাজার কর্তব্য হ'ল, ব্রাহ্মণগণের কাছে এই অক্ষয় নিধি ন্যস্ত করা।।৮৩।।

ন স্কন্দতে ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ।
বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতম্।। ৮৪।।

অনুবাদ ঃ [আগুনে যা আহুতি দেওয়া হয়, আহুতি দেওয়ার সময় তা কখনো কখনো **'স্কন্দতি'** অর্থাৎ মাটিতে পড়ে যায়। অথবা, পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করার সময় তা পুড়ে গেলে তা **'ব্যথতে'** অর্থাৎ নষ্ট হ'য়ে যায় অর্থাৎ যজ্ঞকর্মে তা ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণদের যা দান করা হয়, তাতে এইসব দোষের সম্ভাবনা নেই। এই জন্য বলা হচ্ছে—] ব্রাহ্মণের মুখে (অর্থাৎ হাতে) পতিত দ্রব্য কখনো অস্থানপতিত হয় না, কখনো শুষ্ক বা নষ্ট হয় না বা দাহাদির দ্বারা বিনষ্ট হয় না। অতএব ঐ দান অগ্নিহোত্র হোমের ফল থেকেও বেশী উৎকৃষ্ট।। ৮৪।।

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ অব্রাহ্মণকে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে) যে বস্তু দান করা হয় তার সমপরিমাণ ফল পাওয়া যায় [অর্থাৎ যে জাতীয় বস্তু দান করা হয়েছে, সেই জাতীয় ফল পাওয়া যায়, অথবা, যে পরিমাণ দান করা হয়েছে সেই পরিমাণ ফল লাভ করা যায়, অথবা, ঐ দানের দ্বারা দানগ্রহীতার যে পরিমাণ উপকার হয়েছে দানকর্তারও সেই পরিমাণ উপকার প্রাপ্তি ঘটবে।—এটি কারো কারো ব্যাখ্যা] অর্থাৎ, যে দ্রব্য দানে যে ফল শাস্ত্রে বিহিত আছে, দাতারও তাই প্রাপ্তি ঘটে, তার দ্বারা অতিরিক্ত ফল হয় না। **ব্রাহ্মণব্রুবকে** [অর্থাৎ, যিনি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন নন, তাঁকে] দান করলে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেছেন, তাঁকে দান করলে লক্ষগুণ ফল লাভ হয়; এবং যিনি সমস্ত বেদশাখাধ্যেতা বেদপারগ ব্রাহ্মণ, তাঁকে দান করলে অনন্ত ফল লাভ হয়।। ৮৫।।

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্দধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ দানপাত্রের অর্থাৎ যাকে দান করা হয় সেই পাত্রের (যেমন গুণবান পাত্রের বা গুণহীণ পাত্রের) বিদ্যা-তপস্যা-শিলোঞ্ছাদি বৃত্তিভেদে তারতম্যবশতঃ এবং দাতার যেরকম শ্রদ্ধা ['শ্রদ্ধা' বলতে বোঝায়—ফলপ্রাপ্তির অভিলাষের আধিক্য; 'আমার এই ধর্মীয় কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হবে' এইরকম চিন্তা] তদনুসারে দাতা ইহলোকে বা মৃত্যুর পর পরলোকে ঐ দানের ফল অল্প বা বেশী লাভ ক'রে থাকেন।। ৮৬।।

সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরন্।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ প্রজাপালনরত অবস্থায় রাজা যদি তাঁর সমবল, অধিকবল অথবা হীনবল অন্য কোনও রাজার দ্বারা যুদ্ধের জন্য আহূত হন, তাহ'লে "যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দের ধর্ম" এই নিয়ম স্মরণ ক'রে তিনি যেন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হন [এই রকম ক্ষেত্রে ঐ প্রতিপক্ষ রাজার জাতি, বয়স, শিক্ষা এবং পুরুষকার প্রভৃতি বিবেচনা করা উচিত নয়]।। ৮৭।।

সংগ্রামেষ্বনিবর্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্।।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্।। ৮৮।।

অনুবাদ ঃ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, প্রজাগণকে পালন করা এবং ব্রাহ্মণগণকে পরিচর্যা করা—এইগুলি রাজাদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলদায়ক হয় (অর্থাৎ স্বর্গাদিপ্রাপ্তির অনুকূল হয়)।। ৮৮।।

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ।। ৮৯।।

অনুবাদ ঃ নৃপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ না হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে পরাভূত করতে উৎসুক হ'য়ে, পরস্পরকে বধ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে যথাশক্তি যুদ্ধ করতে থেকে মৃত হ'লে স্বর্গে গমন করেন (যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাঙ্মুখ রাজার রাজ্যলাভাদি দৃষ্ট ফল অথবা স্বর্গলাভাদি অদৃষ্ট ফল লাভ হয়)।। ৮৯।।

ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ।। ৯০।।

অনুবাদ ঃ যুদ্ধরত অবস্থায় রাজা কূটাস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ 'গুপ্তি' জাতীয় অস্ত্রের দ্বারা ['কূট' অস্ত্রের অর্থ—যে সব অস্ত্রের বহির্ভাগ সম্পূর্ণ কাঠের, কিন্তু ভিতরে ধারালো অস্ত্র লুকানো থাকে] শত্রুকে আঘাত করবেন না, কর্ণাকার ফলকযুক্ত অস্ত্রের দ্বারা, বা বিষলিপ্ত অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করবেন না, কিংবা কোনো অস্ত্রের ফলক আগুনের দ্বারা উত্তপ্ত ক'রে তার দ্বারা যুদ্ধ করবেন না। ['কর্ণী' অস্ত্রের অর্থ হ'ল—যে সব বাণের মূলে অথবা মধ্যভাগে কাণের মত আকৃতিবিশিষ্ট বক্রাকার ফলক লাগানো থাকে। সেই সব অস্ত্র শরীরে প্রবেশ করলে সেগুলিকে শরীর থেকে বাইরে আনা খুব কষ্টসাধ্য। আবার যখন সেগুলিকে শরীর থেকে টেনে বাইরে আনা হয় তখন শরীরের যে অংশে যুদ্ধকালে ক্ষত হয় নি সেই অংশগুলিও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়]।। ৯০।।

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্।। ৯১।।

অনুবাদ ঃ যে যোদ্ধা রথে চ'ড়ে যুদ্ধ করছে সে ভূতলস্থিত পদাতিক শত্রুর প্রতি অস্ত্রাঘাত করবে না। ক্লীব অর্থাৎ নপুংসক, কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশ, যুদ্ধে নিবৃত্ত হ'য়ে আসনে আসীন এবং

'আমি আপনার আশ্রিত' এই কথা ব'লে শরণাগত—এই সব শত্রুর প্রতিও অস্ত্রাঘাত করবেন না।। ৯১।।

ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।। ৯২।।

অনুবাদ ঃ যুদ্ধে ব্যাপৃত রাজা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রতি, যুদ্ধসজ্জাবিহীন ব্যক্তির প্রতি, বিবস্ত্র, নিরস্ত্র, অযুধ্যমান, কেবলমাত্র যুদ্ধদর্শনার্থ আগত এবং অন্যের সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত ব্যক্তিকে হত্যা করবেন না।। ৯২।।

নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরন্।। ৯৩।।

অনুবাদ ঃ যে যোদ্ধার অস্ত্রসম্বন্ধীয় বিপৎ উপস্থিত হয়েছে [অর্থাৎ যার অস্ত্র-শস্ত্রাদি ভেঙে গিয়েছে অথবা অস্ত্রাভাবাদিবশতঃ যে যোদ্ধা বিপন্ন], যে ব্যক্তি হতপুত্রাদির শোকে কাতর, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, যে যুদ্ধ করতে ভয় পেয়েছে এবং যে যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ—এমন সব ব্যক্তিকে (অর্থাৎ শত্রুকে) অস্ত্রাঘাত করবেন না; মনে রাখতে হবে এটিই হ'ল শিষ্ট ব্যবহার।। ৯৩।।

যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং প্রতিপদ্যতে।। ৯৪।।

অনুবাদ ঃ যে ক্ষত্রিয়-সৈন্য ভীত হ'য়ে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয় এবং সেই অবস্থায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিহত হয়, সে তার প্রভুর (অর্থাৎ রাজার) সমস্ত পাপের ভাগী হ'য়ে থাকে [অন্য লোক (অর্থাৎ রাজা) যে পাপ বা পুণ্য করেছে তা অন্য একজন (অর্থাৎ যোদ্ধা) পাবে, এটা সম্ভব নয়। আবার যোদ্ধার সঞ্চিত পুণ্য যে নষ্ট হ'য়ে যাবে, তাও হ'তে পারে না। কিন্তু এমন হ'তে পারে যে, গুরুতর পাপরূপ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তার পুণ্যের ফল তাড়াতাড়ি প্রকাশ হ'তে পারে না,—তা অনেক বিলম্বে প্রকাশ পেয়ে থাকে]।। ৯৪।।

যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্।
ভর্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু।। ৯৫।।

অনুবাদ ঃ যুদ্ধে পরাবৃত্ত হ'য়ে যে ক্ষত্রিয় যোদ্ধা নিহত হয়, সে পরলোকের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় পুণ্য সঞ্চয় করেছিল সেগুলি সব তার প্রভু প্রাপ্ত হয় [শ্লোকটি পূর্ব শ্লোকের অর্থবাদ-মাত্র]।। ৯৫।।

রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্বদ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ।। ৯৬।।

অনুবাদ ঃ রথ, ঘোড়া, হাতী, ছাতা, ধন, ধান, পশু, দাসী জাতীয় স্ত্রী, গুড়-লবণাদি সব দ্রব্য, শয্যা-আসন-তাম্রপাত্র প্রভৃতি তৈজস দ্রব্য—এ সব জিনিস যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে যে করবে, তারই হবে।।৯৬।।

রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃথগ্জিতম্।। ৯৭।।

অনুবাদ ঃ কিন্তু যুদ্ধে যে যা লাভ করেছে তার মধ্য থেকে উদ্ধার অর্থাৎ সোনা-রূপাদি

উৎকৃষ্ট দ্রব্য এবং করিতুরগাদি যুদ্ধোপযুক্ত বাহন রাজার হাতে অর্পণ করবে (তদ্ব্যতিরিক্ত যে যা লাভ করেছে তা তাদেরই হবে)—এইরকম বৈদিক শ্রুতি আছে। আবার রাজাও বহুকর্তৃক একত্র জিত দ্রব্যগুলি সকল যোদ্ধার মধ্যে বিভাগ ক'রে দেবেন।। ৯৭।।

এষোঽনুপস্কৃতঃ প্রোক্তো যোধধর্মঃ সনাতনঃ।
অস্মাদ্ধর্মান্ন চ্যবেত ক্ষত্রিয়ো ঘ্নন্ রণে রিপূন্।। ৯৮।।

অনুবাদ ঃ এতক্ষণ যোদ্ধাদের পালনীয় চিরন্তন ও অনিন্দিত ধর্ম কথিত হ'ল। যুদ্ধে শত্রুহত্যাকালে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই ধর্ম থেকে স্খলিত হওয়া উচিত নয়।। ৯৮।।

অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ।। ৯৯।।

অনুবাদ ঃ রাজা যা লাভ করা হয় নি তা লাভ করার অভিলাষ করবেন; যা লাভ করা হয়েছে তা যত্নসহকারে রক্ষা করবেন; কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা লব্ধ ধন বর্দ্ধিত করবেন; এবং যা বর্দ্ধিত করা হয়েছে তা সৎপাত্রে দান করবেন।। ৯৯।।

এতচ্চতুর্বিধং বিদ্যাৎ পুরুষার্থপ্রয়োজনম্।
অস্য নিত্যমনুষ্ঠানং সম্যক্কুর্যাদতন্দ্রিতঃ।। ১০০।।

অনুবাদ ঃ ধর্মাদি পুরুষার্থ সাধনের জন্য পূর্বশ্লোকোক্ত ঐ চারটি কাজ করা আবশ্যক বুঝতে হবে; তাই সকল সময়েই আলস্য পরিত্যাগপূর্বক ঐগুলি ঠিকমত সম্পাদন করা উচিত।। ১০০।।

অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ।। ১০১।।

অনুবাদ ঃ রাজা হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিরূপ দণ্ডের (অর্থাৎ হস্তীপ্রভৃতি বাহনে আরূঢ় এবং পদাতিক সৈন্যের) সাহায্যে অলব্ধ জনপদাদি লাভ করতে ইচ্ছা করবেন; লব্ধ দ্রব্য প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা (by careful attention) বিঘ্ন থেকে রক্ষা করবেন; রক্ষিত দ্রব্য বাণিজ্যাদির দ্বারা বর্দ্ধিত করবেন; এবং বর্দ্ধিত দ্রব্য শাস্ত্রীয় উপায়ে সৎপাত্রে দান করবেন। [৯৯ নং শ্লোকে লাভ, রক্ষণ, বর্দ্ধন ও নিক্ষেপ—এই চারটি কর্মের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান শ্লোকে ঐ কাজগুলি করার উপায় বর্ণিত হয়েছে, অতএর এটি পূর্বশ্লোকের পুনরাবৃত্তি নয়]।। ১০১।।

নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ।
নিত্যং সংবৃতসংবার্যো নিত্যং ছিদ্রানুসার্যরেঃ।। ১০২।।

অনুবাদ ঃ রাজা প্রতিদিন হস্তী-অশ্ব-রথারূঢ় পদাতিক সৈন্যদের সকলসময় উদ্যুক্ত (অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত) রাখবেন। [রাজা হাতী প্রভৃতি দণ্ড অর্থাৎ সৈন্যকে প্রতিদিন উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা বশে রাখবেন। তাদের দ্বারা ভার বহন করানো, তাদের দমন করা ইত্যাদি প্রকারে তাদের সকলকে শিক্ষার মধ্যে রাখবেন। কার্যসম্পাদন করার উপযোগী অভ্যাসও ঠিকমতো রাখতে হবে। ঐ সব বাহনগুলিকে বস্ত্র-আভরণ প্রভৃতি নানারকম সাজসজ্জার দ্বারা যে প্রস্তুত রাখা, তারই নাম 'উদ্যতদণ্ডতা'। রাজা যদি এইরকম করতে থাকেন, তাহ'লে তিনি যে উৎসাহশক্তিযুক্ত তা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচারিত হবে]; সকল সময়ে রাজা নিজের পৌরুষ অর্থাৎ শক্তিমত্তা লোকমধ্যে প্রকাশ রাখবেন; মন্ত্রণা ও গুপ্তচরগণের চেষ্টা—যেগুলি গোপনীয় কাজ, সেগুলি গোপন ক'রে রাখবেন [যাতে প্রতিপক্ষ রাজার গুপ্তচরেরা সেগুলি জানতে না পারে];

এবং নিয়ত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করতে থাকবেন [অর্থাৎ শত্রুর ছিদ্র বা দুর্বলতা অনুসন্ধান ক'রে তার কাজ বুঝে নিয়ে তা তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে দিতে সচেষ্ট হবেন]।। ১০২।।

নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য কৃৎস্নমুদ্বিজতে জগৎ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ।। ১০৩।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা নিজের গজারোহী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি দণ্ড অর্থাৎ সৈন্যদের সর্বদা প্রস্তুত রাখেন, তাঁকে জগতের সকলে ভয়ের চোখে দেখে (এবং তাঁর প্রতাপেরও খ্যাতি জন্মে)। সে কারণে দণ্ডের দ্বারাই নিজের প্রকৃতিবর্গ এবং শত্রুবর্গ সকলকেই বশে রাখা রাজার কর্তব্য [রাজা যদি এইভাবে উৎসাহশক্তিসম্পন্ন হ'য়ে থাকেন, তাঁর শত্রুরা ভীত হ'য়ে তাঁর শক্তিপ্রয়োগরূপ প্রযত্ন ছাড়াই নত হ'য়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁর পক্ষে আর শক্তিপ্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না]।। ১০৩।।

অমায়য়ৈব বর্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।
বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যং স্বসংবৃতঃ।। ১০৪।।

অনুবাদ ঃ রাজা নিজের অমাত্যাদির প্রতি ছল বা কপটতা পরিত্যাগ ক'রেই চলবেন (কারণ, তা না হ'লে তিনি সকলের বিশ্বাস হারাবেন); তিনি কখনই কপটতার আশ্রয় নেবেন না, এরং সকল সময়েই আত্মপক্ষ সুরক্ষিত রেখে গুপ্তচরদের মাধ্যমে শত্রুপ্রযুক্ত ছলচাতুরী গোপনভাবে অবগত হবেন।। ১০৪।।

নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাৎ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ।। ১০৫।।

অনুবাদ ঃ রাজার নিজের অমাত্যদি প্রকৃতিবর্গের মধ্যে যদি অসন্তোষ প্রভৃতি কোনও ছিদ্র বা ত্রুটি থাকে, তাহ'লে প্রতিপক্ষ রাজা যেন তা জানতে না পারে; তিনি এমনভাবে যত্নবান হবেন যাতে (গুপ্তচরদের মাধ্যমে) প্রতিপক্ষের ছিদ্র খুঁজে পাওয়া যায় [এবং নিজপক্ষের ছিদ্র সংশোধন করা যায়]। কূর্ম যেমন নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গোপন ক'রে রাখে, রাজা সেইভাবে নিজরাজ্যের অমাত্যপ্রভৃতি রাজ্যাঙ্গগুলিকে গোপন করবেন [অর্থাৎ অর্থদান, সম্মানপ্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা আত্মসাৎ করবেন], এবং দৈবাৎ যদি কোনও প্রকৃতিকোপ ঘটে, তাড়াতাড়ি তার সমতা বিধান করবেন।। ১০৫।।

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ।। ১০৬।।

অনুবাদ ঃ বক যেমন অতিচঞ্চল স্বভাবযুক্ত মাছ ধরার জন্য একাগ্রমনে চিন্তা করে [অর্থাৎ কিভাবে মাছকে পর্যুদস্ত করা যায় সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে], সেইরকম রাজা নির্জনদেশ অবলম্বনপূর্বক পরদেশগ্রহণাদিবিষয় চিন্তা করবেন; সিংহ যেমন অতিস্থূল হাতীকে মারার জন্য আক্রমণ করে, সেইরকম রাজা [শত্রুকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হ'লে] পরাক্রম প্রদর্শন করবেন; নেকড়ে বাঘ যেমন পশু শিকার করার অভিনিবেশবশতঃ পশুপালকের অসাবধানতা লক্ষ্য ক'রে পশুর পাল থেকে পশু হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে, সেইরকম দুর্গাদিতে অবস্থিত প্রতিপক্ষ রাজাকে কিছু পরিমাণ অনবধান দেখলেই তাকে বিনাশ করবেন; শশক যেমন ক্ষুদ্রকায় প্রাণী হ'লেও তার বহু শত্রুপক্ষের মধ্য থেকেও সে পালিয়ে যায় এবং এইভাবে আত্মরক্ষা করে, সেইরকম রাজা নিজে বলহীন অবস্থায় চারদিক্ থেকে শত্রুপরিবৃত হ'লেও

সেখান থেকে পালিয়ে শক্তিমান্ অন্য রাজাকে আশ্রয় করবেন।।১০৬।।

এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ এইভাবে রাজা বিজয়লাভ করতে প্রবৃত্ত হ'লে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের সকলকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারপ্রকার উপায়ের দ্বারা নিজের বশীভূত করবেন।। ১০৭।।

যদি তে তু ন তিষ্ঠেয়ুরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতান্ শনকৈর্বশমানয়েৎ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ যদি তারা সাম, দান ও ভেদ এই প্রথম তিনটি উপায়ে নিবৃত্ত না হয়, তাহ'লে ধীরে ধীরে তাদের উপর দণ্ড-প্রয়োগ দ্বারা পরাভূত ক'রে বশে আনতে হবে।। ১০৮।।

সামাদীনামুপায়ানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ।
সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি নিত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চার প্রকার উপায়ের মধ্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা রাষ্ট্ররক্ষা ও তার উন্নতির পক্ষে সাম ও দণ্ড এই দুটিকেই প্রশংসা ক'রে থাকেন। [কারণ, সাম অবলম্বিত হ'লে যুদ্ধপ্রয়াস থাকে না, ধনব্যয় হয় না এবং সৈন্য নাশ হয় না; এবং দণ্ডে অর্থাৎ যুদ্ধে যদিও এই সবগুলি আছে, কিন্তু তাতে অতিশয় কার্যসিদ্ধি ঘটে]।। ১০৯।।

যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ।। ১১০।।

অনুবাদ ঃ ধানছেদনকারী (নির্দাতা = নির্ - দো + তৃচ্ = ছেদনকারী) কৃষক (বা ক্ষেত্রপরিষ্কারক) যেমন ধান প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হওয়ার আগে ধানগাছের সাথে মিশ্রিত আগাছা উপড়িয়ে ফেলে ধানগাছগুলিকে রক্ষা করে, রাজারও সেইরকম কর্তব্য হ'ল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা এবং দস্যু প্রভৃতি প্রতিকূল ব্যক্তিদের বিনষ্ট ক'রে ফেলা।। ১১০।।

মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ।। ১১১।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা মূঢ়তাবশতঃ বিবেচনা না ক'রে [অর্থাৎ সাধু ও অসাধুর পার্থক্য না ক'রে অবিবেচনাপূর্বক] নিজ রাজ্যকে [অর্থাৎ নিজরাজ্যের সাধু-অসাধু সকলকে] দণ্ডাদির দ্বারা [অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় ধনগ্রহণ ও মারণাদি কষ্ট দ্বারা] কর্ষণ করেন অর্থাৎ পীড়িত করেন, সেই রাজা অচিরেই প্রকৃতিবর্গের কোপে তাঁর বল, বাহন ও রাজ্য থেকে বিচ্যুত হন এবং তাঁর জীবনহানি ঘটে [জনপদবাসিদের বিরাগ এবং প্রকৃতিবর্গের ক্রোধে এইরকমটি ঘ'টে থাকে]।। ১১১।।

শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ।। ১১২।।

অনুবাদ ঃ শরীরের উপর উপবাসাদিজনিত অত্যাচার হ'লে প্রাণীদের প্রাণ যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরকম শরীরস্থানীয় রাষ্ট্রকে কর্ষণ করতে থাকলে অর্থাৎ অত্যধিক পীড়ন করতে থাকলে রাজার অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিও নষ্ট হ'য়ে যায়।। ১১২।।

রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে।। ১১৩।।

অনুবাদ ঃ রাষ্ট্র রক্ষা করার জন্য রাজা সর্বদা নিম্নলিখিত বিধানসমূহ অবলম্বন করবেন। কারণ, যে রাজার রাজ্য সুসংরক্ষিত, সেই রাজাই সুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন।। ১১৩।।

দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্।। ১১৪।।

অনুবাদ ঃ রাজা তাঁর রাষ্ট্রে দুই, তিন অথবা পাঁচটি গ্রামের মধ্যে রক্ষিবর্গের দ্বারা অধিষ্ঠিত এক একটি গুল্ম স্থাপন করবেন [গুল্ম-শব্দের অর্থ গ্রামরক্ষীদল] এবং একশ' গ্রামের মধ্যে এক একটি সংগ্রহ [রক্ষাস্থান অর্থাৎ থানা বা চৌকি] নির্মাণ করাবেন।। ১১৪।।

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ।। ১১৫।।

অনুবাদ ঃ এক-একটি গ্রামে এক-একজন 'অধিপতি' নিযুক্ত করবেন; এইরকম দশটি গ্রামের উপর অন্য একজন উর্দ্ধতন অধিপতি নিযুক্ত করবেন। এইরকম বিশটি, একশ' ও হাজার গ্রামের উপর পৃথক্ পৃথক্ এক একজন অধিপতি ঠিক্ ক'রে দেবেন।। ১১৫।।

গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্।। ১১৬।।
বিংশতীশস্তু তৎ সর্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্।। ১১৭।।

অনুবাদ ঃ গ্রামে কোনও চৌর্যাদি দোষ ঘটলে একটি গ্রামের অধিপতি যদি সেগুলি সংশোধন করতে না পারেন, তবে তিনি দশগ্রামাধিপতির কাছে সেগুলি স্বয়ং ক্রমে ক্রমে নিবেদন করবেন। দশগ্রামাধিপতি প্রয়োজন হ'লে সেগুলি বিংশতিগ্রামাধিপতির কাছে, তিনি আবার শতগ্রামাধিপতির কাছে এবং তিনিও আবার সহস্রগ্রামাধিপতির কাছে ঐ সব বিষয় স্বয়ং নিবেদন করবেন।। ১১৬-১১৭।।

যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ।। ১১৮।।

অনুবাদ ঃ গ্রামবাসিগণ প্রতিদিন রাজাকে অন্ন, পানীয়, ইন্ধনাদি যে সব দ্রব্য রাজপ্রদেয়রূপে দেবে [রাজাকে অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য দেবার এইরকম নিয়ম যে, ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ধান প্রভৃতি শস্য জমাবে তার ১/৬ ভাগ বা ১/৮ ভাগ রাজাকে বার্ষিক কর হিসাবে দিতে হবে], গ্রামাধিপতি সেই সব দ্রব্য থেকে বিশেষ অংশ নিজের জীবিকার জন্য প্রাপ্ত হবেন।। ১১৮।।

দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্।। ১১৯।।

অনুবাদ ঃ দশী অর্থাৎ দশগ্রামাধিপতি একটি **কুল** অর্থাৎ গ্রামের একাংশ ভোগ করতে পারবেন অর্থাৎ বৃত্তির জন্য লাভ করবেন [দুটি হল-যুক্ত চারটি গরুর দ্বারা যত ভূমি কর্ষণ করা যেতে পারে তাকেও **কুল** বলা হয়]; **বিংশী** অর্থাৎ যিনি বিশটি গ্রামের অধিপতি তিনি পাঁচটি 'কুল' বৃত্তির জন্য লাভ করতে পারবেন; শতগ্রামাধিপতি একটি 'গ্রাম' বৃত্তির জন্য লাভ করবেন

এবং সহস্রগ্রামাধিপতি একটি 'পুর' অর্থাৎ নগর বৃত্তির জন্য লাভ করবেন। [অর্থাৎ পদ ও কর্ম অনুসারে এইসব উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বৃত্তি নির্দেশ ক'রে দেওয়া হ'ল]।। ১১৯।।

তেষাং গ্রাম্যাণি কার্যাণি পৃথক্কার্যাণি চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ।। ১২০।।

অনুবাদ ঃ গ্রামপতি প্রভৃতিদের দ্বারা সম্পাদিত গ্রামসম্পর্কীয় কাজে পরস্পর মতদ্বৈধ হ'লে যা করণীয় এবং অন্যান্য যে সব কাজ আছে সেগুলি রাজার অন্য একজন উচ্চপদস্থ পক্ষপাতশূন্য সচিব (স্নিগ্ধঃ = রাজদ্বেষবিহীন) অনলসভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।। ১২০।।

নগরে নগরে চৈকং কুর্যাৎ সর্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্।। ১২১।।
স তাননুপরিক্রামেৎ সর্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ।। ১২২।।

অনুবাদ ঃ সেই 'সর্বার্থচিন্তক' ঐ সব গ্রামাধিপতি প্রভৃতিকে সকলসময় নিজ সৈন্যসামন্তের সহায়তা দিয়ে পূর্ণ শক্তিশালী ক'রে রাখবেন। রাজা নিজের রাষ্ট্রমধ্যে নগরাধিপতি, গ্রামাধিপতি প্রভৃতি সকলের কার্যাবলী স্বনিযুক্ত গুপ্তচরদের মাধ্যমে অবগত হবেন [এবং তাদের রাজানুগত্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে সম্যক্ ভাবে অবহিত থাকবেন]।। ১২২।।

রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।। ১২৩।।

অনুবাদ ঃ প্রজাদের রক্ষার কাজে নিযুক্ত রাজকর্মচারিগণ প্রায়শঃ পরধনগ্রাহক ও বঞ্চক হ'য়ে থাকে। অতএব রাজার কাজ হ'ল তাদের হাত থেকে তাঁদের সমস্ত প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।। ১২৩।।

যে কার্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্বস্বমাদায় রাজা কুর্যাৎ প্রবাসনম্।। ১২৪।।

অনুবাদ ঃ যে সব পাপাত্মা রাজকর্মচারিগণ রাজদরবারে ব্যবহার-নির্ণয়াদির উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাক্যকৌশলে অশাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ করে, রাজা তাদের সর্বস্ব হরণপূর্বক স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেবেন।। ১২৪।।

রাজকর্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
প্রত্যহং কল্পয়েদ্ বৃত্তিং স্থানকর্মানুরূপতঃ।। ১২৫।।

অনুবাদ ঃ যেসব স্ত্রীলোক এবং দাসদাসী প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ রাজার কাজে নিযুক্ত থাকবে, তাদের পদ ও শারীরিক পরিশ্রমাদি বিচার ক'রে রাজা তাদের বৃত্তি নির্ধারণ ক'রে দেবেন।। ১২৫।।

পণো দেয়োঽবকৃষ্টস্য ষড়ুৎকৃষ্টস্য বেতনম্।
ষাণ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ।। ১২৬।।

অনুবাদ ঃ অবকৃষ্ট ভৃত্য অর্থাৎ যারা ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল বহন করা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত, তাদের দৈনিক একপণ করে 'ভাতা' দেওয়া উচিত। উচ্চশ্রেণীর ভৃত্যকে দৈনিক ছয় পণ 'ভাতা' দেওয়া কর্তব্য। এই উভয় প্রকার ভৃত্যকেই প্রতি ছয় মাস অন্তর তাদের পরিধেয় বস্ত্র দিতে

হবে এবং প্রতিমাসে এক মাসের উপযুক্ত এক 'দ্রোণ' অর্থাৎ বত্রিশ সের পরিমাণ ধান দিতে হবে। [কুল্লূক বলেন—নীচশ্রেণীর ভৃত্যকে ছয় মাস অন্তর এক জোড়া কাপড় এবং মাসিক এক দ্রোণ (৩২ সের) ধান দিতে হবে; উচ্চশ্রেণীর ভৃত্যকে ছয় মাসে ছয় জোড়া কাপড় এবং মাসিক ছয় দ্রোণ ধান দিতে হবে; এবং এই হিসাব অনুসারে মধ্যম শ্রেণীর ভৃত্যকে দৈনিক তিন পণ বেতন, ছয় মাস অন্তর তিন জোড়া কাপড় এবং মাসিক তিন দ্রোণ ধান দিতে হবে]।। ১২৬।।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্।। ১২৭।।

অনুবাদ ঃ যারা বাণিজ্য করে তাদের কেনা বেচার পরিমাণ ও মূল্য, দ্রব্য আনা-নেওয়ার পাথেয় ব্যয়, আনুষঙ্গিক ব্যয়ের সাথে অন্নব্যয়, পথে দ্রব্যাদি নিয়ে আসার সময় ক্ষয়ক্ষতি এবং দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব—এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে বণিক্‌দের কাছ থেকে কর আদায় করা কর্তব্য [জিনিস কেনার দাম, বিক্রয় করলে কি পরিমাণ লাভ, দ্রব্য বিক্রয়ের মোট সময়, অবিক্রীত দ্রব্যের কতখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা কিছুই নষ্ট হয়েছে কিনা ইত্যাদি প্রকারে ক্রয়-বিক্রয় পরীক্ষা করতে হয়। **অধ্বানম্** = জিনিসটি বহুদূর পথে গিয়ে বহু দেরীতে পাওয়া যায় কিনা কিংবা অল্পদূরে গিয়ে অল্প সময়েই পাওয়া যায়। **ভক্তম্** = ভাত প্রভৃতির খরচ। **পরিব্যয়ঃ** = ঐ ভাতের আনুষাঙ্গিক ডাল, তরকারি, প্রভৃতির খরচ। **যোগক্ষেমম্** = বনে অথবা দুর্গম পথে যাওয়ার সময় অন্যরাজার ভয়, চোরভয় প্রভৃতি আছে কিনা।—এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে বণিক্‌দের কাছ থেকে কর আদায় করতে হবে]।। ১২৭।।

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্তা চ কর্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্।। ১২৮।।

অনুবাদ ঃ সর্বতোভাবে বিবেচনাপূর্বক রাজা তাঁর রাজ্যে কর নির্ধারণ করবেন, যাতে তিনি নিজে রক্ষণাদি কাজের ফল সতত প্রাপ্ত হন এবং কৃষিবাণিজ্যাদি কাজের যাঁরা কর্তা (অর্থাৎ কৃষক ও বণিক্‌গণ) তারাও নিয়মিতভাবে চিরকাল ফলভোগ করতে পারে।। ১২৮।।

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্যোকোবৎসষট্‌পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ।। ১২৯।।

অনুবাদ ঃ বার্যোকা অর্থাৎ জলৌকা (জোঁক), বাছুর ও ভ্রমর যেমন অল্প অল্প পরিমাণে যথাক্রমে রক্ত, দুধ ও মধু এই তিন আহার্য টেনে নিয়ে পান করে (এবং তার ফলেই পরিপুষ্ট হয়), সেইভাবে রাজাও রাষ্ট্র থেকে অল্প অল্প পরিমাণ বার্ষিক কর গ্রহণ করবেন [কিন্তু এমনভাবে কর গ্রহণ করা উচিত নয়, যাতে মূলোচ্ছেদ ঘটে অর্থাৎ করদাতা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়]।। ১২৯।।

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা।। ১৩০।।

অনুবাদ ঃ পশু ও সোনা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস বিক্রয়ে বিক্রেতার যা লাভ হবে রাজা তার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ বার্ষিক কররূপে গ্রহণ করবেন। ক্ষেতের কঠিনতা বা মৃদুতা প্রভৃতি অনুসারে এবং শস্য উৎপাদন করার জন্য পরিশ্রমের অল্পতা বা আধিক্য বিবেচনা ক'রে ধান প্রভৃতি শস্যের ছয় ভাগের একভাগ, আট ভাগের একভাগ বা বারো ভাগের একভাগ কররূপে গ্রহণ করবেন।। ১৩০।।

আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্প-মূল-ফলস্য চ।। ১৩১।।
পত্র-শাক-তৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্বস্যাশ্মময়স্য চ।। ১৩২।।

অনুবাদ ঃ গাছ, মাংস, মধু, ঘি, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, গুড়ুচি ইত্যাদি ওষধি, লবণাদি রসদ্রব্য, ফুল, মূল ও ফল, পাতা, শাক অর্থাৎ তরিতরকারি, ঘাস, বাঁশের তৈরী কুলাজাতীয় জিনিস, চামড়া, মাটির ও পাথরের পাত্র—এই সব জিনিসের লভ্যাংশের ছয় ভাগের একভাগ রাজা কররূপে গ্রহণ করবেন।। ১৩১-১৩২।।

ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
ন চ ক্ষুধাঽস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্।। ১৩৩।।

অনুবাদ ঃ [যে ব্রাহ্মণ কল্পশাস্ত্রের সাথে এক বেদ অথবা ব্যাকরণ প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের সাথে বেদশাখা অধ্যয়ন করেন এবং বেদাধ্যয়নাদি কাজে নিরত থাকেন, তাঁকে 'শ্রোত্রিয়' বলা হয়।] রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হ'লেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কখনও যেন কর গ্রহণ না করেন। রাজার রাজ্যে বাস করতে থেকে কোনও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যেন ক্ষুধায় মরণাপন্ন না হন।। ১৩৩।।

যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে শ্রোত্রিয়ঃ সীদতি ক্ষুধা।
তস্যাপি তৎক্ষুধা রাষ্ট্রমচিরেণৈব সীদতি।। ১৩৪।।

অনুবাদ ঃ যে রাজার রাজ্যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হন, তাঁর সমগ্র রাজ্যকে ঐ ব্রাহ্মণের জঠরানল অবসন্ন করে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ক'রে বিনাশ করে।। ১৩৪।।

শ্রুতবৃত্তে বিদিত্বাস্য বৃত্তিং ধর্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।
সংরক্ষেৎ সর্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্।। ১৩৫।।

অনুবাদ ঃ ঐ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কি পরিমাণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং কিরকম তাঁর ধর্মানুষ্ঠান তা জ্ঞাত হ'য়ে রাজা তাঁর উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা করবেন। পিতা যেমন নিজের ঔরসপুত্রকে রক্ষা করেন, রাজাও ঐ ব্রাহ্মণকে সকল উপায়ে সকল রকম বিপদ্ থেকে রক্ষা করবেন।। ১৩৫।।

সংরক্ষ্যমাণো রাজ্ঞা যং কুরুতে ধর্মমন্বহম্।
তেনায়ুর্বর্দ্ধতে রাজ্ঞো দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ।। ১৩৬।।

অনুবাদ ঃ ঐ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজার দ্বারা সম্যক্ রক্ষিত হ'লে তিনি প্রতিদিন নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম আচরণ করতে পারবেন; আর তার ফলে রাজার আয়ুঃ, ধন ও রাষ্ট্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।। ১৩৬।।

যৎ কিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্‌জনম্।। ১৩৭।।

অনুবাদ ঃ যে সব 'পৃথগ্‌জন' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয় ছাড়া অন্য লোক কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কোনও একটি ব্যবহার অর্থাৎ বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কাছ থেকে বার্ষিক যৎ কিঞ্চিৎ হ'লেও কর গ্রহণ করবেন।। ১৩৭।।

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
এৈকৈকং কারয়েৎ কর্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ।। ১৩৮।।

অনুবাদঃ পাচক, মোদক প্রভৃতি কারুক এবং কাংস্যকার, লৌহকার, শঙ্খকার প্রভৃতি শিল্পী ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী শূদ্র—এদের দ্বারা রাজা প্রতি মাসে একদিন ক'রে নিজের কাজ করিয়ে নেবেন।। ১৩৮।।

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ।। ১৩৯।।

অনুবাদঃ কর, শুল্ক প্রভৃতি গ্রহণ না ক'রে রাজা নিজের মূলোচ্ছেদন করবেন না অর্থাৎ রাজকোষ শূন্য করবেন না; এবং অতিলোভবশতঃ বেশী কর নিয়ে প্রজাদেরও মূল নষ্ট করবেন না। কারণ, এইভাবে নিজের ও পরের মূলোচ্ছেদ ঘটালে নিজেকে এবং প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করা হয়। [রাজার নিজের মূলোচ্ছেদ ঘটলে আত্মপীড়া হয়, কারণ, তাতে কোষক্ষয় হ'য়ে থাকে। তখন প্রজাদের কাছ থেকে বেশী পরিমাণ কর সংগ্রহ করলে, তাদেরও উৎপীড়িত করা হয়। কোষক্ষয় হ'লে যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন রাজা শত্রুকর্তৃক রুদ্ধ হ'তে পারেন। তখন বাধ্য হ'য়ে প্রজাদের কাছ থেকে বেশী পরিমাণ কর নিতে হয়, এতে তাদের গুরুতর পীড়া উপস্থিত হয়। অপরপক্ষে চিরকালের জন্য স্থায়িভাবে যে অল্প পরিমাণ কর গ্রহণ করা হয় তাতে প্রজাদের কষ্ট হয় না]।। ১৩৯।।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ।। ১৪০।।

অনুবাদঃ রাজা কার্যবিশেষে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ ভয়ঙ্কর হবেন, আবার সময়বিশেষে মৃদু অর্থাৎ কোমলস্বভাব হবেন। তীক্ষ্ণ অথচ কার্যানুসারে মৃদু রাজা সকলের প্রিয়পাত্র হন।। ১৪০।।

অমাত্যমুখ্যং ধর্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতম্।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্যেক্ষণে নৃণাম্।। ১৪১।।

অনুবাদঃ রাজা যখন প্রজাদের বিচারাদি কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বেন, তখন তিনি সেই কাজ করার জন্য ধর্মজ্ঞ, পণ্ডিত, সংযতেন্দ্রিয় ও সংকুলজাত একজন শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে নিযুক্ত করবেন।। ১৪১।।

এবং সর্বং বিধায়েদমিতিকর্তব্যমাত্মনঃ।
যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।। ১৪২।।

অনুবাদঃ রাজা এইভাবে নিজ রাজ্যের পক্ষে উপকারক বিষয়গুলি সুসংগঠিত করে, উৎসাহান্বিত ও প্রমাদরহিত হ'য়ে প্রজাগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন।। ১৪২।।

বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি।। ১৪৩।।

অনুবাদঃ অমাত্যাদি অনুচরবর্গের সাথে বর্তমান রাজার চোখের সামনে যদি দস্যু তস্করাদি দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রজাদের সর্বস্ব অপহরণ করে এবং উৎপীড়িত প্রজারা যদি আর্তনাদ করতে থাকে [এবং রাজাও যদি তাদের কাতরতা দেখতে পান], তাহ'লে সে রাজা জীবিত হ'লেও তাঁকে মৃত বলা যায় [কারণ, তিনি জীবিতের কাজ করলেন না]।। ১৪৩।।

ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে।। ১৪৪।।

অনুবাদ : অন্যান্য ধর্মের তুলনায় প্রজাপালনই ক্ষত্রিয় রাজার পরম ধর্ম। কারণ, শাস্ত্রনির্দিষ্ট করগ্রহণকারী রাজা ধর্মযুক্ত হন [এবং প্রাপ্য ফল ভোগ করেন]।। ১৪৪।।

উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্।। ১৪৫।।

অনুবাদ : রাজা রাত্রির শেষ ভাগে শয্যা থেকে গাত্রোত্থান ক'রে মলমূত্রাদি ত্যাগের পর শুদ্ধদেহ হবেন। তারপর তদ্‌গতচিত্ত হ'য়ে দৈনিক করণীয় অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদন ক'রে এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্ঘদান-সম্মানপ্রদর্শনাদিসহকারে পূজো ক'রে শুভলক্ষণসম্পন্ন সভাগৃহে (বিচারাদি দর্শনের উদ্দেশ্যে) প্রবেশ করবেন।। ১৪৫।।

তত্র স্থিতঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ।। ১৪৬।।

অনুবাদ : সেই সভায় অবস্থিত রাজা সেখানে সমাগত প্রজাগণকে (সম্ভাষণাদির দ্বারা) আনন্দিত ক'রে তাদের বিদায় দেবেন। প্রজাগণকে বিদায় দেওয়ার পর মন্ত্রীদের সাথে নিজরাজ্যসংক্রান্ত ও পররাজ্য-সংক্রান্ত কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণা করবেন।। ১৪৬।।

গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ।। ১৪৭।।

অনুবাদ : পর্বতের উপরিদেশে কিংবা প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ ক'রে, কিংবা কোনও নির্জনস্থানে, অথবা জনশূন্য-বনের মধ্যে বসে অন্যে যাতে বুঝতে না পারে এমন অবস্থায় মন্ত্রণা করা উচিত। ['শলাকা' শব্দের অর্থ ইষীকা বা তৃণবিশেষ; যেখানে একটি ঘাস পর্যন্ত পড়ে নেই অর্থাৎ যেখানে কোনও লোক থাকার সম্ভাবনা নেই এমন স্থানকে বলা হয় 'নিঃশলাক']।। ১৪৭।।

যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্‌জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে কোষহীনোঽপি পার্থিবঃ।। ১৪৮।।

অনুবাদ : যে রাজার মন্ত্রণা পৃথগ্‌জনেরা অর্থাৎ মন্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও লোক জানতে না পারে; সেই রাজা কোষসঞ্চয়বিহীন হ'লেও সমগ্র পৃথিবী ভোগ করতে সমর্থ হন।। ১৪৮।।

জড়মূকান্ধবধিরাংস্তৈর্য্যগ্‌যোনান্ বয়োঽতিগান্।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেঽপসারয়েৎ।। ১৪৯।।

অনুবাদ : জড়প্রকৃতির লোক, বোবা, অন্ধ, কালা, শুক-সারিকা প্রভৃতি তির্যক্ প্রাণী, অতিবৃদ্ধ লোক, স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, ব্যাধিগ্রস্ত লোক এবং বিকলাঙ্গ—এদের সকলকে মন্ত্রণাকালে মন্ত্রণাস্থান থেকেঅপসারিত করাবেন। [উপরি উক্ত মানুষ ও প্রাণীদের মন্ত্রণাস্থান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে মন্ত্রভেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পশু-পাখী প্রভৃতি তির্যক্ প্রাণীর মধ্যে শুক-সারিকা প্রভৃতি পাখীরা মন্ত্রণা প্রকাশ ক'রে দিতে পারে। যোগজশক্তিসম্পন্ন লোকেরা গরু-ঘোড়া প্রভৃতির রূপ গ্রহণ ক'রে মন্ত্রণা জেনে নিয়ে পরে দেহ পরিবর্তন ক'রে ভাল-মন্দ খবর

বাইরে নিয়ে যেতে পারে। 'অন্তর্ধান' বিদ্যার প্রভাবে কোনও বিশেষ লোক অদৃশ্য থাকতে পারেন অথচ তিনি সকলকে দেখতে এবং সকলের কথা শুনতে পান। বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে তাদের সামনেও মন্ত্রণা করতে নেই]।। ১৪৯।।

ভিন্দন্ত্যবমতা মন্ত্রং তৈর্য্যগ্‌যোনাস্তথৈব চ।
স্ত্রিয়শ্চৈব বিশেষেণ তস্মাত্তত্রাদৃতো ভবেৎ।। ১৫০।।

অনুবাদ ঃ মানহীন কিংবা অপমানিত লোকেরা মন্ত্রণা প্রকাশ ক'রে দিতে পারে। পশু-পাখী প্রভৃতি তির্যক্ প্রাণীরা এবং বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা স্বভাবদোষে মন্ত্রণা প্রকাশ ক'রে ফেলে। এই কারণে বিশেষ যত্নের সাথে এদের সকলের অপসারণ-বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। [শুক-সারিকা প্রভৃতি ছোট প্রাণীরা হয়তো কখনো মন্ত্রণার কোনও কোনও কথা শুনতে পারে। কখনো কখনো হয়তো ঐসব কথার কিছু কিছু অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে। এবং তা থেকেই মন্ত্রভেদ হওয়া সম্ভব। কারণ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অল্প কিছু শুনলেই তা থেকে মূল বিষয়টি অনুমান ক'রে নিতে পারে]।। ১৫০।।

মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে বা বিশ্রান্তো বিগতক্লমঃ।
চিন্তয়েদ্ ধর্মকামার্থান্ সার্দ্ধং তৈরেক এব বা।। ১৫১।।

অনুবাদ ঃ দিনের মধ্যভাগে, অথবা রাত্রির মধ্যভাগে শারীরিক শ্রান্তি এবং মানসিক অবসাদ রহিত হয়ে রাজা পূর্বোক্ত অমাত্যদের সাথে অথবা একাকী ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে চিন্তা করবেন [ধর্ম, অর্থ ও কাম এদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। এবং বিরোধ পরিহার ক'রে কিভাবে প্রয়োজন সিদ্ধ করা যায় তা করতে হবে। এই তিনটির মধ্যে কোনও একটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে সব কয়টিতেই যাতে সমতা হয়, সেইরকম করা উচিত]।। ১৫১।।

পরস্পরবিরুদ্ধানাং তেষাঞ্চ সমুপার্জনম্।
কন্যানাং সম্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্।। ১৫২।।

অনুবাদ ঃ ঐ ধর্ম, অর্থ ও কাম এগুলি পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত। অর্থের বিরুদ্ধ ধর্ম, ধর্মের বিরুদ্ধ অর্থ এবং কামের বিরুদ্ধে ধর্ম ও অর্থ। এইভাবে এগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। উক্ত বিরোধ পরিহার ক'রে রাজা অর্থোপায় চিন্তা করবেন। কোন্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করলে স্বকার্য সিদ্ধি হয় বিবেচনা ক'রে কন্যাদের সম্প্রদান করবেন এবং রাজকুমারগণকে বিনয়-নীতিশিক্ষা-সদুপদেশাদির দ্বারা কিভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ও চিন্তা করবেন।। ১৫২।।

দূতসম্প্রেষণঞ্চৈব কার্যশেষং তথৈব চ।
অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্।। ১৫৩।।

অনুবাদ ঃ যে রাজার সাথে সন্ধি বা বিগ্রহ করতে হবে, তার কাছে কিভাবে দূত প্রেরণ করা যায় রাজা তা চিন্তা করবেন। যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে কিন্তু শেষ হতে বাকী আছে তা কিভাবে সমাপ্ত করা যায় তা পর্যালোচনা করবেন। অন্তঃপুরস্থিত নারীদের আচরণ ও মনোভাব কেমন, এবং যে সমস্ত গুপ্তচর কাজে নিযুক্ত আছে তাদের ক্রিয়াকলাপ কেমন—রাজাকে এই সমস্ত বিষয়ের সঠিক সংবাদ রাখতে হবে।। ১৫৩।।

কৃৎস্নং চাষ্টবিধং কর্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ।। ১৫৪।।

অনুবাদ ঃ রাজা আটপ্রকার 'কর্ম' সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করবেন, **পঞ্চবর্গ** অর্থাৎ পাঁচ রকমের গুপ্তচর সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখবেন। দ্বাদশ রাজমণ্ডলের প্রতি তাদের অমাত্যাদি প্রকৃতি বর্গ অনুরক্ত অথবা বিরক্ত কিনা তাও রাজাকে জানতে হবে, এবং সমগ্র দ্বাদশ রাজমণ্ডলের 'প্রচার' অর্থাৎ গতিবিধিও সম্যক্ ভাবে বিদিত হ'তে হবে।

[**অষ্টকর্ম** = আদান (কর-শুল্কাদি গ্রহণ), **বিসর্গ** (ভৃত্যপ্রভৃতিকে ধনদান), **প্রৈষ** (দুষ্ট ব্যক্তিকে ত্যাগ), **নিষেধ** (যাদের উপর ধনরক্ষার ভার তাদের বেশী খরচ করার প্রবৃত্তিকে বাধাদান), **অনুবচন** (অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে বাধাদান), **ব্যবহারেক্ষণ** (চার বর্ণের বা চার আশ্রমের মধ্যে কর্মসংশয় বা বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হ'লে তার সমাধান), **দণ্ড** (বিচারালয়ে পরাজিত পক্ষের উপর ধার্য অর্থদণ্ড), এবং **শুদ্ধি** (প্রমাদ বা স্খলন হ'লে তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ)।—এইগুলিই **অষ্টবিধকর্ম** (রাজার কর্তব্য)।

কামন্দক প্রভৃতির মতে— বণিক্পথ, উদকসেতুবন্ধন, দুর্গকরণ, কৃতদুর্গের সংস্কারসাধন, হস্তিবন্ধন, খনিখনন, শূন্যনিবেশন এবং দারুবনচ্ছেদন—এইগুলি **অষ্টবিধ কর্ম**।

মেধাতিথির মতে অষ্টবিধ কর্ম হ'ল—**অকৃতারম্ভ** (যে কাজ করা হয় নি, তা আরম্ভ করা) , **কৃতানুষ্ঠান** (যে কাজ আগেই আরম্ভ করা হয়েছে তা সম্পন্ন করা), **অনুষ্ঠিত বিশেষণ** (যে কাজ করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ), **কর্মফলসংগ্রহ** (কৃতকর্মসমূহ থেকে বিশেষ বিশেষ ফললাভ) এবং **সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড**।

এই অষ্টবিধ কাজে রাজাকে সতত তৎপর থাকতে হয়, তাই রাজাকে **অষ্টগতিক** বলা হয়।

পঞ্চবর্গ অর্থাৎ পাঁচ রকমের গুপ্তচর হ'ল—

কাপটিক (পরমর্মজ্ঞ ও বাক্পটু যে সব ছাত্র গুপ্তচরবৃত্তি করে), **উদাস্থিত** (সন্ন্যাস থেকে স্খলিত অথচ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি যদি গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হন), **গৃহপতিব্যঞ্জন** (যে কৃষক তার কৃষিকর্মে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, অথচ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তাকে যদি গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়), **বৈদেহকব্যঞ্জন** (যে বণিক্ বাণিজ্যকর্মে সুবিধা করতে পারে নি অথচ বুদ্ধিমান্, তাকে যদি গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়), এবং **তাপসব্যঞ্জন** (মুণ্ডিতমস্তক অথবা জটাধারী সন্ন্যাসী—যে সন্ন্যাস ভ্রষ্ট হয়েছে এবং গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছে)।

রাজা এইভাবে **পঞ্চবর্গের** ব্যবস্থা ক'রে নিজের নিকটবর্তী গুপ্তচরের দ্বারা মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতির অনুরাগ বা বিরাগ জানবেন, এবং ১৫৫-১৫৭ শ্লোকে বর্ণিত রাজমণ্ডলের 'প্রচার' অর্থাৎ কোন্ রাজা সন্ধি করতে উৎসুক অথবা কে যুদ্ধাভিলাষী তা জানবেন]।। ১৫৪।।

মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতম্।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ।। ১৫৫।।

অনুবাদ ঃ দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যে মধ্যম রাজার প্রচার অর্থাৎ গতিবিধি ও ভাবগতিক, বিজিগীষু রাজার কার্যকলাপ এবং উদাসীন ও শত্রুরাজার আচরণ যত্নপূর্বক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। [দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যে বিজিগীষু, অরি, মধ্যম ও উদাসীন—এই চারটি রাজপ্রকৃতি হ'ল প্রধান বা মূল প্রকৃতি। এঁদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও উৎসাহগুণসম্পন্ন যে রাজা অমাত্যপ্রভৃতি প্রকৃতিসম্পন্ন তিনি বিজিগীষু (who seeks conquests); এই রাজার উৎসাহশক্তি প্রবল থাকায় ইনি 'আমি এই ভূভাগকে জয় করব' এইরকম আকাঙ্ক্ষা করেন। অরি অর্থাৎ শত্রুরাজা তিন প্রকার—সহজ শত্রু (natural enemy)—রাজার সাথে জন্মগতভাবে সম্পর্কযুক্ত সহোদর, পিতৃব্য প্রভৃতি যাঁরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারাদিজনিত কারণে শত্রু হন; কৃত্রিম শত্রু

("One who has become an enemy by doing some inimical act"); এবং **প্রাকৃত শত্রু** অর্থাৎ স্বভূমির অনন্তরবর্তী রাজ্যের রাজা ("One who rules over a contiguous country and whom nature impels to be inimical")।

অরি ও বিজিগীষু রাজদ্বয়ের ভূমির অব্যবহিত রাজ্যান্তর্বর্তী রাজাকে **মধ্যম** (middlemost) বলা হয়; অরিরাজা ও বিজিগীষু রাজার মধ্যে যদি মিল না থাকে তাহ'লে তিনি সেই অবস্থায় তাদের দুজনকেই পরাভূত করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যদি পরস্পর মিলিত অবস্থায় থাকেন তাহ'লে তিনি (অর্থাৎ মধ্যম) তাঁদের পরাজিত করতে সমর্থ হন না।

অরি, বিজিগীষু ও মধ্যম এই তিন প্রকার রাজা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকলে যিনি তাঁদের পরাস্ত করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা তিন জন সঙ্ঘবদ্ধ থাকলে যিনি তাঁদের পরাভূত করতে সমর্থ হন না, তাঁকে বলা হয়, উদাসীন (neutral)।]।।১৫৫।।

এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ।। ১৫৬।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু, অরি, মধ্যম এবং উদাসীন এই চারজন রাজাকে সংক্ষেপতঃ দ্বাদশ রাজমণ্ডলের (Kings' circle) মূল প্রকৃতি (main constituents) বলা হয়। এ ছাড়াও অন্য আরও আটটি রাজমণ্ডল আছে; তাদের বলা হয় 'শাখা প্রকৃতি' এইভাবে 'দ্বাদশ রাজমণ্ডল' গণনা করা হয়। [বিজিগীষু, অরি, মধ্যম ও উদাসীন এই চারজন রাজা অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড এই পাঁচটি দ্রব্যপ্রকৃতির মূল। এই জন্য ঐ চারজনকে মূল প্রকৃতি বলা হয়। ঐ চারজন রাজার প্রত্যেকের আবার শত্রুরাজা ও মিত্ররাজা আছে এবং এইভাবে দুজন-দুজনকে নিয়ে এঁরা সংখ্যায় আটজন হন। মূল প্রকৃতি চারজন এবং শাখাপ্রকৃতি আটজন, মিলিতভাবে বারোটি রাজমণ্ডল। এই শাখাপ্রকৃতিরা হলেন—মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্র-মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ও আক্রন্দাসার]।। ১৫৬।।

অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গার্থদণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চ চাপরাঃ।
প্রত্যেকং কথিতা হ্যেতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ।। ১৫৭।।

অনুবাদ ঃ উক্ত বারোটি রাজমণ্ডলের প্রত্যেকের আবার অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড এই পাঁচটি ক'রে 'দ্রব্যপ্রকৃতি' আছে। এইভাবে সংক্ষেপতঃ বাহাত্তরটি প্রকৃতির সংখ্যা গণিত হয়। [সমষ্টিতে ছয় বারো বাহাত্তরটি হ'ল। বারোটি রাজপ্রকৃতি আর পাঁচ বারো ষাটটি দ্রব্যপ্রকৃতি। অতএব মোট বাহাত্তরটি হ'ল]।। ১৫৭।।

অনন্তরমরিং বিদ্যাদরিসেবনমেব চ।
অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসীনং তয়োঃ পরম্।। ১৫৮।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষুর অর্থাৎ যুদ্ধার্থী রাজার রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্তী ভূমির অধিপতিকে ('The immediate neighbour around the conquering king') বিজিগীষু রাজার অরি বলা যায়। অরিসেবীকে অর্থাৎ অরির সাহায্যকারী রাজাকেও 'অরি' বলে জানতে হবে। ঐ অরি রাজার রাজ্যের অনন্তরিত অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী রাজাকে (immediate neighbour) বিজিগীষু রাজার মিত্র বুঝতে হবে। অরিরাজ্য ও মিত্র-রাজ্যের বাইরের রাজ্যের রাজাকে 'উদাসীন' রাজা ব'লে বুঝতে হবে।

["একটি বিজিগীষু রাজাকে অপেক্ষা করিয়া দ্বাদশ রাজগুলের পরিকল্পনা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিজিগীষু রাজার যে শত্রু সেই শত্রুরাজার রাজ্যের অব্যবহিত অনন্তর

(পরবর্ত্তী) রাজ্যের রাজাকে বিজিগীষুর মিত্র বলা হয়। এই বিজিগীষু রাজার মিত্র-রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্য বিজিগীষু রাজার শত্রুর মিত্র। এজন্য বিজিগীষুর শত্রু। এই অরিমিত্র-রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্য বিগিজীষুর মিত্রের মিত্র। আর এজন্য ঐ রাজ্যটি বিজিগীষু রাজার মিত্রই বটে। এই মিত্ররাজ্যের অব্যবহিত পরবর্তী রাজ্যে বিজিগীষু রাজার শত্রুর মিত্রের মিত্র। সুতরাং (১) মিত্র (২) অরিমিত্র (৩) মিত্রমিত্র (৪) অরিমিত্রমিত্র এই চারিটী রাজ্য বিজিগীষু রাজার শত্রুভূমির অগ্রবর্ত্তী ভাগে আছে। এইরূপ বিজিগীষু রাজার অব্যবহিত পশ্চাৎ ভাগে যে রাজ্য অবস্থিত আছে তাহা বিজিগীষুর শত্রুরাজ্য। এই শত্রুরাজ্যের রাজাকে বিজিগীষু রাজার পার্ষ্ণিগ্রাহ বলা হয়। পার্ষ্ণিগ্রাহ রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চাৎবর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে আক্রন্দ বলে। এই আক্রন্দ পার্ষ্ণিগ্রাহের শত্রু যে বিজিগীষু, তার মিত্র। এই আক্রন্দ-রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চাদ্‌বর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে পার্ষ্ণিগ্রাহাসার বলে। এই পার্ষ্ণিগ্রাহাসার পাষ্ণিগ্রাহের মিত্র এবং আক্রন্দের শত্রু। এই পার্ষ্ণিগ্রাহাসার রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চাৎবর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে আক্রন্দাসার বলে"।

"বিজিগীষু রাজার চতুর্দিকে অবস্থিত শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিনটি নরপতির প্রত্যেকটিই তিনপ্রকার ঃ—(১) সহজ (২) কৃত্রিম ও (৩) প্রাকৃত। যেমন সহজশত্রু, কৃত্রিমশত্রু ও প্রাকৃতশত্রু। এইরূপ সহজমিত্র, কৃত্রিমমিত্র ও প্রাকৃতমিত্র এবং সহজ উদাসীন, কৃত্রিম উদাসীন ও প্রাকৃত উদাসীন। (১) সহজশত্রু—পিতৃব্য, তাহার পুত্রাদি সহজশত্রু। (২) কৃত্রিমশত্রু—যাহার পূর্ব্বে অপকার করা হইয়াছে বা যে বিজিগীষু রাজার পূর্ব্বে অপকার করিয়াছে তাহাকে কৃত্রিম শত্রু বলা হয়। (৩) প্রাকৃতশত্রু—বিজিগীষুর অব্যবহিত (পরবর্তী) দেশের অধিপতিকে প্রাকৃতশত্রু বলে। (৪) সহজমিত্র—ভাগিনেয়, পিতৃষ্বসার, পুত্র, মাতৃষ্বসার পুত্র প্রভৃতি। (৫) কৃত্রিমমিত্র—পূর্বে যাহার উপকার করা হইয়াছে বা পূর্ব্বে যে উপকার করিয়াছে। (৬) প্রাকৃতমিত্র—একান্তরিত দেশের অধিপতি প্রাকৃতমিত্র। (৭) সহজ উদাসীন—সহজ শত্রুমিত্র বিলক্ষণ হইতেছে সহজ উদাসীন। (৮) কৃত্রিম উদাসীন —কৃত্রিম শত্রুমিত্র হইতে বিলক্ষণ যে সে হইতেছে কৃত্রিম উদাসীন। বিজিগীষু রাজা পূর্ব্বে যাহার উপকার করেন নাই বা বিজিগীষু রাজার যে পূর্ব্বে উপকার করে নাই তাহাকে কৃত্রিম উদাসীন বলা হয়। (৯) প্রাকৃত উদাসীন—স্বান্তরিত দেশের অধিপতিকে প্রাকৃত উদাসীন বলা হইয়া থাকে"। প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি—২১-২৩ পৃষ্ঠা.)]।। ১৫৮।।

তান্ সর্বানভিসন্দধ্যাৎ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।
ব্যস্তৈশ্চৈব সমস্তৈশ্চ পৌরুষেণ নয়েন চ।। ১৫৯।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু রাজা এইসব রাজাকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারটি উপায়ের মধ্যে একটি বা দুইটির দ্বারা অথবা প্রয়োজন হ'লে সবগুলির দ্বারা বশীভূত করবেন, অথবা, কেবল দণ্ডের বা যুদ্ধের দ্বারা বা কেবল সন্ধির দ্বারা বশ করবেন।। ১৫৯।।

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্‌গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা।। ১৬০।।

অনুবাদ ঃ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয়—এই ষড়্‌গুণ (ছয়টি গুণ) সম্বন্ধে রাজাকে সর্বদা চিন্তা করতে হবে।। [বিজিগীষু ও অরি উভয়েরই যাতে উপকার হয়, সেজন্য পরস্পর পরস্পরকে ধন, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি দান করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে থাকার নাম সন্ধি (treaty)। সন্ধির বিপরীত হ'ল বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ। শত্রুরাজার প্রতি যুদ্ধের জন্য অভিযানের নাম যান (marching)। শত্রুকে উপেক্ষা করে নিজ রাজ্যে অবস্থান ক'রে থাকার

নাম আসন (halting)। একজন শত্রুর সাথে সন্ধি এবং অন্য জনের সাথে যুদ্ধ—এইভাবে উভয় পক্ষ স্বীকার করার নাম দ্বৈধীভাব বা দুই প্রকার অবস্থা (double dealing)। কুল্লূকের মতে, প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিজের সৈন্যকে দ্বিধাবিভক্ত করার নাম দ্বৈধীভাব। শত্রুর দ্বারা পীড়িত হ'য়ে বলবান্ রাজার কাছে আত্মসমর্পণের নাম সংশ্রয় (seeking protection) ।

এইগুলি হ'ল ষড়্গুণ ('six measures of royal policy')। এই ছয়টি গুণের মধ্যে যে গুণটি আশ্রয় করলে রাজা বুঝবেন যে, আমি দুর্গ নির্মাণ করতে পারবো, হাতী সংগ্রহ করতে পারবো, খনি খনন করতে সমর্থ হবো, বণিক্‌পথ নির্মাণ করতে পারবো, বনসম্পদ্ লাভের জন্য বনাঞ্চল স্থাপন করতে পারবো, কৃষির উপযোগী ভূমিতে শস্য উৎপাদন করতে পারবো, অন্য রাজার ধনদৌলত বলপূর্বক বা কৌশলে সংগ্রহ করতে পারবো—তা-ই তিনি অবলম্বন করবেন]।। ১৬০।।

আসনঞ্চৈব যানঞ্চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ।। ১৬১।।

অনুবাদ ঃ নিজের গজ-অশ্বাদির ও রাজকোষের সমৃদ্ধি এবং শত্রুরাজার ঐ সব সম্পদের হানি, কিম্বা নিজের সম্পদ্‌হানি এবং শত্রুরাজার সম্পদ্‌হানি ইত্যাদি জাতীয় কাজ (অর্থাৎ ক্ষেত্র) বিবেচনা ক'রে রাজা আসন, যান, সন্ধি, বিগ্রহ, দ্বৈধীভাব অথবা সংশ্রয় এগুলি প্রয়োগ করবেন। [রাজা যে সময় যেটি প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করবেন, সেই সময়েই সেটি প্রয়োগ করবেন, 'সন্ধিং বিগ্রহমের চ'র স্থানে 'সন্ধায় চ বিগৃহ্য চ' এইরকম পাঠ পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে—'সন্ধিপূর্বক বা বিগ্রহপূর্বক আসন, সন্ধিপূর্বক বা বিগ্রহপূর্বক যান']।। ১৬১।।

সন্ধিস্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ।। ১৬২।।

অনুবাদ ঃ রাজা আরও জানবেন যে, সন্ধি দুই প্রকার, বিগ্রহও দুই প্রকার, যান ও আসন এ দুটিও প্রত্যেকটি দুই প্রকার এবং দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়ও প্রত্যেকটি দুই প্রকার।। ১৬২।।

সমানযানকর্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তদাত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ।। ১৬৩।।

অনুবাদ ঃ সন্ধি দুই প্রকারের হ'তে পারে। যেখানে তদাত্ব অর্থাৎ তাৎকালিক ফল লাভের জন্য বা আয়তি অর্থাৎ উত্তরকালে ফল লাভের জন্য বিজিগীষু রাজার অন্যরাজার সাথে এইরকম চুক্তি হয় যে, 'আমরা দুজনেই মিলিতভাবে শত্রুরাজ্য আক্রমণ করব, দুজনেই সমান ফল লাভ করব, কেউ কাউকে পরিত্যাগ করব না এবং শত্রুরাজ্য থেকে যা কিছু লাভ হবে তা তোমার এবং আমার দুজনেরই হবে', তখন সেই সন্ধিকে বলা হয় সমানযানকর্মা সন্ধি। আর এই চুক্তির বিপরীত হ'লে অর্থাৎ বিজিগীষু রাজা যদি 'তুমি শত্রুর একদিকে আক্রমণ কর, আমি অন্য দিকে অভিযান করব' এইভাবে অন্য কোনও রাজার সাথে তাৎকালিক ফল বা উত্তরকালীন ফল-লাভার্থী হ'য়ে চুক্তি করে, তাকে অসমানযানকর্মা সন্ধি বলে।। ১৬৩।।

স্বয়ংকৃতশ্চ কার্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ।। ১৬৪।।

অনুবাদ ঃ বিগ্রহ বা যুদ্ধ দুই প্রকার। অকস্মাৎ শত্রুর ব্যসনাদি দোষ বা দুর্বলতার সুযোগে

অগ্রহায়ণাদি শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়েই হোক্ অথবা অন্য যে কোনও সময়েই হোক্ বিজিগীষু রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে শত্রুর সাথে যে যুদ্ধ করে, তাকে স্বয়ংকৃত বিগ্রহ বলে। আর শত্রুরাজা যদি নিজ মিত্ররাজাকে আক্রমণ করে তাহ'লে ঐ মিত্ররাজাকে রক্ষার জন্য বিজিগীষু রাজা অসময়েও শত্রুরাজার সাথে যে যুদ্ধ করেন তাও একরকম বিগ্রহ। ['মিত্রস্য চৈবোপকৃতে'-র স্থানে 'মিত্রেণ চৈবোপকৃতে' এইরকম পাঠান্তর পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকার বিগ্রহ এইরকম হবে—নিজের অর্থাৎ বিজিগীষুর মিত্ররাজা যদি শত্রুরাজাকে আক্রমণ করে তাহ'লে ঐ মিত্রকে সাহায্য করার জন্য বিজিগীষু রাজা অসময়েও শত্রুরাজার সাথে বিগ্রহ করতে পারেন। এই ভাবেনিজ প্রয়োজন সাধনের জন্য এবং মিত্ররাজার প্রয়োজনের জন্য দুই প্রকার যুদ্ধ হ'য়ে থাকে]।। ১৬৪।।

একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে।। ১৬৫।।

অনুবাদ : শত্রুর আত্যয়িক কাজ উপস্থিত হ'লে অর্থাৎ ব্যসনপ্রাপ্তি ঘটলে, বিজিগীষু তার বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো একাকীই অভিযান করতে পারেন, এবং একাকী বিজিগীষুর সেরকম শক্তি না থাকলে তিনি তাঁর মিত্ররাজার সাথে মিলিত হ'য়ে শত্রুরাজার বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারেন। অতএব যান দুই প্রকারের হ'য়ে থাকে। [শত্রুর ব্যসনপ্রাপ্তির সময়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান বিজিগীষুর পক্ষে সর্বোত্তর সময়। কারণ, পরে হয়তো ঐ শত্রুরাজা নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এবং তখন তার বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে তাকে উচ্ছেদ করা কষ্টকর হবে]।। ১৬৫।।

ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্।। ১৬৬।।

অনুবাদ : আসনও দুই প্রকার। চুপ ক'রে অপেক্ষা করার নাম আসন। দৈবাৎ অর্থাৎ দুরদৃষ্টবশতঃ কিংবা নিজের পূর্বজন্মকৃত কর্মদোষবশতঃ হাতী, ঘোড়া, কোষ প্রভৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে শত্রুরাজার বিরুদ্ধে অভিযান না ক'রে নিজ শক্তির উন্নতি সাধনের জন্য অপেক্ষা করা, কিংবা মিত্ররাজার অনুরোধে তাঁর কোনও প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান না ক'রে অপেক্ষা করা—এই দুটি ব্যাপারের নাম আসন। অতএব আসন দুই প্রকার বলে অভিহিত হয়।। ১৬৬।।

বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ।। ১৬৭।।

অনুবাদ : শত্রুর প্রতি অভিযানরূপ প্রয়োজন সাধনের জন্য সমগ্র চতুরঙ্গ বলের কিছু অংশ সেনাপতির সাথে একদিকে অবস্থান করবে এবং সৈন্যের কিছু অংশ স্বয়ং রাজার সাথে দুর্গাভ্যন্তরে থাকবে—এইভাবে দ্বৈধীভাব হ'য়ে থাকে; একথা ষাড়্গুণ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব'লে থাকেন।। ১৬৭।।

অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানস্য শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ।। ১৬৮।।

অনুবাদ : শত্রুরাজা কর্তৃক আক্রান্ত ও পীড়িত হ'য়ে তাকে বাধা দিতে সমর্থ না হ'য়ে অর্থের অর্থাৎ পীড়ানিবৃত্তিরসম্পাদনের জন্য (অর্থাৎ শত্রুকর্তৃক পীড়িত হওয়ায় শত্রুকৃত পীড়া নিবারণের জন্য) একজন প্রবল সমর্থ রাজাকে আশ্রয় করা যেতে পারে (অর্থাৎ পীড়িত

বিজিগীষু নিজের দেশ ছেড়ে সেখানে চলে যেতে পারেন); আবার, বর্তমানে কোনও শত্রুকর্তৃক উৎপীড়িত না হ'লেও ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে এইরকম আশঙ্কায় 'ব্যপদেশ' সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ 'সর্বত্র লোকের মধ্যে প্রবলকে আশ্রয় করা হয়েছে'—একথা ঘোষণার জন্য অর্ন্য বলবান্ সাধু রাজাকে আশ্রয় করা যেতে পারে। [কারণ, শত্রুরা তখন ব্যপদেশ অর্থাৎ প্রচার করতে থাকবে যে, ইনি (প্রবল সাধু রাজা) যখন এঁর (বিজিগীষুর) সহায়, তখন এঁকে পরাভূত করা যাবে না]; এটি আর এক প্রকার সংশ্রয়। অতএব সংশয় দুই প্রকার।। ১৬৮।।

যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ।। ১৬৯।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু-রাজা যখন বুঝবেন যে, তদাত্বে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যুদ্ধ করলে তাঁর সমান্য কিছু ক্ষতি হবে, কিন্তু সন্ধি করলে আয়তিতে অর্থাৎ উত্তরকালে (আমি কোনও মিত্ররাজাকে আশ্রয় করে) আমার উন্নতি সম্পাদন করতে সমর্থ হব—এইরকম বুঝলে তিনি সন্ধি-ই করবেন।। ১৬৯।।

যদা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্বীত বিগ্রহম্।। ১৭০।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু-রাজা যখন বুঝবেন, নিজের অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ সকলেই প্রহৃষ্ট অর্থাৎ অত্যন্ত রাজানুরক্ত এবং উৎসাহাদি গুণসমন্বিত হ'য়ে রয়েছেন, এবং নিজেও হাতী-কোষ প্রভৃতির বলে নিজেকে বলীয়ান্ মনে করবেন, তখন (যে কোনও সুযোগ খুঁজে নিয়ে) শত্রুরাজার সাথে (সন্ধি ভেঙে দিয়ে) যুদ্ধ করবেন।। ১৭০।।

যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্ রিপুং প্রতি।। ১৭১।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু-রাজা যখন বুঝবেন, নিজের বল অর্থাৎ হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সেনা ধনাদির দ্বারা হৃষ্ট এবং পুষ্ট [ভাবেন শব্দে ভাব কথার অর্থ হ'ল হৃষ্ট ও পুষ্ট হওয়ার যে সব কারণ থাকে, সেগুলি সব বর্তমান; যেমন, বহু ধনসম্পদের সমাগম, কৃষি-প্রভৃতির দ্বারা শস্যাদি ফলসমৃদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপার হর্ষ ও পুষ্টির কারণস্বরূপ], এবং শত্রুর বল এর বিপরীত, তখন শত্রুর বিরুদ্ধে (সৈন্য নিয়ে) অগ্রসর হবেন অর্থাৎ অভিযান করবেন। [শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার কারণ থাকলেই যে তা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করার কারণ হবে এমন নয়, কিন্তু সেগুলিও থাকবে এবং শত্রুরাজার প্রকৃতিবর্গের হর্ষ ও পুষ্টি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে এমন ঘটলেই অভিযান করা উচিত]।। ১৭১।।

যদা তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রযত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্।। ১৭২।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু-রাজা যখন বুঝবেন, নিজের বাহন (হাতী, ঘোড়া ও রথ) এবং বল (পদাতিক সৈন্য) ক্ষীণ হয়েছে, তখন তিনি ক্রমশঃ শত্রুকে সাম ও দানের দ্বারা শান্ত করে যত্নপূর্বক আসন-নীতি গ্রহণ করবেন (would have recourse to in action)।

[নিজের 'বল' পরিক্ষীণ হ'লে বিজিগীষু শত্রুরাজাকে 'সাম' বা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ ক'রে এবং উপহার 'দান' ক'রে তাকে অনুকূলে রাখবেন]।। ১৭২।।

মন্যেতারিং যদা রাজা সর্বথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্যমাত্মনঃ।। ১৭৩।।

অনুবাদ : বিজিগীষু রাজা যখন শত্রুকে সকল রকমে প্রবল মনে করবেন তখন তিনি নিজ বলকে দুইভাগে বিভক্ত ক'রে নিজ কাজ উদ্ধার করবেন। [প্রবল পরাক্রান্ত কোনও শত্রু বিজিগীষু-রাজার রাজ্যে অবরোধ ঘটালে তার সাথে তখন সন্ধি করা সম্ভব না হতে পারে এই কথা ভেবে বিজিগীষুর পক্ষে দুর্গ আশ্রয় করাই মঙ্গলজনক। এরকম অবস্থায় দ্বৈধীভাব অনুসারে নিজের কিছু সৈন্য নিয়ে দুর্গ আশ্রয় এবং শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য কিছু সৈন্য তার প্রতি প্রেরণ করতে হয়। যে বিজিগীষু-রাজার সৈন্য-সংখ্যা অনেক বেশী তিনিই বিপদের সময় নিজ বলকে দ্বিধা বিভক্ত করতে পারেন]।। ১৭৩।।

যদা পরবলানাস্তু গমনীয়তমো ভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্মিকং বলিনং নৃপম্।। ১৭৪।।

অনুবাদ : বিজিগীষু যখন মনে করবেন, দুর্গ আশ্রয় করলেও তিনি গমনীয়তম হবেন অর্থাৎ শত্রুরাজার দ্বারা সর্বতোভাবে অনয়াসে পরাভূত হবেন, তখন তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন ধার্মিক ও প্রবল নরপতিকে আশ্রয় করবেন [যে নরপতির কাছে কপটতা আশা করা যায় না এবং যাঁর প্রকৃতি হবে স্থির ও যশোমণ্ডিত]।। ১৭৪।।

নিগ্রহং প্রকৃতীনাঞ্চ কুর্যাদ্ যোঽরিবলস্য চ।
উপসেবেত তৎ নিত্যং সর্বযত্নৈর্গুরুং যথা।। ১৭৫।।

অনুবাদ : নিজের যে সব অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন তাদেরকে এবং যে রাজা শত্রু হয়েছে তাকে—এই উভয়কেই যিনি নিগ্রহ করতে সমর্থ সেইরকম প্রবল রাজাকে আশ্রয় ক'রে, তাঁকে বিজিগীষু (নিজের মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে) আশ্রয় ক'রে তাঁকে গুরুর মত সর্বপ্রযত্নে সেবা করবেন।। ১৭৫।।

যদি তত্রাপি সম্পশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম্।
সুযুদ্ধমেব তত্রাপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ।। ১৭৬।।

অনুবাদ : যদি ঐ রকম সংশ্রয়-গ্রহণের ক্ষেত্রেও কোনও দোষ বা অনিষ্ট হয়েছে বুঝতে পারা যায়, তবে ঐ বিজিগীষু-রাজার পক্ষে নির্ভয়চিত্তে তুমুল যুদ্ধ করাই কর্তব্য।। ১৭৬।।

সর্বোপায়ৈস্তথা কুর্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।। ১৭৭।।

অনুবাদ : রাজনীতিবিদ্ রাজা সাম-দানাদি সকল উপায় অবলম্বন ক'রে (অর্থাৎ সামাদি উপায়গুলি পৃথক্‌ভাবে অথবা সমগ্রভাবে প্রয়োগ ক'রে) এমনভাবে নীতিপ্রয়োগ করবেন, যাতে তাঁর মিত্র, কিংবা উদাসীন অথবা শত্রু কেউই তাঁর থেকে উৎকৃষ্ট না হতে পারে। [নয়তত্ত্ববিদ্ রাজা এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে নিজ মিত্র প্রভৃতিরাও প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তিতে তাঁর তুলনায় উৎকৃষ্ট না হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তিনি প্রকৃতিসমূহের উপর নীতিনির্দিষ্টভাবে রাজকীয় কাজ আরোপ ক'রে নিজেকেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ক'রে তুলবেন। এখানে 'মধ্যম নৃপতি'র উল্লেখ করা না হ'লেও তাঁকেও এখানে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ 'মধ্যম নৃপতি আমার মিত্রস্থানীয়' এইরকম মনে ক'রে তাঁকেও উপেক্ষা করা চলবে না। কারণ, রাজাদের কাছে নিজ প্রয়োজন ছাড়া 'মিত্র' বলে নির্দিষ্টভাবে কেউ থাকে না এবং যে রাজার সাথে অধিক মিত্রত্ব

হয়েছে, সেই রকম মিত্রও নিজ কার্যের গতিবশতঃ শত্রু হ'য়ে যেতে পারে]।। ১৭৭।।

আয়তিং সর্বকার্যাণাং তদাত্বঞ্চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাঞ্চ সর্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ।। ১৭৮।।

অনুবাদ : সকল কার্যের অর্থাৎ প্রয়োজনের (এমনকি যে সব কাজ আরম্ভ করতে বাকী আছে যে সবেরও) আয়তি অর্থাৎ পরিণাম বা ভবিষ্যৎ এবং তদাত্ব অর্থাৎ বর্তমানকাল সম্বন্ধে বিচার করবেন অর্থাৎ দোষগুণ বিবেচনা করবেন। যে সব কাজ অতীত অর্থাৎ অতিক্রান্ত হ'য়ে গিয়েছে সেগুলিরও সব গুণ বা দোষ কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়েও সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে হবে [অর্থাৎ অতীত ক্রিয়াকলাপের গুণ এবং দোষ বিশেষভাবে পর্যালোচনা ক'রে—অতীত কাজগুলির মধ্যে যেগুলি থেকে গুণ বা সুফল পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি ভাল ক'রে কিভাবে আরম্ভ করা যায় তা রাজা স্থির করবেন]।। ১৭৮।।

আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে।। ১৭৯।।

অনুবাদ : যে রাজা আরব্ধ কাজের ভবিষ্যৎ দোষ ও গুণ বুঝতে পারেন, বর্তমানকালে কি করা উচিত তা খুব তাড়াতাড়ি অবধারণ করতে পারেন, এবং অতীত কাজের শেষ অর্থাৎ ফল কিরকম হ'তে পারে তা যিনি জেনে নেন তাঁকে কোনও শত্রু অভিভূত করতে পারে না।। ১৭৯।।

যথৈনং নাভিসন্দধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ।। ১৮০।।

অনুবাদ : মিত্র, উদাসীন ও শত্রুরাজারা কেউই যাতে (ষাড়্গুণ্যাদি প্রয়োগ ক'রে) বিজিগীষু-রাজার অনিষ্ট করতে না পারে, সেইভাবে তিনি সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন [অর্থাৎ কৃত্য (অসন্তুষ্ট) বর্গের মধ্যে যাতে উপজাপ (স্বপক্ষ ত্যাগ) না ঘটে সেইরকম ব্যবস্থা করা, ব্যসনসমূহের প্রতিকার করা, নিজ মণ্ডলকে বশে রাখা, ষাড়্গুণ্য ও সাম প্রভৃতি উপায়সমূহ ঠিক্মতো প্রয়োগ করা, আটপ্রকার কর্মে অভ্যুত্থিত হওয়া প্রভৃতির দ্বারা এইরকম ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব]। সংক্ষেপতঃ এই হ'ল রাজনীতি।। ১৮০।।

যদা তু যানমাতিষ্ঠেদরিরাষ্ট্রং প্রতি প্রভুঃ।
তদানেন বিধানেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ।। ১৮১।।

অনুবাদ : সকলশক্তিসম্পন্ন বিজিগীষু-রাজা যখন শত্রুরাজ্যের অভিমুখে অভিযান চালাতে ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসারে ধীরে ধীরে শত্রুরাষ্ট্রের দিকে যাত্রা করবেন।। ১৮১।।

মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যায়াদ্ যাত্রাং মহীপতিঃ।
ফাল্গুনং বাऽথ চৈত্রং বা মাসৌ প্রতি যথাবলম্।। ১৮২।।

অনুবাদ : বিজিগীষু রাজা শুভ অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফাল্গুন কিংবা চৈত্রমাসে নিজের হাতী-ঘোড়াদি বলের চলার সুবিধামতো সময়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করবেন। [রাজা যে শত্রুরাজার বিরুদ্ধে অভিযান করতে ইচ্ছুক তার (সেই শত্রুরাজার) সৈন্যপ্রভৃতির বাধা প্রদান করার শক্তি অনুসারে যুদ্ধ যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহ'লে শত্রুসৈন্যের তুলনায় বেশী সৈন্য নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে শত্রুরাজ্য আক্রমণ করবেন, কারণ, তখন ঐ শত্রুরাজ্য শরৎকালোৎপন্ন

শস্যে পূর্ণ থাকে এবং ঐ সময়ে অভিযান করলে শত্রুরাজ্যে সংগৃহীত শরৎকালীন শস্য অনায়াসে অধিকার করা যেতে পারে অথবা পরাজিত রাজ্য থেকে শস্য উপহাররূপে বিজিগীষু লাভ করতে পারেন। তাছাড়া শত্রুরাজার দুর্গ অবরুদ্ধ করা প্রভৃতির পক্ষেও এই সময়টি খুব উপযোগী। পথও সরল ও শুক্‌নো থাকে, জলকাদা বা লতাগুল্ম প্রভৃতি বাধা ঘটায় না। এসময়ে বেশী গরম বা বেশী শীতও থাকে না। শত্রুরাজ্যকে কেবল উৎপীড়িত করাই যদি উদ্দেশ্য থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধের কাজ শেষ করার যদি অভিলাষ থাকে, তাহ'লে বেশী সৈন্য নিয়ে ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে শত্রুরাজ্যের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। কারণ, তখন সেখানে বসন্তকালীন শস্য সঞ্চিত হয়, তখন বিজিগীষু-রাজার হাতী-ঘোড়া প্রভৃতির খড়-ঘাস প্রভৃতি খাদ্য সেখানে পাওয়া যায় এবং শত্রুরাজ্যে ক্ষেতের শস্যও আটক করা যায়।]।। ১৮২।।

অন্যেষ্বপি তু কালেষু যদা পশ্যেদ্ ধ্রুবং জয়ম্।
তদা যায়াদ্ বিগৃহ্যৈব ব্যসনে চোত্থিতে রিপোঃ।। ১৮৩।।

অনুবাদ : অন্য সময়েও (অর্থাৎ বর্ষাকাল প্রভৃতি অন্যান্য সময়েও) বিজিগীষু- রাজা যদি বোঝেন যে, তাঁর জয় দৃঢ়-নিশ্চিত, কিংবা শত্রুরাজার অমাত্যাদি ব্যসন (অর্থাৎ অমাত্যাদির মধ্যে পরস্পর বিরোধ গুরুতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে) বুঝতে পারলে, সেই শত্রুরাজাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান ক'রে তার প্রতি যুদ্ধাভিযান করবেন।। ১৮৩।।

কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকঞ্চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদঞ্চৈব চারান্ সম্যগ্ বিধায় চ।। ১৮৪।।
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্বিধঞ্চ বলং স্বকম্।
সাম্পরায়িককল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ।। ১৮৫।।

অনুবাদ : বিজিগীষু নিজের মূলস্থানে [অর্থাৎ দুর্গ এবং রাজধানীতে] ঠিক্‌মতো সুরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে [যেমন, ধান প্রভৃতি শষ্য দুর্গের মধ্যে বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করে, যন্ত্রপ্রভৃতি সুসজ্জিত ক'রে, প্রাচীর ও পরিখা করে দুর্গকে সুরক্ষিত রাখবেন। অর্থদান ও সম্মানপ্রদর্শন ক'রে সকল সৈন্যকে সংযত ও নিজের বশীভূত করবেন। পার্ষ্ণিগ্রাহকে অর্থাৎ নিজের রাষ্ট্রের পশ্চাদ্‌ভাগের শত্রুরাজাকে বাধা দেওয়ার জন্য সেখানে নিজের সৈন্য স্থাপন করবেন। আবার দুর্গের মধ্যেও নিজের সৈন্যের কিছু অংশ মজুত রাখবেন যারা শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ], যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যা যা আবশ্যক [অর্থাৎ হাতী-ঘোড়া-বাহনাদি] সেগুলির যথাবিধি বন্দোবস্ত করে, নিজ আস্পদ্ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে আত্মসাৎ করে [অর্থাৎ নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে যারা ক্রুদ্ধ, ভীত, অপমানিত বা অন্য কারণে অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছে তাদের সন্তোষ বিধান ক'রে নিজের কাছে টেনে নিয়ে, শত্রুরাজার ক্রিয়া-কলাপ বা গতি-বিধি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য চারদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন।। ১৮৪।।

বিজিগীষু-রাজা নিজের ত্রিবিধ মার্গ [অর্থাৎ জাঙ্গল (মেঠো রাস্তা), আনূপ (জলপথ) এবং আটবিক (বনপথ)—এই তিন প্রকার পথ। কারো কারো মতে, তিন প্রকার পথ হ'ল—উন্নত, নিম্ন ও সমতল] শোধন অর্থাৎ পরিষ্কার ক'রে এবং ষড়্‌বিধ বলকে উত্তমরূপে শোধন ক'রে [ষড়্‌বিধ বল বলতে কেউ কেউ বলেন—(১) গাছ-লতা-পাতা প্রভৃতি যে সব জিনিস পথের বাধা সৃষ্টি করেছে সেগুলি উচ্ছেদ করা (২) উচু-নীচু জায়গাগুলিকে সমান করা, (৩) যাত্রা পথে নদী, গর্ত প্রভৃতির সংস্কার করা; হিংস্র পশুর উচ্ছেদ; (৫) যাত্রার পথনির্দেশকারী লোকদের নিজের পক্ষে আনয়ন, এবং (৬) হাতী, ঘোড়া, রথ, পদাতিক সৈন্য, কোষ এবং

কর্মকর এগুলির সাথে যুক্ত থাকা;—এগুলি হল ষড়্‌বিধ বল।], সাম্পরায়িক বিধান অনুসারে অর্থাৎ যুদ্ধে যাতে নিজ বলকে ভেদ করা শত্রুর পক্ষে অসম্ভব হয় সেই প্রকার ব্যবস্থা নিয়ে শত্রুরাজার নগরের দিকে বিজিগীষু অভিযান করবেন।। ১৮৫।।

শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গূঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ।। ১৮৬।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু-রাজা প্রচ্ছন্ন মিত্র সম্পর্কে অর্থাৎ যে মিত্র গোপনে শত্রুপক্ষকে সমর্থন করছে তার সম্পর্কে এবং গতপ্রত্যাগত মিত্রকে অর্থাৎ যে মিত্র নিজপক্ষকে পরিত্যাগ ক'রে একবার চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে তার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক হবেন। কারণ, ঐ দুই শত্রুই বিশেষ কষ্টদায়ক।। ১৮৬।।

দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহ-মকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা। ১৮৭।।

অনুবাদ ঃ শত্রুরাজ্য আক্রমণ করার সময় বিজিগীষু-রাজা যাত্রা পথে দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, সূচীব্যূহ অথবা গরুড়ব্যূহ অনুসারে সৈন্য সমাবেশ ক'রে যাত্রা করবেন। যে সেনাবিন্যাসে আগে বলাধ্যক্ষ, মধ্যে রাজা, পশ্চাদ্‌ভাগে সেনাপতি, উভয়পাশে গজারোহী সৈন্য, তার কাছে অশ্বারোহী সৈন্য এবং তার পাশে পদাতিক সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে, এইরকম দণ্ডের মতো দীর্ঘাকার সর্বত্র সমবিন্যাস যে সৈন্যস্থাপন তাকে **দণ্ডব্যূহ** বলা হয়। শত্রুর দেশ আক্রমণ করার সময় যদি চার দিক্ থেকেই শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, তখন দণ্ডব্যূহাকারে যেতে হয়। যে সৈন্যবিন্যাসে সম্মুখভাগ সরু কিন্তু পশ্চাদ্‌ভাগ স্থূল তার নাম **শকটব্যূহ**। পিছনের দিক্ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে শকটব্যূহাকারে যেতে হয়। যে সৈন্যবিন্যাসে সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগ সরু, কিন্তু মধ্যভাগ স্থূল তাকে বলা হয় **বরাহব্যূহ**। এরই মধ্যভাগ যদি বেশী স্থূল হয় তবে তার নাম **গরুড়ব্যূহ**। সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগ স্থূল, ও মধ্যভাগ সরু হলে **মকরব্যূহ** হয়। উভয় পাশে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে বরাহব্যূহ ও গরুড়ব্যূহাকারে অভিযান করা কর্তব্য, এবং সামনে ও পিছনে উভয়দিকে আক্রমণের আশঙ্কায় মকরব্যূহাকারে অভিযান করতে হয়। পিপীলিকাপঙ্‌ক্তির মতো অগ্রপশ্চাদ্‌ভাবে পরস্পর সংলগ্নরূপে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে যে সেনাবিন্যাস তার মধ্যভাগে যে স্থানটি ফাঁকা হবে সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটি সৈন্যের দ্বারা পূরণ করতে হবে এবং এই সৈন্যদলের প্রথমভাগে থাকবে সর্বোৎকৃষ্ট বীর যোদ্ধাগণ। এইরকম ব্যূহের নাম **সূচীব্যূহ**। সামনে থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে এইরকম ব্যূহ ক'রে অভিযান করতে হয়। এইভাবে বিশেষ বিশেষ নিয়মে প্রয়োজনানুসারে সৈন্যসমাবেশ করতে হয়। সমতলভূমিতে দণ্ডব্যূহ, গরুড়ব্যূহ কিংবা সূচীব্যূহ অবলম্বন ক'রে এবং উঁচু-নীচু অথবা বাধাবিঘ্নবহুল প্রদেশে শকটব্যূহ, মকরব্যূহ কিংবা বরাহব্যূহ অবলম্বন ক'রে অভিযান করার নিয়ম।। ১৮৭।।

যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেত্ততো বিস্তারয়েদ্ বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্।। ১৮৮।।

অনুবাদ ঃ যখন যেদিক থেকে আক্রমণজনিত ভয়ের সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হবে, তখন সেই দিকে রাজা তাঁর সৈন্য বিস্তারিত করবেন। অভিযানকারী রাজা নিজেই 'পদ্মব্যূহ' সন্নিবেশ ক'রে তার মধ্যস্থানে অবস্থান করবেন। [যে পথ দিয়ে বিজিগীষু অভিযান করবেন, সেই পথের যে দিকে শত্রুর মিত্রদের দ্বারা উৎপাদিত উপদ্রবের আশঙ্কা থাকবে, পথের সেই

দিকে বিজিগীষু গব্যূতিপরিমিত অর্থাৎ দুই ক্রোশব্যাপী কিংবা তারও বেশী দূর পর্যন্ত নিজের বল (সৈন্য) ছড়িয়ে দেবেন। রথারোহী, অশ্বারোহী ও গজারোহী সকল সৈন্য পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যদি তারা বেগ্‌বান্ দৃঢ় অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত থাকে তাহ'লে ঐ সেনাবিন্যাস প্রবল ও দুর্ধর্ষ হ'য়ে ওঠে। এইভাবে চারিদিকে সৈন্য ছড়িয়ে দিয়ে পদ্মের মতো পরিমণ্ডলের (অর্থাৎ বিস্তৃতি ও বৃত্তের) সৃষ্টি হয় এবং বিজিগীষু-রাজা যদি এই পরিমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করেন, তবে তার নাম **পদ্মব্যূহ**]।। ১৮৮।।

সেনাপতি-বলাধ্যক্ষৌ সর্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্পয়েদ্দিশম্।। ১৮৯।।

অনুবাদ ঃ সেনাপতি, বলাধ্যক্ষ এবং তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যদের চতুর্দিকে স্থাপন করতে হবে, এবং যে দিক্ থেকে ভয়ের আশঙ্কা করা হবে, সেই দিক্ যাতে পুরোভাগে পড়ে সেইভাবে সৈন্য সন্নিবেশ ক'রে বিজিগীষু-রাজাকে অগ্রসর হ'তে হবে। [১০ চতুরঙ্গের অধিপতি হলেন **পত্তি বা পথিক**; ১০ পত্তির প্রধানকে **সেনাপতি** বলা হয়; ১০ সেনাপতির অধ্যক্ষকে সেনানায়ক বা **বলাধ্যক্ষ** বলা হয়]।। ১৮৯।।

গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ।। ১৯০।।

অনুবাদ ঃ গুল্ম অর্থাৎ এক এক দল সৈন্য চতুর্দিকে স্থাপন করতে হবে যারা সংকেতজ্ঞ হবে অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্যে শাঁখ বাজিয়ে বা ধ্বজা উত্তোলন ক'রে তাদের করণীয় কাজ বুঝিয়ে দেওয়া যায়; তারা যেন আপ্ত অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, স্থানে (অর্থাৎ অ-পলায়নে) কুশল, যুদ্ধে (অর্থাৎ শত্রুর অনুসরণ করা প্রভৃতি কাজে) দক্ষ, ভয়শূন্য ও অবিকারী (অর্থাৎ শত্রুপক্ষের ভেদাত্মক-নীতির দ্বারা ভেদ্য নয় এমন) হয়।। ১৯০।।

সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহূন্।
সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহ্য যোধয়েৎ।। ১৯১।।

অনুবাদ ঃ স্বপক্ষের যোদ্ধা সংখ্যায় অল্প হ'লে তাদের সংহত বা দলবদ্ধ ক'রে যুদ্ধ করাতে হবে কারণ, এইসময় দলবদ্ধ না থাকলে তারা প্রতিপক্ষের প্রবল বলের সম্মুখীন হ'য়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে বা তাদের বাহনের আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'তে পারে।; আর স্বপক্ষের সৈন্যসংখ্যা বেশী হ'লে বিজিগীষু তাদের ইচ্ছামতো বিস্তারিত করতে পারেন; এবং সূচীব্যূহরূপে বা বজ্রব্যূহরূপে তাদের সন্নিবিষ্ট ক'রে যুদ্ধ করাবেন।। ১৯১।।

স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌ দ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্মায়ুধৈঃ স্থলে।। ১৯২।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু সমতলভূমিতে রথারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধ করবেন [কারণ সেখানে যুদ্ধ করার সময় যুদ্ধস্থানের জন্য তাদের কোনরকম প্রতিবন্ধক হবে না]; জলযুক্ত ভূমিতে নৌসৈন্য ও গজারূঢ় সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধ করবেন; বৃক্ষ-গুল্মসমাকীর্ণ স্থানে ধনুর্বাণধারী সৈন্যের সাহায্যে এবং স্থলে (অর্থাৎ পাষাণ, গাছ, লতা, গর্ত প্রভৃতির বাধা যেখানে নেই সেইরকম বিষম জায়গায়) খড়্গ, চর্ম (ঢাল) এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করবেন।। ১৯২।।

কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্ শূরসেনজান্।
দীর্ঘাল্লঘূংশ্চৈব নরানগ্রানীকেষু যোজয়েৎ।। ১৯৩।।

অনুবাদ : কুরুক্ষেত্র, মৎস্য (ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত বিরাটদেশ), পঞ্চাল (কান্যকুব্জ ও অহিচ্ছত্র-মিলিত হয়ে পঞ্চাল দেশ) এবং শূরসেন (মথুরা)-এই সব দেশোদ্ভব দীর্ঘকায় ও লঘুদেহ যোদ্ধৃগণকে সেনার অগ্রভাগে স্থাপিত করবেন।। ১৯৩।।

প্রহর্ষয়েদ্ বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি।। ১৯৪।।

অনুবাদ : সৈন্য সন্নিবেশ ক'রে (বিজিগীষু রাজা বা তাঁর অমাত্যাদি প্রকৃতিগণ) যোদ্ধৃগণকে প্রোৎসাহিত করবেন [অর্থাৎ তাঁরা সৈন্যদের বলবেন—তোমাদের প্রতাপে শত্রুপক্ষের পরাজয় নিশ্চিত; বিপক্ষকে জয় করতে পারলে তোমাদের প্রচুর অর্থলাভ হবে, যারা তোমাদের আশ্রিত তাদের সকলেরই সুখলাভ হবে। আর যদি বা ঘটনাক্রমে শত্রুরা তোমাদের বধ করে, তাহ'লে তোমাদের স্বর্গলাভ হবে। আর তোমার যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হও, তাহ'লে তোমরা তোমাদের প্রভুর পাপ গ্রহণ ক'রে নরকে গমন করবে—এই সব কথা ব'লে সৈন্যদের উৎসাহিত করতে হবে।]। যোদ্ধৃগণ হর্ষযুক্ত বা ক্রুদ্ধ কিনা তা ভালভাবে পরীক্ষা করবেন; এবং যারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছেন তাদের চেষ্টা, কাজ, অবস্থা প্রভৃতি [অর্থাৎ তারা শত্রুর সাথে প্রকৃত যুদ্ধ বা কপট যুদ্ধ করছে কিনা তা] বিশেষভাবে জানতে হবে।। ১৯৪।।

উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্।। ১৯৫।।

অনুবাদ : বিজিগীষু-রাজা শত্রুকে (দুর্গমধ্যে) অবরুদ্ধ ক'রে অপেক্ষা করবেন [এমনভাবে অপেক্ষা করবেন যাতে ঐ শত্রুদুর্গ থেকে কেউ বাইরে আসতে না পারে কিংবা ভিতরে কোনও কিছু প্রবেশ করতে না পারে।]। শত্রুর রাষ্ট্রকে অর্থাৎ দুর্গের বাইরের চারদিকে উপদ্রব করবেন। শত্রুর দ্বারা সঞ্চিত ঘাস, খাদ্য, পানীয় ও ইন্ধন সর্বদা (অপদ্রব্যাদি মিশিয়ে) দূষিত করবেন।। ১৯৫।।

ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকার-পরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা।। ১৯৬।।

অনুবাদ : শত্রুর যে সব জলাশয়ে স্নান-পানাদি নিষ্পন্ন হয় বিজিগীষু-রাজা সেগুলি নষ্ট ক'রে দেবেন [অর্থাৎ বাঁধ ভেঙে দিয়ে প্রণালীর দ্বারা জল বার ক'রে দেবেন অথবা দূষিত দ্রব্যের মিশ্রণে জল দূষিত ক'রে দেবেন।]; শত্রুর প্রাচীর ও পরিখা ধ্বংস ক'রে দেবেন [যন্ত্রের দ্বারা বা সুড়ঙ্গ নির্মাণ ক'রে প্রাচীর ভেঙে দেবেন এবং পরিখা বুজিয়ে দেবেন বা তার পার্শ্বদেশ ভেঙে দেবেন]; রাত্রিকালে শত্রুর দুর্গমধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবেন [যেমন, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বা মাথায় কলসীর উপর প্রজ্বলিত আগুন রেখে শিয়ালের মতো শব্দ ক'রে দুর্গস্থ লোকদের ভীত-চকিত করে তুলবেন]।। ১৯৬।।

উপজপ্যানুপজপেদ্ বুধ্যেতৈব চ তৎকৃতম্।
যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়প্রেপ্সুরপেতভীঃ।। ১৯৭।।

অনুবাদ : শত্রুপক্ষের যারা উপজাপ-যোগ্য (অর্থাৎ শত্রুর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা ঐ শত্রুরাজার রাজ্যপ্রার্থী বা শত্রুর ক্রুদ্ধ অমাত্যবর্গ), তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি ক'রে তাদের

দল ভাঙ্গিয়ে, বা তাদের দল ত্যাগ করিয়ে নিজ পক্ষে আনবেন; এই রকম লোকদের (অর্থাৎ যারা ভেদপ্রয়োগের দ্বারা আত্মপক্ষে এসেছে তাদের) ক্রিয়াকলাপ বুঝে নেবেন। বিজিগীষু-রাজার দৈব শুভসূচক হ'লে [অর্থাৎ নক্ষত্র, গ্রহ, শুভমুহূর্ত এগুলি কার্যসিদ্ধি সূচনা করলে] তিনি জয়াভিলাষে নির্ভয় হ'য়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন।। ১৯৭।।

সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন।। ১৯৮।।

অনুবাদ ঃ সাম, দান ও ভেদনীতি—এইগুলির এক একটি আলাদা আলাদা ভাবে প্রয়োগ ক'রে কিংবা একসঙ্গে সব কয়টি প্রয়োগ ক'রে শত্রুকে জয় করতে চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু কখনো প্রথমেই সোজাসুজি যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হবেন না। [বিজিগীষু হঠাৎ যুদ্ধে উদ্যত হবেন না। প্রথমে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন, উপদেশ প্রদান, পরস্পরের প্রতি প্রসন্নতা, একসঙ্গে বসা, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি সাম-ভাব অবলম্বন করতে হবে। প্রীতি উৎপাদনের জন্য অর্থ বা অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উপহার দেওয়াকে দান বলা হয়। ভেদ হ'লো শত্রুপক্ষীয় লোকদের স্বপক্ষভুক্ত করা।]।। ১৯৮।।

অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জয়েৎ।। ১৯৯।।

অনুবাদ ঃ যেহেতু দুই পক্ষ যখন যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাদের যুদ্ধে জয়লাভ অনিশ্চিত [অর্থাৎ দুর্বলেরও জয় হ'তে পারে এবং প্রবলেরও পরাজয় ঘটতে পারে]; অপরপক্ষে যুদ্ধে পরাজয়েরও সম্ভাবনা থাকে; সেই কারণে (প্রথম সুযোগেই) যুদ্ধ পরিহার করাই উচিত।। ১৯৯।।

ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
তথা যুধ্যেত সংযতো বিজয়েত রিপূন্ যথা।। ২০০।।

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত সাম, দান ও ভেদ—এই তিনটি জয়োপায়ের প্রয়োগের দ্বারা যদি জয়লাভরূপ কার্যসিদ্ধি সম্ভব না হয় [জয়লাভ করা সন্দেহযুক্ত হ'লেও বা উভয় পক্ষের সমানতা থাকলেও] তাহ'লে বদ্ধপরিকর হ'য়ে বিজিগীষু-রাজা এমনভাবে যুদ্ধ করবেন যাতে শত্রুকে পরাজিত করা যায়।। ২০০।।

জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ।। ২০১।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু-রাজা শত্রু জয় ক'রে শত্রুজনপদের দেবতা ও ধার্মিক অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণকে পূজা করবেন, ঐ দেশের অধিবাসিগণকে জয়লব্ধ দ্রব্য পরিহার-রূপে অর্থাৎ বিশেষভাবে দান করবেন [অথবা সেখানকার দেবায়তনে গন্ধদ্রব্য, ফুল, ধূপ, নানাপ্রকার দ্রব্য উপহার দিয়ে, ভগ্নদশাপ্রাপ্ত দেবমন্দিরাদির সংস্কার করিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেববিগ্রহাদির পূজা-অর্চনাদির ব্যবস্থা ক'রে দেবেন]; এবং সেখানকার সকল অধিবাসীকে অভয়দান করবেন। [শত্রুকে জয় ক'রে এইভাবে লব্ধপ্রশমন করতে হয় অর্থাৎ লব্ধ শত্রুরাজ্যের লোকদের শান্ত রাখতে হয়।]।। ২০১।।

সর্বেষাং তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েত্তত্র তদ্বংশ্যং কুর্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্।। ২০২।।

অনুবাদ ঃ শত্রুজনপদস্থ সকলের (অর্থাৎ শত্রুর অমাত্যাদির) অভিপ্রায় সংক্ষেপে অবগত হ'য়ে শত্রুর রাজসিংহাসনে শত্রুর কোনও সমানবংশীয়কে স্থাপন করবেন, এবং সেই নতুন রাজার সাথে চুক্তি বা নিয়ম-বন্ধন করবেন [অর্থাৎ বিজিগীষু-রাজা "প্রয়োজনবোধে কোষ এবং সৈন্য নিয়ে ঐ নতুন রাজা স্বয়ং আমার কাছে উপস্থিত হবে" ইত্যাদি প্রকার চুক্তি ঐ নতুন রাজার সাথে করবেন।]।।২০২।।

প্রমাণানি চ কুর্বীত তেষাং ধর্ম্যান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ।। ২০৩।।

অনুবাদ ঃ শত্রুর দেশের যে সমস্ত ধর্মীয় আচার আছে বিজিগীষু ঠিক্ ভাবে সেগুলিকে প্রমাণ ব'লে স্বীকার করবেন [অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে সব ধর্মীয় ব্যবস্থা আগে থেকেই চলে আসছে, যেমন ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান, দেবপূজার জন্য ভূমিদান অথবা ধনদান ইত্যাদি, সেগুলি বিজিগীষু মেনে নেবেন, কারণ, এইরকম করলে বিজিগীষুর প্রতি শত্রুরাজ্যের লোকদের অনুরাগ জন্মাবে]; এবং সেখানকার অমাত্যাদি প্রধান পুরুষগণকে এবং নতুন অভিষিক্ত রাজাকেও রত্ন প্রভৃতি এবং অস্ত্র, ধন, শয্য, অলঙ্কার, বাহন, পট্টবন্ধ প্রভৃতি প্রদান ক'রে সম্মানিত করবেন।। ২০৩।।

আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকম্।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে।। ২০৪।।

অনুবাদ ঃ কারোর কাছ থেকে কোনও বিশিষ্ট পদার্থের আদান অর্থাৎ বলপূর্বক গ্রহণ করা হ'লে তা দ্রব্যস্বামীর অপ্রীতিকর হয়, পক্ষান্তরে সেইরকম কোনও জিনিস দান করা হ'লে অর্থাৎ দেওয়া হ'লে তা গ্রহীতার প্রীতিজনক হয়। আবার ঐ আদান ও দান—এই দুটি কাজের মধ্যে উপযুক্তটি উপযুক্ত কালে হ'লে বিশেষ প্রশংসিত হ'য়ে থাকে [অতএব বর্তমান ক্ষেত্রে শত্রুরাজাকে ও তাঁর অমাত্যগণকে রত্নপ্রভৃতি দানের দ্বারা সম্মান দেখানো বিশেষ প্রশংসার কাজ হয়—এতে বিজয়ী রাজার খ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব এ সময় শত্রুরাজ্য থেকে জিনিস গ্রহণ না ক'রে দান করাই উচিত।]।। ২০৪।।

সর্বং কর্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে।
তয়োর্দৈবমচিন্ত্যং তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া।। ২০৫।।

অনুবাদ ঃ যাবতীয় কর্ম দৈব অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতরূপ অদৃষ্ট এবং মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যব্যাপারাধীন কর্ম বা 'পুরুষকার' এই দ্বিবিধ, একথা ঠিক্। কিন্তু দৈবকর্ম অদৃষ্ট হওয়ায় অতিগহন ও চিন্তাযোগ্য নয়, পৌরুষব্যাপার দৃষ্ট এবং চিন্তনীয়; অতএব এই দুই ব্যাপারের মধ্যে পৌরুষদ্বারা কাজ সম্পন্ন করবেন [অর্থাৎ দৈবাধীন হ'য়ে যুদ্ধাদি ব্যাপারে সর্বদা নিযুক্ত থাকবেন না, পুরুষকার প্রয়োগ ক'রে-যুদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করবেন।]।। ২০৫।।

সহ বাঽপি ব্রজেদ্ যুক্তঃ সন্ধিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
মিত্রং হিরণ্যং ভূমিং বা সংপশ্যংস্ত্রিবিধং ফলম্।। ২০৬।।

অনুবাদ ঃ বিজিগীষু-রাজা যে শত্রুরাজার সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছেন, সেই শত্রুরাজা যদি যুদ্ধ করতে সম্মত না হয় এবং বিজিগীষুর সাথে মিত্রতা করতে চায়, প্রভূত অর্থ ও নিজের রাজ্যের কিছু অংশ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহ'লে মিত্রতা, হিরণ্যাদি ধন, বা ভূমি—এই তিন প্রকার লাভ হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা ক'রে তার সাথে যত্নপূর্বক সন্ধি ক'রে স্বদেশে

প্রত্যাগমন করবেন।। ২০৬।।

পার্ষ্ণিগ্রাহঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য তথাক্রন্দঞ্চ মণ্ডলে।
মিত্রাদথাপ্যমিত্রাদ্বা যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ।। ২০৭।।

অনুবাদ : বিজিগীষু-রাজা নিজ রাজ্যের পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে আক্রমণকারী পার্ষ্ণিগ্রাহ (বিজিগীষুর পশ্চাদ্ দিকের শত্রু) এবং তার রাজ্যের পশ্চাদ্‌ভাগে স্থিত আক্রন্দ (বিজিগীষুর মিত্র)—এদের বিষয় ভালভাবে লক্ষ্য ক'রে অর্থাৎ আলোচনা করে, আগে ঐ সব মিত্র বা শত্রুর সাথে বন্দোবস্ত ক'রে তাদের অনুকূলে রেখে যুদ্ধ করবেন এবং তাদের কাছ থেকে যাত্রাফল গ্রহণ করবেন।। ২০৭।।

হিরণ্যভূমিসম্প্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্।। ২০৮।।

অনুবাদ : বিজিগীষু-রাজা প্রচুর অর্থ ও ভূমি লাভ ক'রেও ততটা লাভবান হন না, আপাততঃ দুর্বল কিন্তু তবুও স্থির ও ভবিষ্যৎ-উন্নতির সম্ভাবনাযুক্ত অচ্ছেদ্যবন্ধন মিত্র লাভ ক'রে যত লাভবান্ হন।। ২০৮।।

ধর্মজ্ঞঞ্চ কৃতজ্ঞঞ্চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘু মিত্রং প্রশস্যতে।। ২০৯।।

অনুবাদ : যে মিত্র ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ (অর্থাৎ প্রত্যুপকার স্মরণ করেন), যার অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ সন্তুষ্ট, যে (মিত্র) অনুরক্ত, এবং যিনি কার্যারম্ভে দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত, এইরকম মিত্র আপাততঃ অল্প বলশালী হ'লেও বিশেষভাবে প্রশংসিত হন।। ২০৯।।

প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তং চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ।। ২১০।।

অনুবাদ : যে শত্রু বুদ্ধিমান্, সদ্বংশসম্ভূত, বীর, কার্যদক্ষ, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশালী—এইরকম শত্রুকে পণ্ডিতগণ 'কষ্টকর রিপু' ব'লে থাকেন অর্থাৎ এইরকম শত্রুকে আয়ত্ত করা খুব কষ্টকর।। ২১০।।

আর্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যঞ্চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ।। ২১১।।

অনুবাদ : আর্যতা অর্থাৎ সাধুতা, লোকচরিত্রজ্ঞান, শৌর্য অর্থাৎ পরাক্রমশীলতা, দয়ালুতা এবং সর্বদা 'স্থৌললক্ষ্য' অর্থাৎ বদান্যতা—এইগুলি হ'ল উদাসন রাজার গুণ অর্থাৎ এই সমস্ত গুণ যার আছে সেইরকম উদাসীন রাজাকে বিজিগীষু-রাজা আশ্রয় করবেন।। ২১১।।

ক্ষেম্যাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি।
পরিত্যজেন্নৃপো ভূমিমাত্মার্থমবিচারয়ন্।। ২১২।।

অনুবাদ : ক্ষেম্যা অর্থাৎ স্বাস্থ্যাদির পক্ষে কল্যাণদায়িনী ভূমি (অথবা, ক্ষেম্যা = আটবিক প্রভৃতিরা যে ভূমি গ্রাস করতে পারে না), সর্বদা শস্যোৎপাদনকারিণী ভূমি, যে ভূমি পশুচারণের উপযোগী তৃণসম্পন্ন হওয়ায় পশুবৃদ্ধিকরী [যে ভূমি এইরকম গুণসম্পন্ন সেখানে বহু কৃষক ও বণিক্ আশ্রয় নেয়; সেখানে ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ থাকে না],—এই সব রকমের উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত ভূমিও রাজা আত্মরক্ষার জন্য নির্বিচারে পরিত্যাগ করবেন।। ২১২।।

আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি।। ২১৩।।

অনুবাদ ঃ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য রাজা ধন সঞ্চয় করবেন; নিজ ধর্মপত্নীর কোনও বিপৎ উপস্থিত হ'লে প্রয়োজনে সেই সঞ্চিত ধনের বিনিময়েও তাঁকে রক্ষা করবেন। কিন্তু উক্ত স্ত্রী ও ধন এই উভয়ের বিনিময়েও প্রয়োজনে রাজা সর্বদা নিজেকে রক্ষা করবেন।। ২১৩।।

সহ সর্বাঃ সমুৎপন্নাঃ প্রসমীক্ষ্যাপদো ভৃশম্।
সংযুক্তাংশ্চ বিযুক্তাংশ্চ সর্বোপায়ান্ সৃজেদ্ বুধঃ।। ২১৪।।

অনুবাদ ঃ ধনক্ষয় ও অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের কোপ বা মিত্রের ব্যসন —এই সমস্ত আপদ্ একসঙ্গে গুরুতর রকমে উপস্থিত হয়েছে দেখতে পেলেও বিচক্ষণ বিজিগীষু-রাজা বিবেচনা ক'রে তার প্রতিকারের জন্য সামাদি উপায়গুলির সব কটি সমবেতভাবে অথবা পৃথক্‌ভাবে প্রয়োগ করবেন [কিন্তু বিষণ্ণ হ'য়ে নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাকবেন না]।। ২১৪।।

উপেতারমুপেয়ঞ্চ সর্বোপায়াংশ্চ কৃৎস্নশঃ।
এতৎ ত্রয়ং সমাশ্রিত্য প্রযতেতার্থসিদ্ধয়ে।। ২১৫।।

অনুবাদ ঃ উপেতা অর্থাৎ সামাদি উপায়প্রয়োগকর্তা নিজে, উপেয় অর্থাৎ রাজ্যে যা প্রাপ্তব্য বিষয়, এবং সাম প্রভৃতি সবগুলি উপায়—এই তিনটিকে অবলম্বন ক'রে যথাশক্তি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বিজিগীষু যত্নবান্ হবেন অর্থাৎ এই সব উপায়ে আপদ্ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হবেন।। ২১৫।।

এবং সর্বমিদং রাজা সহ সংমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।
ব্যায়াম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ।। ২১৬।।

অনুবাদ ঃ রাজা এইভাবে মন্ত্রীদের সাথে রাজকার্যের সকল বিষয় সম্যগ্‌ভাবে মন্ত্রণা করবার পর মধ্যাহ্নকালে অস্ত্রশিক্ষাদি ব্যায়াম ক'রে এবং মাধ্যাহ্নিক স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কৃত্য সমাপন ক'রে ভোজনের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন।। ২১৬।।

তত্রাত্মভূতৈঃ কালজ্ঞৈরহার্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যান্মন্ত্রৈর্বিষাপহৈঃ।। ২১৭।।

অনুবাদ ঃ সেই অন্তঃপুরমধ্যে পরমাত্মীয়, ভোজনের বিশেষ সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ [অহার্যৈঃ = যাদের ভেদ সাধন করা যায় না অর্থাৎ যারা অত্যন্ত বিশ্বাসী হওয়ায় বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা যাদের থেকে নেই] এমন পরিচারকদের দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্যগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করিয়ে এবং বিষঘাতী মন্ত্র প্রয়োগ ক'রে সেই খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করবেন।। ২১৭।।

বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্বদ্রব্যাণি যোজয়েৎ।
বিষঘ্নানি চ রত্নানি নিয়তো ধারয়েৎ সদা।। ২১৮।।

অনুবাদ ঃ রাজার নিজের বস্ত্রাদি সকল দ্রব্য যত্নসহকারে বিষনাশক ঔষধির মিশ্রণে শোধন করতে হবে এবং শুচি হ'য়ে বিষনাশক নানা প্রকার রত্নও রাজা সর্বদা ধারণ করবেন।। ২১৮।।

পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেষাভরণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ।। ২১৯।।

অনুবাদ ঃ যে সব স্ত্রীলোকের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করা হয়েছে [অর্থাৎ যাদের স্বভাব, শৌচ এবং আচরণ গুপ্তচরদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে] এবং যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির শুদ্ধতা পরীক্ষিত হয়েছে [অর্থাৎ সেগুলির মধ্যে প্রাণঘাতক কিছু নেই, তা ভালভাবে দেখা হয়েছে], এমন স্ত্রীলোকেরা একাগ্র মনে ব্যজন, জল, ধূপ প্রভৃতি জিনিসের দ্বারা রাজার পরিচর্যা করবে।। ২১৯।।

এবং প্রযত্নং কুর্বীত যানশয্যাশনাসনে।
স্নানে প্রসাধনে চৈব সর্বালঙ্কারকেষু চ।। ২২০।।

অনুবাদ ঃ যান, শয্যা, আসন, খাদ্যবস্তু, স্নানীয়দ্রব্য, প্রসাধনদ্রব্য এবং সকল প্রকার অলঙ্কার বিষয়েও এইভাবে শুদ্ধতানিরূপণের জন্য বিশেষ যত্ন গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।। ২২০।।

ভুক্তবান্ বিহরেচ্চৈব স্ত্রীভিরন্তঃপুরে সহ।
বিহৃত্য তু যথাকালং পুনঃ কার্যাণি চিন্তয়েৎ।। ২২১।।

অনুবাদ ঃ ভোজন সম্পন্ন ক'রে রাজা অন্তঃপুরে স্ত্রীদের সাথে বিহার করবেন। সেখানে যথাকালে বিহার ক'রে আবার নির্দিষ্ট সময়ে (একা বা মন্ত্রীদের সাথে) রাজকার্য পর্যালোচনা করবেন।। ২২১।।

অলঙ্কৃতশ্চ সংপশ্যেদায়ুধীয়ং পুনর্জনম্।
বাহনানি চ সর্বাণি শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।। ২২২।।

অনুবাদ ঃ অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে রাজা অলঙ্কার ধারণ ক'রে আয়ুধীয় সৈন্যগণকে দর্শনদান করবেন অর্থাৎ পরীক্ষা করবেন, এবং (হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি সকল রকম) বাহন, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং আভরণগুলি দেখবেন অর্থাৎ পরীক্ষা করবেন।। ২২২।।

সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য শৃণুয়াদন্তর্বেশ্মনি শস্ত্রভৃৎ।
রহস্যাখ্যায়িনাঞ্চৈব প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্।। ২২৩।।
গত্বা কক্ষান্তরং ত্বন্যৎ সমনুজ্ঞাপ্য তং জনম্।
প্রবিশেদ্ ভোজনার্থঞ্চ স্ত্রীবৃতোঽন্তঃপুরং পুনঃ।। ২২৪।।

অনুবাদ ঃ তারপর সন্ধ্যা (সায়ংসন্ধ্যা) বন্দনা ক'রে অস্ত্রধারণপূর্বক অন্য একটি গৃহের অভ্যন্তরে গুপ্তসংবাদ-প্রদানকারী চরগণের কার্যবিবরণ শ্রবণ করবেন। তারপর সেখান থেকে অন্য একটি ঘরে গিয়ে সেই গুপ্তসংবাদপ্রদানকারী চরগণকে বিদায় দিয়ে ভোজনের জন্য আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন।। ২২৩-২২৪।।

তত্র ভুক্ত্বা পুনঃ কিঞ্চিৎ তূর্যঘোষৈঃ প্রহর্ষিতঃ।
সংবিশেত্তু যথাকালমুত্তিষ্ঠেচ্চ গতক্লমঃ।। ২২৫।।

অনুবাদ ঃ রাজা সেই অন্তঃপুরে আবার কিছু খাদ্যদ্রব্য ভোজন ক'রে নানারকম বাদ্যের শ্রুতিসুখকর শব্দের দ্বারা প্রহর্ষিত হ'য়ে যথাকালে শয়ন করবেন (নিদ্রিত হবেন), এবং বিশ্রাম ক'রে শ্রান্তিবিহীন হ'য়ে (রাজকার্য দর্শন করার জন্য) যথাকালে শয্যাত্যাগ করবেন।। ২২৫।।

এতদ্ বিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ।
অস্বস্থঃ সর্বমেতত্তু ভৃত্যেষু বিনিযোজয়েৎ।। ২২৬।।

অনুবাদ ঃ রাজার শরীর যখন রোগশূন্য থাকবে তখন তিনি শাস্ত্রোক্তপ্রকারে প্রজাপালনাদি

কাজ নিজে করবেন। তবে যখন তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়বেন তখন তিনি অমাত্যাদি ভৃত্যবর্গের উপর এই সমস্ত কাজের ভার অর্পণ করবেন।। ২২৬।।

ইতি শ্রীকুল্লূকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।
ইতি শ্রীভট্টমেধাতিথিবিরচিতে মনুভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।
ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং রাজধর্মো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

মনুসংহিতা

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্।। ১।।

অনুবাদ : রাজা ব্যবহার (law cases) পরিদর্শন করার ইচ্ছায় মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদের সাথে সকলপ্রকার চাপল্য পরিহার ক'রে অর্থাৎ বিনীতভাবে ধর্মাধিকরণ-সভায় (court of justice) প্রবেশ করবেন [ব্যবহার - শব্দের অর্থ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পরস্পরকে পরাভূত করার চেষ্টা। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ বাক্য থেকে যে সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তার নিরাসের জন্য যে বিচার তাকে (আধুনিক নাম মোকদ্দমা) ব্যবহার (law cases)বলে। এখানে মন্ত্রজ্ঞ - শব্দটি 'ব্রাহ্মণ' ও 'মন্ত্রী' উভয়েরই অর্থভেদে বিশেষণ হ'তে পারে। শব্দটি যখন মন্ত্রীদের বিশেষণ হয়, তখন তার দ্বারা মন্ত্রিগণের বিবাদের হেতু সম্বন্ধে অর্থাৎ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সম্বন্ধে বিশেষ 'জ্ঞান'-ই মন্ত্রজ্ঞান ব'লে বোধিত হয়। আবার শব্দটি যখন ব্রাহ্মণের বিশেষণ হয়, তখন বিচার্য বিষয়ে তাঁদের সমভাবকে দ্যোতিত করে। 'প্রবিশেৎ সভাম্' বাক্যটির দ্বারা মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণগণের যে কেবল- মাত্র সভাপ্রবেশই কর্তব্য, তা বোঝাচ্ছে না, কিন্তু পরবর্তী শ্লোকের 'নির্ণয়ং পশ্যেৎ' ইত্যাদি বাক্যের সাথে অন্বিত হবে; অর্থাৎ রাজা কেবলমাত্র নিজে বিবাদ নির্ণয় করবেন না। কিন্তু মন্ত্রী-ব্রাহ্মণদের সাথে পরামর্শ করে বিচার করবেন। বিনীত - শব্দের অর্থ বাক্য, হাত ও পা প্রভৃতির চাপল্য পরিহার করা। কারণ, দেহের ঐ অঙ্গগুলি চাপল্যযুক্ত হ'লে অনর্থ ঘটতে পারে। পার্থিব শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো বোঝানো হচ্ছে, বিচারের কাজ পরিচালনা করা যে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য তা নয়, অন্য বর্ণের লোকও যদি পার্থিব বা পৃথিবীর অধিপতি বা রাজা হন, তাহ'লে তাঁর পক্ষেও ঐ কাজ করা উচিত, কারণ, তা না হ'লে রাজ্য বিচলিত হ'য়ে পড়ে,] ।। ১ ।।

তত্রাসীনঃ স্থিতো বাঽপি পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্যাণি কার্যিণাম্।। ২।।

অনুবাদ : রাজা মার্জিত বেশভূষাসমন্বিত হ'য়ে [বেশভূষা মার্জিত হওয়ার কারণ, যাতে তা কারোর কাছে উদ্বেগজনক না হয়] সেই সভামধ্যে (ধর্মাসনে) কাজের আধিক্য থাকলে উপবেশন ক'রে এবং কাজের অল্পতা থাকলে দণ্ডায়মান অবস্থায় বাদীদের বিবাদের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করবেন; সেই সময় তাঁর ডান হাতটি উত্থিত করা থাকবে। [দাঁড়িয়ে যা বসে বিচার করা বিচারকার্যের বিশেষত্ব অনুসারে করতে হবে। ইচ্ছামতো দাঁড়িয়ে বা বসে বিচার করা বলবে না; বিচারের বিষয়টি যদি গুরুতর হয় এবং সেখানে বক্তব্য যদি অনেক থাকে তাহ'লে উপবেশন করে, আর বিচার্য বিষয়টি যদি ছোট-খাটো হয় এবং সেখানে যদি বক্তব্য বিষয় অল্প থাকে তাহ'লে রাজা দাঁড়িয়ে বিচার করবেন। কিন্তু চলা ফেরা বা খুশীমতো হাঁটাচলা করতে থাকা অবস্থায় বিচার করা নিষিদ্ধ। কারণ, সেরকম অবস্থায় দৃষ্টি ও মন চলার পথের দিকে নিবদ্ধ থাকায় বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্য নিপুণ ভাবে অবধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। পাণিমুদ্যম্য = হাতের সামনের অংশ উত্তরীয় বস্ত্রের বাইরে উচুঁ ক'রে রাখা,]।।২।।

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্।। ৩।।

অনুবাদ : রাজা প্রত্যেকদিন আঠারো রকমের বিবাদমূলক ব্যবহারবিষয়গুলির (eighteen titles of the law)প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেশদৃষ্ট ও শাস্ত্রদৃষ্ট হেতুগুলির সাহায্যে অর্থাৎ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি অনুসরণ ক'রে বিবাদের নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন। [রাজা প্রতিদিন বিচার্য বিষয়গুলি দর্শন করবেন অর্থাৎ প্রত্যেক দিন ব্যবহারের বা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে দেবেন। হেতুভিঃ = এখানে হেতু- শব্দের অর্থ বিবাদ নিরূপণ করবার অর্থাৎ কোন্ পক্ষে ন্যায় এবং কোন্ পক্ষে অন্যায় দাবী করা হচ্ছে তা স্থির করার সাধন বা উপায়। আঠারো রকমের বিবাদবিষয় দেশজাতি- কুলাচারানুগত হেতুর দ্বারা এবং শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যলেখ্যাদি প্রমাণের দ্বারা আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে। বিবাদের বিষয় আঠারো রকম এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে লোকেরা সাধারণতঃ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। 'পৃথক্ পৃথক্' এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেকটি বিবাদবিষয়ের প্রাধান্য আছে। এগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার-কাজের প্রযোজক।] ।। ৩।।

তেষামাদ্যমৃণাদানং নিঃক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপাকর্ম চ।। ৪।।
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ।। ৫।।
সীমাবিবাদধর্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ।। ৬।।
স্ত্রীপুংধর্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ।। ৭।।

অনুবাদ : আঠারো প্রকার বিবাদ-বিষয়ের (titles) মধ্যে প্রথমটি হ'ল **ঋণাদান** (non payment of debts), তার পর **নিক্ষেপ** (নিজের জিনিস্ অন্য ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রাখা;"deposit and pledge'), **অস্বামিবিক্রয়** (যে দ্রব্যের যে ব্যক্তি স্বামী বা মালিক নয়, তার দ্বারা সেই দ্রব্যটি বিক্রয়; ' sale without ownership'), **সম্ভূয়-সমুত্থান** (মিলিতভাবে বাণিজ্যকারী ব্যক্তিদের কার্যানুষ্ঠান; 'concerns among partners'), **দত্তবস্তুর অনপাকর্ম ব দত্তাপ্রদানি** (দত্তবস্তু সম্প্রদানের অপাত্র বুদ্ধিতে বা ক্রোধাদি হেতু অস্মসাৎ করা; "resumption of gifts'), **বেতনাদান** (ভৃত্যপ্রভৃতিকে বেতন না দেওয়া; "non-payment of wages'), **সংবিদ্ব্যতিক্রম** (প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লঙ্ঘন; ' non-performance of agreements'), **ক্রয়বিক্রয়ানুশয়** (কোনও জিনিস্ ক্রয় বা বিক্রয় ক'রে বেশীলাভ না হওয়ায় পশ্চাত্তাপ; 'rescission of sale and purchase), **স্বামিপালবিবাদ** (পশু-স্বামী ও পশুপালকের বিবাদ;'disputes betweem the owner of cattle and his servants'), **সীমাবিবাদ** (ক্ষেত প্রভৃতির সীমানাসংক্রান্ত বিবাদ; 'disputes regarding boundaries'), **দণ্ডপারুষ্য** (মারামারি; assault), **বাক্পারুষ্য** (গালাগালি; defamation), **স্তেয়** (পরের ধন - হরণণ; theft), **সাহস**

(বলপূর্বক পরের ধন গ্রহণ; robbery and violece), স্ত্রীসংগ্রহণ (স্ত্রীলোকের পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন; adultery), স্ত্রী-পুরুষধর্ম (স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম অর্থাৎ পরস্পরের কর্তব্য; duties of man and wife'), বিভাগ (পিতৃপিতামহাগত ধনের বিভাগ; 'partition of inheritance') , দ্যূত ও আহ্বয় (পণ রেখে পাশা খেলা ও পণ রেখে পাখী- মেষ প্রভৃতির যুদ্ধ; gambling and betting'। - এই আঠারোটিকে এখানে বিবাদের পদ ব'লে ধরা হয়েছে এবং এই গুলি 'ব্যবহার'-প্রযোজক ('eighteen topics which give rise to lawsuits') ।। [এখানে প্রথম বিবাদবিষয়রূপে ঋণাদান অর্থাৎ ঋণ করে তা প্রত্যর্পণের অনিচ্ছার কথা বলা হয়েছে। এরই আনুষঙ্গিকরূপে অনৃণাদানকেও (অর্থাৎ যা ঋণ নয় এবং যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে নি, সেই ঋন তার কাছ থেকে আদায় করা নিয়ে যে বিবাদ তাকেও) গ্রহণ করতে হবে,] ।। ৪-৭ ।।

এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্।
ধর্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্যাৎ কার্যবিনির্ণয়ম্।। ৮।।

অনুবাদ ঃ- প্রধানতঃ আঠারোটি বিষয়ে মানুষের খুব বেশী বিবাদ উপস্থিত হয়। কাজেই রাজা শাশ্বত ধর্মকে অনুসরণ ক'রে এইসব বিবাদস্থানে সত্য ও ন্যায় নিরূপণ করবেন।। [শ্লোকে যে' ভূয়িষ্ঠ' শব্দটি আছে তার দ্বারা এই আঠারোটি বিষয়ের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এইগুলিই প্রধানতঃ বিবাদের বিষয় হ'লেও এগুলি ছাড়া আরও বিবাদের বিষয় আছে বুঝতে হবে।] ।। ৮ ।।

যদা স্বয়ং ন কুর্যাত্তু নৃপতিঃ কার্যদর্শনম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্যদর্শনে।। ৯।।

অনুবাদ ঃ রাজা যখন বিবাদের বিষয় নিজে নিরূপণ করতে-সমর্থ না হবেন [অর্থাৎ কোনও জরুরী কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য কিংবা সে বিষয়ে নিজের পটুতা না থাকার কারণে রাজা নিজে যদি বিবাদ-দর্শন করতে না পারেন], তখন তিনি ঐ বিষয়ে বিচারের কাজ সম্পাদন করার জন্য (ব্যবহার-বিষয়ক শাস্ত্রে-) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করবেন ।।৯।।

সোঽস্য কার্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা।। ১০।।

অনুবাদ ঃ উক্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অন্য তিনজন ব্রাহ্মণসভ্যের সাথে ধর্মাধিকরণ-সভাতে প্রবেশ ক'রে সেখানে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হ'য়ে রাজার কর্তব্যকাজগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন ।। ১০ ।।

যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ।। ১১।।

অনুবাদ ঃ যে সভাতে তিনজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ এবং বিচারের কাজের জন্য নিযুক্ত একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা বলা হয় ।।১১।।

ধর্মো বিদ্ধস্ত্বধর্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যঞ্চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ।। ১২।।

অনুবাদ ঃ বিচারের জন্য অবস্থিত বিদ্বান্‌সমূহরূপ যে ধর্মাধিকরণ-সভায়

মিথ্যাভাষণজনিত অধর্মের দ্বারা সত্যকথা-ব্যবহারজনিত ধর্ম বিদ্ধ (অর্থাৎ পরাভূত) হয় এবং যদি বিদ্বজ্জনেরা শাল্যস্বরূপ সেই অধর্মকে সদ্বিচারের দ্বারা উদ্ধার না করেন, তা'হলে সভাসদ্‌গণ সকলেই অধর্ম-রূপ-শল্যের দ্বারা বিদ্ধ হ'য়ে থাকে ।। ১২ ।।

সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাঽপি নরো ভবতি কিল্বিষী।। ১৩।।

অনুবাদ ঃ উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে বরং সভায় প্রবেশ করবে না অর্থাৎ বিচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না , আর বিচার করার ভার নিয়ে সভায় প্রবেশ করলে যা ন্যায়সঙ্গত তা বলতে হবে। **অব্রবন্** অর্থাৎ অন্যকর্তৃক বিপরীত বিচার করা হচ্ছে দেখেও যে ব্যক্তি কিছু না ব'লে চুপ ক'রে বসে থাকে, কিংবা **বিব্রুবন্** অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যদি বিচার করতে গিয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিংবা ন্যায়বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করে, তাহ'লে সেই সভাসদ ব্যক্তি পাতকগ্রস্ত হয়। [শ্লোকটির ব্যাখ্যান্তর ঃ- ধর্মাধিকরণ-সভায় অনুমতি ব্যতীত কেউই প্রবেশ করবে না কোনও সময় অনুমতি ব্যতীত কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রবেশ করলেও বিচারকের বিচারকার্জে ভ্রান্তি হচ্ছে বিবেচনা করলে, নিজের পরিজ্ঞাত বিষয় সব জানিয়ে সত্য প্রকাশ করবেন; বিচারক যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তবে সত্য কথা বলাই কর্তব্য । সেখানে উপস্থিত থেকে মৌনাবলম্বন করলে অথবা মিথ্যা বললে পাপী হ'তে হয়]।।১৩।।

যত্র ধর্মো হ্যধর্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ।। ১৪।।

অনুবাদ ঃ যে সভায় সভাসদ্‌গণের অর্থাৎ বিচারকগণের সাক্ষাতে অধর্মকর্তৃক ধর্ম এবং অসত্য কর্তৃক সত্য নিহত বা নষ্ট হয়, সেই সভায় সভাসদ্‌গণ (বা বিচারকগণ) হত বা মৃত ব'লে বুঝতে হবে [ধর্ম-শব্দের অর্থ হ'ল শাস্ত্রসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত বা দেশসঙ্গত ব্যবস্থা। এই ধর্ম যদি অধর্মের দ্বারা অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থার ব্যতিক্রমদ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীরা নিহত করে তাহ'লে বিচারকগণ মৃততুল্য ব'লে বুঝতে হবে। সাক্ষীদের মিথ্যাসাক্ষ্যের দ্বারা যদি সত্য বিনাশিত হয়, অথচ বিচারকেরা তা বুঝতে পারা সত্ত্বেও সত্য উদ্‌ঘাটনে যত্নবান না হন, তখন বিচারকগণ মৃতব্যক্তির মত আচরণ করছেন ব'লে মনে করতে হবে। অতএব, বাদী ও প্রতিবাদিগণ কিংবা সাক্ষীরা যদি অন্যায় আচরণ করে তহ'লে সভাসদ্‌গণের তা উপেক্ষা করা উচিত নয়।]।। ১৪ ।।

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽবধীৎ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ ধর্মকে (অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত বিচারকে) যদি বধ করা হয় [অর্থাৎ যদি বিপরীত বিচার করা হয়], তাহলে সেই ধর্মই সকলকে বিনাশ করবে। আবার এই ধর্মকে যদি রক্ষা করা হয় [অর্থাৎ যদি শাস্ত্রসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত বিচার করা হয়], তাহ'লে ঐ ধর্মই সকলকে রক্ষা করবে। অতএব ধর্মকে বধ কয়া উচিত নয়, [অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই ধর্মকে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচারনীতিকে বধ করা বা অতিক্রম করা কর্তব্য নয়। ধর্ম বধপ্রাপ্ত হ'য়ে [অর্থাৎ অতিক্রান্ত ধর্ম] যেন আমাদের বধ না করে।। ১৫ ।।

বৃষো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্মং ন লোপয়েৎ।। ১৬।।

অনুবাদ : ভগবান ধর্ম [divine justice] হ'লেন বৃষ অর্থাৎ সকল প্রকার কামনা-বর্ষণকারী [সকল প্রকার কামনা বর্ষণ করেন ব'লে ধর্মের নাম বৃষ]। যে লোক সেই ধর্মের অন্যথা করে, দেবগণ তাকে 'বৃষল ' নামে অভিহিত করেন [The man who violates the divine justice, is considered by the gods to be a man despicable like a sudra (vrsala)] ; সেই কারণে ধর্ম লোপ করা উচিত নয়। [যে বিচারক মিথ্যা বা অন্যায়ভাবে বিচার করে যে বৃষল। যে ব্যক্তি জাতিতে বৃষল , সেই যে কেবল বৃষল তা নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি বৃষের অর্থাৎ কামবর্ষণকারী ধর্মের 'অলং কুরুতে' অর্থাৎ নিবৃত্তি করে, সে বৃষল ।] ।। ১৬।।

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি।। ১৭।।

অনুবাদ : ধর্মই (justice) একমাত্র সহৃৎ যে মানুষের মৃত্যু হ'লেও তার অনুগমন করে; অবশিষ্ট সমস্ত বস্তু মানুষের দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে নাশপ্রাপ্ত হয় [এ কারণে বন্ধু বান্ধবের অনুরোধেও ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়]।। ১৭ ।।

পাদোঽধর্মস্য কর্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি।। ১৮।।

অনুবাদ : অধর্মের অর্থাৎ অযথাযথবিচারজন্য পাপের (of unjust decision) চতুর্থভাগের একাংশ মিথ্যা মামলাকারীকে আশ্রয় করে, একাংশ মিথ্যাসাক্ষ্যকারীকে আশ্রয় করে, একাংশ সকল সভাসদ্‌গণকে (all the judges) আক্রমণ করে, এবং আর একাংশ রাজাকে আশ্রয় করে [রাজার ক্ষেত্রে তাৎপর্য হ'ল - রাজা যখন নিজেই অন্যায় বিচার করেন, তখন তিনি তার জন্য পাপভাগী হন; আর রাজার স্থানাপন্ন রাজনিযুক্ত ব্যক্তি যখন অন্যায় বিচার করেন, তখন তার জন্য ঐ ব্যক্তিরই পাপ হয়।]।। ১৮ ।।

রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে।। ১৯।।

অনুবাদ : যে বিচারে নিন্দার্হ অর্থাৎ অন্যায়কারী ব্যক্তি দণ্ডিত হয় সেখানে রাজা নিষ্পাপ থাকেন, সভাসদ্‌গণও পাপমুক্ত হয়, আর পাপ কেবল যেই পাপ-কর্তা অন্যায়কারীকে আশ্রয় করে ।। ১৯।।

জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন।। ২০।।

অনুবাদ : বিদ্যা ও গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাব হ'লে রাজা জাতিমাত্রোপজীবী অর্থাৎ জাতিসর্বস্ব ব্রাহ্মণকে অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠানবিহীন ব্রাহ্মণব্রুবকেও (অর্থাৎ নামে মাত্র ব্রাহ্মণকেও) নিজের ধর্মপ্রবক্তার পদে (interpreter of law) নিযুক্ত করবেন, কিন্তু শূদ্র যদি সর্বগুণসম্পন্ন, ধার্মিক এবং ব্যবহারজ্ঞও হয়, তবুও তাকে ঐ পদে নিযোগ করতে পরবেন না। [ব্রাহ্মণকেই ধর্মপ্রবক্তা করার বিধান থাকায় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকেই ঐ কাজে নিযুক্ত করতে হয়। কাজেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্য তিন বর্ণের লোককে ধর্ম নিরূপণের কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। তবুও যে এখানে শূদ্রকে ঐ কাজ নিয়োগ করতে নিষেধ করা হচ্ছে, তার তাৎপর্য এই যে,

ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পাওয়া না গেলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে ঐ কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।] ।। ২০ ।।

যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ।। ২১।।

অনুবাদ ঃ বিচারসভায় যে রাজার সাক্ষাতে শূদ্র ন্যায়-আন্যায় ধর্ম বিচার করে (settle the law), সেই রাজার রাজ্য কাদায় নিমগ্ন গোরুর মতো দেখতে দেখতে নষ্ট হ'য়ে যায় ।। ২১ ।।

যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্।। ২২।।

অনুবাদঃ যে রাজ্য ধর্মাধিকরণে (বিবাদ নিরূপণের ব্যাপারে-) শূদ্রের প্রাধান্য ('where sudras mostly decide the law-cases') ও নাস্তিকদের প্রভুত্ব, এবং যেখানে দ্বিজগণের অভাব, সেই রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও নানারকম রোগে পীড়িত হ'য়ে অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ।। ২২ ।।

ধর্মাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্যদর্শনমারভেৎ।। ২৩।।

অনুবাদ ঃ রাজা বস্ত্রাদির দ্বারা শরীর আবৃত ক'রে ধর্মাসনে (seat of justice) উপবেশন ক'রে সমাহিত একাগ্রচিত্ত হ'য়ে লোকপালগণকে প্রণাম ক'রে কার্যদর্শনের অর্থাৎ অর্থি-প্রত্যর্থির ঋণাদানাদি-বিষয়ক বিচারের উপক্রম করবেন ।। ২৩ ।।

অর্থানর্থাবুভৌ বুদ্ধা ধর্মাধর্মৌ চ কেবলৌ।
বর্ণক্রমেণ সর্বাণি পশ্যেৎ কার্যাণি কার্যিণাম্।। ২৪।।

অনুবাদ ঃ কেবল ধর্ম (pure justicé) এবং অধর্মই (injustice) হ'ল রাজার যথাক্রমে অর্থ (প্রযোজন) এবং অনর্থ; এ কথা মনে মনে স্থির ক'রে বিবাদিগণের মামলার বিচার ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য । [অনেক লোক এক সময়ে নালিশ জানাতে এসেছে এরকম পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে তাদের মোকদ্দমা নিতে হয়। তবে বর্ণক্রমে মোকদ্দমা গ্রহণ করাটা তখনই উচিত যখন তাতে অসুবিধা বা কষ্ট সকলকে তুল্যভাবে ভোগ করতে হয়। কিন্তু একজন শূদ্র জাতীয় লোকেরও নালিশ যদি জরুরী হয়, দেরী হ'লে যদি গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে অথবা শূদ্রের মোকদ্দমাটা যদি বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহ'লে নিয়ম অনুসারে 'আত্যয়িকী পীড়ার মামলটি'কেই প্রথমে ধরতে হবে, সেখানে উচ্চবর্ণাদি ক্রমের প্রাধান্য থাকবে না। কারণ, বিচার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল রাজ্যরক্ষা । কাজেই সেই উদ্দেশ্যটি যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ সকল সময় গ্রহণীয় নয়।] ।। ২৪ ।।

বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্।
স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈশ্চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ।। ২৫।।

অনুবাদ ঃ বিচারালয়ে যারা বিচারের জন্য বা সাক্ষিরূপে উপস্থিত হয়েছে সেই সব লোকের মনোভাবের বিকার , মুখকান্তির স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা, অধোনিরীক্ষণাদি ইঙ্গি

ত, চেহারার মধ্যে বৈলক্ষণ্য, চোখের চাহনি এবং চেষ্টিত (অর্থাৎ হস্তনিক্ষেপ, ভ্রূবিক্ষেপ প্রভৃতি) ইত্যাদি বাহ্যচিহ্নের দ্বারা তাদের মনোগত ভাব অবধারণ করতে হবে ।। ২৫ ।।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ।। ২৬।।

অনুবাদ : আকার, ইঙ্গিত, গমনভঙ্গি, চেষ্টা (gestures), কথা বলার ভঙ্গি, চোখ-মুখের বৈলক্ষণ্য — এই গুলির দ্বারা শরীরান্তর্গত অপ্রত্যক্ষ মনের অবস্থা বুঝতে পারা যায় ।। ২৬।।

বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ।। ২৭।।

অনুবাদ : বাল-দায়াদিক বিক্থ অর্থাৎ অনাথ বালকের ধনসম্পত্তি রাজা তত দিন নিজের কাছে রেখে রক্ষা করবেন যতদিন না ঐ বালক বেদ অধ্যয়ন ক'রে গুরুগৃহ থেকে গৃহস্থাশ্রমে সমাবৃত্ত হয় এবং যত দিন না তার শৈশবকাল অতীত হয় (অর্থাৎ ষোলবৎসরবয়স্ক না হয়) । [এখানে ন্যায়বিচার করার প্রসঙ্গে বালকের ধনসম্পত্তি রক্ষা করার বিষয় উত্থাপনের কারণ এই যে, অনাথ বালকের ধনসম্পত্তির বিষয় নিয়ে বিবাদ করা চলবে না এবং এইরকম বিষয় সম্পর্কে কোনও মামলার বিচার হবে না। নাবালকের ধনসম্পত্তি নিজের মতো রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তা না হ'লে ঐ বালকের আত্মীয়রা, 'আমি এই সম্পত্তি রক্ষা করব, আমি-ই এটি রক্ষা করব' ইত্যাদি প্রকারে বিবাদ করতে পারে। এরকম যাতে না হয়, তাই ন্যায়বিচার-প্রসঙ্গে এই বিষয়টি বলা হ'ল।] ।। ২৭ ।।

বশাঽপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্ রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ।। ২৮।।

অনুবাদ : বশা অর্থাৎ বন্ধ্যা নারী [অর্থাৎ যার স্বামী অন্যস্ত্রী পরিগ্রহ ক'রে জীবিকা নির্বাহোপযোগী ধন দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেছে], পুত্রহীনা প্রোষিতভর্তৃকা, নিষ্কুলা অর্থাৎ যে নারীকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, পতিব্রতা কিন্তু বিধবা নারী এবং রোগগ্রস্তা নারী— এদেরও ধনসম্পত্তি রাজা রক্ষা করবেন ।। ২৮ ।।

জীবন্তীনাস্তু তাসাং যে তদ্ধরেয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ।
তাঞ্ছিষ্যাচ্চৌরদণ্ডেন ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।। ২৯।।

অনুবাদ : ঐ সব স্ত্রীলোক জীবিত থাকতেই যদি তাদের আত্মীয়স্বজন ছলপূর্বক তাদের ধন অপহরণ করে , তাহ'লে ধার্মিক রাজার কর্তব্য তাদের চোরের মতো শাস্তি দেওয়া [অর্থাৎ মনু ৮.৩২১ শ্লোকে চোরের প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয়েছে সেরকম শাস্তি দিতে হবে] ।। ২৯।।

প্রনষ্টস্বামিকং রিক্থং রাজা ত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।
অর্বাক্ ত্র্যব্দাদ্ধরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ।। ৩০।।

অনুবাদ : যে রিক্থের (দ্রব্যের) স্বামী (মালিক) প্রনষ্ট অর্থাৎ অবিজ্ঞাত এইরকম **প্রনষ্টস্বামিক** ধানাদি বে-ওয়ারিশ অবস্থাতে পথে বা অন্য কোনও স্থানে পড়ে থাকলে রাজা প্রকাশ্য স্থানে ঘোষণা ক'রে সেই জিনিসটি তিন বৎসর রাজকোষে রেখে দেবেন [মেধাতিথির মতে, রাজা ঐ জিনিসটি রক্ষা করার ব্যবস্থা ক'রে রাজার সিংহদ্বারে বা রাজপথে প্রকাশ্যে রেখে দেবেন। ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেবেন কার কি হারিয়েছে।] তিন বৎসরের মধ্যে যদি

ঐ ধনের মালিক এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে সে ঐ ধন লাভ করবে, আর যদি তিন বৎসর অতিক্রম ক'রে যায়, অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যে ঐ ধনের মালিক উপস্থিত না হ'লে রাজা নিজের কাজে ঐ ধন প্রয়োগ করবেন।। ।। ৩০ ।।

মমেদমিতি যো ব্রূয়াৎ সোঽনুযোজ্যো যথাবিধি।
সংবাদ্য রূপসংখ্যাদীন্ স্বামী তদ্ দ্রব্যমর্হতি।। ৩১।।

অনুবাদ ঃ তিন বৎসরের মধ্যে 'এই দ্রব্যটি বা ধনটি আমার' এই কথা ব'লে যে দাবী করবে, রাজা তাকে যথাবিধি প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্নানুসারে সেই বস্তুর রূপ, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতির সাথে যদি তার বর্ণনা মিলে যায় তবেই সেই ব্যক্তি বস্তুটি লাভ করবে ।। ৩১।।

অবেদয়ানো নষ্টস্য দেশং কালঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বর্ণং রূপং প্রমাণঞ্চ তৎসমং দণ্ডমর্হতি।। ৩২।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া বস্তুটিকে 'এই ধন আমার' ব'লে দাবী করে, অথচ নষ্ট দ্রব্যের স্থান, কাল, বর্ণ রূপ বা পরিমাণ সঠিক বলতে পারে না, রাজা তখন যে পরিমাণ দ্রব্যের উপর লোকটি মিথ্যা দাবী জানিয়েছে, তাকে তার সমপরিমাণ অর্থদণ্ড (জরিমানা) দিতে বাধ্য করবেন।।৩২।।

আদদীতার্থষড়্ভাগং প্রনষ্টাধিগতান্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্মমনুস্মরন্।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ ঐ হারিয়ে যাওয়া (বা পড়ে পাওয়া) জিনিসটি যখন মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন রাজা সাধুব্যক্তিদের ধর্ম স্মরণ ক'রে ধনস্বামীর কাছ থেকে ঐ ধনের ছয় ভাগের একভাগ বা দশভাগের একভাগ বা বারো ভাগের একভাগ গ্রহণ করতে পারেন (এবং অবশিষ্ট অংশ ধনের মালিককে ফিরিয়ে দেবেন)। [হারিয়ে যাওয়া বস্তুর মালিক তিন বৎসরের মধ্যে এসে জিনিসটি দাবী করলে সেটি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে ব'লে আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ জিনিসটি সে পাবে না এবং তার অসাবধানতার জন্য তাকে কিছু জরিমানা দিতে হবে। লোকটি প্রথম বৎসরের মধ্যে যদি জিনিসটি ফিরিয়ে নিতে আসে তাহ'লে তার বারো ভাগের এক ভাগ রাজা নেবেন, দ্বিতীয় বৎসরে হ'লে দশ ভাগের এক ভাগ এবং তৃতীয় বৎসরে হ'লে ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা নেবেন। অথবা সেই জিনিসটি রক্ষা করার জন্য যে পরিমাণ ক্লেশ সহ্য করতে হবে সেই অনুসারে ছয়, দশ বা বারো ভাগ গ্রহণ করার বিকল্প হবে।]।।৩৩।।

প্রনষ্টাধিগতং দ্রব্যং তিষ্ঠেদ্‌যুক্তৈরধিষ্ঠিতম্।
যাংস্তত্র চৌরান্ গৃহ্ণীয়াৎ তান্ রাজেভেন ঘাতয়েৎ।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ যে জিনিসটি প্রথমে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে পাওয়া গিয়েছে এমন ধান্যাদি দ্রব্য রাজার রক্ষিপুরুষদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তবুও যদি কোনও ব্যক্তি তা চুরি করে তবে তাকে ধরতে পারলে রাজা তাকে হাতী দিয়ে বধ করাবেন। ।। ৩৪ ।।

মমায়মিতি যো ব্রূয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড়্ভাগং রাজা দ্বাদশমেব বা।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ কোনও নিধি অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে পুতে রাখা ধনদৌলৎ পাওয়া গেলে, যে লোক 'এই ধনটি আমার' এই রকম বলবে (অর্থাৎ স্থান, কাল, পরিমাণ প্রভৃতির দ্বারা নিজের

ব'লে প্রমাণ করবে), রাজা ঐ ধনের ছয় ভাগের এক ভাগ বা বারো ভাগের এক ভাগ নিজে গ্রহণ করবেন (এবং অবশিষ্ট অংশ মালিককে দিয়ে দেবেন)। [ছয় ভাগের এক ভাগ, বারো ভাগের এক ভাগ - রাজা গ্রহণ করবেন এইরকম যে বিকল্প বিধান দেওয়া হয়েছে তা ঐ ধনস্বমীর ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি এবং বিদ্যাবত্তাদি গুণ অনুসারে নিরূপিত হবে।] ।। ৩৫।।

অনৃতন্তু বদন্ দণ্ড্যঃ স্ববিত্তস্যাংশমষ্টমম্।
তস্যৈব বা নিধানস্য সংখ্যায়াল্পীয়সীং কলাম্।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ যে লোক ঐ গুপ্তধনবিষয়ে মিথ্যা দাবী করবে, (সে যদি নির্গুণ হয়, তাহলে-); তাকে তার নিজস্ব সম্পত্তির বা ঐ গুপ্তধনের আট ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। আর লোকটি যদি সগুণ হয় তাহ'লে তাকে ঐ গুপ্তধনের অতি অল্প একটি অংশতুল্য অর্থদণ্ড দিতে হবে (এবং এই অর্থদণ্ড এমনভাবে দিতে হবে যাতে ঐ ব্যক্তি অবসন্ন না হয় এবং প্রকৃত দ্রব্যটির কোনও অংশই যেন নেওয়া না হয়) ।। ৩৬।।

বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্বোপনিহিতং নিধিম্।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্বস্যাধিপতির্হি সঃ।। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ কোনও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি তাঁর পূর্বপুরুষেদের দ্বারা বা অন্যের দ্বারা নিহিত গুপ্তধন খুঁজে পান তাহ'লে তিনি সবটাই নিজে গ্রহণ করবেন [অর্থাৎ তিনি রাজাকে ঐ গুপ্তধনের ৬ ভাগের এক ভাগ-জাতীয় কোনও অংশ দেবেন না]। কারণ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কি স্বকীয় কি পরকীয় সকল ধনেরই অধিপতি [রাজার দ্বারা প্রাপ্ত গুপ্তধন যদি ঐ ধনের মালিকের দ্বারা নিজের বলে প্রমাণিত হয় তাহ'লে রাজা ঐ ধনের ছয় ভাগের এক ভাগ-জাতীয় অংশ নিজে রেখে দিয়ে অবশিষ্টাংশ গুপ্তধনের মালিককে ফেরৎ দেবেন, কিন্তু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রাপ্ত পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের কোনও অংশই রাজা পাবেন না।]।। ৩৭।।

যন্তু পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্ দ্বিজেভ্যো দত্ত্বার্দ্ধমৰ্দ্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ রাজা যদি মাটিতে প্রোথিত পুরাণো কোনও অস্বামিক্ নিধি বা গুপ্তধন লাভ করেন, তাহ'লে তিনি তার অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণগণকে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ নিজের কোষে অর্থাৎ ধনসঞ্চয়ের স্থানে রেখে দেবেন।।৩৮।।

নিধীনাং তু পুরাণানাং ধাতূনামেব চ ক্ষিতৌ।
অর্দ্ধভাগ্‌রক্ষণাদ্রাজা ভূমেরধিপতির্হি সঃ।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ সকলপ্রকার পুরাণো নিধি (অর্থাৎ গুপ্তধন) কিংবা মাটির উপরিভাগে স্থিত গৈরিকাদি ধাতু যে কেউই আবিষ্কার করুন না কেন, রাজা তার একটি অংশ গ্রহণ করবেন [মেধাতিথির মতে, অর্দ্ধভাক্ শব্দে 'অর্দ্ধ' শব্দটির অর্থ একটি "অংশ' মাত্র], কারণ, রাজাই ভূমির অধিপতি বা মালিক। [অতএব ভূমিতে যা পাওয়া গিয়েছে তার অংশ রাজাকে দেওয়া সঙ্গ ত।]।।৩৯।।

দাতব্যং সর্ববর্ণেভ্যো রাজ্ঞা চৌরৈর্হৃতং ধনম্।
রাজা তদুপযুঞ্জানশ্চৌরস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ চোরে যা কিছু ধনাদি অপহরণ করবে, রাজা চোরের কাছ থেকে সেই ধন উদ্ধার ক'রে, ঐ ধনের মালিক যে কোনও বর্ণেরই লোক হোক না কেন, তাকে অর্পণ করবেন।

ধনস্বামীকে ঐ ধন না দিয়ে রাজা নিজে ভোগ করলে তিনি চৌর্যজনিত পাপে লিপ্ত হন ।। ৪০।।

জাতিজানপদান্ ধর্মান্ শ্রেণীধর্মাংশ্চ ধর্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্মাংশ্চ স্বধর্মং প্রতিপাদয়েৎ।। ৪১।।

অনুবাদ : জাতিধর্ম, দেশব্যবহৃত ধর্ম অর্থাৎ যে দেশে যে ধর্ম গুরুপরম্পরাক্রমে প্রচলিত আছে অথচ যা বেদবিরুদ্ধ নয় - সেই জানপদ ধর্ম, বাণিজ্যাদি শ্রেণীধর্ম, পূর্বপুরুষ থেকে যে ধর্ম চলে আসছে সেই কুলধর্ম, ধর্মজ্ঞ নৃপতি সম্যক্ বিবেচনা করে এই গুলি এবং তাঁর যা নিজধর্ম তা-ও প্রতিপালন করবেন অর্থাৎ রক্ষা করবেন ।। ৪১ ।।

স্বানি কর্মাণি কুর্বাণা দূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্মণ্যবস্থিতাঃ।। ৪২।।

অনুবাদ : যে সব মানুষ দেশ, জাতি ও কুলধর্মে নিরত থেকে (নিজ নিজ বংশের প্রথা অনুসারে) নিজনিজ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করে, তারা দূরে থাকলেও লোকের প্রিয়পাত্র হয় ।। ৪২ ।।

নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ।
ন চ প্রাপিতমন্যেন গ্রসেদর্থং কথঞ্চন।। ৪৩।।

অনুবাদ : রাজা বা রাজ-নিযুক্ত বিচারকাদি পুরুষ ধনলোভে প্রজাদের মধ্যে বিবাদ জন্মাবেন না (অর্থাৎ নালিশ করতে প্ররোচিত করবেন না)। অথবা অন্যে যে ব্যবহার উপস্থাপিত করেছে (অর্থাৎ মামলার জন্য রাজার কাছে আবেদন করেছে) , সেই বিবাদকে রাজা ধনাদিলোভে উপেক্ষা করবেন না ।। ৪৩।।

যথা নয়ত্যসৃক্পাতৈর্মৃগস্য মৃগয়ুঃ পদম্।
নয়েত্তথানুমানেন ধর্মস্য নৃপতিঃ পদম্।। ৪৪।।

অনুবাদ : ব্যাধ যেমন. বাণবিদ্ধ হ'য়ে পলায়িত হরিণের অবস্থিতি তার দেহ থেকে পতিত রক্তের চিহ্নের দ্বারা জানতে পারে, সেইরকম রাজাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে অনুমানের সাহায্যে যথার্থ বিষয় নির্ণয় করতে চেষ্টা করবেন।। ৪৪ ।।

সত্যমর্থঞ্চ সম্পশ্যেদাত্মানমথ সাক্ষিণঃ।
দেশং রূপঞ্চ কালঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ।। ৪৫।।

অনুবাদ : ব্যবহারদর্শন-কাজে অর্থাৎ বিচারের কাজে প্রবৃত্ত হ'য়ে রাজা ছল ত্যাগ ক'রে সত্যের অর্থাৎ বস্তুতত্ত্বনিরূপণপূর্বক মামলার নিষ্পত্তি করবেন এবং অর্থের অর্থাৎ যা বিচারযোগ্য তারই বিচার করবেন; 'যদি আমি যথার্থ বিচার করি তবে তার জন্য পরলোকে আমার স্বর্গলাভ হবে, অন্যথা নরকগামী হ'তে হবে'- এইভাবে আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে বুঝবেন এবং সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী সাক্ষী, দেশ, কাল ও ব্যবহারের স্বরূপ বিবেচনা ক'রে বিচার করবেন।। ৪৫ ।।

সদ্ভিরাচরিতং যৎ স্যাদ্ ধার্মিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
তদ্দেশকুলজাতীনামবিরুদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।। ৪৬।।

অনুবাদ : সৎ (অর্থাৎ যাঁরা নিষিদ্ধ কাজ বা বস্তু পরিহার করেন) এবং ধার্মিক (যাঁরা

শাস্ত্রোক্ত কর্মকলাপ অনুষ্ঠান করেন) দ্বিজাতিগণ যা আচরণ করেন, তা যদি দেশ, কুল ও জাতিধর্মের অবিরুদ্ধ হয়, তাহ'লে রাজা তার অনুষ্ঠান করাবেন ।। ৪৬ ।।

অধমর্ণার্থসিদ্ধ্যর্থমুত্তমর্ণেন চোদিতঃ।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থমধমর্ণাদ্ বিভাবিতম্।। ৪৭।।

অনুবাদঃ উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন বা ঋণদানকারী ব্যক্তি অধমর্ণকে অর্থাৎ ঋণ-গ্রহণকারীকে যে ঋণ দিয়েছে তা উদ্ধার করতে না পেরে যদি রাজার কাছে নালিশ করে তা হ'লে রাজা সাক্ষি-লেখ্যাদি প্রমাণের সাহায্যে তার সত্যতা নিরূপণ ক'রে তারপর সেই ধনিকের (অর্থাৎ উত্তমর্ণের) অর্থ ফিরিয়ে দিতে অধমর্ণকে বাধ্য করবেন ।। ৪৭ ।।

যৈ র্যৈরুপায়ৈরর্থং স্বং প্রাপ্নুয়াদুত্তমর্ণিকঃ।
তৈস্তৈরুপায়ৈঃ সংগৃহ্য দাপয়েদধমর্ণিকম্।। ৪৮।।

অনুবাদ ঃ উত্তমর্ণ বা ঋণদাতা যে যে উপায়ের দ্বারা ধার দেওয়া নিজ অর্থ ফিরে পেতে পারে রাজা সেই সেই উপায় অবলম্বন ক'রে অধমর্ণ বা ঋণগ্রহীতা যাতে তা ফিরিয়ে দেয় সেজন্য তাকে উৎসাহিত বা বাধ্য করাবেন ।। ৪৮ ।।

ধর্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চমেন বলেন চ।। ৪৯।।

অনুবাদঃ সেই উপায়গুলির কথা বলা হচ্ছে— প্রথমতঃ, ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে উপদেশের সাহায্যে, দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারদ্বারা অর্থাৎ সাক্ষি-লেখ্য-শপথাদির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিয়ে, তৃতীয়তঃ, ছল অর্থাৎ কৌশলের দ্বারা, চতুর্থতঃ, আচরিতের দ্বারা অর্থাৎ ঋণীর স্ত্রী-পুত্র-পশু প্রভৃতিকে ধ'রে আনা, পীড়ন করা প্রভৃতির দ্বারা, অথবা ঋণীর যাতায়াতের পথ-অবরোধ প্রভৃতি আচরণের দ্বারা এবং পঞ্চমতঃ, বলপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রহারাদির দ্বারা; এই সব উপায়ের দ্বারা উত্তমর্ণ নিজের টাকা অধমর্ণের কাছ থেকে আদায় করতে পারে ।। ৪৯ ।।

যঃ স্বয়ং সাধয়েদর্থমুত্তমর্ণোঽধমর্ণিকাৎ।
ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যঃ স্বকং সংসাধয়ন্ ধনম্।। ৫০।।

অনুবাদ ঃ যদি কোনও উত্তমর্ণ অধমর্ণকে ধার দেওয়া নিজের অর্থ পূর্বোক্ত ধর্ম-ছল প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা আদায় করে, তাহ'লে সেকারণে উত্তমর্ণকে অভিযুক্ত করা রাজার উচিত হবে না।।৫০।।

অর্থেঽপব্যয়মানস্তু করণেন বিভাবিতম্।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ।। ৫১।।

অনুবাদ ঃ " আমি তোমার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করি নি " এই রকম ব'লে যে অধমর্ণ ধার নেওয়া অর্থ অস্বীকার করবে, তার ঋণ যদি সাক্ষি-লেখ্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহ'লে রাজা তাকে (অর্থাৎ অধমর্ণকে) ঐ মহাজনের ধন ফিরিয়ে দিতে আদেশ করবেন এবং ঐ অধমর্ণের শক্তি অনুসারে কিছু অর্থদণ্ড দিতেও বাধ্য করবেন [পরে বলা হবে, এইরকম দণ্ডের পরিমাণ হবে আসলের দশভাগের এক ভাগ।]

অপহ্নবেঽধমর্ণস্য দেহীত্যুক্তস্য সংসদি।
অভিযোক্তা দিশেদ্দেশ্যং করণং বাঽন্যদুদ্দিশেৎ।। ৫২।।

অনুবাদ ঃ " উত্তমর্ণের কাছ থেকে যে ঋণ নিয়েছো, তা ফিরিয়ে দাও" রাজা বা কোনও বিচারক এইরকম নির্দেশ করলে অধমর্ণ যদি ধর্মাধিকরণ-সভায় ঐ ঋণ অস্বীকার করে, তবে অভিযোগকারী ব্যক্তি তা প্রমাণ করার জন্য যে স্থানে অধমর্ণ ঋণ গ্রহণ করেছিল সে স্থানের সাক্ষী বা অন্য প্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করবে ।। ৫২ ।।

অদেশ্যং যশ্চ দিশতি নির্দিশ্যাপহ্নুতে চ যঃ।
যশ্চাধরোত্তরানর্থান্ বিগীতান্ নাববুধ্যতে।। ৫৩।।
অপদিশ্যাপদেশ্যঞ্চ পুনর্যস্ত্বপধাবতি।
সম্যক্ প্রণিহিতঞ্চার্থং পৃষ্টঃ সন্নাভিনন্দতি।। ৫৪।।
অসম্ভাষ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সম্ভাষতে মিথঃ।
নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নেচ্ছেদ্ যশ্চাপি নিষ্পতেৎ।। ৫৫।।
ব্রূহীত্যুক্তশ্চ ন ব্রূয়াদুক্তঞ্চ ন বিভাবয়েৎ।
ন চ পূর্বাপরং বিদ্যাত্তস্মাদর্থাৎ স হীয়তে।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ধর্মাধিকরণে এমন সাক্ষী উপস্থিত করে, যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না, অথবা কোনও ব্যক্তিকে সাক্ষী মেনে পরে বাদী তাকে অস্বীকার করে; অথবা যে বাদী বুঝতে পারে না যে, তার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্বাপর সামঞ্জস্যবিহীন, সেই বাদী আত্মকৃত দোষের জন্য প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয় [অর্থাৎ 'সেই বাদী মোকদ্দমায় পরাজিত হ'ল' - বিচারককে এইরকম রায় দিতে হবে]।।৫৩।।

কিংবা যে বাদী ঋণদানের দেশকাল নির্দেশ করতে আদিষ্ট হ'য়ে প্রথমে একরকম ব'লে পরে সেই উক্তি থেকে সরে যায়, অথবা, যে বাদী নিজকৃত সম্যক্ স্বীকৃত বিষয়ও পুনরায় জিজ্ঞাসিত হ'লে পরে তা স্বীকার করে না, এরকম বাদীর অভিযোগ অগ্রাহ্য [অর্থাৎ বিচারকের নির্দেশে এইরকম ব্যক্তি মোকদ্দমায় পরাজিত হ'ল ব'লে সিদ্ধান্ত হবে।]।। ৫৪ ।।

যেরকম স্থানে কথা বলা উচিত নয় সেইরকম নির্জন প্রদেশে সাক্ষীর সাথে যে লোক গোপনে কথাবার্তা বলতে থাকে, কিংবা বিচারক প্রশ্ন করলে যে ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর দিতে যায় না, পরন্তু বিচারালয় থেকে স্থানান্তরে চলে যায় - এইরকম বাদীর প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে না।। ৫৫।।

অথবা, যে লোককে 'তোমার কি জবাব বল' এই ভাবে বিচারক কর্তৃক প্রশ্ন করা হ'লেও সে উত্তর দেয় না, কিংবা যে লোক আবেদিত বিষয় প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করে না, অথবা, যে লোক নিজের উক্তির পরস্পর অসামঞ্জস্য অনুধাবন করতে পারে না, — এইরকম বাদী বিবাদে বিচার্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হয় (অর্থাৎ এইরকম লোকের অভিযোগ অগ্রাহ্য হবে) ।। ৫৬।।

সাক্ষিণঃ সন্তি মেত্যুক্তা দিশেত্যুক্তো দিশেন্ন যঃ।
ধর্মস্থঃ কারণৈরেতৈর্হীনং তমপি নির্দিশেৎ।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ যে লোক প্রথমে বলে যে 'এ ব্যাপারে আমার অনেক সাক্ষী আছে'; কিন্তু পরে তাকে সেই সাক্ষী উপস্থিত করতে বললে বিচারসভায় তাকে উপস্থিত করতে পারে না, — এ রকম বাদীকেও পূর্বশ্লোকোক্ত কারণ অনুসারে 'তার পরাজয় হয়েছে' বিচারক এইরকম নির্দেশ দেবেন।।৫৭।।

অভিযোক্তা ন চেদ্ব্রূয়াদ্বধ্যো দণ্ড্যশ্চ ধর্মতঃ।
ন চেৎ ত্রিপক্ষাৎ প্রব্রূয়াদ্ধর্মং প্রতিপরাজিতঃ।। ৫৮।।

অনুবাদ : অভিযোগকারী ব্যক্তি (অর্থাৎ বাদী) যদি কাউকে বিচারালয়ে উপস্থিত ক'রে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তা না বলে, তাহ'লে বিচারক বিষয়ের গুরু-লঘুতা-অনুসারে তাড়ন প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণবধ পর্যন্ত তাকে দণ্ড দেবেন। আবার প্রতিবাদী যদি তিন পক্ষের মধ্যে অভিযোগের জবাব না দেয়, তাহ'লে সে ধর্মতঃ পরাজিত হবে (এবং এ ক্ষেত্রে বাদীর তাড়ন বা বধ প্রভৃতি দণ্ড হবে না) ।। ৫৮ ।।

যো যাবন্নিহ্নুবীতার্থং মিথ্যা যাবতি বা বদেৎ।
তৌ নৃপেণ হ্যধর্মজ্ঞৌ দাপ্যৌ তদ্ দ্বিগুণং দমম্।। ৫৯।।

অনুবাদ : বাদী (অর্থাৎ যে মামলা রজু করেছে; অভিযোক্তা) কিংবা প্রতিবাদী (অভিযুক্ত ব্যক্তি) এদের যে কেউ ঋণসম্বন্ধে যে পরিমাণ (অর্থাদি বিষয়ে) মিথ্যা বলবে কিংবা অস্বীকার করবে, রাজা সেই দুইজন অধর্মচারীর উপর তার দ্বিগুণ (অর্থাৎ যে পরিমাণ ধন সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছে বা অস্বীকার করেছে তার দ্বিগুণ) অর্থদণ্ড (অর্থাৎ জরিমানা) বিধান করবেন ।। ৫৯ ।।

পৃষ্টোঽপব্যয়মানস্তু কৃতাবস্থো ধনৈষিণা।
ত্র্যবরৈঃ সাক্ষিভির্ভাব্যো নৃপ-ব্রাহ্মণসন্নিধৌ।। ৬০।।

অনুবাদ : অভিযুক্ত অধমর্ণ ব্যক্তি বিচারালয়ে আহূত হ'য়ে রাজপুরুষদের দ্বারা আনীত হ'লে রাজসমীপে প্রাড়্বিবাক বা অন্য রাজপুরুষগণ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি এই ঋণদাতার কাছে ঋণগ্রস্ত আছো?' তখন যদি সে (অর্থাৎ অধমর্ণ) তা অস্বীকার করে **(অপব্যয়তে)** , তাহ'লে ধণৈষী উত্তমর্ণকে (অর্থাৎ যে ঋণদাতা নিজের ধার দেওয়া অর্থ উদ্ধার করতে অভিলাষী) রাজপ্রেরিত ব্রাহ্মণের সামনে অন্ততঃ তিনজন সাক্ষীর দ্বারা নিজের অভিযোগ প্রমাণ করতে অর্থাৎ আত্মবিষয়ে যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে হবে ।। ৬০।।

যাদৃশা ধনিভিঃ কার্যা ব্যবহারেষু সাক্ষিণঃ।
তাদৃশান্ সংপ্রবক্ষ্যামি যথা বাচ্যমৃতঞ্চ তৈঃ।। ৬১।।

অনুবাদ : ঋণদান প্রভৃতি ব্যবহারে উত্তমর্ণ প্রভৃতি বাদিপক্ষগণকে যে ভাবে সাক্ষী গ্রহণ করতে হয় সেই সব সাক্ষীদের বিষয় এবং সেই সাক্ষীরা যে ভাবে সত্য কথা বলবে তা আমি সম্যগ্‌ভাবে বর্ণনা করছি, আপনারা শ্রবণ করুন ।। ৬১ ।।

গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনয়ঃ।
অর্থ্যুক্তাঃ সাক্ষ্যমর্হন্তি ন যে কেচিদনাপদি।। ৬২।।

অনুবাদ : বিবাহিত গৃহস্থ, পুত্রবান্ এবং স্বদেশবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় লোক বাদীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হ'লে সাক্ষ্য দেবে। আপৎস্থল ছাড়া [বাক্‌পারুষ্য অর্থাৎ গালাগালি, দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মারামারি প্রভৃতি ফৌজদারী মোকদ্দমা ছাড়া] অন্য মোকদ্দমায় যে কোনও ব্যক্তিকে সাক্ষী করা যায় না। ['গৃহী' অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তি। যারা বিবাহ করেছে তারা মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে ভয় পায়, পাছে তাতে নিজ পত্নীর ক্ষেত্রে কোনও প্রকার অনিষ্ট হয় এই ভয়ে। পত্নীসম্পর্কীয় কুটুম্ববর্গ তার উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, তার উপর রাজদণ্ড পড়তে পারে এই ভয়ে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত হয় না। পুত্রিণঃ = যারা পুত্রবান্ তারা পুত্রস্নেহে

বাড়ী থেকে পলায় না। কিন্তু যারা পুত্রহীন এবং অবিবাহিত তারা সৎস্বভাব হ'লেও যখন সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক হয় তখন হয়ত বিচারালয়ে নাও যেতে পারে; এইরকম লোক এক জায়গায় স্থায়িভাবে থাকে না। মৌলাঃ অর্থাৎ জনপদবাসিগণ; এরা সেই দেশের মূল বাসিন্দা। এদের সাক্ষী করার তাৎপর্য তাৎপর্য হ'ল, এরা নিজ আত্মীয়স্বজন এবং জাতিবর্গের সাথে বাস করে; এরা যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহ'লে সকলে এদের পাপী বলবে, ঘৃণা করবে, - এই ভয়ে এরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।]।। ৬২।।

আপ্তাঃ সর্বেষু বর্ণেষু কার্যাঃ কার্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্বধর্মবিদোঽলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জয়েৎ।। ৬৩।।

অনুবাদ : সকল বর্ণের মধ্যেই যারা আপ্ত [অর্থাৎ অবিসংবাদক; যারা যেমনটি দেখে বা শোনে ঠিক সেইরকমটিই বলে], যারা শ্রুতি, স্মৃতি ও আচার প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞ, এবং যারা লোভশূন্য - এইরকম লোককে সকল ব্যবহারে সাক্ষী করা যায়; কিন্তু যারা বিপরীতস্বভাব তাদের বর্জন করবে। ।। ৬৩ ।।

নার্থসম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দৃষ্টদোষাঃ কর্তব্যা ন ব্যাধ্যার্তা ন দূষিতাঃ।। ৬৪।।

অনুবাদ : যাদের সাথে অর্থের সম্বন্ধ আছে সে সব লোককে সাক্ষী করা চলবে না । যারা আপ্ত (অর্থাৎ কাকা, মামা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন), যারা সাহায্যকারী পরিচারকবর্গ, যারা শত্রু, যাদের অন্য মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রমাণিত হয়েছে, যারা রোগগ্রস্ত এবং যারা মহাপাতকাদিদোষে দূষিত - এমন সব লোককে সাক্ষী করবে না ।। ৬৪ ।।

ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্যো ন কারুককুশীলবৌ।
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ।। ৬৫।।

অনুবাদ : রাজাকে সাক্ষী করা চলবে না [কারণ, তিনি রাজ্যের প্রভু হওয়ায় প্রশ্নযোগ্য নন] , কারুক অর্থাৎ সূপকার প্রভৃতি এবং নট-নর্তক প্রভৃতিকে সাক্ষী করবে না [কারণ, এরা ধনলোভে বা নিজ কাজের ব্যগ্রতায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে], শ্রোত্রিয়কে অর্থাৎ বেদপাঠক বা 'শাস্ত্র বিহিত কর্মানুষ্ঠানকারী'কে সাক্ষী করবে না [কারণ, অধ্যয়ন - অধ্যাপনা - অগ্নিহোত্রাদি কাজে ব্যগ্র থাকায় তাদের সাক্ষ্যের অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে], লিঙ্গস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারীকে সাক্ষী করবে না [কারণ, অধ্যয়নাদি কাজের ব্যগ্রতায় ব্রহ্মচারী থেকেও অযথার্থসাক্ষ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে], সন্ন্যাসীকেও সাক্ষী করবে না [কারণে, তারও অধ্যয়নাদি কার্যব্যগ্রতা ও ব্রহ্মধ্যানে নিরত থাকার জন্য বিপরীত সাক্ষ্যের সম্ভাবনা আছে]।। ৬৫ ।।

নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যু র্ন বিকর্মকৃৎ।
ন বৃদ্ধো ন শিশুর্নৈকো নান্ত্যো ন বিকলেন্দ্রিয়ঃ।। ৬৬।।

অনুবাদ : অধ্যধীন (অর্থাৎ গর্ভদাস প্রভৃতি অত্যন্ত পরাধীন), বক্তব্য [অর্থাৎ অনুশাসনযোগ্য পুত্র, শিষ্য প্রভৃতি; অথবা বক্তব্য শব্দের অর্থ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে যার শরীর কদাকার হয়েছে], দস্যু (নিরুক্ত মতে, রোজ-মাহিনার চাকর) - এদের সাক্ষী করবে না [কারণ, এরা রাগদ্বেষের বশীভূত হ'য়ে সাক্ষ্যের অন্যথা করতে পারে]; বিকর্মকৃৎ অর্থাৎ নিষিদ্ধকর্মকারীকে সাক্ষী করবে না ; আশীবৎসর বা তার উর্দ্ধবয়স্ক বৃদ্ধকে সাক্ষী করবে না [কারণ, এইরকম ব্যক্তির স্মৃতি ভ্রংশ হওয়ায় সাক্ষ্যের অন্যথা হ'তে পারে]; অপ্রাপ্তব্যবহার

বালককে সাক্ষী করবে না [কারণ, তার কোনও বিবেকশক্তি নেই]; একজন মাত্র ব্যক্তিকে সাক্ষী করবে না [কারণ, তার প্রবাসে গমনাদির জন্য সাক্ষ্যপ্রদানের অসম্ভাবনা থাকে]; চণ্ডালকে সাক্ষী করবে না [কারণ, এরকম লোক ধর্ম-অধর্ম-জ্ঞানরাহিত হওয়ায় সাক্ষ্যের অন্যথা হ'তে পারে]; এবং বিকলেন্দ্রিয় অর্থাৎ কানা-খোঁড়া প্রভৃতিকে সাক্ষী করবে না [কারণ, এদের প্রকৃত উপলব্ধি না থাকায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে]।। ৬৬ ।।

নার্তো ন মত্তো নোন্মত্তো ন ক্ষুত্তৃষ্ণোপপীড়িতঃ।
ন শ্রমার্তো ন কামার্তো ন ক্রুদ্ধো নাপি তস্করঃ।। ৬৭।।

অনুবাদ : আর্ত [অর্থাৎ বন্ধুজনের মৃত্যু কিংবা ধনাদি নাশ প্রাপ্ত হওয়ায় যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত], মত্ত [মদ্যপানের ফলে নেশায় অপ্রকৃতিস্থ], উন্মত্ত [উন্মাদ রোগগ্রস্ত - পিশাচাবিষ্ট], ক্ষুধা- তৃষ্ণায় কাতর, শ্রমার্ত [অর্থাৎ দূর পথ চলা, যুদ্ধ করা প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার ফলে শ্রান্ত], কামার্ত [অর্থাৎ স্ত্রীসংগমের অভিলাষের দ্বারা আক্রান্ত; স্ত্রীবিরহ বা স্ত্রীর সাথে অত্যন্ত সংযোগ এই দুটির কোনাটিই কামী ব্যক্তির চিত্ত স্থির রাখে না, বরং চিত্তকে উপদ্রুত রাখে], ক্রুদ্ধ [অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত; এরকম ব্যক্তির চিত্তে ক্রোধ ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে ব'লে সে সকল বিষয় ঠিক্‌ভবে উপলব্ধি করতে পারে না], এবং অধর্ম-প্রযুক্ত চোরকে সাক্ষী করবে না।।৬৭।।

স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্যু র্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ।। ৬৮।।

অনুবাদ : স্ত্রীলোকদের ব্যবহারে স্ত্রীলোকদেরই সাক্ষী করতে হয় [যেরকম ক্ষেত্রে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই পুরুষ সেরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য আবশ্যক নয়। কিন্তু যে কোনও স্ত্রীলোকের সাথে পুরুষের মোকদ্দমা কিংবা উভয়পক্ষেই স্ত্রীলোকের মামলা সেরকম ক্ষেত্রে অবশ্যই স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে। তবে এইরকম নিয়মের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না]; ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের ব্যবহারের কাজে জাতি-গুণাদিতে সমান দ্বিজগণকে সাক্ষী করতে হবে, শূদ্রগণের এবং চণ্ডাল-শ্বপচ প্রভৃতি জাতিদের ব্যবহারে সমান চণ্ডালাদিকে সাক্ষী করতে হবে ।। ৬৮ ।।

অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্।
অন্তর্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে।। ৬৯।।

অনুবাদ : গৃহমধ্যে নির্জন স্থানে, অরণ্যাদির মধ্যে অতর্কিতভাবে চোরপ্রভৃতির দ্বারা উপদ্রব হ'লে এবং আততায়ীর দ্বারা প্রাণহত্যা বা অর্থাদির অপহরণ ঘটলে, সেখানে যে কোনও সাক্ষাদ্‌দর্শী ব্যক্তি সাক্ষী হ'তে পারবে [এইসব ক্ষেত্রে সাক্ষীদের জাতি, লিঙ্গ বা বয়সের বিচার কিংবা সাদৃশ্য-সম্বন্ধ থাকা-না-থাকা প্রভৃতি নিয়ম বিশেষভাবে গ্রাহ্য হবে না] ।। ৬৯ ।।

স্ত্রিয়াপ্যসম্ভবে কার্যং বালেন স্থবিরেণ বা।
শিষ্যেণ বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা।। ৭০।।

অনুবাদ : উক্তস্থানে (অর্থাৎ গৃহাদিমধ্যে নির্জনস্থানাদিতে) উপযুক্ত সাক্ষীর অভাব ঘট্‌লে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিষ্য, মিত্র, গর্ভদাস বা ভৃত্যও (যাদের সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করতে পূর্বে নিষেধ করা হয়েছে) প্রত্যক্ষদর্শী হ'লে সাক্ষী হ'তে পারবে ।। ৭০।।

বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ সাক্ষ্যেষু বদতাং মৃষা।
জানীয়াদস্থিরাং বাচমুৎসিক্তমনসাং তথা।। ৭১।।

অনুবাদ ঃ যদিও বালক, বৃদ্ধ, আতুর এবং মত্ত-উন্মত্তপ্রভৃতি অপ্রকৃতিস্থ-ব্যক্তিদের দ্বারা মিথ্যাসাক্ষ্য ঘটবার সম্ভাবনা থাকে তবুও তাদের কথার বৈলক্ষণ্যের দ্বারা সাক্ষ্যের যাথার্থ্যের নিশ্চয় করতে হবে [অর্থাৎ এদের মিথ্যাসাক্ষ্য অনুমানের দ্বারা পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে]।। ৭১ ।।

সাহসেষু চ সর্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্‌দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ।। ৭২।।

অনুবাদ ঃ যে কোনও প্রকার 'সাহস', চৌর্য, স্ত্রীহরণ, বাক্‌পারুষ্য (গালাগালি) এবং দণ্ডপারুষ্য (মারামারি) - এ সকল ক্ষেত্রে সাক্ষীর গুণাগুণ-পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। ['সাহস' শব্দের অর্থ 'বল'; সেই বলকে আশ্রয় ক'রে যা করা হয় তাকে ব'লে 'সাহস'। যেমন- কোনও লোক রাজার প্রিয় পাত্র হ'য়ে কিংবা বহু সহায়বিশিষ্ট হ'য়ে অথবা অত্যন্ত শারীরিক শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে কিংবা প্রবল ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে যদি কোনও অকাজ করে, তাহ'লে তাকে 'সাহস' বলা হবে। যেমন, পরিধেয় কাপড় কেড়ে নেওয়া, অগুনে পুড়িয়ে মারা প্রভৃতি ।]।। ৭২।।

বহুত্বং পরিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্।। ৭৩।।

অনুবাদ। যে ব্যবহার-ক্ষেত্রে ভূমিখণ্ড প্রভৃতি নিয়ে বিরোধের বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষীদের উক্তির মধ্যে পার্থক্য বা গরমিল হয়, সেখানে বেশী সাক্ষীর উক্তিই গহণ করা কর্তব্য । কিন্তু যেখানে সমান সমান সাক্ষী পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলে, সেখানে যারা 'গুণোৎকৃষ্ট' অর্থাৎ যাদের মধ্যে গুণের আধিক্য আছে, তাদের কথাই গ্রহণীয় অর্থাৎ তাদের বাক্যদ্বারা সত্য নির্ণয় করতে হবে; আবার গুণোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের কথায় বিভিন্নতা কাটলে তখন জাতির উৎকর্ষ অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে দ্বিজদের মধ্যে যারা উত্তম অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ তাদের সাক্ষ্যে সত্য নির্ণয় করতে হবে ।। ৭৩ ।।

সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে।। ৭৪।।

অনুবাদ ঃ চক্ষুঃগ্রাহ্য ব্যাপারের সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয় এবং শ্রবণযোগ্যব্যাপারের সাক্ষাৎ শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঐ সব ঘটনায় যে সাক্ষী সত্য কথা বলে সে ধর্ম ও অর্থ থেকে বিচ্যুত হয় না ।। ৭৪ ।।

সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যদ্বিব্রুবন্নার্যসংসদি।
অবাঙ্‌নরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে।। ৭৫।।

অনুবাদ ঃ সাক্ষী যা দেখেছে এবং যা শুনেছে তা ছাড়া অন্য কিছু যদি ধর্মাধিকরণে বলে, তবে সে অধোমুখ হ'য়ে নরকগামী হয় এবং মৃত্যুর পর স্বর্গভ্রষ্ট হয় অর্থাৎ স্বর্গে যেতে পারে না (অর্থাৎ স্বর্গফলের প্রতিবন্ধক পাপে লিপ্ত হয়) ।। ৭৫ ।।

যত্রানিবদ্ধোঽপীক্ষেত শৃণুয়াদ্বাপি কিঞ্চন।
পৃষ্টস্তত্রাপি তদ্ ব্রূয়াদ্ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।। ৭৬।।

অনুবাদ ঃ যে লোককে সাক্ষী রাখা হয় নি সেও যদি ঋণাদানাদি কোনও ঘটনা দেখে অথবা বাক্‌পারুষ্যাদি (গালাগালি) নিজের কানে শোনে তাহ'লে সে যদি বিচারকের দ্বারা পৃষ্ট হয় তবে সে ব্যক্তি যেমনটি দেখেছে বা যেমনটি শুনেছে তেমন সাক্ষ্য দিতে পারবে ।। ৭৬ ।।

একোঽলুব্ধস্তু সাক্ষী স্যাদ্বহ্ব্যঃ শুচ্যোঽপি ন স্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীবুদ্ধেরস্থিরত্বাত্তু দোষৈশ্চান্যেঽপি যে বৃতাঃ।। ৭৭।।

অনুবাদঃ লোভাদিবিহীন একজন ব্যক্তি ও সাক্ষী হতে পারবে [অর্থাৎ লোভপরায়ণ ব্যক্তি একজনও সাক্ষী বলে গ্রাহ্য হবে না। এই নিয়ম অনুসারে, যে লোক সত্যবাদী ব'লে নিরূপিত অর্থাৎ সকলের কাছে পরিচিত সে সাক্ষী হ'লেও তার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই গ্রহণীয়]; বহুসংখ্যক গুণযুক্ত স্ত্রীলোকও [একান্ত প্রয়োজন না হ'লে] সাক্ষী হবে না, কারণ, স্ত্রীবুদ্ধি চঞ্চল। রাগাদি দোষের দ্বারা আক্রান্ত বা চৌর্যাদি-দোষাক্রান্ত স্ত্রীলোক বা পুরুষ কেউই সাক্ষী হবে না ।। ৭৭।।

স্বভাবেনৈব যদ্‌ব্রূয়ুস্তদ্ গ্রাহ্যং ব্যবহারিকম্।
অতো যদন্যদ্বিব্রূয়ু র্ধর্মার্থং তদপার্থকম্।। ৭৮।।

অনুবাদঃ সাক্ষীরা ভয়াদিব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে মোকদ্দমাসংক্রান্ত যে সব কথা বলবে কেবল তাই সাক্ষ্য ব'লে গ্রহণীয় হবে, এ ছাড়া অন্য যা কিছু (অপার্থকম্ = প্রয়োজনশূন্য) অন্য প্রকারে বলবে, ধর্মনির্ণয় -বিষয়ে ('for the purposes of justice') তা গ্রাহ্য হবে না।। ৭৮।।

সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড্ বিবাকোঽনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্।। ৭৯।।

অনুবাদঃ বিচারালয়ে পরিষদ্‌মধ্যে বাদী-প্রতিবাদীর সামনে (' in presence of the plaintiff and of the defendant') সাক্ষিগণকে উপস্থিত করিয়ে প্রাড্ বিবাক্ (judge) সান্ত্বনা বাক্যে [অর্থাৎ কর্কশ ভাবে না ব'লে মিষ্ট কথায়] তাদের বক্ষ্যমাণ প্রকারে 'অনুযোগ' (জিজ্ঞাসা) করবেন [কর্কশভাবে বলা হ'লে সাক্ষীরা বিচারকের ভয়ে অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে সমস্ত ঘটনা স্মরণ করতে পারবে না, কারণ ভয় পেলে স্মৃতিজনক সংস্কার চাপা পড়ে যায়]।। ৭৯ ।।

যদ্দ্বয়োরনয়োর্বেত্থ কার্যেঽস্মিন্ চেষ্টিতং মিথঃ।
তদ্‌ব্রূত সর্বং সত্যেন যুস্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা।। ৮০।।

অনুবাদ ঃ আপনারা এই মোকদ্দমাসংক্রান্ত ব্যাপারে এই বাদী ও প্রতিবাদীর নিজেদের মধ্যে যা ঘটেছিল সে বিষয়ে যা কিছু জানেন, সে সব যথার্থভাবে বলুন, কারণ, আপনাদের সাক্ষ্যই এ বিষয়ে প্রমাণ হবে অর্থাৎ বিচারের কাজে সহায় হবে ।। ৮০ ।।

সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চানুত্তমাং কীর্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা।। ৮১।।

অনুবাদ ঃ সাক্ষী যে সাক্ষ্য দেবে সে যদি সত্য সাক্ষ্য দেয় তাহ'লে সে পরলোকে উত্তম গতি লাভ করে, এবং এইজগতেও সত্যবাদী রূপে সর্বোত্তম কীর্তি লাভ করে। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন ।। ৮১ ।।

সাক্ষ্যেঽনৃতং বদন্ পাশৈ র্বধ্যতে বারুণৈর্ভৃশম্।
বিবশঃ শতমাজাতীস্তস্মাৎ সাক্ষ্যং বদেদৃতম্।। ৮২।।

অনুবাদ। যে লোক সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে বরুণপাশে বদ্ধ হ'য়ে [অর্থাৎ সর্পরূপরজ্জুবদ্ধ অবস্থায় জলমধ্যে অবশ হয়ে অথবা 'বরুণপাশে'র অর্থ 'জলোদর

রোগ') অবশভাবে শতজন্ম পর্যন্ত পীড়া অনুভব করে ; অতএব সাক্ষ্যে সত্য কথা বলবে। [অথর্ববেদে (৪,১৬.৬০) বরুণপাশকে মিথ্যাবাদীদের শাস্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে] ।। ৮২ ।।

সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ববর্ণেবু সাক্ষিভিঃ।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ সত্য সাক্ষ্য দিলে সাক্ষী পূর্বজন্মার্জিত পাপ থেকে মুক্ত হয়, সত্যসাক্ষ্যের দ্বারা তার ধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ('his merit grows')। এই কারণে, সকল সাক্ষীরই সত্য বলা উচিত ।। ৮৩।।

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্।। ৮৪।।

অনুবাদ। মানুষের দেহস্থিত আত্মাই তার নিজের শুভ ও অশুভ কর্মের সাক্ষী; এই আত্মাই মানুষের গতি অর্থাৎ রক্ষাকর্তা; অতএব মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারা আত্মা-রূপ উত্তম সাক্ষীকে অবমাননা করো না ।।৮৪।।

মন্যন্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।
তাংস্তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপুরুষঃ।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতা-প্রভৃতি অসৎকর্মকারীরা মনে করে যে, আমরা গোপনে যে অধর্ম করছি তা কেউই দেখতে পায় না। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়, - দেবতারা ঐ সব অধর্মকারীর পাপ দেখতে পান এবং ঐ পাপীদের অন্তরাত্মাও ঐ সব পাপবিষয় জানতে পারেন ।। ৮৫ ।।

দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং চন্দ্রার্কাগ্নির্যমানিলাঃ।
রাত্রিঃ সন্ধ্যে চ ধর্মশ্চ বৃত্তজ্ঞাঃ সর্বদেহিনাম্।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ দ্যুলোক (আকাশ), ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত জীবাত্মা, চন্দ্র, সূর্য অগ্নি, যম, বায়ু, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম - এরা সকল প্রাণীর সকল কাজের সাক্ষী। [এখানে দ্যুলোক প্রভৃতি অচেতন পদার্থগুলিতে চৈতন্য আরোপ ক'রে তাদের দ্রষ্টা বা সাক্ষী বলা হয়েছে।]।। ৮৬ ।।

দেবব্রাহ্মণসান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্।
উদঙ্মুখান্ প্রাঙ্মুখান্ বা পূর্বাহ্ণে বৈ শুচিঃ শুচীন্।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) নিজে শুচি হ'য়ে পূর্বাহ্নকালে দেবতা-প্রতিমার কাছে অথবা ব্রাহ্মণগণের কাছে, স্নানাদির দ্বারা শুচি হ'য়ে অবস্থিত দ্বিজাতি সাক্ষিগণকে যথাযথ সাক্ষ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন। এই সময় ঐ সাক্ষীরা উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ ক'রে থাকবে। ।।৮৭।।

ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ সত্যং ব্রূহীতি পার্থিবম্।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্তু পাতকৈঃ।। ৮৮।।

অনুবাদ। যদি ব্রাহ্মণ সাক্ষী হন তাহ'লে তাঁকে 'ব্রূহি' (আপনি বলুন) এই কথা উচ্চারণ ক'রে সাক্ষ্য জিজ্ঞাসা করতে হয়; ক্ষত্রিয় সাক্ষীকে 'সত্য বলুন' এই শব্দ উচ্চারণ ক'রে সাক্ষ্য-প্রশ্ন করতে হয়; বৈশ্য সাক্ষীকে ' আপনি যদি মিথ্যা বলেন তাহ'লে গোরু, শস্য ও সোনা চুরির অপরাধে যে পাপ হয় আপনারও সেই পাপ হবে' এই কথা জানিয়ে সাক্ষ্যবিষয়ক প্রশ্ন করতে হবে ; শূদ্র সাক্ষী হ'লে 'সকল রকম পাতকের দ্বারা শপথ ক'রে বলো'- প্রাড়্‌বিবাক

এইরকম জিজ্ঞাসা করবেন ।।৮৮।।

ব্রহ্মঘ্নো যে স্মৃতা লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ।
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য তে তে স্যুর্ব্রুবতো মৃষা।। ৮৯।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী, স্ত্রী-হত্যাকারী, বালক-হত্যাকারী, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির যে যে নরকাদি লোক প্রাপ্তি শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, সাক্ষ্যবিষয়ে মিথ্যাবাদীর ঐ সব লোক প্রাপ্তি হয়।।৮৯।।

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়া কৃতম্।
তত্তে সর্বং শুনো গচ্ছেদ্ যদি ব্রূয়াস্ত্বমন্যথা।। ৯০।।

অনুবাদ। " হে শুদ্ধাচার! তুমি জন্মাবধি যা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করেছো, তোমার সে সব পুণ্য কুকুরের মধ্যে সংক্রান্ত হবে অর্থাৎ নিষ্ফল হবে, যদি তুমি সাক্ষ্যবিষয়ে মিথ্যা কথা বলো"।। ৯০।।

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ।। ৯১।।

অনুবাদ : " হে ভদ্র! তুমি নিজেকে মনে করছ যে, তুমি একাকী আছ, বস্তুতপক্ষে কিন্তু তা নয়, পাপ ও পুণ্যের দ্রষ্টা সর্বজ্ঞ মুনি এই পরমাত্মা তোমার হৃদয়ে বিরাজ করছেন।"।। ৯১ ।।

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ।। ৯২।।

অনুবাদ : " এই যে বৈবস্বতদেব যমরাজ তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, তুমি যদি সত্য বল, তবে তাঁর সাথে তোমার কোনও বিবাদ থাকবে না এবং তাঁর সাথে যদি নির্বিবাদে অবস্থান করো, তবে তোমার গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্র তীর্থে যাওয়ার আবশ্যক নেই"।। ৯২ ।।

নগ্নো মুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ।
অন্ধঃ শত্রুকুলং গচ্ছেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।। ৯৩।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাকে জন্মান্তরে বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ অবস্থায় মুণ্ডিতমস্তকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও অন্ধ হ'য়ে ভিক্ষা-কপাল (শরা প্রভৃতি পাত্রের ভাঙা অংশবিশেষ) হাতে নিয়ে ভিক্ষার জন্য শত্রুপুরীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হয় ।। ৯৩ ।।

অবাক্‌শিরাস্তমস্যন্ধে কিল্বিষী নরকং ব্রজেৎ।
যঃ প্রশ্নং বিতথং ব্রূয়াৎ পৃষ্টঃ সন্ ধর্মনিশ্চয়ে।। ৯৪।।

অনুবাদ : ধর্মাধিরণে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করা হ'লে যে লোক মিথ্যা উত্তর দেয়, তাকে পাপগ্রস্ত হ'য়ে অধোমুখ-অবস্থায় গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন নরক ভোগ করতে হয়।।৯৪।।

অন্ধো মৎস্যানিবাশ্নাতি স নরঃ কণ্টকৈঃ সহ।
যো ভাষতেঽর্থবৈকল্যমপ্রত্যক্ষং সভাং গতঃ।। ৯৫।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি বিচারের তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য সভামধ্যে আহূত হ'য়ে উৎকোচাদি প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হ'য়ে অপ্রত্যক্ষ ও বিকৃতার্থ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়, সে অন্ধের মতো কাঁটাসমেত মাছ ভোজন করে [অর্থাৎ অন্ধ লোক যেমন কাঁটায় ভরা মাছ খেতে গিয়ে সেই কাঁটাগুলি

খাওয়ার সময় যে পরিমাণ দুঃখ পায় তার সাথে সংলগ্ন মাছ খেয়ে সেই পরিমাণ তৃপ্তি পায় না, সেইরকম সাক্ষী ধনলোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ধনের লোভে তার যে অতি অল্পমাত্রায় প্রীতি লাভ হয় তার তুলনায় তাকে অনেক বেশী দুঃখভোগ করতে হয়; - এটিই হ'ল সকণ্টক মাছ ভোজনের উপমা দেওয়ার তাৎপর্য ।] ।। ৯৫ ।।

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ।। ৯৬।।

অনুবাদ। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় যে ব্যক্তির সর্বসাক্ষী অন্তরাত্মা [বিদ্বান্ - যিনি সত্য-মিথ্যা সবই জানতে পারেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞঃ = অন্তর্যামী পুরুষ] শঙ্কিত হয় না [অর্থাৎ এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সত্য বলবে এই ভাবে যার অন্তরাত্মা নিঃশঙ্ক থাকে], ইহ জগতে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আর কেউ আছেন তা দেবতারা মনে করেন না ।। ৯৬ ।।

যাবতো বান্ধবান্ যস্মিন্ হন্তি সাক্ষ্যেঽনৃতং বদন্।
তাবতঃ সঙ্খ্যয়া তস্মিন্ শৃণু সৌম্যানুপূর্বশঃ।। ৯৭।।

অনুবাদ ঃ যে যে বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যতসংখ্যক বান্ধবকে বধ অর্থাৎ নষ্ট করা হয়, হে সৌম্য! আমি সংখ্যা উল্লেখ ক'রে সেই পরিমাণগুলি পর পর জানিয়ে দিচ্ছি, শোন ।। ৯৭ ।।

পঞ্চ পশ্বনৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে।। ৯৮।।

অনুবাদ। পশু-বিষয়ে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় [পশ্বনৃত = পশুর জন্য মিথ্যা বলা] সে পাঁচজন বান্ধবের (যথা, পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান-দের] বধ সম্পাদন করে অর্থাৎ এই পাঁচজনের নবকপাত হয়। [অথবা, পাঁচ বান্ধবের হত্যায় যে পাপ জন্মে, সেই পাপে পশু বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষী পাপী হয়]; এইরকম গরু-বিষয়ে যে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় সে দশ পুরুষকে বধ করে অর্থাৎ পাতকী করে; অশ্ববিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্য-দাতা একশত পুরুষকে বধ করে; এবং মানুষবিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা হাজার পুরুষকে নরকগামী করে অথবা তত সংখ্যক পুরুষহত্যার পাপে পাপী হয় ।। ৯৮ ।।

হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদন্।
সর্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাস্ম ভূম্যনৃতং বদীঃ।। ৯৯।।

অনুবাদ। সোনার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষী জাত অর্থাৎ পিত্রাদি এবং অজাত পুরুষকে অর্থাৎ পুত্রাদি পুরুষকে বধ করে এবং ভূমির জন্য (অর্থাৎ ক্ষেত, গ্রাম, পতিত জমি, উঠান প্রভৃতির জন্য) মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষী সকল প্রাণিহিংসা-দোষে দূষিত হয়। অতএব ভূমি বিষয়ে কোনপ্রকার মিথ্যা বলবে না। [ভূমিবিষয়ে বেশী আগ্রহ দেখাবার জন্য অর্থাৎ বেশী সতর্ক করার জন্য এখানে 'বল্বে না' এইভাবে একজনকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন ক'রে নিষেধ করা হয়েছে]।। ৯৯ ।।

অপ্সু ভূমিবদিত্যাহুঃ স্ত্রীণাং ভোগে চ মৈথুনে।
অব্জেষু চৈব রত্নেষু সর্বেষ্বশ্মময়েষু চ।। ১০০।।

অনুবাদ ঃ কূপ, পুকুর প্রভৃতি জলবিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে, স্ত্রীলোককে কোনও ব্যক্তি মৈথুনপূর্বক উপভোগ করলে এবং সে বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে, এবং জলজাত কিংবা

প্রস্তরজাত মণিরত্নাদি বিষয়ে মিথ্যা বললে ভূমিবিষয়ক মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার মতোই দোষ হয়ে থাকে অর্থাৎ ঐ সাক্ষী সকলরকম প্রাণিহিংসাদোষে দূষিত হয় ।। ১০০ ।।

এতান্ দোষানবেক্ষ্য ত্বং সর্বাননৃতভাষণে।
যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্বমেবাঞ্জসা বদ।। ১০১।।

অনুবাদ : সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মিথ্যা বললে উপরি উক্ত দোষগুলি এবং অন্যান্য দোষও ঘটে - এই ব্যাপার বিবেচনা ক'রে তোমার সামনের মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে তুমি যেমনটি দেখেছ এবং শুনেছ সব বিষয়টি ঠিক্ তেমনই সত্য ক'রে বল। [কোনও রকম উহ না ক'রে অর্থাৎ অনুক্ত বিষয় কল্পনা ক'রে না ব'লে কিংবা অপোহ না ক'রে অর্থাৎ কোনও জানা বিষয় চাপা না দিয়ে ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছে এবং অদৃষ্টবিষয় যেমনটি শোনা গেছে তা সেইরকম বর্ণনা করা উচিত।] ।। ১০১।।

গোরক্ষকান্ বাণিজিকাংস্তথা কারুকুশীলবান্।
প্রৈষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ।। ১০২।।

অনুবাদ : যে সকল ব্রাহ্মণ বেতন নিয়ে অন্যের গোরু চরায়, বণিকের কাজ এবং কারুর (অর্থাৎ ছুতোর, কামার, পাচক প্রভৃতির) কাজ ও কুশীলবের (অর্থাৎ নর্তক, গায়ক প্রভৃতির) কাজ করে, অন্যের দাসবৃত্তি করে এবং বার্ধুষিকের কাজ করে অর্থাৎ টাকার সুদ খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এরা সব ব্রাহ্মণ হ'লেও সাক্ষ্যদানকালে শপথ করার ব্যাপারে এদের শূদ্রের মত সাক্ষ্য-প্রশ্ন করতে হবে ।। ১০২ ।।

তদ্বদন্ ধর্মতোঽর্থেষু জানন্নপ্যন্যথা নরঃ।
ন স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাদ্দৈবীং বাচং বদন্তি তাম্।। ১০৩।।

অনুবাদ। যদি কোনও সাক্ষী ক্ষেত্রবিশেষে এক প্রকার জেনেও দয়াধর্মবশতঃ অন্যপ্রকার বলে, তাহ'লে সে ব্যক্তির স্বর্গহানি হয় না। মহর্ষিগণ এইরকম বাক্যকে দৈবী বাক্ আখ্যা দিয়েছেন ।। ১০৩ ।।

শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে।। ১০৪।।

অনুবাদ : যে ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে নিরপরাধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্রের প্রাণবধ হ'তে পারে, সেই রকম ক্ষেত্রে দয়া ক'রে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে; এইরকম ব্যাপারে মিথ্যা বলা সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।। ।। ১০৪ ।।

বাগ্দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্বাণা নিষ্কৃতিং পরাম্।। ১০৫।।

অনুবাদ : পূর্বশ্লোকোক্ত স্থলে যারা সাক্ষ্যে মিথ্যা কথা বলবে, তারা সেই মিথ্যাকথনজনিত পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য চরু পাক ক'রে তার দ্বারা বাগ্দেবতা সরস্বতীদেবীর উদ্দেশ্য যাগ করবে। [এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, এ ক্ষেত্রে পাপ হবে কেন? কারণ, আগে তো বলা হয়েছে যে, এইরকম কারণ উপস্থিত হ'লে মিথ্যাসাক্ষ্যে দোষ নেই । উত্তরে বলা যেতে পারে - ' নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এই শাস্ত্র অনুসারে যে ব্যক্তি এইরকম সঙ্কল্প ক'রে থাকেন যে 'আমি যাবজ্জীবন মিথ্যা বলব না' তাঁর সেই সঙ্কল্পে পাছে মিথ্যাসঙ্কল্প দোষ ঘটে এইজন্য তাঁর পক্ষে এইরকম প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য] ।। ১০৫।।

কুষ্মাণ্ডৈর্বাপি জুহুয়াদ্‌ঘৃতমগ্নৌ যথাবিধি।
উদিত্যৃচা বা বারুণ্যা ত্র্যচেনাব্দৈবতেন বা।। ১০৬।।

অনুবাদ। অথবা ঐ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যজুর্বেদীয় কুষ্মাণ্ডমন্ত্রের দ্বারা বহ্নিস্থাপন- পূর্বক আগুনে আহুতি দেবে ; অথবা 'উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মৎ' ইত্যাদি বরুণদেবতাক ঋকের দ্বারা কিংবা 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি জলদেবতাক ঋক্‌ত্রয় উচ্চারণ ক'রে আগুনে আহুতি প্রদান করবে।।১০৬ ।।

ত্রিপক্ষাদব্রুবন্ সাক্ষ্যমৃণাদিষু নরোঽগদঃ।
তদৃণং প্রাপ্নুয়াৎ সর্বং দশবন্ধঞ্চ সর্বতঃ।। ১০৭।।

অনুবাদ। অধমর্ণের সাক্ষী নীরোগ থাকা সত্ত্বেও যদি তিন পক্ষের মধ্যে ঋণাদি ব্যবহার বিষয়ে সে সাক্ষ্য দান না করে, তাহ'লে অধমর্ণ সাক্ষ্য উপস্থাপিত না করায় উত্তমর্ণ তার সমস্ত দাবীই অধমর্ণের কাছে থেকে পাবে এবং ঋণের মোট যত দাবী তার দশ ভাগের এক ভাগ ঐ অধমর্ণ রাজাকে দণ্ড অর্থাৎ জরিমানারূপে দিতে বাধ্য হবে ।। ১০৭ ।।

যস্য দৃশ্যেত সপ্তাহাদুক্তবাক্যস্য সাক্ষিণঃ।
রোগোঽগ্নির্জ্ঞাতিমরণমৃণং দাপ্যো দমঞ্চ সঃ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ কোনও সাক্ষী সাক্ষ্য দেওয়ার পর যদি সাতদিনের মধ্যে তার কোনও উৎকট রোগ, গৃহ প্রভৃতি দাহ অথবা তার নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহ'লে ঐ সাক্ষীকে সেই ঋণ ও তার উপর নিজের শক্তি অনুসারে কিছু রাজদণ্ড (অর্থাৎ জরিমানা) দিতে হবে। [সাক্ষ্যদানের পর এক সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগে যদি ঐ সাক্ষীটির যন্ত্রণাদায়ক রোগ দেখা যায়, গৃহদাহ, গোরু বা অশ্বাদি বাহন পুড়ে যায়, বা পুত্র ভার্যাদি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহ'লে একথাই সূচিত হবে যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে । তাই তার পূর্বোক্ত নিয়মে দণ্ড হবে,] ।। ১০৮ ।।

অসাক্ষিকেষু ত্বর্থেষু মিথো বিবদমানয়োঃ।
ন বিন্দংস্তত্ত্বতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্ভয়েৎ।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষ যে ক্ষেত্রে কোনও সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে লৌকিক অনুমান প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সত্য উপলব্ধি করতে না পারলে বিচারক বক্ষ্যমাণ শ্লোকোক্ত শপথের দ্বারা ঐ সাক্ষীর কাছ থেকে সত্য নির্ণয় করবেন ।। ১০৯ ।।

মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈযবনে নৃপে।। ১১০।।

অনুবাদ ঃ সন্দিগ্ধ বিষয় নিরূপণ করার জন্য মহর্ষিগণ ও দেবগণ শপথ করেছিলেন । ঋষি বশিষ্ঠও আত্ম-শুদ্ধির জন্য পিযবন রাজার পুত্র সুদামার কাছে শপথ করেছিলেন। [পুরাকালে সপ্তর্ষিগণের পুষ্কর অপহৃত হ'লে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের কাছে এইভাবে শপথ করেছিলেন, ' যে তোমার পুষ্কর হরণ করেছে, সে এই পাপকারীর গতি প্রাপ্ত হবে'। অহল্যাকে দূষিত 'করার' পর ইন্দ্র অহল্যার পতির দ্বারা অভিশপ্ত হ'লে পাপের ভয়ে নানারকম শপথ করেছিলেন। বিশ্বামিত্রকর্তৃক অভিশপ্ত হ'লে ঋষি বশিষ্ঠ আত্মশুদ্ধির জন্য পিযবন রাজার পুত্র সুদামা নামক রাজার কাছে শপথ করেছিলেন। পুত্রভার্যাদির মাথা স্পর্শ ক'রে তাদের অনিষ্ট সম্ভাবনা প্রকাশ করাকেই 'শপথ' ব'লে বুঝতে হবে।]।। ১১০।।

ন বৃথা শপথং কুর্যাৎ স্বল্পেঽপ্যর্থে নরো বুধঃ।
বৃথা হি শপথং কুর্বন্ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি।। ১১১।।

অনুবাদ ঃ পণ্ডিত ব্যক্তি তুচ্ছবিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করবেন না। বৃথা শপথকারীর ইহলোকে কীর্তি নষ্ট নয় এবং পরলোকে নরকভোগ করতে হয় ।। ।। ১১১ ।।

কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্।। ১১২।।

অনুবাদ—। 'আমি অন্য কোনও নারীকে চাই না, তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী' - সুরতলাভের জন্য অর্থাৎ কাম চরিতার্থ করার জন্য কামিনীবিষয়ে (অর্থাৎ স্ত্রী, বেশ্যা প্রভৃতির কাছে) মিথ্যা শপথ করা হ'লে পাপ হয় না। ' তুমি অন্য কোনও নারীকে বিবাহ করতে পারবে না কিংবা তুমি অন্য কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না ' এই প্রকারে স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজের জন্য বা বন্ধুবান্ধবের জন্য বিবাহবিষয়ে মিথ্যা বলায় দোষ নেই । গোরুর ঘাস প্রভৃতি খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে হোমের জন্য কাষ্ঠাদি আহরণ বিষয়ে, এবং ব্রাহ্মণের উপকার করার জন্য মিথ্যা বললে দোষ হয় না ।। ১১২ ।।

সত্যেন শাপয়েদ্ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্তু পাতকৈঃ।। ১১৩।।

অনুবাদ ঃ এখন শপথের প্রকারভেদ বলা হচ্ছে। ' মিথ্যা বললে আমার সত্যধর্ম যেন নষ্ট হয়' - ব্রাহ্মণকে দিয়ে এইভাবে সত্যের দ্বারা শপথ করাতে হয়। ' মিথ্যা বললে আমার হস্তী অশ্বাদি বাহন বা আয়ুধ যেন নিষ্ফল হয়' - এইভাবে ক্ষত্রিয়কে দিয়ে শপথ করাতে হয়। ' মিথ্যা বললে গোরু, বীজ, কাঞ্চন, যেন আমার নিষ্ফল হয়' - এইভাবে বৈশ্যকে দিয়ে এবং 'সকল প্রকার পাপ যেন আমার হয়' - এইভাবে শূদ্রকে দিয়ে শপথ করাতে হয় ।। ১১৩ ।।

অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্।। ১১৪।।

অনুবাদ । অথবা, হাতে আগুন ধারণ করাবে [অর্থাৎ বিচারক শপথগ্রহণকারীর হাতের উপর অশ্বত্থপত্র রেখে তার উপর অগ্নিপিণ্ড ধারণ করাবে], কিংবা জলে ডুব দিতে আদেশ করবে [বিচারকই এইরকম আদেশ করবেন], অথবা পুত্র বা স্ত্রীর মাথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্পর্শ করিয়ে শপথ গ্রহণকারীকে শপথ করাবে ।। ।। ১১৪।।

যমিদ্ধো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ।
ন চার্তিমৃচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ঃ শপথে শুচিঃ।। ১১৫।।

অনুবাদ ঃ তপ্ত লৌহপিণ্ড হাতে গৃহীত হ'লেও তা যাকে পোড়ায় না, জলে নিমগ্ন হ'লে জল যাকে উপরের দিকে ভাসিয়ে দেয় না, কিংবা স্ত্রীপুত্রের মাথা স্পর্শ করলে অল্পদিনের মধ্যে যে অনিষ্ট প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার লোককে শুচি বা নির্দোষ ব'লে বুঝতে হবে ।। ১১৫ ।।

বৎসস্য হ্যভিশস্তস্য পুরা ভ্রাত্রা যবীয়সা।
নাগ্নির্দদাহ রোমাপি সত্যেন জগতঃ স্পৃশঃ।। ১১৬।।

অনুবাদ ঃ পুরাকালে কণ্বপুত্র বৎসনামক ঋষি নিজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকর্তৃক " তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্রার পুত্র " এই উক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হ'লে বৎস " আমি যদি ব্রাহ্মণ না হই, তবে আমি

সত্যের নামে শপথ করে আগুনে প্রবেশ করছি" এই কথা ব'লে আগুনে প্রবেশ করলে জগতের সকল শুভাশুভকার্য-বিষয়ের জ্ঞাতা অগ্নি তাঁর একটি লোমও দগ্ধ করেন নি ।।১১৬ ।।

যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কৌটসাক্ষ্যং কৃতং ভবেৎ।
তত্তৎ কার্যং নিবর্তেত কৃতং চাপ্যকৃতং ভবেৎ।। ১১৭।।

অনুবাদ ঃ যে যে মোকদ্দমায় মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ পেলে, সেই সেই মামলা বিচারক খারিজ ক'রে দেবেন। এইরকম বিবাদে যদি কোনও 'রায়' দেওয়া হ'য়ে থাকে, তাও প্রত্যাহার ক'রে নিতে হবে [এই রকম মামলার রায়ে যদি উত্তমর্ণ ডিক্রি পায় তাহ'লে তাকে বিবাদীর অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করতে হবে এবং অন্য কোনও দণ্ড গ্রহণ করা হ'লেও তা ফেরৎ দিতে হবে], কারণ, মিথ্যা সাক্ষ্যের সাহায্যে বিচার সম্বন্ধে যা কিছু কৃত হয়েছে, তা অকৃতের মতো পরিগণিত হবে ।। ১১৭।।

লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে।। ১১৮।।

অনুবাদ। লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞতা এবং বালকত্ব বা অনবধানতাবশতঃ যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তাকে পণ্ডিতেরা মিথ্যাসাক্ষ্য [বিতথম্ = অসত্যম্] ব'লে থাকেন। [সুতারাং এই সব সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। এখানে ভিন্ন ভিন্ন হেতু উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই সব সাক্ষ্যে নিমিত্ত ভেদে দণ্ডেরও পার্থক্য হবে ।] ।। ১১৮ ।।

এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দণ্ডবিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ।। ১১৯।।

অনুবাদ। উক্ত লোভাদিকারণের মধ্যে যে কারণবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে যেরকম বিশেষ দণ্ড হবে, তা আমি পর পর বলছি, আপনারা শুনুন ।। ১১৯।।

লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্বং তু সাহসম্।
ভয়াদ্ দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ড্যৌ মৈত্রাৎ পূর্বং চতুর্গুণম্।। ১২০।।

অনুবাদ ঃ লোভবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে সাক্ষীর দণ্ড বা জরিমানা হবে এক হাজার পণ ; মোহবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে পূর্বসাহসদণ্ড অর্থাৎ আড়াইশ' পণ ; ভয়হেতু মিথ্যাসাক্ষ্যে দুটি 'মধ্যমসাহসদণ্ড' অর্থাৎ পাঁচশ পাঁচশ করে এক হাজার পণ; এবং বন্ধুত্বের খাতিরে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে দণ্ড বা জরিমানা হবে পূর্বসাহসদণ্ডের চতুর্গুণ অর্থাৎ একহাজার পণ ।। ১২০ ।।

কামাদ্ দশগুণং পূর্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরম্।
অজ্ঞানাদ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু।। ১২১।।

অনুবাদ ঃ কামবশতঃ অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছায় মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে প্রথম সাহসের দশগুণ (২৫০ X ১০ = ২৫০০) অর্থাৎ আড়াই হাজার পণ দণ্ড বা জরিমানা হবে [যেখানে অনেক স্ত্রীলোক পরস্পর মোকদ্দমা করছে সেখানে ঐ বাদিনী-প্রতিবাদিনীদের মধ্যে কোনও একটি নারীকে কামনা ক'রে যদি কেউ তার পক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় তাহ'লে তার উপর আড়াইহাজার পণ দণ্ড বিহিত হবে]। ক্রোধনিবন্ধন মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে পরের অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রথমসাহসের যা পরবর্তী অর্থাৎ মধ্যম সাহসের (৫০০ পণের) তিনগুণ (অর্থাৎ দেড় হাজার পণ) দণ্ড হবে [মতান্তরে, 'পর' শব্দের অর্থ 'সকলের শেষে যেটি আছে, অর্থাৎ উত্তম সাহস ' অর্থাৎ এক হাজার পণ, তার তিনগুণ অর্থাৎ তিন হাজার পণ দণ্ড হবে ।]। অজ্ঞানবশতঃ

মিথ্যাসাক্ষ্যের ফলে পুরোপুরি দুই শ' পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যের ফলে এক শ' পণ দণ্ড হবে ।। ১২১ ।।

এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্ মনীষিভিঃ।
ধর্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্মনিয়মায় চ।। ১২২।।

অনুবাদ : জ্ঞানিগণ ধর্মকে [অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে] 'অব্যভিচারে'র জন্য (অর্থাৎ ধর্ম যাতে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত না হয় তার জন্য) এবং অসত্যরূপ অধর্মকে সংযত করার জন্য মিথ্যাসাক্ষ্যে উক্তপ্রকার দণ্ড নির্দেশ করেছেন ।। ১২২ ।।

কৌটসাক্ষ্যং তু কুর্বাণাংস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্ দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণং তু বিবাসয়েৎ।। ১২৩।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্য তিন বর্ণ যদি বার বার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় তাহ'লে অর্থদণ্ডপূর্বক তাকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা ধার্মিক রাজার কর্তব্য । [যারা একবার মাত্র ঐরকম অপরাধ করেছে তাদের প্রতি পূর্বোক্ত শ্লোকের বিধান অনুসারে অর্থদণ্ড বিধেয় । কিন্তু যারা বার বার ঐরকম করতে থাকে তাদের প্রতি অর্থদণ্ড বিহিত হবে এবং রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঐরকম বার বার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় তাহ'লে তাকে অর্থদণ্ড না দিয়ে রাষ্ট্র থেকে কেবল বহিষ্কৃত ক'রে দিতে হবে । [অথবা, বিবাসয়েৎ = বাস বা বস্ত্র কেড়ে নিতে অথবা বাসস্থান ভেঙে দিতে হবে]।। ১২৩ ।।

দশ স্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ।। ১২৪।।

অনুবাদ : স্বায়ম্ভুব মনু শারীরিক দণ্ড দেওয়ার জন্য দশটি স্থান নির্দেশ করেছেন; সেগুলি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র - এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রাযোজ্য । কিন্তু ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোনও দণ্ড না দিয়ে অক্ষত শরীরে দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে ।। ১২৪ ।।

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ।। ১২৫।।

অনুবাদ : উপস্থ (অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয়), উদর, জিহ্বা, হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ, ধনসম্পত্তি এবং দেহ - এই দশটি দণ্ডস্থান। [যে লোক যে অঙ্গের দ্বারা অপরাধ করবে তার সেই অঙ্গেই পীড়া দিতে হবে। যেমন, কেউ যদি পরনারীর সাথে সঙ্গম করে তবে তার জননেন্দ্রিয়ে শাস্তি দিতে হবে। চুরি করার অপরাধে উদরের শাস্তি অর্থাৎ আহার বন্ধ প্রভৃতি । বাক্‌পারুষ্য বা গালাগালি এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মরামারির অপরাধে যথাক্রমে জিব ও হাতের উপর দণ্ড হবে। পদাঘাতের অপরাধে দুই পায়ের উপর দণ্ড হবে। রাজপত্নী প্রভৃতিকে অভদ্রভাবে দেখলে চোখের উপর দণ্ড হবে । পরনারীর অনুলেপনের গন্ধগ্রহণ করলে নাকের উপর দণ্ড হবে। রাজার গোপন মন্ত্রণা লুকিয়ে শুনলে কানের উপর দণ্ড হবে। বিশেষ কোনও অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল ধনের উপর দণ্ড। দেহের উপর দণ্ড হ'ল - মহাপাতকী ব্যক্তিকে হত্যা করা]।।১২৫ ।।

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ।। ১২৬।।

অনুবাদ : অনুবন্ধ [অর্থাৎ বার বার অপরাধ অনুষ্ঠান করতে থাকা ; অথবা, অপরাধ

করতে প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে যে কারণ ; এই লোকটি কি নিজের পোষ্যবর্গের এবং নিজের ক্ষুধার তাড়নায়, কিংবা ধর্মীয় কোনও কাজের প্রেরণায় ঐরকম অপরাধ করেছে, অথবা মদ, জুয়া প্রভৃতির নেশায় ঐ রকম করেছে —এইরকম কারণানুসন্ধান। আবার প্রমাদবশতঃ অসাবধানতার জন্য ঐ অপরাধ করেছে, নাকি ইচ্ছাপূর্বক ভেবে চিন্তে করেছে, কিংবা অন্যের প্রেরণায় করেছে, নাকি নিজের ইচ্ছায় করেছে, - এইসব গুলি হ'ল অনুবন্ধ।], অপরাধসম্বন্ধে দেশ [যেমন গ্রাম, অরণ্য, জলাশয় প্রভৃতি], কাল [যেমন দিনের বেলায় বা রাত্রিকালে], সার [অর্থাৎ অপরাধীর দৈহিক শক্তিসামর্থ্য প্রভৃতি এবং ধনশালিত্ব দারিদ্র্য প্রভৃতি আর্থিক শক্তি] এবং অপরাধের স্বরূপ - এই সবগুলি ঠিকমতো বিবেচনা ক'রে রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করবেন ।। ।। ১২৬ ।।

অধর্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ।। ১২৭।।

অনুবাদ ঃ অন্যায়ভাবে দণ্ড দেওয়া হ'লে রাজার ইহলোকের খ্যাতি নষ্ট হয় ও মরণোত্তর কীর্তি লোপ পায়। [স্বদেশের মধ্যে যে গুণ প্রচারিত হয় তাকে ব'লে যশ, আর বিদেশে যে গুণ বিস্তারলাভ করে তকে বলা য়ে কীর্তি। অথবা, জীবিত অবস্থায় যে গুণখ্যাতি তাকে বলে 'যশ', আর মরণের পরে যে গুণপ্রচার তাকে বলা হয়ে 'কীর্তি', অথবা নির্দোষতা যশ এবং গুণবত্তা কীর্তি]। এমন কি অন্যায়ভাবে দণ্ডদান পরকালে স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক হয়; অতএব অন্যায় দণ্ড পরিহার করা কর্তব্য ।। ১২৭ ।।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।। ১২৮।।

অনুবাদ ঃ যে লোকেরা দণ্ডের যোগ্য নয়, তাদের দণ্ড দিলে এবং যারা দণ্ডের যোগ্য তাদের দণ্ড না দিলে রাজা ইহলোকে গুরুতর অযশ প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর নরকে গমন করেন ।। ১২৮ ।।

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডং তু বধদণ্ডমতঃপরম্।। ১২৯।।

অনুবাদ—। যে ব্যক্তি গুণবাণ, প্রথমবার অল্পস্বল্প অপরাধ করেছে তাকে "তুমি অন্যায় করেছো , আর কখনো এরকম করবে না " এইভাবে নম্রবাক্যের দ্বারা ভর্ৎসনা করতে হবে; এইভাবে শাসন করা হ'লেও ঐ ব্যক্তি যদি অপরাধ-অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে " তোমাকে ধিক্, তোমার মতো লোকের বেঁচে থাকা বৃথা " ইত্যাদিভাবে কঠোর কুৎসার্থক বাক্যে ভর্ৎসনা করতে হবে; তবুও যদি সে অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে এই তৃতীয়বার অপরাধে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে অর্থজরিমানা বিধেয়; তাও যদি লোকটি গ্রাহ্য না করে তাহ'লে চতুর্থতঃ অপরাধের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনা ক'রে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ড দিতে হবে।। ১২৯।।

বধেনাপি যদা ত্বেতান্নিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ।
তদৈষ সর্বমপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্।। ১৩০।।

অনুবাদ—। বধ বা অঙ্গচ্ছেদাদি দণ্ড প্রয়োগ করার পরও যদি ঐ দুরাত্মাদের নিবৃত্ত করতে পারা না যায়, তা হ'লে তাদের প্রতি বাগ্দণ্ড প্রভৃতি চাররকম দণ্ডই একসাথে প্রয়োগ করতে হবে ।।১৩০।।

মিথ্যাসাক্ষ্যের ফলে পুরোপুরি দুই শ' পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যের ফলে এক শ' পণ দণ্ড হবে ।। ১২১ ।।

এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্ মনীষিভিঃ।
ধর্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্মনিয়মায় চ।। ১২২।।

অনুবাদ ঃ জ্ঞানিগণ ধর্মকে [অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে] 'অব্যভিচারে'র জন্য (অর্থাৎ ধর্ম যাতে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত না হয় তার জন্য) এবং অসত্যরূপ অধর্মকে সংযত করার জন্য মিথ্যাসাক্ষ্যে উক্তপ্রকার দণ্ড নির্দেশ করেছেন ।। ১২২ ।।

কৌটসাক্ষ্যং তু কুর্বাণাংস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্ দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণং তু বিবাসয়েৎ।। ১২৩।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্য তিন বর্ণ যদি বার বার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় তাহ'লে অর্থদণ্ডপূর্বক তাকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা ধার্মিক রাজার কর্তব্য । [যারা একবার মাত্র ঐরকম অপরাধ করেছে তাদের প্রতি পূর্বোক্ত শ্লোকের বিধান অনুসারে অর্থদণ্ড বিধেয় । কিন্তু যারা বার বার ঐরকম করতে থাকে তাদের প্রতি অর্থদণ্ড বিহিত হবে এবং রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঐরকম বার বার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় তাহ'লে তাকে অর্থদণ্ড না দিয়ে রাষ্ট্র থেকে কেবল বহিষ্কৃত ক'রে দিতে হবে । [অথবা, বিবাসয়েৎ = বাস বা বস্ত্র কেড়ে নিতে অথবা বাসস্থান ভেঙে দিতে হবে]।। ১২৩ ।।

দশ স্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ।। ১২৪।।

অনুবাদ ঃ স্বায়ম্ভুব মনু শারীরিক দণ্ড দেওয়ার জন্য দশটি স্থান নির্দেশ করেছেন; সেগুলি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র - এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রাযোজ্য । কিন্তু ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোনও দণ্ড না দিয়ে অক্ষত শরীরে দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে ।। ১২৪ ।।

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ।। ১২৫।।

অনুবাদ ঃ উপস্থ (অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয়), উদর, জিহ্বা, হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ, ধনসম্পত্তি এবং দেহ - এই দশটি দণ্ডস্থান। [যে লোক যে অঙ্গের দ্বারা অপরাধ করবে তার সেই অঙ্গেই পীড়া দিতে হবে। যেমন, কেউ যদি পরনারীর সাথে সঙ্গম করে তবে তার জননেন্দ্রিয়ে শাস্তি দিতে হবে। চুরি করার অপরাধে উদরের শাস্তি অর্থাৎ আহার বন্ধ প্রভৃতি । বাক্পারুষ্য বা গালাগালি এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মরামারির অপরাধে যথাক্রমে জিব ও হাতের উপর দণ্ড হবে। পদাঘাতের অপরাধে দুই পায়ের উপর দণ্ড হবে। রাজপত্নী প্রভৃতিকে অভদ্রভাবে দেখলে চোখের উপর দণ্ড হবে । পরনারীর অনুলেপনের গন্ধগ্রহণ করলে নাকের উপর দণ্ড হবে। রাজার গোপন মন্ত্রণা লুকিয়ে শুনলে কানের উপর দণ্ড হবে। বিশেষ কোনও অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল ধনের উপর দণ্ড। দেহের উপর দণ্ড হ'ল - মহাপাতকী ব্যক্তিকে হত্যা করা]।।১২৫ ।।

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ।। ১২৬।।

অনুবাদ ঃ অনুবন্ধ [অর্থাৎ বার বার অপরাধ অনুষ্ঠান করতে থাকা ; অথবা, অপরাধ

করতে প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে যে কারণ ; এই লোকটি কি নিজের পোষ্যবর্গের এবং নিজের ক্ষুধার তাড়নায়, কিংবা ধর্মীয় কোনও কাজের প্রেরণায় ঐরকম অপরাধ করেছে, অথবা মদ, জুয়া প্রভৃতির নেশায় ঐ রকম করেছে —এইরকম কারণানুসন্ধান। আবার প্রমাদবশতঃ অসাবধানতার জন্য ঐ অপরাধ করেছে, নাকি ইচ্ছাপূর্বক ভেবে চিন্তে করেছে, কিংবা অন্যের প্রেরণায় করেছে, নাকি নিজের ইচ্ছায় করেছে, - এইসব গুলি হ'ল অনুবন্ধ।], অপরাধসম্বন্ধে দেশ [যেমন গ্রাম, অরণ্য, জলাশয় প্রভৃতি], কাল [যেমন দিনের বেলায় বা রাত্রিকালে], সার [অর্থাৎ অপরাধীর দৈহিক শক্তিসামর্থ্য প্রভৃতি এবং ধনশালিত্ব দারিদ্র্য প্রভৃতি আর্থিক শক্তি] এবং অপরাধের স্বরূপ - এই সবগুলি ঠিকমতো বিবেচনা ক'রে রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করবেন ।। ।। ১২৬ ।।

অধর্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ।। ১২৭।।

অনুবাদ ঃ অন্যায়ভাবে দণ্ড দেওয়া হ'লে রাজার ইহলোকের খ্যাতি নষ্ট হয় ও মরণোত্তর কীর্তি লোপ পায়। [স্বদেশের মধ্যে যে গুণ প্রচারিত হয় তাকে ব'লে যশ, আর বিদেশে যে গুণ বিস্তারলাভ করে তকে বলা য়ে কীর্তি। অথবা, জীবিত অবস্থায় যে গুণখ্যাতি তাকে বলে 'যশ', আর মরণের পরে যে গুণপ্রচার তাকে বলা হয়ে 'কীর্তি', অথবা নির্দোষতা যশ এবং গুণবত্তা কীর্তি]। এমন কি অন্যায়ভাবে দণ্ডদান পরকালে স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক হয়; অতএব অন্যায় দণ্ড পরিহার করা কর্তব্য ।। ১২৭ ।।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।। ১২৮।।

অনুবাদ ঃ যে লোকেরা দণ্ডের যোগ্য নয়, তাদের দণ্ড দিলে এবং যারা দণ্ডের যোগ্য তাদের দণ্ড না দিলে রাজা ইহলোকে গুরুতর অযশ প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর নরকে গমন করেন ।। ১২৮ ।।

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডং তু বধদণ্ডমতঃপরম্।। ১২৯।।

অনুবাদ—। যে ব্যক্তি গুণবাণ, প্রথমবার অল্পস্বল্প অপরাধ করেছে তাকে "তুমি অন্যায় করেছো , আর কখনো এরকম করবে না " এইভাবে নম্রবাক্যের দ্বারা ভর্ৎসনা করতে হবে; এইভাবে শাসন করা হ'লেও ঐ ব্যক্তি যদি অপরাধ-অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে " তোমাকে ধিক্, তোমার মতো লোকের বেঁচে থাকা বৃথা " ইত্যাদিভাবে কঠোর কুৎসার্থক বাক্যে ভর্ৎসনা করতে হবে; তবুও যদি সে অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে এই তৃতীয়বার অপরাধে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে অর্থজরিমানা বিধেয়; তাও যদি লোকটি গ্রাহ্য না করে তাহ'লে চতুর্থতঃ অপরাধের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনা ক'রে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ড দিতে হবে।। ১২৯।।

বধেনাপি যদা ত্বেতান্নিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ।
তদৈষ সর্বমপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্।। ১৩০।।

অনুবাদ—। বধ বা অঙ্গচ্ছেদাদি দণ্ড প্রয়োগ করার পরও যদি ঐ দুরাত্মাদের নিবৃত্ত করতে পারা না যায়, তা হ'লে তাদের প্রতি বাগ্দণ্ড প্রভৃতি চাররকম দণ্ডই একসাথে প্রয়োগ করতে হবে ।।১৩০।।

লোকসংব্যবহারার্থং যাঃ সংজ্ঞাঃ প্রথিতা ভুবি।
তাম্ররূপসুবর্ণানাং তাঃ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।। ১৩১।।

অনুবাদ: তামা, রূপা এবং সোনা প্রভৃতি সম্বন্ধে ক্রয়-বিক্রয়াদি এবং দণ্ডদানাদির যেরকম সংজ্ঞা লোকব্যবহার নির্বাহের জন্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে সেগুলি আমি এখন প্রকাশ করব। [" those technical names of certain quantities of copper, silver and gold , which are generally used on earth for the purpose of business transactions among men , I will fully declare". - Buhler] ।। ১৩১।।

জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে।। ১৩২।।

অনুবাদ: গবাক্ষবিবর দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করলে যে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা দেখা যায় তাকে **ত্রসরেণু** বলে; পরিমাণ গণনায় এটিই হ'ল আদি বা প্রথম। ['জালান্তর' - এর 'অন্তর' শব্দটির অর্থ বিবর; lattice] ।। ১৩২ ।।

ত্রসরেণবোঽষ্টৌ বিজ্ঞেয়া লিক্ষৈকা পরিমাণতঃ।
তা রাজসর্ষপস্তিস্রস্তে ত্রয়ো গৌরসর্ষপঃ।। ১৩৩।।

অনুবাদ: আটটি 'ত্রসরেণু'তে যে পরিমাণ হয়, তাকে **লিক্ষা** বলা হয় - এই ব্যাপারটি জানতে হবে। তিন লিক্ষা একত্র মিলিত হ'লে যে পরিমাণ হয় তাকে বলা হয় **রাজসর্ষপ**; আর ঐ রাজসর্ষপের তিনটিতে যে পরিমাণ পদার্থ হয়, তার নাম **গৌরসর্ষপ** ।। ১৩৩ ।।

সর্ষপাঃ ষট্‌যবো মধ্যস্ত্রিযবন্ত্বেককৃষ্ণলম্।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ।। ১৩৪।।

অনুবাদ: ছয়টি গৌরসর্ষপে হয় একটি **যবমধ্য**; তিনটি যবমধ্যে হয় একটি **কৃষ্ণল** (রতি) ; পাঁচটি কৃষ্ণলে হয় এক **মাষ** বা মাষা; আর ষোলটি মাষপরিমাণে যে পরিমাণ হয় তার নাম **সুবর্ণ** (এক তোলা বা এক ভরি) ।। ১৩৪ ।।

পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পলানি ধরণং দশ।
দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাষকঃ।। ১৩৫।।

অনুবাদ: চার সুবর্ণে এক **পল** হয়, দশ পলে এক **ধরণ**, দুই কৃষ্ণল নিক্তিতে সমান হ'লে এক **রৌপ্যমাষ** হয় ।। ১৩৫ ।।

তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতম্।
কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ।। ১৩৬।।

অনুবাদ: ষোল রৌপ্যমাষায় এক **রৌপ্যধরণ** হয় এবং এর অপর নাম **রাজতপুরাণ**। এক কার্ষিক বা আশী-রতি-পরিমিত তাম্রকে **পণ** বা **কার্ষাপণ** বলে ।। ১৩৬ ।।

ধরণানি দশ জ্ঞেয়ঃ শতমানস্তু রাজতঃ।
চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ।। ১৩৭।।

অনুবাদ: পূর্বোক্ত দশ রৌপ্যধারণে এক **রাজতশতমান** এবং চার সুবর্ণে এক **নিষ্ক** হয়। পরিমাণ সম্বন্ধে এইরকম নিয়ম বুঝতে হবে।। ১৩৭।।

পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রস্ত্বেব চোত্তমঃ।। ১৩৮।।

অনুবাদ ঃ আড়াই শ' পণে এক 'প্রথম সাহস' নামক জরিমানা হবে, পাঁচ শ' পণে মধ্যমসাহস এবং এক হাজার পণে উত্তমসাহস হয় [প্রথমসাহসদণ্ড, মধ্যমসাহসদণ্ড ও উত্তমসাহসদণ্ড বলতে কী পরিমাণ অর্থ-জরিমানা বোঝায়, তা এই নির্দেশ অনুসারে নিরূপণ করতে হবে]।। ১৩৮ ।।

ঋণে দেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পঞ্চকং শতমর্হতি।
অপহ্নবে তদ্দ্বিগুণং তন্মনোরনুশাসনম্।। ১৩৯।।

অনুবাদ ঃ বিচারলয়ে আনীত হ'য়ে যে অধমর্ণই স্বীকার করবে, " সত্যই আমি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি, আমি ঐ ঋণ শোধ ক'রে দেবো' সেই অধমর্ণ শতপণ ঋণে পাঁচ পণ দণ্ড দেবে অর্থাৎ এইভাবে সঙ্কল্প করলে যা ঋণ নিয়েছে তার বিশভাগের এক ভাগ দণ্ড হবে। [অধমর্ণ ঋণ নিয়েও প্রথমে উত্তমর্ণকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করেছে। উত্তমর্ণ রাজার কাছে নালিশ জানায় । রাজার দ্বারা আহূত হ'য়ে অধমর্ণ তার অপরাধ স্বীকার করলে রাজা তাকে তার নেওয়া ঋণের টাকা এবং তার সাথে ঐ টাকার বিশ ভাগের এক ভাগ জরিমানা দেওয়াবেন]। কিন্তু উত্তমর্ণ নালিশ করার পরও ঐ অধমর্ণ রাজার কাছে এসে 'আমি ঋণ নেই নি ' এইভাবে যদি অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে পাঁচ পণের দ্বিগুণ অর্থাৎ এক শ' পণে দশ পণ জরিমানা দিতে হবে। এই হ'ল মনুর বিধান ।।১৩৯।।

বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্ বিত্তবিবর্ধিনীম্।
অশীতিভাগং গৃহ্লীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতে।। ১৪০।।

অনুবাদ ঃ বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ যত অর্থ ঋণরূপে অধমর্ণকে দেবেন, প্রতিমাসে শতকরা তার আশীভাগের এক ভাগ সুদ গ্রহণ করতে পারেন। এতেই অর্থবৃদ্ধি হবে। বৃদ্ধি গ্রহণ সম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠকর্তৃক এইরকম নিয়ম বিহিত হয়েছে । [এখানে বশিষ্ঠবিহিতাং ইত্যাদি অংশটি অর্থবাদ। ভগবান বশিষ্ঠ ত্রিকালজ্ঞ, তিনি লোভাদিবর্জিত। তিনি ঐরকম বৃদ্ধি (সুদ) গ্রহণ করতেন। কাজেই এই নিয়ম প্রশস্ত । এতে ধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অথচ তাতে লোভাদিদোষ নেই;]।।১৪০।।

দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎ সতাং ধর্মমনুস্মরন্।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্লানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী।। ১৪১।।

অনুবাদ ঃ অথবা, সাধুগণের ব্যবস্থা স্মরণ ক'রে এক শ' পণে দুই পণ ইত্যাদি প্রকার বৃদ্ধি (সুদ) গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিমাসে শতকরা দুই পণ সুদ গ্রহণ করলে, উত্তমর্ণ সুদখোর-রূপ অর্থলোলুপতা পাপে লিপ্ত হবে না ।। ১৪১।।

দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমম্।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্বশঃ।। ১৪২।।

অনুবাদ ঃ উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণাদি-অধমর্ণের কাছ থেকে যথাক্রমে শতকরা ঠিক দুই, তিন, চার ও পাঁচভাগ বৃদ্ধি (সুদ) গ্রহণ করতে পারবে। [অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-অধমর্ণের কাছ থেকে শতকরা মাসিক দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের কাছ থেকে তিনপণ, বৈশ্যের কাছ থেকে চার পণ এবং শূদ্রের

কাছ থেকে পাঁচ পণ সুদ গ্রহণ করতে পারে। এই সুদগুলি বন্ধকরহিত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্বোক্ত আশীভাগের এক ভাগ সুদ (৮/১৪০) সবন্ধক ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য ব'লে জানতে হবে। আলোচ্য শ্লোকে 'সমম্' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য হ'ল - যে সুদ নেওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার সিকিভাগ বা অর্ধভাগও বেশী নেওয়া চলবে না।] ।। ১৪২ ।।

ন ত্বেবাধৌ সোপকারে কৌসীদীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ন চাধেঃ কালসংরোধান্নিসর্গোঽস্তি ন বিক্রয়ঃ।। ১৪৩।।

অনুবাদ। যদি উত্তমর্ণের ভোগের জন্য অধমর্ণ তার ভূমি, গোরু, দাস-দাসী বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করে, তবে ঐ ঋণের জন্য অধমর্ণের কাছ থেকে উত্তমর্ণ আর স্বতন্ত্র বৃদ্ধি (অর্থাৎ সুদ) নিতে পারবে না [অর্থাৎ তেজারতি কারবারে বন্ধকী জিনিস থেকে যদি উত্তমর্ণ উপকার-উপসত্ত্ব ভোগ করে, তাহ'লে উত্তমর্ণ আর সুদ নিতে পারবে না।]। অথবা, ঐ বন্ধকী দ্রব্যটি বহুকাল উত্তমর্ণের কাছে প'ড়ে থাকলেও, ঐ উত্তমর্ণ অন্য করোর কাছে জিনিসটি বাঁধা রাখতে অথবা বিক্রয় করতে পারবে না ।। [ধনপ্রয়োগ (তেজারতি কারবার) অনেকরম হ'তে পারে -কোন জিনিস বন্ধক নিয়ে কিংবা অন্যপ্রকারে অর্থাৎ শুধু হাতে ধার দেওয়া। 'আধি'=বন্ধকী জিনিস, দুই রকম; এক হচ্ছে 'গোপ্য' আর অপরটি হচ্ছে 'ভোগ্য'(ব্যবহার করবার জিনিস)। ভোগ্য বস্তুও আবার দুই প্রকার-'সময়া' অর্থাৎ তৎকালে যা ভোগ সম্পাদন করে এবং যাহা স্বরূপত (সর্বদাই) ভোগ সম্পাদন করে। যেমন-দোয়াল গোরু; গোপ্য বন্ধকী দ্রব্য যেমন, চাপা দিয়ে রাখা সোনা প্রভৃতি। এর মধ্যে-ভোগযোগ্য 'আধি'সম্বন্ধে এরূপ বলা হচ্ছে, "ন ত্বেবাধৌ সোপকারে" = আধি যদি 'সোপকার' অর্থাৎ উপকারপ্রদ হয়। 'সোপকার' নানপ্রকার হ'তে পারে-যেমন দুগ্ধবতী গাভী এবং ক্ষেত, বাগান প্রভৃতি। এগুলির উপসত্ত্ব যদি ভোগ করা হ'তে থাকে তা হলে "কৌসীদীং বৃদ্ধিং নাপ্নুয়াৎ" = কুসীদসঞ্জাত বৃদ্ধি যার কথা আগে বলা হ'ল তা আর পাবে না। ঐ বন্ধকী দ্রব্য ভোগ করতে থাকলে আর বৃদ্ধি পেতে পারবে না। আবার যে বন্ধকী দ্রব্য ভোগ্য নয় কিন্তু গোপ্য (গোপন ক'রে তুলে রাখবার যোগ্য) তাও "কালসংরোধাৎ"= দীর্ঘকাল পড়ে থাকায় সুদ বেড়ে সুদে আসলে দ্বিগুণ হ'য়ে গেলেও তা যদি খালাস করে না নেয় তবুও "ন নিসর্গোঽস্তি ন বিক্রয়ঃ"= তা 'নিসর্গ' কিংবা বিক্রয় করা চলবে না ; অন্য একজনের নিকটে বিধিপূর্বক যে অর্পণ করা তাকে বলে 'নিসর্গ'। তা অপর কারও নিকট বন্ধক দেওয়া হ'লে আসলটি সুদে আসলে দ্বিগুণ হয়ে গেলেও অবশ্যই সুদে বাড়তে থাকবে। "বিক্রয়" এর অর্থ প্রসিদ্ধ; তাও করা চলবে না। তা হলে এরকম অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? (উত্তর) -ততদিন সেই বন্ধকী জিনিসটি ভোগ করবে যতদিন না তার মূল্য ধরে সুদে আসলে দ্বিগুণ হয়; তার পর ওটি ছেড়ে দিতে হবে। ঐ আধির (বন্ধকী জিনিসের) উপসত্ত্ব থেকে যে পরিমাণ অর্থ (মূল্যরূপে ধরে) উসুল হবে তা মূল অর্থের সাথে মিলে দ্বিগুণ হ'য়ে গেলে তার পর আর ওটি ভোগ করা চলবে না। ভোগযোগ্য বন্ধকী দ্রব্যটি অবশ্য লাভরহিত অবস্থায় উত্তমর্ণের নিকট ততদিন থাকবে যতদিন না সেই বন্ধকদাতা তার নিকট ঐ জিনিসটি নিতে আসে। উত্তমর্ণ দরিদ্র হয়ে পড়েছে, যার ঐ ধার দেওয়া অর্থটি ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই সে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হ'লে কিছুকাল অপেক্ষা ক'রে রাজার নিকট জানিয়ে ঐ বন্ধক রাখা দ্রব্যটি বিক্রয় করতে পারবে। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে নিজ প্রাপ্য দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ কেটে নিয়ে অবশিষ্ট অর্থ একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির হাত দিয়ে অধমর্ণকে ফিরিয়ে দেবে।] ।।১৪৩।।

ন ভোক্তব্যো বলাদাধির্ভুঞ্জানো বৃদ্ধিমুৎসৃজেৎ।
মূল্যেন তোষয়েচ্চৈনমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ।। ১৪৪।।

অনুবাদ ঃ আধি বা বন্ধকী দ্রব্য (pledge) বলপূর্বক ভোগ করা চলবে না; যে উত্তমর্ণ (creditor) ঐ দ্রব্য বলপূর্বক ভোগ করবে সে অধমর্ণের কাছ থেকে ঋণের সুদ পাবে না, এবং সে যে জিনিস ব্যবহার করেছে সেটিকে, ঐ দ্রব্যটির পূর্বে যে মূল্য ছিল তত মূল্য দিয়ে অধমর্ণকে সন্তুষ্ট করতে হবে, অন্যথা সে আধিস্তেন বা বন্ধকচোর হবে ।। ১৪৪ ।।

আধিশ্চোপনিধিশ্চোভৌ ন কালাত্যয়মর্হতঃ।
অবহার্যৌ ভবেতাং তৌ দীর্ঘকালমবস্থিতৌ।। ১৪৫।।

অনুবাদ ঃ বন্ধকী জিনিস এবং উপনিধি অর্থাৎ গচ্ছিত রাখা জিনিস [ভালবসার খাতিরে অন্যের যে বস্তু উপভোগ বা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে উপনিধি; অথবা, বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত বস্তুকে যদি অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়, তাহ'লে সেই বস্তুর নাম উপনিধি] চাওয়া মাত্র তা ফিরিয়ে দিতে কালক্ষেপ করা উচিত নয় । দীর্ঘকাল থাকলেও এই দুটি জিনিস উদ্ধরণীয় (recoverable)।।১৪৫ ।।

সম্প্রীত্যা ভুজ্যমানানি ন নশ্যন্তি কদাচন।
ধেনুরুষ্ট্রো বহন্নশ্বো যশ্চ দম্যঃ প্রযুজ্যতে।। ১৪৬।।

অনুবাদ ঃ দুগ্ধবতী গাভী, উট, আরোহণ করার জন্য অশ্ব, দম্য অর্থাৎ ভারবহণকারী বলদ এবং অন্যান্য পশু যদি ভালবাসার খাতিরে ভোগ অর্থাৎ ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, তাহ'লে ঐ সব পশুতে আগেকার যিনি স্বামী তাঁর স্বত্বসম্বন্ধ কখনো লোপ পায় না । [একজনের বস্তু অন্যে বহুকাল ভোগ করলে, ঐ বস্তুতে ভোগকারীর স্বত্ব জন্মে এবং দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব নষ্ট হয়; কিন্তু প্রীতিপূর্বক উপভোগে তা নষ্ট হবে না। দ্রব্যস্বামী যখনই চাইবে তখনই ভোগকারীকে ঐ দ্রব্যটি প্রত্যর্পণ করতে হবে।]।।১৪৬।।

যৎকিঞ্চিদ্দশ বর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী।
ভুজ্যমানং পরৈস্তূষ্ণীং ন স তল্লব্ধুমর্হতি।। ১৪৭।।

অনুবাদ ঃ কোনও লোক অন্য কারোর দ্রব্য (অর্থাৎ গোরু, ভূমি, সোনা-রূপা, দাস-দাসী প্রভৃতি) দশ বৎসর ধ'রে যদি ভোগ করতে থাকে, এবং 'ধনী' অর্থাৎ ঐ দ্রব্যটির মালিক ঐ দশ বৎসর ধ'রে নিকটে থেকেও যদি তা নিঃশব্দে দেখতে থাকে (অর্থাৎ বাধা দেয় না, আপত্তি করে না, বা রাজার কাছে নালিশ করে না), তাহ'লে সে দশবৎসর পরে ঐ দ্রব্যটি আর ফেরৎ পাবে না অর্থাৎ ঐ দ্রব্যতে দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব লোপ হবে ।। ১৪৭ ।।

অজড়শ্চেদপোগণ্ডো বিষয়ে চাস্য ভুজ্যতে।
ভগ্নং তদ্ব্যবহারেণ ভোক্তা তদ্ দ্রব্যমর্হতি।। ১৪৮।।

অনুবাদ ঃ দ্রব্যটির স্বত্বাধিকারী যদি জড় অর্থাৎ হাবাগোবা বা পোগণ্ড অর্থাৎ ষোল বৎসরের কমবয়স্ক না হয়, অথচ দ্রব্যটি যদি তার স্বদেশেই অন্যে ভোগ করতে থাকে, তা হ'লে ব্যবহারবিধি অনুসারে (কিন্তু ধর্মতঃ নয়) ঐ দ্রব্যে দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব লোপ পাবে। ঐ দ্রব্যটি ভোগকারীর অধীনস্থ হবে ।।১৪৮।।

আধিঃ সীমা বালধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ ন ভোগেন প্রণশ্যতি।। ১৪৯।।

অনুবাদ ঃ বন্ধক রাখা জিনিস, গ্রামাদির সীমা, বালকের সম্পত্তি, **নিক্ষেপ** অর্থাৎ বস্তুবিশেষের নাম নির্দেশ না ক'রে কলসাদিতে মুদ্রিত অবস্থায় গচ্ছিত দ্রব্য, **উপনিধি** অর্থাৎ জ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য, দাসী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, রাজার ধন এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ধন - এই সব দ্রব্য বহুকাল ভোগ করলেও দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব নষ্ট হয় না অর্থাৎ এগুলি বাজেয়াপ্ত হয় না ।। ১৪৯ ।।

যঃ স্বামিনাননুজ্ঞাতমাধিং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
তেনার্দ্ধবৃদ্ধির্মোক্তব্যা তস্য ভোগস্য নিষ্কৃতিঃ।। ১৫০।।

অনুবাদ ঃ যে অবিবেচক উত্তমর্ণ বন্ধকদাতার অনুমতি ব্যতিরেকে বন্ধকী দ্রব্য ভোগ করে, তাকে ঐ ভোগের মূল্য হিসাবে নিয়মিত বৃদ্ধির অর্দ্ধাংশ ত্যাগ করতে হবে ।। ১৫০।।

কুসীদবৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রামতি পঞ্চতাম্।। ১৫১।।

অনুবাদ ঃ সকৃদাহিত অর্থাৎ একবার বা প্রথমবার ঋণপত্র ক'রে ধার নেওয়া ধনের সুদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে সুদে-আসলে দ্বিগুণের বেশী হ'তে পারবে না; কিন্তু ধান, সদ অর্থাৎ গাছের ফল, লব অর্থাৎ মেষলোম ও তৎসঞ্জাত বস্তু, এবং বাহ্য অর্থাৎ গাধা, উট, বলদ প্রভৃতি ভার বাহী পশু - এগুলিতে আসলের বৃদ্ধি পাঁচগুণ পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে, তার বেশী নেওয়া যাবে না । [লাভের জন্য যে ধন প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ টাকা প্রভৃতি ধার দেওয়া হয় তার নামে কুসীদ। তাতে যে বৃদ্ধি অর্থাৎ সেই ধনের বৃদ্ধি তা কুসীদবৃদ্ধি। অথবা, ঋণদানকারী ব্যক্তি যে ধন প্রয়োগ করে, তার সেই ধনের নাম 'কুসীদ'। আবার, অল্প ধন দিয়ে বেশী ধন গ্রহণ করব এই উদ্দেশ্য যে ধন ধার দেওয়া হয় তাকে বলে 'কুসীদ' ; তার উপর যে বৃদ্ধি তা দ্বিগুণত্ব ছাপিয়ে যাবে না। সুদে-আসলে দ্বিগুণের বেশী আদায় করা চলবে না। আসলের সমান পর্যন্ত সুদ অনুমোদিত । যে উত্তমর্ণ বৃদ্ধির জন্য ধন ধার দিয়ে থাকে, সে অধমর্ণের কাছ থেকে ততক্ষণ সুদ নিতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল ধনটি দ্বিগুণ হ'য়ে পড়ে। তার পর আর বৃদ্ধি গ্রহণ করা চলবে না অর্থাৎ আসল ধনটির বেশী সুদ নেওয়া চলবে না ।]।।১৫১।।

কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি।। ১৫২।।

অনুবাদ ঃ শাস্ত্রে প্রতিমাসে বা প্রতিবৎসরে যে ভাবে সুদ গ্রহণ অনুমোদিত হয়েছে (অর্থাৎ শতকরা আশীভাগ থেকে পাঁচ ভাগ পর্যন্ত) তার অতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণ করা নিয়মসিদ্ধ নয়; কারণ, এইরকম বেশী হারে সুদ গ্রহণ করাকে পণ্ডিতগণ **কুসীদপথ** অর্থাৎ কুৎসিত পন্থা ব'লে নিন্দা করেছেন। উত্তমর্ণ এইরকম সুদ শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী নিতে পারবে না।[কৃতানুসারাৎ = যাকে সকল অর্থই অনুসরণ করে বা অনুধারন করে অর্থাৎ অনুবর্তন করে তা হ'ল সার ; সুতরাং সার - শব্দের অর্থ 'শাস্ত্রোক্ত আচার'। বৃদ্ধি গ্রহণ সম্বন্ধে এই আচার নানা প্রকার, - শতকরা আশীভাগ থেকে পাঁচ ভাগ পর্যন্ত। এর বেশী যে বৃদ্ধি তা কৃতা; এই কৃতা-বৃদ্ধি অধমর্ণ উত্তমর্ণের কাছে যত বেশীই স্বীকার করুক না কেন তা 'ন সিধ্যতি ' সিদ্ধ হবে না, কারণ তা ব্যতিরিক্তা অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিবহির্ভূত। কুপুরুষগণ যাতে লিপ্ত হয় তা কুসীদ ; এখানে ধর্ম উল্লেখ ক'রে সেই ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষণার দ্বারা বোধিত করা হচ্ছে - এই কাজ কুসীদ-ব্যক্তিগণেরই পন্থাঃ অর্থাৎ মার্গ অর্থাৎ ব্যবহার, কিন্তু সাধুগণের

এইরকম ব্যবহার নয় । এইভাবে নিন্দা করা হয়েছে । এখানে 'কৃতা তু সারাদধিকা' এইরকম পাঠান্তর পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে - কোনও লোক নিঃস্ব হ'য়ে কৃতা- বৃদ্ধি অল্প-স্বল্প স্বীকার ক'রে ধার নিয়েছে। পরে সেই ধার করা ধনে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। এমন ব্যক্তির পক্ষেও সেই কৃতা-বৃদ্ধি সিদ্ধ হবে না - অর্থাৎ বহু অর্থের মালিক হ'য়ে গিয়েছে এমন অধমর্ণের কাছ থেকেও যা শাস্ত্রানুমোদিত তার বেশী বৃদ্ধি নেওয়া চলবে না । খুব বেশী হ'লে শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি বা সুদ নেওয়া চলবে ।] ।। ১৫২।।

নাতিসাংবৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টং পুনর্হরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কায়িকা চ যা।। ১৫৩।।

অনুবাদ ঃ 'এক মাস, দুই মাস, বা তিনমাস অন্তর একেবারে সুদ গ্রহণ করব' এইরকম নিয়মে ঋণ দিয়ে উত্তমণ অধমর্ণের কাছে এক বৎসর পর্যন্ত ধর্মসংগত সুদ (অর্থাৎ পূর্বোক্ত শতকরা পাঁচভাগ বৃদ্ধি) গ্রহণ করতে পারেন, সংবৎসর অতিক্রম করিয়ে তার সুদ একেবারে গ্রহণ করা উত্তমর্ণের উচিত নয় [অথবা সংবৎসর যে পর্যন্ত না পূর্ণ হয় সে পর্যন্ত সুদ গ্রহণ করা উচিত নয়] । শাস্ত্রমধ্যে যা দৃষ্ট (বা উল্লিখিত) হয় নি সেইরকম বৃদ্ধি (যেমন, শতকরা দশ - এগারো ভাগ প্রভৃতি বৃদ্ধি) অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৃদ্ধির বেশী বৃদ্ধিও গ্রহণ করা উচিত নয়। **চক্রবৃদ্ধি** অর্থাৎ সুদের উপর আবার সুদ (compound interest), **কালবৃদ্ধি** অর্থাৎ 'এইসময়ের মধ্যে যদি সুদটি না মিটিয়ে দাও, তাহ'লে মূলধনটি দ্বিগুণ হয়ে যাবে' এই প্রকার বৃদ্ধি (periodical interest), **কারিকাবৃদ্ধি** অর্থাৎ অধমর্ণ বিপদে প'ড়ে মূলের দ্বিগুণ যে বৃদ্ধি দিতে স্বীকার করে সেই বৃদ্ধি (stipulated interest) এবং **কায়িকাবৃদ্ধি** অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা যে সুদ পরিশোধ করা হয় (corporal interest)— এই চার প্রকার বৃদ্ধি আশাস্ত্রীয় - এগুলি গ্রহণ করবে না ।। ১৫৩ ।।

ঋণং দাতুমশক্তো যঃ কর্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াম্।
স দত্ত্বা নির্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্তয়েৎ।। ১৫৪।।

অনুবাদ ঃ যে অধমর্ণ বৃদ্ধিসমেত ঋণ (নিজের অর্থিক অক্ষমতাবশতঃ) পরিশোধ করতে অসমর্থ, সে যদি আবার 'ঋণপত্র' (new contract) করতে ইচ্ছা করে, তাহ'লে তার দেয় নির্দিষ্ট বৃদ্ধিটি (অর্থাৎ সুদ) মিটিয়ে দিয়ে করণটিকে অর্থাৎ 'খত' টিকে (written bond) পাল্‌টিয়ে দেবে ।। ১৫৪ ।।

অদর্শয়িত্বা তত্রৈব হিরণ্যং পরিবর্তয়েৎ।
যাবতী সম্ভবেদ্ বৃদ্ধিস্তাবতীং দাতুমর্হতি।। ১৫৫।।

অনুবাদ ঃ (অধমর্ণ নির্ধন হ'য়ে পড়ায়) যদি সমস্ত সুদের অর্থ দিতে অসমর্থ হয়, তবে যে সুদ অবশিষ্ট আছে, তা অন্তর্ভু'ক্ত ক'রে ঋণপত্রটি সেখানেই পরিবর্তন ক'রে দেবে। বৃদ্ধিটি যে পরিমাণ দেওয়া সম্ভব সেই পরিমাণ উত্তমর্ণকে দিয়ে দেবে ।। ১৫৫ ।।

চক্রবৃদ্ধিং সমারূঢ়ো দেশকালব্যবস্থিতঃ।
অতিক্রামন্ দেশকালৌ ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ।। ১৫৬।।

অনুবাদ ঃ দেশ এবং কাল অনুসারে যদি কোনও ব্যক্তি **চক্রবৃদ্ধি** ('contract to carry goods by a wheeled carriage for money') স্বীকার ক'রে নির্দিষ্ট দেশ এবং নির্দিষ্ট কাল লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি সেই স্বীকৃত বৃদ্ধি দেবে না । ['আমি বরাণসী

যাব, আমার ভাণ্ডটি (এই দ্রব্যটি তোমার শকটে) নিয়ে যাবো, এই পরিমাণ বৃদ্ধি (ভাড়া) দেব' এই রকম স্বীকার ক'রে কান্তার, নদীসন্তরণ, রাষ্ট্রোপপ্লব প্রভৃতি কারণবশতঃ যদি সেখানে যাওয়া না ঘটে, তার গন্তব্য স্থানের পূর্ব স্থান থেকেই ফিরে আসে তা হ'লে যে পরিমাণ বৃদ্ধি স্থির করা হয়েছিল তা (সমগ্রভাবে) দিতে বাধ্য করা চলবে না। কারণ, সেই গন্তব্য স্থানটি পর্যন্ত যারা বহন ক'রে নিয়ে যায়, তারা যে পরিমাণ বৃদ্ধি (ভাড়া) পেয়ে থাকে এবং তারা যদি সে পর্যন্ত না যায় তাদেরও প্রাপ্য হতে পারে কিভাবে? দীর্ঘ পথ ভার বহন করিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে শকটবাহী পশুগুলির দারুণ ক্লেশ হয়, ঐ শকট এবং পশুর যে স্বামী তারও ঐগুলি আবদ্ধ হ'য়ে থাকায় সময় নষ্ট হ'য়ে থাকে। কাজেই তার জন্য যে বৃদ্ধি (ভাড়া বা মাশুল) ঠিক করা হয় তা উভয়েরই উপকারে আসে। কিন্তু ঐ পশুগুলি যদি শীঘ্র ফিরে আসে , তা হ'লে তারা অন্য কাজে প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রভুর উপকার সম্পাদন করতে পারবে। এটাই এস্থানে 'অতিক্রম' (দেশাতিক্রম)।

এইরকম কালাতিক্রমও হতে পারে; -যেমন,-'তোমার বলদগুলি এক মাস আমার ভার বহন করতে থাকুক, তাতে তোমায় এই পরিমাণ বৃদ্ধি (ভাড়া) দেওয়া হবে', এইভাবে বৃদ্ধি স্বীকার করবার পর যদি একপক্ষ কাল পরে সেগুলি ফিরে আসে, তা হলে অধমর্ণ সে স্থানে " চক্রবৃদ্ধিং সমারূঢ়ঃ"=যে চক্রবৃদ্ধি স্বীকার করেছিল যাতে "দেশকালৌ ব্যবস্থিতৌ"= দেশ অর্থাৎ দূরপথ বহন করা এবং কাল (অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দণ্ড, দিন, পক্ষ মাস প্রভৃতি) পূর্বোক্ত প্রকারে সংশ্লিষ্ট রয়েছে. "দেশকালৌ অতিক্রামন্"= পূর্বোক্তভাবে যদি অধমর্ণটি দেশ এবং কাল অতিক্রম করে অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার না করে তা হ'লে "তৎফলং"=ঐ বৃদ্ধিরূপ ফলটি "ন অপ্নুয়াৎ"=স্বীকার করবে না অর্থাৎ দেবে না।] ।। ১৫৬ ।।

সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি।। ১৫৭।।

অনুবাদ ঃ স্থলপথে ও জলপথে ['সমুদ্রযান' কথাটি যাত্রামাত্রেরই উপলক্ষণ] গমনকুশল দেশকালার্থদর্শী বণিকেরা এরকম ক্ষেত্রে যেরকম বৃদ্ধি (ভাড়া) নির্ধারণ ক'রে দেবেন সেই বৃদ্ধিই বাহকদের প্রাপ্য হিসাবে প্রমাণ হবে ['দেশকালার্থদর্শিনঃ'= 'এই প্রদেশ পর্যন্ত এলে এই পরিমাণ অর্থ (বৃদ্ধি) লাভ হ'বে, 'এই সময় পর্যন্ত ' এইরকম লাভ হবে - এসব যারা জানে; কেবলমাত্র সমুদ্রযানে নিপুণ কর্ণধার প্রভৃতিই যে প্রমাণ হবে, তা নয়।] ।। ১৫৭।।

যো যস্য প্রতিভূস্তিষ্ঠেদ্ দর্শনায়েহ মানবঃ।
অদর্শয়ন্ স তং তস্য প্রযচ্ছেৎ স্বধনাদৃণম্।। ১৫৮।।

অনুবাদ ঃ যে লোক যার পক্ষে দর্শনপ্রতিভূ (surety for appearance) হবে অর্থাৎ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় উপস্থিত হ'লে 'আমি অধমর্ণকে আপনার কাছে উপস্থিত করিয়ে দেবো' - এই ভাবে যে উত্তমর্ণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, যে যদি কার্যকালে অধমর্ণকে উত্তমর্ণের কাছে উপস্থিত করাতে না পারে , তবে ঐ প্রতিভূ(surety) নিজের ধন থেকে উত্তমর্ণের প্রাপ্য সমস্ত ধন পরিশোধ করে দেবে । [ঋণ দান করবার বিষয়ে বিশ্বাস করে ঋণ দেওয়ার কারণ দুই প্রকার— প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন কিংবা আধি (বন্ধকী দ্রব্য)। এদের মধ্যে প্রতিভূ সম্বন্ধে এই বচনটি (শ্লোকটি) বলা হয়েছে। প্রতিভূ (জামিন) তিন প্রকার, -দর্শন-প্রতিভূ, প্রত্যয়-প্রতিভূ এবং দান-প্রতিভূ। এদের মধ্যে 'দর্শন-প্রতিভূ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যে লোক যে ব্যক্তিকে দেখাবার (কার্যকালে উপস্থিত করবার) জন্য জামিন হয়, এবং আমি এই ব্যক্তিকে অমুক সময়ে অমুক স্থানে দেখিয়ে দেব (উপস্থিত করে দেব), সে লোক যদি তা করতে না পারে, তা হলে

"স্বধনাৎ"=নিজ ধন থেকে "তস্য ঋণং"=সেই উত্তমর্ণের ঋণ "প্রযতেৎ'= মিটিয়ে দিতে যত্ন করবে অর্থাৎ মিটিয়ে দেবে। এখানে যে 'ঋণ' শব্দটি আছে তার দ্বারা সকলপ্রকার ব্যবহার (বিবাদ বা মোকদ্দমা) উপলক্ষিত হয়েছে; সুতরাং মামলা- মোকদ্দমায় যতপ্রকার অর্থ বিবাদবস্তু হবে ঐ প্রতিভূ দিতে বাধ্য থাকবে। গালাগালি কিংবা সংগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ক মামলায় অর্থদণ্ডেরও উল্লেখ থাকবে- "যদি সে ব্যক্তিকে হাজির করতে না পারি তা হ'লে এত পণ আমি দিতে বাধ্য থাকব"। আর ঐপ্রকার 'পণপরিভাষা' করা যদি না হয় তা হ'লে যা রাজদণ্ড হবে তা দিতে বাধ্য করতে হবে। শারীরিক দণ্ডস্থলে নিগ্রহ কিংবা তার সুবর্ণাদি বিক্রয় করে নিতে হবে।। ১৫৮ ।।

প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি।। ১৫৯।।

অনুবাদ ঃ 'দর্শন-প্রতিভূ' হওয়ার জন্য দেয় ধন [প্রতিভূর কাজকে বলে প্রাতিভাব্য], পরিহাসাদিবশতঃ ভণ্ড প্রভৃতিকে প্রতিশ্রুত ধন, সুরাপান বা পাশখেলা নিমিত্ত দেয় ধন, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে তার সমগ্র বা আংশিক দেয় ধন, এবং কোনও মাশুলের সমগ্র বা আংশিক দেয় ধন, - পিতা যদি এই সকল দেয় ধন না দিয়ে মারা যায় তা হ'লে পুত্রকে তা দিতে হবে না [প্রতিভূর কর্মকে বলা হয় প্রাতিভাব্য;-প্রতিভূর পক্ষে কর্তব্য অথবা অন্যের ঋণ শোধ করা প্রভৃতি যার জন্য প্রতিভূ দায়ী হয়, তাকে বলে 'প্রাতিভাব্য'। 'অর্হতি'='অর্হতা' শব্দের অর্থ 'যোগ্যতা'; তা এই বচনটিতে নিষেধ করা হচ্ছে। আর ঐ প্রকার যোগ্যতা নিষিদ্ধ হ'লে অধিকারও নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়। সুতরাং যে লোক দেওয়ার অধিকারী নয় সে তা দেবে না; এইজন্য ওটি দেওয়া উচিত নয়, এই কথা ব'লে দেওয়া হল। 'অর্হতি' এই রকম ক্রিয়াপদ থাকলে সর্বত্র এই রকম অর্থ হবে। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, পুত্রের পক্ষে পিতার দেয় প্রাতিভাব্য প্রভৃতি অর্থ দেওয়ার প্রসক্তি কোথায় (যার জন্য তার নিষেধ করা হচ্ছে)? কারণ, পিতা ত ঐ ঋণ গ্রহণ করে নি । এরকম বলায় দোষ হবে না; কারণ, ব্যক্তি যা দেবে ব'লে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে সেটি তার পক্ষে ঋণরূপে গৃহীত হ'লে যে ফল হত এটি তারই সমান হ'য়ে থাকে; এইজন্য বলা হয়, সে তা (ঋণরূপে) গ্রহণই করেছে । এইজন্য ঐগুলি সেইভাবে নিশ্চিত (প্রাপ্ত) হচ্ছে ব'লে তার নিষেধ করা হচ্ছে।

"বৃথাদানং", পরিহাসাদিবশতঃ যে দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়; যেমন,-'তুমি এই কাজটি কর, কাজটি সম্পন্ন হ'লে আমি এই অর্থ অথবা দ্রব্য দেব'। পরে সেই কাজটি সেই লোকটির দ্বারা নিষ্পাদিত হ'লে পিতা যদি সেই প্রতিশ্রুত অর্থ বা দ্রব্য না দেয় তা হ'লে পুত্র তা দিতে বাধ্য থাকবে না। স্তাবকগণের প্রতি পরিহাসচ্ছলে প্রতিশ্রুত পারিতোষিক প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। 'আমি ঐ বণিক্‌টির কাছ থেকে এই লোকটিকে এই পরিমাণ ধন বা দ্রব্য দেওয়াব'-এইভাবে পিতা যদি কারও কাছে কিছু প্রতিশ্রুত হয়, তারপর সেই বণিকটি যদি সেখানে না থাকে এবং পিতাও মারা যায় তা হ'লে পুত্র তা দিতে বাধ্য থাকবে না । "আক্ষিকম্"-অক্ষ (দ্যূতক্রীড়া) যার কারণ;-সেই কারণবশতঃ পিতা জুয়াড়ীর কাছে যা ধারে কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে ঐ জুয়া খেলার জন্য যা গ্রহণ করে, তা দেওয়া পুত্রের পক্ষে নিষেধ করা হচ্ছে । যে লোক আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ ক'রে জুয়াখেলার আড্ডাতেই শোয়া, বসা, বিহার করায় আবদ্ধ থাকায় সকলের নিকট জুয়াখেলাপ্রসক্ত বলে প্রসিদ্ধ, তার যে ঋণ তাকে 'আক্ষিক ' ব'লে নিশ্চয় করতে পারা যায়। সুরাপান-জন্য যে ঋণ তা 'সৌরিক' । এখানে 'সুরা' শব্দটি মত্ততাজনক সকলরকম দ্রব্যকেই বোঝাবার জন্য প্রযুক্ত

হয়েছে। সুতরাং-যে লোক পানশৌণ্ড অর্থাৎ অত্যন্ত মদ্যপ, তার ঋণ শোধ করা পুত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ।

অর্থদণ্ড এবং শুল্কের অবশিষ্টাংশ;-যে স্থানে পিতা অর্থদণ্ডের কিয়দংশ কিংবা শুল্কের কিয়দংশমাত্র দিয়েছে কিন্তু সমস্ত অংশটি দেয় নি সেইরকম দণ্ডাংশ এবং শুল্কাংশ দেওয়া পুত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ। পিতা যা কিছু যেটুকু দিয়েছে কেবল সেই পরিমাণমাত্র পুত্রকে দিতে বাধ্য করা যায়। এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যেও সাধারণভাবে এইরকম বলা হয়েছে ;-"পিতার প্রতিভূত্বনিমিত্তক দেয়, বণিক্ শুল্ক, মদ, দ্যূত এবং অর্থদণ্ড এগুলি পুত্রগণের উপর পড়বে না"। এস্থানে বিকল্প হবে। অপরাধ যদি গুরুতর হয়, পৈতৃক ধনও যদি প্রচুর থাকে, তবে অবশিষ্ট অংশটি দেওয়া নিষিদ্ধ নয়। শুল্ক সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। যদি অতি অল্প ধনযুক্ত হয় তা সবটাই দেওয়া নিষিদ্ধ।] ।। ১৫৯ ।।

দর্শনপ্রাতিভাব্যে তু বিধিঃ স্যাৎ পূর্বচোদিতঃ।
দানপ্রতিভুবি প্রেতে দায়াদানপি দাপয়েৎ।। ১৬০।।

অনুবাদ ঃ পিতা কোনও ব্যক্তির দর্শনপ্রতিভূ (surety for appearance) হ'লে তার পুত্রের পক্ষে পূর্বোক্ত বিষয়টি প্রযোজ্য হবে, কিন্তু দান-প্রতিভূ অর্থাৎ মালজামিন (surety for payment) সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পিতা যদি কারোর দানপ্রতিভূ বা মালজামিন থেকে মারা যায়, তবে পুত্রাদি দায়াদগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হবে ।। ১৬০ ।।

অদাতরি পুনর্দাতা বিজ্ঞাতপ্রকৃতাবৃণম্।
পশ্চাৎ প্রতিভুবি প্রেতে পরীপ্সেৎ কেন হেতুনা।। ১৬১।।
নিরাদিষ্টধনশ্চেত্তু প্রতিভূঃ স্যাদলংধনঃ।
স্বধনাদেব তদ্দদ্যান্নিরাদিষ্ট ইতি স্থিতিঃ।। ১৬২।।

অনুবাদ ঃ কিন্তু দর্শন-প্রতিভূ এবং প্রত্যয়-প্রতিভূ (surety other than for payment) যদি অধমর্ণের কাছ থেকে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধের যোগ্য কোনও ধন নিয়ে তা না দিয়ে (অর্থাৎ ঐরকম প্রতিভূ হয়েই) মারা যায়, তাহ'লে পরে উত্তমর্ণ কি ভাবে তা পাবে? কারণ, তার পুত্রেরা তা দিতে বাধ্য নয়। [এই শ্লোকটিতে সন্দেহযুক্ত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে পরের শ্লোকটিতে তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে। সন্দেহের কারণটি "অদাতরি বিজ্ঞাতপ্রকৃতৌ" এই অংশে বলা হয়েছে। সপ্তম্যন্ত পদগুলি সমানাধিকরণ; সেগুলির ব্যাখ্যা,-"অদাতরি"= প্রতিভূ যদি ঋণ শোধ না করে, অথচ "বিজ্ঞাতপ্রকৃতি', তা হ'লে উত্তমর্ণ কোন্ উপায়ে সেই ঋণটি "পরীপ্সেত"= পেতে চেষ্টা করবে- সে কি কেবল নিজে চেষ্টা করবে, না ঐ প্রতিভূর পুত্রকেও নিযুক্ত করবে? (প্রশ্ন)-সন্দেহের কারণ কি? (উত্তর) -যেহেতু আগে বলা হয়েছে, দানপ্রতিভূ মারা গেলে তার পুত্রগণ সে ঋণ দিতে বাধ্য; সুতরাং অন্যপ্রকার প্রতিভূ মারা গেলে তার পুত্রগণের তার সাথে সম্পর্ক কি? "বিজ্ঞাতপ্রকৃতৌ"-ঋণ শোধ করবার কারণ রয়েছে; যেহেতু সে প্রতিভূ হবার জন্য অধমর্ণের কাছ থেকে ধন গ্রহণ করেছে, এটি নিরূপিত হয়েছে; কাজেই এখানে ঐ ঋণের সাথে প্রতিভূর পুত্রগণের সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করবার জন্য ধন দিয়েছে । মূল শ্লোকে যে "পুনঃ" শব্দটি আছে তার দ্বারা পূর্ববর্ণিত বিষয়টির সাথে এর বিশেষত্ব (পার্থক্য) বলা হ'ল। দানপ্রতিভূর পুত্রেরই যদি ঐ ঋণের সাথে সম্বন্ধ হয় তা হ'লে যে ব্যক্তি অ-দানপ্রতিভূ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দানপ্রতিভূ নয় কিন্তু অন্যপ্রকার প্রতিভূ, সে মৃত

হ'লে -"দাতা"= উত্তমর্ণ, "পশ্চাৎ"= উত্তরকালে। "পরীপ্সা"= পাবার ইচ্ছা।]।।১৬১।।

পূর্বশ্লোকের প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে - যদি দর্শন-প্রতিভূ বা প্রত্যয়প্রতিভূ অধমর্ণের কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের যোগ্য পর্যাপ্ত ধন গ্রহণ ক'রে মৃত হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ প্রতিভূর পুত্র উত্তমর্ণকে তার যা প্রাপ্য তা নিজ ধন থেকে দিয়ে দেবে। [নিরাদিষ্ট শব্দের অর্থ 'নিসৃষ্ট' অর্থাৎ নিজের ধন থেকে প্রদত্ত, যেমন, 'তুমি আমার প্রতিভূ হও, তার জন্য এই ধন তোমার জ্ঞাতসারে রাখা হ'ল, আমি যদি উত্তমর্ণকে না দেই, আমার কাছ থেকে নিয়ে তুমি তা পরিশোধ করবে'। অলংধনঃ অর্থাৎ পর্যাপ্ত ধন অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করার মতো পর্যাপ্ত ধন যার আছে; যে পরিমাণ ধন উত্তমর্ণকে দিতে হবে তা পরিপূর্ণভাবে যে প্রতিভূ-কে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে যদি অতি অল্পপারিমাণ ধন দেওয়া হয়, অথচ যা পরিশোধ করতে হবে তার পরিমাণ অনেক বেশী, তাহ'লে তা দিতে বাধ্য করা চলবে না । আগের শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এখানে তারই উত্তর। এরকম ক্ষেত্রে অ-দানপ্রতিভূ যদি মারা যায়, তা হ'লে নিরাদিষ্ট অর্থাৎ ঐ ভাবে নিরাদিষ্ট ধন হ'লে তার পুত্রকে তার নিজ ধন থেকে তা দিতে বাধ্য করা হবে। এখানে 'নিরাদিষ্ট' শব্দের অর্থ 'নিরাদিষ্টের পুত্র'; কারণ, তার কথাই এখানে আলোচিত হচ্ছে। যে লোক সাক্ষাৎপ্রতিভূ সে তো ওটি দিতে বাধ্য, কারণ, সে প্রতিভূ হয়েছে। 'ইতি স্থিতিঃ' অর্থাৎ এ-ই হ'ল শাস্ত্রের মর্যাদা; চিরকালই চলে আসছে ।] ।। ১৬২ ।।

মত্তোন্মত্তার্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা।
অসংবদ্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি।। ১৬৩।।

অনুবাদ ঃ মত্ত (মদ্যাদিপানে মত্ত) , উন্মাদরোগগ্রস্ত, আর্ত (অর্থাৎ ধননাশ কিংবা বন্ধুনাশ প্রভৃতিতে কিংবা ভয়ে অভিভূত), অধ্যধীন (গর্ভদাস, পুত্র, শিষ্য এবং ভার্যা), বাল (ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নি এমন নাবালক), স্থবির (বয়সের আধিক্যে যার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে) - এরা নিযুক্ত না হ'য়ে নিজের ইচ্ছানুসারে যে ব্যবহার করবে তা সিদ্ধ অর্থাৎ আইন সঙ্গত হবে না অর্থাৎ তা 'বাজে' ব'লে গণ্য হবে। [এখানে ব্যবহার শব্দটি যে কোনও কাজের বোধক । সুতরাং দান, বন্ধক, বিক্রয়, দলিল প্রভৃতি যা কিছু এদের দ্বারা সম্পাদিত হয় তা সিদ্ধ হয় না, ফলে সেগুলি করা হ'লেও অগ্রাহ্য ।] ।। ১৬৩ ।।

সত্যা ন ভাষা ভবতি যদ্যপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা।
বহিশ্চেদ্ভাষ্যতে ধর্মান্নিয়তাদ্ব্যাবহারিকাৎ।। ১৬৪।।

অনুবাদ ঃ কোনও ভাষা ('এই কাজ আমি করব' এইরকম বাক্য, অর্থাৎ 'চুক্তি') যদি লিপিবদ্ধ করা হয় (অর্থাৎ লেখ্যাদির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়), তবুও তা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা চিরন্তন আচার-বহির্ভূত হয়, তবে তা সত্য ব'লে গ্রাহ্য হবে না অর্থাৎ তা অগ্রাহ্য হবে ।। ১৬৪ ।।

যোগাধমেন বিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহম্।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎসর্বং বিনিবর্তয়েৎ।। ১৬৫।।

অনুবাদ ঃ ছলপূর্বক কোনও জিনিস যদি বন্ধক দেওয়া [যোগ = ছল; সেই ছলপূর্বক যে আধমন = বন্ধক রাখা], বিক্রয় করা, দান করা ও প্রতিগ্রহ করা হয়, অথবা উপধি [অর্থাৎ নিক্ষেপ বা গচ্ছিত] প্রভৃতি যে কোনও কাজ যদি ছলপূর্বক করা হয়, সেই সব স্থানে [অর্থাৎ কোনও একজনকে ফাঁকি দেওয়ার মতলব আছে বুঝলে] রাজা (বা প্রাড়্বিবাক্) ঐ সব ছলপূর্বক অনুষ্ঠিত কাজ অসিদ্ধ ব'লে আদেশ দেবেন [অর্থাৎ ঐ গুলিকে প্রামাণরূপে গ্রহণ করবেন না এবং যে ব্যক্তি ঐসব কাজ করে বা করায় তাকে দণ্ডিত করবেন]।।১৬৫ ।।

গ্রহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থে কৃতো ব্যয়ঃ।
দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎ স্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ।। ১৬৬।।

অনুবাদ : যদি কোনও গৃহস্বামী বিভিন্ন পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্য ঋণ ক'রে তা শোধ করার পূর্বেই মারা যায়, তা হ'লে ঐ গৃহস্বামীর পুত্রপৌত্রাদি-স্বজনেরা বিভক্ত হ'য়ে গেলেও সেই ঋণ নিজ নিজ ধন থেকে শোধ করতে বাধ্য ।। ১৬৬।।

কুটুম্বার্থেঽধ্যধীনোঽপি ব্যবহারং যমাচরেৎ।
স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্ন বিচালয়েৎ।। ১৬৭।।

অনুবাদ : প্রভু স্বদেশেই থাকুন বা বিদেশেই থাকুন, তাঁর কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁর ভ্রাতা প্রভৃতি দূরে থাকুক, এমন কি তাঁর ভৃত্যও (অধ্যধীনঃ = গৃহের ভৃত্য) যদি ঋণ গ্রহণ, বা ব্যবহার- সম্পাদন করে [অর্থাৎ গবাদি পশুর বিক্রয়, ক্ষেত-মাঠ প্রভৃতি বাঁধা দেওয়া, ভূমিকর্ষণের জন্য ঋণাদি গ্রহণ প্রভৃতি ব্যবহার করে,] তবে ঐ গৃহস্বামী ঐ ঋণটি অবশ্যই পরিশোধ করবে ।। ১৬৭ ।।

বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্ যচ্চাপি লেখিতম্।
সর্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্মনুরব্রবীৎ।। ১৬৮।।

অনুবাদ : যা দান করা উচিত নয় তা যদি বলপূর্বক অর্থাৎ জোর ক'রে দান করা হয়, যা ভোগ করা উচিত নয় তা যদি বলপূর্বক ভোগ করা হয়, কিংবা বলপূর্বক যদি কিছু লিখিয়ে নেওয়া হয়, তা হ'লে সেগুলি সব অর্থাৎ যা কিছু বলপূর্বক করা হয় তা সবই অকৃত-অসিদ্ধ, একথা মনু বলেছেন।

[বালক, অস্বতন্ত্র, এবং অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কৃত এবং ছলকৃত 'ব্যবহার' যেমন প্রমাণ নয়, সেইরকম যা বলপূর্বক কৃত তাও প্রমাণ নয় । বলপূর্বক কৃত সকল প্রকার কাজেই বাধা দেওয়া কর্তব্য, এই এখানে বিধি; আর ভুক্ত , দত্ত এবং লেখিত এগুলি সব এর উদাহরণমাত্র। "বলাদ্দত্তম্".-অনুপযুক্ত ক্ষেত, বাগান প্রভৃতি যার ভার বহন করতে দেওয়া হয়, সুদ পাবার অভিলাষে জোর করে যে ধন গছিয়ে দেওয়া হয়, অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে দিয়ে যে ভারবহনাদি করান হয়, বাড়ীতে এনে বিক্রেতাকে যে মূল্য দেওয়া হয়। "লেখিতম্" =দলিলপত্রাদি লিখিয়ে নেওয়া,-। "সর্বান্" = এই প্রকার অন্যান্য সব কাজও অনর্থক হবে। এই বিষয়টি পূর্বে "যোগাধমেন বিক্রয়ম্" এইস্থলে ভালভাবে বিবৃত করে দেওয়া হয়েছে। এখানেও ছলমূলক বলসাধ্য কাজকে পৃথক্‌ভাবে নিষিদ্ধ করবার জন্য দুইটি শ্লোক রচনা ক'রে একই কথা ব'লা হল। মানুর শ্লোক রচনা বিচিত্র রকমের। মত্ত, উন্মত্ত, আর্ত, অধ্যধীন, বালক এবং বৃদ্ধ এরা সব যা করে, বলপূর্বক ও ছলপূর্বক যা করা হয় এবং 'অসম্বদ্ধ' (অনধিকারী) ব্যক্তি যা করে সেগুলি সব সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ প্রমাণ ব'লে মোটেই গণ্য হয় না।] ।। ১৬৮।।

ত্রয়ঃ পরার্থে ক্লিশ্যন্তি সাক্ষিণঃ প্রতিভূঃ কুলম্।
চত্বারস্তূপচীয়ন্তে বিপ্র আঢ্যো বণিঙ্ নৃপঃ।। ১৬৯।।

অনুবাদ : সাক্ষী, প্রতিভূ অর্থাৎ জামিনদার এবং বিচারক এই তিনজন পরের জন্য কষ্ট ভোগ করে; আর, বিপ্র, ধনী, বণিক্ এবং রাজা এই চার ব্যক্তি পর থেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

[অন্যে যদি এসে প্রার্থনা করে তবেই বিচারক প্রভৃতির ব্যবহারনিরূপণ (বিচার), সাক্ষ্যদান এবং জামিনদারি করা কর্তব্য, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে হঠকারিতায় ঐরকম করা উচিত নয়।

কাজেই ওরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ঐ কাজ করে, তা হ'লে তা প্রমাণ হবে না। অথবা শ্লোকটির অর্থ এইরকম হবে,-এরা পরের কাজ করতে গিয়ে ক্লেশ পেয়ে থাকে ; এদের তাতে স্বার্থের গন্ধমাত্রও নেই। এইজন্য এদের বলপূর্বক ঐ কাজে প্রবৃত্ত করা উচিত নয় । ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক দানগ্রহণাদির জন্য অনুরুদ্ধ হ'লে ধনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। এজন্য অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকে জোর ক'রে দান গ্রহণ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। এইরকম "আঢ্য" অর্থাৎ কুসীদবৃত্তি ধনী ব্যক্তিকে এই ব'লে প্রযোজিত করা উচিত নয় যে 'আপনি আমাকে না দিয়ে অন্যকে সুদের জন্য টাকা ধার দিয়েছেন কেন'? অথবা, প্রবল ধনীর এরকম করা উচিত হবে না যে, কেউ যদি ইচ্ছা না করে তা হ'লে তাকে 'তুমি এই টাকা নাও, খরচ কর' এভাবে ঋণ গছিয়ে দেওয়া। কারণ, অন্য লোক যদি এদের কাছে টাকাকড়ি ধার চায় তবেই এদের অর্থবৃদ্ধি ঘটে, জোর করে টাকাকড়ি গছিয়ে দিলে তা হয় না, যেহেতু ঐরকম করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ রয়েছে। এইরকম 'বণিক্' অর্থাৎ পণ্যজীবী; তারও ঐ কুসীদজীবীর মতো কাউকে বিক্রেয় দ্রব্য গছিয়ে দেওয়া উচিত নয় । "নৃপঃ"=রাজা; রাজদণ্ড (অর্থদণ্ড) প্রয়োগ ক'রে তা গ্রহণকরত বৃদ্ধিলাভ করেন; কিন্তু কাউকে মামলা করতে উৎসাহিত করত অর্থদণ্ড বিধানপূর্বক তা আদায় করার চেষ্টা করা রাজার উচিত নয়।] ।। ১৬৯ ।।

অনাদেয়ং নাদদীত পরিক্ষীণোঽপি পার্থিবঃ।
ন চাদেয়ং সমৃদ্ধোঽপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ।। ১৭০।।

অনুবাদ ঃ রাজার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ক্ষীণ হ'লেও যা তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা উচিত নয় সেরকম শুল্কাদি যেন তিনি গ্রহণ না করেন। পক্ষান্তরে, রাজা বহু ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন হ'লেও অতি অল্প পরিমাণ যে কর অথবা শুল্কাদি তাও উপেক্ষা ক'রে ছেড়ে দেওয়া তাঁর উচিত নয়।

[শাস্ত্রানুমোদতি কর, অর্থদণ্ড, শুল্ক প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোনরকম অর্থ পুরবাসীর কাছ থেকে গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য নয়, তা তাঁর কোশবল যতই ক্ষয়প্রাপ্ত হোক্ না কেন। আবার, শাস্ত্রানুমোদিত ন্যায়সঙ্গত পথে রক্ষা-ভৃতির ধনাদি যা এসে উপস্থিত হয় তা যতই সূক্ষ্ম (অল্প) হোক্ না কেন, তা কার্যাপণমাত্র হ'লেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এইজন্য এইরকম উক্ত হয়েছে "উইটিপি যেমন তুচ্ছ অসার বস্তুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় রাজাও সেইভাবে কোষবৃদ্ধি করবেন"।] ।। ১৭০ ।।

অনাদেয়স্য চাদানাদাদেয়স্য চ বর্জনাৎ।
দৌর্বল্যং খ্যাপ্যতে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ নশ্যতি।। ১৭১।।

অনুবাদ ঃ যা আদায় করা উচিত নয় তা আদায় করলে এবং যা আদায় করা উচিত ত্যাগ করলে রাজার দুর্বলতা প্রচারিত হয়, তাতে রাজা ইহলোক এবং পরলোক উভয় থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েন।

[যা আদায় করা অনুচিত তা 'অনাদেয়'। 'অর্হ'-অর্থ কৃত্য। এতে রাজার "দৌর্বল্যং খ্যাপ্যতে'=দুর্বলতা প্রচারিত হয়, - 'এই রাজা আমাদের দণ্ডিত করছেন অথচ চোর, দস্যু, সামন্ত প্রভৃতিকে পরাজিত কিংবা দণ্ডিত করতে পারেন না', এইভাবে প্রজারা রাজার দুর্বলতা প্রচার করে। অন্য কতকগুলি রাষ্ট্রবাসী নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করে। পূর্বোক্ত কারণে যে রাজার প্রকৃতিবর্গ বিরক্ত হ'য়ে আছে, তাঁর ধ্বংস উপস্থিত হয়। অনাদেয়ের আদানে ইহলোক এবং অন্যায় দণ্ডদানে পরলোক নষ্ট হয়।]।। ১৭১ ।।

স্বাদানাদ্বর্ণসংসর্গাৎ ত্ববলানাঞ্চ রক্ষণাৎ।
বলং সংজায়তে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ বর্দ্ধতে।। ১৭২।।

অনুবাদ ঃ রাজা যদি নিজের ন্যায়সঙ্গত অর্থ আদায় করেন, সমানবর্ণের লোকদের সম্বন্ধ ঠিক বজায় রাখেন অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর হ'তে না দেন, এবং দুর্বল ব্যক্তিদের রক্ষা করেন, তা হ'লে তাঁর শক্তি বাড়তে থাকে।

[**"স্বাদানাৎ"**=ন্যায়াগত যে 'স্ব' (ধন) তা আদায় ক'রে; অথবা "সু-আদানাৎ"= শোভনভাবে আদায় ক'রে। যা সঙ্গত তাই এখানে 'সু' অর্থাৎ শোভন। **"বর্ণসংসর্গাৎ"**= বর্ণদ্বয়ের সংসর্গ অর্থাৎ সমানজাতীয় ব্যক্তিদের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ। সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ হ'ল উভয়াশ্রিত; এখানে সম্বন্ধের আশ্রয় যে কে তা উল্লিখিত হয় নি , কিন্তু 'বর্ণে'র উল্লেখ করা হয়েছে; কাজেই একেই এখানে গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ সমানবর্ণের সম্বন্ধ, এইরকম অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। যারা অবান্তরজাত অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর তাদের সাথে যে সংসর্গ তাকে 'বর্ণসংসর্গ' বলা সঙ্গত নয়। কেউ কেউ এখানে নঞ্‌যুক্ত পাঠ স্বীকার করেন; তা হ'লে "বর্ণাসংসর্গাৎ" এইরকম হয়। মোটের উপর বর্ণসঙ্করবিষয়ক যে নিষেধ আছে তারই অনুবাদস্বরূপ। **"দুর্বলানাং চ রক্ষণাৎ"**= যারা দুর্বল তারা প্রবল বিদ্বেষিগণ(শত্রুগণ)কর্তৃক যদি আক্রান্ত হয় তাদের রক্ষা করায় "রাজ্ঞো বলং সঞ্জায়তে"=রাজার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ন্যায়বিচার করা রাজার কর্তব্য এবং অন্যায় দণ্ড বিধান করা কর্তব্য নয়, এই সম্বন্ধে অর্থবাদরূপ কয়েকটি শ্লোক বলা হবে ।]।। ১৭২ ।।

তস্মাদ্ যম ইব স্বামী স্বয়ং হিত্বা প্রিয়াপ্রিয়ে।
বর্তেত যাম্যয়া বৃত্ত্যা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১৭৩।।

অনুবাদ ঃ অতএব রাজা জিতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রিয়-অপ্রিয় পরিহার ক'রে স্বয়ং যমের মতো সমদর্শন অবলম্বন ক'রে ব্যবহার করবেন। ।। ১৭৩ ।।

যস্ত্বধর্মেণ কার্যাণি মোহাৎ কুর্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাৎ তং দুরাত্মানং বশে কুর্বন্তি শত্রবঃ।। ১৭৪।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা মোহবশত অধর্মপূর্বক অর্থাৎ অন্যায়পূর্বক বিচারাদি কাজ ক'রে থাকেন শত্রুরা অতি শীঘ্র সেই দুরাত্মা নরপতিকে অভিভূত ক'রে ফেলে।

[অধর্মপূর্বক অর্থাৎ অন্যায়পূর্বক যে রাজা কাজ করতে নিরত, তিনি মোহে আবিষ্ট হ'য়ে ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে থাকেন । তাঁর সেই অধর্ম থেকে এইরকম ফল প্রকাশ পায়, —তাঁর প্রকৃতিবর্গ তাঁর প্রতি বিরাগযুক্ত হয় ব'লে শত্রুরা তাঁকে অভিভূত করে। যে সমস্ত প্রকৃতি ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত এবং অবমানিত হয় তারা রাজার প্রতি বিরাগসম্পন্ন হ'য়ে থাকে; তখন রাজার শত্রুরা তাদের নিজপক্ষে নিয়ে যায়। আর তার ফলে তারা রাজাকে বহুবার **"বশে কুর্বন্তি"**=বশ করে অর্থাৎ দণ্ডিত করে, বন্ধন করে, এমন কি মেরে ফেলে এবং রাষ্ট্র লুণ্ঠন করে । এই অর্থই এখানে 'বশ করা' এই কথাটির দ্বারা বলা হয়েছে ।। ১৭৪ ।।]

কামক্রোধৌ তু সংযম্য যোঽর্থান্ ধর্মেণ পশ্যতি।
প্রজাস্তমনুবর্তন্তে সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।। ১৭৫।।

অনুবাদ ঃ পক্ষান্তরে, যে রাজা কামক্রোধ সংযত ক'রে ধর্মানুসারে ব্যবহার দর্শন করেন, সকল নদী যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে প্রজারাও সেইরকম তাঁকে আশ্রয় ক'রে থাকে।

[**"সিন্ধবঃ"** =নদী সমূহ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে এবং সমুদ্রকে আশ্রয় করেই তার প্রতি

অনুরাগসম্পন্ন হ'য়ে তন্ময় হ'য়ে থাকে, তা থেকে আর নিবৃত্ত হয় না, সেইরকম রাজা যদি কামক্রোধ জয় ক'রে ব্যবহার করেন, তা হ'লে প্রজারা সেই রাজার সাথে এক হ'য়ে যায়]।। ১৭৫।।

যঃ সাধয়ন্তং ছন্দেন বেদয়েদ্ ধনিকং নৃপে।
স রাজ্ঞা তচ্চতুর্ভাগং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ ধনম্।। ১৭৬।।

অনুবাদ ঃ কোন উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট থেকে পূর্বোক্ত নিয়মে ইচ্ছামত নিজ ধন আদায় করতে থাকলে, যদি সেই ঋণী ব্যক্তিটি রাজার নিকট নালিশ করে, তা হলে রাজা তাকে ঋণের চতুর্থভাগ দণ্ডিত করবেন এবং সেই ঋণও পরিশোধ করতে বাধ্য করবেন।

["ছন্দ"=ইচ্ছা। সুতরাং রাজাকে না জানিয়ে উত্তমর্ণ যদি পূর্বোক্ত চারপ্রকার উপায়ে নিজ ইচ্ছানুসারে ধন আদায় করতে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই ধনিককে যদি অধমর্ণটি রাজপুরুষগণকে অনুরোধ ক'রে তাদের সাহায্যে বিচারালয়ে উপস্থিত করায় এবং পরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেই অধমর্ণটি যদি স্বীকার করে -'হাঁ, আমি এর নিকট ধারি' তা হ'লে রাজা তার প্রতি ঋণের চতুর্থভাগ দণ্ড বিধান করবেন। যত টাকা ধার করেছে, তার চতুর্থভাগ দণ্ড হবে। যদি সাকল্যে একশ টাকা ধারে তা হলে পঁচিশ টাকা দণ্ড হবে এবং একশ টাকা সেই ধনীকে দেওয়াতে হবে। এস্থানে এরকম ভ্রম করা সঙ্গত হবে না যে, একশ টাকা রাজার আর বাকী পঁচিশ টাকা উত্তমর্ণ পাবে; কারণ, এরকম হ'লে ধনিকের প্রতিই দণ্ডটি গিয়ে পড়ে, ঋণী যে সে আর দণ্ডিত হয় না।] ।। ১৭৬ ।।

কর্মণাপি সমং কুর্যাদ্ ধনিকায়াধমর্ণিকঃ।
সমোঽবকৃষ্টজাতিস্তু দদ্যাচ্ছ্রেয়াংস্তু তচ্ছনৈঃ।।১৭৭।।

অনুবাদ ঃ সমজাতীয় এবং হীনজাতীয় ঋণী ব্যক্তি ঋণদানে অসমর্থ হ'লে উত্তমর্ণের কাজ ক'রে দিয়েও নিজেকে উত্তমর্ণের সমান অর্থাৎ ঋণশূন্য ক'রে তুলবে। কিন্তু অধমর্ণ বর্ণোৎকৃষ্ট হ'লে ধীরে ধীরে সেই ঋণ শোধ ক'রে দেবে।

[অধমর্ণ যদি নির্ধন হয় তাই বলে যে সে ঋণ থেকে অব্যহতি পাবে তা নয়। কিন্তু তাকে পরিশ্রম ক'রে কাজ ক'রে দিতে হবে, তাকে উত্তমর্ণের দাসত্ব করতে হবে, কর্মকর হ'তে হবে; কোনও কর্মকর তার সেই কাজটি করতে যে পরিমাণ ধন নিয়ে থাকে তা-ই ঐ অধমর্ণের পারিশ্রমিকরূপে ধার্য হ'য়ে সে ঋণ থেকে বিযুক্ত হবে। আর এইভাবে কাজ করতে থেকে তার পারিশ্রমিকটি সুদ ও আসলের সমান হ'লে তখন সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। "সমং কুর্যাৎ" = নিজেকে উত্তমর্ণের সমান করবে অর্থাৎ ঋণশূন্য করবে। তার পর ঋণ পরিশোধ হ'য়ে গেলে তখন আর উভয়ের মধ্যে 'উত্তম-অধম' অর্থাৎ একজন উত্তমর্ণ এবং আর একজন অধমর্ণ এইপ্রকার ব্যবহার থাকবে না । আর একাজ তাকে দিয়েই করান চলবে যে ব্যক্তি "সমঃ"=উত্তমর্ণের সমানজাতীয় কিংবা "অবকৃষ্টজাতিঃ"=উত্তমর্ণ অপেক্ষা হীনজাতীয়। "শ্রেয়াংস্তু"=কিন্তু যে অধমর্ণ জাতিতে কিংবা গুণে বড় সে "শনৈঃ"=ক্রমে ক্রমে তার যেমন সঞ্চয় হবে সেই অনুসারে শোধ ক'রে দেবে।]।।১৭৭।।

অনেন বিধিনা রাজা মিথো বিবদতাং নৃণাম্।
সাক্ষিপ্রত্যয়সিদ্ধানি কার্যাণি সমতাং নয়েৎ।।১৭৮।।

অনুবাদ ঃ রাজা পূর্বোক্তপ্রকারে সাক্ষী এবং অনুমানাদির দ্বারা নিরূপণপূর্বক অভিযোগকারী বাদী এবং প্রতিবাদীর মামলার নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন।

['অনেন' শব্দের দ্বারা পূর্ববর্ণিত বিষয়গুলির নির্দেশ করা হ'ল। "বিধিনা"= প্রকারে। "সাক্ষিপ্রত্যয়সিদ্ধানি"; - এখানে 'সিদ্ধ' শব্দটি সাক্ষী এবং প্রত্যয় এদের উভয়েরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং এর অর্থ - যা সাক্ষী দ্বারা 'সিদ্ধ' অর্থাৎ নিরূপিত হয়েছে এবং যা 'প্রত্যয়' দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ অনুমান কিংবা শপথাদি দৈবী ক্রিয়া। "কার্যাণি", কেবলমাত্র ঋণাদান সংক্রান্ত অভিযোগ নয় কিন্তু অপরাপর অভিযোগ সকলও। "সমতাং নয়েৎ" = অর্থী এবং প্রত্যর্থীর মতবিরোধ দূর ক'রে সাম্য অর্থাৎ মতৈক্য সম্পাদন করবেন।

এখানে ঋণাদানবিষয়ক বক্তব্যের উপসংহার হ'ল এবং ব্যবহারবিষয়ক নির্দেশ সমাপ্ত হ'ল। কারণ, মামলা-মোকদ্দমায় জয় এবং পরাজয়ের প্রকার এইরকম অর্থাৎ এই প্রকারেই তা নিরূপিত হ'য়ে থাকে। যেহেতু, সর্বত্র বিবাদস্থলেই সাক্ষী প্রভৃতি না থাকলে অর্থাৎ সাক্ষী প্রভৃতি বাদ দিয়ে বিপ্রতিপত্তি নিরাস হয় না। কাজেই পরে যেসব বিবাদের কথা আলোচিত হবে সে কেবল বিশেষ বিশেষ দণ্ড এবং সেই সেই বিবাদের স্বরূপ বলা হবে তার নিষ্পত্তি কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারেই হবে। অস্বামিবিক্রয় কিরকম, অনুশয় কিরকম এইভাবে তাদের স্বরূপ বলা হবে।] ।। ১৭৮ ।।

কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
মহাপক্ষে ধনিন্যার্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্বুধঃ।।১৭৯।।

অনুবাদ ঃ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোনও কিছু গচ্ছিত রাখতে হ'লে যিনি সদ্‌বংশসম্ভূত, সদাচারপরায়ণ, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, মহাপক্ষ অর্থাৎ প্রভাব -প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা যাঁর সমর্থক, যিনি সরলপ্রকৃতি এবং ধনবান্ সেইরকম লোকের নিকটই গচ্ছিত রাখবে।

["কুলজ" শব্দের অর্থ যার বংশ বা পূর্বপুরুষ প্রখ্যাত। যাঁর পিতৃপিতামহগণ বিদ্বান্, ধার্মিক, প্রখ্যাত পরিবারসম্পন্ন এবং নিজ কুলক্রমাগত রীতিনীতিতে আবদ্ধ; এরকম ব্যক্তিরা অকার্য করতে প্রবৃত্ত হন না। এঁরা অল্প পরিমাণ নিন্দাও সহ্য করতে পারেন না, বহুলোকে যে নিন্দা করবে তা ত মোটেই নয়। "বৃত্তসম্পন্ন"; = 'বৃত্ত' শব্দের অর্থ সৎস্বভাব, সদাচার, লোকনিন্দাভীরুতা; এতৎসম্পন্ন অর্থাৎ এগুলির দ্বারা যুক্ত। "ধর্মজ্ঞ"= স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস অনুশীলন ক'রে তার অর্থ যিনি আয়ত্ত করেছেন। "সত্যবাদী"= বিবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুবার যাকে যথার্থ ঘটনা বর্ণনা করতে দেখা গিয়েছে। "মহাপক্ষ"= যিনি সুহৃৎ, স্বজন, রাজা, অমাত্য প্রভৃতির দ্বার অনুগৃহীত অর্থাৎ এরা সকলে যার সমর্থক; কাজেই দুষ্ট রাজা বা অধিকারী যাঁর কোন বা অনিষ্ট করতে পারে না। "ধনী", যিনি নিজধন রক্ষার জন্য কিংবা অদৃষ্টভয়ের কারণ পরের দ্রব্য অপহরণ করতে প্রবৃত্ত হন না। 'আমার নিজেরই ত যথেষ্ট ধন আছে, পরের জিনিস নিয়ে কি হবে; যদি এব্যাপার কোন প্রকারে প্রকাশ পায় তা হ'লে দণ্ডিত হবো' এই বিবেচনায় পরদ্রব্য হরণে যিনি প্রবৃত্ত হন না। "আর্য"=যিনি ধর্মনুষ্ঠানপরায়ণ অথবা ঋজুপ্রকৃতি। "নিক্ষেপং"=সুবর্ণাদি দ্রব্য যা নিক্ষেপ করা হয় (গচ্ছিত রাখা হয়); 'নি' পূর্বক 'ক্ষিপ্' ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় ক'রে এই রকম অর্থ পাওয়া যায়। "নিক্ষিপেৎ"=রক্ষা করবার জন্য রেখে দেবেন। "বুধঃ"; = এইভাবে যিনি গচ্ছিত রাখেন তিনি প্রাজ্ঞ ব'লে বিবেচিত হন, অন্যথা বেকুব হ'য়ে পড়েন। এটি দৃষ্টার্থক (লোকপ্রমাণসিদ্ধ); এজন্য আচার্য বন্ধুরূপে এই উপদেশ দিচ্ছেন। এটি 'অষ্টকা' প্রভৃতির বিধির মতো অদৃষ্টার্থক উপদেশ নয়। এই প্রকার লোকের কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয় তার নাশ হয় না; এই প্রকার ব্যক্তি যে 'এ লোক আমার নিকট গচ্ছিত রাখে নি' এইরকম বলবে সে আশঙ্কা নেই। কিন্তু নগ্ন, কিতব, পানশৌণ্ড প্রভৃতি ব্যক্তিরা এরকম নয় - তাদের উপর বিশ্বাস ক'রে গচ্ছিত রাখা সঙ্গত নয়।]।। ১৭৯ ।।

যো যথা নিক্ষিপেদ্ হস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ।
স তথৈব গ্রহীতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ।। ১৮০।।

অনুবাদ ঃ যে লোক যার হাতে যে ভাবে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করবে, ফিরিয়ে নেওয়ার সময়েও সে ঐ ব্যক্তির কাছে থেকে ঐ দ্রব্য ঐ রকম ভাবেই গ্রহণ করবে, অর্থাৎ সমর্পণ যে ভাবে হবে গ্রহণও সেইরকম হওয়া উচিত । [মুদ্রাসহিত বা মুদ্রারহিত, সাক্ষিসহিত বা সাক্ষিরহিত ইত্যাদি যে ভাবে সেই বস্তুটি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে। 'যথা'= যে ভাবে, 'দায়ঃ' =দেওয়া হয় বা গচ্ছিত রাখা হয়, 'তথা' = সেই ভাবে তা 'গ্রহঃ' = গ্রহণ করা হয়ে থাকে।] ।।১৮০।।

যো নিক্ষেপং যাচ্যমানো নিক্ষেপ্তুর্ন প্রযচ্ছতি।
স যাচ্যঃ প্রাড়্‌বিবাকেন তন্নিক্ষেপ্তুরসন্নিধৌ।। ১৮১।।

অনুবাদ ঃ নিক্ষেপকারী ব্যক্তি গচ্ছিতরক্ষকের কাছে প্রার্থনা করা সত্ত্বেও সে যদি গচ্ছিত রাখা বস্তুটি ফেরত না দেয়, প্রাড়্‌বিবাক নিক্ষেপকারীর অগোচরে গচ্ছিতদ্রব্য-রক্ষকের কাছ থেকে উক্ত গচ্ছিত-দ্রব্য প্রার্থনা করবেন ।। ১৮১ ।।

সাক্ষ্যভাবে প্রণিধিভির্বয়োরূপসমন্বিতৈঃ।
অপদেশৈশ্চ সংন্যস্য হিরণ্যং তস্য তত্ত্বতঃ।। ১৮২।।

অনুবাদ ঃ কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে তা বলা হচ্ছে ।- প্রথমতঃ গচ্ছিত দ্রব্যের রক্ষক দ্রব্যটি যদি ফেরত না দেয় এবং নিক্ষেপকারীর যদি কোনও সাক্ষী না থাকে, তাহ'লে সমবয়স্ক ও মনোহরাকৃতি চরদের দ্বারা প্রাড়্‌বিবাক সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য নানা অছিলায় ঐ গচ্ছিতদ্রব্য-রক্ষকের তত্ত্বাবধানে রেখে দেবে । পরে ঐ চরের দ্বারা উক্ত গচ্ছিতদ্রব্য-রক্ষকের কাছ থেকে সেই সুবর্ণাদি দ্রব্য প্রার্থনা করাবেন ।। ১৮২ ।।

স যদি প্রতিপদ্যেত যথান্যস্তং যথাকৃতম্।
ন তত্র বিদ্যতে কিঞ্চিদ্ যৎ পরৈরভিযুজ্যতে।। ১৮৩।।

অনুবাদ ঃ সেই নিক্ষেপধারী ব্যক্তিটি যদি যেভাবে এবং যে রকম ক'রে দ্রব্যটি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা স্বীকার ক'রে নেয়, তা হ'লে তার বিরুদ্ধে অন্যের আর অভিযোগ করবার কিছুই থাকবে না। ["স যদি" ইত্যাদির অর্থ,- সেই নিক্ষেপধারী ব্যক্তিটি যদি "প্রতিপদ্যেত" = হাঁ, আমার কাছে আছে, তুমি তা নিয়ে যাও, এইভাবে স্বীকার ক'রে তা ফিরিয়ে দেয়,-। "যথান্যস্তং"= যেমনভাবে রাখা হয়েছিল, মুদ্রিত করেই হোক্, কিংবা মুদ্রিত না করেই হোক্,-। "যথাকৃতং" = বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে কিংবা সেরকম না ক'রে যে অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় নি ব'লে তা মলাদিশূন্য ছিল (কোনও দাগ বা ময়লা লেগে নেই), নিজের চিহ্নস্বরূপ গৃহের মুদ্রা (মোহর)-করা অবস্থায় রাখা হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই যদি তা ফেরত দেয়, "ন তত্র বিদ্যতে কিঞ্চিৎ" = তা হ'লে তাতে আর কোন কিছু মিথ্যা থাকে না, "যৎপরৈরভিযুজ্যতে"=যা অন্যের অভিযোগের বিষয় হ'তে পারে;-'কোনও সাক্ষী না থাকায় এব্যক্তি আমার গচ্ছিত রাখা বস্তুটি অস্বীকার করছে ' একথা আর বলা চলবে না। 'যথান্যস্ত' এবং 'যথাকৃত' এই দুইটি শব্দের একটির দ্বারা গুপ্ত চিহ্ন এবং আপরটির দ্বারা স্পষ্ট চিহ্নের কথা বলা হচ্ছে; এই এখানে উভয়ের পার্থক্য বুঝতে হবে। "যথাকৃতং"= যেমনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে কোনরকম বিকল্প এবং বিলম্ব না ক'রে যেমন গ্রহণ করা হয়েছিল ফিরিয়ে দেবার

সময়েও ঠিক সেইভাবে দিচ্ছে কিন্তু কোন কালহরণ করছে না।]।।১৮৩।।

তেষাং ন দদ্যাদ্ যদি তু তদ্ হিরণ্যং যথাবিধি।
উভৌ নিগৃহ্য দাপ্যঃ স্যাদিতি ধর্মস্য ধারণা।। ১৮৪।।

অনুবাদ ঃ যদি নিক্ষেপধারী ব্যক্তিটি বিচারকপ্রেরিত গুপ্তচরসমূহকে সেই ন্যস্ত বস্তুটি যথাযথ ভাবে প্রত্যর্পণ না করে, তা হ'লে তাকে নিগৃহীত ক'রে ঐ দুইটি গচ্ছিতই ফেরত দিতে বাধ্য করবে, এই হ'ল ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা।

[“তেষাং”-বিচারককর্তৃক নিযুক্ত নিক্ষেপপ্রদানকারী সেই গুপ্তচরগণকে যদি তাদের গচ্ছিত রাখা দ্রব্যটি ফিরিয়ে না দেয়,-। “যথাবিধি” = আগে 'যথাকৃত' শব্দটির যেরকম ব্যাখ্যা বলা হয়েছে এরও অর্থ সেই রকম।“সঃ”= সেই নিক্ষেপধারী ব্যক্তিকে আটক করে রাজপুরুষগণ “উভয়ং”= বিচারপ্রার্থী বাদী এবং রাজা উভয়েরই 'নিক্ষেপ' ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে। 'ইতি ধর্মস্য ধারণা”= এই ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা।] ।। ১৮৪ ।।

নিক্ষেপোপনিধী নিত্যং ন দেয়ৌ প্রত্যনন্তরে।
নশ্যতো বিনিপাতে তাবনিপাতে ত্বনাশিনৌ।। ১৮৫।।

অনুবাদ ঃ নিক্ষেপ ও উপনিধি, গচ্ছিতকারীর জীবদ্দশায় তার পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারীর হাতে দেওয়া কর্তব্য নয়। কারণ, পুত্রাদি যদি সেই দ্রব্য নিক্ষেপকারীকে না দেয় বা দ্রব্যটি নিক্ষেপকারীর কাছে পৌছবার আগে যদি তাদের মৃত্যু হয়, তাহ'লে ঐ দ্রব্যটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। [প্রত্যনন্তর-ব্যক্তি অর্থাৎ নিক্ষেপকারীর পুত্র, ভ্রাতা অথবা ভার্যা। এরা গচ্ছিতরক্ষকের কাছ থেকে দ্রব্যটি নিয়ে গেলে সেটি যদি হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়, তবে দ্রব্যটি নিজের ধন থেকে নিক্ষেপকারী ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে, যদি অবশ্য সে দ্রব্যটি দাবী করে ।]।। ১৮৫ ।।

স্বয়মেব তু যো দদ্যান্মৃতস্য প্রত্যনন্তরে।
ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যো ন নিক্ষেপ্তুশ্চ বন্ধুভিঃ।। ১৮৬।।

অনুবাদ ঃ যদি গচ্ছিতদ্রব্যরক্ষাকারী ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে মৃত নিক্ষেপকারী লোকটির পুত্রাদি উত্তরাধিকারীর কাছে গিয়ে গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করে তাহ'লে রাজা কিংবা নিক্ষেপকারীর বন্ধুবর্গ তার কাছে আরও অন্যদ্রব্য আছে ব'লে অভিযোগ করতে পারবে না। ।। ১৮৬ ।।

অচ্ছলেনৈব চান্বিচ্ছেৎ তমর্থং প্রীতিপূর্বকম্।
বিচার্য তস্য বা বৃত্তং সাম্নৈব পরিসাধয়েৎ।। ১৮৭।।

অনুবাদ ঃ যদি গচ্ছিতদ্রব্যরক্ষাকারী ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ কোনও দ্রব্য না দেয় [অর্থাৎ যদি ভুলভ্রান্তিবশতঃ কিছু দ্রব্য তার কাছে প'ড়ে থাকে], তাহ'লে রাজা ছলাদি অবলম্বণ না করেই বন্ধুত্বসহকারে সেই ধন গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন এবং সেই গচ্ছিতদ্রব্যরক্ষাকারীর স্বভাবচরিত্র বিবেচনা ক'রে মিষ্ট কথায় তা উদ্ধার করবেন।। ১৮৭ ।।

নিক্ষেপেষ্বেষু সর্বেষু বিধিঃ স্যাৎ পরিসাধনে।
সমুদ্রে নাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদ্ যদি তস্মান্ন সংহরেৎ।। ১৮৮।।

অনুবাদ ঃ সমস্ত গচ্ছিত ধন আদায় সম্বন্ধে সাক্ষীর অভাবে এই বিধি বলা হ'ল। গচ্ছিতদ্রব্যরক্ষাকারী ব্যক্তি যদি মুদ্রাযুক্ত অর্থাৎ মোহর-করা সেই গচ্ছিত ধন থেকে কিছু অপহরণ না করে কিন্তু যথামুদ্রা প্রত্যর্পণ করে, তবে তার কোনও দোষ হবে না ।। ১৮৮।।

চৌরৈর্হৃতং জলেনোঢ়মগ্নিনা দগ্ধমেব বা।
ন দদ্যাদ্ যদি তস্মাৎ স ন সংহরতি কিঞ্চন।। ১৮৯।।

অনুবাদ ঃ যে নিক্ষেপধারী ব্যক্তির গৃহ থেকে যা চোরে নিয়ে গিয়াছে, জলস্রোতে যা স্থানান্তরিত হয়েছে কিংবা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, তাকে ঐ দ্রব্যটির জন্য গুণকার দিতে হবে না, যদি সে তা থেকে কিছু না সরিয়ে নিয়ে থাকে। [সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও যদি চোরে সিধ কেটে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নিক্ষেপধারী ব্যক্তির ঘর থেকে তা চুরি ক'রে নিয়ে যায় তা হ'লে যে ব্যক্তি ঐ বস্তুটির মালিক তারই তা যাবে। "জলেনোঢ়ম্" শব্দের অর্থ জলপ্লাবনে বা স্রোতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যা চালিত হয়েছে।] ।। ১৮৯ ।।

নিক্ষেপস্যাপহর্তারমনিক্ষেপ্তারমেব চ।
সর্বৈরুপায়ৈরন্বিচ্ছেৎ শপথৈশ্চৈব বৈদিকৈঃ।। ১৯০।।

অনুবাদ ঃ যে লোক গচ্ছিত রাখা জিনিস অপহরণ করে এবং যে লোক কোনও কিছু গচ্ছিত না রেখে অথবা ফেরত নিয়েও তা দাবী করে, সেরকম স্থানে তত্ত্ব নিরূপণ করবার জন্য সামাদি সর্ববিধ উপায় এবং শাস্ত্রোক্ত শপথ প্রয়োগ করবে । [সাক্ষিশূন্য গচ্ছিত রাখা জিনিস যে লোক হরণ করে কিংবা যে ব্যক্তি গচ্ছিত না রেখে অথবা ফেরত্ নিয়েও তা দাবী করে সে ক্ষেত্রে তত্ত্ব নিরূপণ করবার জন্য "সর্বৈঃ উপায়ৈঃ"= সকল প্রকার উপায়ে,-'উপায়' শব্দের অর্থ প্রমাণ অথবা 'সাম' প্রভৃতি উপায়, তার দ্বারা "অন্বিচ্ছেৎ"= অন্বেষণ করবে ; 'অন্বেষণ' বলতে সর্ববিধ প্রমাণ প্রয়োগ ক'রে তত্ত্ব নিরূপণ করবার জন্য যত্ন বুঝায়। কাজেই গচ্ছিত রাখা ধনটি যদি বেশী পরিমাণ হয় এবং গচ্ছিতধারী ব্যক্তিটির আচরণ যদি দোষযুক্ত হয়, তা হ'লে সে ফেরত না দিলে কিংবা স্বীকার না করলে তার উৎপীড়ন বন্ধন ইত্যাদি উপায় প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু সেরকম না হ'লে (তার আচরণে কোন দোষ না থাকলে) কেবলমাত্র সন্দেহবশতঃ নিগ্রহ করা উচিত হবে না। এখানে "বৈদিকৈঃ শপথৈঃ" শব্দে বৈদিক কথাটি প্রশংসার্থে প্রয়োগ]।। ১৯০।।

যো নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চানিক্ষিপ্য যাচতে।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দাপ্যৌ বা তৎসমং দমম্।। ১৯১।।

অনুবাদ ঃ যে লোক গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ফেরত না দেয় কিংবা যে ব্যক্তি গচ্ছিত না রেখে তা প্রার্থনা করে তাদের দুইজনকেই চোরের ন্যায় শাসন করবে এবং সেই পরিমাণ অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করবে। [গচ্ছিত রাখা বস্তু যে লোক অস্বীকার করে কিংবা যে ব্যক্তি কিছু গচ্ছিত না রেখেই তা চাইতে থাকে তাদের জন্য এই দণ্ড;-যে পরিমাণ ধন সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ব্যবহার, সেই পরিমাণ ধন তাদের দণ্ড দিতে হবে।]।।১৯১।।

নিক্ষেপস্যাপহর্তারং তৎসমং দাপয়েদ্ দমম্।
তথোপনিধিহর্তারমবিশেষেণ পার্থিবঃ।। ১৯২।।

অনুবাদ ঃ নিক্ষেপ অপহরণকারী এবং উপনিধি অপহরণকারী ব্যক্তিকে রাজা কোনও তারতম্য না ক'রে সেই জিনিসের সমপরিমাণ ধন দিতে বাধ্য করবে। [আগে বলা হয়েছে চোরের মতো শাসন করবে। সুতরাং এখানে শারীরিক দণ্ড কিংবা তৎসমপরিমাণ অর্থদণ্ড বিকল্পিত। এটি যে ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে প্রযোজ্য তা স্থলান্তরে বলা হচ্ছে। আবার যখন বলা হয়েছে তখন এর দ্বারা এইরকম অর্থ বোঝাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণের উপর ঐ চোরের মতো অঙ্গ

ছেদাদিরূপ শাসন প্রযোজ্য নয়, কিন্তু বাগ্‌দণ্ড-ধিগ্‌দণ্ডসহিত অর্থদণ্ড হবে। এখানে ব্রাহ্মণের পক্ষেও শারীরিক দণ্ড বৈকল্পিকভাবে প্রাপ্ত তা নিবারণ করবার জন্য পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে এরূপ বলা সঙ্গত নয়; কারণ, "ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ" ইত্যাদি বচনে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণের পক্ষে অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রেরই পক্ষে কায়িক দণ্ড নিষিদ্ধ হয়েছে।

'উপনিধি' শব্দের অর্থ প্রীতিবশতঃ (ভালবাসার খাতিরে) যা ভোগ (ব্যবহার) করা হয়। "অবিশেষেণ' শব্দের অর্থ, দ্রব্য এবং জাতির প্রতি দৃষ্টি না রেখে ;- কেউ কেউ এখানে 'উপনিধি' শবদিটির পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ যেখানে সেই প্রকার পরিভাষা বলা হয়েছে , সেইখানেই সেইরকম অর্থ গ্রাহ্য; যে হেতু এখানে পরিভাষার কোন কারণ নেই, অতএব লোকপ্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। পরে "প্রীত্যোপনিহিতস্য চ " (১৯৬ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে একথা আচার্য নিজেই বলবেন।]।।১৯২।।

উপধাভিশ্চ যঃ কশ্চিৎ পরদ্রব্যং হরেন্নরঃ।
সসহায়ঃ স হন্তব্যঃ প্রকাশং বিবিধৈর্বধৈঃ।। ১৯৩।।

অনুবাদ ঃ যদি কেউ ছলচাতুরী ক'রে কারও কোনও দ্রব্য অপহরণ করে, তা হ'লে তাকে এবং তার সাহায্যকারী ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে নানা পদ্ধতিতে বধ করা রাজার কর্তব্য।

[উপধা, ব্যাজ, ছদ্ম (ছল) -এগুলি একার্থক। সেই 'উপধা' নানা প্রকার হ'তে পারে। যেমন,-দ্রব্যপরিবর্ত অর্থাৎ এক বস্তুর চুক্তি ক'রে তার বদলে অন্য বস্তু দেওয়া; যেমন, কুঙ্কুম দেখিয়ে কুসুম্ভ প্রভৃতি দেওয়া ; ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি। এসম্বন্ধে অন্য নিয়মও পরে "নান্যদন্যেন সংসৃষ্টম্" (২০৩ শ্লোঃ) ইত্যাদি বচনে বলবেন। এখানে যে ছলের কথা লক্ষ্য করা হয়েছে তা এইরকম ; -রাজার কাছ থেকে বিত্রাসন (ভয় দেখান) অর্থাৎ রাজা তোমার উপর কুদ্ধ হয়েছেন, তোমার সমূহ বিপদ, আমি উদ্ধার ক'রে দেব — এই প্রকার কাল্পনিক ভয় কিংবা ঐপ্রকার কাল্পনিক উপকার দেখান; এইরকম, কোনও স্ত্রীলোক তোমার প্রতি বড় আসক্ত ইত্যাদি প্রলোভন প্রদর্শন প্রভৃতি। চোরেরা তোমার সব চুরি ক'রে নেবে, যদি আমি না তোমায় রক্ষা করি; রাজা তোমার উপর বড় কুপিত হয়েছেন, তবে আমি তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করেছি; আমি রাজাকে ব'লে তোমার উপর নগরের অধিকার দেওয়াব; তোমার একটি মস্ত বড় উপকার করব; পুষ্পমিত্রের কন্যা তোমার উপর বড় আসক্ত, আমার হাত দিয়ে তিনি তোমাকে এই উপহারটি পাঠিয়েছেন - ইত্যাদি প্রকার মিথ্যা ব'লে, এমন কি নিজের অল্পমূল্য দ্রব্যও ঐপ্রকার উপহাররূপে দিয়ে তার কাছ থেকে বহু মূল্যবান্ দ্রব্য ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে থাকে; কিংবা তার দৃষ্টির সম্মুখে রাজার নিকট চুপি চুপি কোনও কাজ নিবেদন ক'রে তাকে এইরকম বলতে থাকে যে, 'তোমার কাজ হচ্ছে' ইত্যাদি প্রকার উপধার (ছল চাতুরী) দ্বারা যারা পরের দ্রব্য ভোগ করে, তাদের "প্রকাশং" = প্রকাশ্য রাজপথে "বিবিধৈঃ বধৈঃ"= কুঠার দ্বারা শিরশ্ছেদ, শূলে আরোপণ, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে গিয়ে মারা ইত্যাদি প্রকার নানা পদ্ধতিতে মেরে ফেলা উচিত। কেউ কেউ বলেন, এটি নিক্ষেপবিষয়ক আলোচনার প্রকরণ; কাজেই নানা ছলে যদি অপহরণ করে তা হ'লে সেক্ষেত্রে এই প্রকার শাস্তি হবে। সেই নিক্ষেপ দ্রব্যটির বিষয় স্বীকার করা সত্ত্বেও 'সেটি আমি অন্য এক জনের কাছে রেখেছি, সে এখন এখানে নেই; কাল অথবা পরশু আসবে'-ইত্যাদি প্রকার ছল ক'রে যদি তা ফেরত না দেয়, তা হ'লে সেক্ষেত্রে এই প্রকার শাস্তি পাবে।]।।১৯৩।।

নিক্ষেপো যঃ কৃতো যেন যাবাংশ্চ কুলসন্নিধৌ।
তাবানেব স বিজ্ঞেয়ো বিব্রুবন্ দণ্ডমর্হতি।। ১৯৪।।

অনুবাদ ঃ যে লোক কুলসন্নিধি-তে অর্থাৎ সাক্ষীদের সামনে যে পরিমাণ বস্তু গচ্ছিত রেখেছে, তার পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দেহ হ'লে, সেই সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা যেরকম বলবে, তাই সত্য ব'লে গ্রাহ্য হবে, বিরুদ্ধ কথা বললে নিক্ষেপকারী দণ্ডিত হবে ।। ১৯৪।।।

মিথো দায়ঃ কৃতো যেন গৃহীতো মিথ এব বা।
মিথ এব প্রদাতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ।। ১৯৫।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি গোপনে বা নির্জনে কোনও বস্তু গচ্ছিত রেখেছে কিংবা যে ব্যক্তি গোপনে গচ্ছিত বস্তু গ্রহণ করেছে - এইরকম ক্ষেত্রে নির্জনেই গচ্ছিত প্রত্যর্পণ করতে হবে; যেরকম দান, সেরকমই গ্রহণ ।। ১৯৫ ।।

নিক্ষিপ্তস্য ধনস্যৈবং প্রীত্যোপনিহিতস্য চ।
রাজা বিনির্ণয়ং কুর্যাদক্ষিণ্বন্ ন্যাসধারিণম্।। ১৯৬।।

অনুবাদ ঃ যে বস্তু 'নিক্ষেপ' রাখা হয়েছে কিংবা প্রীতিবশত যা উপনিধিরূপে রাখা হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে রাজা এমন ভাবে বিচার করবেন যাতে নিক্ষেপধারী ব্যক্তিটি উৎপীড়িত না হয়।

[এই শ্লোকটিতে নিক্ষেপবিষয়ক প্রকরণের উপসংহার করা হচ্ছে। "প্রীত্যোপনিহিতস্য"= স্নেহবশত কিছুকাল ভোগ করবার জন্য যা প্রদত্ত হয়েছে। "ন্যাস-ধারিণং"= ন্যাস অর্থাৎ নিক্ষেপ (গচ্ছিত), তা যিনি ধারণ করেন তিনি যাতে উৎপীড়িত (ক্ষতিগ্রস্ত) না হন সেইভাবে বিচার করতে হবে। "অক্ষিণ্বন্"=উৎপীড়িত না ক'রে ; - । এই নিক্ষেপবিষয়ক প্রকরণে যতগুলি শ্লোক বলা হয়েছে তার মধ্যে দুই তিনটি মাত্র শ্লোক বিধিবোধক; বাকীগুলিতে প্রমাণান্তর সিদ্ধবিষয়ই সুহৃদ্‌ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।] ।। ১৯৬ ।।

বিক্রীণীতে পরস্য স্বং যোঽস্বামী স্বাম্যসম্মতঃ।
ন তং নয়েত সাক্ষ্যং তু স্তেনমস্তেনমানিনম্।। ১৯৭।।

অনুবাদ ঃ যে লোক কোনও বস্তুর মালিক না হ'য়েও মালিকের বিনা অনুমতিতে সেই পরস্ব বিক্রয় করে, সে ব্যক্তি নিজেকে চোর ব'লে মনে না করলেও বস্তুত সে চোর; তার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করা হবে না।

[এখন অস্বামিবিক্রয়নামক বিবাদপদের আলোচনা আরম্ভ করা হচ্ছে। অন্যের দ্রব্যাদিরূপ যে 'স্ব' (ধন)তার যে স্বামী (অধিকারী বা মালিক) নয়, তার পুত্রই হোক্ অথবা অন্য যে কেউই হোক্, সেই বস্তুটির মালিকের অনুমতি না নিয়ে যদি তা বিক্রয় করে, তা হ'লে তাকে চোর বলে জানবে, যদিও যে লোক তার নিকট থেকে তা ক্রয় করছে সে তাকে 'অস্তেন' (চোর নয়) বলেই মনে করে। "ন তং নয়েত সাক্ষ্যং তু"=সেই প্রকার ব্যক্তিকে সাক্ষিত্বে নিযুক্ত করবে না অর্থাৎ তাকে সাক্ষী করবে না; কারণ, চোর যেমন, সেও সেইরকম; আর, সে চোর বলেই তার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে না। কেবল যে সাক্ষী করতেই নিষেধ করা হচ্ছে, তা নয়, কিন্তু শিষ্টজনসাধ্য সকল প্রকার কাজেই তাকে স্থান দেওয়া নিষিদ্ধ। পরের দ্রব্য তার বিনা অনুমতিতে বিক্রয় করা হ'লে যে তা ক্রয় করে, তারও ঐ জিনিসে স্বত্ব জন্মে না, এ-ই বক্তব্য; কিন্তু 'তাকে সাক্ষী করবে না' এই প্রকারে যে নিষেধ করা হচ্ছে তা উক্তিবৈচিত্র্য মাত্র।]।।১৯৭।।

অবহার্যো ভবেচ্চৈব সান্বয়ঃ ষট্‌শতং দমম্।
নিরন্বয়োঽনপসরঃ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্।। ১৯৮।।

অনুবাদ ঃ যদি ঐ অস্বামী-বিক্রেতা দ্রব্যটির মালিকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি হয়, তা হ'লে তার প্রতি ছয়শ কার্ষাপণ দণ্ড হবে; আর সে যদি নিঃসম্পর্কিত বা উদাসীন ব্যক্তি হয় অথচ ঐবস্তু প্রতিগ্রহাদিরূপে না পেয়ে থাকে তা হ'লে সে চোরের মতো দণ্ডনীয় হবে।

[পূর্বশ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, অস্বামিবিক্রয়কারী ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রভৃতি কাজে এবং শিষ্টজনসম্মত সকল প্রকার কাজেরই অযোগ্য। আর এই শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে যে, তার উপর ছয় কার্ষাপণ দণ্ডবিধান কর্তব্য। "ষটশতং"=ছয় কার্ষাপণ "অবহার্যঃ" =দণ্ড দিতে বাধ্য করবে। "সান্বয়ঃ";- 'অন্বয়' শব্দের অর্থ অনুগমনসম্বন্ধ; তা যার আছে সে সান্বয়;-যেমন, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি; এবং ঐ ধনস্বামীর অনুগত; এই জন্য এরা 'সান্বয়'। এদের কেউ ঐ ধনস্বামীর অনুমতি না নিলেও যদি তার কোনও জিনিস বিক্রয় করে তা হ'লে ওরা যথার্থ চোর নয়; কারণ, তার এই প্রকার ধারণা থাকে যে, এই জিনিস যখন আমার পিতার, তখন এটি আমারই; আর যে ব্যক্তি এটি ক্রয় করে সেও তার প্রতি এইরকম ধারণা করতে পারে যে, এটি বিক্রয় করে মূলটি তাকেই (পিতাকেই) দিয়ে দেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্যস্বামীর সাথে একেবারে সম্বন্ধশূন্য তাকে বলে "নিরন্বয়"। সে লোক জিনিসটি বিক্রয় করলে নিঃসন্দেহে "চৌরকিল্বিষং"=চোরের উপযুক্ত শাস্তি পাবে। "অনপসরঃ";-যদি তার ঘরে ঐ বিক্রয়কারীর গতি না থাকে অর্থাৎ তার ঘর থেকে সেই দ্রব্যটি যাবার কোন সঙ্গত কারণ যদি না থাকে তা হ'লে তার উপর চোরের শাস্তি দিতে হবে। আর যদি এমন হয় যে, ঐ দ্রব্যস্বামীর ঘর থেকে কেউ তাকে সেটি দিয়েছে অথবা বিক্রয় করেছে এবং সেও না জেনে তা গ্রহণ করেছে এবং প্রাকাশ্যভাবে বিক্রয় করেছে, তা হ'লে তার প্রতি চোরের শাস্তি হবে না, কিন্তু ছয়শ কার্ষাপণ দণ্ডই হবে।] ।। ১৯৮ ।।

অস্বামিনা কৃতো যস্তু দায়ো বিক্রয় এব বা।
অকৃতঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ব্যবহারে যথা স্থিতিঃ।। ১৯৯।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি যে বস্তুর যথার্থ মালিক নয় অর্থাৎ অস্বামী, সে যদি তা দান করে কিংবা বিক্রয় করে, তা হ'লে তা অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ বুঝতে হবে। ঐ-ই হ'ল ব্যবহারের বিধান।

[অস্বামিকর্তৃক বিক্রয়টাই যে কেবল অসিদ্ধ তা নয়, কিন্তু তা প্রতিগ্রহ করাটাও অসিদ্ধ। "দায়" শব্দের অর্থ প্রতিগ্রহরূপে বা প্রীতিপূর্বক দান; তা সিদ্ধ হবে না। আগে "বিক্রীণীতে পরস্য" ইত্যাদি বচনে বিক্রয়কারী এবং প্রতিগ্রহকারী দুজনেরই অস্বামিত্ব নির্দেশ করা হয়েছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে "যে ব্যক্তি কোনও দ্রব্য ক্রয় করে সে তার (ঐ দ্রব্যের) স্বামী (মালিক) হবে" এই প্রকার নির্দেশ আছে ব'লে এই "অস্বামিনা কৃতঃ" ইত্যাদি বচনটির দ্বারা সেই স্বামিত্ব নিষেধ করা হচ্ছে। ব্যবহারে এই স্থিতি অর্থাৎ মর্যাদা বা নিয়ম (ব্যবস্থা) লঙ্ঘন করা উচিত নয়।] ।। ১৯৯ ।।

সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ।। ২০০।।

অনুবাদ ঃ যে ক্ষেত্রে কোনও বস্তু একজন ভোগদখল করছে দেখা যা. অথচ তার ক্রয়-প্রতিগ্রহাদিরূপ কোনও 'আগম' দেখা যায় না, পক্ষান্তরে অন্য এক ব্যক্তিরই ঐ বস্তুটিতে 'আগম' রয়েছে কিন্তু ভোগদখল নেই, সেক্ষেত্রে আগমই স্বামিত্ব নিশ্চায়ক হবে, ভোগদখল কোনও কাজের হবে না, এখানে এই হ'ল নিয়ম।

[গোরু, ঘোড়া, ক্ষেত কিংবা অন্য যে কোন বস্তুতে একজনের "সম্ভোগঃ"=ভোগদখল দেখা যাচ্ছে কিন্তু অন্য একজনের তাতে "আগম"= যার দ্বারা স্বামিত্ব (মালিকানা) উৎপন্ন হয় সেইরকম কারণ, যেমন ক্রয়, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি বিদ্যমান রয়েছে; সেরকম ক্ষেত্রে ঐ আগমটিই বলবৎ হবে, কিন্তু ভোগদখল কোনও কাজের হবে না। ভোগকে 'সম্ভোগ' বলা হয়। "কারণং"= স্বামিত্ব (মালিকানা) সিদ্ধির হেতু হবে। "ইতি স্থিতিঃ"= অনাদি ব্যবস্থা; কেবলমাত্র ভোগদখল দ্বারাই যে স্বত্ব সিদ্ধ হয় তা নয়। কি প্রকার ভোগদখলের দ্বারা স্বত্ব সিদ্ধ হয় তা আগে "যৎ কিঞ্চিদ্দশ বর্ষাণি" (১৪৭) ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে। কাজেই তার সাথে বর্তমান শ্লোকের বিরোধ হচ্ছে না।]।। ২০০ ।।

বিক্রয়াদ্ যো ধনং কিঞ্চিদ্‌গৃহ্ণীয়াৎ কুলসন্নিধৌ।
ক্রয়েণ স বিশুদ্ধং হি ন্যায়তো লভতে ধনম্।। ২০১।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি বহু লোকের সামনে বিক্রয়যোগ্য-হাট-বাজার থেকে উচিত মূল্যে কোনও বস্তু অস্বামীর হাত থেকে ক্রয় করে, তার সেই ক্রয়টি বিশুদ্ধ ব'লে গণ্য হবে। [যে প্রকার ক্রয়ের দ্বারা কোনও বস্তুর উপর কারও স্বত্ব জন্মে, তা বলা হচ্ছে। যে স্থানে (ভূমিভাগে)ব্যবসাদারগণ বিক্রয় করে তাকে বলে বিক্রয়; সুতরাং 'বিক্রয়' শব্দের অর্থ পণ্যভূমি অর্থাৎ হাটবাজার। সেখান থেকে যে ব্যক্তি "ধনং" =গবাদি বিক্রীয়মাণ দ্রব্য কিংবা তার মূল্য গ্রহণ করে সে তা "ন্যায়তঃ লভতে" =ন্যায়সঙ্গতভাবে নিয়ে থাকে। "কুলসন্নিধৌ" =বহু লোকের সমক্ষে, "ন্যায়তঃ ক্রয়েণ"=উচিত মূল্যে। সেরকম স্থানে পাপী (চোর প্রভৃতি) লোকের বিক্রয় করতে বসা সম্ভব নয়; সেখানে অন্যান্য বহু ব্যবসাদার উপস্থিত আছে কাজেই তাদের সমক্ষে ক্রয় করছে ব'লে দ্রব্যটি অপহরণ হ'তে পারে না। কিন্তু যদি অন্যথা হয় অর্থাৎ অস্বামিকর্তৃক কোন দ্রব্য বিক্রীত হয় তা হলে সেই দ্রব্যটি তার মালিক নেবে আর ক্রেতা ঐ বিক্রেতার নিকট থেকে তার মূল্য ফেরত পাবে। কিন্তু যে লোক জেনে শুনে দ্রব্যটি ক্রয় করবে সে ঐ অন্যায় ক্রয়ের জন্য দণ্ডিত হবে এবং মূল্যটিও হারাবে।]।।২০১।।

অথ মূলমনাহার্যং প্রকাশক্রয়শোধিতঃ।
অদণ্ড্যো মুচ্যতে রাজ্ঞা নাষ্টিকো লভতে ধনম্।। ২০২।।

অনুবাদ ঃ আর যদি এমন হয় যে, সেই অস্বামী বিক্রয়কারীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তা হলে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে তা ক্রয় করেছে সে দণ্ডনীয় হবে না, রাজা তাকে মুক্তি দেবেন , কিন্তু যার সেই দ্রব্যটি নষ্ট হয়েছিল সে ব্যক্তি দ্রব্যটি পাবে। [যে লোকের মধ্যে পাপ (চৌর্যাদিদোষ) থাকবার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করা হয় তার নিকট থেকে কোন বস্তু যে ক্রয় করা হয়, তা 'ন্যায়তঃ ক্রয়', একথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ অন্যায়পূর্বক বিক্রয় ক'রে থাকে, আর সেই বিক্রেতাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়, তা হলে "স্বামী দ্রব্যং" ইত্যাদি স্মৃত্যন্তরোক্ত নিয়মটি প্রয়োজ্য। কিন্তু সেই বিক্রেতা যদি অদৃশ্য হয় তা হ'লে মালিক-কর্তৃক চিনিয়ে দেওয়া কোন জিনিস যে ব্যক্তি কিনেছে সে যদি "মূলং" = ঐ অস্বামিবিক্রয়কারী ব্যক্তিটিকে, খুঁজে বার করতে না পারে অথচ সে জিনিসটি প্রকাশ্যে বহুলোকের সামনে প্রসিদ্ধ বিক্রয়স্থান থেকে (হাটবাজার থেকে) কিনেছে, কাজেই তার পক্ষে ঐ দ্রবটি 'ক্রয়শোধিত'; সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি দণ্ডনীয় হবে না, কিন্তু মুক্তি পাবে। আর ঐ "ধনং"= দ্রব্যটি "নাষ্টিকঃ"=যার খোয়া গিয়েছে সে লোকটি যদি প্রমাণ দ্বারা তাতে নিজের স্বত্ব জানিয়ে দেয় তা হ'লে সে ব্যক্তিই পাবে। "নষ্ট" (হারাণো জিনিসটি) যে ব্যক্তি অন্বেষণ করতে থাকে তাকে ব'লে 'নাষ্টিক'। 'যার নষ্ট আছে' এই প্রকার অর্থে 'ঠন' প্রত্যয় করবার পর প্রজ্ঞাদিগণের

উত্তর স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় হয়, এই নিয়ম অনুসারে স্বার্থে 'অণ' প্রত্যয় করতে হবে। অথবা 'নষ্ট' যার প্রযোজন সে 'নাষ্টিক'। অতএব এখানে বলে দেওয়া হ'ল যে, অস্বামিক দ্রব্য প্রকাশ্যভাবে ক্রয় করলে দণ্ড হবে না বটে, তবে তার অর্থটি মারা গেল।] ।। ২০২ ।।

নান্যদন্যেন সংসৃষ্টরূপং বিক্রয়মর্হতি।

ন চাসারং (বিকল্পে- ন সাবদ্যং) ন চ ন্যূনং ন দূরে ন তিরোহিতম্।।২০৩।।

অনুবাদ ঃ এক দ্রব্য আর এক দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে বিক্রয় করা চলবে না, খারাপ জিনিস ভাল বলে বিক্রয় করা চলবে না, ওজনে কম দিয়ে বিক্রয় করা চলবে না, দূরে যে জিনিস রাখা আছে তা না দেখিয়ে বিক্রয় করা চলবে না এবং ঢাকা দেওয়া জিনিসও সেই অবস্থায় বিক্রয় করা চলবে না।

[অস্বামিবিক্রয় প্রসঙ্গে বিক্রয়ের অন্যপ্রকার ধর্ম বলা হচ্ছে । "অন্যৎ"=অন্য বস্তু, যেমন কুঙ্কুম প্রভৃতি "অন্যেন সংসৃষ্টং"=দেখতে ঠিক সেই রকম এমন অন্য বস্তুর সাথে যেমন কুসুম্ভের সাথে মিশ্রিত ক'রে, বিক্রয় করা চলবে না। আর, যা "সাবদ্যং"=বহুকাল পাত্রের মধ্যে প'ড়ে থাকায় খারাপ হ'য়ে গিয়েছে অথচ উপর থেকে দেখলে ভাল আছে ব'লে মনে হয় সেইরকম বস্ত্রাদি বিক্রয় করা চলবে না। "ন চ ন্যূনং"=দাঁড়িপাল্লায় কিংবা অন্য প্রকার ওজনে কম দিয়ে বিক্রয় করা চলবে না। "দূরে"=যা দূরে রক্ষিত আছে-যেমন, আমার বিক্রেয় বস্ত্রগুলি কিংবা গুড় প্রভৃতি দ্রব্য গ্রামে রক্ষিত আছে, এই ব'লে বিক্রয় করা চলবে না। "তিরোহিতং"= বস্ত্রাদি দিয়ে ঢাকা দেওয়া জিনিস; অথবা যে বস্তুর স্বরূপ কোন চূর্ণাদি (পাউডার) কিংবা রং দিয়ে চাপা দেওয়ায় সেটি পুরানো হ'লেও নূতন বলে মনে হয়, তাকে বলে 'তিরোহিত' ; তা বিক্রয় করা চলবে না। যে বস্তুটি যেরকম তা ঠিক সেই ভাবে দেখিয়ে বিক্রয় করতে হবে। সুতরাং এর অন্যথা ক'রে বিক্রয় করা হ'লে তা বিক্রীত ব'লে গণ্য হবে না; কাছেই বিক্রয়ের দশ দিন পরেও যদি তা ফেরত দেওয়া হয়, তাতে দোষ হবে না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে অর্থাৎ ঐ নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করা হ'লে তার দণ্ড কি হবে সে বিষয়ে যখন এখানে কোন নির্দেশ নেই তখন আগে "উপাধাভিঃ" (ছলচাতুরী করে) ইত্যাদি বচনে যেরকম দণ্ডের কথা বলা হয়েছে তা-ই এখানে প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, এটি যখন স্বতন্ত্র প্রকরণে উল্লেখ করা হয়েছে তখন অস্বামিবিক্রয়ের যে দণ্ড বলা হয়েছে তাই এ ক্ষেত্র প্রয়োজ্য।]।।২০৩ ।।

অন্যাং চেদ্ দর্শয়িত্বান্যা বোঢুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ।। ২০৪।।

অনুবাদ ঃ বরের নিকট থেকে পণ নেওয়ার সময়ে একটি কন্যাকে দেখিয়ে বিবাহের সময়ে যদি তাকে (বরকে) অন্য একটি মেয়েকে দেওয়া হয়, তা হ'লে সেই বরটি ঐ একই শুল্কে দুইটি কন্যাকেই পাবে, মনু নিজেই একথা বলেছেন। [কেউ যদি শুল্ক, পণ প্রভৃতি নিয়ে কন্যা দান করে তা হ'লে তাও এক ধরণের বিক্রয় করা; সুতরাং সেরকম ক্ষেত্রে নিয়ম কি তাও এই বিক্রয়প্রকরণে ব'লে দেওয়া হচ্ছে। শুল্ক স্থির করবার সময় একটি রূপবতী কন্যা দেখিয়ে শুল্ক নিয়ে যদি বিবাহের সময় রূপহীনা, বয়োহীনা কিংবা গুণহীনা অন্য একটি কন্যাকে দেওয়া হয়, তা হ'লে যে ব্যক্তি শুল্ক দিচ্ছে সে ঐ একই শুল্কে দুইটি কন্যাকেই নেবে। কন্যাবিষয়ক মূল্যগ্রহণ সম্বন্ধে এ-ই নিয়ম। গবাশ্বাদি প্রাণী সম্বন্ধে অন্য নিয়ম পরে বলা হবে।]।।২০৪।।

নোম্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা ন চ যা স্পৃষ্টমৈথুনা।
পূর্বং দোষানভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি।। ২০৫।।

অনুবাদ ঃ মেয়েটি উন্মত্তা কিংবা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা কিংবা অন্যপুরুষের দ্বারা উপভুক্তা, - কন্যার এসব দোষ বিবাহের আগেই ব'লে দিলে অর্থাৎ শুল্ক নেবার আগেই তা কথায় প্রকাশ ক'রে দিলে আর সেই কন্যাদানকারী দণ্ডনীয় হবে না। [মেয়েটির যদি উন্মত্ততা প্রভৃতি দোষ থাকে তা ব'লে দিলে কন্যার পিতা-মাতার আর দণ্ড হবে না, একথাই বলা হচ্ছে। শুল্ক দিয়ে কন্যা দেবার ক্ষেত্রেই যে কেবল এই নিষেধ তা না। কিন্তু 'ব্রাহ্ম বিবাহ' প্রভৃতিরূপে যে কন্যার বিবাহ দেওয়া হবে সেরকম ক্ষেত্রেও এই প্রকার কন্যা দান করা হ'লেও তা অদত্ত ব'লে গণ্য হবে; এবং সম্প্রদাতা যদি এ বিষয় জানা সত্ত্বেও ঐ প্রকার কন্যা দান করে তা হ'লে সে চোরের শাস্তি পাবে; তবে তার যদি ব্যাপারটি জানা না থাকে তা হ'লে তার মাত্র ছয় শত কাহন দণ্ড হবে - কারণ ঐ দণ্ডের কথাই আগে বলা হয়েছে। "উন্মত্তায়াঃ কুষ্ঠিন্যাঃ"=উন্মত্তা এবং কুষ্ঠিনী কন্যার কুষ্ঠ, উন্মাদ প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে এবং "যা স্পৃষ্টমৈথুনা"=যে কন্যা মৈথুনস্পৃষ্টা তার যে দোষ অর্থাৎ (পুরুষান্তরের সাথে) মৈথুনস্পর্শ, সেই সমস্ত দোষ প্রথমে "অভিখ্যাপ্য"= কথায় প্রকাশ ক'রে দিয়ে অর্থাৎ 'এই মেয়েটির এই দোষ আছে' এইভাবে কথায় প্রকাশ ক'রে যে লোক দান করে তার দণ্ড হবে না।] ।। ২০৫।।

ঋত্বিগ্ যদি বৃতো যজ্ঞে স্বকর্ম পরিহাপয়েৎ।
তস্য কর্মানুরূপেণ দেয়োঽংশঃ সহ কর্তৃভিঃ।। ২০৬।।

অনুবাদ ঃ যদি যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্ ব্যাধি প্রভৃতি কারণবশতঃ শেষ পর্যন্ত নিজের কাজ সম্পূর্ণ করতে না পেরে মাঝখানে ছেড়ে দেন, তা হ'লে সহকর্মিগণের উচিত হবে তাঁর কর্মনারূপ প্রাপ্য অংশ তাঁকে দিয়ে দেওয়া। [সম্ভূয়সমুত্থান বিষয়ক যে সব উপদেশ বলা হবে এখানে তারই উপক্রম। সে সম্বন্ধে প্রথমতঃ বৈদিক যে 'সম্ভূয়কার্য' (অনেক ব্যক্তিতে মিলে যে কাজ করতে হয়) তারই উদাহরণ বলছেন। যজ্ঞ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ। তাতে অনেকগুলি যাগাত্মক অঙ্গকর্ম করতে হয় এবং তার জন্য বহু ঋত্বিক্‌কে বরণ করা হ'য়ে থাকে,-যেমন 'আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার এই যজ্ঞে হৌত্রকর্মটি অথবা অধ্বর্যুর কর্মটি কিংবা উদ্গাতার কর্মটি শ্রুতিবিহিত নিয়মে করবেন 'এইভাবে বিধিপূর্বক নিযুক্ত করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তিনি শারীরিক অপটুতা-প্রভৃতি কারণবশতঃ তাঁর সেই কাজটি খানিকটা ক'রে যদি "পরিহাপয়েৎ"=পরিত্যাগ করেন, তা হ'লে "তস্য অংশঃ"= তাঁর দক্ষিণাংশ "কর্মানুরূপেণ"=যে যজ্ঞে যে ঋত্বিকের ভাগে যে পরিমাণ দক্ষিণা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে তা নিরূপণ ক'রে তিনি যতটা কাজ করেছেন তদনুরূপ, যেমন সিকিভাগ কাজ করলে দক্ষিণার সিকিভাগ কিংবা তৃতীয়ভাগ ইত্যাদি বিবেচনা করে "দেয়ঃ" = তাঁকে দিতে হবে। "সহ কর্তৃভিঃ"=যজ্ঞের কর্তৃপুরুষগণকর্তৃক;-জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে চারজন প্রধান ঋত্বিক্ থাকেন, অধ্বর্যু, হোতা, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা; এঁদের প্রত্যেকের আবার তিনজন ক'রে সহকারী থাকেন; যেমন অধ্বর্যুর সহকারী 'প্রতিপ্রস্থাতা' প্রভৃতি, হোতার সহকারী 'মৈত্রাবরুণ' প্রভৃতি, উদ্গাতার সহকারী 'প্রস্তোতা' প্রভৃতি এবং ব্রহ্মার সহকারী 'ব্রাহ্মণাচ্ছংসী' প্রভৃতি।] ।। ২০৬ ।।

দক্ষিণাসু চ দত্তাসু স্বকর্ম পরিহাপয়ন্।
কৃৎস্নমেব লভেতাংশমন্যেনৈব চ কারয়েৎ।। ২০৭।।

অনুবাদ : জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে মাধ্যন্দিন সবন নামক যজ্ঞাদিতে বৃত হ'য়ে ঋত্বিক্ যদি যজ্ঞের দক্ষিণা দেওয়া পর্যন্ত কাজ সমাপন ক'রে ব্যাধি প্রভৃতি কোনও কারণবশতঃ নিজের কাজ পরিত্যাগ করেন, তাহ'লে তিনি ঐ দক্ষিণার নিজ অংশটি পুরাপুরিই পাবেন, কিন্তু যাজ্ঞের অবশিষ্ট অঙ্গ তাকে অন্যের দ্বারা করাতে হবে ।। ২০৭ ।।

যস্মিন্ কর্মণি যাস্তু স্যুরুক্তাঃ প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ।
স এব তা আদদীত ভজেরন্ সর্ব এব বা।। ২০৮।।

অনুবাদ : আধান প্রভৃতি যে যে কাজে এক এক অঙ্গের বিশেষ বিশেষ দক্ষিণা শাস্ত্রে কথিত আছে, যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গকর্ম সমাধা করবে, সেই ব্যক্তিই কি ঐ দক্ষিণা পাবে অথবা সকলে ভাগ ক'রে দক্ষিণা নেবে? [আলোচ্য বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য একটি বৈদিক বিধান বলা হচ্ছে। বেদবিহিত কর্মে সমষ্টিভাবে একটি দক্ষিণার নির্দেশ থাকে। যেমন, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উপদিষ্ট হয়েছে "একশ বারোটি গোরু তার দক্ষিণা" ইত্যাদি। সুতরাং ঐ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের (সোমযাগের) বিকৃতিস্বরূপ 'রাজসূয়' প্রভৃতি অন্যান্য যত যজ্ঞ আছে তাতেও ঐ দক্ষিণা অতিদেশ বিধিবলে ঐভাবে প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু ঐ রাজসূয় যজ্ঞেতেই আবার কতকগুলি বিশিষ্ট অঙ্গকর্মে স্বতন্ত্রভাবে অন্য প্রকার দক্ষিণা এবং বিশেষ বিশেষ ঋত্বিকের সাথে তার সম্বন্ধও উপদিষ্ট হয়েছে। যেমন, -"প্রকাশাধ্বর্যু নামক ঋত্বিক্কে হিরণ্ময় পাত্র দুইটি দিতে হবে" ইত্যাদি। এইগুলি 'প্রত্যঙ্গদক্ষিণা' নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে অধ্বর্যুর সাথে 'দদাতি' ক্রিয়াটির যে সম্বন্ধ দেখা যাচ্ছে, আসলে তা কি সকল ঋত্বিকেরই দক্ষিণা, অধ্বর্যু কেবল এখানে দ্বারস্বরূপ মাত্র, অথবা তা কেবলমাত্র ঐ প্রকাশাধ্বর্যুরই দক্ষিণা, ওর সবটা কেবল তাঁরই প্রাপ্য, আর যত সব ঋত্বিক্ আছেন তাঁরা সকলে মূল দক্ষিণাটি মাত্র ভাগাভাগি করে নেবেন - এই রকম সংশয় হ'তে পারে; তা দেখিয়ে দেবার জন্য এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। "প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ" = অঙ্গকর্ম সমূহে বিশেষ এক একজন পুরুষ(ঋত্বিক্)সম্বন্ধে কেবল সেই সেই কর্মের জন্য যে স্বতন্ত্র দক্ষিণা উপদিষ্ট হ'য়ে থাকে। অথবা এখানে 'প্রত্যঙ্গ' শব্দটি বীপ্সা অর্থ বোঝাচ্ছে - যা বিশেষ বিশেষ অঙ্গকর্মকে আশ্রয় ক'রে উপদিষ্ট হ'য়ে থাকে। "স এব তা আদদীত" ;-এখানে যে পুরুষের (ঋত্বিকের) নাম উল্লেখ করে 'দা' ধাতুর প্রয়োগ আছে তাঁরই সাথে কি এই 'দা'ধাতুর সম্বন্ধটির মুখ্য অর্থাৎ একমাত্র তাঁকেই কি ঐ দক্ষিণাটি দিতে হবে? "ভজেরন্ সর্ব এব বা"=অথবা সকল ঋত্বিক্ই যখন অবিশেষে (সমানভাবে) যাগ নিষ্পাদনকর্তা তখন সকলেই প্রধান দক্ষিণার ন্যায় ঐ দক্ষিণাটিও (ভাগাভাগি করে) নেবেন?-এই ব'লে প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে। এখানে সিদ্ধান্ত এই যে, এরকম ক্ষেত্রে যখন বিশেষ বিশেষ পুরুষের (ঋত্বিকের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে তখন তাঁদেরই তা প্রাপ্য। আর তাতে অদৃষ্টার্থকও হয় না।]।।২০৮।

রথং হরেত চাধ্বর্যুর্ব্রহ্মাধানে চ বাজিনম্।
হোতা বাপি হরেদশ্বমুদ্গাতা চাপ্যনঃ ক্রয়ে।। ২০৯।।

অনুবাদ : উক্ত প্রশ্নের উত্তরটি এইরকম - আধানে অর্থাৎ অগ্ন্যাধান কর্মে অধ্বর্যু রথ প্রাপ্ত হবেন, ব্রহ্মা কেবল অশ্বটি নেবেন, হোতাও অশ্বটি নিতে পারেন (অথবা অন্য একটি বৃষ লাভ করবেন), আর সোমযাগে সোমক্রয়কর্মে সোম আনবার জন্য যে শকট ব্যবহৃত হয়, সেটি উদ্গাতা গ্রহণ করবেন ।।২০৯।।

সর্বেষামর্দ্ধিনো মুখ্যাস্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোঽপরে।
তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ।। ২১০।।

অনুবাদ : [ষোলজন ঋত্বিকের দ্বারা সাধ্য জ্যোতিষ্টোম যাগে যে একশটি গাভী দক্ষিণা দিতে হয়, তা ঐ ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে ভাগ করতে হবে ।] সকল ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে যাঁরা প্রধান, অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা এবং উদ্‌গাতা, তাঁরা সমগ্র দক্ষিণার অর্ধেক অর্থাৎ ৪৮টি গাভী গ্রহণ করবেন। [যদিও জ্যোতিষ্টোম যাগে ১০০ টি গাভী দক্ষিণা দেওয়ার কথা বলা হয়, এবং ১০০ টির অর্ধেক পঞ্চাশ হয়, তবুও মূল দক্ষিণার কিছু পরিমাণ কম বা কিছুপরিমাণ বেশী গ্রহণ ক'রে সূত্রকারগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ঋত্বিকের প্রাপ্য অংশ নির্দেশ করেছেন। এখানে হিসাবের সুবিধার জন্য ৯৬টি গাভীদানের কথা বলা হচ্ছে। অতএব হোতা প্রভৃতি চারজন মুখ্য ঋত্বিক্ প্রত্যেকে ১২টি ক'রে মোট ৪৮ টি গাভী পাবেন,]। পরবর্তী মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং প্রস্তোতা নামক ঋত্বিকেরা মুখ্য ঋত্বিক্‌গণের গৃহীত দক্ষিণার অর্ধেক গ্রহণ করবেন; তাই তাঁরা অর্দ্ধী [৪৮/২ =২৪; অর্থাৎ মৈত্রাবরুণ প্রভৃতি চারজন ঋত্বিক প্রত্যেকে ৬টি করে গাভী দক্ষিণা পাবেন।]। তৃতীয়ী অর্থাৎ অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, অগ্নীধ্র এবং প্রতিহর্তা নামক ঋত্বিক্‌গণ মুখ্য ঋত্বিক্‌গণের গৃহীত অংশের এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবেন [৪৮/৩ =১৬; অতএব এই ঋত্বিকেরা প্রত্যেকে ৪ টি করে গাভী দক্ষিণা পাবেন।] আর পাদী অর্থাৎ কর্মের চতুর্থভাগ সম্পাদনকারী শেষ চারজন ঋত্বিক্, যথা , গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, পোতা ও সুব্রহ্মণ্য মুখ্য ঋত্বিক্‌গণের গৃহীত অংশের এক চতুর্থংশ (৪৮/৪ =১২) দক্ষিণা পাবেন, অর্থাৎ এঁরা প্রত্যেক ৩টি ক'রে গাভী দক্ষিণা পাবেন।। ।।২১০।।

সম্ভূয় স্বানি কর্মাণি কুর্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ।
অনেন বিধিযোগেন কর্তব্যাংশপ্রকল্পনা।। ২১১।।

অনুবাদ : যারা সম্ভূয়সমুত্থান অর্থাৎ যে সব লোকেরা দলবদ্ধভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর ক'রে নিজ নিজ কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়, তাদেরও পারিশ্রমিকের অংশ ঐ বৈদিক নিয়ম অনুসারে স্থির হবে। [যজ্ঞে বহুরকম ক্রিয়া আছে। যিনি এমন কাজে নিযুক্ত থাকেন যাতে বেশী কায়িক ক্লেশ হয় কিংবা বেশী বিদ্যাবত্তা আবশ্যক হয়, তিনি বেশী দক্ষিণা পেয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁকে অল্প কাজ করতে হয়, তিনি অল্প দক্ষিণা পান। সেইরকম লৌকিক কাজে, যেমন ঘরবাড়ী, চৈত্য প্রভৃতি নির্মাণ করতে যারা 'সম্ভূয়' অর্থাৎ মিলিতভাবে নিযুক্ত হয় (যেমন, রথকার, স্থপতি, সূত্রধর প্রভৃতি), তাদের নিজ নিজ প্রথা অনুসারে যার যে পরিমাণ অংশ প্রাপ্য তা যজ্ঞমধ্যে যেমন বেদোক্ত ব্যবস্থা আছে সেই অনুসারে পাবে। এইরকম নাটকাদির অভিনয়ে নর্তক, গায়ক এবং বাদক প্রভৃতিরও পারিশ্রমিকের ভাগ নিরূপণ করতে হয়। যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ যদিও সকলেই বিদ্বান্ এবং সকলরকম কাজ করতে সমর্থ, তবুও কর্মানুসারেই দক্ষিণা বিভাগের নিয়ম , কিন্তু পুরুষ অনুসারে বিভাগ করা শাস্ত্রসম্মত নয়।] ।। ২১১ ।।

ধর্মার্থং যেন দত্তং স্যাৎ কস্মৈচিদ্ যাচতে ধনম্।
পশ্চাচ্চ ন তথা তৎ স্যান্ন দেয়ং তস্য তদ্ভবেৎ।। ২১২।।

অনুবাদ : যদি কোনও ব্যক্তি ধর্মীয় কাজ সম্পাদনের জন্য ধন যাচ্‌ঞা করে এবং তাকে অন্য কোনও ব্যক্তি তা দেয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি পরে তা ধর্মার্থে ব্যয় না করে, তা হ'লে তা দেয় হবে না, অর্থাৎ দাতা দত্তবস্তু ফিরিয়ে নেবেন। [যদি কেউ বলেন, আমি 'সান্তানিক' (অর্থাৎ ধর্মার্থে সন্তানের নিমিত্ত বিবাহ করতে ইচ্ছুক) কিংবা 'আমি যজ্ঞ করতে অভিলাষী,

আমাকে ধন দিন', আর একথা শূনে তাকে যদি ধন 'দত্ত' হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত না হয় কিংবা বিবাহ না করে, প্রত্যুত তা জুয়া খেলায় কিংবা বেশ্যার প্রতি নষ্ট করে অথবা সুদ পাবার প্রত্যাশায় কাউকে সেই ধন ধার দেয় কিংবা কৃষিকর্মে খরচ করে, তা হ'লে "ন দেয়ং তস্য তৎ"=তাকে ঐ ধন দেবে না। যা 'দত্ত' (দান করা হয়ে গিয়েছে) তা আর দান করতে নিষেধ করতে পারা যায় না; কাজেই "ন দেয়ং তস্য তৎ"-এই বাক্যটির তাৎপর্য্যার্থ হ'ল তার নিকট থেকে ঐ ধন ফিরিয়ে নেবে।]।।২১২।।

যদি সংসাধয়েত্তত্তু দর্পাল্লোভেন বা পুনঃ।
রাজ্ঞা দাপ্যঃ সুবর্ণং স্যাত্তস্য স্তেয়স্য নিষ্কৃতিঃ।। ২১৩।।

অনুবাদ : যাকে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সে ব্যক্তি যদি বলদৃপ্ত হ'য়ে কিংবা লোভপরবশ হ'য়ে সেই অর্থ আদায় করতে অথবা আট্‌কিয়ে রাখতে উদ্যত হয়, তা হ'লে তার পক্ষে সেটি স্তেয় হবে এবং সেজন্য রাজা তাকে এক সুবর্ণ দণ্ড (জরিমানা) দিতে বাধ্য করবেন। ["সংসাধয়েৎ"=সংসাধন করে;-'সংসাধন'-শব্দের অর্থ - যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ঋণ আদায় করবার মতো বিচারালয়ের সাহায্যে তা পেতে চেষ্টা করা কিংবা যে অর্থ তাকে দেওয়া হয়েছিল তা ফেরত চাইলে তা না দেবার জন্য রাজার নিকট (বিচারালয়ে) নালিশ করা; যেমন, 'এ ব্যক্তি আমাকে দান ক'রে তা প্রতিহরণ করতে ইচ্ছা করছে।' এইভাবে সিদ্ধ (প্রাপ্ত বা প্রাপ্য) বস্তুকে যে নিজের জন্য দৃঢ় করে রাখা, তাই সংসাধন। "দর্পাৎ লোভেন"=দর্প কিংবা লোভবশতঃ;-এর দ্বারা ঐ রকম কাজ করবার যা প্রসিদ্ধ কারণ তার উল্লেখ করা হ'ল। যে লোক এইরকম কাজ করে তার শাস্তি হ'ল এক 'সুবর্ণ' জরিমানা।] ।। ২১৩ ।।

দত্তস্যৈষোদিতা ধর্ম্যা যথাবদনপক্রিয়া।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বেতনস্যানপক্রিয়াম্।। ২১৪।।

অনুবাদ : এতক্ষণ দত্তবস্তুর ধর্মসঙ্গত অনপক্রিয়া [অর্থাৎ ক্রিয়ার অপায় বা অপক্রিয়া] যথাযথভাবে বলা হ'ল। এরপর বেতনের অনপক্রিয়ার কথা বলছি, শ্রবণ করুন। ["thus the lawful subtraction of a gift has been fully explained: I will next propound the law for non-payment of wages "-Buhler] ।। ২১৪ ।।

ভৃতো নার্তো ন কুর্যাদ্ যো দর্পাৎ কর্ম যথোদিতম্।
স দণ্ড্যঃ কৃষ্ণলান্যষ্টৌ ন দেয়ং চাস্য বেতনম্।। ২১৫।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট বেতন নিয়ে নির্দিষ্ট কাজ ক'রে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকৃত হ'য়ে পীড়াদিগ্রস্ত না হ'য়েও দর্পবশতঃ (অর্থাৎ ঔদ্ধত্যের কারণে) সেই নিজের স্বীকৃত কাজ করে না, তাকে আটটি কৃষ্ণল (কুঁচ) দণ্ড দিতে হবে [কাজটির স্বরূপ ও তার ফল এবং গুরুত্ব অনুসারে সোনার, রূপার বা তামার 'কৃষ্ণল' দণ্ড হবে], এবং তার বেতনের জন্য যে অর্থ প্রাপ্তির কথা স্থির হয়েছিল তাও সে পাবে না।।২১৫।।

আর্তস্তু কুর্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথাভাষিতমাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনম্।। ২১৬।।

অনুবাদ : যে ব্যক্তি পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ ক'রে দিতে স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু পীড়িত বা বিবাদ- গ্রস্ত হওয়ায় সেই কাজ খানিকটা ক'রে সে যদি চলে যায়, কিন্তু সে সুস্থ হ'য়ে আবার ফিরে এসে সেই অঙ্গীকৃত কাজটি যদি সম্পূর্ণ ক'রে দেয়, তবে সে দীর্ঘকালের প্রাপ্য বেতনটি

পাবে।। ।।২১৬।।

যথোক্তমার্তঃ স্বস্থো বা যস্তৎকর্ম ন কারয়েৎ।
ন তস্য বেতনং দেয়মল্পোনস্যাপি কর্মণঃ।। ২১৭।।

অনুবাদ ঃ পীড়িতই হোক্ বা সুস্থই হোক্, যদি কোনও ব্যক্তি অঙ্গীকৃত কাজ নিজে বা অন্যের দ্বারা সম্পাদন না করে, অথবা, যদি সেই কাজের কিছু মাত্রও অবশিষ্ট থাকে [অর্থাৎ বেশী অংশটা সে আগে ক'রে দিয়ে গেলেও], তবুও সে কিছুই বেতন পাবে না ।। ২১৭ ।।

এষ ধর্মোঽখিলেনোক্তো বেতনাদানকর্মণঃ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধর্মং সময়ভেদিনাম্।। ২১৮।।

অনুবাদ ঃ বেতন-অদান নামক বিবাদ বিষয়ের (মোকদ্দমা বিশেষের) নিয়ম ('the law for the non-payment of wages') আমি সমগ্রভাবে বললাম । এরপর সময়বেদীদের বা চুক্তিলঙ্ঘন- কারীদের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ ('the law concerning men who break an agreement ') সম্বন্ধে বলছি, আপনারা শুনুন। [বর্ত্তমান শ্লোকের প্রথমার্ধে আগেকার আলোচ্য বস্তুটির উপসংহার করা হয়েছে, আর শেষার্ধটিতে যথানির্দিষ্ট অন্য একটি প্রকরণের সূচনা ক'রে দেওয়া হয়েছে।] ।।২১৮।।

যো গ্রামদেশসংঘানাং কৃত্বা সত্যেন সংবিদম্।
বিসংবদেন্নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ।। ২১৯।।

অনুবাদ ঃ যেখানে গ্রামবাসী বা দেশবাসী (বহু গ্রামের সমষ্টি হ'ল দেশ) বা সঙ্ঘভুক্ত লোকেরা (একই ধর্মে বা কর্মে নিরত নানা শ্রেনীর মানুষের যে সমষ্টি, তার নাম সঙ্ঘ; যেমন, ভিক্ষুকগণের সঙ্ঘ, বণিক্‌গণের সঙ্ঘ, চাতুর্বিদ্যগণের সঙ্ঘ প্রভৃতি] সকলে মিলিত হ'য়ে কোনও বিষয়ে সংবিৎ বা শপথপূর্বক প্রতিজ্ঞা করেছে, সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি লোভবশতঃ ঐ প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন করে, তবে রাজা তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করবেন ।। ২১৯ ।।

নিগৃহ্য দাপয়েচ্চৈনং সময়ব্যভিচারিণম্।
চতুঃসুবর্ণান্ ষড়্ নিষ্কান্ শতমানঞ্চ রাজতম্।। ২২০।।

অনুবাদ ঃ অথবা, যে লোক এইভাবে সময় (=শপথ) লঙ্ঘন করবে, রাজা তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিগৃহীত ক'রে (ফাটকে আটক ক'রে) ছয় নিষ্ক বা চারটি সুবর্ণ ও রজত-শতমান অর্থাৎ তিনশ' বিশ রতিপরিমাণ রূপা দণ্ড দিতে বাধ্য করবেন ।।২২০।।

এতং দণ্ডবিধিং কুর্যাদ্ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
গ্রামজাতিসমূহেষু সময়ব্যভিচারিণাম্।। ২২১।।

অনুবাদ ঃ গ্রাম, জাতি, বা সঙ্ঘ-সম্পর্কিত সময় (বা প্রতিজ্ঞা) যারা লঙ্ঘন করে, তাদের উপর ধার্মিক রাজা পুর্বোক্তরূপ দণ্ড বিধান করবেন ।।২২১।।

ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিদ্ যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।
সোঽন্তর্দশাহাৎ তদ্ দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা।। ২২২।।

অনুবাদ ঃ যে লোক কোনও বস্তু ক্রয় কিংবা বিক্রয় ক'রে 'অনুশয়' অর্থাৎ আপশোষ করতে থাকে সে দশ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে কিংবা ফেরত নিতে পারে। [যে বস্তুর

ক্রয়বিক্রয় খুব বেশী, ব্যবহারকালে যা সহজে নষ্ট হয় না এবং যার মূল্যও বাজারে কমে না কিন্তু স্থির থাকে, যেমন-ত্রপু (রাং), তামা প্রভৃতির পাত্র, সেরকম কোনও দ্রব্য যদি ক্রয় করবার পর উপভোগ করা না হয় তা হ'লে দশ দিনের মধ্যে তা ফেরত দেওয়া কিংবা ফেরত নেওয়া চলবে। কিন্তু যে বস্তুর ক্রয়বিক্রয় বিরল, কেবল দেবতার যাত্রা-উৎসব প্রভৃতিতে (মেলায়) যা বিক্রয় হয় কিংবা যার মূল্যও স্থির নয় (ওঠানামা করে) সেটি সেই দিনেই অথবা তার পরের দিনেই ফেরত দিতে কিংবা ফেরত নিতে হবে। আর ফলপুষ্পাদির মতো বস্তুর 'অনুশয়' তৎক্ষণাৎই কর্তব্য। ক্রয় করবার পরও যার এই প্রকার 'অনুশয়' হয় যে,-এ বস্তুটি আমার উপযুক্ত হচ্ছে না, - সে লোক দশ দিনের মধ্যে তা ফেরত দেবে, এবং বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে হবে। বিক্রেতার যদি অনুশয় (আপ্‌শোষ) হয়, এটি বিক্রয় করে আমি ভাল করি নি, - তা হ'লে ক্রেতা তাকে তার বিক্রীত দ্রব্যটি ফিরিয়ে দেবে (ঐ দশ দিনের ভিতরে) । এক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য এই যে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুজনে যদি একই জায়গার বাসিন্দা হয় তবেই এই দশ দিনের নিয়মটি প্রয়োজ্য হবে। কিন্তু তারা যদি ভিন্নদেশবাসী হয় তা হ'লে সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গেই তা ফেরত দিতে কিংবা ফেরত নিতে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই যে দশ দিনের নিয়ম, এটি গোরু, ভূমি প্রভৃতি বিষয়েই প্রয়োজ্য, কিন্তু বস্ত্রাদি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটবে না।]।।২২২।।

পরেণ তু দশাহস্য ন দদ্যান্নাপি দাপয়েৎ।
আদদানো দদচ্চৈব রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।। ২২৩।।

অনুবাদ ঃ কিন্তু দশ দিনের পর আর ক্রীতানুশয় খাটবে না অর্থাৎ দশ দিন পরে ক্রীত বস্তু ফিরিয়ে দিতে বা বিক্রীত বস্তু ফিরিয়ে নিতে পারবে না। যদি বলপূর্বক ফিরিয়ে দেয় বা নেয়, তা হ'লে যে ঐরকম করবে তাকে রাজা ছয় শ' পণ দণ্ড দিতে বাধ্য করবেন ।। ২২৩ ।।

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্যান্ নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষণ্ণবতিং পণান্।। ২২৪।।

অনুবাদ ঃ কন্যাটি দোষগ্রস্তা, একথা না জানিয়ে বা না ব'লে যে লোক কন্যা দান করে রাজা স্বয়ং তার প্রতি ছিয়ানব্বুই পণ দণ্ড বিধান করবেন। [যে কন্যা কোনও প্রকার দোষযুক্তা তার বিবরণ বরকে না ব'লে, প্রকাশ না ক'রে যদি কেউ সেই কন্যা দান করে তা হ'লে রাজা তা জানতে পারলে ঐ কন্যাদানকারীর প্রতি ৯৬ কার্ষাপণ দণ্ড বিধান করবেন। এখানে "স্বয়ং" কথাটির দ্বারা এই বিষয়টিতে বিশেষ আদর (আগ্রহ বা গুরুত্ব) প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, কন্যার দোষ তার ধর্ম এবং প্রজা (সন্তান) উভয়েরই বিঘাতক (উচ্ছেদকারক)। ক্ষয়রোগ, মৈথুনসম্বন্ধ (পুরুষান্তরের সাথে যোনিসংসর্গ) - এগুলি কন্যার দোষ। পূর্বে "নোন্মত্তায়া" ইত্যাদি বচনে যেরকম দণ্ড বলা হয়েছে সেই দণ্ডটি কিংবা এই দণ্ডটি দুইটির যে কোন একটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।] ।। ২২৪ ।।

অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্ দ্বেষেণ মানবঃ।
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্।। ২২৫।।

অনুবাদ ঃ যে লোক বিদ্বেষবশতঃ কারও কন্যাকে 'অকন্যা' ব'লে প্রচার করে, সে যদি সেই কন্যাটির অকন্যাত্বসূচক কোনও দোষ দেখাতে না পারে তা হ'লে সে একশ কার্ষাপণ দণ্ড দিতে বাধ্য হবে।

[" অকন্যা" শব্দের অর্থ মৈথুনসম্বন্ধপ্রাপ্তা; এই কথা যে লোক বলবে সে যদি সেই দোষ প্রমাণ করতে না পারে তা হ'লে এক শ কার্ষাপণ দণ্ডনীয় হবে। কেউ কেউ বলেন, এখানে 'অকন্যা' এই শব্দটিই অবিকৃতভাবে স্বরূপতঃ বিবক্ষিত অর্থাৎ 'অকন্যা' এই শব্দটিমাত্র যদি বলে; - । এর কারণ, 'অকন্যা' বললে যেরূপ অর্থ বোঝায় তা যদি বিবক্ষিত হয় তা হ'লে এই 'আক্রোশটি' দোষ অর্থাৎ উল্লেখটি বড় গুরুতর, অথচ এর জন্য যে দণ্ডবিধান করা হয়েছে, তা লঘু; বিশেষতঃ 'অকন্যা' এই শব্দটির সাথে 'ইতি' এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ব'লে তার অন্যথা করা যায় না। সুতরাং এখানে এই কথা বলা হচ্ছে, এই মেয়েটি 'অকন্যা' কেবল এই প্রকার শব্দটি উল্লেখ ক'রে আক্রোশ (দোষ) প্রকাশ করা হ'লে একশ কাহন দণ্ড হবে। আচ্ছা, প্রথমে যেরকম অর্থ বলা হ'ল তার সাথে এর পার্থক্যটা কি? এর উত্তরে বক্তব্য, - যে লোক ঐ কথা বলবে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, এ মেয়েটা 'অকন্যা' কেন? তাতে সে লোকটি যদি বলে-এ বড় নির্লজ্জা, নিষ্ঠুরা এবং অশ্লীলভাষিণী, এ সমস্তগুলি ত কন্যার ধর্ম নয়; কিন্তু সে যদি তা প্রমাণ করতে না পারে, তা হ'লে ঐভাবে কন্যার গুণ নিষেধ করতে প্রবৃত্ত হচ্ছে ব'লে তার ঐপ্রকার দণ্ড হবে। অথবা, 'কন্যা' শব্দটি বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত কন্যাকে বোঝায়; কেউ কারও ঐপ্রকার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য পরোক্ষে (অসাক্ষাতে) প্রার্থনা করলে তাকে যদি অন্য কোনও লোক বলে, তুমি কাকে বিবাহ করতে চাইছে? সে মেয়েটি কন্যাই নয়, তার বয়স অতি অল্প অথবা অতি বেশী। যার কন্যা সে ব্যক্তি একথাটি শুনে যদি রাজার নিকট নালিশ করে, 'আমার কন্যাটি অতি উৎকৃষ্ট, একজন তাকে বিবাহ করতে চাইছে, কিন্তু এ ব্যক্তি তাতে ভাঙ্চি দিচ্ছে'। এইরকম অভিযোগ করলে সে ব্যক্তি যদি পরাজিত হয় অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত হয়, বস্তুতই সেই মেয়েটি বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হ'য়ে রয়েছে একথা যদি প্রমাণিত হয় তা হ'লে ঐ ব্যক্তিটি পরাজিত (দোষী সাব্যস্ত) হবে এবং তার প্রতি এই প্রকার দণ্ডবিধান কর্তব্য হবে।] ।।২২৫।।

প্রাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিৎ নৃণাং লুপ্তধর্মক্রিয়া হি তাঃ।। ২২৬।।

অনুবাদঃ পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ বা দারপরিগ্রহ করা সম্বন্ধে যেসব মন্ত্র আছে তা 'কন্যা'-বিবাহেই ব্যবস্থিত অর্থাৎ তা কেবল 'কন্যা'বিবাহেই প্রযোজ্য, কারণ তা সেইরকম অর্থেরই বোধক; কিন্তু ঐ মন্ত্রগুলি কোথাও 'অকন্যা'-বিবাহে প্রযোজ্য নয়, যেহেতু অকন্যারা ধর্মক্রিয়ার অনধিকারিণী।।২২৬।।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।। ২২৭।।

অনুবাদ ঃ পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে যেসব মন্ত্র আছে তা-ই বিবাহকর্মের বোধক। জ্ঞানিগণ এইরকম বুঝে থাকেন যে, ঐ মন্ত্রসকল 'সপ্তপদীগমন' কর্মের সপ্তম পদে গমন হ'লে সম্পূর্ণ হ'য়ে থাকে।

["দারলক্ষণম্"-দার অর্থ ভার্যা; তার 'লক্ষণ' অর্থাৎ নিমিত্ত হ'ল বিবাহবিষয়ক মন্ত্রগুলি অর্থাৎ ঐসকল মন্ত্র ঐ কর্মে প্রয়োগ করা হ'লে বিবাহ-নামক সংস্কারটি নিষ্পাদিত হয়। তবে ঐ মন্ত্রগুলি কেবল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষেই বিহিত। তাই ব'লে যে শূদ্রের দারক্রিয়া (বিবাহ) অসিদ্ধ হবে এরকম নয়। কারণ, ঐ কর্মে শূদ্রের পক্ষে কোন মন্ত্র নেই। মন্ত্র বাদ দিয়ে অপরাপর সকল ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠান) শূদ্রেরও আছে। সুতরাং "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ" এস্থলে 'মন্ত্র'

শব্দটির দ্বারা বিবাহ নামক সংস্কার বোধিত হচ্ছে, ঐ মন্ত্রগুলির "নিষ্ঠা" অর্থাৎ সমাপ্তি "সপ্তমে পদে বিজ্ঞেয়া"=সপ্তম পদ গমনে পূর্ণ হয়, বুঝতে হবে। লাজহোম সম্পন্ন ক'রে অগ্নিকে তিন বার প্রদক্ষিণ ক'রে কন্যা বরের সাথে সাত পা যাবে; 'ইষ একপদী ভব" ইত্যাদি, "সখা সপ্তপদী ভব" ইত্যন্ত মন্ত্র সেই সময় পাঠ করতে হয়। সেই সপ্তম পদে কন্যার গমন হ'লে তখন কন্যার পিতা কিংবা বর কারও পক্ষে আর 'অনুশয়' খাটবে না। সেই কন্যাটি যদি উন্মাদবতী হয় তবুও সে ভার্যাই হবে, তাকে পরিত্যাগ করা চলবে না।

কিন্তু যে নারী কোন পুরুষের সাথে মৈথুনযুক্তা হয়েছে তার পক্ষে ঐসমস্ত কর্মগুলি বিবাহসংস্কার ব'লে মোটেই গণ্য হবে না। বিবাহসংস্কারে লাজহোম প্রভৃতি যেসকল ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠান) আছে সেগুলি করা হ'লেও ঐ নারী 'ভার্যা' হবে না, তার মধ্যে ভার্যাত্ব উৎপন্ন হবে না। সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় তার সম্বন্ধেও 'অনুশয়' হ'তে পারবে]।। ২২৭।।

যস্মিন্ যস্মিন্ কৃতে কার্যে যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।
তমনেন বিধানেন ধর্ম্ম্যে পথি নিবেশয়েৎ।। ২২৮।।

অনুবাদ ঃ যে যে কাজ ক'রে লোকের সে বিষয়ে 'অনুশয়' অর্থাৎ আপ্‌শোষ হবে সেই সেই বিষয়কেই রাজা এই 'দশ দিন' সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে ন্যায়সঙ্গত পথে স্থাপন করবেন।

[এই যে দশ দিনের মধ্যবর্তী অনুশয়, এ যে কেবল বণিক্‌গণের ক্রয়বিক্রয় স্থলেই প্রযোজ্য, এরকম নয় ; কিন্তু বেতনসংক্রান্ত চুক্তি, বৃদ্ধির নিমিত্ত ধনপ্রয়োগ ইত্যাদি প্রকার "যস্মিন্ যস্মিন্"=যে যে বিষয়ে 'অনুশয়' হবে;- এস্থলে বীপ্সা থাকায় এর দ্বারা সকল প্রকার কাজকেই ধরা হয়েছে বুঝতে হবে। "অনেন বিধানেন"=এই দশ দিন সংক্রান্ত নিয়মে,-। "ধর্ম্ম্যে"=ধর্মানপেত অর্থাৎ ধর্ম (ন্যায়)-সঙ্গত "পথি'=মার্গে "নিবেশয়েৎ" =স্থাপন করবে, -এটি রাজার কর্তব্য । এইভাবে এই নিয়মটির অতিদেশ করা হ'ল (বিষয়ান্তরেও বরাত দেওয়া হল)। "কৃতে কার্যে"-অর্থাৎ কার্য আরম্ভ হ'লে;-যেহেতু কার্যটি যদি সর্বতোভাবে সমাপ্ত হ'য়ে যায় তাহ'লে আর সে বিষয়ে 'অনুশয়' করা চলবে না।]।।২২৮।।

পশুষু স্বামিনাঞ্চৈব পালানাঞ্চ ব্যতিক্রমে।
বিবাদং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ ধর্মতত্ত্বতঃ।। ২২৯।।

অনুবাদ ঃ গবাদি পশুর স্বামী এবং তাদের পালক রাখাল এদের মধ্যে যদি কর্তব্যবিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটে তা হ'লে সেই বিবাদপদে ধর্মসংগত ব্যবস্থা কেমন হবে, তা আমি ভাল ভাবে বলছি, আপনারা শুনুন।। ২২৯ ।।

দিবা বক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্‌গৃহে।
যোগক্ষেমেঽন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ।। ২৩০।।

অনুবাদ ঃ যদি দিবাভাগে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পালকের বা রাখালের তত্ত্বাবধানে থাকাকালে পশুর যদি কোনও অনিষ্ট ঘটে, তাহ'লে সেই পালকটি দোষী হবে; আর রাত্রিকালে মালিকের বাড়ীতে যদি পশুটি থাকে তাহ'লে ঐ পশুর যদি মরণাদি অনিষ্ট ঘটে, তবে তাতে মালিকের দোষ হবে, অন্যথায় ঐ পালকই দোষী হবে। [পালকের তত্ত্বাবধানে থাকাকালে যদি গোরুগুলি কারোর ক্ষেতের শষ্য খায় কিন্তু কেউ যদি সেগুলিকে মেরে ফেলে তাহ'লে তার জন্য ঐ পালকই দায়ী হবে ; আর পালক যদি গোরুগুলিকে মালিকের বাড়ীতে গিয়ে জমা দিয়ে দেয়, তখন ঐ রকম কিছু ঘটলে ঐ মালিকই দোষী ব'লে বিবেচিত হবে । কিন্তু পালক যদি

রাত্রিকালেও মালিকের বাড়ীতে পশুটিকে প্রবেশ করিয়ে না দেয় এবং বনের মধ্যে ছাড়া থাকা অবস্থায় পশুর যদি কোনও অনিষ্ট ঘটে তবে পালকই তার জন্য দায়ী হবে] ।। ২৩০ ।।

গোপঃ ক্ষীরভৃতো যস্তু স দুহ্যাদ্ দশতো বরাম্।
গোস্বাম্যনুমতে ভৃত্যঃ স্যাৎ পালকেঽভৃতে ভৃতিঃ।। ২৩১।।

অনুবাদ ঃ যে গোপালক 'ক্ষীরভৃত' অর্থাৎ পারিশ্রমিকরূপে দুধ নিয়ে গোরু চরায়, সে দশটি গোরু চরালে একটি শ্রেষ্ঠ গোরুর দুধ সবটাই সেই গোরুটির মালিকের অনুমতিক্রমে নেবে। বেতনভুক্ পশুচারক যদি অন্য কোনও বেতন না পায় তা হ'লে ঐ দুধই তার বেতন হবে। ["গোপঃ"= যে গোরু পালন করে, গোপালক অর্থাৎ রাখাল। কখন কখন তাকে ভাত প্রভৃতি দিয়ে রাখা হয়, কেউ বা দুধ দিয়ে কাজ করায়। এর মধ্যে "ক্ষীরভৃতঃ"= যে রাখাল দুধের বিনিময়ে গোরুর কাজ করে সে "দশতো বরাম্"= দশটির মধ্যে যেটি 'বরা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; যে ব্যক্তি ঐ গোরক্ষার জন্য অন্য কোন বেতন কিংবা অন্নাদি না পায় সে দশটি গোরু হ'লে তার মধ্যে একটি গোরুর দুধ নেবে। যদি তার কম অথবা বেশী গোরু তাকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে এই অনুপাতে কমবেশী করে তার বেতন কল্পনা করতে হবে। এইরকম যাদের দোহন করা হয় কিংবা যাদের দোহন করা যায় না, এমন ধেনু , বৎসতরী, দামড়া, এঁড়ে বাছুর প্রভৃতি রক্ষা করতে হ'লে একটি গোরুর যে দুধ হয় তার তৃতীয় ভাগ, কোথাও বা তার চতুর্থ ভাগ বেতনরূপে বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। বস্তুতঃ এই শ্লোকটিতে এ সম্বন্ধে একটা দিক্মাত্র দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। এ বিষয়ে যে দেশে যেরকম প্রথা আছে তাই অনুসরণ করতে হয় ।] ।। ২৩১।।

নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ শ্বহতং বিষমে মৃতম্।
হীনং পুরুষকারেণ প্রদদ্যাৎ পাল এব তু।। ২৩২।।

অনুবাদ ঃ যদি গোরক্ষকের যত্নের অভাবে কোনও গোরু হারিয়ে যায়, কীটাদির দ্বারা নাশিত হয়, কুকুর প্রভৃতি শ্বাপদ কর্তৃক নিহত হয় কিংবা গর্ত প্রভৃতিতে প'ড়ে মারা যায়, তা হ'লে যে গোরক্ষক তার জন্য দায়ী, সে ঐরকম একটি পশু মালিককে দিতে বাধ্য হ'বে। ["নষ্টং"=দৃষ্টিপথের বাইরে যাওয়া (নিখোঁজ হওয়া), কোথায় গিয়েছে তা জানতে না পারা। "বিনষ্টং কৃমিভিঃ";-'আরোহক' নামক এক প্রকার কৃমি আছে, সেগুলি গোরুর জননেন্দ্রিয়ে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে গোরুকে খারাপ ক'রে দেয়। তার গর্ভধারণ শক্তি নষ্ট ক'রে দেয়। "শ্বভির্হতম্"=কুকুরে মেরে ফেলেছে;-এটি একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখমাত্র। সুতরাং, শৃগাল, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিকর্তৃক নিহত হ'লে তাও ঐ দৃষ্টান্তের মধ্যে ধর্তব্য। "বিষমে" = গর্ত, পর্বতগুহা, শিলাসঙ্কট প্রভৃতি স্থানে প'ড়ে "মৃতম্"= মারা গেলে "প্রদদ্যাৎ পাল এব"= সেই গোরক্ষকই তা দিতে বাধ্য। "হীনং পুরুষকারেণ"= যদি পুরুষকার অর্থাৎ পুরুষের চেষ্টা, যেমন রাখালটি তার নিকটে থেকে লাঠি প্রভৃতির দ্বারা বৃক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে তাড়িয়ে দেবে, এটি তার কর্তব্য,-সে যদি সেরকম না করে। কিন্তু সে ঐভাবে চেষ্টা করতে থেকেও যদি ব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে আটকাতে সমর্থ না হয়, কিংবা যদি কোন একটি পশু হঠাৎ অতর্কিতভাবে দল হতে ছুটে পালিয়ে গর্তাদির মধ্যে পড়ে এবং সেই রাখাল তার পিছু পিছু গিয়ে যদি সেটিকে ফেরাতে না পারে, তা হ'লে তার কোন দোষ হবে না।]।। ২৩২ ।।

বিঘুষ্য তু হৃতশ্চৌরৈর্ন পালো দাতুমর্হতি।
যদি দেশে চ কালে চ স্বামিনঃ স্বস্য শংসতি।। ২৩৩।।

অনুবাদ ঃ চোরেরা দল বেঁধে ঢাক পিটিয়ে যদি গবাদি পশু চুরি ক'রে নিয়ে যেতে থাকে এবং সেই সময়ে স্বয়ং নিকটস্থ পশু-মালিকের কাছে গিয়ে যদি সেই রাখাল জানিয়ে দেয়, তা হ'লে সে ঐ হৃতপশু পশুমালিককে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়।।২৩৩।।

কর্ণৌ চর্ম চ বালাংশ্চ বস্তিং স্নায়ুঞ্চ রোচনাম্।
পশুষু স্বামিনাং দদ্যান্মৃতেষ্বঙ্গানি দর্শয়েৎ।। ২৩৪।।

অনুবাদ ঃ গোষ্ঠে বা গোচারণক্ষেত্র পশুটি যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তাহ'লে পালক পশুটির দুটি কান, চামড়া, পুচ্ছের লোম, বস্তি (মূত্রাশয়), স্নায়ু এবং গোরোচনা (অর্থাৎ গরুর শৃঙ্গমূলে জাত এক ধরণের চূর্ণ পদার্থ) ইত্যাদি কোনও অঙ্গ নিয়ে ঐ পশুর মালিকের হাতে দেবে এবং যাতে ঐ পশুর মৃত্যুতে প্রত্যয় হয় পশুটির এমন কোনও পরিচায়ক চিহ্ন দেখাবে। [অঙ্গানি'র স্থানে বিকল্প পাঠ—অঙ্কান্=পশুর শরীরে যে চিহ্ন দেওয়া থাকে ; কোন্ লোক কোন্ পশুর মালিক তা স্থির করার জন্য বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দেওয়া থাকে; পালক সেগুলি মালিকে দেখাবে। এরকম করলে সেই পালক যে গোরুটির মৃত্যুর ব্যাপারে নির্দোষ তা প্রতিপন্ন হবে। কারণ, সেই চিহ্ন দেখে এইরকম প্রত্যভিজ্ঞা হবে যে, এটি সেই পশুই বটে] ।। ২৩৪ ।।

অজাবিকে তু সংরুদ্ধে বৃকৈঃ পালে ত্বনায়তি।
যাং প্রসহ্য বৃকো হন্যাৎ পালে তৎ কিল্বিষং ভবেৎ।। ২৩৫।।

অনুবাদ ঃ যদি নেকড়ে কিংবা শিয়াল এসে ছাগল, মেষ প্রভৃতি কোনও পশুকে আটক করে এবং তাকে তাড়ানোর জন্য পালক এসে উপস্থিত না হওয়ায় যদি পশুটিকে শৃগাল বা নেকড়ে বলপূর্বক মেরে ফেলে, তাহ'লে ঐ পশুটির মৃত্যুর জন্য পশুপালকই দোষগ্রস্ত (বা দায়ী) হবে। [এরকম ক্ষেত্রে পশুপালক ঐ মৃত পশুর পরিবর্তে অন্য একটি পশু মালিককে দিতে বাধ্য এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্তও করবে। গোরু বৃহদাকার পশু; তাই তাকে অবরুদ্ধ করা শৃগাল জাতীয় পশুর পক্ষে সম্ভব নয়; এই জন্য অজ (ছাগল) ও অবিকা (মেষ) বলা হয়েছে। অবশ্য কেবল ছাগল ও মেষই যে ধর্তব্য তা নয়, কারণ বাছুরও এইভাবে অবরুদ্ধ হ'তে পারে। কাজেই সেক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।] ।। ২৩৫ ।।

তাসাং চেদবরুদ্ধানাং চরন্তীনাং মিথো বনে।
যামুৎপ্লুত্য বৃকো হন্যান্ন পালস্তত্র কিল্বিষী।। ২৩৬।।

অনুবাদ ঃ পালকের তত্ত্বাবধানে ছাগল-মেষজাতীয় পশুগণ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বনে বিচরণ করতে থাকলে হঠাৎ যদি কোনও নেকড়ে প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সেই দলের মধ্যে লাফ দিয়ে প'ড়ে পশু হত্যা করে, তাহ'লে তাতে পালক দায়ী হবে না ।। ২৩৬ ।।

ধনুঃশতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু।। ২৩৭।।

অনুবাদ ঃ গ্রামের চারদিকে 'ধনুঃশত' = চারশ হাত অথবা তিনবার 'শম্যা' নিক্ষেপে যতদূর যায় সেই পরিমাণ অনাবাদী জমি প'ড়ে থাকবে। আর নগরের চারদিকে তার তিনগুণ অনাবাদী জমি প'ড়ে থাকবে, তাতে গবাদি পশু চরবে। ['ধনুঃ' বলতে চার হাত বোঝায়। সুতরাং "ধনুশতং"-শব্দের অর্থ চারশ' হাত । "সমন্ততঃ" = গ্রামের চারদিকে "পরিহার"= পতিত জমি ক'রে রাখা উচিত। ঐ পরিমাণ ভূমিতে শস্যাদি বপন না ক'রে ফেলে রাখতে হবে যাতে সেখানে গবাদি পশু অনায়াসে চরতে পারে। "শম্যা"=ছোট লাঠি; সেটিকে হাতে ধারণ ক'রে

যথাসম্ভব বেগে ছুড়ে দেবে (যেখানে গিয়ে সেটি পড়বে ততদূর পর্যন্ত ভূমিকে 'শম্যাপাত' বলে)। সেখান থেকে সেটিকে তুলে নিয়ে সেইভাবে আবার ছুড়ে দেবে। এইভাবে তিনবার করলে যে পরিমাণ ভূমি পাওয়া যায় তা 'তিন শম্যাপাত'। সেই পরিমাণ ভূমি পতিত থাকবে। নগরের চারদিকে তার তিনগুণ পতিত জমি থাকবে। গ্রাম এবং নগর এ দুটির অর্থ প্রসিদ্ধ। 'শম্যাপাত' অর্থাৎ ঐভাবে বেগে নিক্ষিপ্ত শম্যার বেগাখ্য সংস্কার নষ্ট হ'লে যেখানে তা গিয়ে পড়ে থাকবে মাটির উপর সেটিই পরিমাণ স্থান।]।। ২৩৭ ।।

তত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র প্রণয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্।। ২৩৮।।

অনুবাদ : সেই স্থানের মধ্যে যদি কোনও ধানগাছ প্রভৃতি বেড়া দিয়ে ঘেরা না থাকে এবং তা যদি গবাদি পশুতে নষ্ট ক'রে ফেলে তা হ'লে তার জন্য রাজা পশুপালককে দণ্ডিত করবেন না। [ঐ যে শস্যবপন নিষিদ্ধ স্থান তার মধ্যে কোন শস্যক্ষেত্র করা চলবে না। আর কেউ যদি সেরকম করে, তা হ'লে সে তার চারদিকে বেড়া দেয় নি কেন? কাজেই তার জন্য সেই ক্ষেতের মালিকরাই দোষী, পশুপালকরা দোষী হবে না। কারণ, পশুপালকের পক্ষে প্রত্যেকটি পশুকে দড়ি বেঁধে তা হাতে ধ'রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ পশুগুলিকে গ্রাম বা নগর থেকে বাইরে চরাতে নিয়ে যাবার অন্য কোন পথও নেই ।] ।। ২৩৮ ।।

বৃতিং তত্র প্রকুর্বীত যামুষ্ট্রো ন বিলোকয়েৎ।
ছিদ্রঞ্চ বারয়েৎ সর্বং শ্বশূকরমুখানুগম্।। ২৩৯।।

অনুবাদ : সেরকম শস্যক্ষেত্র থাকলে তার চারদিকে এমনভাবে উঁচু করে "বৃতি" অর্থাৎ বেড়া দেবে যার অপর অংশ একটি উট বাইরে থেকে দেখতে না পায় এবং সেই বেড়াটিতে কুকুর বা শূকরের মুখ ঢুকতে পারে এমন পরিমাণ যত ছিদ্র থাকবে সেগুলি সব বন্ধ ক'রে দেবে। [ক্ষেত, বাগান প্রভৃতিতে যাতে কোন পশু প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কাঁটা গাছের ডালপালা প্রভৃতি দিয়ে যে ঘিরে দেওয়া হয় তাকে বলে 'বৃতি'; 'পর্ণিকা' নামেও প্রসিদ্ধ। ওটি পশু প্রভৃতিকে নিবারণ করে বলে ওটিকে 'বৃতি' বলা হয়। সেটির উচ্চতা এমন পরিমাণ করতে হয় যার উপর দিয়ে একটি উট দেখতে না পায় ।] ।। ২৩৯ ।।

পথি ক্ষেত্রে পরিবৃতে গ্রামান্তীয়েঽথ বা পুনঃ।
স পালঃ শতদণ্ডার্হো বিপালান্ বারয়েৎ পশূন্।। ২৪০।।

অনুবাদ : পথের নিকটবর্তী কিংবা গ্রামের সমীপবর্তী বেড়া দিয়ে ঘেরা কোনও শস্যক্ষেত্রে যদি পশু প্রবেশ করে, অথচ পশুচারক তার সঙ্গে থাকে, তা হ'লে পশুচারকের বা পশুর মালিকের একশ পণ অর্থদণ্ড হবে, কিন্তু পালক যদি না থাকে তা হ'লে ক্ষেত্রস্বামী পশুকেই তাড়িয়ে দেবে।

[রক্ষকবিহীন পশুগুলিকে লাঠি প্রভৃতির দ্বারা আটক করবে বা তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু সেগুলিকে ঠেঙ্গান চলবে না। উৎসর্গীকৃত বৃষ প্রভৃতিগুলি 'বিপাল' (রক্ষকবিহীন)। কিন্তু অপরাপর পশুর যদি রক্ষক না থাকে তা হ'লে তার মালিক দণ্ডিত হবে। অথবা "ক্ষেত্রে পরিবৃতে" এস্থলে একটি 'অ'কার লুপ্ত আছে; সুতরাং তাতে "ক্ষেত্রে অপরিবৃতে" এইরকম পাঠ পাওয়া যায়। আর "সপালঃ"= 'পালের সহিত' এই প্রকারে অন্য পদার্থ বোধক হওয়ায় ঐ 'অপরিবৃত' ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত যে ক্ষেত্রস্বামী তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে। আচ্ছা, তা হ'লে ক্ষেত্র যদি অপরিবৃত হয় এবং তা যদি পালক নিকটে থাকা সত্ত্বেও পশুর দ্বারা

উপদ্রুত হয় তবে সে রকম স্থলে কার দণ্ড হবে? (উত্তর) পশুপালক এবং ক্ষেত্রস্বামী দুইজনেরই দণ্ড হবে। ক্ষেত্রস্বামীকে এই বলে দণ্ড দিতে হবে 'তুমি পথের ধারে ক্ষেত করেছ অথচ তাতে বেড়া দাও নি কেন'? আবার সেই পশুপালকটিকেও এই ব'লে শাস্তি দিতে হবে -'ক্ষেতে বেড়া দেওয়া না থাকলে কি তা পশুকে দিয়ে খাওয়াতে হবে'? আর 'বিপাল' অর্থাৎ অসাবধানতাবশতঃ দল থেকে যেটি ছিট্‌কিয়ে গিয়েছে, সেটিকে 'বারয়েৎ' অর্থাৎ বাধা দেবে। এই জন্য গৌতম বলেছেন - "পথের ধারে অনাবৃত ক্ষেত যদি পশুকর্তৃক উপদ্রুত হয়, তাহ'লে পশুপালক এবং ক্ষেত্রস্বামী উভয়েরই দণ্ড হবে"।] ।। ২৪০ ।।

ক্ষেত্রেষ্বন্যেষু তু পশুঃ সপাদং পণমর্হতি।
সর্বত্র তু সদো দেয়ঃ ক্ষেত্রিকস্যেতি ধারণা।। ২৪১।।

অনুবাদ ঃ যদি কোনও পশু পথের ধারে বা গ্রামের ধারে যে ক্ষেত আছে তা ছাড়া অন্য ক্ষেতের অনিষ্ট করে (বা ক্ষেতের শস্য ভক্ষণ করে) তাহ'লে পশুপালকের সওয়া পণ' দণ্ড হবে, কিন্তু সকল স্থানেই ক্ষেতের যে শস্যাদির ক্ষতি হয়েছে তার পূরণের জন্য গবাদি পশুর মালিক ক্ষেতের মালিককে উপযুক্ত অর্থ দেবে [ক্ষেত্রিকস্য = যার ক্ষেত বা শস্যক্ষেত্র আছে সে ক্ষেত্রিক। ইতি ধারণা = এই হ'ল নিরূপিত ব্যবস্থা।] ।। ২৪১ ।।

অনির্দশাহাং গাং সূতাং বৃষান্ দেবপশূংস্তথা।
সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দণ্ড্যান্ মনুরব্রবীৎ।। ২৪২।।

অনুবাদ ঃ (আগে যা বলা হ'ল তার ব্যতিক্রম—)। যে গাভী নতুন প্রসব করেছে অর্থাৎ যে গাভীর প্রসবের পরে দশ দিন অতিক্রম হয় নি, ত্রিশূলাঙ্কিত উৎসৃষ্ট বৃষ ও দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যক্ত পশু যদি পালকসহিত বা পালাকরহিত অবস্থায় উপরি উক্ত পরিস্থিতিতে শস্য নষ্ট করে, তাহ'লে তার জন্য দণ্ড হবে না । - একথা মনু বলেছেন । [দেবপশু = যাগে দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে ব'লে যজ্ঞের আয়োজন ক'রে যজমান যে পশু উৎসর্গ করেছে। অথবা, ইট-প্রভৃতির স্তূপের উপর স্থাপিত বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার প্রতিমাকে 'দেব' বলা হয়; সেই দেবতাদের উদ্দেশ্য যদি কেউ কয়েকটি পশুকে উৎসর্গ করে, তবে সেগুলিকে 'দেবপশু' বলে। এরকম ক্ষেত্রে ঐ দেবতারা এবং পশুগুলির মধ্যে স্বস্বামী-সম্বন্ধ সম্ভব। দেবায়তনের মণ্ডনস্বরূপ যে সব পশু (যেগুলি সেখানকার শোভা বৃদ্ধি করে) সেগুলির পক্ষে এই নিয়ম। কিন্তু যেসব পশু ঐ দেবগৃহে আগত লোকেরা বাহন বা দোহনের জন্য সেখানে রেখে দেয়, সেগুলির সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।] ।। ২৪২ ।।

ক্ষেত্রিকস্যাত্যয়ে দণ্ডো ভাগাদ্দশগুণো ভবেৎ।
ততোঽর্দ্ধদণ্ডো ভৃত্যানামজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রিকস্য তু।। ২৪৩।।

অনুবাদ ঃ যদি ক্ষেতস্বামী ক্ষেতের শস্য সম্বন্ধে 'অত্যয়' ঘটায় অর্থাৎ ঠিকমত যত্ন না নেওয়ায় শস্যহানি ঘটে, তা হ'লে রাজা যে পরিমাণ ভাগ পাবেন তার দশগুণ দণ্ড ঐ ক্ষেত্রপতির উপর ধার্য করবেন। আর ক্ষেতের মালিকের অজ্ঞাতসারে যদি ভৃত্যগণের দোষে ঐরকম ঘটে তা হ'লে তার অর্ধেক দণ্ড ধার্য হবে। [ক্ষেত্রস্বামীর নিজক্ষেত্রে যদি "অত্যয়"=অতিক্রম অর্থাৎ স্বকৃত্ অপরাধ ঘটে, যেমন, অসময়ে বীজ বপন করা, দুষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট বীজ বপন করা, নিজপশুকে দিয়ে শস্য খাওয়ান ইত্যাদি, তা হ'লে রাজার প্রাপ্য অংশ যে পরিমাণ রাজার নিকট আসবে তার দশ গুণ দণ্ড দিতে ঐ ক্ষেত্রপতিকে বাধ্য করতে হবে। আর যদি এমন

ঘটে যে, ঐ ক্ষেতের মালিকের ভৃত্য কিংবা সেখানে চৌকি দেবার জন্য যারা নিযুক্ত তাদের অপরাধে শস্যহানি হয়েছে তা হ'লে তার অর্দ্ধেক দণ্ড হবে। শ্লোকটির শেষার্দ্ধে "ভৃত্যগণের অত্যয়ে (অপরাধে) ক্ষেত্রস্বামীর দণ্ড" এই রকম অন্বয় হবে। ক্ষেত্রসম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে ব'লে সেই প্রসঙ্গে এটাও ব'লে দেওয়া হ'ল।]।। ২৪৩ ।।

এতদ্বিধানমাতিষ্ঠেদ্ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
স্বামিনাঞ্চ পশূনাঞ্চ পালানাঞ্চ ব্যতিক্রমে।। ২৪৪।।

অনুবাদ ঃ পশুর স্বামী এবং পশুর রক্ষক এদের মধ্যে যদি বিবাদ-ব্যতিক্রম ঘটে এবং পশু রক্ষা না করার জন্য যদি ক্ষেতের অনিষ্ট হয়, তা হ'লে ধার্মিক রাজা পূর্বোক্ত প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োগ করবেন।।।২৪৪।।

সীমাং প্রতি সমুৎপন্নে বিবাদে গ্রাময়োর্দ্বয়োঃ।
জ্যৈষ্ঠে মাসি নয়েৎ সীমাং সুপ্রকাশেষু সেতুষু।। ২৪৫।।

অনুবাদ ঃ দুই গ্রামের সীমা নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'লে জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন সেতুর অর্থাৎ সীমার চিহ্নগুলি অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে, তখন সীমা স্থির করতে হবে ।["সীমাং প্রতি বিবাদে"= সীমাবিষয়ক বিবাদ ঘটলে,-। "সীমা"= মর্যাদা (অবধি), গ্রাম প্রভৃতির বিভাগ; একে পরিমাণ, ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ বলা হয়। "জ্যৈষ্ঠে মাসি নয়েৎ" = জ্যৈষ্ঠ মাসে নিরূপণ করা কর্তব্য। এইভাবে যে বিশেষ একটি মাসের কথা বলা হ'ল তার কারণ কি তাই বলছেন "সুপ্রকাশেষু সেতুষু"। 'সেতু'-শব্দের অর্থ সীমার চিহ্ন, যার সম্বন্ধে বিশেষ কথা পরে বলা হবে। লোষ্ট্র, পাষাণ (প্রস্তরফলক) প্রভৃতি, বিশিষ্টজাতীয় তৃণ, বেনাগাছের ঝাড় প্রভৃতি (এগুলি সব জমির সীমাজ্ঞাপক।) এই সময়ের (জ্যৈষ্ঠ মাসের) পূর্বে সীমার পরিচায়ক তৃণসকল ঠিকমত জেগে ওঠে না ব'লে একটি ভূমি থেকে অন্য একটি ভূমির বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় না। পাষাণচিহ্নিত (প্রস্তরফলক পোতা) ভূমি হ'লে তৃণ না থাকলেও তার দ্বারা সীমা নিরূপিত হয়। লতা প্রভৃতি বেষ্টিত স্থানাদিতেও ঐ প্রকারে সীমা নিরূপণ করতে হয়। বসন্তকালের পূর্বে তা জানতে পারা যায় না, বসন্তকালে ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় (ব'লে ঘাস কিংবা 'নাড়া' সবই পুড়ে যাওয়ায় সব একাকার হ'য়ে যায়); কাজেই তখন কোনও পার্থক্য বোঝা যায় না। কোন্ সময়ে সীমা নির্ণয় করতে হয়, তার হেতু কি, এখানে তা ব'লে দেওয়ায় ফলিতার্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, যে স্থানে যে সময়ে ঐ চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে সেই সময় লঙ্ঘন করতে দিতে নেই । অন্য সময়ে কালহরণ করা চলবে যাতে ঐ চিহ্ন ঠিকভাবে চিনে ওঠা যায়] ।। ২৪৫।।

সীমাবৃক্ষাংশ্চ কুর্বীত ন্যগ্রোধাশ্বত্থকিংশুকান্।
শাল্মলীন্ শালতালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব পাদপান্।। ২৪৬।।

অনুবাদ ঃ দুটি গ্রামের সীমা নিশ্চয় করার জন্য সীমাজ্ঞাপক দীর্ঘকালস্থায়ী বৃক্ষসমূহ রোপণ করতে হবে। বট, অশ্বত্থ, কিংশুক, শাল্মলী, শাল, তাল এবং ক্ষীরীগাছ (অর্থাৎ দুধের মতো নির্যাসযুক্ত গাছ, যেমন, আকন্দ, যোগিডুমুর প্রভৃতি) প্রভৃতি এগুলি সব সীমানিশ্চয়ক গাছ।।২৪৬।।

গুল্মান্ বেণূংশ্চ বিবিধান্ শমীবল্লীস্থলানি চ।
শরান্ কুব্জকগুল্মাংশ্চ তথা সীমা ন নশ্যতি।। ২৪৭।।

অনুবাদ ঃ গুল্মজাতীয় গাছ, নানাজাতীয় বাঁশগাছ, শমী (সাঁই) গাছ, বল্লী (লতা), স্থল

বা উচু ঢিবি, শর, কুব্জক (একধরণের গুল্মজাতীয় গাছ) - এইসব রোপণ করা থাকলে সীমা নষ্ট হয় না ।। ২৪৭ ।।

তড়াগান্যুদপানানি বাপ্যঃ প্রস্রবর্ণানি চ।
সীমাসন্ধিষু কার্যাণি দেবতায়তনানি চ।। ২৪৮।।

অনুবাদ ঃ দুটি সীমার সংযোগস্থানে তড়াগ, কূপ, দীঘি, জলপ্রণালী বা প্রস্রবণ ও দেবমন্দির চিহ্নরূপে স্থাপন করবে; এইরকম চিহ্ন করলে জলসংগ্রহে আগত বহুজনের সমাগমে সীমা দীর্ঘকাল নির্দিষ্ট থাকে।।২৪৮ ।।

উপচ্ছন্নানি চান্যানি সীমালিঙ্গানি কারয়েৎ।
সীমাজ্ঞানে নৃণাং বীক্ষ্য নিত্যং লোকে বিপর্যয়ম্।। ২৪৯।।

অনুবাদ ঃ উপরিউক্ত চিহ্নগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি অপ্রকাশ্য সীমাচিহ্ন রাখা উচিত, কারণ, সীমা নিরুপণ নিয়ে চিরকাল লোকদের মধ্যে বিরোধ ঘটে থাকে।।২৪৯।।

অশ্মানোঽস্থীনি গোবালাংস্তুষান্ ভস্মকপালিকাঃ।
করীষমিষ্টকাঙ্গারাঞ্ছর্করা বালুকাস্তথা।। ২৫০।।
যানি চৈবম্প্রকারাণি কালাদ্ভূমির্ন ভক্ষয়েৎ।
তানি সন্ধিষু সীমায়ামপ্রকাশানি কারয়েৎ।। ২৫১।।

অনুবাদ ঃ বড়ো বড়ো নুড়ি, অস্থি, গোপুচ্ছ, তুষ, ছাই, ভাঙা খোলা, শুক্‌নো গোময় অর্থাৎ ঘুঁটে, ইট, কয়লা, কাঁকর এবং বালি প্রভৃতি সীমাসন্ধির স্থানে মাটির নীচে অপ্রকাশ্যভাবে চাপা দিয়ে রাখবে।।২৫০।।

এইরকম অন্যান্য যে সব জিনিসকে কালক্রমে মাটি গ্রাস ক'রে আত্মসাৎ করতে না পারে অর্থাৎ যে সব দ্রব্য কালক্রমে মাটি হ'য়ে না যায় সেইসব বস্তু সীমার সন্ধিস্থানে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হয় ।।২৫১।।

এতৈর্লিঙ্গৈর্নয়েৎ সীমাং রাজা বিবদমানয়োঃ।
পূর্বভুক্ত্যা চ সততমুদকস্যাগমেন চ।। ২৫২।।

অনুবাদ ঃ (দুটি বিবদমান গ্রামই যদি জনশূন্য হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে) ঐ সব সীমা নির্ণায়ক চিহ্নের দ্বারা সীমা স্থির করা উচিত। আর যদি দুখানি গ্রামই জনবসতিযুক্ত হয়, তাহ'লে পূর্বভুক্তি অনুসারে অর্থাৎ স্মরণাতীত কাল থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে যে রকম ভোগদখল হ'য়ে আসছে সেই অনুসারে সীমা স্থির করা উচিত। তাছাড়া জলপ্রবাহের দ্বারা রাজা বিবাদ-বিষয়ীভূত দুটি গ্রামের সীমা স্থির ক'রে দেবেন।

[পূর্বভুক্তি বলতে এখানে তিন পুরুষ ধ'রে ভোগদখল, এরকম অর্থ নয়, কারণ, আগে "আধিঃ সীমা" (৮।১৪৯) ইত্যাদি বচনে গ্রামের সীমা নিরূপণ করবার বিষয়ে ত্রিপুরুষভোগকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। গ্রামের সীমা কারও একার নয়, — কিন্তু বহু লোকের সাধারণ সম্পত্তি; কাজেই ওটি উপেক্ষিত হ'তে পারে। এইজন্য এখানে ত্রিপুরুষভোগ প্রমাণ নয়। যাঁরা পূর্বোক্ত ঐ শ্লোকটিতে 'সীমা' শব্দটির পাঠ ধরেন না তাঁদের পক্ষে ত্রিপুরুষভুক্তির প্রামাণ্য সিদ্ধই হ'য়ে পড়ে। সীমানির্ণায়ক চিহ্নের প্রামাণ্য বলা হয়েছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণ গ্রাহ্য নয় এইরকম শঙ্কা হ'তে পারে। এই কারণে তা নিবারণ করবার জন্য পুনরায় বলা হ'ল।

জলাগম ও সীমানির্ণয়ে প্রমাণ, এই প্রকার যা বলা হ'ল তার তাৎপর্য এইরকম - নতুন গ্রাম সন্নিবেশ করবার সময়ে যেমন অপরাপর চিহ্ন করা হয় সেইরকম জলপ্রবাহও কর্তব্য অর্থাৎ খাল কেটে দেওয়া উচিত। অথবা একই জলপ্রবাহকে যদি এক জায়গায় গ্রামদ্বয়ের বিভাগ সম্পাদন করে আর অন্য জায়গায় তা করে না ব'লে বিরোধ হয় তা হ'লে স্থলান্তরেও সেই প্রবাহদ্বারাই সীমা নিরূপণ করতে হবে। অথবা মহাগ্রাম সম্বন্ধে এইরকম বলা হচ্ছে। যে স্থানে নদীর এক পারে একটি গ্রাম আর অপর পারে অন্য একটি গ্রাম, সেখানে এক পারের লোকেরা নদীর অন্য পারেও তাদের গ্রামের ভূমি আছে, এরকম দাবী করতে পারবে না; যদি ঘটনাক্রমে নদীপ্রবাহের গতির বক্রতাবশতঃ অল্পস্বল্প ভূমি বিচ্ছিন্নও হ'য়ে যায় তবুও ঐরকম দাবী করা চলবে না।] ।।২৫২।।

যদি সংশয় এব স্যাল্লিঙ্গানামপি দর্শনে।
সাক্ষিপ্রত্যয় এব স্যাৎ সীমাবাদবিনির্ণয়ঃ।। ২৫৩।।

অনুবাদ ঃ সীমাসূচক চিহ্ন দেখেও যদি সংশয় জাগে, তা হ'লে সীমাসংক্রান্ত বিবাদ ভঞ্জন করবার জন্য সাক্ষিগণের উক্তিকে প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করা কর্তব্য। [সীমাসূচক চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে সংশয় হ'তে পারে, কারণ সীমার যেসকল প্রচ্ছন্ন (মাটি চাপা দেওয়া) চিহ্ন থাকে সেগুলি যদি কেউ প্রচ্ছন্নভাবে অন্য স্থানে সরিয়ে ফেলে, তা হ'লে তা দেখে নিরূপণ করা যায় না। আবার, বটগাছ প্রভৃতি সীমাসূচক যেসব প্রকাশ্য চিহ্ন থাকে সেগুলির উপরও সব সময় নির্ভর করা যায় না;—কারণ, ঐগুলি যে কেবল সীমাস্থলেই জন্মে তা নয়; কিন্তু অন্য স্থানেও ওগুলি জন্মে। এইজন্য ঐগুলি 'আভাস'স্বরূপ হওয়ায় সন্দেহ হ'তে পারে। তবে যে স্থানে ঐ প্রকার সম্ভাবনা না থাকে ঐসব চিহ্ন প্রমাণ বলেই গ্রহণ করতে হয়। "সাক্ষিপ্রত্যয়ঃ" শব্দের অর্থ সাক্ষিপ্রমাণক, সাক্ষিরা প্রত্যয় (নিশ্চায়ক হেতু বা প্রমাণ) যাতে, তা 'সাক্ষিপ্রত্যয়'। "বিনিশ্চয়" এর অর্থ তত্ত্বনিরূপণ। যে স্থানে সীমাসংক্রান্ত বিবাদে চিহ্নসকল সন্দেহগ্রস্ত অথবা চিহ্ন মোটেই নেই, সেখানে সাক্ষীর দ্বারা নিরূপণ হবে।] ।।২৫৩।।

গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি সাক্ষিণঃ।
প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব বিবাদিনোঃ।। ২৫৪।।

অনুবাদ ঃ গ্রামের সীমা নিয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে বিবাদ ঘটলে গ্রামবাসী বহু লোকের সামনে এবং সীমার কাছে সীমার বিঘ্নবিষয়ে সাক্ষিগণকে প্রশ্ন করতে হবে।।২৫৪।।

তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সমস্তাঃ সীম্নি নিশ্চয়ম্।
নিবধ্নীয়াত্তথা সীমাং সর্বাংস্তাংশ্চৈব নামতঃ।। ২৫৫।।

অনুবাদ ঃ সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করা হ'লে তারা সকলে একবাক্যে সীমা সম্বন্ধে যেরকম বলবে এবং নির্দেশ দেবে, রাজা সেইভাবে সীমাপত্রে সীমাবিষয়ে লিখিয়ে রাখবেন এবং ঐ পত্রে সাক্ষীদের নামও আলাদা ভাবে লিপিবদ্ধ করাবেন।।২৫৫।।

শিরোভিস্তে গৃহীত্বোর্বীং স্রগ্বিণো রক্তবাসসঃ।
সুকৃতৈঃ শাপিতাঃ স্বৈঃ স্বৈর্নয়েয়ুস্তে সমঞ্জসম্।। ২৫৬।।

অনুবাদ ঃ সাক্ষীরা সকলে মাথায় উর্বী অর্থাৎ মৃত্তিকাখণ্ড ধারণ ক'রে এবং রক্তবর্ণ ফুলের মালা এবং রক্তবস্ত্র প'রে তাদের নিজ নিজ সুকৃতি অর্থাৎ পুণ্যের দ্বারা শপথ ক'রে সীমাসম্বন্ধে যা সত্য ঠিক্‌ভাবে তাই বলবে। (সমঞ্জসম্ = ঠিকভাবে)।।২৫৬।।

যথোক্তেন নয়ন্তস্তে পূয়ন্তে সত্যসাক্ষিণঃ।
বিপরীতং নয়ন্তস্তু দাপ্যাঃ স্যুর্দ্বিশতং দমম্।। ২৫৭।।

অনুবাদ ঃ ঐ সাক্ষীরা যদি যথাযথ কথা ব'লে ন্যায়বিচার সম্পাদন করায় তা হ'লে তারা সত্যবাদী সাক্ষী হওয়ায় পূত অর্থাৎ নিষ্পাপ হয় (অর্থাৎ মিথ্যাভাষণজনিত পাপে লিপ্ত হয় না)। আর যদি তারা মিথ্যাকথা বল্‌ছে ব'লে প্রমাণিত হয়, তাহ'লে তারা প্রত্যেকে দুইশপণ দণ্ড দিতে বাধ্য হবে [অর্থাৎ সাক্ষীরা যা বলেছে তা যদি প্রমাণান্তরদ্বারা কিংবা বেশী নির্ভরযোগ্য লোকদের কথা অনুসারে মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হয় তাহ'লে তাদের প্রত্যেকের পক্ষে দুই শ পণ ক'রে দণ্ড ধার্য হবে।] ।।২৫৭।।

সাক্ষ্যভাবে তু চত্বারো গ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্যুঃ প্রযতা রাজসন্নিধৌ।। ২৫৮।।

অনুবাদ ঃ সাক্ষীর অভাবে চার পাশের গ্রামের চারজন সামন্তজাতীয় লোক রাজার সামনে যথাবিধি যেভাবে সীমা নিরূপণ ক'রে দেবে তাই সীমা ব'লে স্থির হবে। [প্রযতাঃ = এই শব্দের অর্থ শাস্ত্রান্তরে সাক্ষীর সম্বন্ধে যেমন নিয়ম বলা হয়েছে সেইভাবে, রাজসন্নিধৌ = এটি শ্লোক পূরণের জন্য বলা হয়েছে। কারণ, ঐ চারজন সামন্ত স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে আসে না, রাজার দ্বারা আহূত হয়েই ঐরকম ক'রে থাকে] ।।২৫৮।।

সামন্তানামভাবে তু মৌলানাং সীম্নি সাক্ষিণাম্।
ইমানপ্যনুযুঞ্জীত পুরুষান্ বনগোচরান্।। ২৫৯।।

অনুবাদ ঃ যদি চারপাশের গ্রামের আদি বাসিন্দাদের ঐ সীমাসাক্ষ্যে না পাওয়া যায়, তা হ'লে সেজন্য বনের মধ্যে যাতায়াতকারী বক্ষ্যমাণ এইসকল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করবে।

["সামন্তানাং মৌলানাং"—এই দুইটি শব্দ পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণরূপে সম্বন্ধ। যে সময়ে গ্রামের পত্তন হয়েছে সেই সময় থেকে যারা পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আস্‌ছে তাদের বলা হয় মৌল (মূল বাসিন্দা)। সেই সমস্ত সামন্ত (চারপাশের গ্রামের) ব্যক্তিরা নিত্য, কারণ তারা সেখানে নিত্য (সর্বদা) উপস্থিত থাকে বা বাস ক'রে থাকে। আর যদি দৈবগতিকে তাদেরও অভাব হয় অর্থাৎ বাস উৎসন্ন হওয়ায় এরকম লোকও না মেলে তা হলে "ইমান্"= বক্ষ্যমাণ এইসকল লোকসমূহকে জিজ্ঞাসা করবে। পূর্বকথিত মৌল ব্যক্তিগণের অভাবে সামন্তগণের বাক্য প্রমাণ হবে। তাদের অভাবে বনে যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের নিপুণভাবে জিজ্ঞাসা করবে।] ।।২৫৯।।

ব্যাধান্ শাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্তান্মূলখানকান্।
ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ।। ২৬০।।

অনুবাদ ঃ ব্যাধ, পক্ষীশিকারী, গোপ, জেলে, বৃক্ষমূল উৎপাটনকারী, সাপুড়ে, উঞ্ছবৃত্তি এবং অন্যান্য বনচারী লোকেদের এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে। [এরা সব বনে ঘুরে বেড়ায়, গ্রামের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। কাজেই সীমাসংক্রান্ত ঘটনা হয়ত জানতে পারে। তারা ঐ সীমাসন্নিহিত পথে যেতে যেতে আগে হয়তো কতকগুলি লোককে ঐ বিবাদের বিষয়ীভূত স্থানটি কর্ষণ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করতে পারে—এই যে জায়গাটি তোমরা কর্ষণ করছো, এটি কোন্ গ্রাম? এইভাবে এবং এই প্রকার অন্যান্য উপায়ে এ সম্বন্ধে আগে তাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকা সম্ভব হ'তে পারে। "ব্যাধ"—যারা মৃগয়ার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বনে লক্ষ্যভ্রষ্ট অথবা অস্ত্রবিদ্ধ অবস্থায় পলায়িত মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে তারাও গ্রামে আসতে পারে।

এইরকম "শাকুনিকাঃ"=যারা (ফাঁদ পেতে কিংবা আটাকাঠি দিয়ে) পাখী ধ'রে জীবিকা নির্বাহ করে। পাখী খুঁজতে খুঁজতে তারা সমস্ত গ্রামই ঘুরে থাকে; কাজেই গ্রামের সীমা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকা সম্ভব। "গোপ"= গোপালক; গোরুর জন্য নানাজাতীয় ঘাস সংগ্রহের নিমিত্ত এরাও নানা স্থানে ঘুরে থাকে। "কৈবর্ত" = দুলে-মালা; তারা পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে; 'কোথায় আমাদের কাজ জুটবে' এই আশায় তারাও নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করে। "মূলখানকাঃ";-গাছ কাটবার পর যে গোড়া অংশটি পড়ে থাকে তা এরা খুঁড়ে নিয়ে যায়।। "ব্যালগ্রাহঃ"= সাপুড়ে বেদে;-তারাও সাপ ধ'রে জীবিকা নির্বাহ করে ব'লে নানা স্থানে সাপ খুঁজে বেড়ায়। কাজেই তারাও বহু গ্রামের সাথে গতিবিধি দ্বারা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সেগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হ'য়ে থাকে। 'উঞ্ছবৃত্তি' এরাও স্বভাবতঃ দরিদ্র, নানা গ্রামে ঘুরে একপাত্র ধান সংগ্রহ করে। 'অন্যাংশ্চ',—ফল, পুষ্প এবং জ্বালানী কাঠের জন্য আরও যারা সব বনে যাতায়াত করে।] ।।২৬০।।

তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সীমাসন্ধিষু লক্ষণম্।
তৎ তথা স্থাপয়েদ্ রাজা ধর্মেণ গ্রামযোর্দ্বয়োঃ।। ২৬১।।

অনুবাদ ঃ ঐসকল ব্যাধ প্রভৃতি লোকদের যথাবিধি জিজ্ঞাসা করা হ'লে তারা যেরকম বলবে সেই অনুসারে রাজা দুই গ্রামের সীমারূপ সন্ধিস্থানে জ্ঞাপক চিহ্ন স্থাপন করাবেন।।২৬১।।

ক্ষেত্রকূপতড়াগানামারামস্য গৃহস্য চ।
সামন্তপ্রত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ সীমাসেতুবিনির্ণয়ঃ।। ২৬২।।

অনুবাদ ঃ ক্ষেত, কূয়া, দীঘি, বাগান এবং বাড়ী—এগুলির সীমাবন্ধ চারপাশের বাসিন্দা অর্থাৎ প্রতিবেশী লোকেদের কথা অনুসারে স্থির করতে হয়। ["আরাম"— শব্দের অর্থ উদ্যান, উপবন। এগুলির সীমাসন্দেহে 'সামন্ত'রা অর্থাৎ চারপাশের বাসিন্দারা যেরকম বলবে তদনুসারে নিরূপণ করতে হবে। এখানে পূর্ববর্ণিত ব্যাধ প্রভৃতির কথা প্রমাণ নয় তা জানাবার জন্য এইরকম বলা হল। "সীমাসেতু"= সীমাবন্ধ,-সীমা জানবার জন্য যা বন্ধন= স্থাপন করা হয় (যেমন, পিল্‌পা প্রভৃতি]।।২৬২।।

সামন্তাশ্চেন্মৃষা ব্রূয়ুঃ সেতৌ বিবদতাং নৃণাম্।
সর্বে পৃথক্ পৃথগ্দণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসাহসম্।। ২৬৩।।

অনুবাদ ঃ পূর্ববর্ণিত বিষয়গুলির সীমাসংক্রান্ত বিবাদে চারপাশের সামন্তজাতীয় লোকদের সাক্ষী মানা হ'লে তারা যদি সে বিষয়ে মিথ্যা বলে, তবে রাজা তাদের প্রত্যেকের উপর মধ্যম সাহস অর্থাৎ পাঁচ শ'পণ ক'রে দণ্ড বিধান করবেন।।২৬৩।।

গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদজ্ঞানাদ্দ্বিশতো দমঃ।। ২৬৪।।

অনুবাদ ঃ হত্যা-বন্ধন প্রভৃতির ভয় দেখিয়ে যদি কেউ অন্যের বাড়ী, পুকুর, বাগান প্রভৃতি হরণ করে, তবে রাজা ঐ ব্যক্তিকে পাঁচশ পণ জরিমানা করবেন, আর যদি অজ্ঞানবশতঃ ঐ সব দ্রব্য হরণ করে, তবে তার দুই শ' পণ দণ্ড হবে।।২৬৪।।

সীমায়ামবিষহ্যায়াং স্বয়ং রাজৈব ধর্মবিৎ।
প্রদিশেদ্ ভূমিমেতেষামুপকারাদিতি স্থিতিঃ।। ২৬৫।।

অনুবাদ ঃ সীমা নিরূপণ যদি 'অবিষহ্য' হয় অর্থাৎ সাক্ষী, চিহ্ন প্রভৃতির অভাববশতঃ সীমা নিরূপণ যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে রাজা ধর্মানুসারে উভয়পক্ষের উপকার বিবেচনা ক'রে (অর্থাৎ যেকম সীমানা নির্দেশে উভয়পক্ষের বেশী উপকারের সম্ভাবনা, তা বুঝে) তাদের ভূমি নির্দেশ ক'রে দেবেন; এই হ'ল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।।২৬৫।।

এষোঽখিলেনাভিহিতো ধর্মঃ সীমাবিনির্ণয়ে।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বাক্‌পারুষ্যবিনির্ণয়ম্।। ২৬৬।।

অনুবাদ ঃ সীমা নিরূপণ করার ব্যাপারে যা নিয়ম, বিশেষ ভাবে তা সবই আপনাদের কাছে বলা হ'ল; এরপর বাক্‌পারুষ্য বিষয়ক বিবাদে (Cases of defamation) যা যা কর্তব্য তা বর্ণনা করব।।২৬৬।।

শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি।। ২৬৭।।

অনুবাদ ঃ ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে গালাগালি দেয় তা হ'লে তার এক শ পণ দণ্ড হবে। ঐ একই অপরাধে বৈশ্যের দণ্ড হবে দেড় শ কিংবা দুই শ পণ; আর শূদ্র শারীরিক দণ্ড প্রাপ্ত হবে। ["আক্রুশ্য"= আক্রোশ (আক্রোশন) করলে;—। কঠোর কথা বলার নাম 'আক্রোশন' বা 'আক্রোশ'। এটি বহুরকম হ'তে পারে। যেমন, নিষ্ঠুর কিংবা অশ্লীল কথা ব'লে হৃদয়ে আঘাত করা, অভিশাপ দেওয়া। যেমন, অকরুণহন্তা (নিষ্ঠুর ঘাতক), চাঁড়াল ইত্যাদি। অবাস্তব ঘটনা বলা—যেমন, তোমার কন্যা (অবিবাহিতা দুহিতা) গর্ভবতী হয়েছে ইত্যাদি; এইরকম 'পাতক, উপপাতক করছে' ব'লে উল্লেখ প্রভৃতি। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দুজনে যদি ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশন করে তা হ'লে ঐরকম স্থানে ঐ প্রকার অর্থদণ্ড হবে। এ ছাড়া অন্য প্রকার গালি দিলে যেমন, "পাতিত্যজনক কর্ম অর্থাৎ মহাপাতক করেছ, এই ব'লে গালি দিলে মধ্যমসাহস অর্থাৎ পাঁচ শত পণ দণ্ড হবে" একথা অন্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে। শূদ্রের পক্ষে দণ্ড হবে 'বধ' অর্থাৎ আক্রোশনের প্রকৃতি অনুসারে তাড়ন (কশাঘাত), জিহ্বাচ্ছেদন কিংবা মারণ]।।২৬৭।।

পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশৎ শূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ।। ২৬৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশন বা গালিগালাজ করে তা হ'লে তার পঞ্চাশ পণ দণ্ড হবে, বৈশ্যের প্রতি করলে পঁচিশ পণ এবং শূদ্রের প্রতি করলে বারো পণ দণ্ড হবে। ["অভিশংসন"—এর অর্থ পাতিত্যজনক কর্মের উল্লেখ ছাড়া অন্য সকল প্রকার কঠোর উক্তি। কারণ এর জন্য স্বতন্ত্র দণ্ডের বিধান আছে। "অভিশংসনে" এখানে যে সপ্তমী বিভক্তি হয়েছে তা নিমিত্তসপ্তমী (অর্থাৎ অভিশংসন নিমিত্তক দণ্ড)। 'বৈশ্যে'—এখানে বিষয়সপ্তমী অর্থাৎ বৈশ্যবিষয়ে বা বৈশ্যের সম্বন্ধে অভিশংসনে। ব্রাহ্মণ যদি আক্রোশন করে কিংবা ব্রাহ্মণের প্রতি যদি কেউ আক্রোশন করে তা হ'লে যে দণ্ড হবে তা বলা হ'ল। ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরা যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি আক্রোশন করে তা হ'লে কিরকম দণ্ড হবে তা অন্য স্মৃতি থেকে নিরূপণ করতে হয়। এ সম্বন্ধে গৌতম বলেছেন, "ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দণ্ডনীয় হবে"। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্যকে গালি গালাজ করে তা হলে তার পঞ্চাশ পণ দণ্ড ; আর বৈশ্য যদি ক্ষত্রিয়কে গালিগালাজ দেয়, তাহ'লে তার একশ'পণ দণ্ড হবে। আবার, ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রকে গালি দেয় তবে পঁচিশ পণ দণ্ড আর বৈশ্য ঐরকম

করলে পঞ্চাশ পণ দণ্ড। শূদ্র যদি ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকে গালিগালাজ করে, তা হ'লে উভয়ের গুণের তারতম্যে যে দণ্ডেরও তারতম্য ঘটবে তা পরে বলা হবে।] ।।২৬৮।।

সমবর্ণে দ্বিজাতীনাং দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে।
বাদেষ্ববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ।। ২৬৯।।

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে সমান বর্ণের দ্বিজাতিগণ পরস্পর গালিগালাজ করলে বারো পণই দণ্ড হবে। আর যে সব কথা মুখে আনা উচিত নয়, সেই সব কথা ব'লে গালি দিলে পূর্বোক্ত শত পণ দণ্ড হবে। [এখানে যে 'দ্বিজাতি' শব্দটি আছে তা ধর্তব্য নয়। আসল কথা হ'ল—"সমবর্ণে ব্যাতিক্রমে"= সমজাতীয় ব্যক্তিরা পরস্পর গালিগালাজ করলে বারো পণ দণ্ড। "সম" বলতে সমজাতি, সমবিত্ত, সমবন্ধু, সমবয়স, সমকর্ম, সমবিদ্যা প্রভৃতি; কারণ, কোন্ বিষয়ে সমান সমান ব্যক্তি, সেরকম কোনও বিশেষত্ব উল্লিখিত হয় নি। দুজন সমানজাতীয় ব্যক্তির মধ্যে—একজন যদি অধিক ধনবান্ হয় তা হ'লে তাকে অন্য ব্যক্তিটি গালিগালাজ করলে তার দণ্ড হবে দ্বিগুণ (চব্বিশ পণ)। সেই ব্যক্তিই যদি আবার বহু বন্ধুবিশিষ্ট হয় তা হ'লে ঐ দণ্ডটি তিন গুণ হবে। আবার সকল প্রকার গুণান্বিত ব্যক্তিকে তার সমবর্ণের নির্গুণ ব্যক্তি যদি গালিগালাজ করে, তা হ'লে তার প্রতি ঐ দণ্ড ছয় গুণ হবে। "বাদেষ্ববচনীয়েষু" = অবচনীয় বাদে; —বাদ অর্থ গালিগালাজ; 'অবচনীয়' = যা মুখে আনা উচিত নয়, যেমন মাতা, ভগিনী, ভার্যা প্রভৃতি সংক্রান্ত অত্যন্ত কঠোর উক্তি। 'তদেব দ্বিগুণং" = পূর্বোক্ত ঐ দণ্ডের পরিমাণই দ্বিগুণ। "তদেব" এখানে নপুংসকলিঙ্গে দণ্ডের উল্লেখ আছে, তা পূর্বোক্ত সকল প্রকার দণ্ডকেই বোঝাচ্ছে এটি যে কেবল সমবর্ণ বিষয়ক আক্রোশেরই দণ্ড তা নয়।] ।।২৬৯।।

একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ।। ২৭০।।

অনুবাদঃ একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য - এইসব দ্বিজাতিকে দারুণ কথা ব'লে গালি দেয় তা হ'লে তার জিহ্বাচ্ছেদন কর্তব্য, কারণ সে নিকৃষ্ট স্থান থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

["একজাতিঃ"=শূদ্র;-। সে যদি "দ্বিজাতীন্"=ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিককে "দারুণয়া বাচা" = পাতকাদি সম্বন্ধযুক্ত কথায় "ক্ষিপন্'='গালি দেয় তা হ'লে সে "জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াৎ ছেদম্"=জিহ্বাচ্ছেদন প্রাপ্ত হবে। "জঘন্যপ্রভবঃ"-অর্থাৎ ব্রহ্মার পদদ্বয় থেকে উৎপন্ন; ঐ প্রকার দণ্ডের হেতুরূপে বলা হল। এর দ্বারা প্রতিলোম বর্ণগণের কথাও ব'লে দেওয়া হ'ল; কারণ, তারাও 'জঘন্যপ্রভবই' । যেহেতু "পঞ্চম বর্ণ নেই", এইভাবে অন্য বর্ণের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয়েছে।] ।। ২৭০।।

নামজাতিগ্রহং ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ।। ২৭১।।

অনুবাদঃ নাম ও জাতি তুলে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের উপর আক্রোশন করে, তবে তার মুখের মধ্যে দশ-আঙ্গুল পরিমাণ জ্বলন্ত লৌহময় কীলক প্রবেশ করিয়ে দেবে ।। ২৭১।।

ধর্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ।। ২৭২।।

অনুবাদঃ শূদ্র যদি ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্রাহ্মণকে "তোমার এই ধর্ম অনুষ্ঠেয়, এখানে

ধর্মানুষ্ঠানে তোমাকে এই সব কাজ করতে হবে " এইসব ব'লে ধর্মোপদেশ করে, তা হ'লে রাজা তার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তেল ঢেলে দেবেন ।। ২৭২ ।।

শ্রুতং দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কর্ম শারীরমেব চ।
বিতথেন ব্রুবন্ দর্পাদ্ দাপ্যঃ স্যাদ্দ্বিশতং দমম্।। ২৭৩।।

অনুবাদ ঃ যদি কেউ ঔদ্ধত্যবশতঃ সজাতীয় অন্য কোনও ব্যক্তির শ্রবণশক্তি, দেশ, জাতি, কর্ম এবং শরীর সম্বন্ধে মিথ্যা দোষ প্রকাশ করে তা হ'লে তার দুইশ পণ অর্থদণ্ড হবে। ["শ্রুতং"=শ্রবণ;-কেউ ঠিকই শুনেছে তবুও যদি তার সম্বন্ধে বলা হয় 'এ ব্যক্তি একথা ঠিক শোনে নি' অথবা "এ ব্যক্তি যা শুনেছে তা সমীচীন নয়", এটি 'শ্রুত' সম্বন্ধে আক্ষেপ (নিন্দা) । কোনও লোক ব্রহ্মাবর্ত দেশজাত, তাকে যদি বলা হয় 'এ ব্যক্তি বাহ্যক, বাহীক দেশের লোক' ('জাঠ' জাতি) তা হ'লে দেশবিষয়ক নিন্দা। এইরকম যিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ তাঁকে যদি বলা হয় 'এ ক্ষত্রিয়' অথবা ক্ষত্রিয়কে যদি অবজ্ঞা ক'রে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়—তাহ'লে জাতিবিষয়ক নিন্দা। এইরকম ব্রহ্মচারীকে যদি স্নাতক বলা হয়—তা কর্মবিষয়ক কুৎসা। 'বিতথেন' = 'বিতথ' বলতে মিথ্যাভাবে কুৎসা বোঝায়। নিজের গুণবত্তার মদে অপরকে যে অবজ্ঞা করা তাকে বলে দর্প অর্থাৎ ঔদ্ধত্য। যদি অজ্ঞানবশতঃ কিংবা কেউ পরিহাসচ্ছলে ঐ প্রকার বলে তা হ'লে দোষ নেই। ঐ দণ্ডটি কার প্রতি প্রযোজ্য? (উত্তর) সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। কেউ কেউ বলেন, শূদ্রের প্রসঙ্গে যখন বলা হয়েছে তখন ওটি শূদ্রের পক্ষেই বুঝতে হবে। শূদ্র যদি দ্বিজাতি সম্বন্ধে ঐ প্রকার মিথ্যা ভাষণ করে ত হ'লে ঐ প্রকার দণ্ড। ।।২৭৩।।

কাণং বাহপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্।
তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্যাপণাবরম্।। ২৭৪।।

অনুবাদ ঃ কাণা, খোঁড়া অথবা ঐ প্রকার কোনও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে যদি কেউ সত্যই বলে অর্থাৎ বিদ্রূপ ক'রে কাণা, খোঁড়া প্রভৃতি ব'লে ডাকে, তা হ'লে তার প্রতি কমপক্ষে এক কার্যাপণ অর্থদণ্ড বিধান করা উচিত। [যার একটি চক্ষু দুষ্ট (দোষগ্রস্ত) তাকে বলে 'কাণ'। যার পা বিকল (অকেজো বা অপটু) তাকে বলে খঞ্জ। "তথাবিধং' = সেইভাবে অন্যান্য অঙ্গে বৈকল্যযুক্ত, —যেমন, কুণি (নুলো), চিপিটনাস (খাঁদা)। "তথ্যেন" = তা তথ্য (সত্য) হ'লেও;—। এখানে "অপি" শব্দটির প্রয়োগ থাকায় একথাও বোঝাচ্ছে যে, যদি মিথ্যাভাবে বলে, যেমন যে কাণা নয় তাকে যদি কাণা বলে তা হ'লেও "দণ্ডঃ কার্যাপণাবরঃ" = কমপক্ষে এক কাহন দণ্ড হবে।] ।।২৭৪।।

মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং তনয়ং গুরুম্।
আক্ষারয়ন্ শতং দাপ্যঃ পন্থানং চাদদদ্গুরোঃ।। ২৭৫।।

অনুবাদ ঃ মাতা, পিতা, জায়া, ভ্রাতা, পুত্র এবং গুরু এঁদের সম্বন্ধে কাণ ভাঙ্গালে কিংবা গুরুকে পথ ছেড়ে না দিলে এক শ পণ দণ্ড হবে। ["আক্ষারণ" শব্দের অর্থ ভিন্ন ক'রে দেওয়া বা মিথ্যা ব'লে বিদ্বেষ উৎপাদন করা। যেমন—'তোমার মা তোমার প্রতি স্নেহযুক্ত নন, তিনি তাঁর দ্বিতীয় বা পুত্রটিকে বেশী ভালবাসেন, তিনি তাকে গোপনে একটি সোনার আঙটি দিয়েছেন' ইত্যাদি প্রকার কথা ব'লে কাণ ভারি ক'রে দেওয়া। পিতাপুত্র, স্বামিস্ত্রী, ভ্রাতৃগণ এবং গুরুশিষ্য সম্বন্ধেও এইরকম বুঝতে হবে।]।।২৭৫।।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াভ্যাং তু দণ্ডঃ কার্যো বিজানতা।
ব্রাহ্মণে সাহসঃ পূর্বঃ ক্ষত্রিয়ে ত্বেব মধ্যমঃ।। ২৭৬।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যদি পরস্পরের প্রতি পাতিত্যজনক আক্রোশন করে, তা হ'লে দণ্ডশাস্ত্রে অভিজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি প্রথম সাহসদণ্ড (অর্থাৎ ২৫০ পণ জরিমানা) এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি মধ্যম সাহসদণ্ড (অর্থাৎ ৫০০ পণ জরিমানা) বিধান করবেন।।২৭৬।।

বিট্‌শূদ্রয়োরেবমেব স্বজাতিং প্রতি তত্ত্বতঃ।
ছেদবর্জং প্রণয়নং দণ্ডস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ।। ২৭৭।।

অনুবাদ ঃ বৈশ্য ও শূদ্র পরস্পর জাতি ও পাতকাদি শব্দের দ্বারা আক্রোশ করলে, রাজা বৈশ্যকে প্রথম সাহসদণ্ড ও শূদ্রকে জিহ্বাচ্ছেদ না ক'রে মধ্যমসাহসদণ্ড করবেন। দণ্ড সম্বন্ধে এই ব্যবস্থার কথা বলা হ'ল।।২৭৭।।

এষ দণ্ডবিধিঃ প্রোক্তো বাক্‌পারুষ্যস্য তত্ত্বতঃ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ম্।। ২৭৮।।

অনুবাদ ঃ বাক্‌পারুষ্য সম্বন্ধে দণ্ডবিধি তত্ত্বতঃ বলা হ'ল। এবার দণ্ডপারুষ্য বিষয়ক নিয়ম (cases of assault) বলব।।২৭৮।।

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেৎ শ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্।। ২৭৯।।

অনুবাদ ঃ শূদ্র কিংবা অন্ত্যজ ব্যক্তি দ্বিজাতিগণকে যে অঙ্গের দ্বারা পীড়ন করবে তার সেই অঙ্গ ছেদন ক'রে দেবে, এটি মনুর নির্দেশ। ["অন্ত্যজ"—অর্থাৎ শূদ্র থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত নিকৃষ্ট জাতি। "শ্রেষ্ঠ"—শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ। এদের কাউকে যদি (হস্তপদাদি) কোনও অঙ্গের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কিংবা দণ্ড, খড়্গ প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিতভাবে, "হিংস্যাৎ" = পীড়ন করে, তাহ'লে তার সেই অঙ্গ 'ছেত্তব্যম্' = ছেদন ক'রে দিতে হবে। 'হিংসা' বলতে যে কেবল মেরে ফেলা তা নয়, কিন্তু ক্রোধের সাথে প্রহার করা কিংবা প্রহার করবার অভিলাষে হস্তাদি উঁচিয়ে জোরে গায়ের উপর ফেলা। "তৎ তৎ"—এখানে বীপ্সা; কাজেই "অঙ্গং ছেত্তব্যং"—এখানে যে একবচন আছে তা বিবক্ষিত (অর্থাৎ একটি অঙ্গই ছেদন ক'রে দেবে), এইরকম অর্থ করা ঠিক হবে না। সুতরাং একাধিক অঙ্গের দ্বারা যদি প্রহার করে, তা হ'লে একাধিক অঙ্গই ছেদন করতে হবে। "অনুশাসন"—এর অর্থ উপদেশ। এটি মনুর কৃত নিয়ম। "অনুশাসন" বলবার তাৎপর্য এই যে, যদি কোনও রাজা কারুণিক হন (সুতরাং ঐরকম করতে প্রবৃত্ত না হন) তা হ'লে এর দ্বারা তাঁকে ঐ কাজে প্রবৃত্ত করান হ'ল] ।।২৭৯।।

পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি।। ২৮০।।

অনুবাদ ঃ শূদ্র যদি হাত উঁচিয়ে কিংবা লাঠি উঁচিয়ে ক্রোধের সাথে উচ্চ জাতিকে প্রহার করে, তবে তার হাত কেটে দেবে এবং পায়ের দ্বারা যদি ক্রোধের সাথে প্রহার করে তা হ'লে পা কেটে দেবে। ['উদম্য' = উঁচিয়ে থাকলেও; ক্রোধে প্রহার করবার অভিপ্রায়ে কোনও অঙ্গ উঁচিয়ে থাকলেও অর্থাৎ শরীরের উপর হাত প্রভৃতি সেই অঙ্গ নিক্ষেপ না করলেও তা ছেদন ক'রে দিতে হবে। এখানে 'দণ্ড' (লাঠি) শব্দটি একটি উদাহরণ মাত্র। কাজেই এর দ্বারা সমপ্রকার পীড়াজনক যে কোনও বস্তু বোধিত হচ্ছে, যার দ্বারা পীড়া উৎপাদন করা হয়। সুতরাং মৃদুশিফা (ছিপ্‌টি) প্রভৃতি স্থানে অন্য প্রকার দণ্ড হবে। লাঠি প্রভৃতি উঁচু করলেও দণ্ড হবে।] ।।২৮০।।

সহাসনমভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফিচং বাহস্যাবকর্তয়েৎ।। ২৮১।।

অনুবাদ : যদি কোন শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই আসনে বসে তা হ'লে তার কোমরে ছেঁকা লাগিয়ে দাগ দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে কিংবা তার পাছা খানিকটা কেটে দেবে।।২৮১।।

অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্।। ২৮২।।

অনুবাদ : ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু-গয়ের প্রভৃতি দিলে রাজা অপরাধীর ওষ্ঠদ্বয় কেটে দেবেন, মূত্রাদি ত্যাগ করলে পুরুষাঙ্গ এবং পায়ুবায়ু ত্যাগ করলে মলদ্বার কেটে দেবেন। [মূত্রত্যাগ ক'রে শরীর অল্পও ভিজিয়ে দিলে কিংবা অপমান করবার মতলবে মূত্রের দ্বারা অপমান করেছে ব'লে তাকে দণ্ড দিতে হবে। রেতঃপাত করলেও ঐ দণ্ড হবে, কারণ তারও ফল (উদ্দেশ্য) মূত্রত্যাগেরই সমান। "নিষ্ঠীবন" শব্দের অর্থ মুখ কিংবা নাক থেকে শ্লেষ্মাদি নিক্ষেপ করা। কেউ যদি নাক থেকে শ্লেষ্মাদি নিক্ষেপ করে তা'হলে তার নাক কেটে দিতে হবে। কারণ, ২৭৯ শ্লোকে 'যে অঙ্গদ্বারা' ইত্যাদি বলা হয়েছে। 'শর্দ্ধন' শব্দের অর্থ মলদ্বার থেকে নির্গত কুৎসিত শব্দ। যদি ঔদ্ধত্যবশতঃ কেউ ঐ রকম করে তবেই দণ্ড হবে, অসাবধানতাবশতঃ শব্দ হ'লে দণ্ড হবে না]।।২৮২।।

কেশেষু গৃহ্নতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ।। ২৮৩।।

অনুবাদ : (অপমান করার অভিপ্রায়ে কোনও শূদ্র যদি ঔদ্ধত্যবশতঃ) ব্রাহ্মণের চুল ধ'রে টানে, কিংবা পা, দাড়ি, গ্রীবা (গলা) কিংবা বৃষণ (অণ্ডকোষ) ধ'রে টানে, তাহ'লে রাজা কোনরকম বিচার না করেই ঐ শূদ্রের দুটি হাতই কেটে দেবেন। [হস্তৌ = এখানে দ্বিবচন প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, এক হাতে চুল ধরলেও যদি দুই হাতে টানবার সমান ক্লেশ হয়, তাহ'লে দুখানি হাতই কেটে দেবেন, একখানি নয়।] ।।২৮৩।।

ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।
মাংসভেত্তা তু ষণ্ণিষ্কান্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ।। ২৮৪।।

অনুবাদ : সমানজাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ যদি কারোর গায়ের চামড়া ফাটিয়ে দেয় কিংবা কেটে দেয় কিংবা রক্ত দর্শন করে অর্থাৎ রক্তপাত ঘটায়, তাহ'লে তার একশ' পণ দণ্ড। শরীরের মাংস ভেদ করলে ছয় নিষ্ক (বিশেষ পরিমাণ সোনা) দণ্ড, এবং অস্থিভেদ করলে (অর্থাৎ হাড় কেটে বা ভেঙে দিলে) তার নির্বাসনদণ্ড হবে।।২৮৪।।

বনস্পতীনাং সর্বেষামুপভোগো যথা যথা।
তথা তথা দমঃ কার্যো হিংসায়ামিতি ধারণা।। ২৮৫।।

অনুবাদ : যে কোনও প্রকার গাছের ক্ষতি করলে পাতা-ফুল-ফল প্রভৃতির ক্ষতির ন্যূনতা - আধিক্য ইত্যাদি বিবেচনা ক'রে যে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে সেই সেই পরিমাণ দণ্ড বিধেয়। [এখানে যে 'বনস্পতি' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে তা যেকোনও প্রকার বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থকে বোঝাচ্ছে। যে বৃক্ষের ফল, পুষ্প, পত্র এবং ছায়া প্রভৃতি থেকে খুব বেশী উপকার সাধিত হয়, তার অনিষ্ট করলে উত্তমসাহস দণ্ড হবে, যা থেকে মধ্যম পরিমাণ উপকার হয় তার ক্ষতিতে

মধ্যম সাহস এবং যা থেকে অল্প উপকার হয় তার ক্ষতি করলে প্রথমসাহসদণ্ড। বৃক্ষের অংশবিশেষের ক্ষতি করলে—যেমন গাছের ডালপালা কেটে দেওয়া, ফল পেড়ে নেওয়া ইত্যাদিতেও দণ্ড হবে। ফলেরও বিশেষত্ব—যেমন মহার্ঘতা কিংবা দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি অনুসারে দণ্ডবিশেষ বিধেয়। এইরকম—সীমা, চতুষ্পথ, তপোবন প্রভৃতি স্থানবিশেষে অবস্থিত গাছের ক্ষতিতেও বিশেষ বিশেষ দণ্ড হবে। উত্তমসাহসদণ্ড = ১০০০ পণ জরিমানা, মধ্যমসাহসদণ্ড = ৫০০ পণ জরিমানা, এবং প্রথমসাহসদণ্ড = ২৫০ পণ জরিমানা।] ।।২৮৫।।

মনুষ্যাণাং পশূনাঞ্চ দুঃখায় প্রহৃতে সতি।
যথা যথা মহদ্দুঃখং দণ্ডং কুর্যাত্তথা তথা।। ২৮৬।।

অনুবাদ ঃ মানুষ এবং পশুসমূহের যাতে কষ্ট হয় এমন ভাবে আঘাত করলে, কষ্টের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনা ক'রে রাজা প্রহারকারীকে দণ্ড দেবেন।।২৮৬।।

অঙ্গাবপীড়নায়াঞ্চ ব্রণশোণিতয়োস্তথা।
সমুত্থানব্যয়ং দাপ্যঃ সর্বদণ্ডমথাপি বা।। ২৮৭।।

অনুবাদ ঃ শরীরের অঙ্গবিশেষে আঘাত করলে কিংবা রক্তপাত বা বলক্ষয়কারক কিছু করলে সেই আহত ব্যক্তির সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য ঔষধ-পথ্যাদির কারণে যে ব্যয় হবে তা আঘাতকারীকে দিতে বাধ্য করতে হবে। তা না দিলে, রাজা ঐ আঘাতকারীর নিকট থেকে ঐ ব্যয়ের টাকা তো আদায় করবেনই, পরন্তু তাকে আরও সমপরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য করবেন।। ২৮৭।।

দ্রব্যাণি হিংস্যাদ্ যো যস্য জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
স তস্যোৎপাদয়েত্তুষ্টিং রাজ্ঞো দদ্যাচ্চ তৎসমম্।। ২৮৮।।

অনুবাদ ঃ কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা অনিচ্ছা-অসাবধানতাবশত কারও কোনও গৃহোপকরণাদি দ্রব্যের ক্ষতি করে তা হ'লে তার প্রথম কর্তব্য হবে ঐ দ্রব্যস্বামীকে অন্য দ্রব্য দিয়ে সন্তুষ্ট করা, পরে রাজাকে সমান দ্রব্য বা তার মূল্য দণ্ড হিসাবে দেওয়া। ["দ্রব্য"= গৃহোপকরণাদি দ্রব্য অথবা, শূর্প (কুলো), উলূখল, হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি দ্রব্য যার জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোনও দণ্ড উল্লিখিত হয় নি। সেগুলির হিংসা করা অর্থাৎ সেগুলি কার্যক্ষম থাকলেও বিকৃত ক'রে দেওয়া,—। "জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ",—ইচ্ছাপূর্বকই হোক্ কিংবা অসাবধানতাবশতই হোক্ যদি ঐভাবে সেগুলির 'হিংসা' (ক্ষতি) করা হয় তা হ'লে যে ব্যক্তি সেই দ্রব্যের মালিক, তাকে সেই রকম অন্য একটি দ্রব্য দিয়ে, মূল্য দিয়ে কিংবা সেটি সারিয়ে দিয়ে তার সন্তোষ বিধান কর্তব্য। আর রাজাকে ঐ দ্রব্যের মূল্য কিংবা একটি দ্রব্য দিতে হবে। তবে স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম হতে পারে]।। ২৮৮।।

চর্ম-চার্মিকভাণ্ডেষু কাষ্ঠলোষ্টময়েষু চ।
মূল্যাৎ পঞ্চগুণো দণ্ডঃ পুষ্পমূলফলেষু চ।। ২৮৯।।

অনুবাদ ঃ কোনও ব্যক্তি যদি ঈর্ষাবশতঃ অন্যের চামড়া (গবাদিপশুর চামড়া), চর্মময় ভাণ্ড (অর্থাৎ কোমর বন্ধন, লাগাম প্রভৃতি চামড়ার তৈরী জিনিস), কাঠ, মৃন্ময় পাত্র, ফুল, মূল এবং ফল—এই সব জিনিসের ক্ষতি করে তবে ঐসব জিনিসের প্রত্যেকটির যা মূল্য তার পাঁচ গুণ দণ্ড দিতে হবে।।২৮৯।।

যানস্য চৈব যাতুশ্চ যানস্বামিন এব চ।
দশাতিবর্তনান্যাহুঃ শেষে দণ্ডো বিধীয়তে।। ২৯০।।

অনুবাদ : গাড়ী,গাড়ীর চালক, এবং গাড়ীর মালিক—এদের দ্বারা ক্ষতি হ'লেও দশটি ক্ষেত্রে এদের দণ্ড হবে না। এই দশটি নিমিত্ত ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে দণ্ড বিহিত আছে— একথা পণ্ডিতেরা বলেন। [অতিবর্তন = হিংসাদণ্ডকে অতিক্রম করে এমন জিনিসের মধ্যে যা পড়ে না; এরকম ক্ষেত্রে দণ্ডবিহিত নয়। শেষে দণ্ডঃ = দশটি নিমিত্ত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ক্ষতি হ'লে দণ্ড হবে]।। ২৯০।।

ছিন্ননাস্যে ভগ্নযুগে তির্যক্ প্রতিমুখাগতে।
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ।। ২৯১।।
ছেদনে চৈব যন্ত্রাণাং যোক্ত্ররশ্ম্যোস্তথৈব চ।
আক্রন্দে চাপ্যপৈহীতি ন দণ্ডং মনুরব্রবীৎ।। ২৯২।।

অনুবাদ : যে দশটি ক্ষেত্রে দোষ নেই, সেগুলি বলা হচ্ছে,—গাড়ী টানা বলদের নাকের ভিতরে যে দড়ির বাঁধন থাকে সেটি ছিঁড়ে গেলে, গাড়ীর জোয়াল ভেঙ্গে গেলে, উঁচু-নীচু পথের জন্য গাড়ী কাৎ হ'য়ে পড়লে কিংবা পিছনে সরে গেলে, গাড়ীর চাকার মাঝের কাঠ বা চাকা ভেঙ্গে গেলে কারোর দণ্ড হবে না।। ২৯১।।

যন্ত্রের অর্থাৎ কাঠের চামড়ার বাঁধন ছিঁড়ে গেলে, পশুদের মুখবন্ধন রজ্জু ও লাগাম ছিঁড়ে গেলে, এবং গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে বার বার 'সরে যাও, সরে যাও' ব'লে সাবধান করা সত্ত্বেও পথিক সাবধান না হওয়ার ফলে যদি কোনও ক্ষতি হয় তবে তাতে কারও দণ্ড হবে না। একথা মনু বলেছেন।।২৯২।।

যত্রাপবর্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য তু।
তত্র স্বামী ভবেদ্ দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্।। ২৯৩।।

অনুবাদ : যদি প্রাজকের অর্থাৎ গাড়োয়ানের বৈগুণ্যবশতঃ অর্থাৎ অপটুতা-নিবন্ধন [অসাবধানতা নয়, কারণ শিক্ষিত শকটচালকের অসাবধানতায় কারো অনিষ্ট ঘটলে গাড়ীর মালিকের কোনও দোষ হয় না।] গাড়ী বা গাড়ীর পশু অন্যথা চালিত হওয়ায় যদি প্রাণিহিংসা হয়, তা'হলে অশিক্ষিত গাড়োয়ান নিযুক্ত করার জন্য গাড়ীর মালিককে রাজা দুইশ পণ জরিমানা করবেন।।২৯৩।।

প্রাজকশ্চেদ্ভবেদাপ্তঃ প্রাজকো দণ্ডমর্হতি।
যুগ্যস্থাঃ প্রাজকেঽনাপ্তে সর্বে দণ্ড্যাঃ শতং শতম্।। ২৯৪।।

অনুবাদ : শকটচালক যদি শকটচালনার কাজে শিক্ষিত হয়, কিন্তু অসাবধান থাকে, তবে তারই দণ্ড হবে; আর চালক যদি একেবারেই অনভিজ্ঞ হয়, তবে তা জানা সত্ত্বেও যারা তার গাড়ীতে চেপে যাবে, তাদের প্রত্যেকের একশ' পণ ক'রে দণ্ড হবে।। ২৯৪।।

স চেত্তু পথি সংরুদ্ধঃ পশুভির্বা রথেন বা।
প্রমাপয়েৎ প্রাণভৃতস্তত্র দণ্ডোঽবিচারিতঃ।। ২৯৫।।

অনুবাদ : শকটচালক যদি পথের মধ্যে অন্য গাড়ী বা পশুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও

তার ভিতর দিয়ে গাড়ী চালায় এবং তাতে প্রাণিহত্যা ঘটে [প্রাণভৃতঃ = মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর, প্রমাপয়েৎ = মৃত্যু ঘটায়], তা হ'লে ঐ চালকের দণ্ড হবে কিনা সে সম্বন্ধে আর বিবেচনা করার দরকার নেই অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে বিনা বিচারেই তার দণ্ড হবে।। ২৯৫।।

মনুষ্যমারণে ক্ষিপ্রং চৌরবৎ কিল্বিষং ভবেৎ।
প্রাণভৃৎসু মহৎস্বর্দ্ধং গোগজোষ্ট্রহয়াদিষু।। ২৯৬।।

অনুবাদ ঃ যদি শকটচালকের অনবধানতার জন্য গাড়ীর পশুর দ্বারা সে কোনও মানুষের মৃত্যু ঘটায়, তবে রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে চোরের শাস্তির মতো শাস্তি দেবেন; আর গোরু, হাতী, উট, ঘোড়া প্রভৃতি বৃহৎপশুবধে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হবে। [যদিও চোরের দণ্ড হ'ল বধ, তার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি, তবুও এখানে অর্থদণ্ডটিকেই ধরতে হবে, বধদণ্ড প্রভৃতি নয়। কারণ, বৃহৎপশুবধে যে তার অর্দ্ধদণ্ড হবে বলা হয়েছে তা অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রেই সম্ভব। কারোর মতে, মানুষ হত্যাকারী ঐ শকটচালকের অর্থদণ্ড হ'ল উত্তমসাহস অর্থাৎ পাঁচ শ' পণ জরিমানা]।। ২৯৬।।

ক্ষুদ্রাকাণাং পশূনাং তু হিংসায়াং দ্বিশতো দমঃ।
পঞ্চাশৎ তু ভবেদ্ দণ্ডঃ শুভেষু মৃগপক্ষিষু।। ২৯৭।।

অনুবাদ ঃ গাড়ীর দ্বারা অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু (যেমন, বাছুর, অশ্বশাবক, হস্তিশাবক প্রভৃতি) বিনষ্ট হ'লে শকটচালকের দুইশ' পণ দণ্ড হবে; আবার শুক-সারিকা প্রভৃতি এবং রুরু প্রভৃতি শুভসূচক পাখী ও পশু মেরে ফেললে চালকের পঞ্চাশ পণ অর্থদণ্ড হবে।। ২৯৭।।

গর্দভাজাবিকানাং তু দণ্ডঃ স্যাৎ পঞ্চমাষিকঃ।
মাষকস্তু ভবেদ্ দণ্ডঃ শ্বশূকরনিপাতনে।। ২৯৮।।

অনুবাদ ঃ গাধা, ছাগল ও ভেড়া এই প্রাণীগুলির বধে পাঁচ মাষা-পরিমাণ রূপা দণ্ড হবে; আর কুকুর ও শূকর বধ করলে এক মাষা দণ্ড হবে।। ২৯৮।।

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জ্বা বেণুলেন বা।। ২৯৯।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদরভ্রাতা অপরাধ করলে সূক্ষ্ম দড়ির দ্বারা কিংবা বেতের দ্বারা শাসনের জন্য প্রহার করবে।। ২৯৯।।

পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।
অতোঽন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্।। ৩০০।।

অনুবাদ ঃ রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা প্রহার যদি করতে হয়, তাহ'লে শরীরের পশ্চাদ্ভাগে প্রহার কর্তব্য; কখনো উত্তমাঙ্গে বা মাথায় যেন প্রহার করা না হয়; এই ব্যবস্থার অন্যথা করে অন্যত্র প্রহার করলে প্রহারকারী চোরের মতো অপরাধী ও দণ্ডনীয় হবে।। ৩০০।।

এষোঽখিলেনাভিহিতো দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ঃ।
স্তেনস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং দণ্ডবিনির্ণয়ে।। ৩০১।।

অনুবাদ ঃ দণ্ডপারুষ্য-বিষয়ক বিচারব্যবস্থা এইভাবে সমস্তই বলা হ'ল; এবার চোরের নানারকম দণ্ডবিষয়ক ব্যবস্থা বলব।। ৩০১।।

পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে।। ৩০২।।

অনুবাদ ঃ রাজা চোরের নিগ্রহবিষয়ে (অর্থাৎ আটক-বন্ধন প্রভৃতি ব্যাপারে) সমধিক তৎপরতা অবলম্বন করবেন। কারণ, চোরদের দণ্ড দেওয়া হ'লে রাজার খ্যাতি ও রাষ্ট্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। [রাষ্ট্র অর্থাৎ জনপদ এবং জনপদবাসী লোকেরা চোরের উপদ্রবশূন্য হ'লে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে সুখে থাকে। আর দেশান্তরের লোকেরাও উপদ্রবশূন্য রাষ্ট্রে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার ফলে রাষ্ট্রের বৃদ্ধি ঘটে]।। ৩০২।।

অভয়স্য হি যো দাতা স পূজ্যঃ সততং নৃপঃ।
সত্রং হি বর্দ্ধতে তস্য সদৈবাভয়দক্ষিণম্।। ৩০৩।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা চোর, দুষ্ট প্রকৃতির পুরুষ প্রভৃতি থেকে প্রজাগণকে অভয় দান করেন তিনি সকল সময়েই পূজিত হ'য়ে থাকেন; এই কাজ তাঁর সত্রযজ্ঞ করার সমান, এই সত্রে অভয়দানই হ'ল দক্ষিণা। [যে রাজা চোর কিংবা নিজের নিযুক্ত ক্ষমতাসপন্ন দুষ্ট প্রকৃতির পুরুষগণ থেকে প্রজাগণকে 'অভয়' দান করেন—যাতে তারা অন্যায়ভাবে দণ্ড প্রয়োগ করতে না পারে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, তিনি সকল সময়েই পূজিত হ'য়ে থাকেন,—তিনি যদি রাজচ্যুত হ'য়ে বনে বাস করেন তবুও লোকে গল্প আলোচনাতেও তাঁর সম্বন্ধে সম্মান সহকারে উল্লেখ করে থাকেন। "সত্র"= যজ্ঞবিশেষ—যেমন, 'গবাময়ন' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞ; তা রাজার "বর্দ্ধতে"= সম্পন্ন হ'য়ে যায়—সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ তিনি অহরহঃ ঐপ্রকার সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সত্রযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। ঐ সত্রযজ্ঞের বিশেষত্ব এই যে, অভয়দান তার দক্ষিণা। অপরাপর সত্রযজ্ঞে কোন দক্ষিণা নেই (কারণ সত্রে যারা যজমান তারাই ঋত্বিক্ হ'য়ে থাকে ব'লে ঋত্বিক্‌গণের আনতি সম্পাদনের নিমিত্ত কোনও দক্ষিণা দিতে হয় না)। কিন্তু এই সত্রটি অন্যান্যগুলি থেকে স্বতন্ত্রপ্রকার, যেহেতু এতে দক্ষিণা দান আছে। আবার অপরাপর যজ্ঞে গোরু, অশ্ব প্রভৃতি দক্ষিণা; কিন্তু এ দক্ষিণাটি তা থেকে ভিন্নপ্রকার। সুতরাং অপরাপর সত্র থেকে যে এর পার্থক্য রয়েছে তা যথার্থ]।। ৩০৩।।

সর্বতো ধর্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ।। ৩০৪।।

অনুবাদ ঃ যদি রাজা দুষ্টদের কবল থেকে প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন তা হ'লে সেই প্রজারা যে সব ধর্ম কর্ম করে [অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে যে সব যজ্ঞাদিকাজ এবং বনমধ্যে তৃতীয়াশ্রমী বনবাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মানুষ্ঠান] তার ফলের ষষ্ঠভাগ তিনি লাভ করেন। আবার রাজা যদি প্রজাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অধর্ম ও অন্যায় নিবারণ না করেন, তাহ'লে প্রজাদের পাপের ষষ্ঠাংশের ভাগী হন।। ৩০৪।।

যদধীতে যদ্‌যজতে যদ্দদাতি যদর্চতি।
তস্য ষড়্ভাগভাগ্রাজা সম্যগ্ ভবতি রক্ষণাৎ।। ৩০৫।।

অনুবাদ ঃ রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করেন ব'লে, প্রজারা যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, যে যাগযজ্ঞ করে, যে দান করে, এবং দেবতাদির অর্চনা করে, তিনি সেই সব পুণ্যকর্মের ষষ্ঠাংশভাগী হন। ["ষড়্ভাগঃ" = ষষ্ঠভাগ; এর অর্থ এরকম নয় যে, কর্তা যা কিছু ধর্ম কর্ম করবে সে

তার ফলের ছয় ভাগের পাঁচভাগ পাবে আর রাজা অবশিষ্ট ষষ্ঠ ভাগটি পাবে। কারণ, অধিকারবোধক শাস্ত্র থেকে অবগত হওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন ধর্মকর্ম করে, সে তার সমগ্র ফলই ভোগ করবে—সে সমগ্রফলেরই ভোক্তা। সুতরাং 'রাজা ষষ্ঠাংশভাগী' একথার তাৎপর্যার্থ এই যে, রাজা প্রজাবর্গকে পালন করলে তাতে তাঁর যে নিজ কর্তব্য অনুষ্ঠান করা হয়, তা থেকেই ফলের ষষ্ঠাংশ তাঁর জন্য উৎপন্ন হয়। যেহেতু, কোনও এক ব্যক্তি যে ভালমন্দ কাজ করে, তার ফল অন্য এক ব্যক্তির ভোগ্য হ'তে পারে না। যে লোক কোনও কাজ করে না, সে তার ফলও লাভ করতে পারে না। এটাই সিদ্ধান্ত—নিয়ম]।।৩০৫।।

রক্ষন্ ধর্মেণ ভূতানি রাজা বধ্যাংশ্চ ঘাতয়ন্।
যজতেঽহরহর্যজ্ঞৈঃ সহস্রশতদক্ষিণৈঃ।। ৩০৬।।

অনুবাদ : রাজা ধর্মানুসারে প্রাণিগণকে রক্ষা করলে এবং দণ্ডনীয়গণকে দণ্ডিত করলে তাতেই তাঁর সহস্রশত দক্ষিণাযুক্ত যাগযজ্ঞসমূহ সিদ্ধ হ'য়ে যায়। ["ভূতানি" = স্থাবর এবং জঙ্গম সকল জীবকেই রক্ষা করলে,—এবং "বধ্যান্" = যারা শাস্ত্রনির্দেশানুসারে বধার্হ তাদের "ঘাতয়ন্" = বধ করলে "সহস্রশতদক্ষিণৈঃ"—'পৌণ্ডরীক' প্রভৃতি যেসকল যাগে সহস্রশত দক্ষিণা (দিতে হয়) সেগুলি অনুষ্ঠান করলে যে ফল পাওয়া যায়, রাজা তা প্রতিদিন লাভ করেন]।। ৩০৬।।

যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ।। ৩০৭।।

অনুবাদ : যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, কিন্তু তাদের কাছ থেকে বলি (ধান্যাদিশস্যের ষষ্ঠভাগ), কর (ধনগ্রহণ), শুল্ক (বণিক্ প্রভৃতির নিকট থেকে বিক্রেয়দ্রব্যের উপর ধার্য অর্থ), প্রতিভাগ (কাপড়-ফল প্রভৃতি উপঢৌকন), এবং অর্থদণ্ড গ্রহণ করেন, তিনি মৃত্যুর সাথে সাথে নরকে গমন করেন।। ৩০৭।।

অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণম্।
তমাহুঃ সর্বলোকস্য সমগ্রমলহারকম্।। ৩০৮।।

অনুবাদ : যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, অথচ প্রজাগণের দ্বারা উৎপাদিত ধান্যাদিশস্যের ষড়্ভাগাদি গ্রহণ করেন, সেই রকম রাজা সকল প্রজার সমগ্র মল অর্থাৎ পাপ হরণ অর্থাৎ গ্রহণ করেন—একথা জ্ঞানিগণ ব'লে থাকেন।। ৩০৮।।

অনপেক্ষিতমর্যাদং নাস্তিকং বিপ্রলুম্পকম্।
অরক্ষিতারমত্তারং নৃপং বিদ্যাদধোগতিম্।। ৩০৯।।

অনুবাদ : যে রাজা শাস্ত্রবিধি ও শিষ্টাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থা রক্ষা করেন না, কিন্তু নাস্তিক [অর্থাৎ পরলোক ব'লে কিছু নেই, যাগ-দান-হোম এগুলিও কিছু নয়—এইরকম কথা যিনি বলেন এবং এই বিশ্বাসে যিনি চলেন] এবং অযথা অন্যায় অর্থদণ্ডাদির দ্বারা যিনি প্রজাবর্গের ধন হরণ করেন, যিনি প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, অথচ যিনি সেই প্রজাদের দ্রব্য সমূহের অত্তা অর্থাৎ ভোগকারী, এইরকম রাজা নরকে পতিত হয়েছেন ব'লে বুঝতে হবে।। ৩০৯।।

অধার্মিকং ত্রিভির্ন্যায়ৈর্নিগৃহ্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
নিরোধনেন বন্ধেন বিবিধেন বধেন চ।। ৩১০।।

অনুবাদ ঃ চোর প্রভৃতি অধার্মিক্গণকে রাজা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে কারাগারে নিরোধন (অর্থাৎ আবদ্ধ), ঐ কারাগারেই শৃঙ্খলপ্রভৃতির দ্বারা বন্ধন, এবং বিবিধ বধ-রূপ নানা রকম শারীরিক দণ্ড [শরীরের উপর নানাপ্রকার নির্যাতন, অর্থাৎ বেত্রাঘাত থেকে আরম্ভ ক'রে শরীর নষ্ট ক'রে দেওয়া, এমন কি প্রাণও বিনষ্ট করা—এইগুলি সব বধ]—এই তিন উপায়ে নিগ্রহ করবেন।। ৩১০।।

নিগ্রহেণ হি পাপানাং সাধূনাং সংগ্রহেণ চ।
দ্বিজাতয় ইবেজ্যাভিঃ পূয়ন্তে সততং নৃপাঃ।। ৩১১।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ সর্বদা মহাযজ্ঞাদি নিত্য কর্মকলাপের দ্বারা যেমন পূত নিষ্পাপ হ'য়ে যান, সেইরকম রাজাও যদি পাপযুক্ত দুষ্টগণের নিগ্রহ এবং শিষ্টগণের অনুগ্রহ করেন তাহ'লে সেইরকম পূত হন।। ৩১১।।

ক্ষন্তব্যং প্রভুণা নিত্যং ক্ষিপতাং কার্যিণাং নৃণাম্।
বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ কুর্বতা হিতমাত্মনঃ।। ৩১২।।

অনুবাদ ঃ কার্যিগণ অর্থাৎ বাদী-প্রতিবাদী কিংবা তাদের আত্মীয়গণ, এবং বালক, বৃদ্ধ ও আতুর প্রভৃতি যে ব্যক্তিরা আক্ষেপ উক্তি করে, [অর্থাৎ রাজাকে নিন্দা বা গালিগালাজ করে], আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী রাজা সেগুলি সব ক্ষমা করবেন।। ৩১২।।

যঃ ক্ষিপ্তো মর্ষয়ত্যার্তৈস্তেন স্বর্গে মহীয়তে।
যস্ত্বৈশ্বর্য্যান্ন ক্ষমতে নরকং তেন গচ্ছতি।। ৩১৩।।

অনুবাদ ঃ আর্তদের দ্বারা অর্থাৎ যারা দণ্ডিত হয়েছে তাদের দ্বারা বা তাদের আত্মীয়বর্গের দ্বারা নিন্দিত বা অভিশপ্ত হ'য়েও যে রাজা তা সহ্য করেন, তিনি তার ফলে স্বর্গে পূজা প্রাপ্ত হন। আর যে রাজা ঐশ্বর্যবশতঃ ['আমি প্রভু' এইরকম অভিমানবশতঃ] তা সহ্য না করেন, তিনি তার জন্য নরকে গমন করেন।। ৩১৩।।

রাজা স্তেনেন গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা।
আচক্ষাণেন তৎ স্তেয়মেবংকর্মাস্মি শাধি মাম্।। ৩১৪।।
স্কন্ধেনাদায় মুষলং লগুড়ং বাপি খাদিরম্।
শক্তিঞ্চোভয়তস্তীক্ষ্ণামায়সং দণ্ডমেব বা।। ৩১৫।।

অনুবাদ ঃ সুবর্ণ অপহরণকারী মুক্তকেশে ধাবিত হ'য়ে [ধাবতা-র স্থানে ধীমতা পাঠ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে অর্থ হবে—'ধৈর্যসহকারে'] রাজার কাছে উপস্থিত হ'য়ে নিজের সেই চৌর্যকর্ম ব্যক্ত ক'রে জনসমক্ষে বলবে—'আমি এই কাজ করেছি, আমাকে দণ্ড দিন'।। ৩১৪।।

ঐ সুবর্ণচোর একটি মুষল বা একটি খয়ের কাঠের মুগুর অথবা দুই মুখ ধারালো একটি শক্তিঅস্ত্র ('spear sharp at both the ends') কিংবা একটি লৌহময় দণ্ড ('iron staff') কাঁধে নিয়ে রাজার কাছে যাবে।। ৩১৫।।

শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্।। ৩১৬।।

অনুবাদ ঃ রাজা ঐ সুবর্ণচোরকে উক্ত মুষল প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করলে কিংবা তাকে দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দিলে সেই সুবর্ণচোর চৌর্যজনিত পাপ থেকে মুক্ত হবে। [রাজা যদি বোঝেন, চোরকে মুক্তি-দিলে সে শুদ্ধিলাভ করবে, তাহ'লে তাকে শাসন না করার জন্য রাজার কোনও দোষ (পাপ) উৎপন্ন হবে না।]। কিন্তু রাজা যদি চোরকে শাসন না করেন, তাহ'লে তিনি নিজেই চোরের পাপে লিপ্ত হন।। ৩১৬।।

অন্নাদেভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্।। ৩১৭।।

অনুবাদ ঃ যে লোক ভ্রূণহত্যাকারীর [বা ব্রাহ্মণহত্যাকারীর] অন্ন ভক্ষণ করে, ঐ পরবর্তী ব্যক্তির পাপ অন্নভোজনকারীতে সংক্রামিত হয়; ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ তার স্বামীতে সংক্রামিত হয়; গুরুগৃহস্থিত ব্রহ্মচারী-শিষ্যের পাপ উপেক্ষাকারী-গুরুতে সংক্রামিত হয় এবং যাজ্যের (অর্থাৎ যিনি যজ্ঞ করছেন; sacrificer) কর্ম-বিষয়ক নিজের অপরাধজনিত পাপ যাজক-ব্রাহ্মণের উপর সংশ্লিষ্ট ক'রে দেয়। এইরকম রাজা যদি চোরের শাস্তিবিধান না করেন, তাহ'লে ঐ চোরের পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়।।৩১৭।।

রাজভিঃ কৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।। ৩১৮।।

অনুবাদ ঃ মানুষেরা পাপ ক'রে যদি রাজার দ্বারা প্রদত্ত দণ্ড ভোগ করে তাহ'লে তারা, ধার্মিকগণ যেমন নির্বাধে স্বর্গে গমন করেন, সেইরকম নিষ্পাপ হ'য়ে স্বর্গে গমন করেন।। ৩১৮।।

যস্তু রজ্জুং ঘটং কূপাদ্ হরেদ্ ভিন্দ্যাচ্চ যঃ প্রপাম্।
স দণ্ডং প্রাপ্নুয়ান্মাষং তচ্চ তস্মিন্ সমাহরেৎ।। ৩১৯।।

অনুবাদ ঃ যে লোক কুয়োর কাছে জলোত্তলনের জন্য রক্ষিত দড়ি বা কলসী চুরি করে কিংবা প্রপা অর্থাৎ চৌবাচ্চা-জাতীয় জলস্থান ভেঙ্গে দেয়, রাজা তাকে এক মাষা দণ্ড করবেন। [এখানে কোন্ জাতীয় দ্রব্যের এক মাষা তা উল্লিখিত হয় নি। কাজেই মরুপ্রদেশ, অল্পজল-প্রদেশ এবং জলবহুল প্রদেশভেদে সেই মাষাপরিমাণ দ্রব্যও ভিন্ন হবে। অর্থাৎ কখনো সুবর্ণমাষা, কখনো রৌপ্যমাষা বা তাম্রমাষা দণ্ড হবে] এবং সেই নষ্ট দ্রব্যও (অর্থাৎ দড়ি বা কলসী) তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।। ৩১৯।।

ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যো হরতোঽভ্যধিকং বধঃ।
শেষেঽপ্যেকাদশগুণং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ ধনম্।। ৩২০।।

অনুবাদ ঃ দশ কুম্ভপরিমাণের বেশী ধান যে লোক চুরি করবে তার দণ্ড হবে বধ [বধদণ্ড বলতে শারীরিক উৎপীড়ন থেকে প্রাণবধ পর্যন্ত হ'তে পারে। কোথায় কেমন হবে তা 'অনুবন্ধ' প্রভৃতি বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হবে। 'ধান্য' বলতে ব্রীহি, যব প্রভৃতি সকল রকম শস্যকেই বোঝায়।]। আর বাকী ক্ষেত্রে [শেষেঽপি = এক থেকে দশ কুম্ভ পর্যন্ত ধান অপহরণের স্থানে]

যে পরিমাণ শস্য চুরি করা হবে তার এগারো গুণ শস্য দণ্ডরূপে দিতে হবে এবং যে ক্ষেত্রস্বামীর যে পরিমাণ শস্য চুরি গিয়েছে তাকে সেই পরিমাণ শস্য ফেরত দিতে হবে।। ৩২০।।

তথা ধরিমমেয়ানাং শতাদভ্যধিকে বধঃ।
সুবর্ণরজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসসাম্।। ৩২১।।

অনুবাদ ঃ সোনা, রূপা প্রভৃতি যে সব জিনিস তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে ক্রয়-বিক্রয় হ'য়ে থাকে [ধরিম-মেয়ানাম্ = 'ধরিমা' শব্দের অর্থ ধরণ বা তুলাদণ্ড; যে সব জিনিস তার দ্বারা 'মেয়' অর্থাৎ পরিমাণতঃ নির্ণেয়] সেই সব জিনিস এবং একশ' পল সুবর্ণের থেকে যার মূল্য বেশী এমন উৎকৃষ্ট জাতীয় তসর, গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র হরণ করলেও পূর্বোক্ত বধ-দণ্ড হবে।। ৩২১।।

পঞ্চাশতস্ত্বভ্যধিকে হস্তচ্ছেদনমিষ্যতে।
শেষে ত্বেকাদশগুণং মূল্যাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ।। ৩২২।।

অনুবাদ ঃ পঞ্চাশের বেশী এবং একশ'পল পর্যন্ত ঐ সব জিনিস হরণ করলে অপহরণকারীর হস্তচ্ছেদন-দণ্ড হবে। আর বাকী অংশের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক থেকে পঞ্চাশ পল পর্যন্ত সংখ্যা পরিমিত ঐ সব দ্রব্য চুরি করলে ঐ জিনিসের যা মূল্য তার এগারো গুণ অর্থদণ্ড হবে।। ৩২২।।

পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি।। ৩২৩।।

অনুবাদ ঃ উত্তমকুলোদ্ভব পুরুষ কিংবা বিশেষজাতীয়া নারী (অর্থাৎ রূপ, গুণ ও সৌভাগ্যসম্পন্না নারী) এবং হীরা, বৈদূর্য প্রভৃতি উৎকৃষ্টজাতীয় রত্ন অপহরণ করলে বধদণ্ড হবে।।৩২৩।।

মহাপশূনাং হরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ।
কালমাসাদ্য কার্যঞ্চ দণ্ডং রাজা প্রকল্পয়েৎ।। ৩২৪।।

অনুবাদ ঃ হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি মহাপশু হরণে, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র-হরণে এবং ঔষধ-হরণে কাল ও প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে গুরু অথবা লঘু দণ্ড প্রয়োগ করা রাজার কর্তব্য।। ৩২৪।।

গোষু ব্রাহ্মণসংস্থাসু খুরিকায়াশ্চ ভেদনে।
পশূনাং হরণে চৈব সদ্যঃ কার্যোঽর্দ্ধপাদিকঃ।। ৩২৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের গোরু এবং যজ্ঞিয় পশু যদি কোনও লোক চুরি করে কিংবা কেউ যদি 'খুরিকার' (বা 'খরিকা'র) প্রতি পীড়ন ক'রে তা হ'লে অপরাধীর একটি পা অর্দ্ধেকটা অবিলম্বে কেটে দিতে হবে। ["ব্রাহ্মণসংস্থা" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ যার মালিক; সেইরকম গোরু হরণ করলে। "ব্রাহ্মণসংস্থাসু" এখানে ষষ্ঠীর অর্থে সপ্তমী হয়েছে। "পশূনাং চ'' = ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশু (ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য যা রেখেছেন তা) হরণ করলে,—। এখানে বহুবচনের অর্থ বিবক্ষিত নয় অর্থাৎ বহু গবাদি পশু হরণ করলে তবেই যে দণ্ড হবে এরকম নয়। "সদ্যঃ" = তখনই,—কোনরূপ বিচার- বিবেচনা (দ্বিধা) না ক'রে—। "অর্দ্ধপাদিকঃ''—পাদের অর্দ্ধ = অর্দ্ধপাদ; তা যার আছে সে অর্দ্ধপাদিক; এটি তবেই সম্ভব হয় যদি আধখানি পা কেটে দেওয়া হয়। সুতরাং এই বাক্যটির তাৎপর্যার্থ এই যে—তার আধখানা পা কেটে দেওয়া উচিত।

"খুরিকায়াশ্চ ভেদনে"—। "খুরিকা" = গোরু বা বন্ধ্যা গাভী। যার সাহায্যে বলীবর্দকে রথাদি বহন করতে উৎসাহিত করা হয় তাকে খুরিকা বলে। তার "ভেদনে" = নাসিকাভেদ করলে বা নাক ফুঁড়ে দিলে অথবা তার দ্বারা বলীবর্দকে উত্তেজিত করাতে গিয়ে যদি চাবুক নিয়ে তার যন্ত্রণা উৎপাদন করা হয়। কেউ কেউ বলেন—'ভেদন' এই কথাটির দ্বারা 'বহন করানো'-অর্থও উপলক্ষিত হয়েছে; তাকে দিয়ে বহন করান হ'লে নিশ্চয়ই তার পীড়া উৎপাদন করা হয়। অন্য কেউ কেউ বলেন—চাবুক মেরে বহন করান হ'লে তবেই এই দণ্ড হবে। অন্য কেউ আবার বলেন—পায়ের পশ্চাদ্‌ভাগে যে চতুর্থ পা তার নাম 'খুরিকা'। অথবা পলায়নশীলা গাভী 'খুরিকা'; তাকে যদি তার পালক অথবা অন্য কেউ খোঁড়া ক'রে দেয় তা হ'লে অপরাধীকে 'অর্দ্ধপাদিক' ক'রে দেওয়া উচিত]।। ৩২৫।।

সূত্রকার্পাসকিণ্বানাং গোময়স্য গুড়স্য চ।
দধ্নঃ ক্ষীরস্য তক্রস্য পাণীয়স্য তৃণস্য চ।। ৩২৬।।
বেণুবৈদলভাণ্ডানাং লবণানাং তথৈব চ।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ হরণে মৃদো ভস্মন এব চ।। ৩২৭।।
মৎস্যানাং পক্ষিণাঞ্চৈব তৈলস্য চ ঘৃতস্য চ।
মাংসস্য মধুনশ্চৈব যচ্চান্যৎ পশুসম্ভবম্।। ৩২৮।।
অন্যেষাঞ্চৈবমাদীনাং মদ্যানামোদনস্য চ।
পক্বান্নানাঞ্চ সর্বেষাং তন্মূল্যাদ্দ্বিগুণো দমঃ।। ৩২৯।।

অনুবাদ ঃ ঊর্ণাদিসূত্র, কার্পাসসূত্র, মদ প্রস্তুত করবার মসলা, গোময়, গুড়, দুধ, তক্র (ঘোল), এবং ঘাস অপহরণ করলে দ্রব্যমূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড হবে।। ৩২৬।।

বাঁশ, বাঁশের চেঁচাড়ি প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত জিনিস, লবণ (বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি) , মাটীর বাসন, মাটী ও ছাই হরণ করলেও দ্রব্যমুল্যের দ্বিগুণ দণ্ড হবে ।।৩২৭।।

মাছ, পাখী, তেল, ঘি, মাংস, মধু, এবং পশুর চামড়া-শিঙ্‌দাঁত প্রভৃতি অপহরণ করলে অপহরণকারীকে দ্রব্যমুল্যের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হবে ।। ৩২৮ ।।

এইরকম পিঠা, মোদক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য, বিবিধ প্রকার মদ, অন্ন এবং সকলরকম পক্বান্ন - এই সব দ্রব্য অপহরণ করলে অপহরণকারীকে রাজা দ্রব্যমূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করবেন।।৩২৯।।

পুষ্পেষু হরিতে ধান্যে গুল্ম-বল্লী-নগেষু চ।
অন্যেষ্বপরিপূতেষু দণ্ডঃ স্যাৎ পঞ্চকৃষ্ণলঃ।। ৩৩০।।

অনুবাদ ঃ উৎকৃষ্ট ফুল, অপক্ক ধান, গুল্ম, লতা, গাছ এবং অন্যান্য শস্য যা পরিষ্কার করা হয় নি, তা চুরি করলে পাঁচ কৃষ্ণল দণ্ড হবে। ["পুষ্প" অর্থাৎ নবমালিকা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুষ্প। "হরিতং ধান্যং"=ক্ষেত্রস্থিত অপক্ক ধান। "অন্যেষ্বপরিপূতেষু";—এখানে বহুবচনের প্রয়োগ থাকায় এবং পরিপূত করা অর্থাৎ ঝেড়ে তুষ, আকৃড়া প্রভৃতি বার করে দেওয়া, এই প্রকার 'পরিপবন' করা ধান্যজাতীয় শস্যেই সম্ভব বলে পরবর্তী শ্লোকে যে 'ধান্য' শব্দটি রয়েছে সেটিকে এখানে এনে এই 'অপরিপূত' শব্দটির সাথে অন্বিত করতে হবে। গুল্ম প্রভৃতিরও শুষ্কপত্র প্রভৃতি থাকা সম্ভব ব'লে তাদের পুষ্পগুলি যদি তার সাথে মিশ্রিত থাকে এইজন্য

অমিশ্রিত পুষ্পগুলিকে পরিপূত বলা হয়। এরকম স্থানে (অপহরণে) পাঁচটি কৃষ্ণল দণ্ড হবে। ঐ কৃষ্ণল পরিমাণ (স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি) নানা দ্রব্যের হ'তে পারে। কাজেই দ্রব্যটির গুরুত্ব অনুসারে তা স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা অন্য কোন্ দ্রব্য হবে তা স্থির করতে হবে। প্রাচীনগণ বলেন : স্বর্ণেরই কৃষ্ণল গ্রাহ্য] ।। ৩৩০।।

পরিপূতেষু ধান্যেষু শাক-মূলফলেষু চ।
নিরন্বয়ে শতং দণ্ডঃ সান্বয়েহর্দ্ধশতং দমঃ।। ৩৩১।।

অনুবাদ : ঝাড়বাছা ধান, শাক, মুল এবং ফল—এইসকল অপহৃত দ্রব্য যদি অপহরণকারীর নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির হয় তা হ'লে অপহরণকারীর একশ পণ দণ্ড, আর আত্মীয়তা থাকলে তার জন্য দণ্ড হবে পঞ্চাশ পণ। ["মূল" = আখ, আঙুর প্রভৃতি । "নিরন্বয়ে" = দ্রব্যহরণটি যদি 'অন্বয়' শূন্য হয়। 'অন্বয়'-শব্দের অর্থ অনুনয়, দ্রব্যস্বামীর প্রীতি প্রভৃতি বিধান করা,-'যে জিনিস তোমার তা আমারই, এই বিবেচনায় আমি এটি নিতে উদ্যত হয়েছি, এমন যদি না মনে কর তবে সেটি এই নাও', -ইত্যাদি প্রকার বাক্য প্রয়োগ করা; তা যেখানে নেই তা 'নিরন্বয় হরণ'। এটি এক প্রকার সাহস; এজন্য এক্ষেত্রে বেশী দণ্ড। যা অন্বয়সহ বর্তমান তা সান্বয়। অথবা 'নিরন্বয়' শব্দের অর্থ 'যার সাথে কোন সম্বন্ধ নেই - এমন কি এক গ্রামে বাস করা-রূপসম্বন্ধও নেই'। সেরকম স্থলে শত পণ দণ্ড । ধান যদি ক্ষেতে প'ড়ে থাকে এবং কোনও রক্ষক না থাকে তা হ'লে ক্ষেত্রস্বামী ও তার সম্পর্কিত অপহরণকারী এই উভয়েরই অপরাধ (দোষ); এজন্য এইপ্রকার অল্প দণ্ড। কারণ সেখানে এ জিনিস প'ড়ে থেকে নষ্ট হয়, কিন্তু যদি ওটি বাড়ীতে এনে রাখা হয় এবং তা যদি চুরি করে তা হ'লে পূর্বোক্ত একাদশগুণ দণ্ড হবে।] ।। ৩৩১ ।।

স্যাৎ সাহসং ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম যৎ কৃতম্।
নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে চ যৎ।। ৩৩২।।

অনুবাদ : দ্রব্যস্বামীর সামনে থেকে জোর ক'রে কোনও জিনিস কেড়ে নিলে কিংবা কোনও অন্যায় কর্ম করলে তাকে সাহস বলে; আর দ্রব্যস্বামীর অসমক্ষে গোপনভাবে তার জিনিস অপহরণের নাম 'চুরি' এবং সামনে অপহরণ ক'রে যদি তার অপহ্নব অর্থাৎ অস্বীকার করা হয়, তবে তাকেও 'চুরি' বলা যায় [পরের দ্রব্য অপহরণ করাকে বলে স্তেয় (চৌর্য); ঐ স্তেয় যে করে ধাত্বর্থের প্রসিদ্ধি অনুসারে তাকে বলা হয় স্তেন। এখানে কিন্তু বিশেষ একটি শব্দের ব্যবহার করা হয় ঐ স্তেয়েরই অবস্থাভেদে; তারই জন্য এই শ্লোকটি বলা হচ্ছে। পরের দ্রব্য গ্রহণ করলেই যে তা স্তেয় হয়-এরূপ নয়; কেন না তা হ'লে ঋণ গ্রহণ, গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি স্থানেও স্তেয় হ'য়ে পড়ত। স্তেয় এবং সাহস এইপ্রকার সংজ্ঞাভেদ করবার প্রয়োজন এই যে এতে দণ্ডেরও ভেদ হবে। "কর্ম যৎ কৃতং",-অন্যের পীড়াজনক কিংবা ক্ষতিকর যে কাজ করা হয়, যেমন, কাপড় খুলে নেওয়া, আগুন লাগিয়ে দেওয়া জিনিসপত্র সাম্‌নে থেকে অপহরণ করা প্রভৃতি । যদিও আগুন লাগিয়ে দেওয়া স্থলে দ্রব্য অপহরণ নেই, তবুও তা গোপনে করা হয় ব'লে তাকেও 'সাহস' ব'লে মনে করা হয়। চৌর্যস্থলে অপহৃত দ্রব্যের বিশেষত্ব অনুসারে দণ্ডভেদ হ'য়ে থাকে; কিন্তু 'সাহস' নামক অপরাধে তা হয় না । এইজন্যই স্তেয় প্রকরণ থেকে তাকে সরিয়ে এনে বলা হল। " প্রসভ্"=বলপূর্বক, "যৎ কর্ম কৃতম্"=যে কাজ হয়,-। এখানে 'কর্ম' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় এটিই বোঝাচ্ছে যে—ঐভাবে পরদ্রব্য অপহরণ করা ছাড়াও অন্য কোনও অসঙ্গত কাজ যদি ঐভাবে বলপূর্বক করা হয় তা হ'লে

তাকেও 'সাহস' বলেই ধরতে হবে। (প্রশ্ন)-আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কর্ম যদি ঐভাবে বলপূর্বক করা না হয় তা হ'লে তার দণ্ড কি হবে? (উত্তর)-কণ্টকশুদ্ধিপ্রকরণে (৯।২৫৬) তা বলা যাবে। এই কারণে কেউ যদি কারও ঘরে সিঁধ কাটে কিন্তু কিছু চুরি না করে তা হ'লেও তার দণ্ড হবে একথা কণ্টকশুদ্ধিপ্রকরণে বলা হয়েছে। তা না হ'লে এই কথাটি স্তেয়প্রকরণেই বলা হত।]।। ৩৩২।।

যস্ত্বেতান্যুপক্৯প্তানি দ্রব্যানি স্তেনয়েন্নরঃ।
তমাদ্যং দণ্ডয়েদ্রাজা যশ্চাগ্নিং চোরয়েদ্ গৃহাৎ।। ৩৩৩।।

অনুবাদ ঃ যদি পূর্ববর্ণিত সূত্রপ্রভৃতি জিনিস দ্রব্যস্বামী নিজের ব্যবহারের উপযোগী ক'রে রেখে দেয়, এমন জিনিস অপহরণ করলে অপহরণকর্তার প্রথম সাহসদণ্ড(২৫০ পণ জরিমানা) হবে এবং অগ্নিগৃহ থেকে অগ্নিহোত্রের অগ্নি কিংবা গৃহ্য অগ্নি যে চুরি করবে, রাজা তারও প্রথম সাহস-দণ্ড করবেন ।। ৩৩৩ ।।

যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে।
তত্তদেব হরেৎ তস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ।। ৩৩৪।।

অনুবাদ ঃ চোর যে যে অঙ্গদ্বারা মানুষের অনিষ্ট করতে বার বার চেষ্টা করে, রাজা তার সেই অঙ্গ ছেদন ক'রে দেবেন যাতে ঐ দৃষ্টান্তটি বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। [যে লোক বার বার চুরি করতে প্রবৃত্ত হয় তার এই দণ্ড। চুরি করবার জন্য অর্থদণ্ড হ'লেও যে লোক ন্যায়পথে থাকে না, তাকে তিন-চারবার দণ্ডিত করা সত্ত্বেও যদি সে না শোধরায় (ঐ স্বভাব পরিত্যাগ না করে), তা হ'লে সে যে দ্রব্য চুরি করেছে তার জাতি এবং পরিমাণ বিবেচনা না ক'রে এবং সে সিঁধ কেটেছে কি না, তাও না দেখে, যেহেতু পুনঃ পুনঃ চুরি করেছে কেবল সেইজন্য তার অঙ্গছেদন করা হবে। "স্তেনঃ"= চোর; শরীরের যে যে অঙ্গের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে চুরি করতে প্রবৃত্ত হয় তার সেই সেই অঙ্গ "হরেৎ" = ছেদন ক'রে দেবে। (যেমন—কেউ পায়ের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে অন্যকে আক্রমণ ক'রে ল্যাঙ্ মেরে ফেলে দিয়ে) অতি দ্রুত ছুটে পলিয়ে যায়,—কেউ আর আমায় অনুসরণ করতে সমর্থ হবে না, এরকম মনে করে, সে লোকটির পা কেটে দিতে হবে। অপর একজাতীয় চোর মনে করে—'আমি সিঁধ কাটতে খুব ওস্তাদ'; তার হাত কেটে দিতে হবে। "প্রত্যাদেশায়" = এই কর্মের এই ফল তা দেখে দেখাবার জন্য। 'যে লোক এই কাজ করে আমিও তার এই দশা ক'রে দিই' এভাবে রাজা নিজ পরাক্রম, আত্মমর্য্যাদা, ক্রোধ এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করে যে অপরের হীনতা খ্যাপন করেন তার নাম প্রত্যাদেশ।]।।৩৩৪

পিতাচার্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি।। ৩৩৫।।

অনুবাদ ঃ রাজার অদণ্ডনীয় ব'লে কেউ নেই—পিতা, আচার্য, বন্ধু, মাতা, ভার্যা, পুত্র, পুরোহিত—যে কেউ নিজ কর্তব্য পালন না করবে তাকেই রাজা দণ্ডিত করবেন। ["ভার্যা এবং পুত্র নিজেরই শরীরস্বরূপ"; সুতরাং নিজের প্রতি নিজের দণ্ড প্রয়োগ কেমন হবে? উত্তরে বক্তব্য—এরকম ক্ষেত্রে নিজেকেই প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা, ধনদানাদি করতে হবে—এরকমই অর্থ বিবক্ষিত। যে কেউ নিজ ধর্ম বিচ্যুত হয় নিজ ধর্ম পালন না করে অর্থাৎ তারা সকলেই রাজার দণ্ডনীয়।। ৩৩৫।।

কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা।। ৩৩৬।।

অনুবাদ : যে সাধারণ লোকের এক কাহন দণ্ড, সেরকম ক্ষেত্রে রাজার নিজের দণ্ড হবে এক হাজার কাহন, এটিই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান। ["প্রাকৃতো জনঃ" এর অর্থ সাধারণ লোক, যে বিশেষ গুণশালী নয়। "যত্র" = যেখানে অর্থাৎ যে অপরাধে তার প্রতি যে পরিমাণ দণ্ড বিহিত হয়েছে, রাজা সেই অপরাধ করলে ঐপরিমাণের হাজারগুণ দণ্ড তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হবে। এখান যে 'এক কাহন' দণ্ড বলা হয়েছে দণ্ডের পরিমাণের একটি উদাহরণমাত্র; কারণ, দণ্ড হ'ল দৃষ্টার্থক—তার প্রয়োজন লৌকিক প্রমাণসিদ্ধ। রাজা নিজেকে সংযত না ক'রে অপরকে সংযত করতে পারে না. কাজেই রাজা নিজে যদি অপরাধ ঘটায় তা হ'লে তাঁরও দণ্ডিত হওয়া উচিত। আবার যদি অল্প পরিমাণ অর্থদণ্ড হয় তা হ'লে তা গ্রাহ্য করবে না; তাতে কিছু আসে যায় না; কারণ প্রচুর ধন তাঁর আছে। রাজার মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতি রাজনিযুক্ত ব্যক্তিদেরও এইভাবে কল্পনা ক'রে দণ্ডের অল্পতা অথবা আধিক্য হবে। ব্রাহ্মণের যে ধনদণ্ড হবে তা জলে ফেলে দিতে হয় কিংবা বরুণ দেবতাকে দিতে হয় (তা রাজার গ্রহণীয় নয়)। কারণ আচার্য ব'লে দেবেন "ব্রাহ্মণ হ'লেন রাজারও দণ্ডবিধাতা" ইত্যাদি]।। ৩৩৬।।

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ।। ৩৩৭।।
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ হি সঃ।। ৩৩৮।।

অনুবাদ : চৌর্যের গুণ-দোষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শূদ্র যদি চুরি করে, তবে যে চুরিতে যে দণ্ড শাস্ত্রবিহিত, তার আট গুণ ঐ শূদ্রের পাপ অর্থাৎ দণ্ড হবে; সেইরকম বৈশ্যচোরের ষোলগুণ এবং ক্ষত্রিয়চোরের বত্রিশগুণ দণ্ড হবে।। ৩৩৭।।

কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি চুরি করে, তবে তার শাস্ত্রবিহিত দণ্ডের তুলনায় চৌষট্টিগুণ অথবা পূর্ণ একশ গুণ বা দ্বিগুণিত চৌষট্টিগুণ (অর্থাৎ একশ' আটাশ গুণ) দণ্ড হবে, কারণ, ব্রাহ্মণ চৌর্যকর্মের দোষগুণ সবই জানেন।। ৩৩৮।।

বানস্পত্যং মূলফলং দার্বগ্ন্যর্থং তথৈব চ।
তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ।। ৩৩৯।।

অনুবাদ : মনু বলেছেন—বনস্পতির মূল ও ফল যদি নিজের ভোজনের জন্য গ্রহণ করা হয়, অগ্নিহোত্রের অগ্নির জন্য কাঠ, এবং গোরুর খাওয়ার জন্য ঘাস যদি ক্ষেত্রস্বামীর অসমক্ষে গ্রহণ করা হয়, তাকে অপহরণ বলে না।। ৩৩৯।।

যোঽদত্তাদায়িনো হস্তাল্লিপ্সেত ব্রাহ্মণো ধনম্।
যাজনাধ্যাপনেনাপি যথা স্তেনস্তথৈব সঃ।। ৩৪০।।

অনুবাদ : যদি কোনও ব্রাহ্মণ অদত্তাদায়ীর অর্থাৎ চোরের নিকট থেকে [যে লোক 'অদত্ত' বস্তু আদান করে অর্থাৎ গ্রহণ করে সে 'অদত্তাদায়ী' অর্থাৎ চোর] যাজন ও দক্ষিণাস্বরূপ ধন লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তিনিও চোরের সমান ব'লে গণ্য হবেন।। ৩৪০।।

দ্বিজোঽধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তির্দ্বাবিক্ষূ দ্বে চ মূলকে।
আদদানঃ পরক্ষেত্রান্ন দণ্ডং দাতুমর্হতি।। ৩৪১।।

অনুবাদ ঃ কোনও দ্বিজাতি পথে চলতে চলতে যদি ক্ষুধিত হয় অথচ তার নিকট কোন সম্বল না থাকে, তা হ'লে অন্যের ক্ষেত্র থেকে দুগাছি আখ এবং দুটি মূল নিলে তার জন্য তাকে দণ্ড দিতে হবে না।

[এখানে "দ্বিজ" শব্দটির উল্লেখ থাকায় শূদ্রের পক্ষে এটি যে অনুমোদিত নয় তা ব'লে দেওয়া হচ্ছে। "অধ্বগঃ" = পান্থ;—সুতরাং একগ্রামবাসীর পক্ষে এরকম করা চলবে না। পান্থ হ'লেও যদি সে "ক্ষীণবৃত্তি" অর্থাৎ পাথেয়-সম্বলশূন্য হয় তবেই সে ঐ রকম করতে পারবে। "দ্বাবিক্ষূ" = দুটি ইক্ষুদণ্ড (দুইগাছি আখ), এবং "দ্বে চ মূলকে" = দুটি মূল (শাকালু প্রভৃতি)। বস্তুতঃ এদুটি বস্তু কেবল উদাহরণস্বরূপে উল্লিখিত হয়েছে। পরিমিতভাবে হরীতকি, মুদ্গ, শমীধান প্রভৃতিও নিতে পারে। এইজন্য অন্যস্মৃতিমধ্যে উক্ত হয়েছে—"শমী, শশা, মুগ্য, ঘাস—গুলি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়।" "পরক্ষেত্রাৎ" = পরের জায়গা থেকে—তা বেড়া প্রভৃতি দ্বারা ঘেরা থাকলেও]।। ৩৪১।।

অসন্দিতানাং সন্ধাতা সন্দিতানাঞ্চ মোক্ষকঃ।
দাসাশ্বরথহর্তা চ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্।। ৩৪২।।

অনুবাদ ঃ বন্ধনমুক্ত পশুকে যে লোক অসৎ উদ্দেশ্যে বন্ধন করে কিংবা বাঁধা পশুকে বন্ধনমুক্ত ক'রে দেয় এবং যারা দাস, অশ্ব ও রথ অপহরণ করে তারা চোরের দণ্ড পাবে। [নির্জন স্থানে যেখানে প্রচুর ঘাস প্রভৃতি আছে সেখানে পশুদের বন্ধনমুক্ত ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই পশুর স্বামী কিংবা পালক সেখানে নিদ্রা যেতে থাকলে যদি কেউ সেগুলিকে বন্ধনযুক্ত করে—অশ্বের মুখে কড়িয়াল লাগিয়ে দেয়—গোরুর মুখে মুখোস পরিয়ে দেয় এবং এইভাবে বেঁধে ফেলে তা হ'লে বুঝতে হবে যে সেই লোকটি নিশ্চয়ই সেই পশুটিকে ধরে নিয়ে যাবার মতলব করেছে; সুতরাং সে চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু কোনও পশু মালিকের বাড়ী থেকে পলিয়ে গেলে কিংবা দল থেকে ছিট্‌কিয়ে এলে যদি কেউ সেটিকে আটকাবার জন্য বেঁধে ফেলে তা হ'লে তাতে তার কোন অপরাধ হবে না। এরকম,—গোরু প্রভৃতির গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধলে তারও অবশ্যই দণ্ড হবে। আবার যে সমস্ত পশু পায়ে শৃঙ্খল প্রভৃতি দ্বারা বাঁধা আছে সেগুলিকে যারা বন্ধনমুক্ত ক'রে দেয় (তারাও চোরের মত দণ্ডনীয়)। বাড়ীর চাকরদের যারা গোপন ভাঙ্‌চি দিয়ে সরিয়ে নেয়—'আমি তোমায় অনেক বেশী অর্থ দেব; তুমি এত অল্প নিয়ে এই ব্যক্তির দাসত্ব করছ কেন'—এপ্রকারে ফুস্‌লিয়ে নেয় (তারাও চোরের ন্যায় দণ্ডনীয়)। কুলীন পুরুষগণকে হরণ করলে হরণকারীর দণ্ড হবে বধ, এর আগে "পুরুষাণাং" (৩২৩) ইত্যাদি শ্লোকে বলাই হয়েছে। এই শ্লোকে দাস হরণের দণ্ড বলা হচ্ছে। উৎসাহ দিয়েই হোক্ বলপূর্বকই হোক্ কিংবা চুরি করেই হোক্ কারও ভৃত্যকে হরণ করা কর্তব্য নয়। "অশ্ব-রথ-হর্তা" = অশ্ব এবং রথ অপহরণকারী। আগে "মহাপশূনাম্" ইত্যাদি শ্লোকে রাজার অশ্ব হরণ করবার দণ্ড বলা হয়েছে, আর এই শ্লোকটিতে জনপদবাসী লোকদের অশ্ব হরণের কথা বলা হচ্ছে। পূর্বস্থলটিতে রাজার ইচ্ছা অনুসারে দণ্ড হবে (রাজা ক্ষমা করতেও পারেন), কিন্তু এস্থলে বধদণ্ড অবশ্যই বিহিত হবে। যদিও চোরের দণ্ড বহুপ্রকারই আছে তবুও এক্ষত্রে অন্যস্মৃতিমধ্যে এরূপ বলা হয়েছে—"যারা লোকদের বন্দী ক'রে ধরে নিয়ে যায়, যারা অশ্ব ও হস্তী আহরণ করে এবং যারা বলপূর্বক নরহত্যা করে তাদের শূলে দিতে হয়"। এই গ্রন্থেও পূর্বে "যেন যেন" (৩৩৪) ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমত সাধারণভাবে দণ্ডের কথা ব'লে পরে "তত্তদেব হরেৎ"= সেই অঙ্গ ছেদ ক'রে দেবে—এইপ্রকারে বিশেষভাবে দণ্ড নির্দেশ করা হয়েছে।

কেউ কেউ "অশ্বরথহর্তা" এর অর্থ বলেন—অশ্বযুক্ত রথ অপহরণকারী; এপক্ষে কেবল

অশ্ব, গো এবং রথ প্রভৃতি বস্তুরও নির্দেশক; এটি দৃষ্টান্তমাত্র। এরকমক্ষেত্রে কিন্তু কেবল অশ্ব এবং কেবল রথ অপহরণ করলে কি দণ্ড হবে তা ভাববার বিষয় (কারণ অশ্বযুক্ত রথ অপহরণে এবং কেবল অশ্ব ও কেবল রথ অপহরণে সমান দণ্ড হ'তে পারে না)। তবে অন্যস্মৃতিমধ্যে কেবল অশ্ব হরণ করলে যে চোরের দণ্ড হবে তা বলা হয়েছে; কাজেই রথযুক্ত অশ্ব হরণ করলে তার দ্বারাই তারও দণ্ড সিদ্ধ হয়ে যায়। যাঁদের মতে হরণ বলতে আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে যাওয়া, তাঁদের মতে এখানে ('অশ্বরথ-হর্তা' এখানে) 'অশ্বরথ' শব্দে লক্ষণা দ্বারা রথকার অর্থাৎ রথ নির্মাণকারী বোঝাবে। এটিও কিন্তু সকলজাতীয় শিল্পীর উপলক্ষণ। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে—যেকোনও শিল্পীকে হরণ করলে (যখন তারা একস্থানে কর্মে নিযুক্ত তখন তাদেরকে লোভাদি দ্বারা আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে গেলে), যে ঐরকম করবে তার প্রতি চোরের ন্যায় দণ্ড প্রযোজ্য হবে। অশ্বকেও ঘোটকী দেখিয়ে আকৃষ্ট করা যায় (সেভাবে নিয়ে গেলে চোরের মত দণ্ড বিহিত হ'বে)।]।। ৩৪২।।

অনেন বিধিনা রাজা কুর্বাণঃ স্তেননিগ্রহম্।
যশোঽস্মিন্ প্রাপ্নুয়াল্লোকে প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্।। ৩৪৩।।

অনুবাদ ঃ যে রাজা পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুসারে চোরদের শাস্তি বিধান করেন, তিনি ইহলোকে যশ এবং পরলোকে সর্বোত্তম সুখ লাভ ক'রে থাকেন।। ৩৪৩।।

ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্।। ৩৪৪।।

অনুবাদ ঃ রাজা যদি ইন্দ্রাধিষ্ঠিত স্থান অর্থাৎ স্বর্গ এবং অক্ষয় ও অব্যয় যশ লাভ করতে অভিলাষ করেন তা হ'লে 'সাহসিক' লোককে (a man who commits violence) ক্ষণকালও উপেক্ষা করা তাঁর উচিত হবে না। ['সহঃ' বলতে বল বোঝায়; তা দিয়ে অর্থাৎ বল প্রকাশ ক'রে যে লোক অন্যায় কাজ করে সে 'সাহসিক'। যে লোক দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট (ইহলোকের এবং পরলোকের) অনিষ্ট গ্রাহ্য না ক'রে বলপ্রকাশপূর্বক চৌর্য, হিংসা, নারীহরণ প্রভৃতি পরপীড়াপ্রদ অন্যায় করতে প্রকাশ্যভাবে প্রবৃত্ত হয় তাকে বলে 'সাহসিক'। এটি আগে "স্যাৎ সাহসম্" (৩৩২) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ 'সাহস' বলতে যে চৌর্যাদি ছাড়া আলাদা কিছু বোঝায় তা নয়; কিন্তু ঐ চৌর্যাদিই যদি প্রকাশ্যভাবে বলপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় তা হ'লে তা 'সাহস' নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া, কাপড় কেড়ে নেওয়া বা একেবারে ছিঁড়ে দেওয়া প্রভৃতিও 'সাহস', কারণ তাতেও অপরের ক্ষতি করা হয় তার নিগ্রহ অর্থাৎ শাস্তি বিধান করতে ক্ষণকালও বিলম্ব করবে না,—যখনই তাকে ধরবে তখনই দণ্ড দেওয়া কর্তব্য। "ঐন্দ্রং স্থানং" = ইন্দ্র যে স্থানের অধিপতি সেই স্থান অর্থাৎ স্বর্গ "অভিপ্রেপ্সুঃ" = তদভিমুখে গমনেচ্ছু রাজা,—। অথবা নিজের রাজ্যকেই ঐন্দ্র পদের (ইন্দ্রত্বের) ন্যায় অবিচলিত রাখতে ইচ্ছা করলে;—ইন্দ্রত্বের মধ্যে অবিচালিত্ব রয়েছে সেই সাদৃশ্যে একেও 'ঐন্দ্রপদ' বলা হয়েছে। রাজা যদি অপরাধীদের শাস্তি দেন তা হ'লে রাজার প্রতাপ এবং অনুগ্রহ দেখে প্রজারা তাঁর অনুগত থাকে। এজন্য কথিত আছে "নদীসকল যেমন সমুদ্রের অনুগত প্রজারাও সেরূপ সেই রাজার অনুগত"। অক্ষয় এবং অব্যয়;—। অক্ষয় এবং অব্যয় এই দুটিই বিশেষণ; এদের বিশেষ্যও দুটি; অব্যয় স্থান ও অক্ষয় যশ; আর যদি ঐ দুটিই যশ-এর বিশেষণ হয় তা হলে 'অক্ষয়' এর অর্থ যার ক্ষয় অর্থাৎ মাত্রাপচয় (পরিমাণে কমে যাওয়া) নেই এবং 'অব্যয়' এর অর্থ যার ব্যয় অর্থাৎ নিরন্বয় বিনাশ নেই। ফলিতার্থ এই যে, তাঁর যশ কখনও মলিনতা প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও উচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় না। এটি

ভূতার্থবাদরূপ প্রশংসা]।। ৩৪৪।।

বাগ্‌দুষ্টাৎ তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ।। ৩৪৫।।

অনুবাদ : যে লোক 'সাহস'রূপ কাজ করে (who commits violence) সে বাক্‌পারুষ্যকারী (a defamer) কিংবা তস্কর অথবা দণ্ডপারুষ্যকারী (who injures another with a staff) অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ বুঝতে হবে। [সাহসিক পুরুষকে নিগ্রহ করবার যে বিধি বলা হ'ল এ শ্লোকটি সে সম্বন্ধে প্রশংসাবোধক অন্য একটি অর্থবাদ। "বাগ্‌দুষ্টঃ" = কটুবাক্য প্রয়োগ ক'রে যে লোক দোষগ্রস্ত হয়েছে। "তস্করঃ" = চোর এবং—"দণ্ডেনৈব হিংসতঃ" = দণ্ডের (লাঠির) সাহায্যে যে হিংসাকারী সেইরকম ব্যক্তি অর্থাৎ দণ্ডপারুষ্যকারী। এখানে 'দণ্ড' শব্দটির দ্বারা যে কোনও অস্ত্র বোধিত হচ্ছে। এই ত্রিবিধ অপরাধকারী ব্যক্তির তুলনায় এই সাহসকারী লোক 'পাপকৃত্তমঃ' অর্থাৎ অতি পাপিষ্ট। অতএব তাকে সদ্যসদ্যই দণ্ডিত করা উচিত, এবং এটি-ই প্রশংসনীয়—এইরকম অর্থবাদ বোঝাচ্ছে]।। ৩৪৫।।

সাহসে বর্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি।। ৩৪৬।।

অনুবাদ : যে রাজা সাহসিক ব্যক্তিকে দণ্ড না দিয়ে উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হন ও প্রজাগণেরও বিদ্বেষভাজন হ'য়ে থাকেন।। ৩৪৬।।

ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্বভূতভয়াবহান্।। ৩৪৭।।

অনুবাদ : বন্ধুত্বের খাতিরেই হোক্ কিংবা প্রচুর ধনলাভের জন্যই হোক্ সাহসকারী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা একেবারে অনুচিত; কারণ, তারা সকল প্রাণীর ভীতিজনক।। ৩৪৭।।

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্মো যত্রোপরুধ্যতে।
দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে।। ৩৪৮।।
আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাং চ সঙ্গরে।
স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্মেণ ঘ্নন্ ন দুষ্যতি।। ৩৪৯।।

অনুবাদ : যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতির যজ্ঞাদি-ধর্মানুষ্ঠানে কেউ যদি উপদ্রব ঘটায়, এবং কালবিপর্যয়ে অর্থাৎ রাজার মৃত্যুপ্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রবিপ্লবাদিতে যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণতিনটির উপর উৎপীড়ন ঘটে, তাহ'লে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ [নিজ ধন, পরিবারবর্গ প্রভৃতিকে রক্ষা করার জন্য] অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করবেন।। ৩৪৮।।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে [অর্থাৎ নিজ শরীর, ভার্যা, ধন ও পুত্র এদের রক্ষার জন্য বা আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য], যজ্ঞের দক্ষিণাদির অবরোধকারীর বা অপহরণকারীর হাত থেকে যজ্ঞ উদ্ধারের জন্য (সঙ্গরঃ = অবরোধঃ) এবং স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণকে অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য [অভ্যুবপত্তিঃ = পরিভবঃ। এখানে তাৎপর্যার্থ এই যে, যদি কোনও দুষ্কৃতী কোনও সাধ্বী নারীকে বলপূর্বক সম্ভোগ করতে উদ্যত হয় কিংবা তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়, অথবা, কোনও দুষ্ট ব্যক্তি যদি কোনও ব্রাহ্মণকে বধ করতে উদ্যত হয় তাহ'লে এইরকম সব অবস্থায়] অন্যায়কারীকে কেউ বধ করলে ধর্মানুসারে ঐ বধকারী দোষী হবে না।। ৩৪৯।।

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।। ৩৫০।।

অনুবাদ : গুরুই হোক্, বালকই হোক্, বৃদ্ধই হোক্, কিংবা অতি বড় বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণই হোক্, এদের মধ্যে কেউ যদি আততায়ী হ'য়ে ['আততায়ী' বলতে সেইরকম ব্যক্তিকেই বোঝায় যে লোক কারও শরীর, ধন, স্ত্রী, এবং পুত্রকে যে কোনও প্রকারে বিনাশ করতে উদ্যত হয়] আক্রমণ করে, তাহ'লে কোনরকম বিবেচনা না ক'রে তাকে অবশ্যই বধ করবে।। ৩৫০।।

নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাঽপ্রকাশং বা মন্যুস্তম্মন্যুমৃচ্ছতি।। ৩৫১।।

অনুবাদ : প্রকাশ্যভাবেই (অর্থাৎ লোকজনের সামনেই) হোক্ কিংবা অপ্রকাশ্যভাবেই (অর্থাৎ বিষপ্রভৃতি প্রয়োগের দ্বারা যে কোনও উপায়েই) হোক্ আততায়ীকে বধ করলে সেই বধকারীর কোনও দোষ হয় না। কারণ, সেক্ষেত্রে মন্যু মন্যুতেই গমন করে অর্থাৎ একজনের ক্রোধাভিমানী দেবতা আর একজনের ক্রোধকে আক্রমণ করে। [কাজেই এইরকম স্থানে, যে আততায়ী ব্যক্তিটি হন্তব্য এবং অন্য ব্যক্তিটি যে তার হননকর্তা এরকম হন্তৃহন্তব্যভাব নেই; দুজন লোকের মধ্যে একজনের ক্রোধ অন্য একজনের দ্বারা নিহত হয়]।। ৩৫১।।

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্ নৄন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ।। ৩৫২।।

অনুবাদ : যে সব লোক পরদারসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় রাজা তাদের নাক-কান-ছেদন প্রভৃতি এমন উদ্বেগজনক দণ্ডের দ্বারা চিহ্নিত ক'রে দেবেন যা দেখে সকলে ভীত হয়; সেই অবস্থায় তাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেবেন। ['দার' শব্দটি 'বিবাহসংস্কারযুক্ত স্ত্রী' অর্থ বোঝায়। "পরদার" = পরের দার—নিজ ভিন্ন অন্য যে-কোন ব্যক্তিই হ'ল পর, তার দার অর্থাৎ স্ত্রী, তার "অভিমর্শ" = সম্ভোগ, আলিঙ্গন প্রভৃতি। যেমন,—আলিঙ্গন করা, দুজনে একত্র সমবেত হওয়া, সম্ভোগজন্য প্রীতির চিহ্ন (উপহার প্রভৃতি) দেওয়া, এসব সম্পাদন করবার নিমিত্ত দূতী (কুট্টনী) নিয়োগ করা, এবং তার দ্বারা পরস্পরকে আকৃষ্ট করা। আবার 'অভিমর্শ' শব্দের অর্থ সংগ্রহণ-ও হয়। (সুতরাং 'পরদারাভিমর্শ' শব্দের অর্থ পরস্ত্রী-সংগ্রহণ)। অতএব শ্লোকটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এইরকম—কোনও লোক পরস্ত্রীগমনে উদ্যত (পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবৃত্ত) হয়েছে জানতে পারলে "উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈঃ" = সূক্ষ্মাগ্র শক্তি, শূল প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা তাকে চিহ্নিত ক'রে দিয়ে অর্থাৎ তার নাক, ওষ্ঠ প্রভৃতি ছেদন ক'রে দিয়ে "বিবাসয়েৎ" রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেবে। এখানে এ সম্বন্ধে বিশেষ দণ্ডের কথাই বলা হয়েছে; এজন্য এটি সাধারণভাবের দণ্ড নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ কাজে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হয় তারই এইসব দণ্ড —একথা বলাই যুক্তিযুক্ত। অপরাধের তারতম্য অনুসারে নির্বাসন এবং ধনদণ্ড উভয়ই যে প্রযোজ্য হবে তা পরে আমরা দেখবো]।। ৩৫২।।

তৎসমুত্থো হি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোঽধর্মঃ সর্বনাশায় কল্পতে।। ৩৫৩।।

অনুবাদ : ঐ পরদারগমন থেকে সমাজে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয়, আর তার ফলে জগতের স্থিতির মূলোচ্ছেদকারী অধর্ম মানুষের সর্বনাশ ঘটায়। ["তৎসমুত্থঃ" = তা থেকে অর্থাৎ পরদারগমন থেকে সমুত্থিত (সমুত্থানপ্রাপ্ত)। 'সমুত্থান' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। ঐ পরদারগমনে

"বর্ণসঙ্করঃ" = অবান্তর জাতিরূপ বর্ণসঙ্কর জন্মে। ঐ বর্ণসঙ্কর জন্মালে অধর্ম "মূলহরঃ" = মূলহারী হ'য়ে থাকে। দ্যুলোক থেকে যে বৃষ্টি পড়ে তাই এই লোকের মূল; অধর্ম তাকে হরণ করে (নষ্ট ক'রে দেয়)। কারণ, ধর্ম (যাগযজ্ঞাদি) থাকলে তবেই "আদিত্য থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি হ'য়ে থাকে"। যেহেতু বর্ণসঙ্কর থাকলে (অনুষ্ঠান করবার অধিকারী না থাকায়) বৃষ্টিফলক কারীরী যাগ হ'তে পারে না এবং পাত্রে (শাস্ত্রানুসারে যিনি দান গ্রহণ করবার পাত্র তাতে) দানও হ'তে পারে না। কাজেই শস্য জন্মাবার মূলীভূত যে যাগ, দান এবং হোম তার অভাব ঘটায়। অধর্ম সমগ্র জগৎকেই বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত কারণে 'বর্ণসঙ্কর অধর্মের মূল' ব'লে শস্যাদি জন্মাবার মূলস্বরূপ যে বৃষ্টি তা অক্ষুণ্ণ রাখতে 'হলে পরদারগামী ব্যক্তিগণকে নিজ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা কর্তব্য]।। ৩৫৩।।

পরস্য পত্ন্যা পুরুষঃ সম্ভাষাং যোজয়ন্ রহঃ।
পূর্বমাক্ষারিতো দোষৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ পূর্বসাহসম্।। ৩৫৪।।

অনুবাদ : যে লোক কোনও পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট ব'লে আগে থেকেই অপবাদ প্রাপ্ত হ'য়ে আছে সে যদি নির্জন স্থানে পরপত্নীর সাথে সম্ভাষণ করতে থাকে তা হ'লে সে 'প্রথম সাহস দণ্ড' প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ ২৫০ পণ জরিমানা দিতে বাধ্য হবে। ["সম্ভাষা" শব্দের অর্থ সম্ভাষণ বা সমালাপ (কথাবার্তা) "যোজয়ন্" = করতে থাকলে, যদি সেই ব্যক্তি "পূর্বম্ আক্ষারিতঃ" = সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি কুপ্রস্তাব করা প্রভৃতি সংগ্রহণাদি দোষে আগেই অপবাদপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, 'এ লোকটি এই স্ত্রীলেকটিকে ফুসলাচ্ছে' এইভাবে যদি তার দোষ আগেই দৃষ্ট হ'য়ে থাকে কিংবা সন্দেহ করা হ'য়ে থাকে। "রহঃ" শব্দের অর্থ নির্জন স্থান; সেখানে দরকারবশতঃও অন্যের পত্নীর সাথে সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ, একথা কেউ কেউ বলেন। যে লোক সেরকম ক্ষেত্রে অন্যের স্ত্রীর সাথে সম্ভাষণ করে সে 'প্রথম সাহস' দণ্ড প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ ২৫০ পণ জরিমানা দিতে বাধ্য হবে]।।৩৫৪।।

যস্ত্বনাক্ষারিতঃ পূর্বমভিভাষেত কারণাৎ।
ন দোষং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিন্ন হি তস্য ব্যতিক্রমঃ।। ৩৫৫।।

অনুবাদ : কিন্তু যে লোকের সম্বন্ধে আগে ঐপ্রকার কোন অপবাদ নেই সে যদি কোনও প্রয়োজনবশত জনসমক্ষে পরস্ত্রীর সাথে কথা বলে তা হ'লে সে তার জন্য কোন দোষ প্রাপ্ত হবে না, কারণ তার দ্বারা কোন মর্যাদা লঙ্ঘিত হচ্ছে না। [আগে যা বলা হ'ল এখানে তারই প্রত্যুদাহরণ। আগে কোনরকম অপবাদগ্রস্ত না হ'লেও যদি বিনা প্রয়োজনে কেউ পরনারীর সাথে আলাপ করে, তা হ'লে সে ব্যক্তি পূর্বোক্ত দণ্ডভাগী হবে]।।৩৫৫।।

পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেত্তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ।। ৩৫৬।।

অনুবাদ : নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি থেকে জল আনবার জন্য নির্দিষ্ট পথে বা ঘাটে, অথবা অরণ্যে, বনে কিংবা নদীসঙ্গমে যদি কেউ পরনারীর সাথে সম্ভাষণ করে তা হ'লে সে সংগ্রহণদণ্ড প্রাপ্ত হবে। [আগে "পরস্য পত্ন্যা" = পরের পত্নীর সাথে এই বলে প্রকরণ (আলোচ্য বিষয়টি)আরম্ভ করা হয়েছে; এখানে আবার "পরস্ত্রিয়ং" ব'লে নির্দেশ করবার তাৎপর্য এই যে, মাতা, ভগিনী, গুরুপত্নী প্রভৃতির সাথে সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ নয়। তারা পরের অর্থাৎ নিজ ব্যতিরিক্ত ব্যক্তির সাথে পত্নীত্ব সম্বন্ধযুক্ত হলেও তাদের 'পরস্ত্রী' বলে ব্যবহার করা হয় না। 'তীর্থ' বলতে সেইরকম পথঘাট বোঝায় যেখান দিয়ে নদী, পুষ্করিণী থেকে

জল আনতে অবতরণ করা হয়। ঐ স্থানটি সাধারণতঃ জনশূন্য হ'য়ে থাকে। যে লোক জলপ্রার্থী নয় সে সেখানে উপস্থিত হয় না। জল আনবার পথেঘাটে পরস্ত্রীর সাথে সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ। "অরণ্যে" = গ্রাম অপেক্ষা জনবিরল গুল্ম-বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত স্থান, যেখানে সহজে কেউ যায় না। "বনে" = যেখানে বহু গাছ আছে সেরকম স্থানে। "নদীনাং সম্ভেদে" = নদীসঙ্গমে। এটি সঙ্কেত স্থান (স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলনের স্থান)। "সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ"—। 'সংগ্রহণ' শব্দের অর্থ পরস্ত্রীর প্রতি লোভপরায়ণতা। কাজেই ঐ সংগ্রহণ বিষয়ে যেরকম দণ্ড বিহিত হয়েছে এখানে উল্লিখিত লোকের প্রতি সেই দণ্ড প্রয়োজ্য হবে; এটাই "সংগ্রহণপমাপ্নুয়াৎ" বাক্যের অর্থ। যে লোকের সম্বন্ধে পূর্বে কোন অপবাদ হয় নি সেও প্রয়োজনবশতও যদি ঐরকম করে এইজন্য তা নিষেধ করা হ'ল। তবে যে আপস্তম্বের একটি বচন আছে "স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ না ক'রে চলে যাবে না" তার অর্থ এই যে, যেখানে বহু লোক উপস্থিত আছে, যারা আপস্তম্বের দ্বারা উল্লিখিত ঐ শাস্ত্রবিধিটি জানে তাদের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে 'ভগিনি নমস্কার' ইত্যাদি প্রকার অভিবাদন করা কর্তব্য, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বিলম্ব চলবে না]।। ৩৫৬।।

উপচারক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শো ভূষণবাসসাম্।
সহখট্বাসনঞ্চৈব সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্।। ৩৫৭।।

অনুবাদ : নিঃসম্পর্কিত কোনও স্ত্রীলোককে উপকার করা অর্থাৎ বিশেষ প্রকার বস্তু উপহার দেওয়া, তার সাথে কেলি করা, তার কাপড় অলঙ্কারাদি স্পর্শ করা এবং এক আসনে বা খাট-বিছানায় উভয়ে একই সময়ে উপবিষ্ট থাকা—এসমস্তই 'সংগ্রহণ' ব'লে বিবেচিত হবে। [যে স্ত্রীলোক কারও সঙ্গে কোনও সম্বন্ধযুক্ত নয় তাকে যদি কাপড়, মালা প্রভৃতি দিয়ে উপকার করা হয় কিংবা পানীয় দ্রব্য এবং খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি দেওয়া হয়,—। "কেলিঃ" = পরিহাস, ঠাট্টা তামাসা প্রভৃতি,—। "স্পর্শো ভূষণবাসসাম্",—স্ত্রীলোকের গাত্রস্থিত হার, বলয় প্রভৃতি স্পর্শ করা কিংবা 'এ অলঙ্কারটি সেই স্ত্রীলোকের' জানা সত্ত্বেও নিকটে যখন সেটি থাকে তখন বিনা প্রয়োজনে তা স্পর্শ করা,—। একই খাট, বিছানা কিংবা আসনে উভয়ে একসঙ্গে বসা, তাতে—পরস্পরের গা ঠেকাঠেকি না হলেও,। এ সমস্তগুলিরই দণ্ড সমান]।। ৩৫৭।।

স্ত্রিয়ং স্পৃশেদদেশে যঃ স্পৃষ্টো বা মর্ষয়েৎ তয়া।
পরস্পরস্যানুমতে সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্।। ৩৫৮।।

অনুবাদ : যদি কোনও লোক অস্থানে অন্য স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে কিংবা পরনারীর দ্বারা স্পৃষ্ট হ'য়ে উপেক্ষা করে এবং ইচ্ছাপূর্বকই পরস্পর ঐরকম আচরণ করে তা হ'লে সেসব 'সংগ্রহণ' ব'লে গণ্য হবে।

[অদেশ স্পর্শ,—যেমন, যেখানে তাকে স্পর্শ না করেই যাওয়া যেতে পারে। সুতরাং ভিড়ের মধ্যে যদি ঐরকম ঘটে তা হ'লে তা দোষের হবে না। এরকম 'দেশ' বলতে শরীরাবয়বও বোঝায়। সুতরাং "অদেশে' শব্দের অর্থ শরীরের অস্থানে যদি স্পর্শ করে। তবে স্ত্রীলোকের হাত বা স্কন্ধস্থিত বোঝা নামিয়ে দিতে গিয়ে সেই অঙ্গস্পর্শ ঘটলে তাতে দোষ হবে না। কিন্তু যদি তার ওষ্ঠ, চিবুক (দাড়ি), স্তন প্রভৃতি অঙ্গ স্পর্শ করা হয় তা দোষের হবে। কিংবা কোনও পরনারী যদি কোনও লোকের গায়ে স্তনাদি স্পর্শ করিয়ে উৎপীড়িত করে এবং সে ব্যক্তি যদি তা সহ্য করে—'এরকম করো না' এই ব'লে নিষেধ না করে,—। "পরস্পরস্পরস্যানুমতে" পরস্পরে ইচ্ছাপূর্বক যদি এইরকম হয় তা হ'লে তা ইচ্ছাকৃত ব'লে

এই দোষ হবে। কিন্তু যদি কোন নারী পড়ে যাবার উপক্রম হ'য়ে কোনও পরপুরুষকে কণ্ঠে বেষ্টন ক'রে ফেলে কিংবা যদি কোন পুরুষ—'কেউ যেমন শুষ্ক স্থানে পড়ব মনে ক'রে কাদায় পড়ে যাচ্ছে' সেরকম স্ত্রীলোকের হস্তস্থিত কোন জিনিস নিতে গিয়ে দৈবক্রমে তার স্তনমধ্যে স্পর্শ করে তা হ'লে তাদের দুজনের কেউই দোষী হবে না]।। ৩৫৮।।

অব্রাহ্মণঃ সংগ্রহণে প্রাণান্তং দণ্ডমর্হতি।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং দারা রক্ষ্যতমাঃ সদা।। ৩৫৯।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণেতর বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি যদি অকামা ব্রাহ্মণীতে 'সংগ্রহণ' অপরাধে অপরাধী হয় তা হ'লে অর প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হবে; কারণ চারবর্ণের পক্ষেই সর্বদা পত্নীকে রক্ষা করা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও সর্বপ্রথম আবশ্যক।। ৩৫৯।।

ভিক্ষুকা বন্দিনশ্চৈব দীক্ষিতাঃ কারবস্তথা।
সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিঃ কুর্যুরপ্রতিবারিতাঃ।। ৩৬০।।

অনুবাদ ঃ ভিক্ষুক অর্থাৎ যারা ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, বন্দী অর্থাৎ স্তুতিপাঠক-চারণ প্রভৃতি, যজ্ঞে দীক্ষিত ঋত্বিক্ এবং কারু অর্থাৎ পাচক প্রভৃতি শিল্পীগণ—এরা নিজ কাজ সিদ্ধির জন্য পথ-ঘাট প্রভৃতি স্থানে পরস্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারে—তার জন্য তারা গৃহস্থের দ্বারা নিবারিত হবে না।। ৩৬০।।

ন সম্ভাষাং পরস্ত্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধঃ সমাচরেৎ।
নিষিদ্ধো ভাষমাণস্তু সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি।। ৩৬১।।

অনুবাদ ঃ স্বামীর দ্বারা নিষেধ করা হ'লে তার স্ত্রীর সাথে সম্ভাষণ করবে না। নিষিদ্ধ হ'য়েও যদি কেউ পরনারীর সঙ্গে সম্ভাষণ করে তা হ'লে তার এক সুবর্ণ জরিমানা হবে। [কারও কারও মতে ভিক্ষুক প্রভৃতিকে কুলস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ ক'রে দিলেও যদি তারা কথা বলে, তা হ'লে তাদের প্রতি এই দণ্ড। এই ব্যবস্থা কিন্তু ঠিক নয়, কারণ, ভিক্ষুক প্রভৃতিকে যে নিষেধ করা উচিত নয় তা বলা হয়েছে। প্রত্যুত ভিক্ষুকদের প্রতি এক সুবর্ণ দণ্ডই বা কিভাবে সঙ্গত (কারণ তারা ভিক্ষুক, অতএব নিঃসম্বল)। কাজেই কোনও লোকের সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীলোকঘটিত কোনও অপবাদ না থাকলেও যদি তার স্বামী তাকে নিজ স্ত্রীর সাথে কথা বলতে নিষেধ করে এবং তা সত্ত্বেও সে যদি তার সঙ্গে বাক্যালাপ করে তা হ'লে তার এক সুবর্ণ দণ্ড হবে]।। ৩৬১।।

নৈষ চারণদারেষু বিধি র্নাত্মোপজীবিষু।
সজ্জয়ন্তি হি তে নারী র্নিগূঢ়াশ্চারয়ন্তি চ।। ৩৬২।।

অনুবাদ ঃ চারণগণের স্ত্রী কিংবা আত্মোপজীবি লোকদের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কারণ, চারণ-প্রভৃতিরা স্বয়ংই নিজ নিজ স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে মিলন ঘটিয়ে দেয় এবং গুপ্তভাবে সংসর্গ করায়। [আগে পরনারীর সাথে সম্ভাষণ এবং উপকার করার যে নিষেধ বলা হয়েছে 'নৈষ চারণদারেষু" = চারণগণের স্ত্রীর সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য হবে না। 'চারণ' শব্দের অর্থ নট, গায়ক প্রভৃতি, যারা যাত্রা-অভিনয় দেখায়। এইরকম "আত্মোপজীবিষু",—যারা বেশজীবী। অথবা "এই যে পত্নী, এ হ'ল লোকের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ" এই শ্রুতিবচন অনুসারে 'আত্মোজীবী'। এর অর্থ, যারা আত্মার দ্বারা (নিজ পত্নীর দেহ দ্বারা) জীবিকা নির্বাহ করে— অর্থাৎ যারা নিজ পত্নীকে উপপতির সাথে মিলিত হয়ে সেইভাবে অর্থ উপার্জন করতে দেয়

এবং তা বরদাস্ত করে। 'সজ্জয়ন্তি'',—সেই চরণগণ নিজ পত্নীকে পরপুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট ক'রে দেয়। ''নিগূঢ়াঃ'' = প্রচ্ছন্নভাবে—অর্থাৎ সাধারণ বেশ্যার মতো তারা দোকান খুলে থাকে না; কাজেই তারা ঘরের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বেশ্যাবৃত্তি করায় ব'লে সাধারণ বেশ্যা থেকে ভিন্ন প্রকার এবং তারা ''চারয়ন্তি''= কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গিমা, পরিহাস প্রভৃতির দ্বারা পুরুষগণকে আকৃষ্ট ক'রে রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করায়। ''সজ্জয়ন্তি'' ক্রিয়ার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, নিজ স্ত্রী যে ঐরকম তা অনুমোদন করা; আর ''চারয়ন্তি'' ক্রিয়ার অর্থ নিজেই ঐ রকম করানো। অথবা ''সজ্জয়ন্তি'' ক্রিয়ার অর্থ নিজ স্ত্রীকে ঐ কর্মে প্রবৃত্ত করানো, আর ''চারয়ন্তি''-র অর্থ অপরাপর স্ত্রীলোককে নিজ পত্নীর দ্বারা ঐ কার্যে লিপ্ত করানো। সুতরাং তাৎপর্যার্থ এই যে, তারা নিজ নিজ স্ত্রীকে বেশ্যাকর্মে এবং কুট্টনীর কাজে নিযুক্ত করে]।। ৩৬২।।

কিঞ্চিদেব তু দাপ্যঃ স্যাৎ সাম্ভাষাং তাভিরাচরন্।
প্রৈষ্যাসু চৈকভক্তাসু রহঃ প্রব্রজিতাসু চ।। ৩৬৩।।

অনুবাদ ঃ কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি ঐসব চারণাদির স্ত্রীর সাথে নির্জনস্থানে সম্ভাষণ করে কিংবা প্রৈষ্যা অর্থাৎ দাসী, একভক্তা অর্থাৎ একজনের রক্ষিতা এবং প্রব্রজিতা অর্থাৎ স্বচ্ছন্দচারিণী নারী (বা কপট ব্রহ্মচারিণী)—এদের সাথে সম্ভাষণ, ব্যভিচার প্রভৃতি করে, তাহ'লে ব্যভিচারকর্তার প্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রযোজ্য হবে।। ৩৬৩।।

যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যো বধমর্হতি।
সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো ন বধং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।। ৩৬৪।।

অনুবাদ ঃ যে পুরুষ তার সমানজাতীয়া অকামা কন্যাকে (তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) সম্ভোগ ক'রে তার কন্যাত্ব ভ্রষ্ট করবে, রাজা তাকে সদ্য (সেই দিনই অবিলম্বে) বধদণ্ড অর্থাৎ লিঙ্গ চ্ছেদনাদি শারীরিক দণ্ড করবেন। তবে সেই কন্যাটির যদি ঐ কাজে ইচ্ছা এবং সমতি থাকে তাহ'লে সম্ভোগকারীর শারীরিক দণ্ড হবে না।। ৩৬৪।।

কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপি দাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানাং তু সংযতাং বাসয়েদ্ গৃহে।। ৩৬৫।।

অনুবাদ ঃ কোনও কন্যা যদি উৎকৃষ্টজাতীয় পুরুষকে [অর্থাৎ কোনও পুরুষ যদি জাতি, ধন, সদাচার এবং বিদ্যা এগুলির যে-কোনও একটিতে কোনও কন্যার পিতৃকুলের তুলনায় উৎকৃষ্ট হয়, তাহ'লে সেই পুরুষকে] ভজনা করে অর্থাৎ নিজের সাথে সেই পুরুষকে রতিক্রিয়ায় প্রবর্তিত করে, তাহ'লে সেই কন্যার অভিভাবকের কোনও অর্থদণ্ড হবে না। [কন্যার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নেই। কাজেই সেই কন্যার যারা অভিভাবক তাদেরই দণ্ড হবার কথা; এইজন্য তা নিষেধ করা হয়েছে।] কিন্তু কোনও কন্যা যদি জাতি প্রভৃতিতে নিজের পিতৃকুলের তুলনায় হীন ব্যক্তিকে আকৃষ্ট ক'রে রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করায় তাহ'লে সেই কন্যাটিকে সংযত অর্থাৎ ক্রীড়া-বিহারাদি থেকে নিবৃত্ত ক'রে নিজ পিতার বাড়ীতে আবদ্ধ ক'রে রাখবে, যতদিন না তার সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়।। ৩৬৫।।

উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি।। ৩৬৬।।

অনুবাদ ঃ কোনও হীনজাতীয় পুরুষ যদি কোনও উচ্চবর্ণের কন্যাকে তার ইচ্ছা অনুসারেও সম্ভোগ করতে থাকে, তাহ'লে সেই পুরুষের বধদণ্ড হবে। কিন্তু নিজের সমানজাতীয়া কন্যার

সাথে ঐরকম করলে সে ঐ কন্যার পিতাকে শুল্ক দেবে, যদি তার পিতা ঐ শুল্ক নিতে ইচ্ছুক হয়।। ৩৬৬।।

অভিষহ্য তু যঃ কন্যাং কুর্যাদ্ দর্পেণ মানবঃ।
তস্যাশু কর্ত্যে অঙ্গুল্যৌ দণ্ডং চার্হতি ষট্শতম্।। ৩৬৭।।

অনুবাদ : [যদি কোনও কন্যা কোনও পুরুষের প্রতি অভিলাষিণী থাকে, কিন্তু কন্যার পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ নিকটেই আছে এবং তারা এই মিলনে সম্মত না থাকে, সেরকম ক্ষেত্রে] ঐ লোকটি যদি কন্যার পিতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা ক'রে বলপূর্বক [অর্থাৎ কন্যার পিতা-মাতা আমার কি করতে পারে? এইরকম ঔদ্ধত্যসহকারে] কন্যাটিকে -বলাৎকার না ক'রে যোনিতে অঙ্গুলি প্রবেশাদিরূপ দূষিত করে, রাজা তার হাতের দুটি আঙুল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে দেবেন এবং ছয় শ' পণ দণ্ডও আরোপ করবেন [এখানে বক্তব্য - নিকৃষ্টজাতীয়া কন্যাকে কেউ নষ্ট করলে তাকে মেরে ফেলা হবে না, কিন্তু অঙ্গুলিছেদন করতে হবে।]।।৩৬৭।।

সকামাং দূষয়ংস্তুল্যাং নাঙ্গুলিচ্ছেদমাপ্নুয়াৎ।
দ্বিশতং তু দমং দাপ্যঃ প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে।। ৩৬৮।।

অনুবাদ : যদি কোনও লোক নিজের প্রতি অনুরাগিণী কোনও কন্যাকে (যোনিতে আঙ্গুল প্রবেশ প্রভৃতির দ্বারা) দূষিত করে, তাহ'লে তার আঙুল কাটা হবে না। কিন্তু ঐ কাজে আবার তার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করার জন্য রাজা তাকে দুই শ পণ দণ্ড দেওয়াবেন।। ৩৬৮।।

কন্যৈব কন্যাং যা কুর্যাৎ তস্যাঃ স্যাদ্ দ্বিশতো দমঃ।
শুল্কঞ্চ দ্বিগুণং দদ্যাচ্ছিফাশ্চৈবাপ্নুয়াদ্দশ।। ৩৬৯।।

অনুবাদ : যদি কোনও কন্যা অন্য কন্যার যোনিতে আঙুলপ্রবেশাদির দ্বারা তার কন্যাত্ব নষ্ট করে, তাহ'লে তার দুই শ পণ অর্থদণ্ড হবে, এবং সে দ্বিগুণ শুল্ক দিতে বাধ্য হবে [এখানে মূল শুল্কাদি নির্ধারিত হবে মেয়েটির রূপ, গুণ, সৌভাগ্য প্রভৃতি বিচার ক'রে]; তাছাড়া তাকে দশ ঘা চাবুক মারতে হবে।।৩৬৯।।

যা তু কন্যাং প্রকুর্যাৎ স্ত্রী সা সদ্যো মৌণ্ড্যমর্হতি।
অঙ্গুল্যোরেব চ ছেদং খরেণোদ্বহনং তথা।। ৩৭০।।

অনুবাদ : যদি কোনও কন্যার তুলনায় অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোক ঐ কন্যার কন্যাত্ব নষ্ট করে, তাহ'লে তার মাথা মুড়িয়ে দিতে হবে, দুটি আঙুল কেটে দিতে হবে এবং গাধার পিঠে চড়িয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করাতে হবে। [যদি কোনও স্ত্রীলোক কোন মেয়ের কন্যাত্ব নষ্ট করে, তাহ'লে "মৌণ্ড্য" অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন এবং অঙ্গুলীচ্ছেদন দণ্ড হবে। আর, মস্তক মুণ্ডন করানো হ'লে "খরেণোদ্‌বহনম্" = গাধার পিঠে চড়িয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হবে। কেউ কেউ বলেন, এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড নির্দেশ করা হয়েছে সেটি—যে কন্যাটিকে দূষিত করা হয়েছে তার উচ্চনীচাদি জাতি প্রভৃতির ভেদ বিবেচনা ক'রে যাকে দণ্ডিত করা হবে সেই স্ত্রীলোকটির ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণানুসারে যথাক্রমে ঐ দণ্ড প্রয়োগ করতে হবে (অর্থাৎ কন্যাদূষণকারিণী স্ত্রীলোকটি ব্রাহ্মণ জাতীয়া হ'লে তার দণ্ড হবে মুণ্ডন, ক্ষত্রিয়া হ'লে অঙ্গুলীচ্ছেদন এবং বৈশ্যা হ'লে গর্দ্দভপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক পরিভ্রামণ)।]। ৩৭০।।

ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।। ৩৭১।।

অনুবাদ : যে নারী নিজের পিতৃকুল ধনৈশ্বর্যসম্পন্ন—এই গর্বে এবং নিজের রূপ ও সৌভাগ্যাতিশয্যাদি গুণে উদ্ধত হ'য়ে নিজের পতিকে পরিত্যাগ ক'রে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে, রাজা তাকে বহুলোকের সামনে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াবেন।। ৩৭১।।

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ।। ৩৭২।।

অনুবাদ : ঐ স্বামিলঙ্ঘনকারিণী নারীটির যে উপপতি আছে, রাজা তাকে অগ্নিতপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করিয়ে দগ্ধ করাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পাপিষ্টটা ভস্মসাৎ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আগুনের উপর কাঠ নিক্ষেপ করতে হবে।। ৩৭২।।

সংবৎসরাভিশস্তস্য দুষ্টস্য দ্বিগুণো দমঃ।
ব্রাত্যয়া সহ সংবাসে চাণ্ডাল্যা তাবদেব তু।। ৩৭৩।।

অনুবাদ : পরস্ত্রীগমনরূপ দোষে একবার দণ্ডিত হ'য়ে যদি কোনও পুরুষ একবৎসর অতীত হ'লে আবার ঐ দোষে দোষী হয় তাহ'লে সেই দুষ্টের প্রতি পূর্বদণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড ধার্য হবে। [এখানে 'পূর্বদণ্ড' শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণীয় নয়। কারণ ঐ পূর্বদণ্ড ঠিক্ কতো পরিমাণ দণ্ড তা জানা যাচ্ছে না। পরবর্তী ৩৮৯ নং শ্লোকে 'সহস্রং ত্বন্ত্যজস্ত্রিয়ম্' বাক্যে এই দণ্ডপরিমাণের কিছু ইঙ্গিত আছে।] 'ব্রাত্য' নারী [অর্থাৎ বহু পুরুষের ভোগ্যা দুশ্চরিত্রা নারী, অথবা, বিবাহবিহীনা যে নারী] এবং চণ্ডালজাতীয়া নারীকে ঐরকম পুনঃ-সম্ভোগ করলেও ঐ একই দণ্ড হবে।। ৩৭৩।।

শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে।। ৩৭৪।।

অনুবাদ : কোনও দ্বিজাতি-নারী স্বামীর দ্বারা রক্ষিত হোক্ বা না-ই হোক্, কোনও শূদ্র যদি তার সাথে মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা উপগত হয়, তাহ'লে অরক্ষিতা নারীর সাথে সঙ্গমের শাস্তিস্বরূপ তার সর্বস্ব হরণ এবং লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড হবে, আর যদি স্বামীর দ্বারা রক্ষিতা নারীর সাথে সম্ভোগ করে তাহ'লে ঐ শূদ্রের সর্বস্বহরণ এবং মারণদণ্ড হবে।। ৩৭৪।।

বৈশ্যঃ সর্বস্বদণ্ডঃ স্যাৎ সংবৎসরনিরোধতঃ।
সহস্রং ক্ষত্রিয়ো দণ্ড্যো মৌণ্ড্যং মূত্রেণ চার্হতি।। ৩৭৫।।

অনুবাদ : স্বামী-প্রভৃতির দ্বারা রক্ষিতা ব্রাহ্মণীকে যদি কোনও বৈশ্য গোপনে সম্ভোগ করে তবে তাকে একবৎসর কারারুদ্ধ ক'রে তার সর্বস্ব হরণ করতে হবে; ক্ষত্রিয় যদি ঐরকম ব্রাহ্মণীতে গমন করে তাহ'লে তার হাজারপণ অর্থদণ্ড এবং গর্দভমূত্রের দ্বারা মাথা মুণ্ডন ক'রে দিতে হবে।। ৩৭৫।।

ব্রাহ্মণীং যদ্যগুপ্তাং তু গচ্ছেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ।
বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তু সহস্রিণম্।। ৩৭৬।।

অনুবাদ : বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষ যদি অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীতে (অর্থাৎ ভ্রষ্টচরিত্রা বা রক্ষকবিহীনা ব্রাহ্মণনারীতে) গমন করে, তবে বৈশ্যের পাঁচ শ পণ দণ্ড এবং ক্ষত্রিয়ের এক হাজার পণ দণ্ড হবে।।৩৭৬।।

উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্ দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা।। ৩৭৭।।

অনুবাদ ঃ কোনও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যদি গুণবতী রক্ষণযুক্তা ব্রাহ্মণনারীর উপর বলাৎকার করে, তাহ'লে তাদের দুজনকেই শূদ্রের প্রতি যে দণ্ড (৩৭৪ শ্লোকে) বলা হয়েছে সেই দণ্ডে অর্থাৎ বধদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে, অথবা কুশ-কাশ প্রভৃতির স্তূপে অগ্নিসংযুক্ত ক'রে তাতে তাদের দগ্ধ করতে হবে।।৩৭৭ ।।

সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ড্যো গুপ্তাং বিপ্রাং বলাদ্ ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদিচ্ছন্ত্যা সহ সঙ্গতঃ।। ৩৭৮।।

অনুবাদ ঃ কোনও ব্রাহ্মণ যদি স্বামী প্রভৃতির দ্বারা রক্ষিতা ব্রাহ্মণীকে বলপূর্বক সম্ভোগ করে [অর্থাৎ কোনও ব্রাহ্মণজাতীয় নারী ভ্রষ্টচরিত্রা হ'লেও যদি তার বাবা, ভাই বা কোনও আত্মীয়ের দ্বারা সে রক্ষিতা হয় এবং তাকে যদি কোনও ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ বলাৎকার করে] তাহ'লে ঐ পুরুষের সহস্রপণ অর্থদণ্ড হবে। আর ঐ রক্ষিতা নারীটি যদি সম্ভোগে ইচ্ছুক হয় তাহ'লে কোনও ব্রাহ্মণ যদি তাকে বলপূর্বক সম্ভোগ করে, তাহ'লে ঐ ব্রাহ্মণের পাঁচ শ' পণ অর্থদণ্ড হবে ।। ৩৭৮।।

মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
ইতরেষাং তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ।। ৩৭৯।।

অনুবাদ ঃ প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধে ব্রাহ্মণের মাথা মুড়িয়ে দেওয়াই দণ্ড হবে। আর ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণের পক্ষে বধাদি প্রাণদণ্ডই বিধেয় - এই হ'ল শাস্ত্রের বিধান ।। ৩৭৯ ।।

ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্।। ৩৮০।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যে কোনও পাপ বা অপরাধই করুক না কেন [যত কিছু অপরাধ আছে সে সবগুলি একসাথে অনুষ্ঠান করলেও], রাজা তাকে হত্যা করবেন না; পরন্তু সমস্ত ধনের সাথে অক্ষত শরীরে তাকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করবেন [মতান্তরে, তার সমস্ত ধন সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত ক'রে তাকে নির্বাসনে পাঠাবেন] ।। ৩৮০ ।।

ন ব্রাহ্মণবধাদ্ ভূয়ানধর্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।। ৩৮১।।

অনুবাদ ঃ এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণবধের তুলনায় গুরুতর অধর্ম (অর্থাৎ পাপ) আর কিছুই নেই। এই কারণে ব্রাহ্মণকে বধ (এবং অঙ্গচ্ছেদনাদি) করার কথা রাজা কখনও মনে মনেও চিন্তা করবেন না ।। ৩৮১ ।।

বৈশ্যশ্চেৎ ক্ষত্রিয়াং গুপ্তাং বৈশ্যাং বা ক্ষত্রিয়ো ব্রজেৎ।
যো ব্রাহ্মণ্যামগুপ্তায়াং তাবুভৌ দণ্ডমর্হতঃ।। ৩৮২।।

অনুবাদ ঃ বৈশ্যজাতীয় পুরুষ যদি পিতাপ্রভৃতির দ্বারা রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া নারীকে কিংবা ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষ যদি ঐরকম রক্ষণযুক্তা বৈশ্যা নারীকে সম্ভোগ করে,তাহ'লে অরক্ষিতা ব্রাহ্মণ-নারী-সম্ভোগের যে দণ্ড [অর্থাৎ বৈশ্যপুরুষের পাঁচ শ' এবং ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষের এক হাজার পণ দণ্ড], তা-ই তাদের প্রতিও প্রযোজ্য হবে ।। ৩৮২ ।।

সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ডং দাপ্যো গুপ্তে তু তে ব্রজন্।
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়বিশোঃ সাহস্রো বৈ ভবেদ্ দমঃ।। ৩৮৩।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ যদি রক্ষণযুক্তা ক্ষত্রিয়া নারীকে কিংবা বৈশ্যা নারীকে সম্ভোগ করে, তাহ'লে এক হাজার পণ অর্থদণ্ড হবে । আর ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষ কিংবা বৈশ্যজাতীয় পুরুষ যদি ঐ প্রকার শূদ্রা নারীকে সম্ভোগ করে, তাহ'লে তাদেরও দণ্ড হবে এক হাজার পণ ।। ৩৮৩ ।।

ক্ষত্রিয়ায়ামগুপ্তায়াং বৈশ্যে পঞ্চশতং দমঃ।
মূত্রেণ মৌণ্ড্যমিচ্ছেত্তু ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমেব বা।। ৩৮৪।।

অনুবাদ ঃ বৈশ্যজাতীয় পুরুষ যদি অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া নারীকে সম্ভোগ করে, তাহ'লে তার পাঁচ শ' পণ অর্থদণ্ড হবে। আর ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষ যদি ক্ষত্রিয়া নারীকে সম্ভোগ করে, তাহ'লে তারও ঐ অর্থদণ্ড কিংবা গর্দভমূত্রের সাথে মস্তকমুণ্ডন করিয়ে দেওয়া তার দণ্ড হবে ।।৩৮৪।।

অগুপ্তে ক্ষত্রিয়াবৈশ্যে শূদ্রাং বা ব্রাহ্মণো ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাৎ সহস্রং ত্বন্ত্যজস্ত্রিয়ম্।। ৩৮৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ যদি অরক্ষিত ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা কিংবা শূদ্রা নারীর সাথে সঙ্গাম করে তা হ'লে পাঁচ শ পণ দণ্ড হবে। আর অন্ত্যজনারীর সাথে সঙ্গমে সহস্র পণ অর্থদণ্ড প্রযোজ্য। [ক্ষত্রিয়াদিজাতীয়া অরক্ষিতা নারী-গমনে ব্রাহ্মণের দণ্ড বলা হয়েছে । "অন্ত্যজ" অর্থ চণ্ডল, শ্বপচ প্রভৃতি। তজ্জাতীয় নারীগমনে "সহস্রম্"=সহস্র পণ অর্থদণ্ড দেওয়া হবে। চারবর্ণের যে কোনও বর্ণের রক্ষিতা নারী-গমনে ব্রাহ্মণের হাজার পণ দণ্ড। শ্রোত্রিয়পত্নীর সাথে সঙ্গম করলে নির্বাসন এবং অঙ্কন অর্থাৎ শরীরে ক্ষতচিহ্ন ক'রে দেওয়া হবে। অন্যস্থানে কেবল নির্বাসনই হবে। শ্রোত্রিয়পত্নী গমনে বেশী প্রায়শ্চিত্ত; এইজন্য ঐরকম ব্যবস্থা বলা হ'ল। অরক্ষিতা নারী -গমনে পাঁচ শ পণ অর্থদণ্ড এবং নির্বাসন ও অঙ্কন। যদিও বিবাহ-সংস্কারযুক্ত হ'লে 'অরক্ষিতা' নারীকেও পরদার বলা হয় তবুও যে নারী স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছে সেইরকম 'স্বৈরিণী নারী' অর্থে অরক্ষিতা-শব্দের প্রয়োগ সাধারণত হ'য়ে থাকে। কোনও ব্রাহ্মণেতর জাতি যদি রক্ষিতা নারীতে বলপূর্বক গমন করে তা হ'লে তার প্রাণদণ্ড হবে। সেই নারীটি যদি তার প্রতি সকামা হয় তা হ'লে তার সাথে সঙ্গমে হাজার পণ অর্থদণ্ড এবং নির্বাসন ও অঙ্কন। পূর্বে (৩৭৬ শ্লোকে) বলা হয়েছে রক্ষিতা নারী-গমনে "বৈশ্যের পাঁচ শ পণ এবং ক্ষত্রিয়ের হাজার পণ দণ্ড "।]।।৩৮৫ ।।

যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্।। ৩৮৬।।

অনুবাদ ঃ যে রাজার রাজ্যে চোর, পরস্ত্রীগামী, বাক্‌পারুষ্যকারী ও দণ্ডপারুষ্যকারী এবং 'সাহস'কারী লোক থাকে না, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন করেন। ["যস্য"=যে রাজার "পুরে"=দেশে অর্থাৎ রাষ্ট্রে "স্তেনঃ"=চোর নেই, তিনি "শক্রলোকভাক্"=শক্রের অর্থাৎ ইন্দ্রের লোক অর্থাৎ স্থান ভজনা করেন অর্থাৎ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। "নান্যস্ত্রীগঃ" = পরস্ত্রীগমনকারী নেই। "অন্যস্ত্রীগ" এখানে স্ত্রী শব্দটির প্রয়োগ থাকায় বোঝাচ্ছে যে, পরের স্ত্রী বলতে পত্নী, কিংবা অবরুদ্ধা (রক্ষিতা), অথবা পুনর্ভু সকলকেই বোঝাবে। সুতরাং যে নারীর সাথে পত্নীত্বসম্বন্ধ নেই অথচ উভয়ে স্বামিস্ত্রীরূপে থাকে তাতে গমন করাও নিষিদ্ধ। "দুষ্টবাক্"=বাক্যের দ্বারা আক্রোশনকারী। "দণ্ডঘ্ন"=যে ব্যক্তি দণ্ডের দ্বারা (লাঠি প্রভৃতি দ্বারা) আঘাত করে; সুতরাং তার অর্থ দণ্ডপারুষ্যকারী। এখানে "শক্রলোকভাক্" এই কথাটিকে

সবগুলির সাথে অনুষঙ্গপূর্বক অন্বিত করতে হবে। এখানে স্ত্রীসংগ্রহণ-প্রকরণে 'স্তেন' প্রভৃতির উল্লেখ অর্থবাদস্বরূপ ।] ।। ৩৮৬ ।।

এতেষাং নিগ্রহো রাজ্ঞঃ পঞ্চানাং বিষয়ে স্বকে।
সাম্রাজ্যকৃৎ সজাত্যেষু লোকে চৈব যশস্করঃ।। ৩৮৭।।

অনুবাদ : রাজা নিজরাজ্যে এই পাঁচ প্রকার অপরাধকারীর নিগ্রহ বিধান করলে নিজের সমকক্ষ অপরাপর রাজার উপরেও আধিপত্য করতে পারেন এবং জনসমাজে যশোলাভ করেন। ["সাম্রাজ্যকৃৎ"= এখানে 'সাম্রাজ্য' কথাটির অর্থ পরকে বাঁচানো এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য। "সজাত্যেষু";-নিজের প্রতিস্পর্দ্ধী সমকক্ষ অন্যান্য রাজাদের 'সজাত্য' ব'লে লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং- "সাম্রাজ্যকৃৎ সজাত্যেষু" এর অর্থ - সেইরকম রাজগণের শিরোমণিস্বরূপ হ'য়ে বাস করেন অর্থাৎ তারা সকলেই তার আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকে। "লোকে চ যশস্করঃ"=এবং তিনি মনুষ্যসমাজে নিজ কীর্তি বিস্তার করেন । এই উভয়প্রকার কাজেই অপরাধীর যে নিগ্রহ তা-ই হ'ল কর্তা, কারণ সেটিই এখানে হেতুস্বরূপ । অর্থাৎ অপরাধকারীকে নিগ্রহ করা হয় বলেই রাজা ঐ উভয়প্রকার প্রতিষ্ঠালাভ করেন। যদিও লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে এইরকম বলে যে-'ইনি বড় ক্রোধী দুষ্টসংহারকারী', তবুও তারা তাঁর প্রশংসাই ক'রে থাকে।] ।।৩৮৭।।

ঋত্বিজং যস্ত্যজেদ্ যাজ্যো যাজ্যং চর্ত্বিক্ ত্যজেদ্ যদি।
শক্তং কর্মণ্যদুষ্টঞ্চ তয়োর্দণ্ডঃ শতং শতম্।। ৩৮৮।।

অনুবাদ : কোনও যজমান যদি তার কুলক্রমাগত কর্মকুশল নির্দোষ ঋত্বিক্‌কে পরিত্যাগ করে কিংবা ঋত্বিক্ যদি ঐ প্রকার যজমানকে পরিত্যাগ করে, তা হ'লে তাদের এক শ পণ ক'রে অর্থদণ্ড হবে।।৩৮৮।।

ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
ত্যজন্নপতিতানেতান্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।। ৩৮৯।।

অনুবাদ : মা, বাবা, স্ত্রী এবং পুত্র - এদের ত্যাগ করা চলবে না ('shall not be refused maintenance or due respect')। এরা পতিত হয় নি অথচ ('unless guilty of a crime causing loss of caste') এদের কাউকে ত্যাগ করা হয়েছে এমন হ'লে ত্যাগকারী ব্যক্তিকে রাজা ছয় শ' পণ অর্থদণ্ড দেবেন।। ৩৮৯ ।।

আশ্রমেষু দ্বিজাতীনাং কার্যে বিবদতাং মিথঃ।
ন বিব্রুয়ান্ নৃপো ধর্মং চিকীর্ষন্ হিতমাত্মনঃ।। ৩৯০।।

অনুবাদ : বানপ্রস্থাদি অরণ্যাশ্রমবাসী দ্বিজাতিগণের আশ্রমসংক্রান্ত ধর্মসঙ্কট অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান- বিষয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হ'লে [অর্থাৎ একপক্ষ বলছে, এক্ষেত্রে শাস্ত্রের তাৎপর্য এইরকম এবং অন্য পক্ষ বলছে, ঐরকম নয় - এই ধরণের বিবাদ করতে থাকলে] রাজার সেখানে সহসা ধর্মব্যবস্থা নির্দেশ করা উচিত হবে না [অর্থাৎ রাজার নিজের প্রভুত্বের কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরকম সিদ্ধান্ত নিরূপণ ক'রে দেন, এক্ষেত্রে সেরকম করা তাঁর উচিত হবে না], যদি রাজার নিজের মঙ্গল লাভ করার ইচ্ছা থাকে। [গৃহস্থরাও আশ্রমী, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আগে যেরকম বিচারপদ্ধতি বলা হয়েছে, তা-ই প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ বর্তমান শ্লোকের নিয়মটি গৃহস্থাশ্রমীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এখানে আশ্রম শব্দটির প্রয়োগ থাকায় তার দ্বারা বানপ্রস্থাদি-বিশিষ্ট আশ্রমই বোধিত হচ্ছে।] ।। ৩৯০।।

যথার্হমেতানভ্যর্চ্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
সান্ত্বেন প্রশময্যাদৌ স্বধর্মং প্রতিপাদয়েৎ।। ৩৯১।।

অনুবাদ ঃ [কিভাবে আশ্রমবাসীদের ধর্মসঙ্কটে রাজা তাদের বিবাদ ভঞ্জন করবেন, বর্তমান শ্লোকে তা বলা হচ্ছে -]। রাজা পূর্বশ্লোকোক্ত আশ্রমবাসীসমূহকে যথাযোগ্য সম্মান ক'রে [অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে গুণানুসারে যিনি যেমন পূজার যোগ্য তাঁকে সেইভাবে পূজা ক'রে] সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা প্রথমে শান্ত ক'রে পরে নিজের সভাসদ্ ব্রাহ্মণদের সাথে [অর্থাৎ মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতির সাথে] মিলিতভাবে ধর্মনির্ণয় ক'রে দেবেন অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যা ন্যায়সঙ্গত অর্থ তা বুঝিয়ে দেবেন।। ৩৯১।।

প্রাতিবেশ্যানুবেশ্যৌ চ কল্যাণে বিংশতিদ্বিজে।
অর্হাবভোজয়ন্ বিপ্রো দণ্ডমর্হতি মাষকম্।। ৩৯২।।

অনুবাদ ঃ কোনও মাঙ্গলিক কাজে যদি বিশ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়, তা হ'লে নিজের বাড়ীর সামনের দিকে এবং পিছন দিকে যাদের বাস, তারা নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও যদি তাদেরও না খাওয়ানো হয় তা হ'লে সেই কর্মী ব্যক্তির দণ্ড হবে এক মাষা সোনা। [যার মধ্যে লোকেরা প্রবেশ করে তা 'বেশ' অর্থাৎ নিবাস; তাতে প্রতিগত= ' প্রতিবেশে' অর্থাৎ নিজ গৃহের অভিমুখে (সমুখে) স্থিত। সেই প্রতিবেশে অবস্থিত='প্রতিবেশ্য'। যদি এখানে আদিতে দীর্ঘস্বরযুক্ত পাঠ হয় অর্থাৎ 'প্রাতিবেশ্য' এইরকম পাঠ হয় তা হ'লে ('প্রতিবেশ্য' শব্দটির উত্তর) স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় ক'রে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বুঝতে হবে। 'অনুবেশ্য' শব্দটিও ঐভাবে সাধিত হবে; এর অর্থ গৃহের পিছন দিকে যে বাস করে। এই দুইজনকে যদি নিজ গৃহে এনে ভোজন করানো না হয়,-। "কল্যাণে"=বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে, "বিংশতিদ্বিজে"=যেখানে অন্য বিশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হচ্ছে, তা হ'লে, এক মাষা সোনা দণ্ড হবে। পরে 'হিরণ্য' এইরকম বিশেষ নির্দেশ আছে ব'লে এখানেও এক মাষা 'সুবর্ণই' যে বক্তব্য, তা বোঝা যায়। "অর্হৌ"=ঐ প্রতিবেশ্য এবং অনুবেশ্য লোকেরা যদি ভোজন করাবার যোগ্য হয় অর্থাৎ তারা শত্রু না হয় কিংবা একেবারে নির্গুণ না হয়।] ৩৯২

শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ং সাধুং ভূতিকৃত্যেষ্বভোজয়ন্।
তদন্নং দ্বিগুণং দাপ্যো হিরণ্যঞ্চৈব মাষকম্।। ৩৯৩।।

অনুবাদ ঃ যদি একজন শ্রোত্রিয় তাঁর বাড়ীর 'ভূতির'কাজে অর্থাৎ ঐশ্বর্যবহুল বিবাহাদি-মহৎকাজে, ধূমধাম হ'লে তাঁর সমানজাতীয় এবং নিকটস্থিত অন্য একজন শ্রোত্রিয় গুণবান্ হ'লেও তাঁকে ভোজন না করান, তা হ'লে ঐ শ্রোত্রিয় যে পরিমাণ ভোজন করতেন তার দ্বিগুণ ভোজ্য তাঁকে দিতে হবে এবং এক মাষা সোনা দণ্ড দিতে হবে । [যাঁরা প্রতিবেশী নয় তাঁদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। সব্রহ্মচারী ব্যক্তিদের পক্ষে এইপ্রকার নিয়ম যে "শ্রোত্রিয়ঃ"=একজন শ্রোত্রিয় তাঁরই সমানবিদ্য গুণবান্ অন্য একজন শ্রোত্রিয়কে। "ভূতিকৃত্যেষু";-'ভূতি' অর্থাৎ ধনৈশ্বর্য; তন্মূলক কাজে অর্থাৎ ধনসম্পত্তি হ'লে তার জন্য বন্ধুবান্ধবকে যে ভোজ দেওয়া হয় তাতে,-। অথবা 'ভূতি' শব্দটি কৃত্যের বিশেষণ; সুতরাং ভূতি (সমৃদ্ধি) সহকারে ধুমধামের সাথে বিবাহাদি যে সমস্ত কৃত্য করা হয়, যাতে বিশ জনের বেশী লোক খাওয়ানো হ'য় সেই প্রকার উৎসবে যদি ঐ শ্রোত্রিয়কে ভোজন করানো না হয় তা হ'লে ঐ শ্রোত্রিয় যে পরিমাণ অন্ন খেতেন তার দ্বিগুণ ভোজ্য দ্রব্য তাঁকে দিতে হবে; আর 'হৈরণ্যং মাষকম্' অর্থাৎ এক মাষা সোনাও দণ্ডরূপে বাড়ীর মালিক-শ্রোত্রিয়টি ঐ গুণবান্ শ্রোত্রিয়কে বা রাজাকে দিতে বাধ্য হবেন।]

।। ৩৯৩ ।।

অন্ধো জড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করম্।। ৩৯৪।।

অনুবাদ ঃ অন্ধ, জড় পীঠসর্পী অর্থাৎ পঙ্গু, সত্তর বছরের স্থবির এবং শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের উপকারকারী ব্যক্তি - এদের কাছ থেকে রাজা কোনও কর গ্রহণ করবেন না।।৩৯৪।।

শ্রোত্রিয়ং ব্যাধিতার্তৌ চ বালবৃদ্ধাবকিঞ্চনম্।
মহাকুলীনমার্যঞ্চ রাজা সংপূজয়েৎ সদা।। ৩৯৫।।

অনুবাদ ঃ শ্রোত্রিয়, ব্যাধিগ্রস্ত, আর্ত (পুত্রাদি-প্রিয়জনবিয়োগে কাতর), বালক, বৃদ্ধ, অকিঞ্চন (অর্থাৎ দুরবস্থাগ্রস্ত নিঃসম্বল), মহাকুলীন (অর্থাৎ যশঃ, ধন, বিদ্যা, শৌর্য প্রভৃতি গুণে উৎকৃষ্ট বংশে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে) এবং আর্য (অর্থাৎ উদার প্রকৃতির ব্যক্তি)- এদের সকলকে দান, সম্মান প্রভৃতির দ্বারা অনুগ্রহ করা রাজার কর্তব্য ।। ৩৯৫ ।।

শাল্মলীফলকে শ্লক্ষ্ণে নেনিজ্যান্নেজকঃ শনৈঃ।
ন চ বাসাংসি বাসোভির্নির্হরেন্ন চ বাসয়েৎ।। ৩৯৬।।

অনুবাদ ঃ শিমূলগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী অতি মসৃণ ফলকে (অর্থাৎ তক্তায় বা পাটায়) রজক অন্যের বস্ত্র প্রভৃতি আস্তে আস্তে আছাড় দিয়ে কাচবে। একজনের কাপড়ের সাথে অন্যের কাপড় মেশাবে না কিংবা একজনের কাপড় অন্য কাউকে ভাড়া দেবে না অথবা পরতে দেবে না ।।৩৯৬।।

তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্।। ৩৯৭।।

অনুবাদ ঃ তন্তুবায় (যে লোক তন্তু বয়ন করে এবং কাপড়-চোপড় তৈরী করে) যদি কোনও গৃহস্থের কাছ থেকে কাপড় বুনবার জন্য দশ পল ওজনের সুতা নেয়, তাহ'লে তাকে কাপড়খানি ওজনে এক পল বেশী দেখিয়ে দিতে হবে, কারণ তাতে ভাতের মাড় দেওয়া হয় (ফলে কাপড় ওহনে ভারী হ'য়ে যায়)। যদি ওজনে ঐ পরিমাণের কম দেওয়া হয়, তাহ'লে তন্তুবায়ের বারো পণ দণ্ড হবে ।। ৩৯৭ ।।

শুল্কস্থানেষু কুশলাঃ সর্বপণ্যবিচক্ষণাঃ।
কুর্যুরর্ঘং যথা পণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেৎ।। ৩৯৮।।

অনুবাদ ঃ শুল্ক আদায় করবার ব্যাপারে যারা নিপুণ এবং সকল পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞ তারা আমদানি কিংবা রপ্তানি করা দ্রব্যের গুণানুসারে মূল্য স্থির ক'রে দেবে; তা থেকে বাণিজ্যকারীর যে লাভ হবে তার বিশ ভাগের একভাগ রাজা শুল্ক হিসাবে নেবেন। [যেসব স্থানে শুল্ক আদায় করা হয়, তা শুল্কস্থান। রাজা কিংবা বণিক্‌গণ নিজেদের সুবিধা অনুসারে সেইরকম স্থান নির্দিষ্ট ক'রে রাখেন। সেইসব স্থানে যারা নিপুণ শৌল্কিক (শুল্কগ্রহণকারী), যাদের ধূর্ত ব্যক্তিরা ফাঁকি দিতে পারে না এবং যারা সকলপ্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানি, ক্রয়, বিক্রয়, ক্ষয়, সার (ভাল) এবং অসার (মন্দ) ইত্যাদি বিষয়ে "বিচক্ষণ" অর্থাৎ অভিজ্ঞ, তারা বিদেশ থেকে যে মাল আমদানি হয়েছে কিংবা রপ্তানি করা হচ্ছে, তার মূল্য স্থির করবে। ঐরকম জিনিসের লাভাংশের বিশ ভাগের একভাগ রাজা গ্রহণ করবেন।]।।৩৯৮।।

রাজ্ঞঃ প্রখ্যাতভাণ্ডানি প্রতিষিদ্ধানি যানি চ।
তানি নির্হরতো লোভাৎ সর্বহারং হরেন্ নৃপঃ।। ৩৯৯।।

অনুবাদ ঃ যেসব বস্তু রাজার আবশ্যক ব'লে প্রখ্যাত এবং যেসব দ্রব্য বিদেশে চালান দেওয়া রাজা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন, তা যে লোক লোভবশতঃ বিদেশে চালান করে, সেই চালানকারীর সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করতে হবে। [যেসমস্ত "ভাণ্ড" অর্থাৎ দ্রব্য রাজার উপযোগী (দরকারী) ব'লে প্রসিদ্ধ আছে, যেমন, প্রাচ্যে হাতী, কাশ্মীরদেশে কুঙ্কুম, পূর্বদেশে পট্টবস্ত্র, তসর, গরদ প্রভৃতি, পশ্চিম দেশে (সিন্ধু প্রভৃতিদেশের) ঘোড়া এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মণিমুক্তা প্রভৃতি,-। যে দেশে যে বস্তুটি সুলভ কিন্তু দেশান্তরে দুর্লভ সেখানে তার 'প্রখ্যাপন' আছে বলা হয়। কারণ, ঐসব বস্তুর দ্বারা রাজারা পরস্পর সন্ধি ক'রে থাকেন। "প্রতিষিদ্ধানি যানি"=যেসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা রাজা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন; 'এটি আমার রাজ্য থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া চলবে না কিংবা এটি এই দেশেই বিক্রয় করতে হবে, যেমন দুর্ভিক্ষকালে ধান প্রভৃতি শস্য', - । সেই সমস্ত দ্রব্য "লোভাৎ"=লোভবশত "নির্হরতঃ"=যে লোক দেশান্তরে নিয়ে যায় কিংবা বিক্রয় করে, তার "সর্বহারং হরেৎ"=সর্বস্ব কেড়ে নেবে। যে লোক ধনলোভে ঐ সব দ্রব্য নিয়ে যায় তার এই দণ্ড। যদি কেউ অন্য দেশের রাজাকে উপহার দেবার জন্য ঐরকম করে তা হ'লে তার আরও বেশী দণ্ড হবে যথা, তার শরীরের উপর দণ্ড, তাকে কারারুদ্ধ করা প্রভৃতি দণ্ড।] ।। ৩৯৯ ।।

শুল্কস্থানং পরিহরন্নকালে ক্রয়বিক্রয়ী।
মিথ্যাবাদী চ সংখ্যানে দাপ্যোঽষ্টগুণমত্যয়ম্।। ৪০০।।

অনুবাদ ঃ যে লোক শুল্কগ্রহণ-স্থান পরিত্যাগ ক'রে ক্রয় বিক্রয় করে কিংবা অসময়ে ক্রয় বিক্রয় করে অথবা যে লোক বিক্রেয় দ্রব্যের সংখ্যা মিথ্যা ক'রে বলে, তার উপর আট গুণ দণ্ড ধার্য হবে। ["ক্রয়বিক্রয়ী" শব্দের অর্থ বণিক্। "শুল্কস্থানং পরিহরন্"=শুল্ক আদায় করবার স্থান পরিত্যাগ ক'রে চললে, আঘাটায় আমদানি রপ্তানি করলে, কিংবা "অকালে"=রাত্রিকালে যখন শুল্কাধ্যক্ষ চলে গিয়েছে, তখন আমদানি রপ্তানি করলে। "সংখ্যানে মিথ্যাবাদী"=যে ব্যক্তি দ্রব্যের সংখ্যা কম ক'রে বলে কিংবা দ্রব্য চাপা দিয়ে রাখে,—। তাকে অষ্টগুণ "অত্যয়ং"=দণ্ড "দাপ্যঃ"=দিতে বাধ্য করবে। যতটা বস্তু সে পরিমাণ গোপন করবে তার আটগুণ দণ্ড হবে। অথবা যতটা বস্তু গোপন করেছে তার যে পরিমাণ শুল্ক হওয়া উচিত, তার আটগুণ দণ্ড হবে। এর মধ্যে প্রথম যে অর্থ বলা হল সেটাই সঙ্গত; কারণ 'অত্যয়' শব্দটির প্রয়োগ তাতেই সঙ্গত হয়। কেউ কেউ "অকালে ক্রয়বিক্রয়ী" এইরকম সম্বন্ধ করেন। 'অকাল' অর্থ-শুল্ক গ্রহণ করা না হলে কিংবা গুপ্তভাবে ক্রয় কিংবা বিক্রয় করার এই নিষেধ ।] ।। ৪০০ ।।

আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধিক্ষয়াবুভৌ।
বিচার্য সর্বপণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ৌ।। ৪০১।।

অনুবাদ ঃ পণ্যদ্রব্যের আগম, নির্গম স্থান, বৃদ্ধি এবং ক্ষয় এইসব বিবেচনা ক'রে তার ক্রয় এবং বিক্রয় করাবে। [যারা হাটে বাজারে দোকানে বিক্রয় করতে উপস্থিত হয়, তারা নিজেদের ইচ্ছামতো দ্রব্যমূল্য স্থির করতে পারবে না; কিংবা রাজাও নিজের খুশীমতো দাম দিয়ে কিনতে পারবেন না। তবে কি করতে হবে? (উত্তর)-দ্রব্যের মূল্য স্থির করবার জন্য এগুলি বিবেচনা করতে হবে। "আগমম্"= সে বস্তুটি বিদেশ থেকে পুনরায় আসবে কিনা; এবং

কত দূর থেকে তা আসে। এইরকম "নির্গমং স্থানম্"=সেই বস্তুটি কি তখনই বিক্রয় হয়ে যাবে অথবা পড়ে থাকবে। যে বস্তু সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হ'য়ে যায় তা থেকে যদি অল্প পরিমাণও লাভ হয়, তা হ'লে তার প্রয়োজন বেশী (তাতে বেশী উপকার হয়); কারণ তার মূল্য থেকে যে অর্থ লাভ করা যায় তার দ্বারা আবার অন্য দ্রব্য ক্রয় ক'রে বিক্রয় করা যায়; এর ফলে আবার এক দফা লাভ হয়। কিন্তু কোনও দ্রব্য অবিক্রীত হ'য়ে "স্থানাৎ"=পড়ে থাকলে তার "বৃদ্ধিক্ষয়ৌ"=কি পরিমাণে তার বৃদ্ধি থাকে এবং কি পরিমাণ বা ক্ষয় হয় এই সমস্ত বিষয় পরীক্ষা ক'রে স্বদেশে ক্রয় বিক্রয় করাতে হয়। দ্রব্যের মূল্য এমনভাবে স্থির ক'রে দেওয়া উচিত যাতে ব্যবসাদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিংবা খরিদ্দারগণের পক্ষেও তা ভারস্বরূপ অর্থাৎ কেনা কষ্টকর না হয়। এইসব বিবেচনা ক'রে মূল্য ধার্য ক'রে দেওয়া কর্তব্য।]।।৪০১।।

পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেঽথবা গতে।
কুর্বীত চৈষাং প্রত্যক্ষমর্ঘসংস্থাপনং নৃপঃ।। ৪০২।।

অনুবাদ : বিশেষ বিশেষ দ্রব্য অনুসারে প্রতি পাঁচ দিন অন্তর কিংবা একপক্ষ অন্তর রাজা জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ ক'রে মূল্য নির্দিষ্ট ক'রে দেবেন।[দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি অনিশ্চিত অর্থাৎ তা সকল সময়ে একভাবে থাকে না; কাজেই মূল্যেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই কারণে প্রতি পাঁচ দিন অন্তর জিনিসের দর পর্যবেক্ষণ করা উচিত, একবার দাম ঠিক ক'রে দেওয়া হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত থাকা সঙ্গত নয়; কিংবা ব্যবসাদারদেরও বিশ্বাস করা উচিত নয় ; কিন্তু নিজের (রাজা স্বয়ং কিংবা রাজপুরুষগণের) সে বিষয়ে সজাগ থাকা আবশ্যক । যে দ্রব্য বিলম্বে ফুরিয়ে যায় তার মূল্য পর্যবেক্ষণ করা একপক্ষ অন্তর কর্তব্য ; অন্যান্য দ্রব্যের পক্ষে প্রতি পাঁচ দিন অন্তর ।]।।৪০২।।

তুলামানং প্রতীমানং সর্বঞ্চ স্যাৎ সুলক্ষিতম্।
ষট্সু ষট্সু চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ।। ৪০৩।।

অনুবাদ : ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পরিমাণ করবার জন্য অর্থাৎ মাপবার জন্য যে তুলা, মান এবং প্রতীমান ব্যবহার করা হয় সেগুলির প্রতি ভালভাবে নজর রাখতে হয়, কিংবা এগুলির উপর 'রাজপরীক্ষিত'-এইরকম চিহ্নিত করা উচিত এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর সেগুলি আবার পরীক্ষা করা কর্তব্য। ["তুলা"-শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ (ওজন দাঁড়ি)। "মানং"= ধান মাপবার জন্য যা ব্যবহৃত হয়-যেমন , প্রস্থ দ্রোণ ইত্যাদি। "প্রতীমানং"= সোনা, রূপা প্রভৃতির পরিমাণ করবার জন্য যা ব্যবহৃত হয় (নিক্তি)। সেগুলি "সুলক্ষিতং"= 'রাজকর্তৃক পরীক্ষিত' এরকম চিহ্নিত করা কর্তব্য; রাজা কিংবা রাজপুরুষ স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে চিহ্নিত ক'রে দেবেন। রাজা প্রতি ছয় মাস অন্তর নিজের বিশ্বাসী লোক দিয়ে এগুলি বারবার পরীক্ষা করাবেন যাতে কেউ তঞ্চকতা করতে না পারে।]।। ৪০৩ ।।

পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুষোঽর্দ্ধপণং তরে।
পাদং পশুশ্চ যোষিচ্চ পাদার্দ্ধং রিক্তকঃ পুমান্।। ৪০৪।।

অনুবাদ : খালি গোরুর গাড়ী প্রভৃতিকে নদী পার ক'রে দিতে হ'লে তার জন্য একপণ খেয়ার মাশুল দিতে হবে; যে ভার একজন লোকে বহন ক'রে নিয়ে যায়, তা পার করতে হ'লে আধপণ দিতে হবে; গবাদি পশু কিংবা স্ত্রীলোককে পার করতে হ'লে সিকিপণ এবং ভারশূন্য পুরুষ মানুষকে পার করতে হ'লে সিকিপণের অর্দ্ধেক খেয়া মাশুল হবে। [নদী পার করতে হ'লে "যানং"= গরুর গাড়ী প্রভৃতি পার করবার জন্য একপণ। দ্রব্যপূর্ণ শকটের খেয়া মাশুলের

কথা পরে বলা হয়েছে। কাজেই যে সমস্ত খালি গাড়ী পার করা হবে সেগুলির রাজভাগ (রাজার প্রাপ্য খেয়া মাশুল) এখানে বলা হ'ল। একজন লোক যে ভার বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারে তা পার করতে হ'লে আধ পণ দিতে হবে। "পশু"- গোরু, মহিষ প্রভৃতি; তার জন্য সিকিপণ। স্ত্রীলোকের জন্যও ঐ মাশুল। "রিক্তক"=ভারশূন্য খালি মানুষ, যার হাতে বা মাথায় কোনও, মোট নেই তার পক্ষে (রাজশুল্ক) দেয়। যে লোক মোট নিয়ে যাচ্ছে তাকে বেশী দিতে হবে। কিন্তু খালি লোক নিজেই সাঁতার দিয়ে নদী পার হ'য়ে যেতে পারে; এজন্য তার কাছ থেকে অল্প পরিমাণই আদায় করা উচিত। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকে নিজে পার হতে সমর্থ নয় ; কাজেই তার কাছ থেকে বেশী নেওয়া হয়। "তরে" শব্দের অর্থ পার করবার নিমিত্ত।]।।৪০৪।।

ভাণ্ডপূর্ণানি যানানি তার্যং দাপ্যানি সারতঃ।
রিক্তভাণ্ডানি যৎকিঞ্চিৎ পুমাংসশ্চাপরিচ্ছদাঃ।। ৪০৫।।

অনুবাদ ঃ যে সমস্ত গাড়ী দ্রব্যপূর্ণ থাকে সেগুলি পার করতে হ'লে সেই দ্রব্যের বহুমূল্যতা কিংবা অল্পমূল্যতা অনুসারে মাশুল হবে। কিন্তু খালি গাড়ীর জন্য যৎকিঞ্চিৎ এবং পরিচ্ছদবিহীন লোকের জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ সিকিপণ কিংবা তারও কম মাশুল হবে । ["ভাণ্ড" শব্দের অর্থ দ্রব্য, যেমন কাপড়, ধান প্রভৃতি। তার দ্বারা পূর্ণ (বোঝাই) গাড়ী "সারতঃ"=ঐ দ্রব্যের সার অর্থাৎ মূল্য অনুসারে কম বেশী মাশুল নিয়ে পার ক'রে দিতে হয়। যদি বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরিমাণে অনেক বোঝাই করা থাকে তা হ'লে বেশী মাশুল দিতে হবে। আর যদি অল্প মূল্যের দ্রব্য হয় তা হলে অল্প। এইরকম নদীর অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা হবে; - যদি নির্ভয়ে অনায়াসে খেয়া পার হওয়া যায় তা হ'লে মাশুল অল্প, অন্যথা বেশী, এইভাবে ব্যবস্থা করতে হয়। খালি গাড়ীর জন্য "যৎকিঞ্চিৎ"=সিকিপণ। যে সকল লোক "অপরিচ্ছদাঃ"=পরিচ্ছদশূন্য অর্থাৎ নগ্ন-গাত্র তাদের পার করবার জন্য পাদার্ধও (আট কড়াও) নয়, কিন্তু "যৎকিঞ্চিৎ"=তারও কম অথবা কিছু বেশী। এ সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা-(বাঁধাধরা নিয়ম) করে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।]।।৪০৫।।

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্।। ৪০৬।।

অনুবাদ ঃ যদি নদীপথে বহু দূর যেতে হয় তা হ'লে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব এবং গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষাদিকাল- জনিত নৌকা চালাবার পরিশ্রমের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে মাশুল বা পারিশ্রমিক নিরূপিত হবে। নদীযানে এইরকম নিয়ম, কিন্তু সমুদ্রযানে নিয়ম করা যায় না। [নদীর একপার থেকে আর এক পারে নিয়ে যেতে হ'লে খেয়া পারের শুল্কাদি নিয়ম পূর্বোক্ত প্রকার। আর এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম নৌকাযোগে যাওয়ার নিয়ম এই শ্লোকে বলা হয়েছে "দীর্ঘাধ্বনি"=যদি নদীর উপর যোজনাদিরূপ দীর্ঘ পথ যেতে হয় তা হ'লে "যথাদেশং"=যে স্থানে যে পরিমাণ নদীপথ অতিক্রম করবার জন্য নাবিকগণ যেরকম মাশুল (নৌকাভাড়া) স্থির করে রেখেছে, তা-ই দিতে হবে। "যথাকালম্"=কাল, - যেমন বর্ষাকাল প্রভৃতি; যখন নদীতে প্রচুর জল থাকে (সতুরাং নৌকা চালাতে বিশেষ কষ্ট হয় না), তখন অন্যপ্রকার মাশুল হবে। (কিন্তু শীতকাল প্রভৃতি সময়ে) নদীতে জল অল্প থাকে ব'লে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হ'তে সময় লাগে; তখন নৌকা চালাতে নাবিকদের বেশী কষ্ট হয়; কাজেই তখন মাশুলও বেশী হবে। "তরো ভবেৎ"এখানে 'তর' শব্দটি তরের (পারের) মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নদীপথে গন্তব্যস্থল যত বেশী দূরবর্তী হবে তার মাশুলও

সেই অনুপাতে বাড়তে থাকবে। নদীপথে যাওয়া সম্বন্ধে এই নিয়ম। কিন্তু "সমুদ্রে"=সাগরপথে যেতে হ'লে "নাস্তি লক্ষণম্"=কত দূর পথ নৌকা চালনা করা হয়েছে তা নিরূপণ করা যায় না, কাজেই তদনুসারে নৌকা ভাড়াও স্থির করা সম্ভব হয় না। নদনদীর পক্ষে জানতে পারা যায় যে, এক যোজন বা দুই যোজন পথ অতিক্রম করে আসা হয়েছে; কারণ নদীর পাশে অবস্থিত গ্রামগুলি তার পরিচায়ক চিহ্ন হ'য়ে থাকে। আর সেরকম ক্ষেত্রে স্থলপথে এক যোজন (শকটাদি) চালিয়ে নিয়ে যেতে যেরকম ভাড়া লাগে জলপথে সেই অনুসারে তা স্থির করা যায়। কিন্তু সমুদ্রে নৌকা চালনা করতে হ'লে বহু নাবিক আবশ্যক হয়; আর সেখানে এক যোজন কিংবা তারও কত বেশী জলপথ অতিক্রম করা হয়েছে সেটি সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এইজন্যই বলা হয়েছে "সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্"।] ।।৪০৬ ।।

গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে।। ৪০৭।।

অনুবাদ : দুই মাস বা তার বেশী কালের গর্ভিণী নারী, চতুর্থাশ্রমস্থিত সন্ন্যাসী, মুনি অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী তপস্বী এবং ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী - এঁদের কাছ থেকে খেয়া পারের জন্য মাশুল গ্রহণ করা উচিত নয় ।।৪০৭ ।।

যন্নাবি কিঞ্চিদ্দাশানাং বিশর্যেতাপরাধতঃ।
তদ্দাশৈরেব দাতব্যং সমাগম্য স্বতোঽংশতঃ।। ৪০৮।।

অনুবাদ : নাবিকগণের দোষে যাত্রীদের কোনও দ্রব্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে, নৌকাস্থিত সকল নাবিককে সমবেতভাবে নিজ নিজ অংশ থেকে যাত্রীদের ঐ ক্ষতি পূরণ ক'রে দিতে হবে।[পারের জন্য যে দ্রব্য নৌকার উপর তোলা হয়েছে যদি "দাশানাং"= মাঝিদের, দোষে কিংবা নদীর যেখানে জলাবর্ত (ঘূর্ণি) রয়েছে সেই জায়গা দিয়ে যদি তারা নৌকা নিয়ে যায়, ঐ স্থানটির স্বরূপ জেনে শুনেও যদি তারা নৌকাটি শিকল, কাছি, চামড়ার দড়ি প্রভৃতির দ্বারা দৃঢ় ক'রে না রাখে এবং তার ফলে যদি কোনও দ্রব্য "বিশীর্যেত"=নষ্ট হয়, তা হ'লে ঐ দ্রব্য তাদেরই "স্বতোঽংশতঃ"= নিজ নিজ অংশ থেকে ঐ দ্রব্যটির মূল্য দ্রব্যের মালিককে দিতে হবে। "সমাগম্য"=নৌকা চালাবার জন্য তার উপর যতজন মাঝি আছে তারা সকল মিলিত হ'য়ে।] ।। ৪০৮ ।।

এষ নৌযায়িনামুক্তো ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ।
দাশাপরাধতস্তোয়ে দৈবিকে নাস্তি নিগ্রহঃ।। ৪০৯।।

অনুবাদ : নৌকারোহীদের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরকম নিয়ম বলা হ'ল। নাবিকদের দোষে যাত্রীদের ক্ষতি হ'লে তার জন্য ঐ মাঝিরা দায়ী। কিন্তু দৈব ঘটনায় ক্ষয় ক্ষতি হ'লে তার জন্য মাঝিরা কোনও নিগ্রহ বা ক্ষতিপূরণ দেবে না।

["নৌযায়িনঃ" = যারা নৌকায় যায়—ঐভাবে যাতায়াত করা যাদের স্বভাব (পেশা) ; তাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম বলা হ'ল,—মাঝিদের দোষে জলপথে যা নষ্ট হবে মাঝিরা তার ক্ষতিপূরণ করবে। "দৈবিকে" = দৈব উৎপাত—ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি হওয়ায় নৌকা যদি বানচাল হ'য়ে যায় এবং তার ফলে যাত্রীদের যদি কোনও ক্ষতি হয় তা হ'লে নাবিকদের "নাস্তি নিগ্রহঃ" = নিগ্রহ নেই অর্থাৎ তারা ক্ষতিপূরণ দেবে না।

যারা স্থলপথে ভার বহন করে তাদের পক্ষেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। ভারবাহী লোকটি যদি সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক চলতে থাকে, ভর দেবার জন্য হাতে লাঠি আছে এবং

উপরিভাগে ভারটি ভালভাবে বাঁধা আছে কিন্তু বৃষ্টিতে রাস্তায় কাদা পিছল হওয়ায় হঠাৎ প'ড়ে যাওয়ার ফলে কোনও দ্রব্য যদি নষ্ট হ'য়ে যায় তা হলে তার জন্য সেই ভারবাহী লোকটি দোষী হবে না—তার জন্য সে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে না।। ৪০৯।।

বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্।। ৪১০।।

অনুবাদ : বৈশ্যকে দিয়ে রাজা বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি এবং পশুপালন করাবেন; আর শূদ্রকে দিয়ে দ্বিজাতিগণের সেবা করাতে হবে। কেউ কেউ এখানে এইরকম ব্যাখ্যা করেন— বৈশ্য এবং শূদ্র অনিচ্ছুক হ'লেও তাদের দ্বারা ঐসব কাজ জোর ক'রে করাতে হবে; কারণ, ওগুলি তাদের স্বধর্ম; যদিও ঐসব কর্ম দৃষ্টার্থক তবুও তার মধ্যে অদৃষ্টার্থতাও রয়েছে, যেহেতু এটি নিয়মবিধি। নিয়মবিধির ক্ষেত্রে দৃষ্টের দ্বারা অদৃষ্টার্থকতা স্বীকার করা হ'য়ে থাকে]।। ৪১০।।

ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব বৈশ্যঞ্চ ব্রাহ্মণো বৃত্তিকর্ষিতৌ।
বিভৃয়াদানৃশংস্যেন স্বানি কর্মাণি কারয়ন্।। ৪১১।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ জীবিকানির্বাহে অসমর্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে উদারতাপূর্বক প্রতিপালন করবেন—তাদের দ্বারা নিজ নিজ কাজ করিয়ে নেবেন। ["বৃত্তিকর্ষিত" অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ অন্নদানাদির দ্বারা পালন করবেন;—। "আনৃশংস্যেন" = অনুকম্পা সহকারে "স্বানি কর্মাণি কারয়েৎ" = নিজের কাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে সকল নিজের কাজ আছে—যেমন, সমিধ্, কুশ, জল প্রভৃতি সংগ্রহ করা অথবা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যেগুলি জাতিগত কাজ তা করিয়ে নেবেন। ক্ষত্রিয়কে গ্রাম রক্ষা করা প্রভৃতি কাজে এবং বৈশ্যকে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত করবেন। যে ব্রাহ্মণ খুব ধনবান্ এবং বহুপরিবার, তাঁরই এবিষয়ে সামর্থ্য থাকে; কাজেই তাঁরই পক্ষে এই নিয়ম। এখানে "স্বানি কর্মাণি" এইরকম উল্লেখ থাকায় এদের দাসত্বকর্ম কিংবা নিন্দিত অপবিত্র উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজ করতে দেওয়া উচিত হবে না।]।। ৪১১।।

দাস্যন্তু কারয়ন্ লোভাদ্ ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।
অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যাদ্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।। ৪১২।।

অনুবাদ : যদি কোনও ব্রাহ্মণ প্রভুত্ববশতঃ বা লোভনিবন্ধন উপনয়ন-সংস্কারযুক্ত দ্বিজাতির দ্বারা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসত্ব কর্ম অর্থাৎ ঐ দ্বিজের দ্বারা পাদপ্রক্ষালনাদিরূপ কাজ করায় তা হ'লে রাজা তার উপর ছয়শ পণ অর্থদণ্ড বিধান করবেন। ["সংস্কৃত" শব্দের অর্থ উপনয়ন-সংস্কারযুক্ত। যদিও 'দ্বিজ' শব্দটির প্রয়োগ দ্বারাই ঐ অর্থটিই পাওয়া যাচ্ছে তবুও তার দ্বারা ত্রৈবর্ণিক জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতি) নাও বোঝাতে পারে, এইজন্য ঐরকম বলা হয়েছে। যে ব্রাহ্মণ নিজের সমানজাতীয় ব্যক্তিগণকে "দাস্যং" = নিজের পা ধোয়নো, এঁটো কুড়ান, ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি কাজ, "অনিচ্ছতঃ" = করতে যারা অনিচ্ছুক তাদের, "প্রাভবত্যাৎ" = প্রভুত্ববশতঃ অর্থাৎ নিজে অতিশয় শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় বলপ্রকাশাদির দ্বারা ঐরকম কাজ করায়, তার প্রতি "ষট্ শতানি দণ্ডঃ" = ছয়শ পণ দণ্ড বিধান করা কর্তব্য। লোভবশতঃ ঐরকম করলে এই দণ্ড। কিন্তু বিদ্বেষাদি-নিবন্ধন ঐরকম করলে আরও দণ্ড হবে। প্রভুত্ববশতঃ করলে দোষ হয় বলায়—গুরু যদি ঐরকম করান তা

হ'লে দোষ হবে না, বোঝাচ্ছে। আবার "অনিচ্ছতঃ" বলায় কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক করে তা হ'লে দণ্ড অল্প হবে বোঝাচ্ছে।]। ৪১২।।

শূদ্রং তু কারয়েদ্ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা।। ৪১৩।।

অনুবাদ ঃ ক্রীত অর্থাৎ অন্নাদির দ্বারা প্রতিপালিত হোক্ বা অক্রীতই হোক্ শূদ্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ দাসত্বের কাজ করিয়ে নেবেন। যেহেতু, বিধাতা শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।।৪১৩।।

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি।। ৪১৪।।

অনুবাদ ঃ প্রভু শূদ্রকে দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেও শূদ্র দাসত্ব কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। দাসত্বকর্ম তার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম (অর্থাৎ জন্মের সাথে আগত)। তাই ঐ শূদ্রের কাছ থেকে কে দাসত্ব কর্ম সরিয়ে নিতে পারে?।। ৪১৪।।

ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ।। ৪১৫।।

অনুবাদ ঃ দাসত্বের কারণজনিত দাস সাত প্রকার, যথা—(১) **ধ্বজাহৃত** অর্থাৎ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত ক'রে তার যে দাসকে বিজেতা সংগ্রহ করে; (২) **ভক্তদাস**—যে লোক কেবল ভাত খেতে পাওয়ার জন্য দাসত্ব স্বীকার করেছে; (৩) **গৃহজ**—গৃহে উৎপন্ন অর্থাৎ বাড়ীতে যে দাসী থাকে তার গর্ভে উৎপন্ন; এর অন্য নাম গর্ভদাস; (৪) **ক্রীতদাস** = যে দাসকে তার পূর্ব প্রভুর কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়; (৫) **দত্রিম-দাস**—স্নেহ-ভালবাসাবশতঃ কিংবা পুণ্যলাভের জন্য প্রভু যে দাসকে অন্য কাউকে দান করেছে; (৬) **পৈতৃকদাস** = বংশানুক্রমিক দাস; এবং (৭) **দণ্ডদাস** = রাজদণ্ড দিতে অসমর্থ হ'য়ে যে লোক দাসত্ব স্বীকার করে।। ৪১৫।।

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ ধনম্।। ৪১৬।।

অনুবাদ ঃ স্মৃতিকারগণের মতে, ভার্যা, পুত্র ও দাস—এরা তিনজনই অধম (বিকল্প পাঠ—অধন); এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে, তাতে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, পরন্তু এরা যার অধীন ঐ ধন তারই হবে। [উপরি উক্ত ভার্যা প্রভৃতি তিন জন ধনার্জন করলেও তারা অধন অর্থাৎ ধনশূন্য। কারণ সেই ধনটি তাদের প্রভুর। যেমন ভার্যার ধন তার স্বামীর হ'য়ে থাকে, পুত্রের ধন পিতার হ'য়ে থাকে এবং দাসের ধন তার প্রভুর হ'য়ে থাকে। কিন্তু যৌতুকাদি ছয়রকম ধন স্ত্রীলোকের প্রাপ্য—একথা শাস্ত্রে লিখিত আছে। যাগাদি কাজে স্ত্রীলোকের অধিকার আছে এবং স্বামীর ধনেও স্ত্রীর অধিকার আছে]।। ৪১৬।।

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ।। ৪১৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ নিঃসঙ্কোচে শূদ্রের জিনিস গ্রহণ করবেন; কারণ তার অর্থাৎ শূদ্রের নিজের বলতে কোন ধনও নেই, সেও প্রভুরই জন্য দ্রব্য আহরণ করে; সে স্বয়ং ধনহীন।[এখানে কেউ কেউ বলেন—যে শূদ্র 'ধর্মদাস' তারই জিনিস সম্বন্ধে এই নিয়মটি প্রযোজ্য। এরকম বলা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, ঐরকম পার্থক্য করবার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কাজেই সব শূদ্রই

দাসস্বরূপ; তাদের অর্থ গ্রহণ করবার কথা বলা হয়েছে। "বিস্রব্ধং" = নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে; অর্থাৎ শূদ্রের ধন ভাবে গ্রহণ করব, তা যে নিষিদ্ধ—এই শঙ্কা করা উচিত হবে না। কারণ, শূদ্রের নিজের বলতে কোনও ধন নেই যা নিষিদ্ধ হ'তে পারে—এই কথাই ব'লে দেওয়া হ'ল। যেহেতু তার ধন অর্জন করবার এটাই প্রয়োজন যে, প্রভুর যেন কোনও হানি না হয়। এইজন্য নিঃসঙ্কোচে তার জিনিস তার প্রভু গ্রহণ করবে। সে স্বয়ং যা এনে দেবে তা প্রভু নিজ গৃহস্থিত দ্রব্যের মতো কাজে লাগাবে। কিন্তু কথা এই যে, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তবেই এরকম করা সঙ্গত।—প্রভুর যদি ধনাভাব ঘটে তা হ'লে দাস-শূদ্রের নিকট থেকে তা গ্রহণ করলে দোষ হবে না, এ কথাই শ্লোকটিতে বলা হ'ল]।। ৪১৭।।

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ।। ৪১৮।।

অনুবাদ ঃ রাজা বিশেষ যত্ন সহকারে বৈশ্য এবং শূদ্রকে দিয়ে তাদের কাজ অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়ে নেবেন। কারণ, তারা নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করলে এই পৃথিবীকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে। [তারা নিজ নিজ কাজ লঙ্ঘন করলে এই জগৎকে "ক্ষোভয়েয়ুঃ" = আকুল ক'রে তুলবে। এইজন্য তারা যাতে নিজ নিজ কর্ম থেকে বিচ্যুত হ'তে না পারে সে বিষয়ে রাজার বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। অনল্প পরিমাণে লঙ্ঘন করলেই গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা উচিত—এমন কি বৈশ্যদের প্রতিও এরকম করা আবশ্যক। তবে তাদের বন্ধন নেই, কিন্তু ধনসাধ্য স্বধর্ম আছে]।। ৪১৮।।

অহন্যহন্যবেক্ষেত কর্মান্তান্ বাহনানি চ।
আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ।। ৪১৯।।

অনুবাদ ঃ প্রতিদিন কৃষি-শুল্কাদি, অশ্বগজাদি-বাহন, নিয়মিত আয়-ব্যয়, আকর এবং কোশ এগুলি দেখা রাজার কর্তব্য। [রাজধর্ম আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। "কর্মান্ত" = কৃষি, শুল্ক বাণিজ্য প্রভৃতি। "বাহন" = হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি। "আয়ব্যয়ৌ" = এটা এল, এটা গেল ইত্যাদি "অহনি অহনি অবেক্ষেত" = সতত গবেষণা করা আবশ্যক। "আকর" = সুবর্ণাদির উৎপত্তিস্থান, "কোশ" = দ্রব্য নিচয়ের স্থান]।। ৪১৯।।

এবং সর্বানিমান্ রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।। ৪২০।।

অনুবাদ ঃ রাজা পূর্বোক্তপ্রকারে সকল ব্যবহার নিরূপণ করলে পাপ মুক্ত হ'য়ে পরম গতি লাভ করেন। ["এবম্" = পূর্বোক্তপ্রকারে "ব্যবহারান্" = ঋণাদি ব্যবহার "সমাপয়ন্" নির্ণয়পূর্বক বিচার ক'রে দিলে "কিল্বিষং" = যা কিছু অজ্ঞাতসারে দোষ ঘটে, তা "ব্যপোহ্য" = অপনোদন ক'রে অর্থাৎ পাপ দূর ক'রে "পরমাং গতিং" = স্বর্গ বা অপবর্গের যোগ্যতা "প্রাপ্নোতি" = লাভ করেন]।।৪২০।।

ইতি শ্রীকুল্লূকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যামষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

।। অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

নবমোঽধ্যায়ঃ

পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব ধর্ম্যে বর্ত্মনি তিষ্ঠতোঃ।
সংযোগে বিপ্রযোগে চ ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্।। ১।।

অনুবাদ। ধর্মশাস্ত্র ও সদাচার-প্রতিষ্ঠিত মার্গে অবস্থিত স্বামী ও স্ত্রীর একত্র অবস্থানকালে এবং বিয়োগাবস্থায় অর্থাৎ স্বামীর প্রবাসে থাকার সময় উভয়ের পালনীয় যে সব প্রশংসনীয় সনাতন নিয়ম আছে তা আমি বর্ণনা করব। [অতএব কেউ যেন সেগুলি লঙ্ঘন না করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন] ।। ১ ।।

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।। ২।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকদের আত্মীয় পুরুষগণের [অর্থাৎ পিতা, স্বামী, পুত্র প্রভৃতি যে সব পুরুষ স্ত্রীলোককে রক্ষা করবার অধিকারী, তাদের] উচিত হবে না, দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও সময়ে স্ত্রীলোককে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে দেওয়া [অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা যে নিজেদের ইচ্ছামতো ধর্ম, অর্থ ও কামে প্রবৃত্ত হবে তা হ'তে দেবে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তারা যা কিছু অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছা করবে তার জন্য তাদের যে বয়সে যিনি রক্ষক অর্থাৎ বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্দ্ধক্যে পুত্র তাঁর অনুমতি নিতে হবে]। স্ত্রীলোকেরা গান-বাজনা প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত হ'তে থাকলে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত ক'রে নিজের বশে রাখতে হবে ।। ২।।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।। ৩।।

অনুবাদ ঃ বিবাহের আগে কুমারী অবস্থায় স্ত্রীলোককে পিতা রক্ষা করবে, যৌবনকালে বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বামী রক্ষা করবে, আর বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষা করবে; [পতি-পুত্রবিহীনা স্ত্রীকেও সন্নিহিত পিতা প্রভৃতিরা রক্ষা করবে] কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীলোক স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়।

[''রক্ষতি''=রক্ষা করবে;—'রক্ষা' বলতে অনর্থপ্রতিঘাত—অনর্থ থেকে নিবৃত্ত করা বোঝায়। অনাচারপরায়ণতা , সদাচার-লঙ্ঘনাদিপূর্বক অন্যায়ভাবে ধনব্যয় ইত্যাদি কারণ-বশতঃ যে পরিভব (দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া) তাই 'অনর্থ।' তার 'প্রতিঘাত' অর্থাৎ নিবারণ। পিতা প্রভৃতি অভিভাবকের তা কর্তব্য। ''রক্ষতি'' এখানে লিঙ্ প্রত্যয়ের অর্থে 'তিপ্' প্রত্যয় হয়েছে। সুতরাং ''রক্ষেৎ''=রক্ষা করা কর্তব্য, এই প্রকার বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ বোঝাচ্ছে । বয়স ভাগ করে যে নির্দেশ করা হয়েছে তার দ্বারা পরবর্তী অবস্থাগুলিতে রক্ষা করা যার কর্তব্য সে তা না করলে বেশী দোষী হবে, এইরকম অর্থ বোঝাচ্ছে। সুতরাং সকলেই সকল অবস্থায় রক্ষা করবার অধিকরী; ''কৌমারে'' শব্দের দ্বারা যে কেবল কুমারীকালই বোঝাচ্ছে তা নয়, কিন্তু যতক্ষণ না সৎপাত্রে সম্প্রদান করা হয় ততক্ষণ পিতার কর্তব্য তাকে রক্ষা করা। এইরকম ''যৌবনে'' শব্দের দ্বারা সধবা অবস্থার কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এসব কথা নিত্যসিদ্ধ বিষয়ের অনুবাদ (উল্লেখ) মাত্র। এখানে তাৎপর্য এই যে, যখন যার অধীনে থাকবে তখন তার অবশ্য কর্তব্য রক্ষা করা। সুতরাং স্বামী জীবিত থাকলেও পিতা এবং পুত্রেরও রক্ষা করা কর্তব্য। অতএব মনুর নির্দেশে এটিই প্রদর্শিত হচ্ছে যে, এরা সকলে সকল সময়ে রক্ষা করবে।]

কালেঽদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ
মৃতে ভর্তরি পুত্রস্তু বাচ্যো মাতুররক্ষিতা।। ৪।।

অনুবাদ। বিবাহ-যোগ্য সময়ে - অর্থাৎ ঋতুদর্শনের আগে পিতা যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করেন, তাহ'লে তিনি লোকমধ্যে নিন্দনীয় হন; স্বামী যদি ঋতুকালে পত্নীর সাথে সঙ্গম না করেন, তবে তিনি লোকসমাজে নিন্দার ভাজন হন। এবং স্বামী মারা গেলে পুত্রেরা যদি তাদের মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহ'লে তারাও অত্যন্ত নিন্দাভাজন হয় ।। ৪ ।।

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ।। ৫।।

অনুবাদ। দুষ্টস্বভাব স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গ অর্থাৎ সংস্পর্শ থেকে অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ ছোট খাটো ব্যাপারেও স্ত্রীলোকদের আগ্‌লিয়ে রাখা উচিত। কারণ, স্ত্রীলোকদের রক্ষণব্যাপারে যদি উপেক্ষা করা হয় তাহ'লে দুঃশীলতার দরুণ তারা পিতৃকুল ও পতিকুল উভয় কুলেরই পরিতাপ জন্মাবে।। ৫ ।।

ইমং হি সর্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্যাং ভর্তারো দুর্বলা অপি।। ৬।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোককে রক্ষণরূপ-ধর্ম সকল বর্ণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম — অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই ব্যাপার বুঝে অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি দুর্বল স্বামীরাও নিজ নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করবার জন্য যত্ন করবে।।৬।।

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।। ৭।।

অনুবাদ। [শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে বলেই যে কেবল ভার্যাকে রক্ষা করা কর্তব্য, এমন নয়; কিন্তু স্ত্রীর দ্বারা নানারকম প্রয়োজন সাধিত হয় বলেও ঐ রক্ষণরূপ কাজ করা কর্তব্য।] যে লোক যত্নের সাথে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করে, তার দ্বারা নিজ সন্তান রক্ষিত হয়। কারণ, সাঙ্কর্যাদি দোষ না থাকলে বিশুদ্ধ সন্তান-সন্ততি জন্মে। স্ত্রীকে রক্ষার দ্বারা শিষ্টাচার রক্ষিত হয় এবং নিজের কুলমর্যাদা রক্ষিত হয় [যেমন, কোনও ব্যক্তির কুল বা বংশ পবিত্র; কিন্তু তার স্ত্রী যদি ভ্রষ্টচরিত্রা হয়, তাহ'লে সেই দোষ সমস্ত কুলের উপর গিয়ে পড়ে । অথবা 'কুল রক্ষিত হয় এ কথার অর্থ হ'ল — স্ত্রী ভ্রষ্টচরিত্রা হ'লে সন্তান-সন্ততি বিশুদ্ধ হয় না; সেই কারণে, পিতৃপিতামহগণের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া তাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হ'তে পারে না]। স্ত্রীকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয় [কারণ, এমন দেখা যায় যে, স্ত্রী ভ্রষ্টচরিত্রা হ'লে তার উপপতির হাতে স্বামীর মৃত্যু ঘটতে পারে কিংবা সেই স্ত্রী নিজেই বিষাদি প্রয়োগ ক'রে স্বামীতে মেরে ফেলে] এবং স্ত্রীকে রক্ষা করলে স্বামী তার নিজের ধর্মকেও রক্ষা করতে পারে [কারণ, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ধর্মকর্মে অধিকার নেই, অথচ একাকীও ধর্মানুষ্ঠান কার চলে না] ।। ৭ ।।

পতির্ভার্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ।। ৮।।

অনুবাদ। পতি শুক্ররূপে ভার্যার গহ্বরমধ্যে প্রবেশ ক'রে এই পৃথিবীতে তার গর্ভ থেকে পুনরায় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জায়ার (অর্থাৎ ভার্যার) জায়াত্ব এই যে তার মধ্যে পতি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে এবং এই কারণেই ভার্যাকে জায়া বলা হয়। অতএব জায়াকে সর্বতোভাবে

রক্ষা করতে হবে।।৮।।

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।। ৯।।

অনুবাদ। যে পুরুষ শাস্ত্রবিহিত উপায়ে নিজের পতি হয়েছে এমন পুরুষকে যে স্ত্রীলোক সেবা করে, সে উৎকৃষ্ট সন্তান প্রসব করে, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ পরপুরুষ-সেবায় নিকৃষ্ট সন্তান লাভ হয়। সেই কারণে, সন্তানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, সর্বপ্রয়ত্নে যাতে স্ত্রীর পরপুরুষ-সম্পর্ক না হয়, তার জন্য স্ত্রীকে সকল সময় রক্ষা করা কর্তব্য।

[আগে যে বলা হয়েছে 'নিজ সন্তানের শুদ্ধতা রক্ষা করে' তাই ব্যাখ্যা ক'রে দেখানো হচ্ছে। এখানে এই শ্লোকটির এইরকম অর্থগ্রহণ করা সঙ্গত হবে না যে, স্ত্রী অপর যে পুরুষের ভজনা করে তার সমান জাতিসম্পন্ন পুত্র প্রসব করে। কিংবা সেই পুরুষের যেরকম গুণ তাদৃশ গুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করে, এরকম অর্থও অভিপ্রেত নয়। কারণ, ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রাদি বর্ণের পুরুষের ঔরসে যেসব সন্তান জন্মে তাদের চণ্ডালাদি জাতি হ'য়ে থাকে। আবার সমানজাতীয় (পতি ভিন্ন) পুরুষের ঔরসে সন্তান জন্মলেও যে তাদের জাতি মাতাপিতৃজাতি থেকে অভিন্ন হবে তাও নয়। কারণ, শাস্ত্র-বচনে "অক্ষতযোনি সমানজাতীয়া পত্নীতে যে সন্তান জন্মে সে তজ্জাতীয় হয়" এইরকমই নির্দেশ আছে। আবার, 'সন্তান তার উৎপাদকের গুণগত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়' এ-ই যদি এখানে বক্তব্য হয় তা হ'লে যে নারীর পতি অসচ্চরিত্র এবং দরিদ্র সে উৎকৃষ্ট পুরুষের সাথে সঙ্গম করতে পারে—এও শাস্ত্রানুমোদিত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই শ্লোকটিকে যদি অর্থবাদ বলা হয় তা হ'লে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, স্ত্রী যেমন পুরুষকে ভজনা করে 'তথা 'বিধ'=সেইরকম অর্থাৎ নিজের বংশের অননুরূপ সন্তান প্রসব করে] ।। ৯ ।।

ন কশ্চিদ্‌যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্।। ১০।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকসমূহকে কেউ বলপূর্বক বা সংরোধ বা তাড়নদির দ্বারা রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু বক্ষ্যমাণ উপায়গুলি অবলম্বন করলে তাদের রক্ষা করা যায়।

[পরে যে উপায়গুলি বলা হবে এই শ্লোকটি তারই প্রশংসার্থবাদস্বরূপ। "প্রসহ্য"=অন্তঃপুরমধ্যে বলপূর্বক অবরুদ্ধ করে, গৃহ থেকে পর-পুরুষকে তাড়িয়ে দিয়ে ইত্যাদি প্রকারে তাদের রক্ষা করতে পারা যায় না। কিন্তু এই সব উপায়ে (যেগুলি পরবর্তী শ্লোকে বাল হবে) রক্ষা করা সম্ভব। "যোগ" শব্দের অর্থ 'প্রয়োগ'। সুতরাং "উপায়যোগৈঃ" এর অর্থ উপায় সমূহ প্রয়োগ করে] ।। ১০ ।।

অর্থস্য সংগ্রেহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে।। ১১।।

অনুবাদ। টাকাকড়ি ঠিকমত হিসাব ক'রে জমা রাখা এবং খরচ করা, গৃহ ও গৃহস্থালী শুদ্ধ রাখা, ধর্ম-কর্ম সমূহের আয়োজন করা, অন্নপাক করা এবং শয্যাসনাদির তত্ত্বাবধান করা—এই সব কাজে স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত ক'রে অন্যমনস্ক রাখবে।

["অর্থস্য সংগ্রহে";— অর্থের=টাকাকড়ির "সংগ্রহে"=গুণে ঠিক হিসাব রেখে, গৃহমধ্যে গেঁজে থলি প্রভৃতিতে বেঁধে, বাক্‌সো পেটরার মধ্যে রেখে দেওয়া; এই হ'ল সংগ্রহ। "ব্যয়ে"=খরচ করায়;—যেমন, এই পরিমাণ অর্থ অন্ন (চাল প্রভৃতি) ক্রয় কবার জন্য, এই পরিমাণ ডালতরকারি প্রভৃতির জন্য খরচ করতে হবে ইত্যাদি। "শৌচ"=হাঁড়ি, বেড়ী, হাতা

প্রভৃতি মাজা, গৃহ লেপন করা প্রভৃতি। "ধর্ম"=আচমন, পানীয় প্রভৃতি দেওয়া, বলি (নৈবেদ্য,) পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা দেবার্চনা ইত্যাদি। "অন্নপক্তি"=অন্নপাক, এর অর্থ প্রসিদ্ধ। "পরিণাহ্যস্য বেক্ষণে",—পারিণাহ্য=পিঁড়ে, চৌকি, খাট প্রভৃতি; এগুলির তত্ত্বাবধান করতে স্ত্রীকে নিযুক্ত করা উচিত।] ।। ১১ ।।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।। ১২।।

অনুবাদ। যে স্ত্রী দুঃশীলতাহেতু নিজে আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাকে আপ্তপুরুষেরা গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ ক'রে রাখলেও সে 'অরক্ষিতা' হয় ('are not well - guarded); কিন্তু যারা সর্বদা আপনা - আপনি আত্মরক্ষায় তৎপর, কেউ তাদের রক্ষা না করলেও তারা 'সুরক্ষিতা' হ'য়ে থাকে।

["আপ্তকারিভিঃ"=যারা আপ্ত অর্থাৎ কালে প্রাপ্ত অর্থাৎ যে সময়ে যা কর্তব্য তা সম্পাদন করে তারা আপ্তকারী; সুতরাং এর অর্থ 'অন্তঃপুররক্ষী—কঞ্চুকী'। তাদের দ্বারা নিজ গৃহে "রুদ্ধাঃ"=স্বাতন্ত্র্যবিহীন ক'রে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বেড়ানো বন্ধ ক'রে দিয়ে রক্ষা করা হ'তে থাকলেও (স্ত্রীলোক) রক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি তারা নিজেরা নিজকে রক্ষা করে—সাবধান হয়, তবেই রক্ষিত হ'য়ে থাকে। (প্রশ্ন) —নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে? (উত্তর)—যদি পূর্বোক্ত কাজগুলিতে নিযুক্ত থাকে। এর দ্বারা পূর্বোক্ত উপায়গুলির প্রশংসা করা হল মাত্র, তাই ব'লে ঐপ্রকার অপরাপর উপায়গুলি যে নিষিদ্ধ হচ্ছে, তা নয়] ।। ১২ ।।

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্।। ১৩।।

অনুবাদ। মদ্যপান, দুষ্ট লোকের সাথে মেলামেশা করা, স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো, অসময়ে ঘুমনো এবং পরের বাড়ীতে বাস করা এই ছয়টি বিষয় স্ত্রীলোককে দূষিত করে।

["অটনং"=দোকানে বাজারে তরিতরকারি প্রভৃতি কিনতে যাওয়া, কিংবা মেলায় মন্দিরে যাওয়া। "অন্যগেহবাস"=আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে বহুদিন ধরে থাকা। "নারী-সংদূষণানি"= এগুলি সব স্ত্রীলোকদের চিত্তকে উদ্বেলিত করবার হেতুস্বরূপ—এগুলি থেকে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। তখন এরা শ্বশুরাদির ভয় কিংবা লোকাপবাদের ভয় বিসর্জন দেয়।] ।। ১৩ ।।

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।। ১৪।।

অনুবাদ। বস্তুতঃপক্ষে স্ত্রীলোকেরা যে সৌন্দর্যে আসক্ত হয় তা নয় কিংবা পুরুষের বিশেষ বয়সের উপর নির্ভর করে তা-ও নয়। কিন্তু যার প্রতি আকৃষ্ট হয় সে লোকটি সুরূপই হোক্ বা কুরূপই হোক্ তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিটি পুরুষ এইজন্যই তার প্রতি আসক্ত হয় (এবং তার সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হয়) ।। ১৪ ।।

পৌংশ্চলাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্তৃষ্বেতা বিকুর্বতে।। ১৫।।

অনুবাদ। যেহেতু স্ত্রীলোক স্বভাবত পুংশ্চলী [যে কোনও পুরুষ মানুষ এদের দৃষ্টি-পথে পড়লে এদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে — ঐ পুরুষের সাথে কিভাবে সম্ভোগ করব — এই প্রকার যে

চিত্তবিকার, তাই পুংশ্চলীত্ব], চঞ্চলচিত্ত [ধর্মকার্যাদি শুভ—বিষয়ে চিত্তের অস্থিরতা দেখা যায়] এবং স্নেহহীন, সেই কারণে এদের যত্নসহকারে রক্ষা করা হ'লেও এরা স্বামীর প্রতি বিরূপ হ'য়ে থাকে ।। ১৫।।

এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বা স্বাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি।। ১৬।।

অনুবাদ। বিধাতা স্ত্রীলোকদের সৃষ্টিকালেই এদের এইরকম স্বভাব সৃষ্টি করেছেন — এ কথা বিশেষ ভাবে অবগত হ'য়েই এদের রক্ষার বিষয়ে পুরুষের পরম যত্ন অবলম্বন করা উচিত ।। ১৬।।

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।। ১৭।।

অনুবাদ। বেশী নিদ্রা যাওয়া, কেবল বসে থাকার ইচ্ছা, শরীরকে অলঙ্কৃত করা, কাম অর্থাৎ পুরুষকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, নীচহৃদয়তা, অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করা, এবং কুচর্যা অর্থাৎ নীচ পুরুষকে ভজনা করা — স্ত্রীলোকদের এই সব স্বভাব মনু এদের সৃষ্টি-কালেই করে গিয়েছেন ।। ১৭ ।।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ (বিকল্প-ধর্মো ব্যবস্থিতঃ)।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ।। ১৮।।

অনুবাদ— স্ত্রীলোকদের মন্ত্রপাঠপূর্বক জাতকর্মাদি কোনও ক্রিয়া করার অধিকার নেই — এ-ই হ'ল ধর্মব্যবস্থা। 'ন ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ' বাক্যের অর্থান্তর যথা — স্মৃতি বা বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে এদের কোনও অধিকার নেই। এবং কোনও মন্ত্রেও এদের অধিকার নেই — এজন্য এরা মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ, — এ-ই হ'ল শাস্ত্রস্থিতি।

[কেউ কেউ এইরকম মনে করেন,—স্ত্রীলোক ব্যভিচার করলেও বৈদিক মন্ত্র, জপ এবং রহস্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ হ'তে পারে। একথা কিন্তু সমীচীন নয় কারণ, "নাস্তি স্ত্রীণাং মন্ত্রৈঃ ক্রিয়া"=স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দ্বারা কোন ক্রিয়া করবার অধিকার নেই — বেদমন্ত্র জপ করবে যে তাও (বিধিসঙ্গত) হ'তে পারে না। কাজেই লোকের অবিদিতভাবে দুষ্কর্ম করলেও কোন নারী যদি বিদুষী হয় তা হলে স্বয়ং (মন্ত্রজপাদির দ্বারা) যে শুদ্ধি- লাভ করবে তাও সম্ভব নয়; 'অতএব স্ত্রীলোকদের যত্নসহকারে রক্ষা করা উচিত', এই বিধিবাক্যটিরই ওটি অংশস্বরূপ। সুতরাং এখানে কেউ কেউ যে এইরকম ব্যাখ্যা করেন — 'এর দ্বারা সর্বকর্ম-সাধারণভাবে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে মন্ত্রপ্রয়োগ করা নিষিদ্ধ হয়েছে' এইরকম মনে ক'রে তাঁরা যে বলেন,—"স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে যে কোন কাজ যে কেউ করুক না কেন, যেমন, স্ত্রীলোকরা যেখানে কর্মের অনুষ্ঠানকর্তা অর্থাৎ স্ত্রীলোকরা নিজেরা সায়ংকালে বলি উপহার দেওয়া প্রভৃতি যে সব কাজ অনুষ্ঠান করে কিংবা তারা চূড়াকরণ প্রভৃতি যে সব ক্রিয়ার (অনুষ্ঠানের) সংস্কাররূপ কর্ম হয় অথবা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সব অনুষ্ঠানে তাদের সম্প্রদান হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উদ্দেশ্য যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় সেরকম সকল প্রকার অনুষ্ঠানেই মন্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ; কাজেই স্ত্রীলোকের জন্য যে শ্রাদ্ধাদি করা হয় তাও অমন্ত্রকই কর্তব্য" :— এইসব ব্যাখ্যাকারেরা সব কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গত কথা বলেন না। কারণ, এখানের এই নিষেধটি অন্যপর অর্থাৎ অন্য একটি বিধিবাক্যের (স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করবে' এই বিধি বাক্যের) অংশ বা অঙ্গস্বরূপ। (কাজেই

এই বাক্যটি স্বপ্রধান না হওয়ায় স্বার্থে তাৎপর্যশূন্য অর্থাৎ স্বয়ং কোন নিষেধবিধি বোঝাচ্ছে না)। এইজন্য যা অর্থবাদ তার যা অবলম্বন তদনুসারে বিহিত স্থল ছাড়া অন্যত্র কোন কর্মে স্ত্রীলোকদের মন্ত্রসম্বন্ধ নেই, এইভাবে এই অংশের ব্যাখ্যা করতে হবে। আর, স্ত্রীলোকদের বেদাধ্যয়ন নেই ব'লে প্রায়শ্চিত্তরূপে কোন বেদমন্ত্র জপ করবারও অধিকার নেই।

স্ত্রীলোকরা "নিরিন্দ্রিয়";— 'ইন্দ্রিয়' বলিতে বীর্য, ধৈর্য, প্রজ্ঞা, বল প্রভৃতি বোঝাচ্ছে। ঐগুলি তাদের নেই। কাজেই তাদের ইচ্ছা না থাকলেও পাপিষ্ঠ দুরাচার ব্যক্তিরা কখনো কখনো (সুযোগ সুবিধা পেলেই) তাদের বলপূর্বক উৎপীড়িত করে। এই কারণেও তাদের সকল রকম রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত। "স্ত্রিয়ঃ অনৃতম্" = স্ত্রীলোকরা মিথ্যাস্বরূপ অর্থাৎ মিথ্যার যেমন স্বরূপে স্থিরতা নেই সেইরকম) স্ত্রীলোকদেরও চরিত্র এবং স্নেহ স্থিরতাবিহীন; এইভাবে মিথ্যাস্বরূপ বলে নিন্দা করা হচ্ছে]।। ১৮।।

তথা চ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নিগীতা নিগমেষ্বপি।
স্বালক্ষণ্যপরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিষ্কৃতীঃ।। ১৯।।

অনুবাদ। এইজন্য নিগমমধ্যে বহু শ্রুতিবচন পঠিত হ'তে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের স্বভাবতঃ ব্যভিচারপ্রবণতা জেনে রাখবার জন্য তার প্রায়শ্চিত্তাত্মক কতকগুলি শ্রুতি শুনুন।

["তথা চ"= স্ত্রীলোকরা যে মিথ্যাস্বরূপ, "নিগমেষু"=বেদমধ্যেও সেইরকম বহু শ্রুতি রয়েছে। 'নিগম' শব্দটি বেদের পর্যায়; আবার বেদার্থের ব্যাখ্যাস্বরূপ যে বেদাঙ্গ-গ্রন্থবিশেষ তাকেও 'নিগম' বলে। এইজন্য নিরুক্তমধ্যে এইরকম উল্লেখও দেখা যায়—" নিগম, নিরুক্ত, ব্যাকরণ এগুলি সব বেদাঙ্গ", "এসম্বন্ধে এই সকল নিগম (ব্যাখ্যা) হয়েছে' ইত্যাদি। তবে এখানে যখন 'শ্রুতি' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে তখন এবং পরবর্তী উদাহরণগুলি অনুসারেও নিগম শব্দটির ঐপ্রকার অর্থটি এখানে খাটবে না। এইজন্য এখানে নিগম শব্দটি বেদবাচক এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করতে হবে। আর সমুদায় (অবয়বী) এবং অবয়ব এই প্রকার অর্থগত ভেদ ধ'রে শ্রুতি এবং নিগম শব্দের আধার-আধেয়ভাব রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ 'নিগম' শব্দটি অবয়বিরূপ বেদবাচক, এইজন্য তাতে আধারতাবোধক সপ্তমী হয়েছে, আর 'শ্রুতি' শব্দটি তার অবয়ব বেদবাক্যবোধক, সুতরাং তা আধেয় হওয়ায় প্রথমান্ত হয়েছে। নিগম সমূহের মধ্যে "শ্রুতয়ঃ"=বহু বাক্য যেগুলি তারই একদেশ(অংশ)স্বরূপ তা "নিগীতাঃ"=পঠিত হয়েছে । বেদ নিত্য প্রবৃত্ত ; কাজেই "নিগীত" এস্থলে যে অতীত অর্থে প্রত্যয় রয়েছে তা অতীতার্থবোধক নয়। নয়; যেহেতু নিত্যপ্রবৃত্ত বিষয়ে অতীতাদি কালবিভাগ নেই।

এখানে "নিগম" শব্দের বদলে 'নিগদ' এইরকম পাঠান্তরও আছে। 'নিগদ' শব্দের অর্থ বেদেরই মন্ত্রবিশেষ। আর "শ্রুতয়ঃ" শব্দের অর্থ 'বেদের ব্রাহ্মণভাগের বাক্যসকল'। সুতরাং শ্লোকটির অর্থ এই যে—বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এই বিষয়টি প্রদর্শিত হয়েছে যে স্ত্রীলোকরা মিথ্যাস্বরূপ। এ পক্ষে "বহ্ব্যঃ" এর জন্য "তাঃ সন্তি"=যেগুলি নিষ্কৃতিস্বরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারদোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেগুলি আপনারা শুনুন। সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করবার কারণ কি, এইরকম যদি জিজ্ঞাসা হয়, তার উত্তরে বক্তব্য "স্বালক্ষণ্যপরীক্ষার্থম্";—স্বলক্ষণ অর্থাৎ সর্বদা বর্তমান থাকে যে স্বভাব তা স্বালক্ষণ্য; তা প্রতিপাদন করবার জন্য (ঐগুলি উদ্ধৃত করা হচ্ছে); স্ত্রীলোকদের অঙ্গদ, কুণ্ডল প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ (চিহ্ন) সেগুলি আগন্তুক, এখানে কিন্তু অনাগন্তুক বা স্বভাব। এটাই স্ত্রীলোকদের পরিচায়ক-স্বভাব যার ব্যতিক্রম হয় না] ।।১৯।।

যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যপতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙক্তামিত্যস্যৈতন্নিদর্শনম্।।২০।।

অনুবাদ। যে আমার মাতা অপতিব্রতা অর্থাৎ অসতীভাবাপন্না হ'য়ে পরগৃহাদিতে বাসের দ্বারা পরপুরুষের সাথে সম্ভোগের ইচ্ছা করেছেন, সেই পরপুরুষসম্ভোগেচ্ছায় কলুষিত যে মাতৃ রজঃ-স্বরূপ শুক্র তা আমার পিতা নিজরজের দ্বারা শুদ্ধ করুন, এইরকম অর্থপ্রকাশক মন্ত্র নিগমে কথিত হয়েছে।

[এই শ্লোকটির প্রথম তিনটি পাদে যার পর 'ইতি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে তার দ্বারা বেদমন্ত্রের কিয়দংশের অনুকরণ করা হয়েছে। আমার মাতা "অপতিব্রতা",—পতি ছাড়া অন্য পুরুষের প্রতি মনে মনেও কামভাব থাকবে না এটাই যার ব্রত অর্থাৎ নিয়ম বা সঙ্কল্প সে পতিব্রতা; তার বিপরীত যে সে অপতিব্রতা। "বিচরন্তী"=অন্যের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে সেখানে উজ্জ্বল বেশভূষাযুক্ত পুরুষকে দেখে "যৎ"=যে "প্রলুলুভে"=অন্য পুরুষের প্রতি লোভ অর্থাৎ স্পৃহা করেছিল "তৎ"=সেই পাপ "মে"=আমার উৎপত্তিকালে "পিতা রেতঃ"=আমার পিতার যে রেতঃ অর্থাৎ শুক্র তা "বৃঙক্তাম্"=অপনোদন করুক অর্থাৎ সেই রেতঃপ্রভাবে সেই পাপ মুছে যাক। অথবা মাতৃবীজকেও 'রেতঃ' বলা হয়ঃ সুতরাং এ পক্ষে অর্থ হবে — সেই রেতঃ (মাতৃবীজ) আমার পিতা শুদ্ধ করে দিন। এর তাৎপর্যার্থ এই যে, পিতার বীজপ্রভাবে মাতার দোষ দূর হোক্।

"অস্য"= এর অর্থাৎ স্ত্রীজাতির ব্যভিচারপ্রবণত্বের "এতৎ নিদর্শনং"=এটি একটি দৃষ্টান্ত। সকলেই চাতুর্মাস্য যজ্ঞে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে । যদি স্ত্রীলোকমাত্রেরই ঐ দোষটি স্বভাবগত হয় তবেই এই মন্ত্রটিকে ঐ নিত্যকর্মে নিত্যবৎ (অবশ্য পাঠ্যরূপে) প্রয়োগ করা সঙ্গত হয়, তা না হলে এটি প্রয়োগ করা বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে। চাতুর্মাস্য- যাগে ঐ মন্ত্রটির বিনিয়োগ (প্রয়োগ বা ব্যবহার) উপদিষ্ট হয়েছে এবং শ্রাদ্ধকর্ম্মেও (সংখ্যায়ন শাখিগণের পক্ষে) পাদ্যানুমন্ত্রণ অনুষ্ঠানেও তার বিনিয়োগ উপদিষ্ট হয়েছে।] ।।২০।।

ধ্যায়ত্যনিষ্টং যৎ কিঞ্চিৎ পাণিগ্রাহস্য চেতসা।
তস্যৈষ ব্যভিচারস্য নিহ্নবঃ সম্যগুচ্যতে।। ২১।।

অনুবাদ। স্ত্রী তার পতির অনভিপ্রেত অর্থাৎ পুরুষান্তরগমনরূপ যা কিছু পাপ চিন্তা মনে মনেও করে, উদ্ধৃত ঐ বেদ-মন্ত্রটিতে সেই ব্যভিচারজনিত পাপের শুদ্ধির কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্যভিচারের জন্য একথা বলা হয় নি। ।।২১।।

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।। ২২।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোক সাধু বা অসাধু যে প্রকার গুণযুক্ত পতির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, স্বামীর সেই প্রকার গুণও সে প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রসংযুক্ত নদীসকল ইহার দৃষ্টান্ত। (অর্থাৎ যেমন কোনও নদী স্বাদু-জলা হ'লেও সমুদ্র-সংযোগে লবণাক্ত হয়, সেইরকম)। [যে ব্যক্তি নিজের পত্নীকে সম্যক্‌ভাবে রক্ষা করতে অভিলাষ করবে, তার উচিত হবে সকল রকম দুষ্ট আচরণ থেকে নিজেকেও রক্ষা করা অর্থাৎ তার নিজের পক্ষে অসচ্চরিত্রতা বর্জন করা সকল রকমে কর্তব্য। যেহেতু দুষ্ট স্বভাব ব্যক্তির ভার্যাও সেইরকম হয় এবং সৎস্বভাব বা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তির পত্নী সৎস্বভাবসম্পন্না হয়। তার উদাহরণ যেমন, কোনও নদীর জল মিষ্ট এবং স্বচ্ছ হ'লেও সেই জল সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত হ'লে সেই নদীর জল লবণাক্ত ও আবিল হ'য়ে যায়।]।।২২।।

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালনে জগামাভ্যর্হণীয়তাম্।। ২৩।।

অনুবাদ। শূদ্রজাতীয় কন্যা অক্ষমালা ঋষি বশিষ্ঠের ভার্যা হওয়ায় তাঁর সংসর্গে পূজার পাত্র হয়েছিল এবং তির্যক জাতীয়া শারঙ্গী নামক চটকী (পাখী) মন্দপাল নামক মুনির সাথে সংযুক্তা হ'য়ে বিশেষ মান্যা হয়েছিল ।।২৩।।

এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ।। ২৪।।

অনুবাদ। এরা এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও অনেক স্ত্রী অপকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করলেও নিজের নিজের পতির গুণোৎকর্ষে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়েছিল ।। ২৪ ।।

এষোদিতা লোকযাত্রা নিত্যং স্ত্রীপুংসয়োঃ শুভা।
প্রেত্যেহ চ সুখোদর্কান্ প্রজাধর্মান্নিবোধত।। ২৫।।

অনুবাদ। স্ত্রী ও পুরুষের শুভ লোকাচার বর্ণনা করলাম, এখন পরলোকে এবং ইহলোকে ভবিষ্যৎ-সুখকর যে প্রজাধর্ম অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিবিষয়ক বিধি, তা আপনারা শুনুন ।।২৫।।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।। ২৬।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকরা সন্তান প্রসব ও পালন করে ব'লে ['প্রজন' বলতে গর্ভধারণ থেকে সন্তান পালন পর্যন্ত ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়] তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী [এ কারণে, তারা বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানের দ্বারা বহুসম্মানের যোগ্য]; এরা গৃহের দীপ্তি অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ হয় [স্ত্রীলোক বাড়ীতে না থাকলে কুটুম্ব বা আত্মীয়বর্গের আদর-আপ্যায়ন কিছুই হয় না। পুরুষের ধনৈশ্বর্য থাকলেও যদি ভার্যা না থাকে, তা হ'লে বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরা উপস্থিত হ'লে গৃহস্বামী নিজে তাদের প্রত্যেককে পান-ভোজনাদির দ্বারা আপ্যায়িত করতে পারে না।] এই কারণে, স্ত্রীলোকদের সকল সময়ে সম্মান- সহকারে রাখা উচিত, বাড়ীতে স্ত্রী এবং শ্রী — এদের মধ্যে কোনও ভেদ নেই [নিঃশ্রীক বাড়ী যেমন শোভা পায় না, নিঃস্ত্রীক বাড়ীও সেরকম শোভা পায় না।] ।।২৬।।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্।। ২৭।।

অনুবাদ। সন্তান উৎপাদন ও জাত সন্তানের পরিপালন এবং প্রতিদিন লোকযাত্রা নির্বাহরূপ অতিথিসেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি গৃহস্থের যে সব কাজ, স্ত্রী-রা তার প্রত্যক্ষ কারণ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরাই এই সব কাজ অন্তরঙ্গভাবে বা সাক্ষাৎভাবে সম্পাদন করে। ['প্রত্যহম্' এর পরিবর্তে 'প্রত্যর্থম্' পাঠ পাওয়া যায়; সেক্ষেত্রে অর্থ হবে — প্রত্যেকটি বিষয়ে স্ত্রী - ই নিবন্ধন অর্থাৎ নিমিত্তকারণ বা সম্পাদনকর্ত্রী] ।।২৭।।

অপত্যং ধর্মকার্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ।। ২৮।।

অনুবাদ। সন্তানের উৎপাদন, অগ্নিহোত্রাদি ধর্মকর্ম সম্পাদন, পরিচর্যা, উত্তম রতি পিতৃগণের এবং স্বামীর নিজের সন্তানের মাধ্যমে স্বর্গলাভ — এ সব কাজ পত্নীর দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় ।।২৮।।

পতিং যা নাতিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।। ২৯।।

অনুবাদ। যে কায়মনোবাক্যে সংযত থেকে পতির কোনও অনিষ্ট চিন্তা করে না, সেই স্ত্রী স্বামীর পুণ্যে অর্জিত যে উৎকৃষ্ট লোক, সেখানে গমন করে এবং সাধুগণও তাকে সাধ্বী ব'লে প্রশংসা করেন ।। ২৯ ।।

ব্যভিচারাত্তু ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিঞ্চাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে।। ৩০।।

অনুবাদ। কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি ব্যভিচারিণী হয় অর্থাৎ অন্য পুরুষের সাথে সম্ভোগ করে, ইহলোকে সে নিন্দনীয় হয় এবং জন্মান্তরে শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও নানারকম ক্ষতিকারক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় ।। ৩০ ।।

পুত্রং প্রত্যুদিতং সদ্ভিঃ পূর্বজৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
বিশ্বজন্যমিমং পুণ্যমুপন্যাসং নিবোধত।। ৩১।।

অনুবাদ। মনু প্রভৃতি জ্ঞানী সাধুরা এবং প্রাচীন অন্যান্য মহার্ষিরা পুত্রবিষয়ক যে সব পবিত্র বা কল্যাণজনক বিধান (উপন্যাস = বিচার্য বস্তু বা বিচার) ব'লে গিয়েছেন, যা বিশ্বজন্য (অর্থাৎ সকলের পক্ষে হিতকর) তা আমি বর্ণনা করছি, শুনুন ।। ৩১ ।।

ভর্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতিদ্বৈধন্তু ভর্তরি (বিকল্প কর্তরি)।
আহুরুৎপাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ।। ৩২।।

অনুবাদ। স্বামীর দ্বারা উৎপাদিত পুত্র স্বামীরই হ'য়ে থাকে, একথা সকলের দ্বারা স্বীকৃত। [যে ব্যক্তি কোনও নারীকে বিবাহ করেছে, সে-ই ঐ নারীর ভর্তা বা স্বামী। বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত ঐ নারীর গর্ভে ভর্তাকর্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় সেই পুত্রকে ঐ ভর্তারই পুত্র ব'লে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিই স্বীকার করেন, এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নেই।] কিন্তু অন্য কোনও ব্যক্তি অন্যপুরুষের স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে সে পুত্রটি কার হবে সে, বিষয়ে 'শ্রুতিদ্বৈধ' অর্থাৎ মতভেদ আছে। কেউ কেউ বিবাহ না ক'রে কোনও নারীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন কর্তাকেই সেই পুত্রের অধিকারী বলেন, আবার কেউ কেউ বলেন, ঐ নারীটি যার ভার্যা সে ব্যক্তি সন্তানের উৎপাদক না হ'লেও অন্যপুরুষকর্তৃক ঐ ভার্যার গর্ভে উৎপাদিত পুত্রের অধিকারী ঐ স্বামীই হবে।।৩২।।

ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্।। ৩৩।।

অনুবাদ। নারী শস্যক্ষেতের মতো, আর পুরুষ শস্যের বীজস্বরূপ। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি ।। ৩৩।।

বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ।
উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে।। ৩৪।।

অনুবাদ। কোনও কোনও স্থলে (যেমন, ব্যাস, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি বীজী মহর্ষিগণের প্রসঙ্গে) সন্তানের মধ্যে বীজেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; আবার কোনও স্থলে সন্তানের মধ্যে ক্ষেত্রের অর্থাৎ গর্ভধারিণীর বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় [যেমন, বিচিত্রবীর্য রাজার ক্ষত্রিয় পত্নীতে

ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত হ'লেও ক্ষেত্রপ্রাধান্যের কারণে ধৃতরাষ্ট্র- প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয়ই হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ হন নি।] কিন্তু যেখানে উভয়ের সমতা থাকে, সেই সন্তানই প্রশস্ত। [অর্থাৎ স্বামী ও তার স্বজাতীয়া বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানই প্রশস্ত, কারণ, এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নেই।] ।। ৩৪ ।।

বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা।। ৩৫।।

অনুবাদ। বীজ এবং যোনি এই দুটির মধ্যে বীজই শ্রেষ্ঠ ব'লে কথিত হয়। কারণ, সর্বত্র সন্তান বীজের লক্ষণ যুক্ত হ'য়ে থাকে।

[এইভাবে সংশয়পক্ষে যুক্তি দেখান হ'লে এখন প্রথমতঃ যাঁরা বীজের প্রাধান্য দেন তাঁদের পক্ষ দেখানো হচ্ছে। আর বীজের প্রাধান্য হ'লে যার বীজ সন্তানও তারই হ'য়ে থাকে। বীজের প্রাধান্য বলবার কারণ এই যে, ধান্যাদি শস্য জন্মাতে ভূমি, জল প্রভৃতি বহু কারণ আবশ্যক হ'লেও সেগুলিতে বীজেরই ধর্ম সংক্রামিত হতে দেখা যায়। এইজন্য, সন্তানরূপ কার্যও যে ঐ ধান্যাদি শস্যের মতো তার বীজেরই ধর্ম গ্রহণ করবে, তা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। এরকম হ'লে কার্যের মধ্যে কারণানুবিধায়িত্বরূপ ঐক্য সকল স্থানেই থাকে, তা আর পরিত্যাগ করতে হয় না। এইজন্য বীজের প্রাধান্য দেখবার জন্য বলছেন— "সর্বভূতপ্রসূতির্হি";—সকল পদার্থেরই "প্রসূতি"=উৎপত্তি, "বীজলক্ষণলক্ষিতা",— বীজের যা লক্ষণ অর্থাৎ আকৃতি—তার রূপ বর্ণ এবং অবয়বসন্নিবেশ প্রভৃতি, তার দ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ চিহ্নিত অর্থাৎ তৎসদৃশ হ'য়ে থাকে।] ।। ৩৫ ।।

যাদৃশং তূপ্যতে বীজং ক্ষেত্রে কালোপপাদিতে।
তাদৃগ্ রোহতি তত্তস্মিন্ বীজং স্বৈর্ব্যঞ্জিতং গুণৈঃ।। ৩৬।।

অনুবাদ। বপনের উপযুক্ত বর্ষাকাল প্রভৃতি সময়ে উত্তমরূপে কর্ষণ-সমীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা সংস্কৃত ক্ষেত্রে যেরকম বীজ বপন করা হয়, সেই প্রকার ক্ষেত্রে সেই বীজ বর্ণ-অবয়বসন্নিবেশ রস - বীর্য প্রভৃতি নিজগুণের দ্বারা বিশিষ্ট হ'য়ে শস্যরূপে উৎপন্ন হয়। [এই শ্লোকে বীজের প্রাধান্য দেখানো হল।] ।। ৩৬ ।।

ইয়ং ভূমির্হি ভূতানাং শাশ্বতী যোনিরুচ্যতে।
ন চ যোনিগুণান্ কাংশ্চিদ্বীজং পুষ্যতি পুষ্টিষু।। ৩৭।।

অনুবাদ— এই পৃথিবী সকল স্থাবর পদার্থের [ওষধি, ঘাস, গুল্ম, লতা প্রভৃতি পদার্থসমূহের] উৎপত্তিস্থান। কিন্তু ঐ পৃথিবীরূপ যোনির কোনও গুণ উৎপাদিত শস্যপ্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখা যায় না [পূর্বের শ্লোকে দেখানো হয়েছে, উৎপন্ন শস্যাদিতে বীজের গুণ প্রকাশ পায়। বর্তমান শ্লোকে বলা হয়েছে — ক্ষেত্রের গুণ কখনো উৎপন্ন শস্যমধ্যে অভিব্যক্ত হয় না।] ।। ৩৭ ।।

ভূমাবপ্যেককেদারে কালোপ্তানি কৃষীবলৈঃ।
নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ।।৩৮।।

অনুবাদ। কৃষকেরা একই ভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ বপন করলে, সেগুলি নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শস্যরূপে উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। [অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যগুলি ক্ষেত্রের ধর্ম গ্রহণ করে না, সেই সেই বীজের তুল্যরূপই হ'য়ে ওঠে।] ।।৩৮।।

ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্‌গাস্তিলা মাষাস্তথা যবাঃ।
যথাবীজং প্ররোহন্তি লশুনানীক্ষবস্তথা।। ৩৯।।

অনুবাদ। ব্রীহিধান, শালিধান, মুগ, তিল, মাষকড়াই, যব, লশুন, এবং আখ প্রভৃতি শস্য একই' জমিতে নিজ নিজ বীজের গুণ অনুসারে সেই সেই প্রকৃতি ও আকৃতি অবলম্বন করে, কেউই ক্ষেত্রের ধর্ম অবলম্বন করে না ।।৩৯।।

অন্যদুপ্তং জাতমন্যদিত্যেতন্নোপপদ্যতে।
উপ্যতে যদ্ধি যদ্বীজং তত্তদেব প্ররোহতি।।৪০।।

অনুবাদ। একরকম বীজ বপন করা হ'ল আর অন্য রকম শষ্য জন্মালো, এরকমটি হ'তে পারে না [অর্থাৎ জমিতে মুগ ছড়ানো হ'ল, আর তা থেকে ধান জন্মালো এরকম হয় না।] কিন্তু যেমন বীজ বপন করা হয় সেইরকমই ফসল তা থেকে জন্মায় ।।৪০।।

তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা।
আয়ুষ্কামেণ বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি।।৪১।।

অনুবাদ। অতএব বীজ যখন ঐ রকম প্রভাবসম্পন্ন, তখন প্রাজ্ঞ (যিনি স্বাভাবিক প্রজ্ঞার দ্বারা যুক্ত), বিনীত অর্থাৎ শিক্ষিত (well-trained), জ্ঞানে (অর্থাৎ বেদাঙ্গশাস্ত্রে) এবং বিজ্ঞানে (অর্থাৎ তর্ক-কলা প্রভৃতি-বিষয়ক শাস্ত্রে) অভিজ্ঞ এবং আয়ুষ্কামী ব্যক্তি নিজশরীরস্থিত ঐ বীজ কখনো যেন পরক্ষেত্রে অর্থাৎ পরস্ত্রীতে বপন না করেন ('never cohabit witn another's wife')।।৪১।।

অত্র গাথা বায়ুগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে।। ৪২।।

অনুবাদ। পরস্ত্রীতে বীজ বপন করা পুরুষের যে উচিত নয় সে সম্বন্ধে অতীতকালজ্ঞ পণ্ডিতেরা বায়ুকথিত কতকগুলি গাথা অর্থাৎ ছন্দোবিশেষযুক্ত বাক্য বলে গিয়েছেন ।।৪২।।

নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিধ্যতঃ।
তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পরপরিগ্রহে।। ৪৩।।

অনুবাদ। যেমন অন্যের শরে বিদ্ধ কৃষ্ণশারাদি প্রাণীর শরীরে ঐ বেধজনিত ছিদ্রে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণ নিষ্ফল হয় [খে = ছিদ্রে; অন্য কোনও ব্যক্তি যে মৃগকে বাণবিদ্ধ করেছে, তার প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত বাণটি নিষ্ফল হয়], এবং ঐ মৃগ প্রথম বাণনিক্ষেপকারী পুরুষেরই; প্রাপ্য হয়, সেইরকম পরস্ত্রীতে নিক্ষিপ্ত বীজও বীজী পুরুষটির নষ্ট হয়ে যায়, যেহেতু তা থেকে উৎপন্ন সন্তানটি হয় ক্ষেত্রস্বামীর।।৪৩।।

পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।
স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্।। ৪৪।।

অনুবাদ। পুরাবিদ্‌গণ আজও পৃথিবীকে রাজা - পৃথুরই ভার্যা ব'লে থাকেন। যে লোক বনজঙ্গল পরিষ্কার ক'রে জমি আবাদ করে, তার নামেই ঐ জমি বিখ্যাত হয়, এবং যে লোক প্রথম শরদ্বারা মৃগকে বিদ্ধ করে, মৃগটি তারই হয়।

[পুরাণকৃত এই জায়া-পতিরূপ সম্বন্ধটি এমনই যে, জায়া এবং পতি ভিন্ন হ'লেও তাদের যেন এক ও অভিন্ন ক'রে দেখান হয়। যেমন, বহুসহস্র বৎসর আগে পৃথুরাজার সাথে এই

পৃথিবীর সম্বন্ধ হয়েছিল; কিন্তু তবুও আজও সেই পৃথুরাজার সাথেই সম্বন্ধ উল্লেখ ক'রে 'পৃথিবী' বলা হয়। এইজন্য, অন্য যে কোন নারী যে পুরুষের ভর্যা। হয় তার গর্ভে কোন সন্তান অন্য কোন পুরূষকর্তৃক উৎপাদিত হ'লেও যার ভার্যা তারই সেই সন্তানটি হ'য়ে থাকে। "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারং"=যে লোক জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে জমি বার করে সেটি তারই স্ব-দ্রব্য হয়ে থাকে। এখানে অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকায় স্ব-স্বামিসম্বন্ধই ('স্থাণুচ্ছেদস্য' এই-) ষষ্ঠী দ্বারা বোধিত হচ্ছে। 'স্থাণু" শব্দের অর্থ —ঝোপ ঝাড় লতানে বনজঙ্গল; এগুলি যেখানে হয় সেগুলি কেটে যে ব্যক্তি পরিষ্কার ক'রে জমি বার করে, তাকে চাষ আবাদের উপযুক্ত করে, সে জমি তারই হ'য়ে থাকে — সেখানে কর্ষণ এবং বপন থেকে যে ফসল জন্মে তা ঐ ব্যক্তিরই হয়। "শল্যবতঃ মৃগম্" এখানে "আহুঃ" এই পদটি অনুষঙ্গ হবে। বহুলোক মৃগয়া করতে গিয়ে একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলেও সেই মৃগটির দেহে যে লোকের বাণ শল্যবৎ বিদ্ধ হ'য়ে থাকতে দেখা যায়, সেই মৃগটিকে ঐ ব্যক্তিরই দ্রব্য বলা হয়। প্রথম যে ব্যক্তি বিদ্ধ করে তারই সেটি হয়—একথা আগের শ্লোকে "নশ্যতীষুঃ" এই অংশে বলা হয়েছে]।।৪৪।।

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্তা সা স্মৃতাঙ্গনা।। ৪৫।।

অনুবাদ— স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে পুরুষ পরিপূর্ণস্বরূপ হয়, একথা বেদিবদ্ ব্রাহ্মণগণ বলেন; কাজেই স্ত্রীও যে পতিও সে অর্থাৎ স্ত্রী হ'লে পতির আত্মভূত অংশস্বরূপ।

[ভার্যা যার হবে তদ্গর্ভজাত সন্তানটিও তারই হবে, এরকম বলা যুক্তি-যুক্তও বটে; কারণ, ভার্যা এবং ভর্তা উভয়ে একই—(ভিন্ন নয়); আবার, গর্ভজাত সন্তানও নিজস্বরূপই। সুতরাং একের আত্মা (দেহ) অপরের হবে কিভাবে? লৌকিক ব্যবহারে এইরকম দেখা যায় এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও এইরকম ব'লে থাকেন]।।৪৫।।

ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্মিতম্।। ৪৬।।

অনুবাদ। দান, বিক্রয়, বা পরিত্যাগের দ্বারা ভার্যা স্বামী থেকে সম্বন্ধচ্যুত হ'তে পারে না। প্রজাপতি-কর্তৃক এইরূপ ধর্মই সৃষ্টিকালে নির্দিষ্ট হয়েছে ব'লে আমরা জানি।

[কেউ যদি এরকম মনে করে যে, ধনাদি দিয়ে ক্রয় ক'রে পরের ভার্যাকে নিজের করা হবে, আর তার ফলে স্বামীটির স্বাম্য (অধিকার) নষ্ট হয়ে গেলে তদ্গর্ভজাত সন্তান সেই ক্রেতা উৎপাদকেরই হবে, এটা কিন্তু সঙ্গত নয়। কারণ, বহু সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়েও অন্যের ভার্যার উপর নিজ ভার্যাত্ব সম্বন্ধ আনা যায় না। আবার ভার্যাকে স্বামী ত্যাগ করলেও সে যখন পরিত্যক্ত দ্রব্য হ'য়ে গিয়েছে তখন অন্য যে ব্যক্তি তাকে গ্রহণ করবে ঐ ভার্যার উপর তারই স্বত্ব জন্মাবে, এরকমও হ'তে পারে না। কারণ, "উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাম্" (৩।৪) এই বচনটিতে "উদ্বহেত" ক্রিয়ায় 'ফলবৎকর্ত্তরি' আত্মনেপদ রয়েছে বলে (যে তাকে উদ্বাহ বা বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত করবে তারই ঐ নারীতে ভার্যাত্ব রূপ ফলের সাথে সম্বন্ধ জন্মবে এইরকম অর্থ বোধিত হওয়ার) একজন কর্তৃক বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত নারী অন্যের ভার্যা হ'তে পারে না, এইরকম অর্থই ঐ আত্মনেপদটির দ্বারা বোধিত হচ্ছে। যেমন, অগ্ন্যাধান কর্মে যে আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয় নিষ্পন্ন হয় তা যে ব্যক্তি ঐ আধান কর্মের কর্তা তারই হ'য়ে থাকে, অন্য কোন ব্যক্তি ক্রয়াদি, দ্বারা ঐ জিনিস লাভ করলেও ওটি তার আহবনীয় অগ্নি একথা

বলা যায় না। "নিষ্ক্রয়" শব্দের অর্থ বিক্রয় এবং বিনিময়। "বিসর্গ" =পরিত্যাগ। এই দুইটি দ্বারা "ন বিমুচ্যতে"= তাহার ভার্যাত্ব নষ্ট হয় না]।।৪৬।।

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ।। ৪৭।।

অনুবাদ। শাস্ত্রানুসারে বিভক্ত পৈতিক ধনসম্পত্তির যে বিভাগ ভাইদের মধ্যে করা হয়, তা একবারই করা হ'য়ে থাকে, তার অন্যথা হবে না। পিতা প্রভৃতির দ্বারা কন্যাকে একবারই মাত্র সম্প্রদান করা যায়, এবং অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও 'দিলাম' এই কথাটি একবারই মাত্র বলা চলে। এই তিনটি কাজ কেবল একবার মাত্রই হ'তে পারে।

["সকৃদাহ দদামীতি"=(অপরাপর দ্রব্যসম্বন্ধে এটি তোমাকে দিলাম একথটি একবারই মাত্র বলা চলবে, সেই একই বস্তুসম্বন্ধে দ্বিতীয়বার আর ঐ কথা বলা চলবে না)। কন্যা বা গবাদি দ্রব্যের দান সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, ঐগুলির সম্বন্ধে নিজের স্বত্ব ঠিক যেভাবে থাকে, 'দিলাম' বলবার পর তার উপর অপরের স্বত্ব ঠিক সেইভাবে উৎপন্ন হয়। কিন্তু কন্যার উপর পিতার স্বত্ব দুহিতৃত্বরূপে অথচ তাকে দান করা হয় ভার্যাত্বরূপ-স্বত্ব উৎপত্তির জন্য, এর ফলে পিতার ঐ দুরিতৃত্বরূপ স্বসম্বন্ধ নিবৃত্ত বা নষ্ট (ধ্বংসপ্রাপ্ত) হয় না। এইজন্য এখানে কন্যাদানের কথাটি পৃথক্‌ভাবে বলা হ'ল। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, কন্যার উপর পিতার যদি স্বত্ব-সম্বন্ধ নিবৃত্ত না হয় তা হ'লে কন্যাদান একথা বলা চলে কিভাবে। কারণ, এটাই ত দানের স্বরূপ যে, তার দ্বারা একজনের স্বত্ব নিবৃত্ত হয় এবং অপর একজনের স্বত্ব উৎপন্ন হয়। (উত্তর) —না, এখানে কোন দোষ হয় না। যেহেতু এখানে (কন্যার প্রতি পিতার) দুই প্রকার সম্বন্ধ রয়েছে, — একটি হ'ল অপত্য-অপত্যবৎ-সম্বন্ধ এবং অপরটি হ'ল স্ব-স্বামি-সম্বন্ধ। কন্যা-সম্প্রদানে ঐ স্ব-স্বামি-সম্বন্ধটিরই নিবৃত্তি হয় কিন্তু অপত্য অপত্যবৎসম্বন্ধটি নিবৃত্ত হয় না। এইজন্য বলা হয়েছে "বাল্যকালে পিতার বশে থাকবে" (৫ ।১৮৮); আর "যৌবনকালে ভর্ত্তার অধীন থাকবে"। এর দ্বারা পিতার স্বত্বনিবৃত্তি এবং ভর্ত্তার যে স্বত্বোৎপত্তি হয় তা জানিয়ে দেওয়া হ'ল।।৪৭।।

যথা গোঽশ্বোষ্ট্রদাসীষু মহিষ্যজাবিকাসু চ।
নোৎপাদকঃ প্রজাভাগী তথৈবান্যাঙ্গনাস্বপি।। ৪৮।।

অনুবাদ। গরু, ঘোড়া, উষ্ট্রদাসী অর্থাৎ উষ্ট্রী, মহিষী, ছাগলী, এবং ভেড়ী এদের গর্ভে কোন ব্যক্তি নিজের বৃষপ্রভৃতির দ্বারা সন্তান উৎপাদন করলে ঐ ব্যক্তি যেমন তাদের বাচ্চাগুলির অধিকারী হয় না সেইরকম পরনারীর গর্ভে যে লোক সন্তান উৎপাদন করে সেও সেই সন্তানের অধিকারী হয় না, সে সন্তান ক্ষেত্রস্বামীরই হয়।।৪৮।।

যেঽক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং ক্বচিৎ।। ৪৯।।

অনুবাদ। যারা ফলতঃ ক্ষেত্রস্বামী নয় অথচ শস্যবীজ থাকায় পরের ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তারা তা থেকে উৎপন্ন শস্যের ফল কখনই লাভ করতে পারবে না (ঐ শস্য প্রকৃত ক্ষেত্রস্বামীরই হবে)।।৪৯।।

যদন্যগোষু বৃষভো বৎসানাং জনয়েচ্ছতম্।
গোমিনামেব তে বৎসা মোঘং স্কন্দিতমার্ষভম্।। ৫০।।

অনুবাদ। কোনও ব্যক্তির বৃষ যদি অন্যের গাভীসমূহে একশটিও বৎস উৎপাদন করে তা

হ'লেও ঐ বৎসগুলি সেই গাভীদের মালিকেরই হবে [যে ব্যক্তি ঐ বৃষটির মালিক সে একটি গাভীও পাবে না, কিন্তু সেই গোবৎসগুলির সব কয়টিই গোমিনাম্ = সেই গাভীগুলির যারা মালিক, তাদেরই হ'য়ে থাকে। আর্ষভম্ = বৃষের ঐ স্কন্দিতম্ = বীজ নিষেকটি মোঘম্ = বৃথা বা নিষ্ফল,] , অতএব বৃষের বীজনিষেকটি বৃথাই হ'ল।।৫০।।

তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
কুর্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্।। ৫১।।

অনুবাদ। সেইরকম যার নিজের ক্ষেত্র নয় এইরকম পরক্ষেত্রে যদি কোনও ব্যক্তি নিজ বীজ বপন করে, তাহ'লে তার দ্বারা ক্ষেত্রস্বামীরই ফল হয়, সেই বীজী ব্যক্তি কোনও ফল পায় না [অর্থাৎ পরভার্যায় উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না, ঐ ভার্যার স্বামীরই ঐ সন্তান হয়] ।। ৫১ ।।

ফলন্ত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাং তথা।
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী।। ৫২।।

অনুবাদ। ক্ষেত্রস্বামী ও বীজী এই উভয়ের মধ্যে 'এই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান আমাদের উভয়ের হবে' — ফল সম্বন্ধে এইরকম কোনও অভিসন্ধি অর্থাৎ বন্দোবস্ত করা না থাকলে, যদি পরকীয় ভার্যায় কেউ অপত্য উৎপাদন করে, তা কেবল ক্ষেত্রীরই (অর্থাৎ ঐ ভার্যার স্বামীরই) হবে, কারণ বীজের তুলনায় যোনির প্রাধান্য বেশী ।। ৫২ ।।

ক্রিয়াভ্যুপগমাৎ ত্বেতদ্বীজার্থং যৎপ্রদীয়তে।
তস্যেহ ভাগিনৌ দৃষ্টৌ বীজী ক্ষেত্রিক এব চ।। ৫৩।।

অনুবাদ। [ফলাভিসন্ধান অর্থাৎ উৎপন্ন অপত্য সম্বন্ধে কোনও চুক্তি না থাকলে ফলটি (অর্থাৎ অপত্যটি) ক্ষেত্র স্বামীরই হয়, একথা আগে বলা হয়েছে,] কিন্তু 'এই অপত্যটি আমাদের দুজনের হবে' এইরকম বন্দোবস্ত ক'রে ঐ ফলের জন্য যে অন্য পুরুষের বীজ দেওয়া হয়, তার ভাগী ক্ষেত্রস্বামী ও বীজী উভয়েরই হ'য়ে থাকে, এইরকম দেখা যায়। [**ক্রিয়াভ্যুপগমাৎ** = ক্রিয়ার অভ্যুপগম অর্থাৎ অঙ্গীকার, অর্থাৎ 'এটি এইরকমই হবে ' এইভাবে বন্দোবস্তরূপ যে নিশ্চয় তাকেই এখানে 'ক্রিয়া' বলা হয়েছে; এইরকম ক্রিয়া স্বীকার ক'রে নিয়ে **বীজার্থং** = বীজের কাজ যে ফল সেই ফল সম্পাদনের জন্য **যৎপ্রদীয়তে** =যে বীজ দেওয়া হয়, তার ভাগীদার দুজনেই হ'য়ে থাকে ।] ।। ৫৩ ।।

ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজং ন বপ্তা লভতে ফলম্।। ৫৪।।

অনুবাদ। জলের স্রোতে কিংবা বায়ু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হ'য়ে কোন বীজ যার ক্ষেত্র অঙ্কুরিত হ'য়ে ফলদান করে, সে ফলের অধিকারী ক্ষেতের স্বামীই হয়, বীজ-স্বামী তার কিছুমাত্র ফলও পায় না

[যে লোক পরের ক্ষেতে বীজ বপন করে তার সে বীজ যে নষ্ট হবে—অর্থাৎ নিষ্ফল হবে, তা বলা হয়েছে; কারণ, সেরকম ব্যাপারে লোকটিরই দোষ কাজেই তা কেড়ে নেওয়া উচিত। যেহেতু সেখানে এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক যে 'নিশ্চয়ই ঐ লোকটা জমি ছিনিয়ে নেবার মতলব করেছে, তা না হ'লে পরের জমিতে বীজ ছড়াচ্ছে কেন'। কিন্তু যে লোক নিজের

ক্ষেতেই বীজ ছড়িয়েছে অথচ তা জলের স্রোতে এবং ঝড়ে অন্যের জমিতে গিয়ে পড়েছে সেরকম স্থলে সে ব্যক্তি যদি অন্যের সেই জমি থেকে নিজের বীজসম্ভূত শস্য নিতে থাকে তা হলে তার অপরাধ কি? উত্তরে বলা হচ্ছে **"ওঘবাতাহৃতং বীজং"**;— **'ওঘ'**=জলের সেচ, তার বেগে অন্যত্র চালিত হয়ে বীজটি যার ক্ষেত্রে জন্মাবে তা সেই ক্ষেত্রস্বামীরই হবে। এই পর্যন্ত বলাতেই বক্তব্য সমাপ্ত হ'য়ে যায়, তবুও আরও স্পষ্ট করার জন্য বলছেন **"ন বীজী লভতে ফলম্ "** =বীজী ব্যক্তি ফলটি পাবে না। তাৎপর্যার্থ এই যে—সকল স্থলে ক্ষেত্রেরই প্রাধান্য।] ।।৫৪।।

এষ ধর্মো গবাশ্বস্য দাস্যুষ্ট্রাজাবিকস্য চ।
বিহঙ্গমহিষীণাঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রসবং প্রতি।। ৫৫।।

অনুবাদ— গরু, ঘোড়া, দাসী, উঠ, ছাগলী, ভেড়ী, পাখী এবং মহিষী—এদের শাবক বা সন্তান সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রয়োজ্য বুঝতে হবে।

[মানুষের সন্তান সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে বলে এই নিয়মটি যে কেবল মানবশিশু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, এরকম নয় । এইজন্য গবাশ্বাদির উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা বীজ এবং ফল এই দুইটি শব্দ শস্যাদি সম্বন্ধেই বেশী প্রয়োগ করা হয়; এইরকম শঙ্কা দূর করবার জন্য বলছেন - দ্বিপদ কিংবা চতুষ্পদ অথবা পক্ষী এবং স্থাবর দ্রব্য সকল স্থলেই এই নিয়মটি প্রয়োজ্য। **"এষঃ"** পদে দ্বারা পূর্বোক্ত দুইটি নিয়মেরই নির্দেশ করা হয়েছে—যদি অভিসন্ধান (বন্দোবস্ত বা চুক্তি) না থাকে তা হ'লে যার ক্ষেত্র তারই ফল হ'বে; কিন্তু যদি অভিসন্ধান থাকে তা হ'লে উভয়েরই হবে। আর, এখানে গব্যাশ্বাদি উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে ব'লে কুকুর বিড়াল প্রভৃতির পক্ষেও এই একই নিয়ম। (প্রশ্ন) — আচ্ছা, তা হলে **"যদ্যন্যগোষু"** শ্লোকে গবুর সম্বন্ধে আলাদাভাবে বলা হল কেন? (উত্তর)— গরুই সাধারণত মানুষের হ'য়ে থাকে— পাখী প্রভৃতি সেরকম নয়। এজন্য ওটি লোক প্রসিদ্ধ বিষয়েরই উল্লেখমাত্র। **'দাসী'**=পূর্বোক্ত সাত প্রকার যে দাসযোনি, সেই জাতীয় নারী। **"প্রসব"**=সন্তানজন্ম। **"তং প্রতি"**=সেই সম্বন্ধে।]।। ৫৫ ।।

এতদ্বঃ সারফল্গুত্বং বীজযোন্যোঃ প্রকীর্তিতম্।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্মমাপদি।। ৫৬।।

অনুবাদ। বীজ এবং ক্ষেত্রের মধ্যে কোন্টি প্রধান এবং কোন্টি অপ্রধান তা এই আমি আপনাদের কাছে বললাম। এবার আপৎকালে স্ত্রীলোকদের ধর্ম-বিষয়ে বলব।

[**"সার"**=প্রধান; **"ফল্গু"**=অসার অর্থাৎ অপ্রধান। এটি পূর্ব প্রকরণের উপসংহার শ্লোক। শ্লোকটির শেষার্দ্ধে পরবর্তী বক্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে । **"আপদি"**=আপৎকালে। **'আপৎ'** বলতে জীবনধারণের জন্য আবশ্যক যে গ্রাসাচ্ছাদন, তার অভাব এবং সন্তানরাহিত্য—সন্তান না হওয়া বা না থাকা।] ।। ৫৬ ।।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা।। ৫৭।।

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে গুরুপত্নীস্বরূপ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে পুত্রবধূর স্বরূপ বলে শাস্ত্রে কথিত হয়েছে

[আপৎকালে নিয়োগধর্ম অনুমোদন করবার জন্য প্রথমত দুইটি শ্লোকে সাধারণ লোকের মধ্যে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তারই উল্লেখ করছেন। **"জ্যেষ্ঠ"**=যিনি আগে জন্মেছেন; **"অনুজ"**=যে

পরে জন্মেছে অর্থাৎ কনিষ্ঠ। "যবীয়ান্" বলতেও কনিষ্ঠকেই বোঝায়।] ।। ৫৭ ।।

জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্যাং যবীয়ান্ বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি।। ৫৮।।

অনুবাদ। আপৎকাল ভিন্ন অন্য অবস্থায় (অর্থাৎ বিধিবৎ ক্ষেত্রজ পুত্র থাকতেও) যদি নিযুক্ত হয়েও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীতে কিংবা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের ভার্যাতে উপগত হয় তা হলে তারা পতিত হয় ।। ৫৮ ।।

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে।। ৫৯।।

অনুবাদ। সন্তানের পরিক্ষয়ে অর্থাৎ সন্তান-উৎপত্তি না হওয়ায় বা সন্তান-জন্মানোর পর তার মৃত্যু হওয়ায় বা কন্যার জন্ম হ'লে তাকে পুত্রিকারূপে গ্রহণ না করায় নারী শ্বশুর-শাশুড়ী - পতি প্রভৃতি গুরুজনদের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে নিযুক্ত হ'য়ে দেবর (অর্থাৎ স্বামীর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা) অথবা সপিণ্ডের (স্বামীর বংশের কোনও পুরুষের) সাহায্যে অভিলষিত সন্তান লাভ করবে।।৫৯।।

বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন।। ৬০।।

অনুবাদ। বিধবা নারীতে অথবা অক্ষম পতি থাকা সত্ত্বেও সধবাতেও পতি-প্রভৃতি গুরুজনের দ্বারা নিযুক্ত দেবর বা কোনও সপিণ্ড ব্যক্তি ঘৃতাক্ত শরীরে মৌনাবলম্বন ক'রে রাত্রিতে একটিমাত্র পুত্র উৎপাদন করবে, কখনো দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করবে না, [নিশি অর্থাৎ রাত্রিতে কথাটি বলার তাৎপর্য এই যে, সেখানে প্রদীপ প্রভৃতি আলো থাকবে না, কারণ, অন্যত্র দিবাভাগে উপগত হওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে,]।।৬০।।

দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনিবৃতং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্মতস্তয়োঃ।। ৬১।।

অনুবাদ। কোনও কোনও সন্তানোৎপত্তিবিদ্ আচার্য বলেন, একপুত্র অপুত্রের মধ্যে গণ্য, এইজন্য ঐভাবে দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করানো যায়। অতএব এক পুত্রের দ্বারা নিয়োগকর্তার নিয়োগোদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ব'লে শিষ্টাচার অনুসারে ঐ স্ত্রী এবং পূর্ব -নিযুক্ত ব্যক্তিই দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করতে পারবে।।৬১।।

বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্তেয়াতাং পরস্পরম্।। ৬২।।

অনুবাদ। বিধবা নারীতে যথাবিধি নিয়োগের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লে [যে কারণে নিয়োগ করা হয়, তা-ই এখানে নিয়োগের বিষয়। তা হ'ল স্ত্রী-পুরুষের সম্প্রয়োগ থেকে ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ স্ত্রী-লোকের গর্ভধারণ পর্যন্ত] উভয়ের মধ্যে পূর্ববৎ আচরণই চলতে থাকবে। সেটি হ'ল **গুরুবৎ স্নুষাবৎ;** অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে ঐ নারী যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী হয় তা হ'লে তার প্রতি গুরুর মতো, আর যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী হয়, তাহ'লে তার প্রতি পুত্রবধূর মতো আচরণ করবে। [এখানে 'পরস্পর' শব্দটির প্রয়োগ থাকায়, — স্ত্রীর পক্ষে ঐ পুরুষটি যদি স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হয় তাহ'লে তার প্রতি পুত্রবধূর মতো এবং পুরুষটি যদি দেবর হয় তাহ'লে তার

পক্ষেই ঐ স্ত্রীর প্রতি গুরুর মতো ব্যবহার করা কর্তব্য।]।।৬২।।

নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্তেয়াতাস্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগ-গুরুতল্পগৌ।। ৬৩।।

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিয়োগের জন্য নিযুক্ত হ'য়েও যদি পূর্বোক্ত ঘৃতাক্তাদি নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে কামনা চরিতার্থ করার ইচ্ছায় পরস্পরের ভার্যাতে অভিগমন করে, তাহ'লে জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুত্রবধূগমন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুরুপত্নীগমন-রূপ দোষে পতিত হবে ।। ৬৩ ।।

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্মং হন্যুঃ সনাতনম্।। ৬৪।।

অনুবাদ। [আগে যে নিয়োগর বিধি বলা হ'ল, তার প্রতিষেধ করা হচ্ছে -] বিধবা নারীকে দ্বিজাতিগণ কখনো অন্য পুরুষে নিযুক্ত করবে না, কারণ, অন্য পুরুষে যারা ঐ ভাবে তাকে নিযুক্ত করে, তারা সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘন করে ।। ৬৪ ।।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।। ৬৫।।

অনুবাদ। বিবাহবিষয়ক যে। সব মন্ত্র আছে তার কোথাও নিয়োগের প্রসঙ্গ নেই [অর্থাৎ বিবাহসম্পর্কিত যত সব মন্ত্র আছে সেগুলি প্রত্যেকটিতেই বিবাহকারীর নিজেরই উৎপাদিত সন্তানের কথা বলা আছে।] আর বিবাহবিষয়ক-শাস্ত্রতেও বিবধা-আবেদনের অর্থাৎ বিধবা বিধবাবিবাহের বা বিধবা-গমনের কথা নেই ।। ৬৫।।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি।। ৬৬।।

অনুবাদ। বিদ্বান্ দ্বিজগণ এক নারীতে অন্যের যে নিয়োগ, তাকে পশুধর্ম ব'লে চিহ্নিত করেছেন। রাজা বেণ রাজ্য শাসন করতে থাকলে এই নিন্দিত পশু - ধর্মটি মানুষ জাতির মধ্যেও প্রচলিত হয়, এটি নিষিদ্ধ একথা বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ব'লে গিয়েছিলেন ।। ৬৬ ।।

স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ।। ৬৭।।

অনুবাদ। সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ বেণ স্বীয় ভুজবলে এই সমগ্র পৃথিবী পালন করতে থাকা কালে পাপাসক্ত ও কামাদিরিপুর বশীভূত হওয়ায় ধর্মাধর্ম বিবেচনাশূন্য হ'য়ে এই বিধি প্রচলন ক'রে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করেছিলেন ।। ৬৭ ।।

ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ।। ৬৮।।

অনুবাদ। সেই অবধি যে লোক মোহবশতঃ সন্তানোৎপাদনের জন্য বিধবাতে পরপুরুষ নিয়োগ করে, সাধু-ব্যক্তিরা তাকে বিশেষভাবে নিন্দা করেছেন ।। ৬৮ ।।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ।। ৬৯।।

অনুবাদ। বিবাহের আগে কোনও বাগ্‌দত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হ'লে, নিম্নোক্ত বিধান অনুসারে বরের সহোদর ভ্রাতা তাকে বিবাহ করবে ।। ৬৯ ।।

যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ।। ৭০।।

অনুবাদ। উক্ত দেবর কন্যাটিকে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে বিবাহ ক'রে তাকে গমন-কালীন নিয়মানুসারে বৈধব্যচিহ্নসূচক-শুক্লবস্ত্র পরিয়ে এবং কায়মনোবাক্যে তাকে শুদ্ধাচারিণী রেখে প্রত্যেক ঋতুকালে তাতে এক এক বার গমন করবে যতদিন না সে গর্ভ-ধারণ করে ।। ৭০ ।।

ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতাম্।। ৭১।।

অনুবাদ। যার উদ্দেশ্য কন্যা বাগ্‌দত্তা হবে, তার মৃত্যুর পরও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের ঐ বাগ্‌দত্তা কন্যাকে আবার অন্য পুরষকে সমর্পণ করবে না। কারণ, ঐ ভাবে একজনের উদ্দেশ্যে দত্তা কন্যাকে আবার অন্যকে দান করলে পুরুষানৃত প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐরকম করে তাহলে সমগ্র মানবজাতিকে প্রতারণা করার যে পাপ হয়, সে তার ভাগী হয় [" incurs the guilt of speaking falsely regarduing a human being ,'পুরুষানৃত' শব্দটির জন্য দ্রষ্টব্য মনু. ৮. ৯৮] ।। ৭১।।

বিধিবৎপ্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপাদিতাম্।। ৭২।।

অনুবাদ। বর যথাবিধি কন্যাকে গ্রহণ করেও যদি দেখে যে মেয়েটি বিগর্হিতা, ব্যাধিতা, বিপ্রদুষ্টা কিংবা তাহার স্বরূপ গোপন ক'রে তাকে সম্প্রদান করা হয়েছে, তা হ'লে তাকে পরিত্যাগ করবে।

["বিধিবৎ"='বিধি' অর্থ শাস্ত্র, তদনুসারে,—। শাস্ত্রে প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে যেরকম বিধান "ব্রাহ্মণগণের পক্ষে জলের ও ছিটা দিয়েই সম্প্রদান প্রশস্ত" (৩।৩৫) ইত্যাদি বচনে বলা হয়েছে তদনুসারে, —। কেউ কেউ বলেন ঐ জল দিয়ে সম্প্রদানটি কন্যাদানস্থলে প্রযোজ্য। সেইভাবে কন্যাটিকে গ্রহণ করলেও "ত্যজেৎ"= তাকে বিবাহের (সপ্তপদীগমনান্ত কৃত্যের) আগে পরিত্যাগ করবে। "বিগর্হিতাং"=যদি সেই মেয়েটি দুর্লক্ষণা হয়; তাকে প্রথম গ্রহণ করা হ'লেও এবং সে অক্ষতযোনি হ'লেও তাকে ত্যাগ করবে। অথবা, যদি সে "বিগর্হিতা" অর্থাৎ নির্লজ্জা বা বহু পুরুষের সাথে আলাপকারিণী হয় তাহ'লে তাকে ত্যাগ করবে। এইরকম "ব্যাধিতাম্"=যদি ক্ষয়রোগযুক্ত হয়। "বিপ্রদুষ্টাম্"=যদি সে রোগিণী প্রভৃতি নামে পরিচিত হয় কিংবা তার মন যদি অন্য পুরুষে আসক্ত থাকে তা হলেও তাকে ত্যাগ করবে। কেউ কেউ "বিপ্রদুষ্টাং" শব্দর অর্থ বলেন, ক্ষতযোনি। বস্তুতঃ তাঁরা ঠিক অনুধাবন করেন নি। কারণ, মেয়েটি যদি কোন পুরুষের দ্বারা উপভুক্ত না হয় অথচ কোন স্ত্রী বা কন্যাদির দ্বারা দূষিতযোনি হয় তা হলে সে মোটেই দোষগ্রস্ত হবে না (সুতরাং তাকে 'বিপ্রদুষ্টা' বলা চলবে না)। আর যদি সে কোন পুরুষের সাথে সম্প্রযুক্তা হ'য়ে থাকে তা হ'লে আর তাকে 'কন্যা' বলা চলবে না। সুতরাং এখানে যে 'কন্যা' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে তা সঙ্গত হবে না। তাকে ত্যাগ করবার কথা আগেই (অষ্টম অধ্যায়ে) বলা হয়েছে। "ছদ্মনা চোপপাদিতাম্",— যে কন্যা ন্যূনাঙ্গী কিংবা অধিকাঙ্গী অথচ তা গোপন ক'রে সম্প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু

তার কারণও পূর্বে (অষ্টম অধ্যায়ে) বলা হয়েছে—কন্যার যদি অল্পও দোষ থাকে আর তা যদি বরকে না জানান হয় তা হ'লে সে কন্যাকে বিবাহে বরণ করলেও অবশ্যই পরিত্যাজ্যা।] ।।৭২।।

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।
তস্য তদ্বিতথং কুর্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ।। ৭৩।।

অনুবাদ। যে লোক তার কন্যাটি যে দোষগ্রস্তা সে কথা না জানিয়েই বরের হাতে সম্প্রদান ক'রে সেই দুষ্টস্বভাব কন্যাদানকারী ব্যক্তিটির ঐ দান বিফল ক'রে দিতে হবে [অর্থাৎ বর সেই কন্যাটিকে কন্যার পিতাকে ফিরিয়ে দেবে]।।৭৩।।

বিধায় বৃত্তিং ভার্যায়াঃ প্রসবেৎ কার্যবান্নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি।। ৭৪।।

অনুবাদ। বিদেশে যাবার বিশেষ প্রয়োজন হ'লে ভার্যার গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থা করে স্বামী বিদেশে গিয়ে থাকতে পারে। এরূপ না করলে দারিদ্র্যে উৎপীড়িত হ'লে স্থিতিমতী স্ত্রীও দূষিত হ'য়ে যেতে পারে।)

[যদি পুরুষের দেশান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহ'লে নিজ পত্নীর বৃত্তির অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থা ক'রে বিদেশে গিয়ে থাকতে পারে [পতিকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে, যতদিন সে বিদেশে থাকবে, ততদিন তার স্ত্রীর বৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে । বৃত্তি শব্দের অর্থ — শরীর ধারণের উপযুক্ত গ্রাস, আচ্ছাদন এবং গৃহস্থলীর অন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি; তার ব্যবস্থা ক'রে তবে স্বামী বিদেশে যাবে,] এরকম না করলে স্থিতিমতী স্ত্রীও অর্থাৎ কুলাচারসম্পন্না নারীও অবৃত্তিকার্ষিতা হ'য়ে অর্থাৎ দারিদ্র্যের ফলে ক্ষুধায় উৎপীড়িতা হ'য়ে দূষিত হ'তে পারে অর্থাৎ ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে অন্যপুরুষকে আশ্রয় ক'রে জীবনধারণ করতে পারে। [কার্যবান্ = হঠাৎ প্রবাসে যাওয়া চলবে না, কিন্তু কার্যবশতঃ যাবে, কার্য-শব্দের অর্থ 'পুরুষার্থ'; তা দুপ্রকার হতে পারে, - দৃষ্টকার্য ও অদৃষ্ট কার্য, অদৃষ্টার্থক কার্য হ'ল- ধর্মার্জন এবং দৃষ্টকার্য হ'ল অর্থ ও কাম। এই সব কারণ ছাড়া ভার্যাকে ছেড়ে বিদেশগমন নিষিদ্ধ।]।৭৪

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ।। ৭৫।।

অনুবাদ। স্বামী যদি গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বিদেশে বসবাস করতে যায়, স্ত্রীর কর্তব্য হবে — নিয়ম অবলম্বন ক'রে থাকা [যেমন, স্বামী কাছে থাকলে পরের বাড়ীতে গিয়ে থাকা প্রভৃতি স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ, তেমনি স্বামী প্রোষিত হ'লেও ঐ সব নিয়ম গ্রহণ ক'রে কালাতিপাত করবে,] আর যদি বৃত্তির ব্যবস্থা না করেই স্বামী বিদেশে অবস্থান করে, তাহ'লে সূতা কাটা প্রভৃতি অনিন্দিত শিল্পকর্মের দ্বারা নারী জীবিকা নির্বাহ করবে ।।৭৫।।

প্রোষিতো ধর্মকার্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্‌যশোঽর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্।। ৭৬।।

অনুবাদ। স্বামী যদি ধর্মকার্যের জন্য বিদেশে গিয়ে বাস করে তা হ'লে আট বৎসর, বিদ্যার্জনের জন্য বিদেশে গেলে ছয় বৎসর, যশোলাভের জন্য গেলে ছয় বৎসর এবং কামোপভোগের জন্য বিদেশে গেলে তিন বৎসর স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষা করবে।

[আগে যে বলা হয়েছে স্বামী কার্যের জন্য বিদেশে গিয়ে থাকবে, কি কি কাজের জন্য সে

থাকতে পারে তা বলা হয়েছে। ঐ কাজের বিভিন্নতা অনুসারে তার জন্য যতদিন অপেক্ষা করতে হ'লে সেই সময়েরও তফাৎ হবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকবার পর কি করতে হবে তা বলে দেওয়া হয় নি। কেউ কেউ বলেন—অগর্হিত শিল্পকর্মাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে; কারণ, প্রকরণ অনুসারে তাই বোঝা যায়। এরকম বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, ঐ সময়টি পূর্ণ হবার পূর্বেও যদি অগর্হিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্ম অনুমোদিত না হয় তা হ'লে ঐ অগর্হিত বৃত্তি সম্ভব না হ'লে কি সে মরে যাবে? বস্তুতঃ, তার দেহত্যাগ হোক্, একথা বলা যায় না। কারণ, পুরুষের মতো স্ত্রীলোকের পক্ষেও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। অতএব এই কথা বলতে হয় যে, অপেক্ষা করবার সময় পূর্ণ হবার পূর্বেও অগর্হিত শিল্পের দ্বারা যদি জীবিকা নির্বাহ সম্ভব না হয়, তা হ'লে গর্হিত শিল্পের দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করবে।

অন্য কেউ কেউ বলেন, এরকম অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরকম উক্ত হয়েছে—"স্বামী নষ্ট (নিরুদ্দেশ), মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব এবং পাতিত্যযুক্ত হ'লে এই পাঁচটি আপৎস্থলে স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ করা বিহিত"। আবার কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে জ্ঞানত ব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করা যায় না। যেহেতু মনুও স্ত্রীধর্ম-প্রকরণে স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্রহ্মচর্যের বিধানকল্পে (৫। ১৫৮) বলেছেন যে, "স্বামী মারা গেলে স্ত্রীলোকের পক্ষে পরপুরুষের নাম উচ্চারণ করাও কর্তব্য নয়"। স্বামী মারা গেলেও যখন ব্যভিচার করা অনুমোদিত নয় তখন স্বামী বিদেশে থাকলে কি তা সম্ভব? বস্তুতঃ "পতিরন্যো বিধীয়তে" এখানে 'পতি' শব্দটি পালন-ক্রিয়ারূপ নিমিত্তকে বোঝাচ্ছে;—যিনি পালন করেন তিনি পতি;—যেমন গ্রামপতি, সেনার পতি ইত্যাদি। অতএব "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন অনুসারে এইরকম অর্থ বোঝা যাচ্ছে যে—এরকম অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকটি স্বামীর অধীন হ'য়ে পড়ে থাকবে না, নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য সৈরন্ধ্রীকরণাদি-কাজের জন্য অন্য পুরুষকে আশ্রয় করতে পারবে অর্থাৎ তার অধীনে থেকে সৈরন্ধ্রী-কর্মাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। আর তাতে ছয় মাসের কিংবা এক বৎসরের ভরণপোষণের বন্দোবস্তে স্বীকৃত হ'য়ে অন্য কোন পুরুষকে আশ্রয় করবার পর যদি তার স্বামী ফিরে এসে তার স্ত্রীকে বশে আনতে পারে তা হ'লে সেই বন্দোবস্তমত ছয় মাস অথবা এক বৎসর পূর্ণ হ'লে সেই নারী তার পূর্বপতিরই অধীন হবে। এ সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অন্য কেউ কেউ বলেন এরকম অবস্থায় পুনর্ভূ-ধর্ম অবলম্বন করতে পারে। যে নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে, যার পতি এতদিন পর্যন্ত স্ত্রীর কোন বৃত্তিব্যবস্থা করেনি এবং ফিরেও আসে নি সেই নারীটি তার পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছে। আর তা হ'লে সে যদি পুনর্ভূনিয়মে অন্য কোনও পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা হয় তা হলে তার সেই পূর্ব স্বামীটি ফিরে এসেও তাকে আর কিছু বলতে পারবে না, কারণ সে তখন সেই দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীটির ভার্যা হ'য়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ এরকম বলা যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ পূর্বে "ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং" ইত্যাদি (৯।৪৬) শ্লোকে যা বলা হয়েছে তার আর সার্থকতা থাকে না। ধর্মকার্যার্থম্",—ধর্মরূপ কার্য হয়েছে 'অর্থ'=প্রয়োজন, যার=যে প্রবাসের। কি রকম? ধর্মীয় কাজের জন্য ত গৃহস্থ দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকতে পারে না। যেহেতু তার ঘরে যে অগ্নি আধান করা আছে তার পরিচর্যা করা তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আবার পঞ্চযজ্ঞের ক্রিয়া-কলাপও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। কাজেই সে কোথাও যাবে কিভাবে? আবার "প্রত্যেক বসন্ত-ঋতুতে জ্যোতিষ্টোম যাগ করতে হবে"। তীর্থস্নানাদি করবার জন্য যে বিদেশে গিয়ে থাকবে তাও হতে পারে না। কারণ ঐগুলি স্মার্তকর্ম। শ্রৌতকর্মের সাথে তার বিরোধ ঘটলে ঐগুলি অনুষ্ঠান করা চলবে না। কারও উপর ঐসকল কর্মের ভার

দিয়ে যে প্রবাসস্থ হবে তাও সম্ভব নয়। কারণ, পর্বকাল পর্যন্ত ভার দেওয়া যায়। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা এই দুইটি পর্বকালের একটিতে মাত্র ঋত্বিক্ দ্বারা কাজ করান যায়, অপরটিতে স্বয়ংই অনুষ্ঠান করতে হয়। আর যে ব্যক্তি আহিতাগ্নি নয় তার পক্ষে পঞ্চযজ্ঞ সম্বন্ধীর অনুষ্ঠান এবং তীর্থগমন দুটিই তুল্যবল বটে, কেননা দুটি স্মার্তকর্ম, তবুও ভার্যাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েও ঐ দুইটি কাজই করা যেতে পারে। কাজেই ভার্যাকে ত্যাগ করে তীর্থগমন যুক্তিযুক্ত হ'তে পারে না। (সুতরাং "প্রোষিতো ধর্মকার্যার্থম্" একথা বলা কি ভাবে সঙ্গত হয়)? তার উত্তরে বক্তব্য,—গুরুর আদেশ অনুসারে ঐরকম করা চলে। পিত্রাদি গুরুজনগণ যাকে ধর্মোপার্জন, রাজসেবা কিংবা তাঁদের নিজেদের অন্য কোন প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য বিদেশে পাঠিয়ে থাকেন তার সেই যে প্রবাস সেটি ধর্মার্থ-প্রবাস। প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যও প্রবাস হ'তে পারে;—কারণ, তপোবন, নানা পুণ্যস্থান (যথা, কুরুক্ষেত্র) প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেও প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। অথবা, অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত বিদেশে যাওয়াকেই "ধর্মার্থ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

"বিদ্যার্থম্"=বিদ্যার জন্য প্রবাসী হ'তে পারে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, সমাবর্তন স্নান করা যার হয়েছে তার পক্ষেই ত ভার্যাগ্রহণ বিহিত? আবার বিদ্যাগ্রহণ হ'লে তার পর সমাবর্তন স্নান। সুতরাং যে লোক বিবাহ করেছে তার পক্ষে বিদ্যার্থী হওয়া (এবং সেই বিদ্যার জন্য বিদেশে যাওয়া) কিভাবে সম্ভব? (উত্তর)—আগেই বলা হয়েছে যে, মোটামুটিভাবে যে লোক বেদার্থ জেনেছে সে বিবাহ করবার অধিকারী। (আপত্তি)—একথা বলা ত সঙ্গত নয়; কারণ, ধর্মজিজ্ঞাসা করবার পর সমাবর্তন স্নান। আর 'ধর্মজিজ্ঞাসা' বলতে বিচার দ্বারা সংশয় ছিন্ন ক'রে বেদের অর্থ (তাৎপর্য) অবধারণ করা বোঝায়। (সুতরাং বিদ্যার আর বাকী থাকল কি, যার জন্য প্রবাসী হতে হবে)? (উত্তর)—তা ঠিক; তবে এটা বিদ্যার্থিতা-বিষয়ক বিধি নয়। তা যদি হত তা হলে তা "ধর্মার্থং" শব্দের দ্বারাই গতার্থ হত (পুনরুক্তি অনাবশ্যক হত)। বস্তুতঃ, গৃহস্থাশ্রমের অধিকার সম্পাদনের উপযোগী শাস্ত্রার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হলেও অধিক অভ্যাসের জন্য এবং অপরাপর বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্যও লোকে প্রবাসী হ'তে পারে।

"যশোঽর্থম্"—শৌর্যখ্যাপনের জন্য, বাইরে বিদেশে নিজের বিদ্যাবত্তা প্রচার করবার জন্য যে প্রবাস তা যশোনিমিত্তক প্রবাস। "কামার্থম্",—রূপাজীবার অনুগমন, মনের মত আর একটি ভার্যা সংগ্রহ করার জন্য। অন্য স্মৃতিমধ্যে প্রসূতাদিভেদে অপেক্ষা করবার কালেরও ভেদ বলা হয়েছে। যেমন, সংহিতাকার বিষ্ণু বলেছেন,—"ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে আট বৎসর অপেক্ষা করা কর্তব্য, ক্ষত্রিয় সুতার পক্ষে ছয় বৎসর, বৈশ্য তনয়া চার বৎসর, প্রসূতার (বালাপত্যার) পক্ষে দুই বৎসর অপেক্ষা করা কর্তব্য। শূদ্র কন্যার পক্ষে সময়ের কোন নিয়ম নেই। কেউ কেউ বলেন, তার পক্ষে এক বৎসর"।] ।। ৭৬ ।।

সংবৎসরং প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতং পতিঃ।
উর্দ্ধং সংবৎসরাত্ত্বেনাং দায়ং হৃত্বা ন সংবসেৎ।। ৭৭।।

অনুবাদ। স্ত্রী যদি পতিদ্বেষিণী হয় তা হ'লে স্বামী তার জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করবে। এক বৎসরের মধ্যে তার দ্বেষভাবে বিগত না হ'লে তার অলঙ্কারাদি কেড়ে নিয়ে তার সাথে আর বসবাস করবে না।

["দ্বিষন্তী"=পতি যাহার নিকট বিদ্বেষের পাত্র। এ কাজের জন্য কিন্তু তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না। কারণ, "এনাং ন সংবসেৎ", এখানে 'সম্'-পূর্বক 'বস্' ধাতুর যোগে "এনাম্" শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হ'তে পারে না। "বাসয়েৎ" এই পাঠ ধরে অর্থ করতে হবে। অর্থাৎ ভর্ৎসনা

করিবে। পাতকগ্রস্তা হলেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার বিধি নেই; কারণ বচনে বলা হয়েছে "একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে"। এর জন্য তার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার হলেও তাকে শিক্ষা দেবার জন্য তার ধন কেড়ে নেওয়া যায়। তবে সমস্ত ধন দেওয়া চলবে না এবং যা নেওয়া হয়েছে তাও চিরকালের জন্য একেবারে কেড়ে নেওয়া চলবে না।]।। ৭৭ ।।

অতিক্রামেৎ প্রমত্তং বা মত্তং রোগার্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যা বিভূষণপরিচ্ছদা।। ৭৮।।

অনুবাদ। যে নারী, পাশা খেলা প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্ত বা মদ্যপানাদির ফলে মত্ত কিংবা রোগগ্রস্ত স্বামী শুশ্রূষা না ক'রে, উপেক্ষা করে, তার অলঙ্কার পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে তার সাথে তিন মাস সম্পর্ক রাখবে না।

['অতিক্রম করা'= পরিচর্যা করতে অনাদর করা, তার পথ্য, ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহান্বিত না হওয়া। তিন মাস পরিত্যাগ বলতে তার সম্ভোগ (সংস্পর্শ) ত্যাগ করা; পূর্বোল্লিখিত কারণবশত এইরকম অর্থ হবে। "বিভূষণ-পরিচ্ছদা"=তাকে তার হার, বলয়-প্রভৃতি অলঙ্কারমুক্ত করতে হবে। পরিচ্ছদ অর্থাৎ গৃহস্থলীর দ্রব্যাদি প্রভৃতি এবং দাসদাসী প্রভৃতিও তার অধিকার থেকে কেড়ে নিতে হবে।] ।। ৭৮ ।।

উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্তনম্।। ৭৯।।

অনুবাদ। যে নারী তার উন্মত্ত অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থ, ব্রহ্মহত্যাদিদোষে পতিত, ক্লীব, অবীজ কিংবা কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা, তাকে ত্যাগ করা যায় না এবং তার ধনাদিও কেড়ে নেওয়া চলবে না।

['ক্লীব' এবং 'অবীজ' দুটি শব্দেরই অর্থ নপুংসক। প্রভেদ এই যে একজন বাতরেতা, আর অন্য একজনের পুরুষেন্দ্রিয় অসমর্থ। তাদৃশ স্বামীকে যে নারী বিদ্বেষ করে তার প্রতি পূর্ববর্ণিত নিগ্রহ প্রয়োগ করা চলবে না। "অপবর্তন" শব্দের অর্থ কেড়ে নেওয়া।]।। ৭৯ ।।

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্বদা।। ৮০।।

অনুবাদ। যে স্ত্রী মদ্যপানাসক্তা, অসাধু আচরণকারিণী, পতির প্রতিকূলা, চিররোগিণী; হিংসাকারিণী কিংবা অর্থনাশিনী হবে সে বর্তমান থাকতেই তার স্বামী অন্য একটি নারীকে বিবাহ করতে পারবে।]

["মদ্যপা"=মদ্যপানরতা। রান্না, গৃহসংস্কার এবং অন্যান্য গৃহকর্মে যে অসমর্থা। ঐসকল বিষয় ঠিক রাখতে হলে পরিবেদনই তার উপযুক্ত। গুরুজনগণ মদ্যপান করতে নিষেধ করলেও যে নারী মদ্যপান করে তার প্রায়শ্চিত্তের কথা " প্রতিষেধে পিবেদ্ যা তু' ইত্যাদি (৮৪) শ্লোকে বলা হবে। "প্রতিকূলা ব্যাধিতার্থঘ্নী" এই অংশটিতে যথাক্রমে বলা হল যে, ধর্মানুষ্ঠান, সন্তানোৎপত্তি এবং গৃহ কর্মের ব্যাঘাত ঘটালে ঐগুলি অধিবেদনের কারণ হবে। ব্রাহ্মণীর পক্ষে মদ্যপান শাস্ত্রনিষিদ্ধ; যদি সে দ্বিতীয় বার ঐ কাজে প্রবৃত্ত না হয় তা হ'লে প্রায়শ্চিত্তই করাতে হবে। ব্রাহ্মণ জাতীয়া নারীর পক্ষে পাতিত্য ঘটে ভ্রূণ হত্যায় এবং হীন জাতীয় পুরুষের সাথে সংসর্গ করায়; কাজেই মদ্যপান করলে সে পতিত হয় না। একথা একাদশ অধ্যায়ে বলা হবে। পঞ্চম অধ্যায়ের ১০ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।]

"অসাধুবৃত্ত্যা",— যার আচার ব্যবহার ভাল নয়; যেমন, ভৃত্যগণের প্রতি কর্কশ কুবাক্য বলা, বলিবৈশ্বদেব প্রভৃতি ক্রিয়ার আগেই নিজে ভোজন করা, দৈব এবং পিত্র্যকর্মে ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ব্যাপারে যত্ন না করা ইত্যাদি। "অর্থঘ্নী",—অত্যধিক খরচ করে, গৃহের বাসনকোসণ যত্নপূর্বক রক্ষা করে না, বেশী দাম দিয়ে ঐসব জিনিস কিনতে থাকে ইত্যাদি। "হিংস্রা",—ভৃত্যাদিতাড়নশীলা, প্রাত্যহিক ব্যয়ের জন্য যা নিদ্ধারিত তা অযথা খরচ করে ফেলো। "অধিবেদন" শব্দের অর্থ তার উপরে অন্য একটি নারীকে বিবাহ করা।]।। ৮০ ।।

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।। ৮১।।

অনুবাদ। নারী বন্ধ্যা হ'লে আদ্য ঋতুদর্শন থেকে অষ্টম বৎসরে অন্য একটি বিবাহ করবে, মৃতবৎসা হ'লে দশম বৎসরে, কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করতে থাকলে একাদশ বৎসরে এবং অপ্রিয়বাদিনী হলে সদ্য সদ্যই অন্য বিবাহ করবে।

[এরকম ক্ষেত্রে যদি অধিবেদন (অন্য একটি বিবাহ) করা না হয় তা হ'লে বন্ধ্যার সন্তানোৎপত্তি হবে না; কাজেই তার ফলে ধর্মকর্ম লোপ পাবে, কারণ স্ত্রীতে অপত্য উৎপাদন করবার যে বিধি আছে এবং অগ্ন্যাধান করবার যে বিধি আছে তা এই স্ত্রীর দ্বারা লোপ পাবে। যেহেতু যার পুত্রসন্তান জন্মে নি সে অগ্ন্যাধান করতে পারে না। মৃতবৎসা এবং কন্যা-প্রসবিত্রী নারীর সম্বন্ধে ঐ একই কথা। আর স্ত্রী যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় তা হ'লে তার ঐসব দোষ না থাকলেও যদি ক্ষমা করা হয় তা হ'লে অধিবেদন করা ইচ্ছাধীন।] ।। ৮১ ।।

যা রোগিণী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ।। ৮২।।

অনুবাদ। স্ত্রী যদি চিররোগিণী হয় অথচ শীলসম্পন্না এবং স্বামীর হিতকারিণী, তা হ'লে তার অনুমতি নিয়ে স্বামী অন্য বিবাহ করবে, তাকে কোনক্রমেই অপমান করা চলবে না।

["হিতা"=স্বামীর হিতকারিণী—পরিচর্যাপরায়ণা। এখানে অনুজ্ঞা নেওয়া এবং অপমান না করার বিধান বলা হয়েছে—আগের গুলিতে এটি ছিল না। তবে এখানে যে "রোগিণী" বলা হয়েছে তার দ্বারা বন্ধ্যা এবং কন্যাপ্রসবিনীকেও লক্ষ্য করা হয়েছে। কারণ, সাধারণভাবেই একই প্রকারে ওদের কথা বলা হচ্ছে অথচ ওদের অপমান করবারও কোন কারণ নাই। "কর্হিচিৎ"=কখনও। তবে অন্যায় করলে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখন কখন অপমান (তিরস্কার) করা যায় ।] ।। ৮২ ।।

অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্রুষিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ।। ৮৩।।

অনুবাদ। অধিবেদন করা হয়েছে বলে যে স্ত্রী ক্রোধে গৃহ থেকে চলে যাবে তাকে তখনই গৃহমধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে অথবা তার পিতা প্রভৃতি আত্মীয়ের নিকট রেখে আসবে।

[অধিবেদন হেতু ক্রোধবশতঃ যে স্ত্রী বাড়ী থেকে চলে যেতে উদ্যত হবে তাকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখা কিংবা তাকে ত্যাগ করা - এ দুটির মধ্যে বিকল্প হবে। তবে তাকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়ে শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতিরা স্নেহসহকারে বুঝিয়ে তার ক্রোধ দূর করবার চেষ্টা করবে। "সন্নিরোদ্ধব্যা"=সন্নিরোধ অর্থাৎ রক্ষক (চৌকি দেবার) লোক মোতায়েন রাখা। "ত্যাগ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে—এর অর্থ তাকে সম্ভোগ না করা, তার সাথে এক শয্যায় শয়ন পরিত্যাগ করা। "কুলসন্নিধৌ"=কুল শব্দের অর্থ জ্ঞাতি— তার পিতৃপক্ষ কিংবা স্বপক্ষ।]।।৮৩।।

প্রতিষিদ্ধাপি চেদ্ যা তু মদ্যমভ্যুদয়েষ্বপি।
প্রেক্ষাসমাজং গচ্ছেদ্বা সা দণ্ড্যা কৃষ্ণলানি ষট্।। ৮৪।।

অনুবাদ। নিষেধ করা সত্ত্বেও যে নারী অভ্যুদয়কর্মাদিতে মদ্যপান করে কিংবা যাত্রা-থিয়েটার মেলা প্রভৃতি দেখতে যায় তার প্রতি ছয় কৃষ্ণল দণ্ড বিধান করতে হয়।

["প্রতিষেধে"=গুরুজন কিংবা আত্মীয়বর্গ নিষেধ করলে। এই যে ছয় কৃষ্ণল দণ্ড, তা ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি নারীর পক্ষে; ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর পক্ষে এ দণ্ড শাস্ত্রবিহিত নয়; কারণ, কেবল সামান্য কিছু এইরূপ দণ্ড দিলেই তার অব্যাহতি নেই, কিন্তু তার পক্ষে গুরুতর দণ্ড হবে। যেহেতু অভ্যুদয়াদি স্থলে ব্রাহ্মণীর মদ্যপান করবার কথাই উঠতে পারে না। কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যাদের পক্ষে বিশেষ জাতীয় মদ্য নিষিদ্ধ নয় তারা অভ্যুদয়-কর্মাদির উৎসবে আত্মীয়ের গৃহে উপস্থিত হ'লে সেই সময়ে ঐ মদ্যপানে আগ্রহ উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ঐ প্রকার স্থানে ঐরূপ যে প্রবৃত্তি তাই একেবারে নিষেধ করে দেবার জন্য বল্‌ছেন "অভ্যুদয়েষ্বপি"। তার এই দণ্ড স্বামীই দেবে। যদিও দণ্ডবিধান করা রাজার কর্তব্য, তবুও "স্বামীই স্ত্রীলোকদের প্রভু" এইরকম কথা শাস্ত্রবচন থেকে জানা যায়। অন্যান্য স্থানেও যাদের বহু পরিজন থাকে তারা অর্থাৎ গৃহস্বামীরাই তাদের ভৃত্যাদির প্রতি অল্প স্বল্প দণ্ডবিধান করতে পারে, এব্যাপারে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে।

"অভ্যুদয়"=পুত্রজন্ম, বিবাহ প্রভৃতি উৎসব। "প্রেক্ষা"=নটনাট্যাদি দেখা। "সমাজ"=মেলা। এই সকল বিষয়ে যে নারী আগ্রহান্বিতা তার প্রতি এই দণ্ড] ।। ৮৪ ।।

যদি স্বাশ্চাপরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ।। ৮৫।।

অনুবাদ। দ্বিজাতিগণ যদি সজাতীয় এবং ভিন্ন জাতীয় নারীকে বিবাহ করে, তা হ'লে তাদের জ্যেষ্ঠতা কিন্তু বর্ণানুসারেই ধর্তব্য হবে, এবং সেই অনুসারেই সম্মান ও শ্রেষ্ঠ গৃহ লাভ করবে।

[কামাধীন হ'য়ে যদি নিজের সমান জাতীয় এবং অসমান জাতীয় নারীকে "বিন্দেরন্"=বিবাহ করে তা হ'লে সেই স্ত্রীদের "জ্যৈষ্ঠং"=জ্যেষ্ঠতা "বর্ণক্রমেণ"=উচ্চ নীচ বর্ণ অনুসারে ধর্তব্য হবে, কিন্তু তাদের বয়স কিংবা, বিবাহের অগ্রপশ্চাৎ-ক্রম (পারম্পর্য) অনুসারে গণ্য হবে না। আবার তাদের যে "পূজা" বা সম্মান, তাও ঐভাবে হবে,—যে স্ত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়া তার পূজা প্রথমে, তার পর ক্ষত্রিয়ার এবং তার পর বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর। "বেশ্ম"=প্রধান গৃহ; তাও প্রথমে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রীর প্রাপ্য, তার পরে অন্যের।] ।। ৮৫।।

ভর্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্মকার্যঞ্চ নৈত্যকম্।
স্বা চৈব কুর্যাৎ সর্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন।। ৮৬।।

অনুবাদ। স্বামীর শরীর-শুশ্রূষা এবং দৈনন্দিন ধর্মকার্যগুলি সকল বর্ণের স্বামীর স্ত্রীই করবে; যে স্ত্রী স্বজাতি নয় সে কোনক্রমেই করতে পারবে না।

["শরীর-শুশ্রূষা"=স্বামীর জন্য আবশ্যক যে পাক করা, পরিবেশন করা, প্রতিজাগরণ করা প্রভৃতি পরিচর্যা স্বজাতি পত্নীই করবে। তবে হাত পা, পিঠ টিপে দেওয়া, কাপড়-চোপড় কেচে দেওয়া প্রভৃতি কাজ যে-কোন স্ত্রীই করতে পারবে। কিন্তু সে সময়ে যদি সকলেই কাছে থাকে শরীরের উর্দ্ধ অঙ্গ এবং নিম্নাঙ্গ টিপে দেওয়া উচ্চনীচ বর্ণানুসারে তারা ভাগ করে নেবে। "নৈত্যকং ধর্মকার্যম্"=দৈনন্দিন ধর্মকার্য, যেমন,—সায়ংকালে বৈশ্বদেবান্ন দেওয়া, অগ্নিশালা গোময়োপলিপ্ত করা, আচমনের কিংবা তর্পণের জল এনে দেওয়া প্রভৃতি]।। ৮৬ ।।

যস্তু তৎ কারয়েন্মোহাৎ স্বাজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া।
যথা ব্রাহ্মণচণ্ডালঃ পূর্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ।। ৮৭।।

অনুবাদ। স্বজাতীয়া স্ত্রী বর্তমান থাকতে যে লোক, মোহবশতঃ অন্য হীন-জাতীয়া স্ত্রীকে দিয়ে ঐসব কাজ করায় সে লোককে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালরূপেই গণ্য করা হয় অর্থাৎ সে লোক ব্রাহ্মণ হ'লেও চণ্ডালরূপে গণ্য হবে, কুলাচারাদি বিষয়ে একথা পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ বলে গেছেন ।। ৮৭ ।।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি।। ৮৮।।

অনুবাদ। উৎকৃষ্ট অভিরূপ এবং সজাতীয় বর পাওয়া গেলে কন্যা বিবাহের বয়স প্রাপ্ত না হলেও তাকে যথাবিধি সম্প্রদান করবে। [রূপ অর্থাৎ আকৃতি ভালভাবে প্রাপ্ত যে সে অভিরূপ। অথবা ; সুস্বভাব বিদ্বান্কেও 'অভিরূপ' বলা হয়। "সদৃশায়"=জাতি, বংশমর্যাদা প্রভৃতিতে নিজেদের তুল্য। "বর"=বিবাহকর্তা—জামাতা। "অপ্রাপ্তামপি"=কামোন্মেষ না হওয়ায় বিবাহযোগ্য না হ'লেও; অর্থাৎ বালিকা বা কৌমারাবস্থা যে কন্যা সে অপ্রাপ্ত। স্মৃত্যন্তরে এই নারীকে 'নগ্নিকা' বলা হয়েছে। যার কাম অর্থাৎ স্পৃহা উৎপন্ন হয় নি; অষ্টবর্ষবয়স্কা কিংবা ষড়্বৎসরবয়স্কা; তাই বলে যেন একেবারে শিশু না হয়।]।।৮৮।।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।। ৮৯।।

অনুবাদ। কন্যা ঋতুমতী হ'য়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পিতৃগৃহেই অবস্থান করবে সেও বরং ভাল, তবুও গুণহীন বরের (অর্থাৎ বিদ্যা, শৌর্যাধিক্য, সুন্দর চেহারা, উপযুক্ত বয়স, মহত্ত্ব, লোকনিষিদ্ধ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ দ্রব্যাদি বর্জন এবং কন্যার প্রতি অনুরাগ — এই গুলি নেই যে পাত্রের) হাতে ঐ কন্যাকে দান করবে না ।। ৮৯।।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্।। ৯০।।

অনুবাদ। কুমারী কন্যা ঋতুমতী হ'লেও তিন বৎসর পর্যন্ত গুণবান্ বরের অপেক্ষা করবে; ঐ সময় অতিক্রান্ত হ'লে অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে পিতা যদি তার বিবাহ না দেয়, তাহ'লে ঐ পরিমাণ কাল অপেক্ষার পর কন্যা নিজসদৃশ পতি নিজেই মনোনীত ক'রে নেবে।।৯০।।

অদীয়মানা ভর্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাঽধিগচ্ছতি।। ৯১।।

অনুবাদ। ঋতুমতী হওয়ার তিন বৎসর পরেও যদি ঐ কন্যাকে পাত্রস্থ করা না হয়, তাহ'লে সে যদি নিজেই পতি বরণ ক'রে নেয়, তার জন্য সে কোনও পাপের ভাগী হবে না। কিংবা যাকে সে বরণ করে, তারও কোনও পাপ বা দোষ হবে না।। ৯১।।

অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ম্বরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনঃ স্যাদ্ যদি তং হরেৎ।। ৯২।।

অনুবাদ। কন্যা যদি স্বয়ংবরা হয়, তাহ'লে পিতার, মাতার কিংবা ভ্রাতার দ্বারা প্রদত্ত কোনও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করা তার পক্ষে উচিত নয় [কন্যা যে স্বয়ংবরা হবে তার এমন

অভিপ্রায় না জেনে তার পিতা প্রভৃতিরা তাকে যে অলঙ্কার দিয়েছিল, তা সে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু কন্যার ঐ রকম অভিপ্রায় জেনেই যদি তারা অলঙ্কারাদি দেয়, তাহ'লে সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে না। অতএব 'এই পাত্রটির সাথে আমরা কন্যার বিবাহ দেবো' এইরকম অভিপ্রায় নিয়ে যে অলঙ্কার দেওয়া হয়েছিল তার অন্যথা হ'লে তা গ্রহণ করা ঐ কন্যার পক্ষে সঙ্গত হবে না।]; ঐ অলঙ্কারাদি গ্রহণ করলে সেই বর চোর ব'লে গণ্য হবে [অতএব বিবাহের সময় মেয়েটির গায়ে যেসব অলঙ্কার থাকবে, তা ঐ বর ছাড়িয়ে দেওয়াবে] ।। ৯২ ।।

পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ।। ৯৩।।

অনুবাদ। ঋতুমতী কন্যাকে যে বিবাহ করবে সেই ব্যক্তি কন্যার পিতাকে কোন শুল্ক দেবে না। কারণ, সেই পিতা কন্যার ঋতু নষ্ট কর্ছেন বলে কন্যার উপর তার যে অধিকার তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। [শুল্ক দিয়ে যেখানে কন্যাকে বিবাহ করা হয় সেরকম স্থানে কন্যা ঋতুমতী হ'লে পতিকে 'আর শুল্ক দিতে হবে না, এই প্রকার নিষেধ জানানো হচ্ছে । তার কারণ কি তাই বলছেন "স চ স্বাম্যাদতিক্রামেৎ",—সেই পিতা কন্যার উপর যে স্বত্ব ছিল তা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য বয়স প্রাপ্ত হ'লে তখনও যদি পিতা বিবাহ না দেয়, তা হ'লে তার উপর আর স্বত্ব থাকতে পারে না। যে কন্যা 'শুল্কদেয়া' তার পক্ষেও ঐ কারণটি সমভাবে প্রয়োজ্য; কাজেই সেরকম স্থানেও পিতা তখন নিজ অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়। অপক্রামেৎ = "অপক্রান্ত হয় অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। "**প্রতিরোধনাৎ**"=অপত্য উৎপাদনের কাজ প্রতিরুদ্ধ করায়।] ।। ৯৩।।

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।। ৯৪।।

অনুবাদ। ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ বারো বৎসর বয়সের মনোমত কন্যাকে বিবাহ করবে, অথবা, চব্বিশ বছর বয়সের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। এর দ্বারা বিবাহযোগ্য কাল প্রদর্শিত হ'ল মাত্র। তিনগুণের বেশী বয়সের পুরুষ একগুণ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করবে, এর কমবেশী বয়সে বিবাহ করলে ধর্ম নষ্ট নয়। [**ধর্মে সীদতি সত্বরঃ** বাক্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে মেধাতিথি বলেন, বিবাহবিষয়ে বরের বয়সের তিন ভাগের একভাগ কন্যার বয়স হতে পারে, যদি ঐ পুরুষ তার ধর্মকর্মে বিঘ্ন আসছে দেখে বিবাহে ত্বরান্বিত হয়। এই শ্লোকটির তাৎপর্য সম্বন্ধে মেধাতিথি বলেন, যে মেয়েটিকে পুরুষ বিবাহ করবে তার তুলনায় মেয়েটির বয়স, উপরি উক্তরকম ভাবে কম হবে, কিন্তু তাই ব'লে পরস্পরকে যে ঐ বয়সেই বিবাহ করতে হবে এমন নয় এবং উল্লিখিত পরিমাণ বয়সের সংখ্যা ধর্তব্য নয়। কিন্তু নিজের তুলনায় বয়সে বেশ ছোট যে মেয়ে তাকেই বিবাহ করা উচিত, এই অর্থই এখানে সূচিত হচ্ছে। কারণ, এই বচনটি বিবাহ-প্রকরণে অর্থাৎ 'বিবাহ করবে' এইরকম বিবাহবিষয়কে বিধি-বাক্যের সাথে পঠিত হচ্ছে না। তা যদি হত, তাহ'লে এই বচনটির দ্বারা, ঐ 'ত্রিশ বৎসর' প্রভৃতি কালটি বিবাহ-ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কার্য যে স্ত্রী এবং পুরুষ তাদের বিশেষণরূপে গৃহীত হত এবং ঐ কালটি ঐ ক্রিয়ার অঙ্গ হত।] ।। ৯৪ ।।

দেবদত্তাং পতির্ভার্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্।। ৯৫।।

অনুবাদ। পুরুষ যে নিজের ইচ্ছায় ভার্যাকে পায় তা নয়, কিন্তু দেবতারা তাকে দেন বলেই সে পায়। কাজেই সেই স্ত্রী সাধ্বী হ'লে তাকে ভরণপোষণ করা কর্তব্য, এর ফলে দেবতাদের প্রিয় আচরণ করা হয়।

[ভার্যা যদি সাধ্বী হয় তা হ'লে সে প্রতিকূল আচরণ কিংবা অপ্রিয়ভাষণ অথবা এই প্রকার অন্য কোন দোষ করলেও স্বামীর পক্ষে তাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য নয়। এ-ই হ'ল শ্লোকটির আসল বক্তব্য। বাকীটা সব প্রশংসাত্মক অর্থবাদ। তবে যে "একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে" এইরকম বলা হয়েছে তা অসাধ্বী স্ত্রী যদি একবার মাত্র ব্যভিচার করে তবে তার প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু একাধিকবার ব্যভিচাররতা হ'লে তাকে ত্যাগই করতে হয়। তা না হ'লে এখানে যে "তাং সাধ্বীং বিভৃয়াৎ" এইরকম বলা হয়েছে তার দ্বারা বিশেষ কিছু বলা হয় না অর্থাৎ এ কথার সার্থকতা থাকে না। তবে যে যাজ্ঞবল্ক্য- স্মৃতিতে বলা হয়েছে "স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে গৃহকর্মে তার অধিকার রহিত ক'রে দিয়ে মলিনবেশে রেখে কেলমাত্র শরীরধারণের উপযুক্ত আহার দিয়ে সতত ধিক্কার দিতে দিতে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়ে রাখবে" এই বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য যেখানে তাকে পোষণ করবার শক্তি তার স্বামীর আছে কিন্তু সে যদি ইচ্ছা করে তা হ'লে ঐভাবে রাখতে পারে। আর যদি তার ইচ্ছা না থাকে তা হ'লে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। আবার "পতিতা স্ত্রীকেও অন্নবস্ত্র দেওয়া উচিত" এইরকম বচন যে পরে বলা হবে তা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পক্ষে নয়। কিন্তু স্ত্রী যদি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ক'রে পতিত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে থেকে ভিক্ষান্ন ভোজন আরম্ভ করে, তখন যদি স্বামী তাকে ব্যসস্থান না দিতে চায়, তারই জন্য এই বচনটিতে ঐরকম করতে নিষেধ ক'রে বলা হয়েছে। মোটের উপর কিন্তু যে স্ত্রী একাধিকবার ব্যভিচার করতে থাকে তাকে ভরণ করবার নির্দেশ নেই। আর এখানে বচনটিতে যে 'ত্যাগ' করতে বলা হয় নি, তার এই অর্থ কল্পনা করতে হ'বে, - তাকে সম্ভোগ করা ত্যাগ করবে কিন্তু ভরণ করতে হবে।

" দেবদত্তাম্",—বিবাহমধ্যে "সোমোঽদদদ্ গন্ধর্বায়" ইত্যাদি বেদমন্ত্র এবং অর্থবাদ অনুসারে জানা যায় যে, দেবগণ মনুষ্যজাতীর বরকে ঐ কন্যাটি দান করেন; কাজেই সে দেবদত্তা অর্থাৎ দেবগণ কর্তৃক প্রদত্তা। অথবা "দেবদত্তা" শব্দের অর্থ দেবগণকে প্রদত্ত—অর্থাৎ বিবাহে সে দেবগণের ভার্যা হয়। "বিন্দতে নাত্মন ইচ্ছয়া",—হাটে বাজারে যেমন সোনাদানা গরু ছাগল প্রভৃতি দ্রব্য ইচ্ছামত পাওয়া যায় এই ভার্যা কিন্তু সেরকম নয়। "দেবানাং প্রিয়ং"=দেবগণের প্রিয় বা হিত; যদি ভার্যাকে ত্যাগ করা হয় তা হলে বৈশ্বদেব প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হওয়া দেবগণের 'হিত' নেই। এই কারণে সে বিদ্বেষপরায়ণা হ'লেও তাকে ভরণ করা কর্তব্য. আর যদি সে ব্রহ্মহত্যাদি কর্মদোষে পাতিত্য প্রাপ্তি হয়, তা হ'লে সে ঐসকল দেবকর্মের অধিকারিণী হবে না । কাজেই তার উপর পুরুষকে আর একটি বিবাহ করতে হয়।] ।। ৯৫ ।।

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ।। ৯৬।।

অনুবাদ। গর্ভধারণের জন্য নারী এবং গর্ভাধানের জন্য পুরুষ সৃষ্ট হয়েছে। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে বলা হয়েছে ধর্মকর্ম পত্নীর সাথে মিলিত ভাবে কর্তব্য।

["প্রজনার্থং"=গর্ভ গ্রহণের জন্য। "সন্তনার্থং"=গর্ভ উৎপাদনের জন্য। যেহেতু অপত্য উৎপাদনরূপ কর্ম উভয়াধীন সেই কারণে ধর্মানুষ্ঠানটি স্ত্রী এবং পুরুষের উভয়সাধারণ কর্ম ব'লে বেদমধ্যে বলা হয়েছে যে, পত্নীর সাথে ধর্মানুষ্ঠান করবে। অতএব পুরষের পক্ষে এককভাবে ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার না থাকায় স্ত্রী বিদ্বেষভাজন হ'লেও তাকে পরিত্যাগ করা যায় না]।।৯৬।।

কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং ম্রিয়তে যদি শুল্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে।। ৯৭।।

অনুবাদ। কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য তার অভিভাবককে শুল্ক দেওয়ার পর যদি সেই ভাবী বরটি মারা যায়, তা হ'লে কন্যা যদি অনুমোদন করে, তবে সেই ব্যক্তির ভ্রাতাকে ঐ কন্যাটিকে দান করতে হবে।

[যে কন্যার পিতা-প্রভৃতিরা কোনও পাত্রের কাছ থেকে শুল্ক নিয়েছে অথচ কন্যাটিকে দান করে নি, কেবলমাত্র মুখের কথায় 'দেব' ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছে, ইতিমধ্যে সেই শুল্ক-দাতা ভাবী বরটি যদি মারা যায়, তা হ'লে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতারা যেমন দ্রৌপদীকে গ্রহণ করেছিলেন সেইভাবে সেই মেয়েটিকেও ঐ বরের ভ্রাতারা অন্যান্য দ্রব্যের মত সকলেই গ্রহণ করবে এবং যদি তার কোন ভ্রাতা না থাকে তা হ'লে সপিণ্ডেরা গ্রহণ করবে; এই ব্যবস্থাই সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম বলেছেন "দেবরায় প্রদাতব্যা";—সকল ভাইয়েদের দিতে হবে না, কিংবা কোন সপিণ্ডকেও দিতে হবে না, কিন্তু একজন ভ্রাতাকেই দিতে হবে। কিন্তু সে ব্যাপারেও ঐ মেয়েটির সম্মতি থাকা আবশ্যক। আচ্ছা, এ বিষয়ে মেয়েটির যদি সম্মতি না থাকে তা হ'লে সেই যে শুল্ক নেওয়া হয়েছিল তার কি বিলিব্যবস্থা হবে? (উত্তর)—যদি মেয়েটি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে থাকতে চায় তা হ'লে সেই শুল্কটি কন্যার পিতৃপক্ষীয়গণেরই হবে। আর যদি সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে তা হ'লে আগেকার সেই শুল্কটি ছেড়ে দিয়ে (ফেরৎ দিয়ে) অন্য বরের নিকট থেকে শুল্ক নিয়ে তার হাতে মেয়েটিকে দেবে] ।। ৯৭ ।।

আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ।
শুল্কং হি গৃহ্নন্ কুরুতে ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্।। ৯৮।।

অনুবাদ। কন্যাদান করতে গিয়ে শূদ্রও যেন শুল্ক গ্রহণ না করে অর্থাৎ শূদ্রের ও-টি করা উচিত নয় ; ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ত কথাই নেই। কারণ, যে লোক শুল্ক গ্রহণ করে, বস্তুতঃ সে প্রচ্ছন্ন-ভাবে কন্যা বিক্রয়ই করে থাকে।

[যদি কেউ কেউ ইচ্ছাপূর্বক শুল্ক গ্রহণ করে তা হ'লে তার পক্ষে বিধি কি তা আগের শ্লোকটিতে বলা হ'ল। হতে কেউ হয়ত মনে করতে পারে যে, কন্যার বিবাহে বরের নিকট থেকে শুল্ক গ্রহণ কারা হলে কোন দোষ হয় না, যেহেতু যে কন্যার বিবাহে শুল্ক নেওয়া হয়েছে তার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম শাস্ত্রেই উক্ত হয়েছে, (কাজেই ওটি শাস্ত্রানুমোদিত)। এই প্রকার শঙ্কা হ'তে পারে ব'লে তা নিরাস করবার জন্য বলছেন "আদদীত ন শূদ্রোহপি শুল্কম্"=শুল্ক গ্রহণ করা শূদ্রের পক্ষেও কর্তব্য নয়। যে বিষয়ে লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে ইচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্ত হয়, শাস্ত্র কেবল সে সম্বন্ধে নিয়ম করে দিচ্ছে। কিন্তু এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে ঐ কাজ করা (শুল্ক গ্রহণ) শাস্ত্রসম্মত। যেমন শাস্ত্রমধ্যে মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়েছে, তাই বলে যে মদ্যপান শাস্ত্রসম্মত এরকম নয়। শুল্ক সম্বন্ধেও সেইরকম বলা হয়েছে "লোভবশত শুল্ক গ্রহণ করলে" ইত্যাদি। যে বিশেষ অর্থে ঐভাবে পুনরায় বলা হয়েছে তার তাৎপর্য দেখানো হ'ল।] ।। ৯৮ ।।

এতত্তু ন পরে চক্রুর্নাপরে জাতু সাধবঃ।
যদন্যস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীয়তে।। ৯৯।।

অনুবাদ। প্রাচীনকালের কিংবা পরবর্তীকালের সজ্জনগণ কেউ কখনো এরকম কাজ করেন নি যে একজনকে 'কন্যা দান করব' 'দেব' ব'লে স্বীকার করে আবার অন্য একজনকে ঐ কন্যা দান করা হ'ল। ।। ৯৯ ।।

নানুশুশ্রুম জাত্বেতৎ পূর্বেষ্বপি হি জন্মসু।
শুল্কসংজ্ঞেন মূল্যেন ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্।। ১০০।।

অনুবাদ। কল্পান্তরেও যে কখনো এরকম হতো অর্থাৎ শুল্কনামক মূল্য নিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কন্যা বিক্রয় করা হতো তা কখনো আমরা শুনি নি। ।। ১০০।।

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ।। ১০১।।

অনুবাদ। স্ত্রী এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠকর্তব্য সম্বন্ধে এই কথাই সংক্ষেপে বলা যায় যে, মরণকাল পর্যন্ত ভার্যা ও পতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি ব্যভিচার অর্থাৎ ব্যতিক্রম করবে না।

[এখানে কোন বিশেষ অর্থ না দেখিয়ে সাধারণভাবে 'অব্যভিচার' বলা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা সকল কাজে অব্যভিচার বলা হয়েছে অর্থাৎ কোন কাজই উভয়ের একজন আর একজনকে ছেড়ে করতে পারবে না। এইজন্য আপস্তম্ব বলেছেন,—"ধর্ম,অর্থ এবং কাম কোন কাজেই পত্নীকে লঙ্ঘন করা অর্থাৎ তাকে বাদ দেওয়া চলবে না"। ধর্ম, অর্থ এবং কাম এগুলি শ্রেয়ঃ, এই তিনটি 'ত্রিবর্গ'।]।।১০১।।

তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাতিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্।। ১০২।।

অনুবাদ। স্ত্রী এবং পুরুষ বিবাহ-সংস্কারে আবদ্ধ হ'য়ে সকল সময় এমন কাজ করতে থাকবে যাতে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ধর্মাদি কাজ পৃথক্‌ভাবে না করে।

["তথা যতেয়াতাম্"= সেইভাবে যত্নপরায়ণ হবে যাতে "ইতরেতরং"=পরস্পর "নতিচরেতাম্"=অতিচারযুক্ত না হয়। 'অতিচার' শব্দের অর্থ অতিক্রম অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কাম বিষয়ে পরস্পর মিলিত না থাকা। "কৃতক্রিয়ৌ"=বিবাহদি সংস্কার। ক'রে গৃহস্থধর্মে নিযুক্ত থাকা। এই শ্লোকটি প্রকরণার্থের উপসংহারস্বরূপ, এখানে কোনো অনুক্ত বিষয়, নূতন কথা বলা হয় নি]।।১০২।।

এষ স্ত্রীপুংসয়োরুক্তো ধর্মো বো রতিসংহিতঃ।
আপদ্যপত্যপ্রাপ্তিশ্চ দায়ভাগং নিবোধত।। ১০৩।।

অনুবাদ— স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পরস্পরের সম্প্রীতিকে আশ্রয় ক'রে যে ধর্ম পালনীয় তা এবং আপৎকল্পে কিভাবে অপত্যলাভ হ'তে পারে তা আপনাদের কাছে বলা হ'ল এখন দায়ভাগ সম্বন্ধে যা নিয়ম অর্থাৎ যেরকম কর্তব্য তা আপনারা শুনুন।

[এই শ্লোকটি পূর্ব্ব প্রকরণ এবং পরবর্তী প্রকরণের সম্বন্ধবোধক। স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম এবং অপত্যজন্ম বলা হ'লে দায়বিভাগ বিষয়ক নিয়ম বলা চলে] ।। ১০৩ ।।

ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্‌থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ।। ১০৪।।

অনুবাদ। পিতা এবং মাতার মৃত্যুর পর ভাই-এরা সমবেত হ'য়ে পিতার এবং মাতার ধন বিভাগ করে নেবে, কারণ, তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রদের কোন স্বামিত্ব বা অধিকার নাই। ।। ১০৪ ।।

জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্লীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।
শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা।। ১০৫।।

অনুবাদ। যেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতিধার্মিক এবং অন্যান্য সকল ভ্রাতার একত্র বাস করার অভিলাষ আছে, সে-ক্ষেত্রে বিভাগ না ক'রে রক্ষণাবেক্ষণার্থ সকল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারে ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মধ্যম - কনিষ্ঠ প্রভৃতি ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার মতো মান্য করবে। আহারাদি ও পোষাক - পরিচ্ছদের জন্য তারা জ্যেষ্ঠকে উপজীব্য ক'রে থাকবে। [এখানে শ্লোকটির তাৎপর্য এইরকম - যদি বড়ো ভাই সকল পৈতৃক ধনের রক্ষণাবেক্ষণে কুশল হন এবং ছোট ভাইএরা পৈতৃক ধন বিভাগ করতে ইচ্ছা না করে, তাহ'লেই উক্ত ব্যবস্থা, তা না হ'লে পিতার মরণের পর পৈতৃকধনে কেবল বড়ো ভাইএরই যে একমাত্র অধিকার এমন নয়।] ।। ১০৫ ।।

জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্বমর্হতি।। ১০৬।।

অনুবাদ। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জ্যেষ্ঠ পুত্র অসংস্কৃত থাকলেও তার দ্বারাই ম.নুষ পুত্রবিশিষ্ট হয় এবং ঐ পুত্র তার পিতৃপুরুষগণকে পুন্ - নামক নরক থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য সে পিতৃ ঋণ থেকে মুক্ত হয়; জ্যেষ্ঠই প্রকৃত অর্থে পুত্রপদবাচ্য। এইরকম বিচার করলে, জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিতৃধন লাভ করার যোগ্য। ।। ১০৬ ।।

যস্মিনৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ।। ১০৭।।

অনুবাদ। যে জ্যেষ্ঠপুত্রের উৎপত্তিমাত্র পিতা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন, এবং যার দ্বারা পিতা মোক্ষ লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যথার্থ ধর্মজ - সন্তান বলা যায়; অবশিষ্ট পুত্রগুলি সব কামজ, জ্ঞানীরা এইরকম বিবেচনা করেন ।। ১০৭ ।।

পিতেব পালয়েৎ পুত্রান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
পুত্রবচ্চাপি বর্তেরন্ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্মতঃ।। ১০৮।।

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহার ও বস্ত্রাদি দান ক'রে সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পিতার মতো পালন করবে; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও ধর্মানুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পিতার মতো আচরণ করবে।।১০৮।।

জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্দ্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পূজ্যতমো লোকে জ্যেষ্ঠঃ সদ্ভিরগর্হিতঃ।। ১০৯।।

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি গুণবান্ হয় তবে সে কুলগৌরব বৃদ্ধি করতে অর্থাৎ বংশের মুখোজ্জ্বল করতে পারে। আবার ঐ জ্যেষ্ঠই যদি গুণহীন হয় তাহ'লে সে বংশকে ডোবাতে পারে। [কারণ, জ্যেষ্ঠ ধার্মিক ও সদাচার পরায়ণ হ'লে কনিষ্ঠেরা তাকে দেখে শেখে এবং সেইরকম আচরণ করতে থাকে। আবার সে যদি নির্গুণ হয়, তাহ'লে কনিষ্ঠেরাও সেইরকম হ'য়ে তার সাথে বিবাদাদি করতে থাকে।] গুণবান্ জ্যেষ্ঠ সংসারে অত্যন্ত পূজনীয় হয়, সে

সজ্জন সমাজে অনিন্দনীয় অর্থাৎ সমাদৃত হয় ।। ১০৯ ।।

যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।
অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সম্পূজ্যস্তু বন্ধুবৎ।। ১১০।।

অনুবাদ। যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি জ্যেষ্ঠোচিত কর্তব্যানুষ্ঠান করে [জ্যোষ্ঠবৃত্তিঃ = যেমন কনিষ্ঠগণকে পুত্রের মতো স্নেহ করা, পালন করা, কনিষ্ঠগণের শরীর ও ধন সম্পদের প্রতি নিজের শরীরাদির মতো যত্নবান হওয়া, অকাজে প্রবৃত্ত হ'লে তা থেকে কনিষ্ঠগণকে নিবৃত্ত করা ইত্যাদি ।] তাহ'লে সে একাধারে মাতা ও পিতার মতো মান্য হয়। কিন্তু যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্যথা আচরণ করে [অর্থাৎ যদি জ্যেষ্ঠের মতো ব্যবহার না করে] তাহ'লে তাকে মাতুল-পিতৃব্য প্রভৃতি পূজনীয় বান্ধবগণকে যেমন করা হয় কেবলমাত্র সেইভাবে প্রত্যুত্থান-অভিবাদনাদির দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য [অর্থাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতা যখন অন্যথা আচরণ করছে, তখন তার প্রতি যে আজ্ঞাবহভাব থাকার কথা সেটি আর থাকবে না।] ।। ১১০ ।।

এবং সহ বসেয়ুর্বা পৃথগ্বা ধর্মকাম্যয়া।
পৃথগ্বিবর্দ্ধতে ধর্মস্তস্মাদ্ধর্ম্যা পৃথক্ ক্রিয়া।। ১১১।।

অনুবাদ। এইভাবে সহোদরগণ অবিভক্তভাবে এক সঙ্গে বাস করবে অথবা ধর্মাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে পৃথক্ পৃথক্ বাস করবে। কারণ, পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করলে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের জন্য ধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য পৃথক্ হওয়া ধর্মসাধক ।। ১১১ ।।

জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরম্।
ততোঽর্দ্ধং মধ্যমস্য স্যাৎ তুরীয়ন্তু যবীয়সঃ।। ১১২।।

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ধন সম্পত্তির বিশ ভাগের এক ভাগ 'উদ্ধার' অর্থাৎ অতিরিক্ত পাবে, এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে যেটি সেরা সেটিও পাবে। মধ্যম তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ 'উদ্ধার' পাবে আর কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ সমগ্র ধন সম্পত্তির আশী ভগের এক ভাগ ঐ 'উদ্ধার' পাবে।

[জ্যেষ্ঠস্য বিংশঃ = যা কিছু ধনসম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর থাকবে তার বিশ ভাগের একভাগ আলাদা করে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতে হবে। মধ্যমস্য তদর্দ্ধম্ = মধ্যম পুত্রকে তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এরকম, কনিষ্ঠ পুত্রকে জ্যেষ্ঠের যা উদ্ধার সেই তুলনায় তার সিকি ভাগ অর্থাৎ সমগ্র ধনসম্পত্তির আশী ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। এইভাবে প্রথমত 'উদ্ধার' সরিয়ে রেখে তার পর সেই ধনসম্পত্তি সমান তিন ভাগ করতে হবে। (তিন ভাই থাকলে এই নিয়ম)। তার মধ্যেও আবার "যদবরং"=সকলের মধ্যে যেটি সেরা সেটি জ্যেষ্ঠের হবে। অথবা "দ্রব্যেষ্বপি পরং বরং" এরকম পাঠ্যন্তরও আছে। উত্তম, অধম এবং মধ্যম যত প্রকারের দ্রব্যাদি আছে সেগুলির মধ্য থেকে একটি যে শ্রেষ্ঠ বস্তু তা ঐ জ্যেষ্ঠকে দেবে। যেখানে অনেকগুলি গরু কিংবা ঘোড়া আছে সেখানে ঐগুলির ভিতর থেকে শ্রেষ্ঠটি জ্যেষ্ঠকে দিতে হবে, তার বিনিময়ে অন্য কোন দ্রব্য কিংবা মূল্য তাকে দিতে হবে না। যেখানে তিনটি ভাই আছে এবং তারা সকলেই গুণবান্ সেখানেই এই 'উদ্ধার' বিষয়ক নিয়মটি প্রয়োজ্য, যেহেতু গুণবান্ ব্যক্তিদের জন্যই 'উদ্ধার' দেবার নিয়ম দেখা যায়।] ।। ১১২।।

জ্যেষ্ঠশ্চৈব কনিষ্ঠশ্চ সংহরেতাং যথোদিতম্।
যেঽন্যে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং তেষাং স্যান্মধ্যমং ধনম্।। ১১৩।।

অনুবাদ। যেখানে ভাইয়েরা সংখ্যায় তিন জনের বেশী সেখানে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পূর্বোল্লিখিত উদ্ধার গ্রহণ করবে । আর মাঝখানে অন্য যত ভাই পড়বে তারা সকলে মিলে ঐ মধ্যম উদ্ধারটি নেবে।

[যেখানে পিতার তিনটির বেশী পুত্র সেখানে তার ধনসম্পত্তি থেকে গুণবান্ জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠের জন্য পূর্বোল্লিখিত 'উদ্ধার'টি সরিয়ে রেখে গুণবান্ মধ্যম ভ্রাতার জন্য পূর্বে যে চত্বারিংশত্তম ভাগ 'উদ্ধার' বলা হয়েছে সেটি মধ্যম ভ্রাতারা সংখ্যায় অনেক হ'লেও সকলে ভাগ করে নেবে। কিন্তু মধ্যম ভ্রাতার সকলে যদি সমান গুণ সম্পন্ন হয় তা হলে প্রত্যেকের জন্য চত্বারিংশত্তম ভাগ ঐ 'উদ্ধার'রূপে রাখতে হবে। "তেষাং স্যান্মাধ্যমং ধনং" বচনের এই অংশটি দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। পূর্ব শ্লোকটিতে মধ্যমের জন্য যে 'উদ্ধার' নির্দেশ করা হ'লে তা সব কয়জন মধ্যমকে দিতে হবে। অথবা মধ্যমদের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে যে মধ্যম হবে তাকেই তা দিতে হবে। এর মধ্যে প্রথম পক্ষটি মধ্যমরা সকলেই যদি নির্গুণ হয় তা হ'লে সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, তারা বহু ধন পাবার যোগ্য নয়। আর দ্বিতীয় পক্ষটি মধ্যমরা যদি গুণবান্ হয় তা হলে সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।] ।। ১১৩ ।।

সর্বেষাং ধনজাতানামাদদীতাগ্র্যমগ্রজঃ।
যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিদ্দশতশ্চাপ্নুয়াদ্বরম্।। ১১৪।।

অনুবাদ। সকল প্রকার ধনসম্পত্তির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তাই জ্যেষ্ঠ পুত্র পাবে। আর যে জিনিসটা সর্বোৎকৃষ্ট সেটিও পাবে এবং দশটি গবাদি পশুর মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি পাবে।
[শ্লোকটির প্রথম অর্দ্ধাংশে পূর্বোল্লিখিত বিষয়েরই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। "ধনজাতানাং" শব্দে 'জাত' শব্দটির অর্থ জাতি; অথবা এর অর্থ 'প্রকার'। "অগ্রজঃ"=জ্যেষ্ঠ। "অগ্র্যং"=শ্রেষ্ঠ। "যচ্চ সাতিশয়ং",—বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি একটিও যদি উৎকৃষ্ট বস্তু থাকে তা হ'লে সেটি জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য। "দশতো বরম্", —দশটির মধ্যে উৎকৃষ্টটি জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত পাবে। যেমন, —যদি দশটি গরু কিংবা দশটি ঘোড়া থাকে তা হ'লে তার মধ্য থেকে একটি উৎকৃষ্ট গরু বা ঘোড়া জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত পাবে। কিন্তু দশটির কম যদি হয় তা হ'লে আর জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত কিছু পাবে না। 'দশ' শব্দটির অর্থ 'বর্গ'। কেউ কেউ বলেন "দশতঃ" এখানে স্বার্থে 'তস্' প্রত্যয় হয়েছে। তার অর্থ দশটি সুতরাং "দশতো বরান্"= এইভাবে বহুবচনান্ত পাঠ ধ'রে তারা দশটি উৎকৃষ্ট বস্তু পাবে, এইরকম অর্থ করেন।]।।১১৪।।

উদ্ধারো ন দশস্বস্তি সম্পন্নানাং স্বকর্মসু।
যৎকিঞ্চিদেব দেয়ন্তু জ্যায়সে মানবর্দ্ধনম্।। ১১৫।।

অনুবাদ। যদি ভ্রাতারা সকলেই সৎকর্ম সম্পন্ন হয় তা হ'লে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দশটির মধ্যে ঐ যে একটি 'উদ্ধার' তা পাবে না। তবে জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষার জন্য যা হয় কিছু একটা অতিরিক্ত দেওয়া উচিত। ।। ১১৫ ।।

এবং সমুদ্ধৃতোদ্ধারে সমানংশান্ প্রকল্পয়েৎ।
উদ্ধারেঽনুদ্ধৃতে ত্বেষামিয়ং স্যাদংশকল্পনা।। ১১৬।।

অনুবাদ। এইভাবে 'উদ্ধার' পৃথক্ ক'রে না রাখা হ'লে অবশিষ্ট যা থাকবে তা সমান

সমান ভাগ করতে হবে। কিন্তু ঐ 'উদ্ধার' যদি আলাদা করে রাখা না হয় তা হ'লে ভাইয়েদের মধ্যে এই বক্ষ্যমাণ প্রকারে অংশ স্থির করতে হবে। ।। ১১৬ ।।

একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽধ্যর্দ্ধং ততোঽনুজঃ।
অংশমংশং যবীয়াংস ইতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ।। ১১৭।।

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুই অংশ নেবে, তার পরবর্তী যে সে দেড় ভাগ নেবে, আর অন্যান্য কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলে এক এক ভাগ করে নেবে।

[জ্যেষ্ঠ পুত্র "একাধিকং হরেৎ"=নিজের যা অংশ, তার উপর আর এক ভাগ "হরেৎ"=নেবে, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ দুই ভাগ নেবে। "ততোঽনুজঃ"=তার পরবর্তী যে অর্থাৎ দ্বিতীয় পুত্র "অধ্যর্দ্ধং"=দেড় ভাগ নেবে। "যবীয়াংসঃ"=তার পরে যারা জন্মেছে তারা সকলে সমান সমান অংশ নেবে—কেউ কম কেউ বেশী পাবে না, এই হ'ল তাৎপর্যার্থ।]।। ১১৭ ।।

স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ।। ১১৮।।

অনুবাদ। ভ্রাতারা স্বজাতীয় অবিবাহিত ভগিনীগণকে নিজ নিজ অংশ থেকে চতুর্থ ভাগ ধন পৃথক্ করে দান করবে; যদি তারা দিতে অনিচ্ছুক হয় তা হলে পতিত হবে।

['কন্যা' শব্দটি সাধারণতঃ অবিবাহিতা নারী অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যেমন 'কানীন পুত্র' (কন্যা অবস্থায় প্রসূত পুত্র) । অন্য স্মৃতিমধ্যে "অদত্তানাম্" (অবিবাহিত) এইরকম উল্লেখ আছে। সুতরাং অবিবাহিত কন্যার জন্যই এই প্রকার বিভাগ বলা হয়েছে। "স্বাভ্যঃ" শব্দের অর্থ স্বজাতীয় কন্যাগণকে তার ভ্রাতারা "চতুর্ভাগং দদ্যুঃ"=চতুর্থ ভাগ দেবে;—। "স্বাদংশাৎ"=নিজ নিজ অংশ থেকে। যেখানে অনেকগুলি অবিবাহিত ভগিনী থাকবে সে ক্ষেত্রে তাদের সমান জাতীয় ভ্রাতারা পৈতৃক ধনের যে অংশ পাবে তারই চতুর্থ ভাগ তাদের দেবে এইরকম কল্পনা করতে হবে। আর তা হইলে অর্থটি দাঁড়াবে এরকম—সেই জাতীয় পুত্রগণের সমষ্টিগতভাবে যা প্রাপ্য তা চার ভাগ করে ঐ পুত্র তিন ভাগ নেবে আর কন্যা চতুর্থ ভাগ (এক ভাগ) নেবে। কেউ কেউ বলেন, বিবাহের জন্য যা আবশ্যক, তা-ই মাত্র কন্যাকে দিতে হবে, 'চতুর্থ ভাগ'- এর কথা যে বলা হয়েছে তার যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নয়। ভ্রাতারা যদি ভগিনীকে না দেয় তা হ'লে তাদের প্রত্যবায় হবে।] ।। ১১৮ ।।

অজাবিকং সৈকশফং ন জাতু বিষমং ভজেৎ।
অজাবিকন্তু বিষমং জ্যেষ্ঠস্যৈব বিধীয়তে।। ১১৯।।

অনুবাদ। বিভাগকালে ছাগল,মেষ এবং একশফ প্রাণী যদি ভাগ করবার পর একটি অতিরিক্ত হয় তা হলে সেটি অন্য ভ্রাতারা মূল্যাদি স্থির করে ভাগ ক'রে নেবে না, কিন্তু সেটি জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য হবে।

["একশফ"=যেসব প্রাণীর খুর খণ্ডিত (কাটা) নয় কিন্তু জোড়া—যেমন, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি। ছাগল,মেষ এবং ঐ সব প্রাণীর মধ্যে যেটিকে সমান সংখ্যায় ভাগ করতে পারা যাবে না, সেটি জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য হবে; সেটির সাথে অন্য কোন দ্রব্যের সমতা করে কিংবা সেটি বিক্রয় করে যে মূল্য হবে তা জ্যেষ্ঠের নিকট থেকে নেবে না।] ।। ১১৯ ।।

যবীয়ান্ জ্যেষ্ঠভার্যায়াং পুত্রমুৎপাদয়েদ্ যদি।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ।। ১২০।।

অনুবাদ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে পুত্রসন্তান উৎপাদন করে, তা হ'লে সেই পুত্রের এবং তার পিতৃব্যের মধ্যে সমান সমান বিভাগ হবে, এটিই 'ধর্ম' ব্যবস্থা।

[নিয়োগধর্মানুসারে যে পুত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীতে উৎপাদিত হবে তার পিতা যেমন তার সহোদরের (নিয়োগোৎপন্ন ঐ পুত্রের পিতৃব্যের) সাথে বিভাগ-কালে 'উদ্ধার' পেত তার পক্ষেও তা পাওয়া অতিদেশ-বিধিবলে প্রসক্ত হয়। তা নিষেধ করবার জন্য এইরকম বলা হচ্ছে যে "সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাৎ"। তাৎপর্যার্থ এই যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন 'উদ্ধার' এবং 'অধিক' বস্তুটি পেত তার ঐ ক্ষেত্রজ পুত্রটি সেরকম পাবে না, কিংবা, যৎকিঞ্চিৎ অতিরিক্তও পাবে না। বিভাগ সমান হবে। কার সাথে ? (উত্তর)—তার উৎপাদক (জন্মদাতা) যে কনিষ্ঠ পিতৃব্য তার সাথে। কিন্তু পুত্রটি যদি 'অনিযুক্তা'র গর্ভজাত হয়, তা হ'লে সে যে কোন অংশই পাবে না, তা পরে বলা হবে। এক্ষেত্রে ভ্রাতারা যে সহিত (একান্নবর্তী) এটি তার জ্ঞাপক। ভ্রাতৃ-শব্দের উল্লেখ থাকলেও ভ্রাতা জীবিত না থাকলেও ভ্রাতৃপুত্রের সাথে বিভাগ কর্তব্য] ।। ১২০।।

উপসর্জনং প্রধানস্য ধর্মতো নোপপদ্যতে।
পিতা প্রধানং প্রজনে তস্মাদ্ধর্মেণ তং ভজেৎ।। ১২১।।

অনুবাদ— যা উপসর্জন অর্থাৎ গৌণ বা অপ্রধান তা যে প্রধানের সমান হবে, এব্যাপারটি ধর্ম সঙ্গত হ'তে পারে না। অপত্য উৎপাদন বিষয়ে পিতাই প্রধান; কাজেই পিতার ঔরসপুত্রই পিতার মতো ভাগ পেতে পারে। এইজন্য ক্ষেত্রজ পুত্রকে পূর্বোল্লিখিত ঐ 'ধর্ম' ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে।

["উপসর্জন" শব্দের অর্থ অপ্রধান অর্থাৎ ক্ষেত্রজ পুত্র, "প্রধানস্য"=প্রধানের অর্থাৎ ঔরস পুত্রের তুল্য, এটি "ধর্মতঃ"=শাস্ত্রানুসারে সঙ্গত হতে পারে না। ঔরস পুত্র তার পিতার মতো জ্যেষ্ঠ অংশ সমগ্রভাবেই পাবে। কিন্তু এটি ক্ষেত্রজ পুত্র—এ অপ্রধান। অতএব "ধর্মেণ"=ধর্ম অনুসারে—"ধর্ম" অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত যে বিভাগব্যবস্থা তা মেনে নেবে। "পিতা প্রধানং প্রজনে",—পিতা বলতে উৎপাদক পিতাকে বোঝানো হচ্ছে, সেই উৎপাদক পিতাই প্রধান (কাজেই তার দ্বারা যে পুত্র উৎপাদিত হয় সেই পুত্রই প্রধান); কিন্তু এই পুত্রটি অপ্রধান; কারণ এ তার পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকর্তৃক উৎপাদিত হয়েছে। "উপসর্জনং প্রধানস্য" এখানে "সমং" এই পদটি অধ্যাহার ক'রে অর্থ করতে হবে। পূর্ব-শ্লোকে ক্ষেত্রজ পুত্রের জ্যেষ্ঠাংশ প্রাপ্তির যে নিষেধ বলা হয়েছে, এটি তারই অর্থবাদস্বরূপ।]।। ১২১ ।।

পুত্রঃ কনিষ্ঠো জ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পূর্বজঃ।
কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ।। ১২২।।

অনুবাদ। প্রথমে যাকে বিবাহ করা হয়েছে সেই ভার্যার গর্ভে যদি পুত্রটি পরে জন্মে অতএব কনিষ্ঠ হয় এবং পরে যাকে বিবাহ করা হয়েছে তার গর্ভে যদি পুত্রটি প্রথমে জন্মে সুতরাং জ্যেষ্ঠ হয় তা হ'লে তাদের মধ্যে ধন বিভাগ কিভাবে হবে, এই প্রকার সংশয় যদি হয়, — ।। ১২২।।

একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত স পূর্বজঃ।
ততোঽপরেঽজ্যেষ্ঠবৃষস্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ।। ১২৩।।

অনুবাদ। প্রথম পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান কনিষ্ঠ হ'লেও মাতৃজ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠভাবাপন্ন হওয়ায় সে বৃষভদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃষভটিকে উদ্ধার-রূপে লাভ করবে; এবং তার পরে অন্য

স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা জ্যেষ্ঠ হ'লেও তাদের নিজ নিজ মাতার কনিষ্ঠতা অনুসারে তারা হীন হওয়ায় প্রত্যেকে এক একটি অপকৃষ্ট বৃষভ প্রাপ্ত হবে। [অতএব পুত্রেরা নিজ নিজ মাতার জ্যেষ্ঠতা অনুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ব'লে বিবেচিত হবে। এখানে মাতার জ্যেষ্ঠতাকেই গ্রহণ করা হ'ল; জন্মের জ্যেষ্ঠতাকে আমল দেওয়া হ'ল না।] ।। ১২৩ ।।

জ্যেষ্ঠস্তু জাতো জ্যেষ্ঠায়াং হরেদ্ বৃষভষোড়শাঃ।
ততঃ স্বমাতৃতঃ শেষা ভজেরন্নিতি ধারণা।। ১২৪।।

অনুবাদ। কিন্তু যদি প্রথম-পরিণীতা স্ত্রীতে জ্যেষ্ঠ সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহ'লে সে পনেরটি গাভী এবং একটি বৃষভ উদ্ধার পাবে। অবশিষ্ট ভ্রাতারা সকলে নিজ নিজ মাতার জ্যেষ্ঠতা অনুসারে উৎকৃষ্ট - অপকৃষ্টক্রমে গোরুগুলি ভাগ ক'রে নেবে ।। ১২৪ ।।

সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ।
ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে।। ১২৫।।

অনুবাদ। সমান-জাতীয়া পত্নীর গর্ভে যে সব পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তাদের সকলেরই জ্যেষ্ঠতা মাতৃজ্যেষ্ঠত্বানুসারে ধর্তব্য হবে না, কিন্তু তাদের জন্মানুসারে অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠত্বানুসারে জ্যেষ্ঠতা গ্রাহ্য ।। ১২৫ ।।

জন্মজ্যেষ্ঠেন চাহ্বানং সুব্রহ্মণ্যাস্বপি স্মৃতম্।
যময়োশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা।। ১২৬।।

অনুবাদ। জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞে 'সুব্রহ্মণ্যাহ্বান' নামক যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাতে যে ব্যক্তি ঐ যজ্ঞ করছে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উল্লেখ ক'রে, অমুকের পিতা' এইরকম ব'লে মন্ত্রপ্রয়োগ করতে হয় এবং সেখানে জন্মানুসারে যে পুত্র জ্যেষ্ঠ তারই নাম উল্লেখ করা হয়। এইরকম যমজ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যে পুত্র প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সন্তানই জ্যেষ্ঠ ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে ।। ১২৬ ।।

অপুত্রোঽনেন বিধিনা সুতাং কুর্বীত পুত্রিকাম্।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরম্।। ১২৭।।

অনুবাদ। যে লোকের কোন পুত্র সন্তান নেই সে এই বক্ষ্যমাণ নিয়মে নিজের কন্যাকে 'পুত্রিকা'রূপে স্থির করবে। কন্যাকে পাত্রস্থ করবার সময় ঐ কন্যার পিতা জামাতার সাথে বন্দোবস্ত ক'রে এই কথা তাকে বলবে—"এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সে আমার পিণ্ড দানকারী হবে"।

[আমার এই কন্যাতে যে অপত্য (পুত্র সন্তান) জন্মাবে সে আমার "**স্বধাকরং**"=স্বধা সম্পাদন করবে। পুত্রের পক্ষে পিতার যেসকল ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদি কাজ করতে হয় তা-ই এখানে 'স্বধা' শব্দটির দ্বারা বোধিত হচ্ছে; তাই ব'লে যে ঐ কন্যা সম্প্রদান করবার কালে এই 'স্বধা' শব্দটিই উচ্চারণ করতে হবে, এরকম নয়। এ সম্বন্ধে গৌতম বলেছেন, "অপত্য-(পুত্র)-হীন পিতা অগ্নি এবং প্রজাপতির যাগ করে 'পুত্রিকা' কন্যাটিকে উৎসর্গ করবে, তবে সেক্ষেত্রে 'এই কন্যার পুত্রটি আমার জন্য হবে' এই প্রকার সংবাদ (চুক্তি, বন্দোবস্ত) করে নিতে হবে। কারও কারও মতে ঐ প্রকার সংবাদ না করলেও কেবলমাত্র ঐ অভিসন্ধি থাকলেও পুত্রিকা হবে। মন্ত্রাদি প্রয়োগ না থাকলেও সে পুত্রিকা হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, জামাতার সাথে ঐরকম বাচনিক বন্দোবস্ত করা না হ'লে যদি কেবল পিতার মনে মনেই ঐ প্রকার সঙ্কল্প

থাকে তা হ'লে সেই জামাতাটি তো পরে পুত্র দিতে অস্বীকার করতে পারে। এ সত্য; এইজন্যই বাচনিকভাবে তা করতে বলা হয়েছে। এইজন্য এখানে বলা হয়েছে "কুর্বীত পুত্রিকাম্" অর্থাৎ বচন দ্বারা পুত্রিকা সম্পাদন করবে—বরটিকে তা জানিয়ে দেবে।]।।১২৭।।

অনেন তু বিধানেন পুরা চক্রেঽথ পুত্রিকাঃ।
বিবৃদ্ধ্যর্থং স্ববংশস্য স্বয়ং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।। ১২৮।।

অনুবাদ। স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি পুরাকালে নিজ বংশ বৃদ্ধির জন্য এই নিয়মে বহু 'পুত্রিকা' করেছিলেন।
[প্রজা উৎপাদনবিষয়ে যেসকল বিধি আছে সে সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ সেই দক্ষ প্রজাপতিকেই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে। এটি 'পরকৃতি' নামক অর্থবাদ ।] ।। ১২৮ ।।

দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সোমায় রাজ্ঞে সৎকৃত্য প্রীতাত্মা সপ্তবিংশতিম্।। ১২৯।।

অনুবাদ। সেই দক্ষ প্রজাপতি ভাবিপুত্রিকাপুত্র লাভের আশায় সন্তুষ্টচিত্তে সকলকে পূজা ক'রে ভগবান ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি এবং রাজা সোমকে সাতাশটি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। [এখানে দশ-প্রভৃতি সংখ্যার জ্ঞাপকতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক পুত্রিকা-পুত্র সম্পাদন করাও শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত অর্থাৎ অনুমোদিত।] ।। ১২৯ ।।

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ।। ১৩০।।

অনুবাদ। নিজেও যেমন পুত্রও সেইরকম অর্থাৎ আত্মা ও পুত্রতে প্রভেদ নেই; আবার দুহিতা অর্থাৎ 'পুত্রিকা' পুত্রেরই সমান। সেই পুত্রিকা-পুত্র স্বয়ং বিদ্যমান থাকতে অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ পুত্রিকা -পিতার ধন কেমন ভাবে গ্রহণ করবে?
[আগে বলা হয়েছে "এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সে আমার" ইত্যাদি। আবার, এ কথাও বলা হয়েছে, পুত্র ধনভাগী হয়। সুতরাং পুত্রিকার পিতা মারা গেলে তখনও যদি তার (সেই পুত্রিকার) কোন পুত্র সন্তান না হয় তা হ'লে তার পক্ষে পিতার ধনভাগিত্ব হ'তে পারে না। এইজন্য এই অর্থবাদটির দ্বারা সেই প্রকার স্থানেও ঐ পুত্রিকা যে ধনভাগিনী হবে তা ব'লে দেওয়া হচ্ছে। "তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং"=সেই পুত্রিকা স্বয়ং পুত্রস্থানাপন্ন হ'য়ে বর্তমান থাকতে তার পুত্রোৎপত্তি তার ধনভাগিত্বের কারণ ব'লে বিবেচিত হতে পারে না। অথবা পিতা সেই কন্যার মধ্যে স্বয়ং বিদ্যমান থাকে বলে সেই পুত্রিকা বিদ্যমান থাকতে,—এরকম অর্থও হতে পারে। "পুত্রেণ দুহিতা সমা"= দুহিতা পুত্রের সমান,—এখানে যদিও 'দুহিতা' শব্দটি সাধারণ-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তবুও প্রকরণ অনুসারে এর অর্থ 'পুত্রিকা' বলেই বুঝতে হবে; কিন্তু যে-কোন দুহিতাই পুত্রের সমান, এটি তাৎপর্যার্থ নয়।] ।। ১৩০।।

মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্যাখিলং ধনম্।। ১৩১।।

অনুবাদ। মাতার যা স্ত্রীধন থাকবে, তা কুমারী কন্যাই পাবে [অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যার এই ধনে অংশ নেই। ঐ ধন পুত্রও পাবে না; পুত্র এবং কুমারী কন্যা থাকলে কুমারী-ই পাবে, পুত্র পাবে না। গৌতমের মতে, 'স্ত্রীধন তার সন্তানগণের প্রাপ্য'; এই কথা ব'লে গৌতম আবার বলেছেন —' 'অবিবাহিত কন্যারা এবং অপ্রতিষ্ঠিত কন্যারা ঐ ধন পাবে'। 'অপ্রতিষ্ঠিতা' কন্যা

বলতে সেই কন্যাকেই বোঝায় যার বিবাহ হয়েছে কিন্তু সন্তান হয় নি, যে দরিদ্র এবং স্বামীর গৃহে কোনও প্রতিষ্ঠা পায় নি।] অপুত্রক ব্যক্তির অর্থাৎ যার ঔরস পুত্র নেই তার সমস্ত ধনসম্পত্তি কেবল দৌহিত্রই পাবে [এখানে 'দৌহিত্র' শব্দটির অর্থ 'পুত্রিকাপুত্র' কে বুঝতে হবে।] ।। ১৩১ ।।

দৌহিত্রো হ্যখিলং রিক্‌থমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ।
স এব দদ্যাদ্দ্বৌ পিণ্ডৌ পিত্রে মাতামহায় চ।। ১৩২।।

অনুবাদ। অপুত্র মাতামহের সমস্ত ধনসম্পত্তি পুত্রিকা-পুত্ররূপ দৌহিত্র পাবে এবং উক্ত পুত্রিকাপুত্র নিজ পিতা ও মাতামহের উদ্দেশ্যে দুটি পিণ্ড দান করবে ।। ১৩২ ।।

পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষোঽস্তি ধর্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ।। ১৩৩।।

অনুবাদ। পৃথিবীতে পৌত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে ধর্মতঃ কোনও পার্থক্য নেই। কারণ, ঐ উভয়ের পিতা-মাতা অর্থাৎ পৌত্রের পিতা ও দৌহিত্রের মাতা একই ব্যক্তির শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে।।১৩৩।।

পুত্রিকায়াং কৃতায়াস্তু যদি পুত্রোঽনুজায়তে।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ।। ১৩৪।।

অনুবাদ। পুত্রিকা সম্পাদন করার পর যদি কোনও ব্যক্তির পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহ'লে পুত্র ও পুত্রিকা উভয়ের মধ্যে সমান - সমান ভাবে ধনবিভাগ হবে [অর্থাৎ পরে উৎপন্ন সেই পুত্রের সাথে ঐ পুত্রিকা ধনসম্পত্তির বিভাগ বা অংশ সমান - সমান পাবে, জ্যেষ্ঠ পুত্র যে বেশী অংশ পেত তা ঐ পুত্রিকা পাবে না] । কারণ, স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠতা নেই অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র যে 'উদ্ধার' পেত তা সেই পুত্রিকা পাবে না [ধনসম্পত্তির বিভাগ প্রসঙ্গেই এ কথা প্রযোজ্য। এখানে বয়োজ্যেষ্ঠতাবশতঃ ঐ পুত্রিকার যে সম্মান এবং পূজনীয়তা তার নিষেধ করা হচ্ছে না।] ।। ১৩৪ ।।

অপুত্রায়াং মৃতায়াস্তু পুত্রিকায়াং কথঞ্চন।
ধনং তৎপুত্রিকাভর্তা হরেতৈবাবিচারয়ন্।। ১৩৫।।

অনুবাদ। পুত্রিকা যদি অপুত্রক অবস্থায় ঘটনাক্রমে মারা যায়, তাহ'লে ঐ পুত্রিকার যা কিছু ধন-সম্পত্তি তা তার ভর্তাই বিনা-বিচারে গ্রহণ করবে ।। ১৩৫ ।।

অকৃতা বা কৃতা বাপি যং বিন্দেৎ সদৃশাৎ সুতম্।
পৌত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ ধনম্।। ১৩৬।।

অনুবাদ। কন্যাকে যদি জামাতার সাথে বাচনিক ভাবে চুক্তি ক'রে 'পুত্রিকা' করা না হয় কিংবা সেইভাবে পুত্রিকা করা হয়, সেই উভয়-প্রকার পুত্রিকা তার সজাতীয় বিবাহকর্তা পতি থেকে যে পুত্র উৎপাদন করবে, তাতে সেই পুত্রটির মাতামহ তখন পৌত্রযুক্ত অর্থাৎ মাতামহ-স্থানাপন্ন হবে; ঐ পুত্রটি ঐ মাতামহের পিণ্ডদান ক'রে ধনসম্পত্তি লাভ করবে ।। ১৩৬ ।।

পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপম্।। ১৩৭।।

অনুবাদ। মানুষ পুত্রের দ্বারা [অর্থাৎ পুত্র জন্মগ্রহণ ক'রে পিতার পারলৌকিক কাজ

সম্পাদনের দ্বারা যে উপকার সাধন করে, তার দ্বারা] স্বর্গাদি শোকদুঃখহীন লোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই লোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করে।; আবার পৌত্রের দ্বারা ঐ মানুষ স্বর্গাদি ঐ সব লোকে চিরকাল অবস্থিতি লাভ করে। আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ পৌত্রের পুত্র অর্থাৎ প্রপৌত্রের দ্বারা মানুষ সূর্যলোক [ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্ = আদিত্য লোক] প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রকাশাত্মা জ্যোতির্ময় হ'য়ে যায় — কোনও রকম তমোরূপ আবরণ তার থাকে না । [এই দায়ভাগ-প্রকরণে পুত্রাদির প্রশংসা করার অভিপ্রায় এই যে, ধনীর সম্পদে, পত্নী প্রভৃতি থাকলেও পুত্রের, তার অভাবে পৌত্রের, তার অভাবে প্রপৌত্রের — এই ভাবে পুত্রসন্তানের অধিকার হবে।] ।। ১৩৭ ।।

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।। ১৩৮।।

অনুবাদ। যে হেতু পুত্র 'পুৎ' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে এই কারণে স্বয়ং ব্রহ্মা তাকে 'পুত্র' এই নামে অভিহিত করেছেন। [পৃথিবীতে যে সব প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাদের সেই উৎপত্তিটাকেই পুৎ নামক নরক বলা হয়। পুত্র জন্মালে পিতাকে তা থেকে পরিত্রাণ করে অর্থাৎ পিতা তখন পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ না ক'রে দেবলোকে জন্মপ্রাপ্ত হয়। সেই কারণে তাকে 'পুত্র' বলা হয়।] ।। ১৩৮ ।।

পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে।
দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ।। ১৩৯।।

অনুবাদ। পৌত্র এবং পুত্রিকাপুত্ররূপ দৌহিত্র এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য করা এই পৃথিবীতে সংগত হয় না। কারণ, ঐ দৌহিত্রও পৌত্রেরই মতো পিন্ডদানাদির দ্বারা মাতামহকে পরলোকে উদ্ধার করে। [অমুত্র=পরলোক; সন্তারয়তি = পূর্বোক্ত তুৎ নামক নরক থেকে উদ্ধার করে।] ।। ১৩৯ ।।

মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়ন্তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ং তৎ পিতুঃ পিতুঃ।। ১৪০।।

অনুবাদ। পুত্রিকাপুত্র প্রথমে মাতার পিণ্ডদান করবে, তার পর মাতার পিতার অর্থাৎ মাতামহের পিণ্ড দেবে এবং তৃতীয়তঃ ঐ মাতামহের পিতার পিণ্ড দেবে। [পিতুস্তস্যাঃ পাহার পরিবর্তে 'পিতুস্তঘস্য' পাঠ থাকলে অর্থ হবে - প্রথমতঃ সেই পুত্রিকাপুত্র নিজের মাতার পিণ্ডদান করবে, তারপর নিজের জনককে পিন্ডদান করবে, এবং সেক্ষেত্রে 'তৃতীয়ং তৎপিতুঃ পিতুঃ' অংশের অর্থ হবে — তৃতীয় পিণ্ডটি সে নিজের জনকেরই পিতাকে দেবে; এইরকম পাঠ ধরে অর্থ করলে কিন্তু মাতামহকে পিণ্ডদান করার কথা আর বলা হয় না।] ।। ১৪০।।

উপপন্নো গুণৈঃ সর্বৈঃ পুত্রো যস্য তু দত্রিমঃ।
স হরেতৈব তদ্ রিক্থং সম্প্রাপ্তোঽপ্যন্যগোত্রতঃ।। ১৪১।।

অনুবাদ— যদি দত্তকগ্রহণের পরে কোনও ব্যক্তির ঔরসপুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐ দত্তক পুত্রটি যদি অধ্যয়নাদি সকল প্রকার গুণসম্পন্ন হয়, তাহ'লে সে অন্য গোত্র থেকে এলেও দত্তকগ্রহণকারী পিতার ধন-সম্পত্তির অংশ অবশ্যই পাবে ।। ১৪১ ।।

গোত্ররিক্থে জনয়িতুর্ন হরেদ্ দত্রিমঃ ক্বচিৎ।
গোত্ররিক্থানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা।। ১৪২।।

অনুবাদ। দত্তকপুত্র (যে পুত্র দত্তকগ্রহণকারীর ধন-সম্পত্তির অংশ পাবে) তার উৎপাদক

পিতার গোত্র ও ধনসম্পত্তি কখনই পাবে না। আবার পিণ্ডদান ব্যাপারটি গোত্রকে ও ধনভাগিত্বকে অনুসরণ করে অর্থাৎ দত্তকপুত্র তার উৎপাদক পিতার গোত্র ও ধনসম্পত্তি পাচ্ছে না ব'লে তাকে পিণ্ডও দিতে পারবে না। কাজেই যে পিতা নিজ পুত্রকে অন্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে, সেই পিতার শ্রাদ্ধেও [স্বাধা-শব্দের দ্বারা পিণ্ডদান-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকে বোঝানো হচ্ছে] ঐ দত্তকপুত্রের অধিকার থাকে না।।১৪২।।

অনিযুক্তাসুতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ।
উভৌ তৌ নার্হতো ভাগং জারজাতককামজৌ।। ১৪৩।।

অনুবাদ। কোনও বিধবা নারী যদি 'নিযুক্তা' না হয়ে অর্থাৎ গুরুজনদের দ্বারা আদিষ্ট না হ'য়ে অন্যের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করায় [স্বামী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করতে হ'লে তার পত্নীর পক্ষে সে বিষয়ে গুরুজনগণের 'নিয়োগ' আবশ্যক হয়।] কিংবা পুত্র থাকা সত্ত্বেও দেবরের দ্বারা কোনও বিধবা নারী যদি পুত্র উৎপাদন করায়, তাহ'লে সেই দুই প্রকার পুত্রই পৈতৃক ধনসম্পত্তির কোনও ভাগ পাবে না; কারণ তারা যথাক্রমে জারজ ও কামজ পুত্ররূপে পরিগণিত হয় ।। ১৪৩ ।।

নিযুক্তায়ামপি পুমান্ নার্যাং জাতোঽবিধানতঃ।
নৈবার্হঃ পৈতৃকং রিক্থং পতিতোৎপাদিতো হি সঃ।। ১৪৪।।

অনুবাদ। গুরুজনের দ্বারা আদিষ্ট হ'য়েও যদি কোনও স্ত্রী শুক্লবস্ত্র পরিধান, বাক্যসংযম প্রভৃতি নিয়ম ব্যতিরেকে পুত্র উৎপাদন করায়, তাহ'লে সে পুত্র পৈতৃক ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে না, কারণ, ঐ পুত্র মাতা ও উৎপাদয়িতা এই দুইজন পতিত কর্তৃক উৎপাদিত হয়েছে [দেবর ও ভ্রাতৃজায়া শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ ক'রে পুত্রোৎপাদনের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল ব'লে তারা দুজনেই পতিত, কারণ শাস্ত্রমধ্যে নিয়ম-পালনপূর্বক উপগত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।] ।। ১৪৪ ।।

হরেত্তত্র নিযুক্তায়াং জাতঃ পুত্রো যথৌরসঃ।
ক্ষেত্রিকস্য তু তদ্বীজং ধর্মতঃ প্রসবশ্চ সঃ।। ১৪৫।।

অনুবাদ। গুরুজনদের দ্বারা আদিষ্ট হ'য়ে যদি কোনও স্ত্রী বিধানানুসারে সন্তানোৎপাদন করে, তাহ'লে ঐ পুত্র ঔরসপুত্রের মতো পৈতৃকধন প্রাপ্তির যোগ্য হবে, কারণ শাস্ত্রব্যবস্থা - অনুসারে সেই নারীর গর্ভে যে বীজ নিষিক্ত হয়েছিল, তা ক্ষেত্রস্বামীরই বীজ ব'লে গণ্য হবে এবং সেই পুত্রটিও ক্ষেত্রস্বামীরই অপত্য হবে। [এই শ্লোকের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, ক্ষেত্রজ পুত্রটি যদি গুণবান্ হয়, তাহ'লে সে জ্যেষ্ঠাংশ 'উদ্ধার' পাবে, তা না হ'লে সে সমান - সমান অংশ পাবে।] ।। ১৪৫ ।।

ধনং যো বিভৃয়াদ্ ভ্রাতুর্মৃতস্য স্ত্রিয়মেব চ।
সোঽপত্যং ভ্রাতুরুৎপাদ্য দদ্যাত্তস্যৈব তদ্ ধনম্।। ১৪৬।।

অনুবাদ। [পূর্বে - ধনবিভাগ না করেই যদি কোনও ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তাহ'লে সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রের ধন-প্রাপ্তির বিষয় বলা হয়েছে; আলোচ্য শ্লোকে - ধনসম্পত্তি ভাগ ক'রে নেওয়ার পর ভাই যদি মারা যায়, তাহ'লে সেক্ষেত্রে কি কর্তব্য তা বলা হচ্ছে।] যদি কোনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্ত্রী রেখে পুত্ররহিত অবস্থায় মারা যায় এবং ঐ মৃত ভ্রাতার বিভক্ত ধনসম্পত্তি যদি পত্নী রক্ষা করতে অসমর্থা হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি ঐ সম্পত্তি রক্ষা করে এবং ভ্রাতৃ-

পত্নীকে পোষণ করে, তা'হলে ঐ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়াতে পুত্রোৎপাদন পূর্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি ঐ পুত্রটিকে দেবে।।১৪৬।।

যা নিযুক্তান্যতঃ পুত্রং দেবরাদ্বাপ্যবাপ্নুয়াৎ।
তং কামজমরিক্থীয়ং বৃথোৎপন্নং প্রচক্ষতে।। ১৪৭।।

অনুবাদ। গুরুজনদের দ্বারা আদিষ্ট হ'য়ে কোনও স্ত্রী যদি নিজেই কামপ্রকাশপূর্বক দেবর থেকে বা অন্য কোনও পুরুষ থেকে পুত্র উৎপাদন করে, তাহ'লে ঐ পুত্রকে কামজ ও মিথ্যোৎপন্ন বলা হয়; সে পৈতৃক ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে না। [কামজম্ = পুত্রটি উৎপাদকের কামনিবন্ধন উৎপাদিত হয়। যদিও এখানে স্ত্রী নিয়োগবশতই উৎপাদন কাজে প্রবৃত্ত হয় তবুও এব্যাপারে কামভাব অবশ্যম্ভাবী; এইজন্য ঐভাবে উৎপন্ন পুত্রকে কামজ বলা হয়। সুতরাং তাকে বৃথোৎপন্ন বা মিথ্যোৎপন্ন বলা হয়, কারণ, যে প্রযোজন সম্পাদন করার জন্য সে উৎপাদিত হয়েছিল, তার দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হয় না, — সে ঐ প্রয়োজন সম্পাদন করার অনধিকারী। আগে নিয়োগোৎপন্ন পুত্রের ধনভাগিত্ব বিধান করা হয়েছিল, আর এখানে তার নিষেধ করা হচ্ছে। অতএব এখানে বিকল্প হবে — ঐ পুত্রটি ধনাধিকারী হ'তেও পারে আবার না-ও হ'তে পারে।] ।। ১৪৭ ।।

এতদ্ বিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগস্যৈকযোনিষু।
বহ্বীষু চৈকজাতানাং নানাস্ত্রীষু নিবোধত।। ১৪৮।।

অনুবাদ। সমানজাতীয় অনেক স্ত্রীর গর্ভে একই পুরুষ-কর্তৃক উৎপাদিত বহু পুত্রের মধ্যে যেভাবে ধনসম্পত্তির বিভাগ হবে তা এই ভাবে বলা হল [অর্থাৎ এক জাতীয় বহুস্ত্রীর পুত্রগণ সমস্ত অংশই পাবে ইত্যাদি বলা হ'ল] । এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অনেক স্ত্রীর গর্ভে একই পুরুষ-কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের মধ্যে কিভাবে ধনভাগ করা হবে তা আপনারা শুনুন ।। ১৪৮ ।।

ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্যেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ।। ১৪৯।।

অনুবাদ। কোনও ব্রাহ্মণের যদি যথাক্রমে চারটি স্ত্রী থাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চার-জাতীয়া বিবাহিতা স্ত্রী থাকে তাহ'লে তাদের সকলের গর্ভে পুত্র জন্মালে, তাদের মধ্যে বিষয়- বিভাগ কেমন হবে সে সম্বন্ধে এই বক্ষ্যমাণ বিধিটি স্মৃতিসম্মত ।। ১৪৯।।

কীনাশো গোবৃষো যানমলঙ্কারাশ্চ বেশ্ম চ।
বিপ্রস্যৌদ্ধারিকং দেয়মেকাংশশ্চ প্রধানতঃ।। ১৫০।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে একটি কীনাশ [যে গরু গাড়ী বা লাঙল টানে],একটি বৃষ, একটি গোযান, একটি অলঙ্কার [পিতা যে সব অলঙ্কার ব্যবহার করতেন, তার মধ্যে একটি, যেমন, আঙ্‌টি], একটি বাসগৃহ এবং ধনসম্পত্তির একটি অংশ উদ্ধার-রূপে (অর্থাৎ অতিরিক্ত) দিতে হবে। অবশিষ্ট যা থাকবে, তা বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা অনুসারে সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে দিতে হবে।] ।। ১৫০ ।।

ত্র্যংশং দায়াদ্ হরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাজঃ সার্দ্ধমেবাংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ।। ১৫১।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পু. সমস্ত ধন-সম্পত্তির তিন ভাগ নেবে, ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রীর পুত্র দুই ভাগ, বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর পুত্র দেড় ভাগ এবং শূদ্রা স্ত্রীর পুত্র এক

ভাগ পাবে। [সকল বর্ণের এক এক পুত্রের ক্ষেত্রেই এইরকম বিভাগ হবে। কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মণী - গর্ভজাত পুত্র একজন এবং ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত পুত্র একজন — এই দুইটি মাত্র পুত্র থাকবে, সেক্ষেত্রে সমস্ত ধন পাঁচ ভাগ ক'রে তিন ভাগ ব্রাহ্মণী পুত্র এবং দুইভাগ ক্ষত্রিয়াপুত্র — এই নিয়মে সমস্ত ভাগ কল্পনা ক'রে নিতে হবে।] ।। ১৫১ ।।

সর্বং বা রিক্‌থজাতং তদ্দশধা পরিকল্প্য চ।
ধর্ম্যং বিভাগং কুর্বীত বিধিনানেন ধর্মবিৎ।। ১৫২।।

অনুবাদ। অথবা যা কিছু ধনসম্পত্তি আছে তা দশ ভাগ ক'রে বিভাগধর্মজ্ঞ ব্যক্তি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুসারে ধর্মসঙ্গতভাবে বিভাগ করবেন [এই শ্লোকের বক্তব্যের দ্বারা বোঝা যায়, আগের শ্লোকের ব্যবস্থাটি সর্বথা অনুমোদিত নয়; ওটি বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রতিজ্ঞা-শ্লোকস্বরূপ।] ।। ১৫২।।

চতুরোঽংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ।। ১৫৩।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণীর পুত্র চার অংশ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যার পুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রার পুত্র এক অংশ লাভ করবে।

[যদিও এখানে ক্ষত্রিয়া প্রভৃতির পুত্রদের বিশেষ বিশেষ অংশ ব'লে দেওয়া হয়েছে তবুও বিশেষ উপায়ে লব্ধ সম্পত্তির সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরকম বলা হয়েছে, যথা,—। "ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ ক'রে যে ভূমি লাভ করবে তা অর্থাৎ সেই ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি তার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর পুত্রকে দেওয়া চলবে না। যদি পিতা স্বয়ং তাকে তা দিয়ে যায় তা হ'লেও ব্রাহ্মণীর পুত্রেরা পিতার মৃত্যুর পর তার নিকট থেকে ওটি কেড়ে নেবে"। "ন প্রতিগ্রহভূর্দেয়া ক্ষত্রিয়ায়াঃ সুতায় বৈ। যদ্যপ্যেষাং পিতা দদ্যান্মৃতে বিপ্রাসুতো হরেৎ।।" —বচনটিতে যে 'প্রতিগ্রহভূ' শব্দটি আছে তার অর্থ 'প্রতিগ্রহলব্ধ ভূমি'। কিন্তু পিতা যদি ক্রয়াদির দ্বারা কোন ভূসম্পত্তি লাভ করে থাকে তা হ'লে তার অংশ পাওয়া ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর পুত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। অন্য স্মৃতির মধ্যেও এইরকম বচন আছে, যথা,—"দ্বিজাতিগণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সে ভূমির কোন অংশ পাবে না"। এর দ্বারা শূদ্রাপুত্রের পক্ষে ভূসম্পত্তির-মাত্রেরই অংশপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ হয়েছে। তবে কথা এই যে, যেখানে পিতার অন্য ধন প্রচুর থাকে সেরকম ক্ষেত্রেই এইরকম ব্যবস্থা। তা না হ'লে যে বচনটিতে দশমাংশ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে সেইটিই উপস্থিত হবে অর্থাৎ তা-ই অনুসরণীয় হবে। যেহেতু অন্য কোন ধন না থাকলে তার জীবিকা নির্বাহ-ই হবে না। তবে এক্ষেত্রে বলা যায়- শূদ্রাপুত্রকে ভূমি সম্পত্তির ভাগ দেওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু জীবিকার জন্য কিছু দেওয়া মোটেই নিষিদ্ধ নয়। যদি বলা হয় পূর্বাপেক্ষা এর পার্থক্য কি হ'ল? তদুত্তরে বক্তব্য, যদি সে ঐ জিনিস ভাগরূপে পায় তা হ'লে তার স্বত্ব জন্মে; কাজেই সে ওটি দান বিক্রয়াদিও করতে পারে। কিন্তু অন্য পক্ষ অনুসারে এইরকম ব্যবস্থা হয় যে, সে ঐ ভূসম্পত্তি থেকে উৎপন্ন যা কিছু পাবে কেবল তা-ই ভোগ করতে পারবে (তাতে তার জীবনস্বত্বমাত্র)। এখানে যদি বলা হয়—ব্রাহ্মণীর পুত্রের নিকট থেকে সেই শূদ্রাপুত্র জীবিকার উপযুক্ত ধান, অন্ন প্রভৃতি নেবে—তার আর ভূসম্পত্তির অধিকার পাবার প্রয়োজন কি? এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যেও এইরকম নির্দেশ আছে,— "অন্তেবাসীর মতো সে জীবিকার জন্য যা মূলত আবশ্যক তা পাবে"। এর উত্তরে বক্তব্য,—একথা ঠিক বটে। তবুও পিতার ধনসম্পত্তি থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা করা উচিত। ধনসম্পত্তির বিভাগ সময়ে যদি সেরকম ব্যবস্থা করা না হয় তা হ'লে তার দ্বিজাতি ভ্রাতারা যদি অসৎস্বভাব হয় সেজন্য কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ

তারা দান বিক্রয়াদি-র দ্বারা সমস্ত সম্পত্তিই নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে। আর তা হ'লে (জীবিকার অভাবে) তার জীবনধারণ অসম্ভব হওয়ার প্রাণবিয়োগ হ'তে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার জীবনস্বত্বের ব্যবস্থা যদি থাকে তা হ'লে তার সম্মতি ব্যতীত সমস্ত ভূসম্পত্তিই তারা অন্যত্র নিযুক্ত করতে পারবে না।] ।। ১৫৩ ।।

যদ্যপি স্যাত্তু সৎপুত্রো হ্যসৎপুত্রোঽপি বা ভবেৎ।
নাধিকং দশমাদ্দদ্যাচ্ছূদ্রাপুত্রায় ধর্মতঃ।। ১৫৪।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র বিদ্যমান থাকুক আর নাই থাকুক শূদ্রাস্ত্রীর পুত্রকে দশমাংশের বেশী দেবে না, এ-ই হ'ল ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা।

[“সৎপুত্রঃ”=যার অন্য বর্ণের স্ত্রীর পুত্র বিদ্যমান আছে। অথবা, কেবল ব্রাহ্মণী পুত্রেরই বিদ্যমানতা এখানে বক্তব্য, “দ্বিজাতি স্ত্রীমাত্রেরই (ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা স্ত্রীরও) পুত্র বিদ্যমান থাকতে”-এরকম অর্থ বিবক্ষিত নয়। সুতরাং যদি ব্রাহ্মণীর পুত্র না থাকে কিন্তু ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যার পুত্র বিদ্যমান থাকে তা হ'লে শূদ্রাপুত্র অষ্টমাংশ পাবে। আর যদি কেবলমাত্র বৈশ্যার পুত্র বিদ্যমান থাকে তা হ'লে ঐ শূদ্রাপুত্রটি তিন ভাগের এক ভাগ পাবে।

কেউ কেউ বলেন—এখানে যে ‘অপুত্র’ কথাটি আছে তার দ্বারা কোন দ্বিজাতি স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র না থাকা বোঝাচ্ছে। এপক্ষে শূদ্রার পুত্র ধনসম্পত্তির দশমাংশ পাবে। অবশিষ্ট সপিণ্ডগামী হবে। বস্তুতঃ এখানে নির্দোষ ব্যবস্থাটি হবে এইরকম,— যেখানে পিতার ধনসম্পত্তি প্রচুর থাকে সেক্ষেত্রে শূদ্রাপুত্র দশমাংশ নেবে। আর যদি তা অল্প কয়েকজনের মাত্র জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত হয় তা হ'লে শূদ্রাপুত্রেরই সমস্ত হবে।

ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় পুরুষের সমান জাতীয় এবং অসমান জাতীয় স্ত্রীর যেসকল পুত্র হয় তাদের ধন বিভাগ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরকম ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে, যথা,—। “ক্ষত্রিয় পুরুষের ক্ষত্রির জাতীয় স্ত্রীর পুত্র তিন ভাগ পাবে, বৈশ্যাস্ত্রীর পুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রাস্ত্রীর পুত্র এক ভাগ পাবে। এইরকম, বৈশ্যজাতীয় পুরুষের বৈশ্যাস্ত্রীর পুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রাস্ত্রীর পুত্র এক ভাগ পাবে”। এর অর্থ,—ক্ষত্রিয়ের সজাতীয় এবং বিজাতীয় শূদ্রা পর্যন্ত স্ত্রীর পুত্রেরা বর্ণানুসারে যথাক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ পাবে। সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে ক্ষত্রিয়ের স্বীয় ধন তার শূদ্রাস্ত্রীর পুত্রেরা ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) পাবে আর বৈশ্যের পক্ষে তার শূদ্রা স্ত্রীর পুত্রগণ তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) পাবে।] ।। ১৫৪ ।।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাপুত্রো ন রিক্থভাক্।
যদেবাস্য পিতা দদ্যাত্তদেবাস্য ধনং ভবেৎ।। ১৫৫।।

অনুবাদ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এদের শূদ্রা নারীর গর্ভজাত পুত্র ধনাদির অংশ পাবে না। তবে পিতা তাকে স্বেচ্ছায় ধনের যা দিয়ে যাবেন তা-ই তার ধন হবে—তাই তার ভাগস্বরূপ হবে।

[দ্বিজাতিগণের শূদ্রাপুত্র ‘রিক্থভাগী’ হবে না—ধনসম্পত্তির অংশ পাবে না। সকল অবস্থাতেই কি এর নিয়ম? (উত্তর)—না, তা নয়; সেই কথাই বল্‌ছেন “যদেবাস্য পিতা দদ্যাৎ”= ধনসম্পত্তির মধ্যে যা অর্থাৎ যে দশমাংশ পিতা তার জন্য ব্যবস্থা ক'রে দেবেন তা-ই তার প্রাপ্য হবে, তার বেশী পৈতৃক ধনসম্পত্তি প্রভৃতি কিছুই সে পাবে না। এ সম্বন্ধেও শঙ্খ এইরকম বলেছেন—“শূদ্রাপুত্র ধনের অংশভাগী হবে না। পিতা তাকে যা দিয়ে যাবেন তাই তার অংশরূপে পরিগণিত হবে। তবে ভ্রাতারা ধনসম্পত্তির বিভাগকালে তাকে একটি

গাই গরু এবং একটি বৃষ দেবে"—" ন শূদ্রাপুত্রোঽর্থভাগী। যদেবাস্য পিতা দদ্যাৎ স এব তস্য ভাগো গোমিথুনং ত্বপরং দদ্যুর্বিভাগকালে ভ্রাতরঃ ইতি'।]।।১৫৫।।

সমবর্ণাসু যে জাতাঃ সর্বে পুত্রা দ্বিজন্মনাম্।
উদ্ধারং জ্যায়সে দত্ত্বা ভজেরন্নিতরে সমম্।। ১৫৬।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের প্রত্যেকের সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রেরা সকলে জ্যেষ্ঠকে 'উদ্ধার' (অতিরিক্ত বিশেষ অংশ) দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি সমান-সমান ভাগ ক'রে নেবে। [সুতরাং ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণী ভার্যার গর্ভজাত পুত্র না থাকে, তা হ'লে ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা স্ত্রীর পুত্ররাই সমস্ত ধনসম্পত্তি অধিকার করবে, — একথা ব'লে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের পক্ষেও একই রকম নিয়ম হবে। এখানে শ্লোকটির এমন অর্থ নয় যে, "জ্যেষ্ঠকে উদ্ধারভাগ দিয়ে অসবর্ণাজাত সকল পুত্রেরাই সবর্ণাজাত পুত্রদের সাথে সমান - সমান অংশ ক'রে ভাগ নেবে"। কারণ, এরকম হ'লে আগে যে এক-এক অংশ কম ভাগ পাবে বলা হয়েছে, তার সাথে বিরোধ হ'য়ে পড়ে।] ।। ১৫৬ ।।

শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্যা বিধীয়তে।
তস্যা জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ।। ১৫৭।।

অনুবাদ। শূদ্রের কিন্তু একমাত্র সবর্ণা স্ত্রী-ই ভার্যা হবে কারণ, শূদ্রের পক্ষে প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত নয়), অন্য কোনও জাতীয়া ভার্যার বিধান নেই। কাজেই শূদ্রের সজাতীয়া পত্নীতে যে সব পুত্র জন্মাবে তারা সংখ্যায় একশ জন হ'লেও সকলেই পৈতৃক ধনসম্পত্তির অংশ সমান - সমানই পাবে ।। ১৫৭ ।।

পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তেষাং ষড়্‌বন্ধুদায়াদাঃ ষডদায়াদবান্ধবাঃ।। ১৫৮।।

অনুবাদ। স্বায়ম্ভুব মনু যে মনবজাতির দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে প্রথম ছয়টি অর্থাৎ ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ - এরা বান্ধব-ও বটে এবং দায়াদ-ও বটে [অর্থাৎ এরা সপিণ্ড ও সগোত্রের শ্রাদ্ধতর্পণ করতে পারে। এরা বন্ধু অর্থাৎ বান্ধব; এরা গোত্রভাগী এবং ধনাধিকারীও হ'য়ে থাকে; এরা বান্ধবত্বহেতু পিতৃবৎ সপিণ্ড অর্থাৎ সমোনোদকদের পিণ্ড তর্পণ করবে এবং সগোত্রের ধনও পেতে পারে।] কিন্তু বাকী ছয় প্রকার পুত্র অর্থাৎ কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত এবং শূদ্রাপুত্র — এরা দায়াদ নয় কিন্তু কেবল বান্ধবই হবে [অর্থাৎ অপিন্ড গণের ধনাধিকারী নয়, কিন্তু শ্রাদ্ধতর্পণ করতে পারে।] ।। ১৫৮ ।।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্।। ১৫৯।।

অনুবাদ। ঔরস (legitimate son of the body') ক্ষেত্রজ (son begottlen on a wife of another), দত্তক (adopted son),কৃত্রিম (a son made; মাতাপিতাহীন বালক, যাকে কেউ টাকা - জমি প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছে), গূঢ়োৎপন্ন (son secretly born),এবং অপবিদ্ধ (a son cast off; যে পুত্র মাতা-পিতাকর্তৃক পরিত্যক্ত এবং অন্যের দ্বার পুত্ররূপে গৃহীত), - এই ছয় প্রকারে পুত্র গোত্রদায়াদ এবং বান্ধব (six heirs and kinsmen) ।। ১৫৯।।

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষডদায়াদবান্ধবাঃ।। ১৬০।।

অনুবাদ— কানীন (son of an unmarried damsel; অবিবাহিতা নারীর পুত্র) , সহোঢ় (Son receivd with the wife; বিবাহের আগে যে নারী অন্তঃসত্ত্বা হয় সে যে পুত্রকে বিবাহের সময়ে সঙ্গে নিয়ে আসে), ক্রীত (the son bought from his parents ; যে পুত্রকে তার পিতা মাতার কাছ থেকে ক্রয় ক'রে পুত্র করা হয়) পৌনর্ভব (the son begotten on a re-married woman; পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্বিবাহিত স্ত্রীলোকের সন্তান) , এবং শৌদ্র (the son of a sudra female; দ্বিজের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র) — এই ছয় প্রকার পুত্র গোত্র-দায়াদ নয়, কেবল বান্ধব অর্থাৎ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদির অধিকারী হয় মাত্র ।। ১৬০ ।।

যাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপ্লবৈঃ সন্তরন্ জলম্।
তাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপুত্রৈঃ সন্তরংস্তমঃ।। ১৬১।।

অনুবাদ। ছিদ্রাদি দোষযুক্ত ভেলায় চ'ড়ে জল পার হতে গেলে লোকে যেরকম ফল পায়, কুপুত্রের দ্বারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায় কিংবা নরক থেকে উদ্ধার পেতে গেলে সেই প্রকার ফলই পাওয়া যায়।

[ঔরসপুত্রের সাথে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি অপরাপর পুত্রের উল্লেখ থাকায় সকলেই সমান, এইরকম মনে হ'তে পারে। তা নিষেধ করবার জন্য এই বচনটি বলা হচ্ছে। ক্ষেত্রজ পুত্র প্রভৃতি 'কুপুত্র'গণ ঔরসপুত্রের মতো উপকার সম্পাদন করতে পারে না। এখানে যদিও এই প্রকার কোন বিশেষ নির্দেশ নেই তবুও প্রকরণ অনুসারে এরকম ব্যাখ্যা করা হয়। কারও কারও মতে এখানে 'কুপুত্র' বলতে 'অনিযুক্তা'র পুত্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্যার্থটি এরকম —এইসব পুত্র থাকলেও নিজেকে পুত্রবান্ ভেবে কৃতার্থ মনে করা উচিত নয়; কিন্তু ঔরসপুত্র উৎপাদন করবার জন্য পুনরায় সচেষ্ট হওয়া উচিত। "তমঃ" শব্দের অর্থ দুষ্কৃত কর্মজনিত পারলৌকিক দুঃখ; "অপত্য উৎপাদন বিষয়ে পিতৃপুরুষগণের নিকট ঋণী থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ঋণ সম্বন্ধ বোধিত হয়েছে সেই ঋণ পরিশোধ না করার জন্য যে পাপ সেই পাপজনিত যে পারলৌকিক দুঃখ তাকেই এখানে "তমঃ" বলা হয়েছে।] ।। ১৬১ ।।

যদ্যেকরিক্থিনৌ স্যাতামৌরসক্ষেত্রজৌ সুতৌ।
যস্য যৎ পৈতৃকং রিক্থং স তদ্গৃহ্ণীত নেতরঃ।। ১৬২।।

অনুবাদ। ঔরসপুত্র এবং ক্ষেত্রজ পুত্র এরা যদি একই ধনের অধিকারী হয় অর্থাৎ ক্ষেত্রজ পুত্রের পর যদি ঔরসপুত্র জন্মে তা হ'লে এরা যে যার উৎপাদকের ধন গ্রহণ করবে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ পুত্র ক্ষেত্রীর ধনাধিকারী হবে না কিন্তু তার ঔরসপুত্রই ধনাধিকারী হবে, আর ক্ষেত্রজ পুত্রটি তার উৎপাদকের ধনাধিকারী হবে যদি তারও ঔরস-পুত্র না থাকে ।। ১৬২ ।।

এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্।। ১৬৩।।

অনুবাদ। একমাত্র ঔরসপুত্রই পিতার ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে। তবে পাপ পরিহারের জন্য অর্থাৎ না দিলে পাপ হবে বা নিষ্ঠুরতা হবে — এই কারণে সেই ঔরসপুত্র অন্যান্য

পুত্রগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী ধনদানের ব্যবস্থা করবে। [ঔরসপুত্র বিদ্যমান থাকলে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্রেরা ধনভাগী হবে না। কিন্তু তারা ঔরসপুত্রের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে । [আনৃশংস্য = পাপহীনতা; সে যদি তা না দেয় তাহ'লে পাপভাগী হবে] ।। ১৬৩ ।।

ষষ্ঠং তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা।। ১৬৪।।

অনুবাদ। ঔরস পুত্র যখন পিতার ধনসম্পত্তি ভাগ করবে, তখন সে ক্ষেত্রজ পুত্রকে তার ছয়ভাগের এক ভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেবে। [ক্রীত প্রভৃতি পুত্রেরা যেমন কেবল জীবনধারণের উপযোগী অর্থ পায়, ক্ষেত্রজ পুত্রও সেইরকম ভরণপোষণ মাত্র পাবে — এইরকম যাতে মনে করা না হয় সে জন্য বলা হচ্ছে, — সগুণ নির্গণ ভেদে পঞ্চমাংশ এবং ষষ্ঠাংশের বিকল্প ব্যবস্থা। ক্ষেত্রজ পুত্রটি গুণবান্ হ'লে পঞ্চমাংশ এবং নির্গুণ হ'লে ষষ্ঠাংশ পাবে ।] ।। ১৬৪।।

ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিত্র্যরিক্থস্য ভাগিনৌ।
দশাপরে তু ক্রমশো গোত্ররিক্থাংশভাগিনঃ।। ১৬৫।।

অনুবাদ। ঔরসপুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র — এরা এক সঙ্গে পিতৃধনের অধিকারী । এছাড়া দত্তক প্রভৃতি অন্য যে দশ রকমের পুত্র আছে তারা সগোত্র ও পূর্ববর্তীর অভাবে পরবর্তী এই ক্রমে ধনের অধিকারী হবে ।। ১৬৫ ।।

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্।। ১৬৬।।

অনুবাদ। বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা সমানবর্ণা ভার্যাতে নিজের উৎপাদিত পুত্রকেই ঔরসপুত্র বলে বুঝতে হবে। সেই পুত্রই সর্বাপেক্ষা উত্তম।।১৬৬।।

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ।। ১৬৭।।

অনুবাদ। অপুত্র মৃত ব্যক্তির অথবা নপুংসকের কিংবা অসাধ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ভার্যা শাস্ত্রোক্ত নিয়মে গুরুজনদের দ্বার 'নিযুক্তা' হ'লে তার গর্ভে যে পুত্র জন্মে। সে ঐসব ব্যক্তির 'ক্ষেত্রজ' পুত্র — এ কথা স্মৃতিশাস্ত্রমধ্যে কথিত হয়েছে ।। ১৬৭ ।।

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ।। ১৬৮।।

অনুবাদ। কোনও ব্যক্তির অপুত্রত্বরূপ আপৎকালে তার বংশের উপযুক্ত যে পুত্রকে তার মাতা এবং পিতা পীতিযুক্ত ভাবে জলপ্রোক্ষণপূর্বক তাকে দান করে, সেই পুত্রকে দত্রিম বী দত্তক বলা হয়।[এখানে সদৃশ-শব্দের অর্থ, "জাতিতে সদৃশ" নয়, কিন্তু নিজবংশেব অনুরূপ গুণযুক্ত। কাজেই ক্ষত্রিয়াজাত পুত্ররাও ব্রাহ্মণের দত্তক পুত্র হ'তে পারে। এখানে যে 'প্রীতিযুক্তভাবে' দান করার কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য এই যে, লোভাদিবশতঃ দান করা পুত্রকে 'দত্তক' বলা চলবে না।।১৬৮।।

সদৃশং তু প্রকুর্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ।। ১৬৯।।

অনুবাদ। পুত্রের কর্তব্য কি এবং তা না করলে কি দোষ হয় তা বুঝবার সামর্থ্য যার আছে, পুত্রের গুণ হ'ল মাতাপিতার সেবা করা—সেটি যার আছে, অন্যের সেরকম কোন পুত্র যদি 'সদৃশ' অর্থাৎ সমান জাতীয় অথবা নিজ বংশের উপযুক্ত গুণান্বিত হয়, তা হ'লে তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলে সে 'কৃত্রিম পুত্র' নামে খ্যাত ব'লে বুঝতে হবে।

[এখানে "সদৃশ" বলতে 'গুণে সদৃশ' এই প্রকার অর্থই বুঝতে হবে। কেউ কেউ "সদৃশ" শব্দের অর্থ সমানবর্ণ, এইরকম ব্যাখ্যা করেন। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই প্রকার অর্থই যদি অভিপ্রেত হ'ত তা হ'লে "সদৃশ" না ব'লে 'সজাতীয়' বলাই সঙ্গত হত। বস্তুত, এখানে জাতিগত সাদৃশ্য বিবক্ষিত নয়, কিন্তু উক্ত প্রকার গুণগত সাদৃশ্যই বক্তব্য। "গুণদোষবিচক্ষণং" কথার অর্থ কেউ কেউ এইরকম বলেন,— ততক্ষণ তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করা যায় না, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং লৌকিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ হয়ে উঠে। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক হ'লে তখন সে একথা বুঝতে পারে যে 'আমি যার দ্বারা উৎপাদিত হয়েছি তাঁর পুত্র এবং সম্প্রতি যিনি আমার ভরণপোষণ করছেন আমি তারও পুত্র'। এইভাবে সে ঐ পালকের পুত্রত্ব স্বীকার করলে তখন তাহাকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করা উচিত।]।।১৬৯ ।।

উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।
স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্ যস্য তল্পজঃ।। ১৭০।।

অনুবাদ। যে পুত্র স্বামীর নিজভার্যাতে সজাতীয় পুরুষকর্তৃক উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে যে কোন্ সজাতীয় অজ্ঞাত পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছে তা জানা যায় না, তখন গূঢ়ভাবে উৎপন্ন ঐ পুত্রটির মাতা যার ভার্যা ঐ পুত্রটিও তারই পুত্র হবে। এইরকম গোপনে উৎপন্ন পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলে।।১৭০।।

মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্ণীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে।। ১৭১।।

অনুবাদ। মাতাপিতা উভয়ে কিংবা তাদের মধ্যে যে কেউ যে পুত্রকে পরিত্যাগ করেছে তাকে যদি অন্য কেউ পুত্ররূপে গ্রহণ করে, তা হ'লে তাকে 'অপবিদ্ধ' পুত্র বাল হয়।

[মাতাপিতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি আছে, অথচ তারা অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত, একারণে প্রতিপালন করতে অসমর্থ, এজন্যই হোক্ অথবা পুত্রটি মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন ইত্যাদিপ্রকার দোষ থাকার জন্যই হোক্, পিতামাতা তাকে পরিত্যাগ করেছে; কিন্তু সেই পুত্রটি যদি পাতিত্যজনক কোন কাজ করায় পতিত হওয়ার কারণে যদি পরিত্যক্ত হয় তা হ'লে তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করা চলবে না, কারণ পুত্রোচিত কোন কাজে তার অধিকার নেই। মাতা এবং পিতা উভয়ের মধ্যে যে কেউ পরিত্যাগ করলেই চলবে। "পরিগৃহ্নীয়াৎ"=পরিগ্রহ করবে;—'পরিগ্রহ' শব্দের অর্থ পুত্রজ্ঞানে গ্রহণ করা, কিন্তু তাকে কেবল রক্ষা করবার জন্য গ্রহণ করা হ'লে 'অপবিদ্ধ পুত্র' বলা চলবে না।]।।১৭১ ।।

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্।। ১৭২।।

অনুবাদ। পিতৃগৃহে বাসকালে অবিবাহিতা কন্যা গুপ্তভাবে যে পুত্র উৎপাদন করে, যে ব্যক্তি সেই কন্যাটিকে বিবাহ করবে, কন্যা অবস্থায় উৎপন্ন ঐ পুত্রটি কন্যার ঐ স্বামীরই হয়; এইরকম পুত্রকে 'কানীনপুত্র' বলে।

[শ্লোকটির অর্থ আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বয়ংদত্ত, কৃত্রিম এবং অপবিদ্ধ পুত্রের মতো কানীন-পুত্ররাও পিতৃধনাংশভাগিত্ব হবে, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য ধনসম্পত্তি পিতার থাকলে তার প্রতিগ্রহলব্ধ ভূমির অংশ সে পাবে না।] ।। ১৭২ ।।

যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে।। ১৭৩।।

অনুবাদ। কোনও ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনও গর্ভবতী নারীকে যদি বিবাহ করে, তাহ'লে সেই গর্ভস্থ সন্তানটি ঐ বিবাহকারীরই হ'য়ে থাকে। ঐ পুত্রটিকে **'সহোঢ়র'** বলা হয়।।১৭৩।।

ক্রীণীয়াদ্ যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমন্তিকাৎ।
স ক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপি বা ।। ১৭৪।।

অনুবাদ— কোনও লোক যদি নিজের অপত্য সম্পাদন করার অভিলাষে কোনও মাতাপিতার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে তাদের কোনও পুত্রকে ক্রয় করে, এবং সেই পুত্র ক্রেতার সবর্ণই হোক্ বা অসবর্ণই হোক্ তাতে কোনও ক্ষতি নেই, — এমন পুত্রকে **'ক্রীতক'** পুত্র বলা হয় ।। ১৭৪ ।।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে।। ১৭৫।।

অনুবাদ। যদি কোনও নারী পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হ'য়ে কিংবা বিধবা হ'য়ে নিজের ইচ্ছায় পুনরায় অন্য পুরুষের ভার্যা হ'য়ে তার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করায়, তাহ'লে সেই পুত্র **'পৌনর্ভব'** নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে ।। ১৭৫ ।।

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি।। ১৭৬।।

অনুবাদ। উক্ত নারী যদি অক্ষতযোনি অবস্থায় অন্য স্বামীকে আশ্রয় করে কিংবা নিজের স্বামীকে ছেড়ে গিয়ে কিছুকাল অন্য পুরুষকে আশ্রয় ক'রে আবার পূর্বস্বামীর কাছে ফিরে আসে তাহ'লে উভয় প্রকার স্বামীই তাকে পুনরায় সংস্কার ক'রে গ্রহণ করবে ।। ১৭৬ ।।

মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্ যস্মৈ স্বয়ংদত্তস্তু স স্মৃতঃ।। ১৭৭।।

অনুবাদ। কোনও মাতাপিতাহীন পুত্র অথবা পিতামাতা-কর্তৃক অকারণে পরিত্যক্ত পুত্র যদি নিজেই নিজেকে অন্যের কাছে দান ক'রে, তাহ'লে তাকে গ্রহীতার **'স্বয়ংদত্ত'** পুত্র বলা হয় ।। ১৭৭।।

যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ।। ১৭৮।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ কামবশতঃ নিজের শূদ্রা ভার্যাতে যে পুত্র উৎপাদন করবে, সেই পুত্রটি পিণ্ডদানাদির দ্বারা তার উপকার করলেও সে শবতুল্য অর্থাৎ তার সেই উপকারটি না করারই সামিল। এই জন্য, পণ্ডিতগণ এই পুত্রের নাম 'পারশব' (অর্থাৎ জীবিত হ'লেও শবতুল্য) ব'লে থাকেন।।১৭৮।।

দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ।। ১৭৯।।

অনুবাদ। দাসীতে কিংবা দাসের দাসীতে বা দাসপত্নীতে শূদ্রকর্তৃক যে পুত্র উৎপন্ন হবে সেই পুত্রটি তার শূদ্র পিতার অনুমোদিত বা নির্দেশানুগত ধনাংশ পাবে, এই হ'ল শাস্ত্রীয় নিয়ম। [শূদ্র যাকে বিবাহ করে নি এমন দাসীর গর্ভজাত পুত্র কিংবা অনিযুক্তার গর্ভজাত পুত্র তার পুত্র ব'লেই গণ্য হবে। এইরকম তার যে দাস তারও যদি কোন দাসী থাকে তা হ'লে ঐ শূদ্রস্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত পুত্রটিও ঐ দাসস্বামীরই হবে। "সোঽনুজ্ঞাতঃ"=সেই পুত্র পিতার অনুমতি পেলে ঔরসপুত্রের সমান ধনাংশ পাবে, পিতা যদি জীবিত থেকে ভাগ করে দেয় কিংবা এইরকম যদি নির্দেশ দিয়ে যায় যে, 'এ তোমাদের সাথে সমান সমান অংশ পাবে'। যদি পিতা এরকম কোন নির্দেশ দিয়ে না যায়, তা হ'লে সে সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিতে এইরকম নির্দেশ আছে — "শূদ্র কর্তৃক দাসীর গর্ভে উৎপাদিত যে পুত্র সেও পিতার অনুমোদন অনুসারে ধনাংশ পাবে"। এই বচনটিতে যে "কামতঃ" শব্দটি আছে তার অর্থ —পিতা যে পরিমাণ অংশ অনুমোদন করবে। আরও বলা হয়েছে, —"পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতারা তাকে অর্দ্ধাংশ ভাগী করবে"। অর্থাৎ পুত্রেরা সকলে দুই ভাগ দুই ভাগ করে দেবে, আর তাকে এক ভাগ দেবে। এরকম "অন্য ঔরসভ্রাতা কিংবা দুহিতা বা তার পুত্র না থাকলে শূদ্রের ঐ দাসীপুত্র তার সমস্ত ধনসম্পত্তি পাবে। অর্থাৎ —ঔরসপুত্র না থাকলে কিংবা দৌহিত্রও না থাকলে শূদ্রের দাসীপুত্র তার সমস্ত ধনসম্পত্তির নেবে। যদি দৌহিত্র থাকে তা হ'লে তাকে ঔরসপুত্রের মতো ধনভাগী ব'লে ধরতে হবে, যেহেতু, অন্য কারও উল্লেখ নেই অথচ ঐ দৌহিত্রেরই নির্দেশ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির যেসব দাসীপুত্র থাকবে তারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত ধন পাবে,—তারা ধনের অংশভাগী হবে না।] ।। ১৭৯ ।।

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ।। ১৮০।।

অনুবাদ। পাছে অপত্যোৎপাদন-বিষয়ক শাস্ত্রবিধি এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লোপ পায় এইজন্য জ্ঞানিগণ পূর্ববর্ণিত ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্রকে 'পুত্রপ্রতিনিধি' ব'লে থাকেন।

[মুখ্য না থাকলে প্রতিনিধি। সুতরাং এর দ্বারা এই কথাই ব'লে দেওয়া হচ্ছে যে, ঔরসপুত্র না থাকলে তবেই এই সমস্ত পুত্র কর্তব্য, নচেৎ নয়। এখানে ঔরস পুত্র ছাড়া অন্য এগার রকম পুত্রের যে ক্রম অনুসারে নির্দেশ আছে অন্য স্মৃতিমধ্যে সেই ক্রমটি অন্য প্রকার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, কোন স্মৃতিমধ্যে 'গূঢ়োৎপন্ন পুত্র'কে পঞ্চম স্থানে আবার কোনও কোনও স্মৃতিতে তাকে ষষ্ঠ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।]।।১৮০।।

য এতেঽভিহিতাঃ পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ।
যস্য তে বীজতো জাতাস্তস্য তে নেতরস্য তু।। ১৮১।।

অনুবাদ। অন্য ব্যক্তির বীজ থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ ক্ষেত্রজ যেসকল পুত্রের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হল, যার বীজ থেকে তারা জন্মেছে, তাদের মধ্যে যে যার বীর্যজাত, সে তারই সন্তান; অন্যের অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামীর নয়

[প্রাচীনগণ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় এই কথা বলেছেন যে, প্রথম উল্লিখিত পুত্রের অভাবে তদ্বিষয়ক বিধি এবং তার সদ্ভাবে এই নিষেধ। ঔরসপুত্রের অভাবে এই যে যাদের পুত্রপ্রতিনিধি কর্তব্য ব'লে উল্লেখ করা হ'ল ঐ প্রকার পুত্রপ্রতিনিধি করা উচিত নয়; কারণ তারা অন্যের

বীজ থেকে জন্মেছে। কাজেই তারা সেই ব্যক্তিরই পুত্র হবে, অন্যের নয়। যে লোক তাদের পুত্ররূপে গ্রহণ করবে তারা বাস্তবিকপক্ষে তার হবে না, এ-ই তাৎপর্যার্থ। অতএব প্রথমে 'এদের পুত্ররূপে গ্রহণ করবে' এই প্রকার বিধি বলা হ'ল, আর এই শ্লোকটিতে তারই নিষেধ বলা হ'ল। এজন্য এখানে বিকল্প হবে। আর এই বিকল্পটিও ধনসম্পত্তির অংশগ্রহণ বিষয়ে ব্যবস্থিত বিকল্পই হবে। এদের মধ্যে কানীন, সহোঢ়, পুনর্ভব এবং গূঢ়োৎপন্ন এই পুত্রগুলি কোনও, অবস্থাতেই ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে না। কিন্তু দত্তক প্রভৃতি পুত্রগুলি ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে যদি ঔরসপুত্র না থাকে। পক্ষান্তরে, ঔরসপুত্র না থাকলেও ঐ 'কানীন' প্রভৃতি পুত্রগুলি পিতার ধনসম্পত্তি পাবে না। তবে ঔরসপুত্র থাকুক আর নাই থাকুক তারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাবার অধিকারী । যেহেতু আচার্য স্বয়ং পরে (২০২ শ্লোকে) এ কথা বলেছেন।] ।। ১৮১ ।।

ভ্রাতৃণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্বাংস্তাংস্তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ।। ১৮২।।

অনুবাদ। যাদের মাতা ও পিতা অভিন্ন সেই সব ভ্রাতাদের মধ্যে যদি একজনও সপুত্রক হয়, তাহ'লে অন্যান্য ভ্রাতারা ঐ পুত্রের দ্বারাই সপুত্রক হবে অর্থাৎ ঐ পুত্রটি সকলেরই পিণ্ডদানাদি করবে। সুতরাং তাদের আর পুত্রপ্রতিনিধি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। —একথা মনু বলেছেন।।১৮২।।

সর্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ।। ১৮৩।।

অনুবাদ। একই ব্যক্তির বহু পত্নী থাকলে তাদের মধ্যে একজনও যদি পুত্রবতী হয়, তাহ'লে ঐ পুত্রের দ্বারা অন্যান্য সকল পত্নী পুত্রবতী ব'লে পরিগণিত হবে অর্থাৎ তারা আর দত্তক-পুত্র নিতে পারবে না। — এ কথা মনু বলেছেন ।। ১৮৩ ।।

শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোঽভাবে পাপীয়ান্ রিক্থমর্হতি।
বহবশ্চেত্তু সদৃশাঃ সর্বে রিক্থস্য ভাগিনঃ।। ১৮৪।।

অনুবাদ। দ্বাদশ পুত্র যে ক্রমে উল্লিখিত হয়েছে, সেই অনুসারে আগে যাদের উল্লেখ আছে তাদের অভাবে পরবর্তীরা ধনাধিকারী হবে। কিন্তু যদি পরবর্তীরা সকলে সমগুণসম্পন্ন হয় তাহ'লে তারা সকলে ধন সম্পত্তির অধিকারী হবে ।। ১৮৪।।

ন ভ্রাতরো ন পিতরঃ পুত্রা রিক্থহরাঃ পিতুঃ।
পিতা হরেদপুত্রস্য রিক্থং ভ্রাতর এব চ। ১৮৫।।

অনুবাদ। পিতার ধনসম্পত্তি তার পুত্রেরাই পাবে — পুত্র থাকতে পিতা (অর্থাৎ ঐ পিতার পিতা), পিতার ভ্রাতা প্রভৃতি কেউই ঐ সম্পত্তির অধিকারী নয়। অপুত্র ব্যক্তির ধনসম্পত্তি ঐ ব্যক্তির পিতা এবং তার অভাবে ভ্রাতারা পাবে ।। ১৮৫ ।।

ত্রয়াণামুদকং কার্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ততে।
চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে।। ১৮৬।।

অনুবাদ। পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের পিণ্ডদান ও উদকদান (তর্পণ) কর্তব্য। সুতরাং পিণ্ডোদকদাতা এদের মধ্যে চতুর্থ স্তরের। পঞ্চম অর্থাৎ প্রপৌত্রপুত্র ও বৃদ্ধপিতামহ — এদের সাথে কোনও সম্বন্ধ অর্থাৎ পিণ্ডোদকদানাদির কোনও সম্বন্ধ হতে পারে না ।। ১৮৬ ।।

অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্ যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ।
অত উর্দ্ধং সকুল্যঃ স্যাদাচার্যঃ শিষ্য এব বা।। ১৮৭।।

অনুবাদ। মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দুহিতা এবং দৌহিত্র না থাকলে তার সপিণ্ডগণের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক্ না কেন তাদের মধ্যে যে অতি সন্নিহিত অর্থাৎ নিকটবর্তী সে-ই তার ধন পাবে। [এদরে মধ্যে ঔবসপুত্র প্রথমে সকল ধনের অধিকারী হবে, কেবল ক্ষেত্রজ ও গুণবান্ দত্তককে কষ্ঠ বা পঞ্চমাংশ দিতে হবে এবং অন্য পুত্রগণ গ্রাসাচ্ছাদন-মাত্র পাবে, ঔরস পুত্রের অভাবে পুত্রিকার ও তার পুত্রস্বরূপ দৌহিত্র সকল ধনের অধিকারী হবে। ঔরস-পুত্র ও পুত্রিকা উভয়ে থাকলে, তারা তুল্যাংশ পাবে, তাদের অভাবে ক্ষেত্রজ - প্রভৃতি একাদশ পুত্র ক্রমানুসারে পিতৃধনের অধিকারী হবে। পরিণীতা শূদ্রার পুত্র কখনো দশম ভাগের বেশী পাবে না, অবশিষ্ট সমীপবর্তী সপিণ্ড গ্রহণ করবে। ত্রয়োদশ প্রকার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না থাকলে পত্নী পতির সকল ধনের অধিকারিণী হবে। পত্নীর অভাবে পুত্রিকাদুহিতা ধনাধিকারিণী হবে, তার অভাবে পিতার ও মাতার অধিকার, মাতা-পিতার অভাবে সহোদর ভ্রাতার অধিকার, তার অভাবে সহোদর পুত্রের অধিকার, তার অভাবে পিতামহীর, তার অভাবে সহোদরপৌত্রের, তার অভাবে সোদরসাপত্ন্য ভ্রাতার, তার অভাবে তৎপুত্র-পৌত্রের, তার অভাবে পিতামহের, তার অভাবে পিতৃব্যের, তার অভাবে তৎ-পুত্র-পৌত্রের, তার অভাবে প্রপিতামহের, তার অভাবে প্রপিতামহীর, তার অভাবে প্রপিতামহের পুত্র-পৌত্র-ক্রমে অধিকার] । এই ভাবে সপিন্ডের অধিকারের পর সমানোদকের অধিকার হবে, তার অভাবে আচার্য এবং তার অভাবে শিষ্য ধনাধিকারী হবে ।। ১৮৭ ।।

সর্বেষামপ্যভাবে তু ব্রাহ্মণা রিক্‌থভাগিনঃ।
ত্রৈবিদ্যাঃ শুচয়ো দান্তাস্তথা ধর্মো ন হীয়তে।। ১৮৮।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত ব্যক্তিদেরও অভাব হ'লে বেদবিদ্যা-সম্পন্ন, বাহ্যাভ্যন্তরে শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয় যে কোনও ব্রাহ্মণ ঐ ধনের অধিকারী হবেন। এইরকম ব্রাহ্মণ ধনের অধিকরী হ'লে মৃত ধনীর শ্রাদ্ধাদি-ধর্মহানি হয় না। [অর্থাৎ মৃতধনী তার ধন-সম্পদের দ্বারা নানাভাবে ভোগব্যসনে মত্ত থাকায় তার ধর্ম ক্ষীণ হ'লে তার ধন এইরকম ব্রাহ্মণের কাছে যাওয়ার জন্য তার আবার ধর্ম উৎপন্ন হয়। ফলে ঐ ধর্মের দ্বারা তার ধর্মের ক্ষয় পূরণ হয়। সুতরাং মৃত ধনীর ধর্ম ক্ষীণ হ'ল না।] ।।১৮৮।।

অহার্যং ব্রাহ্মণদ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্যমিতি স্থিতিঃ।
ইতরেষাস্তু বর্ণানাং সর্বাভাবে হরেন্নৃপঃ।। ১৮৯।।

অনুবাদ । ব্রাহ্মণের দ্রব্য রাজা কখনও গ্রহণ করবেন না, এই হ'ল নিত্য-শাস্ত্রব্যবস্থা। কিন্তু অন্যান্য বর্ণের পক্ষে পূর্ববর্ণিত ধনাধিকারীদের অভাব হ'লে রাজাই তাদের ধনসম্পত্তি গ্রহণ করবেন।। ১৮৯।।

সংস্থিতস্যানপত্যস্য সগোত্রাৎ পুত্রমাহরেৎ।
তত্র যদ্ রিক্‌থজাতং স্যাত্তত্তস্মিন্ প্রতিপাদয়েৎ।। ১৯০।।

অনুবাদ। কোনও ব্যক্তি যদি অপুত্র অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে তার স্ত্রী গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হ'য়ে সগোত্র পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে এবং মৃত ব্যক্তির যা কিছু ধনসম্পত্তি তা ঐ পুত্রকে অর্পণ করবে।।১৯০।।

দ্বৌ তু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়া ধনে।
তয়োর্যদ্ যস্য পিত্র্যং স্যাত্তৎ স গৃহ্ণীত নেতরঃ।। ১৯১।।

অনুবাদ। যদি কোনও ধনী ব্যক্তি ঔরসপুত্র উৎপাদন ক'রে মারা যায় এবং তার পত্নী ঐ ঔরসপুত্র 'বালক'-সন্তান ব'লে ঐ পুত্রের হাতে পতিধন অর্পণ না ক'রে যদি নিজেই গ্রহণ করে এবং অন্য পুরুষের আশ্রয়ে থেকে তার দ্বারা এক পৌনর্ভব-পুত্র উৎপাদন করে, পরে পৌনর্ভবের পিতার মৃত্যু হ'লে ঐ ধনও যদি ঐ স্ত্রীর হস্তগত হয়, তা হ'লে কোনও সময় ঐ ঔরস ও পৌনর্ভব সন্তানের মধ্যে ধনগ্রহণের জন্য বিবাদ উপস্থিত হ'লে, তাদের বিবাদ পরিহারের জন ঔরসপিতার ধন ঔরসপুত্রকে দেবে এবং পৌনর্ভবের পিতার ধন পৌনর্ভব-সন্তানকে দেবে। জনকের ধন ভিন্ন তারা অন্য ধন পাবে না ।। ১৯১।।

জনন্যাং সংস্থিতায়াস্তু সমং সর্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্মাতৃকং রিক্থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ।। ১৯২।।

অনুবাদ। [পুরুষের ধনের ব্যবস্থা ক'রে এবার স্ত্রীধনের ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে-] মাতার মৃত্যু হ'লে তার যা কিছু স্ত্রীধন তা সহোদর ভ্রাতারা এবং অবিবাহিতা সহোদরা ভগিনীরা সমান সমান ভাগ ক'রে নেবে। ।। ১৯২।।

যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যা ধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্বকম্।। ১৯৩।।

অনুবাদ। ঐ কন্যাদের যদি অবিবাহিতা কন্যা অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে তাদেরও মাতামহীর ধন থেকে কিছু কিছু অংশ দিয়ে সম্মানিত ও সন্তুষ্ট রাখবে ।। ১৯৩ ।।

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্।। ১৯৪।।

অনুবাদ। 'স্ত্রীধন' ছয় প্রকার :- অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত। অধ্যগ্নি - স্ত্রীধন হ'ল বিবাহকালে পিতাপ্রভৃতিদের দ্বারা দত্ত ধন, অধ্যাবাহনিক ধন হ'ল পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে নিয়ে আসার সময় যে ধন লব্ধ হয়, প্রীতিদত্ত ধন হ'ল রতিকালে বা অন্যসময় পতি কর্তৃক প্রীতিপূর্বক যে ধন স্ত্রীকে প্রদত্ত হয়।।১৯৪।।

অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ।
পত্যৌ জীবতি বৃত্তায়াঃ প্রজায়াস্তদ্ধনং ভবেৎ।। ১৯৫।।

অনুবাদ। বিবাহের পর পিতা, মাতা, স্বামী, পিতৃ-কুল এবং ভর্তৃকুল থেকে লব্ধ যে ধন তাকে সাধারণ-ভাবে 'অন্বাধেয়' বলা হয়। স্ত্রীলোকের 'অন্বাধেয়' ধন এবং তার পতিকর্তৃক তাকে প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত যে ধন তা-ও স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু হ'লে তার সন্তানেরা পাবে ।। ১৯৫ ।।

ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্বসু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্তুরেব তদিষ্যতে।। ১৯৬।।

অনুবাদ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব এবং প্রাজাপত্য—এই পাঁচপ্রকার বিবাহে লব্ধ যে স্ত্রীধন, তার সবই কোনও স্ত্রীলোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার স্বামীই পাবে ।। ১৯৬ ।।

যৎ তস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।। ১৯৭।।

অনুবাদ। আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ - এই তিন প্রকার বিবাহে লব্ধ যে স্ত্রীধন, তা রেখে কোনও স্ত্রীলোক যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাহ'লে ঐ ধনে ঐ স্ত্রীর মাতার প্রথম অধিকার, কিন্তু মাতার মৃত্যু হ'লে পিতা অধিকারী হবে ।। ১৯৭ ।।

স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ।। ১৯৮।।

অনুবাদ। কোনও ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি নানা জাতীয়া স্ত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে তার পিতৃদত্ত যা কিছু স্ত্রীধন থাকবে তা তার ব্রাহ্মণী - সপত্নীর যে কন্যা সে লাভ করবে, তার অভাবে ঐ কন্যার সন্তান ঐ ধন পাব ।। ১৯৮ ।।

ন নির্হারং স্ত্রিয়ঃ কুর্যুঃ কুটুম্বাদ্বহুমধ্যগাৎ।
স্বকাদপি চ বিত্তাদ্ধি স্বস্য ভর্তুরনাজ্ঞয়া।। ১৯৯।।

অনুবাদ। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থেকে কোনও স্ত্রী সাধারণ ধনসম্পত্তি থেকে কিছু নিয়ে সঞ্চয় অথবা অলঙ্কারাদি নির্মাণ করাতে পারবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর ধন থেকেও যথেচ্ছ ব্যয় করতে পারবে না ।। ১৯৯ ।।

পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে।। ২০০।।

অনুবাদ। স্বামী জীবিত থাকাকালে স্ত্রী যে সব অলঙ্কার স্বামীর অনুমতি নিয়ে ধারণ করে, স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ স্বামীর ভ্রাতারা বা পুত্রেরা তা ভোগ করতে পারবে না; যদি করে তবে তারা পতিত অর্থাৎ পাপী হবে ।। ২০০ ।।

অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ।। ২০১।।

অনুবাদ। ক্লীব, পতিত (outcastes), জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়-অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, বর্ণের অনুচ্চারক মূক এবং ঐরকম কাণা প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি — এরা কেউই পিতার ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে না ।। ২০১ ।।

সর্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণা।
গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ।। ২০২।।

অনুবাদ। তবে যারা রিক্‌থভাগী অর্থাৎ ধনসম্পত্তি লাভ করবে, তারা সুবিবেচনাপূর্বক যথাশক্তি ঐ সব ক্লীব প্রভৃতিকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে — তা না করলে তারা পতিত হবে।।২০২ ।।

যদ্যর্থিতা তু দারৈঃ স্যাৎ ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন।
তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি।। ২০৩।।

অনুবাদ। ক্লীব প্রভৃতিরাও যদি কোনও ক্রমে স্ত্রী-অভিলাষী হয়, এবং তাদের যে সন্তান

হবে [ক্লীবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সন্তানকে বুঝতে হবে], তারা যদি ক্লীবত্বাদি দোষশূন্য হয়, তবে তারাও ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে (তন্তু = সন্তান) ।। ২০৩ ।।

যৎকিঞ্চিৎ পিতরি প্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠোঽধিগচ্ছতি।
ভাগো যবীয়সাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ।। ২০৪।।

অনুবাদ। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিভক্তাবস্থায় যা কিছু ধন লাভ করবে তার অংশ বিদ্যাভ্যাসকারী কনিষ্ঠগণকে দিতে হ'বে।

[পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত মিত্র, রাজা, পুরোহিত প্রভৃতির কাছে থেকে যা প্রাপ্ত কিংবা জমি জায়গায় কোন প্রকারে বেশী সারপ্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা যদি বেশী ফলন হয় তা থেকে যা বেশী পাওয়া যাবে তার অংশ জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের দিতে হবে। সেখানে এরকম মনে করা সঙ্গত হবে না যে—পিতা যখন এমন পেতেন না, কিন্তু আমি স্বয়ং যখন এরকম পেয়েছি তখন এটি আমারই হবে। এখানে বচনটিতে "বিদ্যানুপালিনঃ" উল্লেখ থাকায়—যেসমস্ত ভ্রাতা বিদ্যজীবী, যেমন, শিল্পী, কারু, বৈদ্য, নট, গায়ন প্রভৃতি, তাদেরই ভাগ দিতে হবে।] ।। ২০৪ ।।

অবিদ্যানান্তু সর্বেষামীহাতশ্চেদ্ধনং ভবেৎ।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাদপিত্র্য ইতি ধারণা।। ২০৫।।

অনুবাদ। যারা বিদ্যানুপালনকারী নয় তারা পিতৃধনাভাবে সকলে যদি নিজ নিজ চেষ্টাপরিশ্রমের দ্বারা ধন লাভ করে তা হ'লে সেই ধন পৈতৃক না হ'লেও সকলে সমান সমান অংশ পাবে।

["অবিদ্যা"=বিদ্যা প্রয়োগ ছাড়া অন্য প্রকারে—যেমন, কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি; ঐভাবে সকলের দ্বারা উপার্জিত যে ধন তাতে কে কম উপার্জন করল কিংবা কে বেশী রোজগার করল তা ধর্তব্য হবে না। তবে এরকম ভাবে যদি কেউ প্রচুর পরিমাণে ধন উপার্জন করে তা হ'লে অবশ্য তা ভাগ করা উচিত হবে না। বস্তুতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য যে জ্যেষ্ঠাংশ দেবার বিধান আছে এই বচনটিতে তা নিষেধ করা হয়েছে। তবে সামান্য কিছু বেশী উপার্জন হ'লে সকলেই সমভাগে পাবে। এখানে "অপিত্র্যে" এই 'হেতু' নির্দেশ থাকায় অপুত্রক ভ্রাতার ধনেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।]।।২০৫।।

বিদ্যাধনন্তু যদ্ যস্য তত্তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
মৈত্র্যমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেব চ।। ২০৬।।

অনুবাদ। যার যা নিজ 'বিদ্যাধন' অর্থাৎ বিদ্যার্জিত ধন-সম্পত্তি তা তারই হবে—অন্যে তার ভাগ পাবে না। নিজ মিত্রের কাছ থেকে লব্ধ, নিজের বিবাহেলব্ধ এবং নিজ আর্ত্বিজ্যলব্ধ যে ধন—এইগুলি সব বিদ্যাধন। - এগুলি দায়াদ কর্তৃক বিভক্ত হ'তে পারে না।

["বিদ্যাধন"=নিজ বিদ্যা দ্বারা—যেমন, অধ্যাপন, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির দ্বারা লব্ধ যে ধন তা 'বিদ্যাধন'। "ঔদ্বাহিক ধন"= নিজ বিবাহে যৌতুকাদিরূপে প্রাপ্ত ধন। "মাধুপর্কিক ধন"=ঋত্বিক্‌কর্ম (যাজকতা) ক'রে লব্ধ যে ধন। যদিও এই আর্ত্বিজ্যলব্ধ ধনও বিদ্যাধনই বটে তবুও যাজকতা-কর্মদ্বারা পাওয়া যায় ব'লে পৃথক্‌ভাবে তার উল্লেখ করা হ'ল। শ্বশুরের নিকট থেকে যে ধন পাওয়া যায় তাকে 'ঔদ্বাহিক' ধন বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, বিবাহকালে যে ধন লাভ করা হয় তা 'ঔদ্বাহিক' ধন।]।।২০৬।।

ভ্রাতৃণাং যস্তু নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্মণা।
স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বোপজীবনম্।। ২০৭।।

অনুবাদ। ভ্রাতাদের মধ্যে যদি কেউ সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও ধনার্জনের জন্য পরিশ্রম না করে, তা হ'লে তাকে ভ্রাতৃগণ স্বীয় অংশ থেকে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদানোপযোগী ধন দিয়ে অতিরিক্ত অংশ দেবে না।

[যেসকল ভ্রাতারা একান্নবর্তী হয়ে একসঙ্গে বাস করে এবং পিতার ধনও তাদের মধ্যে অবিভক্ত আছে তারা কৃষি প্রভৃতি কাজ ক'রে ধন উপার্জন করতে সচেষ্ট হ'লেও তাদের মধ্যে যদি কেউ সেকরম চেষ্টায় বিমুখ হয়, তা হ'লে সেই ভ্রাতাটিকে "নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ" = নিজ ভাগ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এর দ্বারা এই কথা বলা হ'ল যে, উক্ত কাজে যে ধন ব্যয় করা হয়েছে তাতে তার যে পরিমাণ অংশ আছে তার অতিরিক্ত কিছু সে পাবে না, তাই ব'লে তাকে যে পৈতৃক মূলধনটিরও তার প্রাপ্য অংশ দিতে নিষেধ করা হয়েছে, এরকম নয়। সে ক্ষেত্রেও লাভেব অংশের সবটাই যে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে, অল্প পরিমাণও তাকে যে দিতে নিষেধ করা হয়েছে এরকম নয়; কিন্তু নিজেদের পরিশ্রমের মূল্য-স্বরূপ সকলে মিলে তাকেও যৎকিঞ্চিৎ উপজীবনস্বরূপ দিতে হবে।] ।।২০৭।।

অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জয়েৎ।
স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি।। ২০৮।।

অনুবাদ। পিতার ধন খরচ না ক'রে কোন ভ্রাতা কেবল নিজের কৃষিবাণিজ্যাদি পরিশ্রমের দ্বারা এবং চেষ্টার দ্বারা যে ধন উপার্জন করবে, সে ইচ্ছা না করলে অন্য ভ্রাতাদের তার ভাগ নাও দিতে পারে। ।। ২০৮ ।।

পৈতৃকন্তু পিতা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ।
ন তৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধমকামঃ স্বয়মর্জিতম্।। ২০৯।।

অনুবাদ। পিতা পৈত্রিকক্রমে লব্ধ নয় এমন যে অপ্রাপ্ত ধন লাভ করেন অর্থাৎ পিতার যা নিজ উপার্জিত ধন তা তিনি ইচ্ছা না করলে পুত্রদের সাথে বিভাগ করে না-ও নিতে পারেন।

[পিতার যদি ইচ্ছা না থাকে তা হ'লে পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লেও তাঁকে ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিতে বাধ্য করা উচিত হবে না। পুত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক হ'লেও পিতার যদি ইচ্ছা না থাকে তা হ'লে তাঁর ধন বিভাগ করে নেওয়া শিষ্টাচার অনুসারে সঙ্গত নয়; এরকম করলে নিন্দাশ্রুতি থাকায় যদি পুত্রগণ বলপূর্বক পিতাকে বিভক্ত ক'রে দিতে বাধ্য করায় তা হ'লে তারা পাপী হবে, এরকম অনুমান করা যায়। যেমন, পুনঃ পুনঃ প্রতিগ্রহ করলে (দান গ্রহণ করলে) ধনস্বামিত্ব হয় বটে কিন্তু তাতে লোকের দোষও (পাপও) ঘটে। কাজেই পিতামহাদি থেকে আগত এই প্রকার দ্রব্য অশুদ্ধই হ'য়ে থাকে। এজন্য ধনার্জনের অন্য উপায় থাকলে পিতার নিকট তার জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। যেহেতু তাতে অধর্ম হয়।

পিতা যে ধন স্বয়ং উপার্জ্জন করেছেন তাও পুত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং গুণবান্ হয়েছে বুঝলে তাদের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়াই উচিত । এজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হয়েছে, "পিতা বেশী বয়সে উপস্থিত হ'লে পুত্রদিগের মধ্যে ধন ভাগ করে দেবেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জ্যোষ্ঠংশসমেত ভাগ দেবেন এবং অন্যান্য পুত্রকে সমান সমান ভাগ দেবেন"। এই বচনটি যে পিতামহের ধনসম্বন্ধে প্রয়োজ্য তা বলা চলবে না। কারণ, তা থেকে জ্যোষ্ঠাংশ দান করায়

পিতার অধিকার নেই, যেহেতু এস্থলে পিতা এবং পুত্র উভয়েরই সমান অধিকার। তবে যে স্মৃত্যন্তরে বলা হয়েছে —"পিতা যদি পুত্রগণের মধ্যে কমবেশী ভাগ ক'রে দেন তা ধর্মসঙ্গত বলে গ্রাহ্য", এব্যবস্থা সেই ক্ষেত্রেপ্রযোজ্য যেখানে পিতা নিজ ধন কিংবা পিতামহেরও ধন অতি অল্প কিছু কমবেশীভাবে ভাগ করে দেন। অথবা পিতা যখন পুত্রদের মধ্যে তাদের পিতামহের ধন ভাগ করে দেবেন তখন যদি তিনি তা থেকে নিজের প্রাপ্য অংশ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ না করেন কিংবা তাঁর স্বয়ং উপার্জ্জিত যে ধন তা যখন পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন সেইরকম ক্ষেত্রেই এই ন্যূনাধিক দেওয়ার নিয়মটি প্রয়োজ্য।] ।। ২০৯ ।।

বিভক্তাঃ সহ জীবন্তো বিভজেরন্ পুনর্যদি।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠং তত্র ন বিদ্যতে।। ২১০।।

অনুবাদ। ভ্রাতারা আগে বিভক্ত হবার পর আবার যদি সকলে একসঙ্গে থাকে এবং তার পর আবার বিভক্ত হয় তা হ'লে তখন সকলেই সমান সমান অংশ পাবে, তখন জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশ বলে কিছু থাকবে না। ।। ২১০ ।।

যেষাং জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো বা হীয়েতাংশপ্রদানতঃ।
ম্রিয়েতান্যতরো বাপি তস্য ভাগো ন লুপ্যতে।। ২১১।।

অনুবাদ। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠই হোক্ কিংবা কনিষ্ঠই হোক্ কেউ যদি বিভাগকালে অংশ না পায়, কিংবা কেউ যদি মারা যায়, তা হ'লে তার অংশ লোপ হবে না।

[যে সকল ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা "অংশপ্রদানাৎ হীয়েত" ;— 'অংশপ্রদান' শব্দের অর্থ বিভাগের সময়, "হীয়েত"= তৎকালে বিভাগ না পাবার কারণ পাতিত্য প্রভৃতি যদি তার থাকে কিংবা "ম্রিয়েত"=কেউ যদি মারা যায় তা হ'লে "তস্য ভাগো ন লুপ্যতে"= তার ভাগ লোপ পাবে না। কিন্তু তার অংশটির বিলিবন্দোবস্ত বক্ষ্যমাণ প্রকারে হবে।] ।। ২১১।।

সোদর্যা বিভজেরংস্তং সমেত্য সহিতাঃ সমম্।
ভ্রাতরো যে চ সংসৃষ্টা ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ।। ২১২।।

অনুবাদ। সেই ভ্রাতাটি অন্য যেসব সহোদর ভ্রাতার সাথে মিলিত হ'য়ে একান্নে ছিল তারা এবং অবিবাহিত সহোদরা ভগিনীরা মিলে মৃত ব্যক্তির ঐ অংশ থেকে সমান ভাগ পাবে।

[যে সহোদর ভ্রাতাদের অর্থে সে 'সংসৃষ্ট' (বিভাগের পর পুনরায় মিশ্রিতধন) হয়েছিল তারা সকলে তার সেই ভাগটি নেবে। এবং "ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ",— যে সব সহোদরা ভাগিনীর বিবাহ হয় নি তারাও নেবে। কিন্তু যেসকল ভগিনীর বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে তারা পতিগোত্রান্তরিতা হয়েছে ব'লে তাদের আর 'সনাভি' বলা যায় না। কাজেই তারা ঐ ধনের অংশ পাবে না। "যে চ সংসৃষ্টাঃ" এখানে যে 'চ' শব্দটি আছে, তা ভগিনীদেরও সমুচ্চয় বোঝাচ্ছে অর্থাৎ সংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতারা এবং সংসৃষ্টা সহোদরা ভগিনীরা গ্রহণ করবে, এই অর্থ বোঝাচ্ছে।] ।। ২১২।।

যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুর্বীত লোভাদ্ ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
সোঽজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ।। ২১৩।।

অনুবাদ। যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোভবশত কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের বঞ্চনা করবে সে জ্যেষ্ঠের মতো সম্মান পাবে না এবং জ্যেষ্ঠের উদ্ধারাংশও পাবে না। রাজার দ্বারা সে দণ্ডিত হবে । ।।

২১৩।।

সর্ব এব বিকর্মস্থা নার্হন্তি ভ্রাতরো ধনম্।
ন চাদত্ত্বা কনিষ্ঠেভ্যো জ্যেষ্ঠঃ কুর্বীত যৌতকম্।। ২১৪।।

অনুবাদ। নিষিদ্ধকর্মপরায়ণ কোন ভ্রাতাই পিতার ধনাধিকারী হবে না; আবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ভাগ না দিয়ে যৌতুক করতে পারবে না অর্থাৎ সাধারণ ধন থেকে নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে পারবে না। ।। ২১৪ ।।

ভ্রাতৃণামবিভক্তানাং যদ্যুত্থানং ভবেৎ সহ।
ন পুত্রভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন।। ২১৫।।

অনুবাদ। পিতার অধীনে থেকে অবিভক্ত অবস্থায় যদি সকল ভ্রাতাই কিছু কিছু ধনার্জন করতে থাকে, তা হ'লে বিভাগকালে পিতা কোন পুত্রকে কখনও বেশী দিতে পারবেন না সকলকেই ধনসমান ভাগ ক'রে দেবেন ।

["পিতা যদি কিছু ন্যূনাধিক বিভাগ করেন, তা হ'লে পুত্রদের কর্তব্য তা ধর্ম-সঙ্গত ব'লে স্বীকার করে নেওয়া" এই যে নির্দেশ আছে এক্ষণে ঐ সম্বন্ধেই নিষেধ বলছেন। "সহোত্থান" শব্দের অর্থ সকলেই ধনার্জন করে; যেমন, কেউ কৃষি প্রভৃতির দ্বারা, কেউ বা প্রতিগ্রহদ্বারা, কেউ বা সেবার দ্বারা। কেউ বা আবার সকলের উপার্জিত ঐ ধন ঠিকমত রক্ষা করে এবং ভ্রাতারা নিকটে না থাকলে আবশ্যকমত খরচ করে। ঐসব ধন একত্র ক'রে সমান সমানভাবে ভাগ ক'রে দিতে হবে। পিতা যে কারও প্রতি বেশী স্নেহবশত তাকে বেশী দেবেন তা চলবে না।]।।২১৫।।

ঊর্দ্ধং বিভাগাজ্জাতস্তু পিত্র্যমেব হরেদ্ধনম্।
সংসৃষ্টাস্তেন বা যে স্যুর্বিভজেত স তৈঃ সহ।। ২১৬।।

অনুবাদ। পুত্রসমূহের মধ্যে ধন-বিভাগ ক'রে দেওয়ার পর যদি আবার পুত্র জন্মায়, তবে সেই পুত্র পিতার যে ধন থাকবে, তা-ই পাবে এবং বিভাগ ক'রে দেওয়ার পর যদি কোনও ভ্রাতা ঐ পিতার সাথে সংসৃষ্ট থাকে, তবে পিতার মরণোত্তর ঐ কনিষ্ঠটি সেই ভ্রাতার কাছ থেকে ভাগ নেবে।।২১৬।।

অনপত্যস্য পুত্রস্য মাতা দায়মবাপ্নুয়াৎ।
মাতর্যপি চ বৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধনম্।। ২১৭।।

অনুবাদ। নিঃসন্তান পুত্রের ধন তার মাতা পাবে, মাতা মারা গেলে পিতার মাতা অর্থাৎ ঐ পুত্রের মাতামহী সেই ধন পাবে ।। ২১৭ ।।

ঋণে ধনে চ সর্বস্মিন্ প্রবিভক্তে যথাবিধি।
পশ্চাদ্দৃশ্যেত যৎ কিঞ্চিত্তৎ সর্বং সমতাং নয়েৎ।। ২১৮।।

অনুবাদ। সকল প্রকার ঋণ ও ধন যথানিয়মে ভাগ করা হ'য়ে গেলে পরে যা কিছু অজ্ঞাত ধন-সম্পত্তি প্রকাশ পাবে, তা সকল ভ্রাতারাই সমান-সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেবে ।। ২১৮।।

বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমং প্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে।। ২১৯।।

অনুবাদ। অবিভক্ত অবস্থায় ভ্রাতাদের মধ্যে যারা যেসব কাপড়, পত্র (অর্থাৎ গোশকট

প্রভৃতি বাহন), অলঙ্কার, তণ্ডুল প্রভৃতির দ্বারা কৃতান্ন, উদক অর্থাৎ কূপ-দীঘি প্রভৃতি, দাসী, যোগক্ষেম [যার সাথে যোগ থাকলে ক্ষেম অর্থাৎ কুশল হয়, যেমন, মন্ত্রী, পুরোহিত, বৃদ্ধ অমাত্য, বাস্তু প্রভৃতি। এদের প্রভাবে চোর প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।] , প্রচার অর্থাৎ গোচারণ ভূমি ব্যবহার করত, তা ভাগ করা চলবে না।।২১৯।।

অয়মুক্তো বিভাগো বঃ পুত্রাণাঞ্চ ক্রিয়াবিধিঃ।
ক্রমশঃ ক্ষেত্রজাদীনাং দ্যূতধর্মান্নিবোধত।। ২২০।।

অনুবাদ। এতক্ষণ তোমাদের ধনসম্পত্তির বিভাগ এবং ক্ষেত্রজ প্রভৃতি ক্রমিক পুত্র সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার কথা বলা হ'ল। এখন দ্যূতবিষয়ক বিধিব্যবস্থার কথা আপনারা শুনুন।। ২২০।।

দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজ্যান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাম্।। ২২১।।

অনুবাদ। রাজা নিজের রাজ্য থেকে দ্যূত এবং সমাহ্বয়-নামক বক্ষ্যমাণ ক্রীড়া নিবারণ করবেন। কারণ, এই দুইটি দোষ রাজাদের রাজ্যের সর্বনাশ ক'রে থাকে ।। ২২১।।

প্রকাশমেতৎ তাস্কর্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ।। ২২২।।

অনুবাদ। এই যে দ্যূত ও সমাহ্বয় — এ দুটি প্রকাশ্য চৌর্যমাত্র। এই কারণে, এ দুটিকে নষ্ট করার ব্যাপারে রাজার সতত সে চেষ্টা হওয়া উচিত।।২২২।।

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।। ২২৩।।

অনুবাদ। অক্ষশলাকা প্রভৃতি অপ্রাণিদ্রব্যের দ্বারা পণপূর্বক যে ক্রীড়া তাকে পণ্ডিতেরা দ্যূত বলেন এবং মেষ, মহিষ, কুক্কুট, পায়রা প্রভৃতি প্রাণীকে নিয়ে ঐ ভাবে পণপূর্বক যে ক্রীড়া তাকে সমাহ্বয় বলে ।। ২২৩ ।।

দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ।। ২২৪।।

অনুবাদ। যারা নিজে দ্যূত ও সমাহ্বয়-ক্রীড়া করে অথবা অন্যের দ্বারা করায় তাদের সকলকেই অপরাধানুসারে রাজা হস্তচ্ছেদন প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দণ্ড দেবেন। এবং যে সব শূদ্র যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি দ্বিজাতির চিহ্ন ধারণ করবে তাদেরও ঐরকম দণ্ড দেবেন।। ২২৪ ।।

কিতবান্ কুশীলবান্ ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান্।
বিকর্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ।। ২২৫।।

অনুবাদ। দ্যূতাদিসেবী, নর্তক বা গায়ক, ক্রূরচেষ্ট, পাষণ্ড অর্থাৎ বেদবিদ্বেষী ব্যক্তি, নিষিদ্ধাচরণে নিযুক্ত ব্যক্তি, এবং শৌণ্ডিক অর্থাৎ মদ্যব্যবসায়ী — এদের অতিসত্বর রাজ্য থেকে রাজা নির্বাসিত করবেন।। ২২৫।।

এতে রাষ্ট্রে বর্তমানা রাজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নতস্করাঃ।
বিকর্মক্রিয়য়া নিত্যং বাধন্তে ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ।। ২২৬।।

অনুবাদ। এই সব লোকগুলি প্রচ্ছন্ন চোর; এরা রাজ্যে বাস করতে থাকলে নানারকম

নিষিদ্ধ কাজ করতে থেকে সকল সময়েই নানা-প্রকার বঞ্চনাদি অধর্মের দ্বারা ভদ্র প্রজাগণকে নিত্য পীড়া দিতে থাকে ।। ২২৬ ।।

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্ দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্।। ২২৭।।

অনুবাদ। পুরাকালে দ্যূতক্রীড়াটিকে অত্যন্ত শত্রুতামূলক ও অনিষ্টকর কাজ ব'লে বিবেচনা করা হ'ত। এই কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিহাসের ছলেও দ্যূতক্রীড়া করবেন না ।। ২২৭ ।।

প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্ যথেষ্টং নৃপতেস্তথা।। ২২৮।।

অনুবাদ। যে ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যরূপে দ্যূতক্রীড়া করে, তার প্রতি রাজা নিজের খুশীমতো যেকোনো দণ্ড বিধান করতে পারেন।। ২২৮ ।।

ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনিস্তু দণ্ডং দাতুমশক্নুবন্।
আনৃণ্যং কর্মণা গচ্ছেদ্বিপ্রো দদ্যাচ্ছনৈঃ শনৈঃ।। ২২৯।।

অনুবাদ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এরা যদি রাজদণ্ড দিতে অর্থাৎ নির্ধনতার কারণে অর্থজরিমানা অসমর্থ হয় তা হলে কাজ করে দিয়ে ঐ দন্ডরূপ ঋণ পরিশোধ করবে। আর ব্রাহ্মণ এরকম হলে অতি অল্প অল্প করে তা শোধ করে দেবে।

[ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরা দরিদ্র হ'লে তাদের বন্ধন ক'রে পীড়া দেওয়া তচিত হবে না। কিন্তু "কর্মণা"=যার যেটি যোগ্য কাজ অথচ সেটির দ্বারা রাজার প্রয়োজন সাধিত হয় তার দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের ধন পরিশোধ করিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ তারা শরীরে খেটে ঐ ধন পরিশোধ করবে। আর, ব্রাহ্মণ যদি ঐরকম হয় তা হ'লে তার নিকট থেকে অল্প অল্প ক'রে ঐ ধন আদায় করতে হবে। ব্রাহ্মণকে বন্ধন করা, তাড়ন করা অথবা খাটিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। আগে যা বলা হয়েছে তা ধনিক অর্থাৎ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ বিষয়ে প্রযোজ্য, আর এই বচনটি রাজদণ্ড বিষয়ে প্রয়োজ্য, কাজেই পুনরুক্তি ঘটছে না।] ।। ২২৯ ।।

স্ত্রীবালোন্মত্তবৃদ্ধানাং দরিদ্রাণাঞ্চ রোগিণাম্।
শিফাবিদলরজ্জ্বাদ্যৈর্বিদধ্যান্নৃপতির্দমম্।। ২৩০।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোক, বালক, উন্মত্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং রোগী এরা অপরাধ করলে এদের ধনদণ্ড না দিয়ে শিফা অর্থাৎ চাবুকের আঘাত, বিদল অর্থাৎ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে অথবা রজ্জুবন্ধনাদির দ্বারা রাজা দমন করবেন ।। ২৩০ ।।

যে নিযুক্তাস্তু কার্যেষু হন্যুঃ কার্যাণি কার্যিণাম্।
ধনোষ্মণা পচ্যমানাস্তান্নিঃস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ।। ২৩১।।

অনুবাদ। রাজার বিচারলয়ে নিযুক্ত যেসব লোক বাদী কিংবা প্রতিবাদীর নিকট থেকে ঘুষ নিয়ে বিচারের কাজে বিভ্রাট ঘটায় তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া রাজার কর্তব্য।

["কার্যিণাং"=বাদিপ্রতিবাদিগণের "কার্যেষু"=ব্যবহারদর্শন প্রভৃতি কাজে "নিযুক্তা"—যারা রাজার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে তারা "ধনোষ্মণা পচ্যমানাঃ"=কোনও পক্ষের নিকট থেকে ধন (উৎকোচ—ঘুষ) নিয়ে যদি "কার্যাণি নাশয়েয়ুঃ" = ন্যায়বিচারের কাজ নষ্ট ক'রে দেয় তা হ'লে "তান্ নিঃস্বান্ কারয়েৎ"=তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া রাজার কর্তব্য। বিচারসভার সভ্যগণ যদি পুনঃ পুনঃ ঐরকম করতে থাকে তা হ'লে দণ্ডবিধিতে অন্য প্রকার দণ্ডের বিধান

থাকলেও এই সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করা-রূপ দণ্ডটিই প্রয়োগ করা কর্তব্য। সেনাপতি প্রভৃতি অন্যান্য যারা কারও নিকট থেকে অর্থ নিয়ে নষ্ট ক'রে দেয় তাদেরও এইভাবেই দণ্ডিত করা কর্তব্য। ।। ২৩১ ।।

কূটশাসনকর্তৃংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্‌সেবিনস্তথা।। ২৩২।।

অনুবাদ। যারা মিথ্যা রাজাজ্ঞা লেখে বা প্রচার করে, যারা অমাত্যাদি রাজ প্রকৃতিদের মধ্যে ভেদ ঘটায়, যারা স্ত্রীলোক, বালক ও ব্রাহ্মণকে বধ করে এবং যারা রাজার শত্রুপক্ষের সাহায্য করে তাদের বধ করা কর্তব্য।

["কূটশাসনকর্তৃন্",—রাজা যা আদেশ করেন নি সেইরকম বিষয় রাজারদ্বারা আদিষ্ট হয়েছে ব'লে প্রচার করে;—। "শাসন"=রাজার আদেশ;—'এর বাড়ীতে কেউ খাবে না, রাজা একে এইরকম প্রসাদ দিয়েছেন, রাজা এইরকম নিয়ম ক'রে দিয়েছেন' ইত্যাদি। 'শাসন' বলতে রাজার আদেশ সম্পর্কিত নির্দেশ; তা যারা 'কূট' (মিথ্যা) করে প্রয়োগ করে বা অপব্যবহার করে,—। "প্রকৃতীনাং"=ক্রুদ্ধ, লুব্ধ প্রভৃতি রাজামাত্যাদিরূপ রাজপ্রকৃতিবর্গের "দূষকান্"=ভেদকারক— অমাত্যাদি রাজপ্রকৃতিবর্গের মধ্যে যারা ভেদ ঘটায়,—। এবং যারা স্ত্রীলোক, বালক ও ব্রাহ্মণকে বধ করে,—। "দ্বিট্‌সেবিনঃ"=এবং যারা রাজার শত্রুপক্ষের সাহায্য করে এবং প্রচ্ছন্নভাবে উভয়পক্ষে যাতায়াত করে।] ।। ২৩২ ।।

তীরিতঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যত্র ক্বচন যদ্ভবেৎ।
কৃতং তদ্ধর্মতো বিদ্যান্ন তদ্ভূয়া নিবর্তয়েৎ।। ২৩৩।।

অনুবাদ। ধর্মাধিকরণে যদি কোনও বিবাদের বিষয় (অর্থাৎ মোকদ্দমা) 'তীরিত' হয় অর্থাৎ যদি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হ'য়ে গিয়ে থাকে অর্থাৎ 'রায়' দেওয়া হ'য়ে গিয়ে থাকে, এবং পরাজিত পক্ষের উপর যদি দণ্ডাদেশও হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তা ধর্মসঙ্গতভাবেই নিষ্পন্ন হ'য়েছে — এই রকম বিবেচনা ক'রে সে বিষয়ে আবার আলোচনা করা চলবে না ।। ২৩৩।।

অমাত্যাঃ প্রাড়্‌বিবাকো বা যৎ কুর্য্যুঃ কার্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্যাত্তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ।। ২৩৪।।

অনুবাদ। রাজার অমাত্য বা প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) যদি কোনও বাদী বা প্রতিবাদীর অভিযোগ অন্যায় বিচারের দ্বারা নিষ্পন্ন ক'রে থাকেন, তবে রাজা নিজেই সেই অভিযোগের পুনর্বিচার করবেন এবং ঐরকম অন্যায়বিচারকারীর প্রতি হাজার পণ দণ্ড বিধান করবেন ।। ২৩৪ ।।

ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতে সর্বে পৃথগ্‌জ্ঞেয়া মহাপাতকিনো নরাঃ।। ২৩৫।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণহত্যাকারী, সুরাপানকারী ব্রাহ্মণ, সুবর্ণাপহারী ব্রাহ্মণ এবং গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি — এদের প্রত্যেককেই মহাপাতকী বলা যায় ।। ২৩৫ ।।

চতুর্ণামপি চৈতেষাং প্রায়শ্চিত্তমকুর্বতাম্।
শারীরং ধনসংযুক্তং দণ্ডং ধর্ম্যং প্রকল্পয়েৎ।। ২৩৬।।

অনুবাদ। উক্ত চার প্রকার মহাপাতকী লোকেরা যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহ'লে রাজা

এদের প্রতি ধর্মশাস্ত্র-নির্দিষ্ট কায়িক দণ্ড এবং অর্থদণ্ড বিধান করবেন।

[পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে— সুরাপানকারী ব্রাহ্মণ পাতকী হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের উপর শারীরিক দণ্ড দেবার তো বিধান নেই। এইজন্য অন্যত্র নির্দেশ আছে—"ব্রাহ্মণের প্রতি শারীরিক দণ্ড প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এখানে—এদের চারজনেরই শারীরিক দণ্ড" বলা হল কিভাবে? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, এসব মহাপাতকীর সাথে যে ব্যক্তি সংসর্গ করে, তাকে এখানে ধরা হয়েছে; এখানে যে 'চতুর্' (চারি) সংখ্যাটির প্রয়োগ আছে তারই সামর্থ্যে এইরকম অর্থ পাওয়া যায়। অন্য কেউ কেউ আবার বলেন, এই অপরাধের জন শরীরে চিহ্ন অঙ্কন ক'রে দেবার বিধান; এটি ব্রাহ্মণের প্রতিও কর্তব্য। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন,— "চতুর্ণামপি" এখানে যে 'অপি' শব্দটি আছে তার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, পাঁচ জনের প্রতি ঐ দণ্ড প্রয়োজ্য;— পাপ অনুষ্ঠানকারী ঐ চারজন এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে সংসর্গ করে সে পঞ্চম; তার প্রতিও ঐ দণ্ড প্রয়োজ্য। আগে "স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাৎ" এই বচনে ব্রাহ্মণের প্রতি 'বধ' দণ্ড অর্থাৎ শারীরিক দণ্ড বলাই হয়েছে। আর এই বচনটিতে কেবল চিহ্ন অঙ্কন করবার (দাগ দেবার) কথাই বলা হচ্ছে। "ধর্ম্যাম্" শব্দের দ্বারা এই কথা বলা হচ্ছে যে, অপরাধের তারতম্য অনুসারে দণ্ডেরও আধিক্য কিংবা অল্পত্যা বিধান করা উচিত।] ।। ২৩৬।।

গুরুতল্পে ভগঃ কার্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্।। ২৩৭।।

অনুবাদ। গুরুপত্নীর সাথে সঙ্গমকারী ব্রাহ্মণের ললাটে তপ্ত লোহার দ্বারা ভগাকৃতি চিহ্ন, সুরাপানকারী ব্রাহ্মণের ললাটে সুরাপাত্রের চিহ্ন, সুবর্ণাপহারী ব্রাহ্মণের ললাটে কুকুরের পায়ের চিহ্ন, আর ব্রাহ্মণহত্যাকারীর ললাটে কবন্ধচিহ্ন এঁকে দিতে হবে।।২৩৭।।

অসম্ভোজ্যা হ্যসংযাজ্যা অসম্পাঠ্যাবিবাহিনঃ।
চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতাঃ।। ২৩৮।।

অনুবাদ। এই সব চিহ্নযুক্ত মহাপাতকীর সাথে একসঙ্গে বসে ভোজনাদি করা উচিত নয়, এদের বাড়ীতে যাজকতা করা কিংবা এদের সাথে অন্য কোথাও যাজকতা করা উচিত নয়, এদের সাথে একত্র অধ্যয়নাদি করা উচিত নয় এবং এদের সাথে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনও কর্তব্য নয়। কিন্তু এরা সকল প্রকার ধর্মকর্মের অনধিকারী হ'য়ে মনুষ্যসমাজে নিন্দিত হ'তে থেকে দীনভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করবে।।২৩৮।।

জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্।। ২৩৯।।

অনুবাদ। উপরিউক্ত ব্যক্তিরা মহাপাতকের কাজ করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হ'লে ওদের জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজনেরা ওদের একেবারে পরিত্যাগ করবে; রোগপ্রভৃতির দ্বারা কাতর হ'লেও ওরা কিছুমাত্র দয়া পাবে না, এবং জ্যেষ্ঠ হ'লেও কনিষ্ঠগণের নমস্কার পাবে না, এই হ'ল মনুর অনুশাসন।।২৩৯।।

প্রায়শ্চিত্তন্তু কুর্বাণাঃ সর্বে বর্ণা যথোদিতম্।
নাঙ্ক্যা রাজ্ঞা ললাটে স্যুর্দাপ্যাস্তূত্তমসাহসম্।। ২৪০।।

অনুবাদ। ঐ সব মহাপাতকী যদি নিজ নিজ বর্ণোচিত যথা-শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে রাজা তাদের ললাটে ভগাদি চিহ্ন অঙ্কন করাবেন না, কিন্তু তাদের প্রতি 'উত্তমসাহস-দণ্ড' (অর্থাৎ

এক হাজার পণ জরিমানা) প্রযোজ্য হবে।।২৪০।।

আগঃসু ব্রাহ্মণস্যৈব কার্যো মধ্যমসাহসঃ।
বিবাস্যো বা ভবেদ্রাষ্ট্রাৎ সদ্রব্যঃ সপরিচ্ছদঃ।। ২৪১।।

অনুবাদ। যদি কোনও ব্রাহ্মণ অকামতঃ (অর্থাৎ অনিচ্ছাপূর্বক) এই ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি অপরাধ করে, তাহ'লে সেই ব্রাহ্মণের 'মধ্যমসাহস-দণ্ড'(৫০০ পণ জরিমানা) হবে অথবা 'সপরিচ্ছদঃ' অর্থাৎ তার ধনধান্যাদি দ্রব্য তার সাথে দিয়ে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে।।২৪১।।

ইতরে কৃতবন্তস্তু পাপান্যেতান্যকামতঃ।
সর্বস্বহারমর্হন্তি কামতস্তু প্রবাসনম্।। ২৪২।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যবর্ণের লোকেরা অকামতঃ ঐ সব পাপ করলে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া রাজার কর্তব্য। আর যদি ইচ্ছাপূর্বক ঐ পাপ করে তাহ'লে তার পক্ষে প্রবাসন অর্থাৎ বধদণ্ড বিধেয় ।। ২৪২ ।।

নাদদীত নৃপঃ সাধুর্মহাপাতকিনো ধনম্।
আদদানস্তু তল্লোভাত্তেন দোষেণ লিপ্যতে।। ২৪৩।।

অনুবাদ। ধার্মিক রাজার পক্ষে মহাপাতকীর ধন গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি তিনি লোভবশতঃ ঐ ধন গ্রহণ করেন, তাহ'লে তিনিও মহাপাতকরূপ দোষে লিপ্ত হন ।। ২৪৩ ।।

অপ্সু প্রবেশ্য তং দণ্ডং বরুণায়োপপাদয়েৎ।
শ্রুতবৃত্তোপপন্নে বা ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ।। ২৪৪।।

অনুবাদ। মহাপাতকীকে যে অর্থদণ্ড দেওয়া হয় সেই অর্থদণ্ডের ফলে যে ধন পাওয়া যায় তা জলে দাঁড়িয়ে বরুণদেবতার উদ্দেশ্য জলে নিক্ষেপ করতে হবে অথবা শাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্ন সদাচারপরায়ণ কোনও ব্রাহ্মণকে ঐ ধন দান করতে হবে ।। ২৪৪ ।।

ঈশো দণ্ডস্য বরুণো রাজ্ঞাং দণ্ডধরো হি সঃ।
ঈশঃ সর্বস্য জগতো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।। ২৪৫।।

অনুবাদ। বরুণ হলেন দণ্ডের অধিপতি; তিনি রাজাদের দণ্ড-বিধান করেন। আবার বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমগ্র পৃথিবীরই অধীশ্বর [এজন্য তিনিও ঐ ধনের মালিক ব'লে বুঝতে হবে।] ।। ২৪৫।।

যত্র বর্জয়তে রাজা পাপকৃদ্ভ্যো ধনাগমম্।
তত্র কালেন জায়ন্তে মানবা দীর্ঘজীবিনঃ।। ২৪৬।।
নিষ্পদ্যন্তে চ শস্যানি যথোপ্তানি বিশাং পৃথক্।
বালাশ্চ ন প্রমীয়ন্তে বিকৃতং ন চ জায়তে।। ২৪৭।।

অনুবাদ। যে দেশের রাজা পাপকারীর ধন গ্রহণ করেন না, সেখানে মানুষেরা যথাকালে জন্মগ্রহণ করে এবং দীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকে ।। ২৪৬ ।।

অনুবাদ। সেখানে বৈশ্যেরা ভূমিতে যেমন শষ্যাদি বপন করে, শষ্যসমূহও পৃথক্‌ভাবে সেইরকমই উৎপন্ন হয়; অকালে বালকদের মৃত্যু হয় না, এবং অন্ধ-পঙ্গু-কানা-প্রভৃতি

বিকৃতাকার পুরুষও জন্মগ্রহণ করে না ।। ২৪৭ ।।

ব্রাহ্মণান্ বাধমানন্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ।। ২৪৮।।

অনুবাদ। যদি কোনও শূদ্র ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণকে শারীরিক ও আর্থিক পীড়া দেয়, তাহ'লে অতি কষ্টপ্রদ নানা উদ্বেগজনক-উপায়ে [যেমন শূলে চড়িয়ে, মস্তক ছেদন ক'রে দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে] সেই শূদ্রকে বধ করা উচিত ।।২৪৮।।

যাবানবধ্যস্য বধে তাবান্ বধ্যস্য মোক্ষণে।
অধর্মো নৃপতের্দৃষ্টো ধর্মস্তু বিনিযচ্ছতঃ।। ২৪৯।।

অনুবাদ। রাজা যদি অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করেন তাহ'লে তার ফলে তাঁর যে পরিমাণ অধর্ম হয় বধযোগ্য ব্যক্তিকে বধ না করলেও তিনি সেইরকম অধর্মভাগী হন। কিন্তু অপরাধীকে সংযত করলে এবং শাস্ত্রানুসারে দণ্ড প্রয়োগ করলে রাজার 'ধর্ম' লাভ হ'য়ে থাকে ।।২৪৯।।

উদিতোঽয়ং বিস্তরশো মিথো বিবদমানয়োঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ।। ২৫০।।

অনুবাদ। পরস্পর বিবদমান বাদী ও প্রতিবাদীর ব্যবহার-নির্ণয়, যা ঋণাদানাদি অষ্টাদশমার্গে বিভক্ত (দ্র. মনু. ৮.৪-৭), তা এইরকম বিস্তৃতভাবে বলা হ'ল ।।২৫০।।

এবং ধর্ম্যাণি কার্যাণি সম্যক্ কুর্বন্মহীপতিঃ।
দেশানলব্ধান্ লিপ্সেত লব্ধাংশ্চ পরিপালয়েৎ।। ২৫১।।

অনুবাদ। রাজা এইভাবে ধর্মশাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি যথাযথ ভাবে সম্পাদন করতে নিযুক্ত থেকে অবিজিত রাজ্য লাভ করতে এবং লব্ধ রাজ্য পরিপালন করতে তৎপর হবেন ।। ২৫১।।

সম্যঙ্‌নিবিষ্টদেশস্তু কৃতদুর্গশ্চ শাস্ত্রতঃ।
কণ্টকোদ্ধরণে নিত্যমাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্।। ২৫২।।

অনুবাদ। রাজা উপযুক্ত স্থানে ঠিক্‌ভাবে আশ্রয় নিয়ে এবং দুর্গনির্মাণ ক'রে সেখানে বাস করতে থেকে দস্যু - তস্কর প্রভৃতি যেসব পীড়াদায়ক 'কন্টক' আছে সেগুলিকে উৎপাটিত করার জন্য সকল সময় বিশেষ যত্ন নেবেন ।। ২৫২ ।।

রক্ষণাদার্যবৃত্তানাং কন্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ।। ২৫৩।।

অনুবাদ। সদাচারশীল লোকদের রক্ষা ক'রে এবং রজ্যের কন্টকসমূহকে উৎপটিত ক'রে যেসব রাজা প্রজাপালনে তৎপর হন, তাঁরা স্বর্গে গমন করেন ।। ২৫৩ ।।

অশাসংস্তস্করান্ যস্তু বলিং গৃহ্নাতি পার্থিবঃ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং স্বর্গাচ্চ পরিহীয়তে।। ২৫৪।।

অনুবাদ। যে রাজা দস্যুতস্কর প্রভৃতি উপদ্রবকারিগণকে শাসন করেন না, অথচ প্রজাদের কাছ থেকে কর-শুল্কপ্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করেন, তাঁর প্রতি প্রজারা ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে এবং তিনিও স্বর্গ থেকে স্খলিত হন ।। ২৫৪ ।।

নির্ভয়স্তু ভবেদ্ যস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্।
তস্য তদ্বর্দ্ধতে নিত্যং সিচ্যমান ইব দ্রুমঃ।। ২৫৫।।

অনুবাদ। যে রাজার বাহুবল আশ্রয় ক'রে রাজ্যের সকলে নির্ভয়ে বাস করতে পারে, সেই রাজার রাজ্য জলসেকের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গাছের মতো ক্রমে বর্দ্ধিত হয়।।২৫৫।।

দ্বিবিধাংস্তস্করান্ বিদ্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকান্।
প্রকাশাংশ্চাপ্রকাশাংশ্চ চারচক্ষুর্মহীপতিঃ।। ২৫৬।।

অনুবাদ। গুপ্তচরেরা রাজার চক্ষুর মতো। তাদের সাহায্যে তিনি প্রকাশ্যে পরদ্রব্য অপহরণকারী এবং অপ্রকাশ্যে পরদ্রব্য অপহরণকারী - এই উভয় প্রকার তস্করদের সম্বন্ধে অবগত হবেন। ['চার' - যারা রাষ্ট্রমধ্যে - প্রচ্ছন্ন থেকে রাজার করণীয় বিষয় জানতে থাকে এবং রাজাকে সমস্ত বিষয় জানায়। সেই চারগণ রাজাদের চক্ষুঃ স্বরূপ, তাই রাজাকে বলা হয় চারচক্ষুঃ। **প্রকাশতস্কর** = যারা প্রকাশ্যে ঠিক তস্করের মতো ব্যবহার করে না। **অপ্রকাশতস্কর** = যে তস্করেরা রাত্রিকালে কিংবা বনপথে চলাফেরা করে।]।।২৫৬।।

প্রকাশবঞ্চকাস্তেষাং নানাপণ্যোপজীবিনঃ।
প্রচ্ছন্নবঞ্চকাস্ত্বেতে যে স্তেনাটবিকাদয়ঃ।। ২৫৭।।

অনুবাদ। তাদের মধ্যে যারা হিরণ্য প্রভৃতি নানারকম পণ্য বিক্রয় ক'রে বেশী মূল্য গ্রহণ করে এবং পরিমাণে কম দেয়, তারা **প্রকাশ্যবঞ্চক** (open rogues) । আর যারা সন্ধিচ্ছেদ প্রভৃতির দ্বারা গুপ্তভাবে চুরি করে এবং যারা আটবিক অর্থাৎ নির্জন স্থান আশ্রয় ক'রে থাকে এবং বলপূর্বক পথিকের দ্রব্য অপহরণ করে, তাদের **প্রচ্ছন্নবঞ্চক** (concealed rogules) ব'লে জানতে হবে।।২৫৭।।

উৎকোচকাশ্চৌপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা।
মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ।। ২৫৮।।
অসম্যক্কারিণশ্চৈব মহামাত্রাশ্চিকিৎসকাঃ।
শিল্পোপচারযুক্তাশ্চ নিপুণাঃ পণ্যযোষিতঃ।। ২৫৯।।
এবমাদীন্ বিজানীয়াৎ প্রকাশাল্লোঁককণ্টকান্।
নিগূঢ়চারিণশ্চান্যাননার্যানার্যলিঙ্গিনঃ।। ২৬০।।

অনুবাদ। প্রকাশ্যবঞ্চক নানা প্রকার ; যেমন - **উৎকোচক** [অর্থাৎ যারা বাদিপ্রতিবাদীর কাছ থেকে উৎকোচ বা ঘুষ (bribes) নেয়, আর যারা রাজার অমাত্য প্রভৃতিকে বশ ক'রে 'কাজ সম্পন্ন ক'রে দেব' ব'লে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে]; **ঔপধিক** [উপধি - শব্দের অর্থ ভীতি; ভয় দেখিয়ে যারা প্রতারণা করে তারা ঔপধিক; কপটব্যবহারকারী লোকেরাও ঔপধিক; তারা লোকদের কাছে একরকম বলে কিন্তু কাজে অন্যরকম করে]; **বঞ্চক** [ধনগ্রহণকারী প্রতারক], **কিতব** [পাশা খেলায় নিযুক্ত ধূর্ত প্রতারক]; **মঙ্গলাদেশবৃত্ত** [জ্যোতিষী প্রভৃতি, যারা ভাবী মঙ্গল বা অমঙ্গল নির্দেশ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে], **ভদ্র** [যারা ভিতরে পাপ গোপন ক'রে বাইরে ভদ্রবেষে পরধন অপ-হরণ করে], এবং **ঈক্ষণিক** [যারা লোকের হস্তরেখাদি দেখে শুভাশুভ ফল ঘোষণা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে] ।। ২৫৮ ।।

অনুবাদ। আরও যারা প্রকাশ্যবঞ্চক, তারা হ'ল, — যে সব মহামাত্র এবং চিকিৎসক — যারা ঠিক্‌ভাবে নিজ নিজ কাজ করে না, যারা নিজের অপ্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য অন্যের কাছে পাঠিয়ে অর্থসংগ্রহ করে, এবং যে সব চতুর পণ্যস্ত্রী (বেশ্যা) মিথ্যা অনুরাগ দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে ।।২৫৯।।

অনুবাদ। এইরকম অন্যান্য যতসব প্রকাশ্য লোককণ্টক আছে এবং ব্রাহ্মণাদির বেষ ধারণ ক'রে যে সব হীনজাতিরা গুপ্তভাবে বিচরণ করে, এদের সকলের সম্বন্ধে (গুপ্তচরের মাধ্যমে) খোঁজখবর নেওয়া রাজার কর্তব্য ।। ২৬০ ।।

তান্ বিদিত্বা সুচরিতৈর্গূঢ়ৈস্তৎকর্মকারিভিঃ।
চারৈশ্চানেকসংস্থানৈঃ প্রোৎসাদ্য বশমানয়েৎ।। ২৬১।।

অনুবাদ। ঐ সব লোককণ্টকদের সাথে যারা গুপ্তভাবে বিচরণ করতে পারে এবং যারা ঐ সব লোককণ্টকদের মতো কাজ ক'রে দেখাতে পারে এইরকম নানাপ্রকার নানাস্থান-স্থিত সৎস্বভাব গুপ্তচরদের দ্বারা রাজা ঐসব লোককণ্টকদের বার্তা সংগ্রহ ক'রে তাদের নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের বশে আনবেন।।২৬১।।

তেষাং দোষানভিখ্যাপ্য স্বে স্বে কর্মণি তত্ত্বতঃ।
কুর্বীত শাসনং রাজা সম্যক্ সারাপরাধতঃ।। ২৬২।।

অনুবাদ। রাজা ঐ সব প্রবঞ্চকদের সন্ধিচ্ছেদ প্রভৃতি নিজ নিজ কাজের দোষ সাধারণের কাছে ঘোষণা ক'রে তাদের সামর্থ্য এবং অপরাধ বিবেচনাপূর্বক সেই অনুসারে তাদের শাসন করবেন ।। ২৬২।।

ন হি দণ্ডাদৃতে শক্যঃ কর্তুঃ পাপবিনিগ্রহঃ।
স্তেনানাং পাপবুদ্ধীনাং নিভৃতং চরতাং ক্ষিতৌ।। ২৬৩।।

অনুবাদ। দুষ্টবুদ্ধি দস্যুতস্করগণ প্রচ্ছন্নভাবে এই ধরণীমণ্ডলে গমনাগমন করে; রীতিমতো দন্ড না দিলে ঐ সব পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের সংযত করা সম্ভব নয় ।। ২৬৩ ।।

সভা প্রপাপূপশালা বেশমদ্যান্নবিক্রয়াঃ।
চতুষ্পথাশ্চৈত্যবৃক্ষাঃ সমাজাঃ প্রেক্ষণানি চ।। ২৬৪।।
জীর্ণোদ্যানান্যরণ্যানি কারুকাবেশনানি চ।
শূন্যানি চাপ্যগারাণি বনান্যুপবনানি চ।। ২৬৫।।
এবংবিধান্নৃপো দেশান্ গুল্মৈঃ স্থাবরজঙ্গমৈঃ।
তস্করপ্রতিষেধার্থং চারৈশ্চাপ্যনুচারয়েৎ।। ২৬৬।।

অনুবাদ। সভা, জলসত্র, পিষ্টক প্রভৃতি বিক্রয়-গৃহ, বেশ্যালয়, মদ্যবিক্রয়গৃহ, অন্নবিক্রয়গৃহ, চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বৃক্ষের মূল, সমাজ অর্থাৎ বহুজনাকীর্ণ স্থান, প্রেক্ষাস্থান অর্থাৎ যাত্রা ও নাচগাণের মজলিস, জীর্ণ উদ্যান (অর্থাৎ পোড়ো বাগান), অরণ্য, শিল্পগৃহ, মনুষ্যশূন্য গৃহ (পোড়ো বাড়ী), আম প্রভৃতি গাছের বন, উপবন বা কৃত্রিম রাজা উদ্যান - এইরকম আরো অন্যান্য জায়গায় স্থিতিশীল ও ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল নানাপ্রকার সৈন্য ও গুপ্তচর পাটিয়ে ঐ সব তস্করদের সংযত করবেন। কারণ, ঐ সব স্থানে দস্যুতস্করেরা অবস্থান করে ।। ২৬৪—২৬৬।।

তৎসহায়ৈরনুগতৈর্নানাকর্মপ্রবেদিভিঃ।
বিদ্যাদুৎসাদয়েচ্চৈব নিপুণৈঃ পূর্বতস্করৈঃ।। ২৬৭।।

অনুবাদ। যারা চোরের সহায়, যারা চোরের অনুগত এবং যারা চোর প্রভৃতির মতো সন্ধিচ্ছেদ প্রভৃতি কাজে নিপুণ অথবা যারা আগে চোর ছিল, এবং সেই সব বঞ্চনাকাজে অভিজ্ঞ লোকদের দিয়ে রাজা চোরদের বিষয়ে অবগত হবেন এবং চোরদের সর্বস্ব হরণ করবেন। ।। ২৬৭ ।।

ভক্ষ্যভোজ্যাপদেশৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ দর্শনৈঃ।
শৌর্যকর্মাপদেশৈশ্চ কুর্য্যুস্তেষাং সমাগমম্।। ২৬৮।।

অনুবাদ। রাজার গুপ্তচরেরা ঐ সব চোরদের সাথে মিশে পান-ভোজনাদির মজলিস করার আছিলায় অথবা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বা সাধু-দর্শনের ছল-ছুতোয় অথবা কোথাও শৌর্যকর্ম দেখানোর (যেমন, কুস্তি দেখানোর) ছল ক'রে ঐ সব চোরদের রাজার কাছে আনবেন ।। ২৬৮ ।।

যে তত্র নোপসর্পেয়ুর্মূলপ্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্রজ্ঞাতিবান্ধবান্।। ২৬৯।।

অনুবাদ। গুপ্ত চরদের দ্বারা আমান্ত্রিত হ'য়েও যারা সেখানে রাজপুরুষগণ আছে এবং তাদের দ্বারা নিগৃহীত হবে এই আশঙ্কায় সাবধান হবে এবং সেখানে যাবে না, সেই সব লোকদের রাজপুরুষেরা বলপূর্বক ধ'রে আনবেন এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে তাদের বধ করবেন।।২৬৯।।

ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্মিকো নৃপঃ।
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্।। ২৭০।।

অনুবাদ। চোরাইমাল ও শাবল প্রভৃতি চৌর্যোপকরণ না থাকায় চোর ব'লে নিশ্চিত না হ'লে, ধার্মিক রাজা তাকে হত্যা করবেন না। কিন্তু চোরাই মাল ও চুরির উপকরণ সহ কোনও লোককে চোর ব'লে নিশ্চিত হ'লে, কোনও রকম বিচার না ক'রে রাজা তাকে বধ করাবেন।।২৭০।।

গ্রামেষ্বপি চ যে কেচিচ্চৌরাণাং ভক্তদায়কাঃ।
ভাণ্ডাবকাশদাশ্চৈব সর্বাংস্তানপি ঘাতয়েৎ।। ২৭১।।

অনুবাদ। গ্রামের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি জেনেশুনেও চোরদের অন্নাদি ভোজন করায় অথবা চৌর্যকাজের উপযোগী উপকরণ দিয়ে সাহায্য করে অথবা চোরদের আশ্রয় দেয়, তাহ'লে তাদের সকলকেও বধ করা রাজার কর্তব্য ।। ২৭১ ।।

রাষ্ট্রেষু রক্ষাধিকৃতান্ সামন্তাংশ্চৈব চোদিতান্।
অভ্যাঘাতেষু মধ্যস্থান্ শিষ্যাচ্চৌরানিব দ্রুতম্।। ২৭২।।

অনুবাদ। যারা রাজ্যমধ্যে রক্ষার কাজে নিযুক্ত অথবা যারা সীমান্তরক্ষী, তারা যদি নিজেরা ক্রূরকর্মকারী না হয়েও চৌর্যকাজের উপদেশে মধ্যস্থ হয়, তাহ'লে রাজা তাদেরও কালবিলম্ব না ক'রে চোরের মতো শাসন করবেন ।। ২৭২ ।।

যশ্চাপি ধর্মসময়াৎ প্রচ্যুতো ধর্মজীবনঃ।
দণ্ডেনৈব তমপ্যোষেৎ স্বকাদ্ধর্মাদ্ধি বিচ্যুতম্।। ২৭৩।।

অনুবাদ। যে ব্রাহ্মণ যাজন-প্রতিগ্রহাদির দ্বারা পরের যাগ-দানাদি ধর্মসাধন ক'রে জীবিকা অর্জন করে, সে স্বধর্ম থেকে চ্যুত হ'লে ঐ ব্যক্তিকেও রাজা দণ্ডিত করবেন।।২৭৩।।

গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।
শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ।। ২৭৪।।

অনুবাদ। দস্যু-তস্করেরা গ্রাম লুঠ করছে, সেতুভঙ্গের দ্বারা জল-প্লাবনে শস্যাদির নাশ হচ্ছে, পথের মধ্যে দস্যু-তস্কর কারো প্রতি অত্যাচার করছে — এ সব দেখে শক্তি থাকতেও যারা ঐ সবের প্রতিকারের জন্য ছুটে না যায় তাহ'লে দ্রব্যাদিসমেত তাদের রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা কর্তব্য।।২৭৪।।

রাজ্ঞঃ কোষাপহর্তৃংশ্চ প্রতিকূলেষু চ স্থিতান্।
ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্দণ্ডৈররীণাঞ্চোপজাপকান্।। ২৭৫।।

অনুবাদ। যারা রাজার কোষাগার থেকে ধন হরণ করে, যারা রাজার প্রতিকূলাচরণ করে এবং যারা রাজার শত্রুদের রাজার অনিষ্ট করার জন্য উৎসাহ দেয়, সেই সব লোককে অপরাধ অনুসারে রাজা হস্ত-পদচ্ছেদনাদি নানাপ্রকার দণ্ডের দ্বারা বধ করবেন ।। ২৭৫ ।।

সন্ধিং ছিত্ত্বা তু যে চৌর্যং রাত্রৌ কুর্বন্তি তস্করাঃ।
তেষাং ছিত্ত্বা নৃপো হস্তৌ তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ।। ২৭৬।।

অনুবাদ। যে সব চোর রাত্রিতে সিঁধ কেটে চুরি করে, রাজা তাদের দুই হাত কেটে দিয়ে তীক্ষ্ম শূলে চাপিয়ে তাদের বধ করবেন।। ২৭৬ ।।

অঙ্গুলী গ্রন্থিভেদস্য চ্ছেদয়েৎ প্রথমে গ্রহে।
দ্বিতীয়ে হস্তচরণৌ তৃতীয়ে বধমর্হতি।। ২৭৭।।

অনুবাদ। কাপড়ের গ্রন্থি (গাঁট) কেটে যারা সুবর্ণাদি হরণ করে, প্রথম-বারের অপরাধে তাদের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী - হাতের এই দুটি আঙুল কেটে দিতে হবে, দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে তাদের হাত ও পা কেটে দিতে হবে এবং এসব সত্ত্বেও তারা যদি তৃতীয়বার ঐ একই অপরাধ করে তাহ'লে তাদের বধদণ্ড দিতে হবে ।। ২৭৭ ।।

অগ্নিদান্ ভক্তদাংশ্চৈব তথা শস্ত্রাবকাশদান্।
সন্নিধাতৃংশ্চ মোষস্য হন্যাচ্চৌরমিবেশ্বরঃ।। ২৭৮।।

অনুবাদ— সিঁদকাটা বা গাঁটকাটা চোর জেনেও যারা ঐ সব চোরকে শীত নিবারণ বা অন্য কোনও প্রয়োজন সাধনের জন্য আগুন দেয়, অথবা অন্নদান করে, অথবা অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য রূপে দেয় বা বাড়ীতে আশ্রয় দান করে, অথবা চুরি করা জিনিস (চোরাই মাল) যারা জেনে শুনে নিজের কাছে রাখে, তাদেরও চোরের মতো বধ করা রাজার কর্তব্য ।। ২৭৮ ।।

তড়াগভেদকং হন্যাদপ্সু শুদ্ধবধেন বা।
যদ্বাপি প্রতিসংস্কুর্যাদ্দাপ্যস্তূত্তমসাহসম্।। ২৭৯।।

অনুবাদ। যে লোক সাধারণের ব্যবহার্য বৃহৎ সরোবরের বাঁধ ভেঙে দিয়ে জল বার ক'রে দেয় তাকে জলে ডুবিয়ে বা অন্য কোনও সহজ পদ্ধতিতে বধ করতে হবে। কিন্তু যদি সে ঐ তড়াগটিকে আবার সংস্কার ক'রে দেয় তবে তার প্রতি উত্তম- সাহস-দণ্ড (এক হাজার পণ জরিমানা) বিহিত হবে ।। ২৭৯ ।।

কোষ্ঠাগারায়ুধাগার-দেবতাগারভেদকান্।
হস্ত্যশ্বরথহর্তৃংশ্চ হন্যাদেবাবিচারয়ন্।। ২৮০।।

অনুবাদ। যারা রাজার কোষ্ঠাগার (অর্থাৎ ধান্যাদি-সঞ্চয়-গৃহ), অস্ত্রাগার এবং দেবমন্দির নষ্ট করে, অথবা, রাজার হাতী, ঘোড়া বা রথ অপহরণ করে, রাজা তাদের বিনা বিচারে বধ করবেন।।২৮০ ।।

যস্তু পূর্বনিবিষ্টস্য তড়াগস্যোদকং হরেৎ।
আগমং বাপ্যপাং ভিন্দাৎ স দাপ্যঃ পূর্বসাহসম্।। ২৮১।।

অনুবাদ। যে লোক রোপিত-ধান্যাদি-শস্য রক্ষার জন্য বা সাধারণের স্নান-পানাদির জন্য পূর্ব-নির্মিত তড়াগের জল হরণ করে, অথবা বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে কোনও জলপথ বন্ধ ক'রে, রাজা তাকে 'প্রথম-সাহস-দণ্ড' (২৫০ পণ জরিমানা) দেওয়াবেন ।। ২৮১ ।।

সমুৎসৃজেদ্রাজমার্গে যস্ত্বমেধ্যমনাপদি।
স দ্বৌ কার্ষাপণৌ দদ্যাদমেধ্যঞ্চাশু শোধয়েৎ।। ২৮২।।

অনুবাদ। যে ব্যক্তি অনাপৎকালে [অনাপদি = আপৎ ভিন্ন অবস্থায়; 'আপৎ' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে, যার পক্ষে মলমূত্রের বেগ ধারণ করা সম্ভব নয়] রাজপথে মলমূত্র ত্যাগ করে, রাজা তাকে দুই কার্ষাপণ অর্থ দণ্ড করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে দিয়ে ঐ সব মলমূত্র রাজপথ থেকে অপসারিত করাবেন ।। ২৮২ ।।

আপদ্গতোঽথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ।। ২৮৩।।

অনুবাদ। আপদ্গ্রস্ত কোনও লোক [অর্থাৎ কোনও রোগী], অথবা বৃদ্ধ, কিংবা গর্ভিণী নারী, অথবা বালক যদি ঐরকম রাজপথে মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহ'লে তাকে বাক্যদ্বারা তিরস্কার করতে হবে এবং তাকে দিয়ে ঐ নিজকৃত মলমূত্র পরিষ্কার করিয়ে নিতে হবে। এটাই নিয়ম। [যদি ঐরকম কার্যকারী ব্যক্তিকে ধরা না যায়, তাহ'লে তার মলমূত্র পথপরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত ঝাড়ুদার প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্কার করাতে হবে।] ।। ২৮৩ ।।

চিকিৎসকানাং সর্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু তু প্রথমো মানুষেষু তু মধ্যমঃ।। ২৮৪।।

অনুবাদ। চিকিৎসকেরা যদি [চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োগে অনভিজ্ঞ হওয়ায় অথবা প্রয়োগ জানা থাকলেও বেশী অর্থলাভের আশায় —] মিথ্যা প্রচার অর্থাৎ বেঠিক চিকিৎসা করে, তাহ'লে সে- কারণে তারা দণ্ডার্হ হবে,—গোরু প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীর বিষয়ে অযথার্থ চিকিৎসা করলে 'প্রথম-সাহস-দণ্ড' অর্থাৎ ২৫০ পণ জরিমানা এবং মানুষ-সম্বন্ধে মিথ্যা চিকিৎসা করলে 'মধ্যমসাহস-দণ্ড' অর্থাৎ ৫০০ পণ জরিমানা হবে ।। ২৮৪ ।।

সংক্রমধ্বজযষ্টীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকঃ।
প্রতিকুর্যাচ্চ তৎ সর্বং পঞ্চ দদ্যাচ্ছতানি চ।। ২৮৫।।

অনুবাদ। সংক্রম [অর্থাৎ যার উপর দিয়ে লোকে জলপথ পার হ'য়ে যায় - অথবা যে পথে মুখ-হাত ধোবার জন্য জলে নামতে হয় এমন কাঠ বা বাঁশের সাঁকো বা সিঁড়ি], ধ্বজ [রাজদ্বারের চিহ্নস্বরূপ পতাকা], যষ্টি [দেবমন্দির প্রভৃতিতে যে দণ্ড বাইরে চিহ্নস্বরূপ রক্ষিত

থাকে], এবং দেবপ্রতিমা - এ গুলি যে ব্যক্তি নষ্ট করে, রাজাজ্ঞায় সে ঐ গুলি আবার ঠিক ক'রে দেবে এবং পাঁচশ' পণ জরিমানা দেবে ।। ২৮৫ ।।

অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণে ভেদনে তথা।
মণীনামপবেধে চ দণ্ডঃ প্রথমসাহসঃ।। ২৮৬।।

অনুবাদ। যে সব জিনিস স্বভাবত দোষশূন্য সেগুলিকে যারা বেশী লাভের প্রত্যাশায় দূষিত দ্রব্যের মিশ্রণে দূষিত করলে অর্থাৎ ভেজাল দিলে, অথবা অভেদ্য মণিমুক্তাদি ভেদন বা খণ্ডিত করলে, বা মণি-প্রবালাদি অপবেধ করলে অর্থাৎ যে স্থানে বেধ করা উচিত সেস্থানে বেধ না করলে (for improperly boring) ভেজালদাতা ও বেধকারীর 'প্রথমসাহস-দণ্ড' হবে। [মণি নানা-জাতীয় হ'তে পারে, - উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট এবং মধ্যম। সেই অনুসারে এক্ষেত্রে দণ্ড স্থির করতে হবে। মধ্যমজাতীয় মণি হ'লে তার ঐরকম ক্ষতি করায় 'মধ্যমসাহস-দণ্ড', আর উত্তমজাতীয় মণি হ'লে তার জন্য 'উত্তমসাহস-দণ্ড' হবে ।] ।। ২৮৬ ।।

সমৈর্হি বিষমং যস্তু চরেদ্বৈ মূল্যতোঽপি বা।
স প্রাপ্নুয়াদ্দমং পূর্বং নরো মধ্যমমেব বা।। ২৮৭।।

অনুবাদ। সমবিনিময়-যোগ্য জিনিস বিনিময় করার সময় যদি কোনও লোক সমপরিমাণ জিনিস না নিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করে [যেমন, একজনের তিল দরকার, কিন্তু নিজের কাছে তেল নেই, ধান আছে; যে ব্যক্তির কাছে তিল আছে তার কাছে ঐ ব্যক্তি যখন ধান দিয়ে তার বিনিময়ে তিল নিতে চায়, তখন তিলের মালিক ধানের মালিককে যে পরিমাণ তিল দিয়েছে ধানের মালিকের কাছ থেকে সেই পরিমাণ ধান না নিয়ে তার থেকে বেশী পরিমাণ ধান বিনিময়ে গ্রহণ করল] অথবা যে ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট মূল্যের জিনিস একজনের কাছে কম মূল্যে ও আর একজনের কাছে বেশী মূল্যে বিক্রয় করে, তাহ'লে অপরাধের তারতম্য অনুসারে এবং জিনিসটির সারবত্তা অনুসারে রাজা ঐ অপরাধীর প্রতি প্রথম সাহসদণ্ড বা মধ্যমসাহসদন্ড প্রয়োগ করবেন।। ২৮৭ ।।

বন্ধনানি চ সর্বাণি রাজমার্গে নিবেশয়েৎ।
দুঃখিতা যত্র দৃশ্যেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ।। ২৮৮।।
প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখাণাঞ্চ পূরকম্।
দ্বারাণাঞ্চৈব ভঙ্ক্তারং ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ।। ২৮৯।।

অনুবাদ। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কারাগার-গুলি রাজপথের মতো প্রসিদ্ধ স্থানে [যেখানে বহু লোক যাতায়াত করে এমন জায়গায়] স্থাপন করা উচিত। কারণ, সেখানে অপরাধিগণ দীর্ঘ চুল-দাড়ি-নখাদিযুক্ত হ'য়ে বিকৃত অবস্থায় দুঃখ- কষ্ট ভোগ করছে তা যেন সকলে দেখতে পায়। [এখানে বোঝানো হ'ল যে, কারাগারের কাছ দিয়ে যেন বহু লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকে। আরও বোঝানো হ'ল, কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের উপর যেন নানারকম পীড়ন করা হয়, যা দেখে যাতায়াতকারী লোকেরা অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত হবে।]।।২৮৮।।

অনুবাদ। যে লোক বাড়ী বা নগরীর প্রাচীর ভেঙে দেয়, মাটির দ্বারা পরিখা [=খনন করা দীর্ঘ ভূভাগ] পূর্ণ ক'রে ফেলে, অথবা কোনও প্রবেশপথ ভেঙে দেয়, রাজা ঐ সব অপরাধ করা দেখা মাত্রই অপরাধীকে নগর থেকে নির্বাসিত করবেন ।। ২৮৯ ।।

অভিচারেষু সর্বেষু কর্তব্যো দ্বিশতো দমঃ।
মূলকর্মণি চানাপ্তেঃ কৃত্যাসু বিবিধাসু চ।। ২৯০।।

অনুবাদ। যেকোনও রকম অভিচারকর্ম করলে [মন্ত্রাদির শক্তিপ্রভাবে অলৌকিক উপায়ে কাউকে মেরে ফেলার চেষ্টার নাম অভিচার।] তার প্রতি দুইশ' পণ অর্থদণ্ড বা জরিমানা বিধেয়। অনাপ্ত অর্থাৎ যারা খুব নিকটসম্পর্কের নয় এমন লোকেরা [আপ্ত বলতে পুত্র-পৌত্র-ভার্যাদিকে বোঝায়, এইরকম নিকট-আত্মীয়-ছাড়া অন্যেরা অনাপ্ত] মূলকর্ম অর্থাৎ বশীকরণ করলে এবং যে কোনও প্রকার কৃত্যা উৎপাদন করলেও ঐ দুই শ' পণ দণ্ড হবে। [কৃত্যা (sorcery) - এটাও অভিচারেরই প্রকার বিশেষ। এটি প্রধানত মন্ত্রশক্তি। উচ্চাটন অর্থাৎ ভিটামাটিচ্যুত করা, আত্মীয় - বন্ধুবর্গের কাছে স্নেহবিমুখ বা বিদ্বেষভাজন ক'রে তোলা, ভূতবিদ্যা প্রভৃতি সব কৃত্যা-র অন্তর্গত।]।।২৯০।।

অবীজবিক্রয়ী চৈব বীজোৎক্রুষ্টা তথৈব চ।
মর্যাদাভেদকশ্চৈব বিকৃতং প্রাপ্নুয়াদ্বধম্।। ২৯১।।

অনুবাদ। যা বীজ নয় অর্থাৎ যে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম হ'তে পারে না সেই বীজকে যে ব্যক্তি অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি-সম্পন্ন ব'লে বিক্রয় করে, অথবা অপকৃষ্ট বীজের সাথে কিছু উৎকৃষ্ট বীজ মিশিয়ে সমস্ত বীজকেই যে লোক উৎকৃষ্ট বীজ ব'লে বিক্রয় করে, এবং যে লোক 'মর্যাদাভেদ' করে অর্থাৎ শাস্ত্র ও দেশাচার অনুসারে যে নিয়ম চলে আসছে তা লঙ্ঘন করে [অথবা, মর্যাদা অর্থাৎ গ্রামাদির সীমা যে নষ্ট করে], এমন সব লোককে রাজা নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি কেটে দিয়ে তাদের শরীর বিকৃত ক'রে দণ্ড দেবেন ।। ২৯১ ।।

সর্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারন্তু পার্থিবঃ।
প্রবর্তমানমন্যায়ে ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ।। ২৯২।।

অনুবাদ। যত প্রকার কণ্টক (ক্ষুদ্র শত্রু) আছে তাদের সকলের মধ্যে সুবর্ণকার সর্বাপেক্ষা পাপী; ঐ ব্যক্তি যদি অন্যায় করে অলঙ্কারদি থেকে খাদ মিশিয়ে সোনা অপহরণ করে, তাহ'লে রাজা তাকে ক্ষুর দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে শাস্তি দেবেন। [সুবর্ণকারেরা সোনার বদলে পিতল পালিশ ক'রে দিয়ে, নিক্তিতে ওজন করার সময় চতুরতা ক'রে, সোনা গলিয়ে বা কেটে বা ঘসে সোনা চুরি করে। এরকম ক্ষেত্রে ঐ অপহৃত জিনিসটির পরিমাণ কত অর্থাৎ কি পরিমাণ জিনিস সে অপহরণ করেছে কিংবা কার জিনিস অথবা ব্রাহ্মণাদি কোন্ জাতির জিনিস অপহরণে করেছে তা বিবেচনা করা অনাবশ্যক। তবে এই শাস্তিটি খুব যন্ত্রণাদায়ক ব'লে সেই স্বর্ণকার বার বার ঐ অপরাধ করছে কিনা তা বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত, প্রথমবার ঐ অপরাধ করলে তার প্রতি অর্থদণ্ড হবে এবং ক্ষুর দিয়ে তার দেহের কিছু মাংস কেটে নিতে হবে। আবার ঐ একই অপরাধে শরীরের অন্যান্য জায়গা থেকে মাংস কেটে নিতে হবে।]।। ২৯২ ।।

সীতাদ্রব্যাপহরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ।
কালমাসাদ্য কার্যঞ্চ রাজা দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ।। ২৯৩।।

অনুবাদ। জমিতে চাষ করার জন্য লাঙল - কোদাল প্রভৃতি যে সব কর্ষণের উপকরণ আবশ্যক হয়, তা অপহরণ করলে, খড়্‌গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র [যুদ্ধ কালে দরকারের সময়] অপহরণ করলে, এবং রোগ সারবার জন্য অবশ্যক যে সব ঔষধ তা অপহরণ করলে, ঐ অপহরণের কাল [অর্থাৎ দরকারের সময় ঐ সব জিনিস অপহরণ করা হয়েছে কিনা] এবং ঐ সব জিনিসের

প্রয়োজন কতখানি তা বিবেচনা ক'রে রাজা দণ্ড স্থির করবেন ।। ২৯৩ ।।

স্বাম্যমাত্যৌ পুরং রাষ্ট্রং কোষদণ্ডৌ সুহৃত্তথা।
সপ্ত প্রকৃতয়ো হ্যেতাঃ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে।। ২৯৪।।

অনুবাদ। **স্বামী** অর্থাৎ রাজা স্বয়ং, **অমাত্য** [অর্থাৎ মন্ত্রী, পুরোহিত ও সেনাপতি], **পুর** [রাজার আবাস-স্থান], **রাষ্ট্র** [জনপদ অর্থাৎ রাজ্য বা দেশ], **কোষ** [সোনা-রূপা প্রভৃতির সঞ্চয় স্থান], **দণ্ড** [হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতি-রূপ সৈন্যবল] এবং **সুহৃৎ** [নিজের প্রয়োজনের সাথে যার প্রয়োজন সমান এমন অন্য রাজা, সামন্ত প্রভৃতি] — এই সাতটি রাজার **প্রকৃতি** [অর্থাৎ কারণ বা অবয়ব; এই গুলিকে নিয়েই রাজ্য] । এই সাতটিকে নিয়ে রাজ্যকে **সপ্তাঙ্গ** বলা হয় ।। ২৯৪ ।।

সপ্তানাং প্রকৃতীনান্তু রাজ্যস্যাসাং যথাক্রমম্।
পূর্বং পূর্বং গুরুতরং জানীয়াদ্ব্যসনং মহৎ।। ২৯৫।।

অনুবাদ। রাজ্যের এই সাতটি প্রকৃতির মধ্যে আগের আগের প্রকৃতিগুলির বিনাশরূপ ব্যসন পরের পরের প্রকৃতির ব্যসনের তুলনায় গুরুতর বুঝতে হবে। [যেমন, মিত্রব্যসনের তুলনায় দণ্ডব্যসন অর্থাৎ রাজার স্ববলব্যসন অর্থাৎ সৈন্য-রূপ ব্যসন গুরুতর অর্থাৎ বেশী অনিষ্টজনক। কারণ, রাজা যদি স্ববল-সম্পন্ন হন, তাহ'লে তিনি ব্যসনপ্রাপ্ত সুহৃৎকে রক্ষা করতে পারেন। এইরকম কোষ এবং দণ্ডের (স্ববলের) মধ্যে কোষব্যসন গুরুতর, কারণ, রাজকোষ নষ্ট হ'য়ে গেলে দণ্ড অর্থাৎ রাজার চতুরঙ্গ সৈন্যও নষ্ট হ'য়ে যাবে। এইরকম রাষ্ট্র ও কোষের মধ্যে রাষ্ট্রব্যসন গুরুতর, কারণ, রাষ্ট্র যদি নষ্ট হ'য়ে যায় তাহ'লে ধনসঞ্চয়রূপ কোষও থাকতে পারে না। আবার রাষ্ট্রের তুলনায় পুরের বা দুর্গের প্রাধান্য, তাই রাষ্ট্রবিনাশের আশঙ্কা থাকলে পুর বা দুর্গ যত্নপূর্বক রক্ষা করা উচিত। কারণ, যদি পুর বা দুর্গ যবস-ইন্ধন-ধন-ধান্যাদিযুক্ত থাকে তাহ'লে তার দ্বারা পুরমধ্যে থেকেই রাজ্যের সমস্ত অবয়ব এবং সাধন প্রভৃতি সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই রাষ্টব্যসনের তুলনায় পুরব্যসন বেশী কষ্টজনক। আবার পুরের তুলনায় অমাত্যের প্রাধান্য, কারণ, প্রধান অমাত্য বিনাশপ্রাপ্ত হ'লে রাজ্যের সকল অঙ্গ বিনষ্ট হয়। আবার অমাত্যের বিনাশের তুলনায় রাজার আত্ম-নাশ গুরুতর, কারণ, রাজ্যের অঙ্গ যে সব বস্তু সে সবই রাজার জন্যই অবস্থান করে।] ।। ২৯৫ ।।

সপ্তাঙ্গস্যেহ রাজ্যস্য বিষ্টব্ধস্য ত্রিদণ্ডবৎ।
অন্যোন্যগুণবৈশেষ্যান্ন কিঞ্চিদতিরিচ্যতে।। ২৯৬।।

অনুবাদ। রজ্জুবদ্ধ ত্রিদণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটিই যেমন সমানভাবেই প্রধান সেইরকম রাজ্যের সাতটি অঙ্গের মধ্যে প্রত্যেকটিরই গুণগত বিশিষ্টতা অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে কোনটিই অন্যের তুলনায় প্রধান নয়।

[**"বিষ্টব্ধস্য ত্রিদণ্ডবৎ"**=ত্রিদণ্ড যেমন বিষ্টব্ধ অর্থাৎ তিনটি দণ্ড বেঁধে একটি দন্ড হওয়ায় এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আধার হয়। "অন্যোন্যগুণ- বৈশেষ্যাৎ";— পরস্পর পরস্পরের উপকার্য এবং উপকারক; কাজেই একটির বিনাশে অন্যগুলি ঠিক থাকতে পারে না। বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হ'তে গেলে—ভূমি, বীজ এবং জল এদের প্রত্যেকটিই আবশ্যক; একটির অভাব ঘটলে আর অঙ্কুর জন্মাতে পারে না। অতএব সব-গুলিই সমাভাবে আদরণীয়, বস্তুত এগুলির মধ্যে গুরুত্ব লঘুত্ব নিশ্চয়ই আছে। তবে যে বলা হল "ন কিঞ্চিদতিরিচ্যতে", তার তাৎপর্য এই যে,—'সুহৃৎ' প্রভৃতি অঙ্গগুলিকেও রক্ষা করবার জন্য পরম যত্ন নেওয়া আবশ্যক। তবে

তাদের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা অল্প, একথা বলবার কারণ এই যে—প্রবল শত্রুর সাথে বিরোধ ঘটলে মিত্রনাশেও সঙ্গেসঙ্গেই রাজ্যনাশ হয় না, কিন্তু বিলম্বেই ঘটে থাকে।] ।। ২৯৬ ।।

তেষু তেষু তু কৃত্যেষু তত্তদঙ্গং বিশিষ্যতে।
যেন যৎ সাধ্যতে কার্যং তত্তস্মিন্ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।। ২৯৭।।

অনুবাদ। প্রত্যেকটি অঙ্গই তার স্বকার্যে বৈশিষ্ট্য লাভ ক'রে থাকে। কাজেই যে অঙ্গের দ্বারা যে কাজ সাধিত হয় সেই অঙ্গটি সেই বিষয়ে প্রধান ব'লে কথিত হয়।

[এমন কোন বস্তু নেই যা রাজার প্রয়োজনে না লাগে। কারণ, এমনও সব কাজ আছে যা নিকৃষ্টের দ্বারাই সাধিত হয়—মহৎ বা উৎকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা তা সম্পাদিত হ'তে পারে না। এইজন্য রাজ্যাঙ্গভূত- সব কয়টি প্রকৃতিকেই যত্নসহকারে রক্ষা করা উচিত। অন্যায় দণ্ড প্রভৃতির দ্বারা রাষ্ট্রকে উৎপীড়িত করা কর্তব্য নয়; কিন্তু দস্যুতস্কর প্রভৃতির উপদ্রব থেকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্তব্য, এই তাৎপর্যার্থ। সুতরাং এইরকম যে বলা হচ্ছে, তা কন্টকশুদ্ধি-বিষয়ক আলোচনারই অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ তার সাথে এটি সংশ্লিষ্ট।] ।। ২৯৭ ।।

চারেণোৎসাহযোগেন ক্রিয়য়ৈব চ কর্মণাম্।
স্বশক্তিং পরশক্তিঞ্চ নিত্যং বিদ্যান্মহীপতিঃ।। ২৯৮।।

অনুবাদ। চরের দ্বারা উৎসাহযোগের দ্বারা এবং কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা রাজা সর্বদা শত্রুপক্ষের এবং স্বপক্ষের শক্তি বিদিত থাকবেন।

[রাজা পরের অর্থাৎ শত্রুপক্ষের এবং নিজের শক্তি বিদিত হবেন। "আমার ঐ শত্রুপক্ষ কি করতে ইচ্ছা করছে, সে আমার কতটুকু কি করতে পারে এবং আমিই বা তার কতটুকু কি করতে পারি", এ সবই ঠিক সময়ে অবগত থাকা উচিত। (প্রশ্ন) এ ব্যাপার কিভাবে অবগত হ'তে পারা যায়? (উত্তর)—"চারেণ",—সপ্তম অধ্যায়ে যে কাপটিক প্রভৃতি চরের কথা বলা হয়েছে তাদের দ্বারা। এবং "উৎসাহযোগেন",—দান, মান প্রভৃতির দ্বারা যথাযোগ্যভাবে সন্তুষ্ট করা হ'লে লোকেরা রাজার সাথে যুক্ত থাকে এবং কৃষিফলসম্পন্ন হয়। "ক্রিয়য়ৈব চ কর্মণাম্";— 'কর্ম' বলতে সেনাসন্নিবেশ প্রভৃতি বোঝাচ্ছে; তার দ্বারা শক্তিমান্ শত্রুর পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল কর্ম অর্থ এবং সম্পৎপ্রদ। কারণ, ঐ সব থেকে রাজার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়] ।। ২৯৮ ।।

পীড়নানি চ সর্বাণি ব্যসনানি তথৈব চ।
আরভেত ততঃ কার্যং সঞ্চিন্ত্য গুরুলাঘবম্।। ২৯৯।।

অনুবাদ। রাষ্ট্রের সকল প্রকার উপদ্রব এবং সকল প্রকার ব্যসনের বিষয় বিবেচনা ক'রে তার মধ্যে গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনাপূর্বক কাজ আরম্ভ করা কর্তব্য।

(মেঃ) ["পীড়ন" বলতে মড়ক, দুর্ভিক্ষ, দৈব উৎপাত প্রভৃতি বোঝাচ্ছে। এইরকম অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ (পঙ্গপাল) প্রভৃতিগুলিও 'পীড়ন' ব'লে বুঝতে হবে। "ব্যসন"=কামক্রোধসমুত্থিত— নিজ পুত্রের নিকট থেকে আগত কিংবা দৈবসংঘটিত ব্যসন। এসব বিষয়ে নিয়ত উৎসাহবান্ হওয়া উচিত—সন্তুষ্ট হ'য়ে উৎসাহবিহীন থাকা সঙ্গত নয়। প্রতিদিন ষাড়্‌গুণ্য-বিষয়ক আলোচনা, দৈনন্দিন আয়ব্যয় নিরূপণ এবং রাষ্ট্রমধ্যে প্রকৃতিবর্গের আচরণ ও উদ্দেশ্য গুপ্তচরের নিকট থেকে অবগত হওয়া কর্তব্য। কিংবা নৃত্যগীতাদি আনন্দ-দায়ক কর্মের ব্যবস্থা ক'রে তার মধ্য থেকে ঐসকল বিষয় অবগত হবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।] ।। ২৯৯ ।।

আরভেতৈব কর্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃপুনঃ।
কর্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে।। ৩০০।।

অনুবাদ। শ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বার বার করণীয় কাজগুলি আরম্ভ করা উচিত [রাজা স্বরাজ্যবৃদ্ধি ও পররাজ্যের অপচয়ের উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হ'য়ে পরিশ্রান্ত হ'লেও আবার ঐ - রকম কাজ আরম্ভ করতে ত্রুটি করবেন না], কারণ, নিত্যকার্যারম্ভী যে পুরুষ, তাকে শ্রী-দেবী অর্থাৎ ধনসম্পত্তি নিজেই অনুরাগের সাথে আশ্রয় করে ।। ৩০০ ।।

কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেব চ।
রাজ্ঞো বৃত্তানি সর্বাণি রাজা হি যুগমুচ্যতে।। ৩০১।।

অনুবাদ। রাজার সকল রকম চেষ্টা বা আচরণ **কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি** নামে অভিহিত হয়; এই কারণে রাজাকেই 'যুগ' চতুষ্টয় নামে অভিহিত করা যায়। [রাজার উচিত সকল সময়েই কর্মারম্ভতৎপর হওয়া এবং চেষ্টাগুলিই এইসব যুগবিশেষ।] ।। ৩০১ ।।

কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি স জাগ্রদ্দ্বাপরং যুগম্।
কর্মস্বভ্যুদ্যতস্ত্রেতা বিচরংস্তু কৃতং যুগম্।। ৩০২।।

অনুবাদ। রাজা যদি প্রসুপ্ত অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট থাকেন অর্থাৎ উত্থানশীল না হন তাহ'লে **কলিযুগ** হয়; যদি রাজা জাগরিত থাকেন অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল সমাচার অবগত থাকেন [অথচ যে সমস্ত উপায়ের অনুষ্ঠান করলে উৎকর্ষ লাভ হয়, তা করেন না] তখন **দ্বাপর-যুগ**; যখন তিনি কর্মানুষ্ঠানে উদ্যম প্রকাশ করেন তখন ত্রেতা-যুগ ; আর তিনি যখন সকল প্রকার কাজ যথানিয়মে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে করতে থেকে তার ফলসম্পদে শোভিত হন, তখন **সত্যযুগ** ।। ৩০২ ।।

ইন্দ্রস্যার্কস্য বায়োশ্চ যমস্য বরুণস্য চ।
চন্দ্রস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোবৃত্তং নৃপশ্চরেৎ।। ৩০৩।।

অনুবাদ। রাজা ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, এবং পৃথিবীর তেজ অর্থাৎ কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করবেন ।। ৩০৩ ।।

বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যথেন্দ্রোঽভিপ্রবর্ষতি।
তথাভিবর্ষেৎ স্বং রাষ্ট্রং কামৈরিন্দ্রব্রতং চরন্।। ৩০৪।।

অনুবাদ। ইন্দ্র যেমন বছরের মধ্যে চারটি মাস শস্যাদি বৃদ্ধির জন্য অপর্যাপ্ত বারিবর্ষণ করেন, রাজাও সেইরকম ইন্দ্রব্রত ধারণ ক'রে প্রজাদের প্রার্থিত বিষয়সমূহ প্রদান করবেন। [কুল্লূকের মতে, চার-মাস বলতে শ্রাবণ থেকে কার্তিক-পর্যন্ত এই চার মাসকে বোঝানো হয়েছে। মেধাতিথির মতে, এখানে মাস-সম্বন্ধে কোনও নিয়ম বলা হচ্ছে না। পর্জন্যদেব চারটি মাস সদাসর্বদাই বর্ষণ ক'রে থাকেন সেইরকম রাজাও সকল সময়ে নিজের রাষ্ট্রকে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহের দ্বারা পূরণ করবেন]।।৩০৪।।

অষ্টৌ মাসান্ যথাদিত্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
তথা হরেৎ করং রাষ্ট্রান্নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ।। ৩০৫।।

অনুবাদ। সূর্যদেব যেমন অগ্রহায়ণ থেকে আরম্ভ ক'রে আট মাস কাল নিজের রশ্মির দ্বারা অল্প অল্প ক'রে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, রাজাও সেইরকম সূর্যব্রতধারী হ'য়ে অল্প

অল্প ক'রে রাজ্য থেকে কর গ্রহণ করবেন ।। ৩০৫ ।।

প্রবিশ্য সর্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ।
তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্।। ৩০৬।।

অনুবাদ। বায়ু যেমন সকল পদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হ'য়ে সঞ্চরণ করে, রাজা তেমনই চরপুরুষদের দ্বারা স্বরাজ্য ও পররাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থেকে রাজকার্য নিরীক্ষণ করবেন । এরই নাম বায়ুব্রত।।৩০৬।।

যথা যমঃ প্রিয়দ্বেষ্যৌ প্রাপ্তে কালে নিযচ্ছতি।
তথা রাজ্ঞা নিয়ন্তব্যাঃ প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্।। ৩০৭।।

অনুবাদ। যম যেমন শত্রু-মিত্র বিচার না ক'রে কাল উপস্থিত হ'লে প্রিয় এবং অপ্রিয় সকলের প্রতিই সংহার-দণ্ড প্রয়োগ করেন, রাজারও উচিত সেইভাবে প্রজাগণকে সংযত করা। রাজার পক্ষে এটিই যমব্রত ।। ৩০৭ ।।

বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এবাভিদৃশ্যতে।
তথা পাপান্নিগৃহ্ণীয়াদ্ ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্।। ৩০৮।।

অনুবাদ। বরুণ যেমন দুষ্টব্যক্তিকে নির্বিশঙ্কে পাশবদ্ধ ক'রে রাখেন, রাজারও সেইরকম অপরাধীব্যক্তিগণকে নিগৃহীত করা কর্তব্য; একেই বলা হয় বারুণব্রত।।৩০৮।।

পরিপূর্ণং যথা চন্দ্রং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তি মানবাঃ।
তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চান্দ্রব্রতিকো নৃপঃ।। ৩০৯।।

অনুবাদ। পূর্ণ চন্দ্রকে দেখে মানুষেরা যেমন আনন্দিত হয়, প্রজারাও রাজাকে দেখে আনন্দিত হয়; এইরকম অবস্থা যে রাজা সৃষ্টি করেন তাঁকে চান্দ্রব্রতিক বলা হয়। [রাজা যখন প্রজাগণকে দেখা দেবেন সেই সময় তিনি ক্রোধশূন্য, উজ্জ্বল বেশভূষাসম্পন্ন এবং হাসিমুখ হ'য়ে থাকবেন। এরকম অবস্থায় প্রজারা তাঁর দর্শন লাভ ক'রে পরিতাপবিহীন ও খেদরহিত হ'য়ে থাকে ।] ।। ৩০৯।।

প্রতাপযুক্তস্তেজস্বী নিত্যং স্যাৎ পাপকর্মসু।
দুষ্টসামন্তহিংস্রশ্চ তদাগ্নেয়ং ব্রতং স্মৃতম্।। ৩১০।।

অনুবাদ। যারা পাপ করবে রাজা তাদের প্রতি সর্বদা প্রতাপ ও তেজ প্রকাশ করবেন, এবং অমাত্য প্রভৃতি যে সব সামন্ত দুষ্ট হবে তাদের প্রতি হিংসাশালী অর্থাৎ অত্যন্ত কঠোর হবেন। রাজার পক্ষে এটাই আগ্নেয়ব্রত ।। ৩১০ ।।

যথা সর্বাণি ভূতানি ধরা ধারয়তে সমম্।
তথা সর্বাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্থিবং ব্রতম্।। ৩১১।।

অনুবাদ। পৃথিবী যেমন সকল প্রাণীকে সমানভাবে ধারণ করে, রাজাও সেইরকম সকল প্রজাকে সমানভাবে ধারণ করবেন অর্থাৎ ভরণপোষণ ও পরিপালন করবেন। রাজার পক্ষে এটি হ'ল পার্থিব ব্রত ।। ৩১১ ।।

এতৈরুপায়ৈরন্যৈশ্চ যুক্তো নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
স্তেনান্ রাজা নিগৃহ্ণীয়াৎ স্বরাষ্ট্রে পর এব চ।। ৩১২।।

অনুবাদ রাজা এই সকল উপায় এবং নিজের ধীশক্তির দ্বারা উদ্ভুত বা লোকব্যবহার থেকে জ্ঞাত অন্যান্য উপায়ের দ্বারা সর্বদা নিরলসভাবে নিজরাজ্যের এবং পররাজ্য থেকে আগন্তুক দস্যুতস্কর প্রভৃতিকে দণ্ডিত করবেন। ।। ৩১২ ।।

পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণান্ ন প্রকোপয়েৎ।
তে হ্যেনং কুপিতা হন্যুঃ সদ্যঃ সবলবাহনম্।। ৩১৩।।

অনুবাদ। রাজা অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েও [অর্থাৎ রাজার যদি কোষক্ষয় ঘটে এবং যদি তিনি অন্য কোনও প্রবল নৃপতির দ্বারা উৎপীড়িত হ'তে থাকেন, তবু এরকম আপৎকালেও] যেন ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা-প্রকাশাদির দ্বারা উত্যক্ত ক'রে, তাদের কোপ উৎপন্ন না করেন। কারণ ব্রাহ্মণেরা কুপিত হ'লে তৎক্ষণাৎ অভিশাপাদির দ্বারা রাজা ও তাঁর সৈন্য-বাহন প্রভৃতি সমস্তই ধ্বংস ক'রে দিতে পারেন ।। ৩১৩ ।।

যৈঃ কৃতঃ সর্বভক্ষ্যোঽগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়ী চাপ্যায়িতঃ সোমঃ কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্।।৩১৪।।

অনুবাদ। যে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে অগ্নিকে সর্বভক্ষ করেছেন, যাঁরা অগাধজল সমুদ্রকে অপেয় - জল করেছেন, এবং যাঁরা চন্দ্রকে ক্ষয়গ্রস্ত ক'রে পরে অনুগ্রহের দ্বারা পূর্ণাবয়ব করেছন, এইরকম ব্রাহ্মণদের কুপিত ক'রে তুললে কে না ধ্বংস প্রাপ্ত হয়! ।। ৩১৪ ।।

লোকানন্যান্ সৃজেয়ুর্যে লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ।
দেবান্ কুর্যুরদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণ্বংস্তান্ সমৃধ্নুয়াৎ।। ৩১৫।।

অনুবাদ। যাঁরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে দ্বিতীয় স্বর্গলোক প্রভৃতি এবং দিক্‌পাল সমূহের সৃষ্টি করতে পারেন এবং দেবগণকেও দেবত্ব থেকে বিচ্যুত ক'রে মানুষে পরিণত করতে পারেন — এরকম ব্রাহ্মণগণকে উৎপীড়িত ক'রে কে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে ! ।। ৩১৫ ।।

যানুপাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি লোকা দেবাশ্চ সর্বদা।
ব্রহ্ম চৈব ধনং যেষাং কো হিংস্যাত্তান্ জিজীবিষুঃ।। ৩১৬।।

অনুবাদ। যাঁদের আশ্রয় ক'রে পৃথিবী প্রভৃতি লোকগুলি ও দেবতারা অবস্থান করছেন, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদই যাঁদের একমাত্র ধন, বাঁচতে ইচ্ছা করলে কোন্ মানুষ তাঁদের হিংসা করবে? ।।৩১৬।।

অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ।। ৩১৭।।

অনুবাদ। অগ্নি যেমন মন্ত্রসংস্কৃত হোক্ বা না-ই হোক্ তবুও পরম দেবতা, সেইরকম বিদ্বান্ই হোন্ বা অবিদ্বানই হোন্ ব্রাহ্মণ মহাদেবতাস্বরূপ ।। ৩১৭ ।।

শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।। ৩১৮।।

অনুবাদ। মহাতেজা অগ্নি যেমন শ্মশানে থেকেও অপবিত্র হয় না, পরন্তু যজ্ঞাদিকাজে ঘি - প্রভৃতির দ্বারা তার উপর আহুতি নিক্ষেপ করা হ'লে তা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকে — ।। ৩১৮।।

এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্তন্তে সর্বকর্মসু।
সর্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ।। ৩১৯।।

অনুবাদ। সেইরকম ব্রাহ্মণেরা যদি সকল প্রকার অনিষ্ট অর্থাৎ নিন্দিত কাজেও প্রবৃত্ত থাকেন, তবুও ব্রাহ্মণ পূজার পাত্র, কারণ, ব্রাহ্মণ পরম দেবতাস্বরূপ ।। ৩১৯ ।।

ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি সর্বশঃ।
ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্।। ৩২০।।

অনুবাদ। ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি ঔদ্ধত্যপরায়ই হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের উপর উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয় [এবং যে ক্ষত্রিয় ধনৈশ্বর্যমদে গর্বিত হ'য়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ও শিষ্টাচারসম্মত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করতে থাকে] ব্রাহ্মণই তাকে জপ, হোম, অভিশাপ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সংযত করবেন অর্থাৎ সৎপথে স্থাপন করবেন; কারণ ব্রাহ্মণ-জাতি থেকেই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি [এই উক্তিটি অর্থবাদ মাত্র]।।৩২০।।

অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি।। ৩২১।।

অনুবাদ। জল থেকে অগ্নির উৎপত্তি, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, প্রস্তর থেকে লৌহ অর্থাৎ লোহানির্মিত খড়গ প্রভৃতি অস্ত্র নির্মিত হয়। এদের তেজ বা শক্তি সর্বত্র অপ্রতিহত হ'লেও নিজ নিজ উৎপত্তিস্থানে গিয়ে প্রতিহত হ'য়ে থাকে। [আপাত-দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে যার উৎপত্তির কারণ, সে তার ধ্বংসের কারণ হ'তে পারে না। কিন্তু তা নয়। ওষধি-বনস্পতি প্রভৃতি জলীয় পদার্থ থেকেই অগ্নি জন্মায়, তাই বলা হয়েছে জল থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়; সেই অগ্নি তার সর্বত্রগামী তেজের দ্বারা সকল দাহ্য পদার্থকেই দহন করে, কিন্তু তার এই শক্তি জলে পড়লেই শান্ত বা নষ্ট হ'য়ে যায়। আবার প্রস্তর থেকে যে লোহানির্মিত অস্ত্রাদি হয় তা সকল বস্তুকে ছিন্ন-ভিন্ন-বিদীর্ণ ক'রে দিতে পারে, কিন্তু ঐ অস্ত্রাদি পাষাণের উপর পড়লেই নষ্ট হ'য়ে যায়। এইরকম ক্ষত্রিয়েরাও জয় করতে ইচ্ছা করলে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তেজের দ্বারা সকলকেই পরাভূত করতে পারে, কিন্তু তারা যদি ব্রাহ্মণদের উপর ঔদ্ধত্য-পূর্ণ আচরণ করে, তাহ'লে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।] ।। ৩২১ ।।

নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে।। ৩২২।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে [অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের রাজ্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, মন্ত্রী প্রভৃতি না থাকলে] ক্ষত্রিয়ের সমৃদ্ধি হয় না, আবার ক্ষত্রিয়কে বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণেরও [অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যদি রাজাকে আশ্রয় না করেন, তাহ'লে] সমৃদ্ধি লাভ হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই যদি উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহ'লে তারা ইহলোক ও পরলোক এই উভয় স্থানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। [এখানে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র - এই দুটি শব্দ ব্রাহ্মণজাতি এ ক্ষত্রিয়জাতিবোধক।] ।। ৩২২।।

দত্ত্বা ধনন্তু বিপ্রেভ্যঃ সর্বদণ্ডসমুত্থিতম্।
পুত্রে রাজ্যং সমাসৃজ্য কুর্বীত প্রায়ণং রণে।। ৩২৩।।

অনুবাদ। সকল প্রকার অর্থদণ্ড [শাস্তির জন্য অপরাধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জরিমানা] থেকে যে ধন সঞ্চিত হয়েছে তা ব্রাহ্মণগণকে দান ক'রে পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ ক'রে

রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করবে।

[রাজা যখন দেখবেন যে 'জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি—আমার যা কিছু করবার ছিল তা করেছি এবং ধনও প্রভূত রয়েছে' তখন সকল প্রকার দণ্ড থেকে যে ধন সঞ্চিত হয়েছে তা ব্রাহ্মণগণকে দান করবেন। তবে মহাপাতকীর নিকট থেকে যে অর্থদণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে তা দেওয়া চলবে না—তা বরুণদেবতাকে দিতে হবে—একথা আগে বলা হয়েছে। এ ছাড়া আর যতসব অর্থদণ্ডলব্ধ ধন আছে এবং কোষেও বহুধন সঞ্চিত হয়েছে আর নিজেরও যাবার সময় হ'য়ে এসেছে তখন সর্বপ্রকার ধনের এইভাবে ব্যবহার করতে হবে বলা হচ্ছে। এ খানে কেউ কেউ এইভ্রবে ব্যাখ্যা করেছেন-এখানে যে অর্থদণ্ডলব্ধ ধনের উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা রাজকর এবং শুল্ক প্রভৃতিরূপে যে ধন গৃহীত হ'য়ে সঞ্চিত হয়েছে তাও লক্ষিত হচ্ছে। আর তাহ'লে এই কথা বলা হ'ল যে, এরকম অবস্থায় রাজা সর্বস্ব দান করবেন—বাহন, অস্ত্রশস্ত্র, ভূমি এবং দাস প্রভৃতি পুরুষ ছাড়া এরকম যা কিছু তাঁর আছে সে সমস্তই দান করবেন। বস্তুতঃ—এরকম ব্যাখ্যা করা হ'লে এখানে "পুত্রে রাজ্যং সমামৃজ্য" এইরকম যা বলা হয়েছে সেটি খাটে না। কারণ, রাজকোষ শূন্য হওয়ায় সে অবস্থায় পুত্র রাজা হলে তা রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। (অতএব প্রথমে যে ব্যাখ্যা বলা হলো তাই ঠিক)। "কুর্বীত প্রায়ণং রণে" =আত্মত্যাগের নিমিত্ত যুদ্ধ করবেন। আর এমন যদি হয় যে, নিজের সেই শেষ অবস্থায় যুদ্ধ করবার সুযোগ উপস্থিত হচ্ছে না তা হ'লে অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ প্রভৃতি উপায়ে দেহত্যাগ করবেন। তবে যুদ্ধে যদি প্রাণত্যাগ করা যায় তা হ'লে বেশী ফল লাভ ঘটে—বেশী পুণ্য হয়।]।।৩২৩।।

এবঞ্চরন্ সদা যুক্তো রাজধর্মেষু পার্থিবঃ।
হিতেষু চৈব লোকস্য সর্বান্ ভৃত্যান্নিযোজয়েৎ।। ৩২৪।।

অনুবাদ। রাজা এইপ্রকার শাস্ত্রনির্দিষ্ট রাজধর্মে সতত নিবিষ্টচিত্ত হ'য়ে পূর্বোক্তরূপে ব্যবহার করতে থেকে নিজের সকল ভৃত্যবর্গকে প্রজাগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত করবেন । ।। ৩২৪ ।।

এষোঽখিলঃ কর্মবিধিরুক্তো রাজ্ঞঃ সনাতনঃ।
ইমং কর্মবিধিং বিদ্যাৎ ক্রমশো বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।। ৩২৫।।

অনুবাদ। রাজার পক্ষে যেরকম কর্তব্যকর্ম করবার চিরন্তন বিধান আছে তা সব এই প্রকারে বলা হ'ল। বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে যথাক্রমে ঐরকম কর্মবিধি বুঝতে হবে।

[এই শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধে কন্টকশুদ্ধি পর্যন্ত যে রাজধর্ম বলা হয়েছে তারই উপসংহার করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয়ার্দ্ধে—পরে বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্তব্যসম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে তার ভূমিকা করা হচ্ছে।]।।৩২৫।।

বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্।
বার্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে।। ৩২৬।।

অনুবাদ। বৈশ্য উপনয়ন পর্যন্ত সংস্কারে সংস্কৃত হ'য়ে দারপরিগ্রহ অর্থাৎ বিবাহ ক'রে বার্তাকর্মে অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি-কাজে ও পশুপালন-কাজে সর্বদা নিযুক্ত থাকবে ।। ৩২৬।।

প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ।। ৩২৭।।

অনুবাদ। সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি পশুসমূহকে সৃষ্টি ক'রে তাদের প্রতি-পালনের ভার বৈশ্যের উপর অর্পণ করেছিলেন [পশুরক্ষা করা বৈশ্যের পক্ষে কেবল জীবিকার্জনের জন্যই যে কর্তব্য

তা নয়, কিন্তু ধর্মার্থে অর্থাৎ পুণ্যার্জনের জন্যও তা কর্তব্য] এবং প্রজাদের সৃষ্টি ক'রে তাদের রক্ষার ভার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপর অর্পণ করেছিলেন [প্রজাপালনের দ্বারা জীবিকার্জন করা যেমন রাজার অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিয়মবিধি, বৈশ্যের পক্ষে পশুপালন করা সেইরকম নিয়মবিধি, আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক উপদেশাদি দেওয়া, জপ -হোম - প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা — ইত্যাদি ভাবে প্রজাগণকে রক্ষা করার জন্য সকলরকম অধিকার আছে। কারণ, একথা বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞাদির আহুতি সূর্যে যায়, এবং সূর্য থেকে মেঘের দ্বারা বৃষ্টি হয় এবং তার ফলে শস্যোৎপত্তি হওয়ায় প্রজারা রক্ষা পায়। কাজেই ব্রাহ্মণেরা সকল প্রজাকে ইহকালে এবং পরকালে রক্ষা করেন। এইরকম পশুরক্ষাও বৈশ্যের পক্ষে ধর্ম; এর দ্বারা তাদের জীবিকা ও পুণ্য উভয়ই লাভ হয়।] ।। ৩২৭ ।।

ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন।। ৩২৮।।

অনুবাদ। বৈশ্যের যেমন এমন অভিলাষ না হয় যে, আমি পশু-রক্ষার কাজ করব না। আবার বৈশ্য ঐ পশুপালন কাজটি করতে থাকলে অন্য কোনও বর্ণের লোক পশুপালনে অধিকারী হবে না। [বৈশ্যের পক্ষে পশুপালন ছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যও বিহিত; এখানে কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারে, ঐ সব কাজই নিয়মার্থক — সবগুলিরই ফল তুল্যপ্রকার। আর যদি তুল্যপ্রকার হয়, তাহ'লে কোনও বৈশ্য হয়তো পশুপালনের কাজে অনিচ্ছুক হ'তে পারে, অন্য কাজগুলি করতে ইচ্ছা করতে পারে। কিন্তু এই পশুপালন-কাজটি যদি বৈশ্যের পক্ষে অন্য কাজগুলি থেকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হয়, তাহ'লে সে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে প্রবৃত্ত হবে, ঐ কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করতে প্রবৃত্ত হবে না। এইজন্য বলা হয়েছে, বৈশ্যরা পশুপালন অবলম্বন ক'রে জীবকি- নির্বাহ করবে।] ।।৩২৮।।

মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্।। ৩২৯।।

অনুবাদ। বৈশ্যের পক্ষে মণি, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ অর্থাৎ তৈজস দ্রব্য [অর্থাৎ তামা, লোহা এবং কাঁসা] তান্তব অর্থাৎ সুতো বা রেশম-পশমনির্মিত বস্ত্রাদি দ্রব্য, কুঙ্কুম-প্রভৃতি নানারকম গন্ধদ্রব্য, এবং গুড়-লবণ প্রভৃতি নানারকম রসদ্রব্যের মূল্যের ন্যূনতা এবং আধিক্য বিষয়ে সংবাদ রাখা কর্তব্য [অর্থাৎ কোন্ অঞ্চলে এই সব জিনিসের মূল্য বেশী এবং কোন্ জায়গায় মূল্য কম, এইরকম কোন্ সময়ে এগুলির মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং কোন্ সময়েই বা হ্রাস পায় সেসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।]।।৩২৯।।

বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্বশঃ।। ৩৩০।।

অনুবাদ। কোন্ সময়ে কোন্ বীজ কিভাবে বপন করলে ভালো শস্য হয়, সে বিষয়ে বৈশ্য অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এইভাবে এই বীজ এইরকম জমিতে বপন করলে ভালো শস্য জন্মায় বা এইরকম জমিতে ভালো শস্য জন্মায় না এবং এই জাতীয় বীজ এইরকম জমিতে বপন করলে খুব বেশী পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় — ইত্যাদি প্রকার জমিসম্বন্ধীয় গুণদোষ বিষয়ে বৈশ্য অভিজ্ঞ হবে, এবং সমস্ত প্রস্থ-দ্রোণ প্রভৃতি পরিমাণ (measures) এবং সকল প্রকার তুলামান (weights) সম্বন্ধে অবহিত হবেন ।। ৩৩০ ।।

সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্।। ৩৩১।।

অনুবাদ। সকল পণ্যদ্রব্যের দীর্ঘকাল-স্থায়িত্ব ও অল্পকাল-স্থায়িত্ব [ভাণ্ড=ক্রয়যোগ্য ? বিক্রয়যোগ্য ও কাপড়, চামড়া প্রভৃতি জিনিস; সে সম্বন্ধে সারাসারতা = যা বহু দিন থাকলেও নষ্ট হয় না তা সার এবং এর বিপরীত জিনিসগুলি হ'ল অসার], কোন্ দেশে কোন্ শস্য বেশী ফলে এবং কোন্ দেশে কম ফলে বা কোন্ দেশে কোন্ জিনিসের দাম বেশী এবং কোন্ দেশে দাম কম - এইরকম দেশের গুণাগুণ, পণ্যবস্তুসমূহের লাভালাভ, এবং পশুবৃদ্ধির উপায় — এগুলি সব জানা থাকা বৈশ্যের পক্ষে আবশ্যক ।। ৩৩১ ।।

ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ।। ৩৩২।।

অনুবাদ। ভৃত্যদের অর্থাৎ গোপালক-ছাগপালক প্রভৃতি যে সব লোককে পশুরক্ষণাদিকাজে নিযুক্ত করা হয় তাদের বেতন কেমন হবে বৈশ্যদের তা জানা উচিত; তাদের পক্ষে বিভিন্ন দেশের লোকদের বিভিন্ন ভাষা বিদিত থাকা আবশ্যক; বিভিন্ন প্রকার জিনিস কিভাবে এবং কিরকম স্থানে কিরকম বস্তুর সাথে রেখে দিলে তা শীঘ্র নষ্ট হয় না, এবং কোথায় কোন্ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ভালভাবে চলে বৈশ্যের পক্ষে তা অবগত হওয়া উচিত ।। ৩৩২ ।।

ধর্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ।। ৩৩৩।।

অনুবাদ। ধর্মসঙ্গত উপায়ে যাতে দ্রব্যবৃদ্ধি হয় [অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে মূল্য ধার্য ক'রে যেন দ্রব্যসংগ্রহের চেষ্টা করা না হয়] সে বিষয়ে বৈশ্যের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর সকল জীবকে যত্নসহকারে অন্নদান করাও তার কর্তব্য [অবশ্য যার প্রচুর ধন আছে তার সম্বন্ধেই এইরকম বিধি] ।। ৩৩৩ ।।

বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ।। ৩৩৪।।

অনুবাদ। [বৈশ্যের ধর্ম বলার পর শূদ্রের ধর্ম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—] বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণের এবং সদাচারপরায়ণ গৃহস্থগণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম এবং এই ধর্মাচরণের ফলে তার নিশ্চিত শ্রেয়ো-লাভ ঘটে ।। ৩৩৪ ।।

শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্মৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে।। ৩৩৫।।

অনুবাদ। যে শূদ্র বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচযুক্ত [অর্থাৎ মাটি - জল - প্রভৃতির দ্বারা বহিঃশৌচসম্পন্ন এবং ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা অন্তঃশৌচ-যুক্ত] এবং উৎকৃষ্টের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয় - বৈশ্যের পরিচর্যায় নিরত, মধুরভাষী, অহঙ্কারশূন্য এবং সর্বদা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের আশ্রিত, সে ঐ সব গুণের জন্য নিজের জাতি থেকে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জাতি-ভাবাপন্ন হ'য়ে থাকে ।। ৩৩৫ ।।

এষোঽনাপদি বর্ণানামুক্তঃ কর্মবিধিঃ শুভঃ।
আপদ্যপি হি যস্তেষাং ক্রমশস্তান্নিবোধত।। ৩৩৬।।

অনুবাদ। আপৎকালভিন্ন অন্যসময়ে ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের মঙ্গলপ্রদ কর্মাবিধি এতক্ষণ বলা হ'ল। আপৎকালেও ঐ চারটি বর্ণের লোকদের যে রকম আচরণ করা উচিত তা ক্রমশঃ বর্ণনা করছি, তা আপনারা এবার শুনুন ।। ৩৩৬ ।।

ইতি বারেন্দ্রনন্দনবাসীয়ভট্টদিবাকরাত্মজ-শ্রীকুল্লুকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং নবমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং বমোঽধ্যায়ঃ।।৯।।

।। নবম অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

দশমোঽধ্যায়ঃ

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ।। ১।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য —এই তিনবর্ণের লোকেরা দ্বিজাতি; এঁরা নিজনিজ কর্তব্য কর্মে নিরত থেকে বেদ অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই অধ্যাপনা করবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণের পক্ষে অধ্যাপনা করা উচিত নয়। —এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত [এই শ্লোকে 'বেদ'—শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও 'অধীয়ীরন্' ক্রিয়ার কর্মরূপে বেদ-কেই গ্রহণ করতে হবে]।। ১।।

সর্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ।। ২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ সকলবর্ণের জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট জীবিকানির্বাহের উপায় সম্বন্ধে অবহিত হবেন, অন্যান্য তিন বর্ণের লোককে তাদের বৃত্তিবিষয়ে শাস্ত্রনির্দেশানুসারে উপদেশ দেবেন এবং তিনি নিজেও যথাশাস্ত্র কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকবেন [ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু বৃত্তি বিষয়ক উপদেশ-দানে কোনও বাধা নেই]।। ২।।

বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।। ৩।।

অনুবাদ ঃ সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান, তাই তিনি সকল বর্ণের লোকসমূহের প্রভু; কারণ, তাঁর মধ্যে গুণের আধিক্যরূপ উৎকর্ষ রয়েছে; ব্রাহ্মণ বিরাট্ পুরুষ হিরণ্যগর্ভের উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ মস্তক বা মুখ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁর উৎপত্তিস্থানের শ্রেষ্ঠতা বিদ্যমান; তিনি বংশদণ্ডধারণ-মদ্যপাননিষেধ প্রভৃতি নিয়ম পালন করেন; এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির তুলনায় উপনয়নাদি-সংস্কারের বিশিষ্টতা দেখা যায়।। ৩।।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।। ৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের বিধান থাকায় এরা 'দ্বিজাতি' নামে অভিহিত হয়। আর চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উপনয়নসংস্কার বিহীন হওয়ায় দ্বিজাতি নয়, তারা হল 'একজাতি'। এছাড়া পঞ্চম কোনও বর্ণ নেই অর্থাৎ ঐ চারটি বর্ণের অতিরিক্ত যারা আছে তারা সকলেই সঙ্কর জাতি। [ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত চারজাতীয় মানুষই হ'ল চারটি বর্ণ। এ ছাড়া বর্বর, কৈবর্ত প্রভৃতি অন্যান্য যে সব মানুষ আছে তারা সঙ্কীর্ণযোনি বা বর্ণসঙ্কর। চারটি বর্ণের মধ্যে তিনটি বর্ণ 'দ্বিজাতি' অর্থাৎ এদের দুবার জন্ম হয়; কারণ, দ্বিতীয়-জন্ম উৎপাদক উপনয়ন-সংস্কার কেবল ঐ তিনটি বর্ণের পক্ষেই শাস্ত্রমধ্যে বিহিত আছে। শূদ্র হ'ল একজাতি অর্থাৎ ওদের একবার মাত্র জাতি বা জন্ম হয়, কারণ, শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কারের বিধান নেই।]।। ৪।।

সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে।। ৫।।

অনুবাদ ঃ স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি [অর্থাৎ প্রথমবিবাহিতা এবং যার সাথে আগে কোনও পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক হয় নি] ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান 'ব্রাহ্মণ' হবে; ক্ষত্রিয়কর্তৃক এই রকম ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'ক্ষত্রিয়' হবে; বৈশ্যকর্তৃক স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি বৈশ্যার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'বৈশ্য', এবং শূদ্রকর্তৃক ঐ রকম শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'শূদ্র' হবে। এ সব ছাড়া অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান জনকের সাথে সবর্ণ হয় না, নিশ্চয়ই জাত্যন্তর হবে। [প্রশ্ন হ'তে পারে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কাদের বলা হয় এবং তাদের পরিচয় কি? কারণ, চারবর্ণের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে এমন কোনও চিহ্ন নেই যার দ্বারা পরস্পর পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব। ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষও হ'তে পারে না। নানারকম কারণে জাতির স্বরূপ নিরূপিত করা সম্ভব হয় না। তাই জাতির লক্ষণ এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে। সকলবর্ণের পক্ষেই জাতির সর্বসাধারণ লক্ষণ হ'ল এই যে, তুল্যাসু অর্থাৎ সমান জাতিতে উৎপন্ন যে সব নারী, তারা পত্নীচ্ছ অর্থাৎ যথাবিধি পরিণীত হ'লে, তাদের গর্ভে তাদের সমান জাতীয় পতিকর্তৃক যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, জাত্যা জ্ঞেয়াঃ তে এব তাদের সেই জাতীয় বলে বুঝতে হবে অর্থাৎ এইরকম সন্তানের জাতি তাদের পিতামাতার জাতি থেকে অভিন্ন। সবর্ণে বিবাহিত মাতা ও পিতার যে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি তাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্তানের সেই একই জাতি বলে বুঝতে হবে।]।। ৫।।

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্।। ৬।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজ বর্ণ-ত্রয়ের দ্বারা অনুলোমক্রমে অনন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তানেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণকর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন সন্তান এবং ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যানারীতে উৎপন্ন সন্তান এবং বৈশ্যকর্তৃক শূদ্রা নারীতে উৎপন্ন সন্তানগণ হীনজাতীয়া মাতার গর্ভে উৎপন্ন ব'লে পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু উৎপাদকের (পিতার) জাতির সদৃশ হয়। এই সন্তানেরাই মূর্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ নামে অভিহিত হয়। তৎসদৃশজাতি বলতে বোঝায় - মাতৃজাতির তুলনায় উৎকৃষ্ট অথচ পিতৃজাতির তুলনায় নিৎকৃষ্ট।। ৬।।

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্।। ৭।।

অনুবাদ ঃ অব্যবহিত পরবর্তী নারীর গর্ভে যারা জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয়ের দ্বারা বৈশ্যাতে এবং বৈশ্যের দ্বারা শূদ্রাতে উৎপাদিত সন্তানদের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ নিয়ম বলা হ'ল। কিন্তু মাতা ও পিতার মধ্যে দ্ব্যন্তরা অর্থাৎ দুটি জাতির ব্যবধান থাকলে [যেমন, ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রা নারীতে] অথবা একান্তর হলে অর্থাৎ একটি জাতির ব্যবধান থাকলে [যেমন, ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈশ্যাতে] জাত সন্তানের ধর্ম-বিধি বলা হচ্ছে।। ৭।।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে।। ৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে একান্তরিতা ও পরিণীতা বৈশ্য জাতীয়া নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাকে 'অম্বষ্ঠ' বলে [এই সন্তানকে ভৃজ্যকণ্ঠ-ও বলা হয়]। আর, ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে দ্ব্যন্তরিতা ও পরিণীতা শূদ্রা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেয় সেই সন্তান জাতিতে নিষাধ বা পারশব নামে পরিচিত হয়।। ৮।।

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে।। ৯।।

অনুবাদ ঃ ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষের ঔরসে পরিণীতা শূদ্রা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায় তাকে উগ্র বলা হয়। এই সন্তানের স্বভাব ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই দুই এর স্বভাবদ্বয় মিশ্রিত [বপুঃ-শব্দের অর্থ এখানে স্বভাব] এবং তার আচার-বিহার অর্থাৎ শারীরিক-ক্রিয়া ও কথাবার্তা ক্রূর [অর্থাৎ তার ক্রিয়াকলাপে ও কথাবর্তায় উগ্রতা প্রকাশ পায়]।। ৯।।

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।। ১০।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে তিনটি বর্ণের নারীতে [অর্থাৎ পরিণীতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে] উৎপন্ন, ক্ষত্রিয় পুরুষের পক্ষে দুইটি বর্ণের নারীতে [অর্থাৎ বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে] জাত, এবং বৈশ্য পুরুষের পক্ষেএকটি বর্ণের নারীতে [অর্থাৎ শূদ্রা স্ত্রীতে] জাত, এবং বৈশ্য পুরুষের পক্ষে একটি বর্ণের নারীতে [অর্থাৎ শূদ্রা স্ত্রীতে] উৎপন্ন —এই ছয় জাতীয় অনুলোমজ সন্তান অপসদ নামে অভিহিত হয় [এদের যে অপসদ বলা হয়, তার কারণ এই যে, পুত্রের যে প্রয়োজন তা থেকে এরা অপসারিত; সমানজাতীয় পুত্রের তুলনায় এরা অপসদ অর্থাৎ অপকৃষ্ট।]; এই অনুলোম-সঙ্করজাতির কথা স্মৃতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।। ১০।।

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ।। ১১।।

অনুবাদ ঃ— [এখন প্রতিলোম-সঙ্করের কথা বলা হচ্ছে-] ক্ষত্রিয় পুরুষের ঔরসে 'বিপ্রকন্যা'তে অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায় তাকে সূত-জাতি বলা হয়; বৈশ্যজাতীয় পুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয় জাতীয়া নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায় তাকে মাগধ এবং বৈশ্যপুরুষের ঔরসে ব্রাহ্মণ নারীর গর্ভে জাত সন্তানকে বৈদহ বলা হয়।। ১১।।

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।। ১২।।

অনুবাদ ঃ শূদ্র পুরুষ থেকে বৈশ্যনারীর গর্ভে জাত সন্তানকে আয়োগব-জাতি বলা হয়, শূদ্র থেকে ক্ষত্রিয় নারীর গর্ভজাত সন্তানকে ক্ষত্তা এবং শূদ্র পুরুষের ঔরসে ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভজাত সন্তানকে চণ্ডাল বলা হয়। এইরকম ভাবে যে সব বর্ণসঙ্কর জন্মে এদের মধ্যে চণ্ডালরাই মনুষ্যজাতির মধ্যে অধম।। ১২।।

একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি।। ১৩।।

অনুবাদ ঃ— একান্তরে অর্থাৎ একটি মাত্র বর্ণের ব্যবধানে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে বৈশ্যজাতীয়া নারীর গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় পুরুষের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভে জাত উগ্র —এইসব অনুলোমজ সন্তান যেমন স্পর্শাদিযোগ্য হয়, সেইরকম প্রতিলোমক্রমে একান্তরিত অর্থাৎ একজাতি-ব্যবধানে উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে জাত (যেমন, শূদ্রপুরুষ থেকে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন ক্ষত্তা এবং বৈশ্য পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন বৈদেহ) দুই জাতি স্পর্শাদিযোগ্য হবে। [স্পর্শাদিব্যাপারে এরা তুল্য কিন্তু যজনাদিক্রিয়াতে এদের তুল্যতা নেই। প্রতিলোমজগণের মধ্যে একমাত্র চণ্ডালই অস্পৃশ্য।]।।১৩।।

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে।। ১৪।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণের অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে জাত, একান্তরবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে জাত এবং দ্ব্যন্তরবর্ণের স্ত্রীর গর্ভেজাত সন্তানগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যাতে জাত সন্তানেরা—যারা যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব নামে কথিত হয়েছে, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রাভার্যাতে জাত সন্তানগণ — যারা মাহিষ্য ও উগ্র নামে অভিহিত হয়েছে, এবং বৈশ্যের শূদ্রা ভার্যাতে জাত সন্তান - যে করণ নামে প্রসিদ্ধ, এরা যদিও মাতৃদোষদুষ্ট, তবুও এরা মাতৃজাতির তুল্য হবে অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারের যোগ্য হবে।। ১৪।।

ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যাস্তু ধিগ্বণঃ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে শূদ্রা ভার্যাতে জাতা কন্যাকে উগ্রা বলা হয়, ব্রাহ্মণ পুরুষ থেকে এই উগ্রা-কন্যা গর্ভ জাত সন্তানকে আবৃত জাতি বলা হয়; ব্রাহ্মণ থেকে অম্বষ্ঠকন্যাগর্ভজাত সন্তানকে আভীর এবং আয়োগবজাতীয়া নারীতে যে সন্তান জন্মে [শূদ্র পুরুষ থেকে বৈশ্যনারীর গর্ভজাত কন্যাকে আয়োগবী বলা হয়, ব্রাহ্মণ পুরুষ থেকে ঐ আয়োগবীতে যে সন্তান উৎপাদিত হয়] তার নাম ধিগ্বণ।।১৫।।

আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ— শূদ্র পুরুষ থেকে প্রতিলোমক্রমে জাত অর্থাৎ শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্যাস্ত্রীতে জাত আয়োগব, ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত চণ্ডাল - এই তিন জাতি পুত্রকাজ করার অযোগ্য। এই জন্য এরা অপসদ অর্থাৎ নরাধম ব'লে পরিগণিত হয়।। ১৬।

বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেঽপরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ—বৈশ্য পুরুষের ঔরসে প্রতিলোমক্রমে জাত অর্থাৎ বৈশ্য থেকে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত মাগধ এবং ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে উৎপন্ন বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত সূত —এই তিন জাতিও পুত্রের কাজ করার অনধিকারী ব'লে নিকৃষ্ট।। ১৭।।

জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যাস্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ শূদ্রা জাতীয়া স্ত্রীতে বক্ষ্যমাণ নিষাদজাতীয় পুরুষ থেকে যে সন্তান জন্মায় সে জাতিতে পুক্কস নামে অভিহিত হয়। আবার শূদ্র পুরুষের ঔরসে নিষাদ-জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান 'কুক্কুটক' জাতি নামে অভিহিত হয়।

ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্যতে।
বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে।। ১৯।।

অনুবাদ ঃ ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে ক্ষত্রিয়া নারীতে জাত সন্তান ক্ষত্তা, এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ

থেকে শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্না কন্যা উগ্রা; ঐ ক্ষত্তা পুরুষ থেকে উগ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানকে শ্বপাক বলা হয়। বৈশ্য পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত সন্তান বৈদেহক এবং ব্রাহ্মণ পুরুষ থেকে বৈশ্যা স্ত্রীতে জাতা কন্যা অম্বষ্ঠা, ঐ বৈদেহক-পুরুষ কর্তৃক অম্বষ্ঠা-নারীতে উৎপন্ন সন্তানকে বেণ বলা হয়।।১৯।।

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ।। ২০।।

অনুবাদ ঃ— দ্বিজাতিগণ [অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য] সবর্ণা স্ত্রীতে যে সব সন্তান উৎপাদন করে তারা যদি অব্রত অর্থাৎ বেদব্রতবিহীন হয়, তাহ'লে সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট অর্থাৎ উপনয়নসংস্কারবিহীন সেই সব সন্তান ব্রাত্য-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। প্রতিলোমজ পুত্রের মতো এই সব পুত্রও পুত্রের কাজে অনধিকারী।। ২০।।

ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ।। ২১।।

অনুবাদ ঃ— ব্রাত্য ব্রাহ্মণ থেকে সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায়, তাকে ভূর্জকণ্টক [মেধাতিথিধৃত পাঠ—ভৃজ্জকণ্টক] নামক জাতি বলা হয়। তাকেই দেশভেদে আবান্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ এইসব নামে অভিহিত করা হয়।। ২১।।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ।। ২২।।

অনুবাদ ঃ— ব্রাত্য ক্ষত্রিয় থেকে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তান দেশভেদে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি (লিচ্ছিবি), নট, করণ, খস, এবং দ্রবিড় এইসব নামে প্রসিদ্ধ সন্তান জন্মায়।। ২২।।

বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ।। ২৩।।

অনুবাদ ঃ— ব্রাত্য বৈশ্য পুরুষ থেকে সবর্ণা স্ত্রীতে সুধন্বা, আচার্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র এবং সাত্বত এইসব নামে প্রসিদ্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়।। ২৩।।

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।। ২৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণগুলির পরস্পরের মধ্যে ব্যভিচার থেকে, অবেদ্যা-বিবাহ থেকে এবং নিজ নিজ অবশ্যপালনীয় শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার পরিত্যাগ থেকে বর্ণসঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়। [ব্যভিচার-শব্দের অর্থ পরস্ত্রীগমন। সমানজাতীয়া পরকীয়া স্ত্রী, অনুলোম, প্রতিলোম, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল রকম নারীতেই ব্যভিচার হ'তে পারে। অবেদ্যাবেদন-শব্দের অর্থ—যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ তাকে বিবাহ করা। ভগ্নী, নাতনী প্রভৃতিরা অবিবাহ্যা। স্বকর্মের ত্যাগ বলতে বোঝায় উপনয়ন, বেদগ্রহণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করা। আবার, ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও যারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ক্ষাত্রবৃত্তি, বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করে আছে তারাও স্বকর্মত্যাগী ব'লে গণ্য।]।। ২৪।।

সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।। ২৫।।

অনুবাদ ঃ— পরস্পর স্ত্রীগমন দ্বারা অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে যে সকল সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, তা বিশেষভাবে বর্ণনা করছি, আপনারা শুনুন। [ব্যতিষঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। পরস্পর অনুলোমজাত সন্তানেরা অন্য অনুলোমজাত ও প্রতিলোমজাত সন্তানদের মধ্যে এবং প্রতিলোমজাত সন্তানেরা অন্য প্রতিলোম ও অনুলোমের মধ্যে সংসর্গ ক'রে অন্যান্য বহু সঙ্করজাতির সৃষ্টি করেছে।]।।২৫।।

সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ।। ২৬।।

অনুবাদ ঃ— সূত, বৈদেহক, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা এবং আয়োগব — এই ছয়টি প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর; এদের লক্ষণ আগেই দেওয়া হয়েছে।। ২৬।।

এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু।। ২৭।।

অনুবাদ ঃ— এই ছয় বর্ণ সঙ্কর জাতির সন্তান সমান জাতীয় নারীতে সদৃশ বর্ণেরই সন্তান উৎপাদন করে, অপকৃষ্ট শূদ্রারূপ হীনজাতীয়া স্ত্রীতে মাতৃজাতীয় সন্তান এবং বৈশ্যা-ক্ষত্রিয়া-ব্রাহ্মণী প্রভৃতি উচ্চলবর্ণের সন্তান, যেমন,—সূতজাতীয় পুরুষ সূতজাতীয়া নারীতে ঐ সূতজাতীয় সন্তানই উৎপাদন করে। এইরকম চণ্ডালজাতীয় পুরুষ চণ্ডাল-জাতীয়া নারীতে চণ্ডাল চণ্ডালজাতীয় সন্তানেরই জন্ম দিয়ে থাকে। আর ঐ পূর্বোক্ত ছয় বর্ণের মধ্যে যারা অনুলোমক্রমে হীনবর্ণানারীতে মাতৃজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে। তাদের বিষয় ১০.১৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে। ওরাও আবার সমানজাতীয়া নারীতে নিজ নিজ সমান জাতীয় সন্তানই উৎপাদন করে। যেমন, অম্বষ্ঠজাতীয় পুরুষ-কর্তৃক অম্বষ্ঠা-নারীতে উৎপাদিত সন্তান। কিন্তু ঐ অম্বষ্ঠজাতীয় পুরুষ বৈশ্যা নারীতে যে সন্তান উৎপাদন করে তারা অম্বষ্ঠের তুলনায় হীন বৈশ্যজাতি হয়। কারণ, এরকম ক্ষেত্রে সন্তানের জাতি তার মাতার জাতির অনুরূপ হয়।]।। ২৭।।

যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎস্বযোন্যাস্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ।। ২৮।।

অনুবাদ ঃ— তিন বর্ণের নারীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয়া, ক্ষত্রিয়জাতীয়া ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণের আত্মা হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সদৃশ অর্থাৎ দ্বিজ হয়। এইরকম বাহ্যক্ষেত্রেও অর্থাৎ প্রতিলোমক্রমে অনন্তরবর্তী উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে, যথা, বৈশ্যপুরুষকর্তৃক ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয় পুরুষকর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদিত হয় সেও তাদের আত্মা অর্থাৎ দ্বিজ হয় [আর তারা যখন দ্বিজ হচ্ছে, তখন তাদের উপনয়নসংস্কার প্রভৃতি কর্তব্য। তাই পরে এদের 'দ্বিজধর্মা' বলা হয়েছে। তবে বিশেষ এই যে, যারা অনুলোমক্রমে জন্মে তারা মাতার জাতি অনুসারে সেই জাতি প্রাপ্ত হয়। শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, শূদ্রকর্তৃক প্রতিলোমক্রমে উৎপাদিত সন্তানের তুলনায় বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক প্রতিলোমক্রমে উৎপাদিত সন্তান উচ্চশ্রেণীর কারণ, তারা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়রূপ দ্বিজ থেকে উৎপন্ন।]।। ২৮।।

তে চাপি বাহ্যান্ সুবহূংস্ততোঽপ্যধিকদূষিতান্।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্।। ২৯।।

অনুবাদ ঃ— আয়োগবপ্রভৃতি প্রতিলোমজাতীয় ছয়রকম সঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিরাও পরস্পরজাতীয়া স্ত্রীতে নিজেদের তুলনায় বহু বাহ্য (অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয়) এবং নিজের তুলনায় বেশী দূষিত সন্তানের জন্ম দেয় [যেমন, আয়োগব ক্ষত্তৃজাতীয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্তা আয়োগবজাতীয়া নারীতে নিজ নিজ তুলনায় নিন্দিত সন্তান উৎপাদন করে। আয়োগব-পুরুষ ক্ষত্তৃজাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে সে আয়োগব-পিতার তুলনায় বেশী বাহ্য অর্থাৎ নিন্দিত হয়; আবার আয়োগব-পুরুষ চণ্ডালজাতীয়া নারীতে যে সন্তানের জন্ম দেয় সে হয় আরও নিকৃষ্ট। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরকম বুঝতে হবে।]।। ২৯।।

যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্বর্ণ্যে প্রসূয়তে।। ৩০।।

অনুবাদ ঃ— শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট চণ্ডাল নামক সন্তানের জন্ম দেয়, সেইরকম সূত প্রভৃতি অন্যান্য বাহ্যজাতি অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষ [শ্লোক ২৬ দ্রষ্টব্য] চারবর্ণের নারীতে আরও বেশী বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে।। ৩০।।

প্রতিকূলং বর্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু।। ৩১।।

অনুবাদ ঃ— নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষগণ শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণ করতে থেকে হীন এবং অহীন বর্ণের সন্তান উৎপাদন করে। এখানে বক্তব্য— আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল —এই তিনটি শূদ্র থেকে উৎপন্ন হওয়ায় বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট। তারা প্রত্যেকে চারবর্ণের স্ত্রীতে এবং নিজের সজাতীয়া স্ত্রীতে পাঁচটি ক'রে নিকৃষ্টতর পনেরটি সন্তান উৎপাদন করে; এবং সূত, মাগধ ও বৈদেহক এই তিন হীন বর্ণও প্রত্যেকে চারবর্ণের স্ত্রীতে চারটি এবং নিজের সজাতীয়া পত্নীর গর্ভে এক, এইভাবে পাঁচটি করে পনেরটি নিকৃষ্টতর সন্তান উৎপাদন করে। [এক একটি বর্ণের অনেক সঙ্কর সৃষ্টি হয়। কোনও বর্ণের কেবল অনুলোমসঙ্কর, কোনও বর্ণের কেবল প্রতিলোমসঙ্কর আবার কোনও কোনও বর্ণের অনুলোম এবং প্রতিলোম উভয়বিধ সঙ্করই সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে ব্রাহ্মণের কেবল অনুলোম এবং শূদ্রের কেবল প্রতিলোমসঙ্করই হয়ে থাকে। আর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অনুলোম ও প্রতিলোম উভয় প্রকার সঙ্করই হতে পারে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুইটি অনুলোম এবং একটি প্রতিলোম হয়। বৈশ্যের পক্ষে অনুলোম একটি এবং প্রতিলোম দুইটি। এই প্রকারে এই অনুলোম এবং প্রতিলোম বারটি। এদের মধ্যে প্রত্যেকটি সঙ্করজাতি আবার চারবর্ণের স্ত্রীতে উপগত হলে স্বতন্ত্র চারিটি চারিটি করে সঙ্করজাতির সৃষ্টি করে। তারা সব কতকগুলি হয় হীনজাতি, আবার কতকগুলি হয় অহীনজাতি। কিনতু সকলেই এরা বাহ্যতর। 'বাহ্যতর' শব্দের অর্থ মাতা এবং পিতা উভয়ের জাতি থেকে দূরবর্তী; কারণ তারা শাস্ত্রীয় কর্ম থেকে বিচ্যুত। উদাহরণ দ্বারা তা পরার্থ বিশদ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত প্রতিলোমদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে। শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা নারীর গর্ভে জন্মে 'আয়োগব'। সেই 'আয়োগব' শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী এই চারজাতীয় স্ত্রীতে চারজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে। এইভাবে ঐ চারজনকে এবং নিজেকে নিয়ে আয়োগব হয় পাঁচ প্রকার। ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল এরাও এইভাবে পাঁচ পাঁচ প্রকারের। এইভাবে শূদ্র থেকে সৃষ্ট সঙ্করজাতি তিন-পাঁচ পনের রকম হইয়া থাকে। এইরকম বৈশ্য থেকে দুইটি প্রতিলোম সঙ্কর সৃষ্ট হয়—ক্ষত্রিয় নারীতে 'মাগধ' এবং ব্রাহ্মণ স্ত্রীতে 'বৈদেহক'। আর শূদ্রা নারীতে বৈশ্য কর্তৃক অনুলোমসঙ্কর সৃষ্ট হয়। তারমধ্যে বৈশ্য থেকে শূদ্রাগর্ভজাত যে সঙ্করজাতি সে যখন আবার চারবর্ণের নারীতে

সঙ্কর সৃষ্টি করে, তখনও ঐ একই প্রকার পনেরটি সঙ্করজাতি প্রকাশ পায়। সে যখন শূদ্রা রমণীতে উপগত হয় তখন তাতে তার তুলনায় হীনতর সন্তান জন্মে। এইভাবে সে বৈশ্যা নারীর সাথে সংসর্গ করে হীনতর সন্তান উৎপাদন করে। এইরকম শুদ্ধ শূদ্র থেকে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ নারীতে যে সন্তান জন্মে তারা সব হীন এবং অহীন দুই রকমই হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ পুরুষের পক্ষেও এইরকম বুঝতে হবে। তবে ব্রাহ্মণের বেলায় বিশেষ এই যে, তার থেকে কেবল অনুলোমই জন্মে। এইভাবে চারবর্ণের প্রত্যেকের দ্বারা পনেরটি করে সঙ্কর সৃষ্ট হওয়ায় সমষ্টিতে (৪ X ১৫ = ৬০) ষাট সংখ্যায় দাঁড়ায়। আর চারিটি প্রধান (শুদ্ধ) বর্ণ আছে। এইভাবে সাকল্যে চৌষট্টি (৬৪) হয়ে থাকে। তাদের পরস্পরের মধ্যে আবার সংসর্গ ঘ'টে অনন্ত সঙ্কর সৃষ্ট হয়। এইজন্য আগে বলা হয়েছে "তারাও বহু বহু বাহ্য (সঙ্কর) জাতি উৎপাদন করে"। (মূল শ্লোকের)— "প্রতিকূলম্" শব্দের অর্থ শাস্ত্রলঙ্ঘন করে, "বর্তমানাঃ" = মিথুন হয়ে পড়লে (মৈথুন করলে)—। "হীনাহীনান্" এটি একটি সমাসবদ্ধ পদ। অথবা হীনজাতি হয়ে অহীনজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে। "বর্ণান্ পঞ্চদশৈব" = পনেরটি বর্ণ,—। আগে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ—পঞ্চম বর্ণ নেই। সুতরাং পঞ্চমের যদি বর্ণত্ব না থাকে তা হ'লে পঞ্চদশটি বর্ণ হবে কিরূপে? কাজেই এখানে বর্ণত্ব ঔপচারিক বুঝিতে হবে এটি মুখ্য 'বর্ণ' নয় কিন্তু গৌণ।]।। ৩১।।

প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরায়োগবে।। ৩২।।

অনুবাদ ঃ— দস্যু নামক সঙ্করজাতীয় পুরুষ আয়োগব-নারীতে 'সৈরন্ধ্র'জাতীয় সন্তান উৎপাদন করে; তারা অন্যের সাজসজ্জা নির্মাণ করতে এবং অনুবৃত্তি করতে অভিজ্ঞ; তারা অদাস অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণাদি দাসকর্ম-রহিত কিন্তু তারা অঙ্গসম্বাহনাদি দাসকর্মের দ্বারা জীবন ধারণ করে, পশুহিংসা তাদের বৃত্তি।

["প্রসাধন" শব্দের অর্থ মণ্ডন—অন্যের সাজসজ্জা করা; 'উপচার' শব্দের অর্থ অনুবৃত্তি (অপরের মন যোগান)। কেশবিন্যাস, কুঙ্কুম-চন্দন প্রভৃতি দ্বারা অনুলেপন এবং বিচ্ছিত্তি (তিলক-উল্কি) রচনা করা, হাত-পা টিপে দেওয়া, কোন্ কাজের কোন্টি উপযুক্ত সময় তা ঠিকমত বুঝে তাড়াতাড়ি সেই কাজ সম্পাদন করা; এইসব যার জানা আছে তাকে 'প্রসাধনোপচারজ্ঞ' বলা হয়। তারা "দাস্যজীবন" এক বৎসরের বেতন নিয়ে কিংবা ছয় মাসের বেতন নিয়ে যে-কোন ব্যক্তির সেবা করে। অথবা, তারা ঐ প্রসাধনাদি বিধিবিষয়ে অভিজ্ঞ বলে জীবিকার জন্য সকলের সেবক হয়ে থাকে। ওদের জীবিকার জন্য বাগুরাবৃত্তিও অভিপ্রেত। 'বাগুরাবৃত্তি' তাদের দ্বিতীয় প্রকার বৃত্তির উপায়। 'বাগুরা' শব্দের অর্থ বন্যপশু-বধ। আর্যগণ দেবতা এবং পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে করণীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য একাজ করেন বটে কিন্তু ব্যাধের মতো পশু বধ করে তার মাংস বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন না। রাজার আদেশে জীবিকার জন্য তারা বহু প্রাণী বধ করে। 'দস্যু' নামক বক্ষ্যমাণ জাতি "আয়োগবে" = আয়োগবজাতীয় নারীতে 'সৈরন্ধ্র' নামক সন্তান "সূতে" উৎপাদন করে। যদিও "আয়োগবে" এখানে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ রয়েছে তথাপি সামর্থ্যবশতঃ এখানে 'আয়োগবস্ত্রী' এইরকম অর্থ পাওয়া যায়।]।। ৩২।।

মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধুকং সম্প্রসূয়তে।
নৄন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ বৈশ্য পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত বৈদেহনামক সঙ্করজাতির পুরুষ আয়োগবজাতীয় স্ত্রীগর্ভে 'মৈত্রেয়ক'জাতীয় সন্তান উৎপাদন করে থাকে। এরা স্বভাবতঃ মধুরভাষী; প্রভাতকালে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজা প্রভৃতির অজস্র প্রশংসা করা এদের কাজ।

["মৈত্রেয়কং" = মৈত্রেয়ক নামক বর্ণ (সঙ্করজাতি) আয়োগবজাতীয় নারীতে "সংপ্রসূয়তে" = উৎপাদন করে। বৈশ্য থেকে ব্রাহ্মণীতে যে সন্তান জন্মে তার নাম 'বৈদেহক'। 'মৈত্রেয়ক' এস্থলে 'মৈরেয়ক' এই পাঠান্তরও আছে। 'মাধূক' এটি উপমাবোধক শব্দ; এর অর্থ মধূক-পুষ্পের তুল্য; কারণ, তারা বড় মিষ্টভাষী। অথবা, যারা "মধু" অর্থাৎ মধুর ভাবে "কায়তি"= শব্দ করে। তাহারা "নৃন্" = মানবগণের, "প্রশংসন্তি"= প্রশংসা করে, 'অজস্রং" সর্বদা। এদের 'বন্দী' এই নামে অভিহিত করা হয়। "অরুণোদয়ে" = প্রভাতকালে ঘুম ভাঙার সময় ঘণ্টা বাজায়—রাজা এবং অন্যান্য লোককে জাগাবার জন্য। এখানে 'আয়োগবজাতীয় নারীতে' এটাই ধরে নিতে হবে; কারণ, তারই কথা পূর্বশ্লোকে আলোচিত হয়েছে।]।। ৩৩।।

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্।
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্তনিবাসিনঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ— আয়োগবজাতীয় নারীতে নিষাদজাতীয় পুরুষ [ব্রাহ্মণকর্তৃক শূদ্রা নারীতে জাত সন্তানকে নিষাদ বলে] 'মার্গব' নামক সঙ্কর সৃষ্টি করে থাকে। তাদের দাস বলা হয়; আর্যাবর্তনিবাসিগণ তাদের কৈবর্ত নামে অভিহিত করেন। তারা নৌকর্মের দ্বারা জীবিকার্জন করে।

এখানে প্রতিলোমসঙ্কর সম্বন্ধে আলোচনা চলছে বলে 'নিষাদ' বলতে শূদ্রাগর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান এরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে; কিন্তু 'দস্যু'জাতির মতো এও একটি প্রতিলোমজাতিই হবে। 'মার্গব' নামক প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করে; আয়োগবজাতীয় নারীতেই এই সঙ্কর সৃষ্ট হয়, বুঝতে হবে। তার এই দুটি অন্য নাম 'দাস' এবং 'কৈবর্ত'। 'আর্যাবর্ত —শব্দ প্রসিদ্ধ। তার বৃত্তি হলে নৌকর্ম অর্থাৎ নৌকা চালান, তার দ্বারা সে জীবন ধারণ করে।]।। ৩৪।।

মৃতবস্ত্রভৃৎসু নারীষু গর্হিতান্নাশনাসু চ।
ভবন্ত্যায়োগবীষ্বেতে জাতিহীনাঃ পৃথক্ ত্রয়ঃ।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ মৃতব্যক্তির বস্ত্রপরিধানা ও নিন্দিতান্নভক্ষণশীলা অস্পশ্য আয়োগবী নারীতে সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয় ও মার্গব —জাতিবিহীন এই তিন প্রকার মানুষ জন্মগ্রহণ করে। [আগে সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয়ক ও মার্গব নামক যে তিন প্রকার পুরুষের কথা বলা হয়েছে তাদের মা কোন্ জাতীয়া তা বলা হয় নি। সে কথা জানাবার জন্য বর্তমান শ্লোকের অবতারণা। এরা আয়োগবজাতীয়া নারীর গর্ভে জন্মায়। ঐ নারীদের বিশেষণ— 'মৃতবস্ত্রভৃৎসু' প্রভৃতি; এর অর্থ যারা মৃতের বস্ত্র পরিধান করে। অনার্যাসু অর্থাৎ অস্পশ্যা নারীসমূহতে। তারা গর্হিত উচ্ছিষ্ট অন্ন-মাংসাদি ভোজন করে।]।। ৩৫।।

কারাবরো নিষাদাত্তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ নিষাদ পুরুষ থেকে 'বৈদেহী' নারীতে 'কারাবর' জাতি জন্মে; এরা চামড়ার কাজ করে। কারাবর এবং নিষাদজাতীয়া নারীতে 'বৈদেহিক' পুরুষ থেকে 'অন্ধ্র' এবং 'মেদ'

এই দুই বর্ণসঙ্কর সৃষ্ট হয়; গ্রামের বাইরে এদের বাসস্থান।

[কারাবর জাতি চামড়ার কাজ করে]। 'বৈদেহিক' পুরুষ থেকে অন্ধ্র এবং মেদ এই দুই বর্ণসঙ্কর সৃষ্ট হয়। কোন্‌জাতীয় নারীর গর্ভে তাদের জন্ম? (উত্তর)— কারাবর ও নিষাদজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে; কারণ এবার এখানে সন্নিহিত। বৈদেহী নারীর গর্ভে 'বৈদেহ' থেকে স্বতন্ত্র বর্ণের উৎপত্তি সম্ভব নয়, এইজন্য এইরকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর একই বৈদেহিক বর্ণ থেকে দুইটি ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে এই দুইটি জাতির উৎপত্তি। "বহির্গ্রামং" = গ্রামের বাইরে "প্রতিশ্রয়" অর্থাৎ বাসস্থান যাদের।]।। ৩৬।।

চাণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্ত্বক্‌সারব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে।। ৩৭।।

অনুবাদ : চণ্ডালজাতীয় পুরুষ থেকে বৈদেহজাতীয় নারীতে 'পাণ্ডুসোপাক' নামক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি; এরা বাঁশ থেকে ঝোড়া-চুব্‌ড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করে জীবিকা নির্বাহ করে। নিষাদ পুরুষের ঔরসে ঐ 'বৈদেহী' নারীতেই 'আহিণ্ডিক' জাতির উৎপত্তি।

[চণ্ডালজাতীয় পুরুষ হইতে বৈদেহী নারীতে 'পাণ্ডুসোপাক' নামক বর্ণ জন্মে। তাহার বৃত্তি— "ত্বক্‌সারব্যবহারবান"; = ত্বক্‌সার অর্থাৎ বাঁশ, তা ব্যবহার করে—ক্রয়-বিক্রয় করে কিংবা মাদুর, চেটা প্রভৃতি (ঝোড়া-চুবড়ী) তৈয়ার করে তা বিক্রয় ক'রে জীবন ধারণ করে। নিষাদ পুরুষ থেকে ঐ বৈদেহী নারীতেই 'আহিণ্ডিক' জাতির উৎপত্তি। তারেও ঐ একই বৃত্তি।]।। ৩৭।।

চাণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ।। ৩৮।।

অনুবাদ : চাণ্ডাল পুরুষের ঔরসে পুক্কসজাতীয়। রমণীতে 'সোপাক' নামক জাতির উৎপত্তি। বধ্য পুরুষ বধ করা তাহার কাজ; সে পাপকর্মা, সাধুজনগণ কর্তৃক সর্বদা নিন্দিত।

['ব্যসন' বলতে দুঃখ বোঝায়; তার কারণ হ'ল 'মূল' অর্থাৎ মারণ (মারিয়া ফেলা) ; তা যার বৃত্তি। রাজার আদেশে বধ্য ব্যক্তিকে মেরে ফেলা, অনাথ ব্যক্তির মৃতদেহ বহন করা, তার বস্ত্রাদি গ্রহণ করা প্রেতপিণ্ড ভোজন করা ইত্যাদি প্রকার তার বৃত্তি। পুক্কসরমণীতে চণ্ডাল পুরুষ থেকে তাহার জন্ম। অথবা, গাছ প্রভৃতির যে মূল তার মূল্যব্যসন অর্থাৎ পৃথক্‌করণ, তাই তার বৃত্তি। গাছ কেটে নেওয়া হলে তার যে মূল (গোড়া) অংশটি পড়ে থাকে তা তুলে নিয়ে বিক্রয়াদির দ্বারা সে জীবন ধারণ করে।]।। ৩৮।।

নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্।। ৩৯।।

অনুবাদ : নিষাদজাতীয়া নারী চণ্ডালজাতীয় পুরুষ থেকে 'অন্ত্যাবসায়ী' নামক সন্তান প্রসব করে; সে শ্মশানের কাজে নিযুক্ত হয়; সে নিকৃষ্টজাতিরও নিন্দিত।

['অন্ত্যাবসায়ীকে' চণ্ডালই বলে। অথবা নিষাদ-স্ত্রীতে চণ্ডাল-কর্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় তার নামই 'অন্ত্যাবসায়ী'। "শ্মশানগোচরং" = শবদহন করা প্রভৃতি তার বৃত্তি। এইজন্য সে চণ্ডাল অপেক্ষাও বেশী ঘৃণিত বুঝতে হবে। এই প্রকারে বর্ণসঙ্করের কতকগুলি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল; কারণ অনন্তপ্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হ'তে পারে।]।। ৩৯।।

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ পিতা-মাতার নাম নির্দেশপূর্বক এইসব হীন সঙ্করজাতির কথা বলা হ'ল; এছাড়া যাদের পিতা-মাতার নাম জানা যায় না, এমন যারা গুপ্তভাবে বা প্রকাশ্যভাবে বর্ণসঙ্কররূপে উৎপাদিত হয়, তাদের জাতিপরিচয় তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে জানতে হবে।। ৪০।।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্মাণঃ সর্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণের নিজ নিজ বর্ণোৎপন্ন তিনটি এবং অনন্তর বর্ণোৎপন্ন [অর্থাৎ অনুলোমক্রমে জাত] তিনটি —এই ছয়টি সন্তান দ্বিজধর্মাবলম্বী হবে [যেমন, ব্রাহ্মণপুরুষের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান এবং বৈশ্যের বৈশ্যজাত সন্তান —এই তিন সন্তান দ্বিজধর্মযুক্ত। অনন্তরজ অর্থাৎ অনুলোমজ সন্তানেরা হ'ল ব্রাহ্মণ পুরুষ থেকে ক্ষত্রিয়া নারীর ও বৈশ্যা নারীর গর্ভজাত সন্তান এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে শূদ্রানারীর গর্ভজাত সন্তান —এই তিনজনও দ্বিজধর্মযুক্ত; কাজেই এই ছয় সন্তান উপনয়নাদিদ্বিজাতিসংস্কারযোগ্য হবে; আর উপনয়ন হ'লে দ্বিজাতির করণীয় সকল প্রকার ধর্মেই এরা অধিকারী হবে।]। কিন্তু যারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ প্রতিলোমসঙ্করজাত সূত প্রভৃতি জাতি, তারা শূদ্রের সমান আচারযুক্ত অর্থাৎ শূদ্রোচিত ধর্মেরই অধিকারী, সেই কারণে তাদের উপনয়নসংস্কার নেই।। ৪১।।

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।। ৪২।।

অনুবাদ ঃ [পূর্বশ্লোকে উক্ত] ছয় প্রকার জাতি যুগে যুগে তপস্যাপ্রভাবে এবং বীর্যোৎকর্ষের জন্য মানুষের মধ্যে জাত্যুৎকর্ষ লাভ করে থাকে অথবা তার বৈপরীত্য ঘটলে তাদের জাত্যপকর্ষ প্রাপ্তি ঘটে [এ সম্বন্ধে ১০/৬৪ শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হবে]।। ৪২।।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।। ৪৩।।

অনুবাদ ঃ [পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত] সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতিগণ পুরুষানুক্রমে উপনয়নাদি, নিত্যাগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করায় এবং 'ব্রাহ্মণ' নামক বেদাংশে বিহিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করায় ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।। ৪৩।।

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ ঃ পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ —এই সব দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ পূর্বশ্লোকোক্ত কর্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। [এখানে এ কথাও বোঝানো হ'ল যে, অন্য দেশোৎপন্ন ক্ষত্রিয়াদির যদি ক্রিয়ালোপ-দোষ ঘটে, তবে তারাও শূদ্র হয়।]।।৪৪।।

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।। ৪৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারবর্ণের বহির্ভূত যে-সমস্ত জাতি তারা

ম্লেচ্ছভাষাভাষীই হোক্ অথবা আর্যভাষাভাষীই হোক্ তারা সকলে 'দস্যু' নামে পরিচিত হবে।

[অসাধু শব্দ সমূহের অর্থ অসৎ (অবিদ্যমান) অর্থাৎ সেগুলির মধ্যে অনাদিবাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ নেই; সেইরকম ভাষাকে ম্লেচ্ছ বলা হয়। যেমন কিরাত, শবর কিংবা অন্যান্য অন্ত্যজগণের ভাষা। আর্যাবর্তনিবাসিগণ 'আর্যবাক্'। যদি তারা চাতুর্বর্ণ্যের বহির্ভূত হয় তা হলে তাদের 'দস্যু' বলা হয়। এই শ্লোকটিতে যা বলা হল তার তাৎপর্যার্থ এই— কোনও একটি বিশেষ দেশে বাস করে সেই দেশের ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করে বলেই যে সে ব্যক্তি সঙ্করজাতি হবে, সুতরাং ঐ ম্লেচ্ছ ভাষাভাষিত্ব যে বর্ণসঙ্করত্বের কারণ হবে তা বলা হচ্ছে না; কিন্তু যারা ঐ 'বর্বর' প্রভৃতি শব্দে পরিচিত তারা সঙ্করজাতি, এই বক্তব্য। প্রজাপতির মুখ প্রভৃতি স্থান থেকে যারা উৎপন্ন তাদের ঐ বর্বরাদি শব্দে প্রসিদ্ধি (পরিচয়) হবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি শব্দেই প্রসিদ্ধি হবে। তারা সব 'দস্যু' নামে অভিহিত হয়।]।। ৪৫।।

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্মভিঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ ঃ যারা দ্বিজাতিগণের মধ্যে অপসদ অর্থাৎ অনুলোমসঙ্করজাত এবং যারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ প্রতিলোমসঙ্করজাত বলে পরিচিত —এই উভয়প্রকার জাতি দ্বিজগণের উপকারক বক্ষ্যমাণ নিন্দিত দাসত্ব-প্রভৃতি কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে।। ৪৬।।

সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্যং মাগধানাং বণিক্পথঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ সূতজাতির বৃত্তি হবে অশ্বের সারথিত্ব করা; অম্বষ্ঠজাতির বৃত্তি-চিকিৎসা করা; বৈদেহকজাতির কাজ হবে— স্ত্রীকার্য অর্থাৎ অন্তঃপুর রক্ষা করা; আর মাগধজাতির কাজ হবে — বণিক্পথ অর্থাৎ স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করা।। ৪৭।।

মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্গূনামারণ্যপশুহিংসনম্।। ৪৮।।

অনুবাদ ঃ নিষাদজাতির কাজ মাছ শিকার করা; আয়োগবের কাজ হবে ত্বষ্টি অর্থাৎ কাঠ-তক্ষণ [কাঠ চাঁচা-ছোলা প্রভৃতি ছুতোরের কাজ]; মেদ, অন্ধ্র, চুঞ্চু [ব্রাহ্মণপুরুষ থেকে বৈদেহকস্ত্রীতে জাত] ও মুদ্গজাতির [ক্ষত্রিয়পুরুষের দ্বারা ক্ষত্রিয়া নারীতে উৎপন্না বন্দিস্ত্রী; এবং ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক বন্দিস্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান মদ্গুজাতি নামে অভিহিত হয়।] বৃত্তি হবে বন্যপশু বধ করা।। ৪৮।।

ক্ষত্ত্রুগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকোবধ-বন্ধনম্।
ধিগ্বণানাং চর্মকার্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্।। ৪৯।।

অনুবাদ ঃ ক্ষত্তা, উগ্র ও পুক্কস-জাতির কাজ হবে গর্তবাসী প্রাণী ধরা বা বধ করা [বিলৌকা-শব্দের অর্থ সাপ, বেজি, গর্গর প্রভৃতি গর্তবাসী প্রাণী]; ধিগ্বণ-জাতিরা চামড়ার কাজ করবে [যেমন, জুতো তৈরী করা]; এবং বেণজাতি মুরজ, অর্দ্ধমুরজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করবে এবং বাজাবে।।৪৯।।

চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষূপবনেষু চ।
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞানা বর্তয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ।। ৫০।।

অনুবাদ ঃ গ্রামাদির কাছে যে প্রধান গাছ থাকে তার নাম চৈত্যবৃক্ষ, তার মূলে বা শ্মশানে

বা পাহাড়ের কাছে বা উপবনের নিকটে এরা নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে সকলের পরিচিত হ'য়ে বাস করবে।

[যারা গ্রামের বাইরে থাকবার যোগ্য তারা পর্বতাদি প্রদেশের কাছে বাস করবে। 'বিজ্ঞাত' এদের জাতিচিহ্ন যারা জানে তাদের কাছে পরিচিত। যার পক্ষে যে কাজ নির্দিষ্ট হয়েছে সে সেই কাজের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কাজ ক'রে কর্মসঙ্কর ঘটাবে না।]।। ৫০।।

চণ্ডালশ্বপচানাং তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দভম্।। ৫১।।
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ।। ৫২।।

অনুবাদ ঃ চণ্ডাল, শ্বপচ প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে। এইসব জাতিকে 'অপপাত্র' ক'রে দিতে হয়; কুকুর এবং গাধা হবে তাদের ধনস্বরূপ।

["প্রতিশ্রয়" শব্দের অর্থ নিবাস, যা তাদের গ্রাম থেকে নিষ্ক্রান্ত (বহির্ভূত) হবে। 'অপপাত্র'-নিরবসানীয়; তারা সোনারূপা ছাড়া অন্য যে পাত্রে ভোজন করবে তা আর সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করা চলবে না, কিন্তু তা পরিত্যাগই করতে হবে। কারণ, সোনা ও রূপার পাত্র হলে তার বিশেষ ব্যবস্থা—বিশেষ শুদ্ধি শাস্ত্রমধ্যে বলে দেওয়া আছে। অথবা, তারা 'অপপাত্র' হবে অর্থাৎ তারা যে পাত্র স্পর্শ করে থাকবে তাতে অন্ন-শক্তু প্রভৃতি দেওয়া চলবে না; কিন্তু পাত্রটির মাটির উপর রেখে দিলে কিংবা অন্য কোনও লোক তা হাতে করে ধরে থাকলে তার উপর ভাত-ছাতু প্রভৃতি দিয়ে মাটির উপর রেখে দিলে তারা ঐ খাদ্য গ্রহণ করবে। অথবা ভাঙ্গা পাত্রকে অবপাত্র বলে। আচার্য নিজেই একথা পরে "ভিন্ন (ভাঙ্গা) পাত্রে তাদের ভোজন" ইত্যাদি বচনে বলবেন। এদের ধন হবে কুকুর ও গাধা; গবাশ্বাদি পশু এবং সুবর্ণরজতাদি দ্রব্য এরা ধনরূপে পাবে না।]।। ৫১।।

অনুবাদ ঃ মৃত লোকের কাপড় এদের আচ্ছাদন (পোষাক) হবে; এরা ভাঙা পাত্রে ভোজন করবে; এদের অলঙ্কার হবে লৌহনির্মিত; এবং এরা সকল সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াবে [অর্থাৎ একই স্থানে বাস করবে না।। ৫২।।

ন তৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্মমাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ।। ৫৩।।

অনুবাদ ঃ সাধু ব্যক্তিরা যখন বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠান করবেন, তখন ঐ চণ্ডাল প্রভৃতির সাথে কোনরকম মেলামেশা (সময় - মিলন) করবেন না। তাদের পরস্পরের মধ্যেই আচারব্যবহার (বা ঋণাদানাদি ব্যবহার) সীমাবদ্ধ থাকবে; এদের বিবাহ স্বজাতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে।। ৫৩।।

অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্নভোজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ।। ৫৪।।

অনুবাদ ঃ চণ্ডাল প্রভৃতির অন্ন পরাধীন অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে এদের পাত্রে অন্ন দেওয়া চলবে না, কিন্তু [আগে ৫১ নং শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে, সেইভাবে] মাঝখানে ভৃত্যাদির ব্যবধান রেখে ঐ ভৃত্যশ্রেণীর কারোর পাত্রে অন্ন রেখে ঐ অন্ন চণ্ডাল প্রভৃতিকে দিতে হবে।

তারা রাত্রিকালে গ্রামে বা নগরে চলাফেরা করবে না [কারণ, তাদের স্পর্শ সাধু ব্যক্তিদের গায়ে লেগে যেতে পারে।]।। ৫৪।।

দিবা চরেয়ুঃ কার্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ।। ৫৫।।

অনুবাদ ঃ ঐ সব চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিরা রাজার দ্বারা নির্দিষ্ট কোনও বিশেষ চিহ্ন ধারণ করে ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতি কাজের জন্য দিনের বেলায় বিচরণ করবে। যে সমস্ত শব বান্ধবশূন্য [অর্থাৎ অনাথ] সেগুলিকে ঐ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিরা সৎকার করবে [বা গ্রাম থেকে বাইরে বহন ক'রে নিয়ে যাবে], এ-ই হ'ল নিয়ম।। ৫৫।।

বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়াঃ।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্ণীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ ঐ চণ্ডালেরা রাজার আদেশে বধ্য ব্যক্তিদের শূলারোপণাদির দ্বারা বধ করবে। এবং ঐ সব বধ্যলোকদের কাপড়, শয্যা এবং অলঙ্কার তারাই গ্রহণ করবে।। ৫৬।।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ এদের মধ্যে কোনও লোক উচ্চবর্ণের মতো প্রতীয়মান হ'লেও সে বর্ণভ্রষ্ট। হীন ও কলুষযোনিজ (জারজ) কিনা তা জানা না গেলেও তার জাতিনির্ণয় বক্ষ্যমাণ নিন্দিত কর্মকলাপ ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ণয় করতে হয়।। ৫৭।।

অনার্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ অনার্যতা অর্থাৎ পরবিদ্বেষ ও মাৎসর্য, নিষ্ঠুরতা অর্থাৎ স্বার্থপরতা, ক্রূরতা অর্থাৎ লোভ ও হিংসাপরায়ণতা ও নিষ্ক্রিয়ত্মতা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াবর্জন —এই জগতে এই সমস্ত স্বভাবের দ্বারা লোকের জন্মগত দোষ সূচিত হয়।। ৫৮।।

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ জন্মগত দোষযুক্ত ব্যক্তি পিতার দুষ্ট স্বভাব অথবা মাতার নিন্দিত স্বভাব অথবা উভয়েরই স্বভাবের অনুবর্তী হয়। যে লোক দুর্যোনি অর্থাৎ বর্ণসঙ্করজাত নিন্দিত ব্যক্তি, সে কখনো নিজ জন্মের কারণ অর্থাৎ পিতামাতার স্বভাবকে গোপন করতে পারে না।। ৫৯।।

কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্‌যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু।। ৬০।।

অনুবাদ ঃ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেও যে ব্যক্তির যোনিসঙ্করদোষ আছে অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে মাতার ব্যভিচার-দোষ আছে সে অল্পই হোক্ বা বেশীই হোক্, যে যে পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছে, তার স্বভাব অবশ্যই পেয়ে থাকে। [যে পুরুষ কর্তৃক অন্যের পত্নীর সাথে গোপনে অবৈধ সংযোগের ফলে সন্তানের উৎপত্তি হয়েছে, সন্তানটি সেই পুরুষের স্বভাবই লাভ করবে, কিন্তু যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পত্নীতে ঐ সন্তানটি উৎপাদিত হয়েছে তার স্বভাব সে পেতে পারে না, কারণ, যার পত্নী তার স্বভাব তো অনেকেরই জানা থাকে।]।। ৬০।।

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।। ৬১।।

অনুবাদ ঃ যে রাজার রাজ্যে ব্যভিচারদোষের ফলে এই সব বর্ণসঙ্করজাতি উৎপাদিত হয়, সেই রাজার রাষ্ট্র [অর্থাৎ রাজ্য] রাজ্যবাসী সকল উৎকৃষ্ট প্রজার সাথে শীঘ্রই ধ্বংস হয়। [অতএব রাজা তাঁর রাজ্য থেকে বর্ণসঙ্কর-ব্যভিচারদোষ অবশ্যই উচ্ছেদ করবেন।]।। ৬১।।

ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের উপকার করার জন্য, গোজাতির রক্ষার কারণে, স্ত্রীলোক ও বালকের অভ্যুবপত্তি অর্থাৎ অনুগ্রহ করার জন্য বাহ্যজাতি অর্থাৎ প্রতিলোমজাতিগণ অনুপস্কৃত থেকে অর্থাৎ কোনও অর্থ না নিয়ে যদি দেহপাত করে, তবে তা তাদের স্বর্গাদিপ্রাপ্তির কারণ হয়।। ৬২।।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ।। ৬৩।।

অনুবাদ ঃ— অহিংসা [জীবিকার জন্য যে সব প্রাণী বধ্য ব'লে নির্দিষ্ট আছে তা ছাড়া অন্য প্রাণীর প্রতি হিংসাত্যাগ], সত্য কথা বলা, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, শৌচ অর্থাৎ মাটি-জল প্রভৃতির দ্বারা শরীরশুদ্ধি, এবং ইন্দ্রিয়সংযম —এই চারটি ধর্ম বর্ণ-জাতি-নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ সর্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় বলে জানতে হবে।। ৬৩।।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্‌যুগাৎ।। ৬৪।।

অনুবাদ ঃ— বিবাহিতা শূদ্রা-নারীতে ব্রাহ্মণপুরুষ কর্তৃক উৎপাদিতা যে পারশবাখ্যা কন্যা, সেই কন্যাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ ক'রে ঐ বিবাহিতা কন্যাতে কন্যা উৎপাদিত করে এবং সেই কন্যাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে, আবার ঐ কন্যাতে জাতা যে কন্যা, তাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে —এইভাবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ বীজের উৎকর্ষতাজন্য ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠে।। ৬৪।।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ।। ৬৫।।

অনুবাদ ঃ— কালক্রমে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে [৬৪ নং শ্লোকে উদাহরণ দ্রষ্টব্য] এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব লাভ করে। ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে এবং বৈশ্যজাতীয় পুরুষ থেকে যে সন্তান জন্মে তার বর্ণোৎকর্ষাদিও এইভাবে হ'য়ে থাকে বুঝতে হবে। [দৃষ্টান্তরূপে বলা হচ্ছে— ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা নারীতে জাত পারশব জাতীয় পুরুষ যদি শূদ্রাকে বিবাহ করে তাতে পুত্র উৎপন্ন করে এবং ঐ পুত্র যদি শূদ্রানারীকে বিবাহ ক'রে তাতে এক পুত্র উৎপন্ন করে, তবে এই প্রকারে সপ্তম জন্মে ঐ পারশব প্রকৃত শূদ্রজাতি হয়। ক্ষত্রিয়কর্তৃক এইভাবে বিবাহিতা শূদ্রাতে জাতা যে কন্যা, তাকে যদি অন্য ক্ষত্রিয় বিবাহ করে কন্যা উৎপাদন করে —এইক্রমে পঞ্চম জন্মের সন্তান ক্ষত্রিয় হয়, এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে শূদ্রাতে জাত পুরুষ যদি শূদ্রা বিবাহ করে এক পুত্র উৎপাদন করে আর ঐ পুত্র যদি শূদ্রা নারীতে এক পুত্রের জন্ম দেয় —এইক্রমে পঞ্চম জন্মের সন্তান শূদ্র হ'য়ে ওঠে। এইরকম বৈশ্যপুরুষের দ্বারা বিবাহিতা শূদ্রাতে যে কন্যা জন্মে

তাকে যদি অন্য বৈশ্য বিবাহ করে কন্যা উৎপাদন করে —এইভাবে তৃতীয়জন্মের সন্তান বৈশ্য হয়। এইভাবে ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যানারীর গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণের বৈশ্যজাতি হওয়ার উদাহরণ। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া নারীতে জাত পুত্রের তৃতীয় জন্মে ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়; ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যা নারীতে জাত পুত্রের তৃতীয় জন্মে ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।]।। ৬৫।।

অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাত্তু শ্রেয়স্ত্বং ক্কেতি চেদ্ভবেৎ।। ৬৬।।

অনুবাদ ঃ শূদ্রা নারীতে ব্রাহ্মণপুরুষ কর্তৃক যাছচ্ছিকভাবে অর্থাৎ বিবাহবর্জিতভাবে যে সন্তান উৎপাদিত হয় এবং শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণনারীতে যে সন্তান উৎপাদিত হয় — এই উভয়ের মধ্যে কার প্রাধান্য হবে? —এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে।। ৬৬।।

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ।। ৬৭।।

অনুবাদ ঃ হীনজাতীয়া শূদ্রা নারীতে উচ্চবর্ণের পুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক যে সন্তান জন্মায় যে যদি পাকযজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানরূপ গুণযুক্ত হয়, তবে সে উচ্চবর্ণের হয়ে থাকে। কিন্তু অনার্য অর্থাৎ হীনবর্ণের পুরুষ থেকে উচ্চবর্ণের নারীতে যে সন্তান জন্মায় সে হীনবর্ণই হ'য়ে থাকে — একথা নিশ্চয়রূপে বলা যায়।। ৬৭।।

তাবুভাবপ্যসংস্কার্যাবিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ।। ৬৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক শূদ্রানারীর গর্ভজাত সন্তান এবং শূদ্র পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন যে সন্তান [অর্থাৎ পারশব ও চণ্ডাল জাতি] —এরা উভয়েই উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য, এটাই হ'ল শাস্ত্রব্যবস্থাসিদ্ধ নিয়ম। কারণ, এদের মধ্যে প্রথমটিতে জন্মগত বিগুণতা অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণতারূপ দোষ আছে আর শেষেরটি চরম প্রতিলোমক্রমে উৎপাদিত হয়েছে [কাজেই এই দ্বিতীয় সন্তানের জন্মক্ষেত্রের অর্থাৎ মাতার জাতিগত উৎকর্ষ থাকলেও পিতার অপকৃষ্টবর্ণতারূপদোষে সেও দোষগ্রস্ত]।। ৬৮।।

সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্বং সংস্কারমর্হতি।। ৬৯।।

অনুবাদ ঃ উৎকৃষ্ট বীজ যদি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে পড়ে তাহ'লে তা যেমন উৎকৃষ্ট জাতীয় শস্য হ'য়ে জন্মায়, সেইরকম যে সন্তান উচ্চবর্ণের নারীতে উচ্চবর্ণের পুরুষকর্তৃক উৎপাদিত হয় সেও উৎকৃষ্টজাতীয় হয় বলে সে সকল প্রকার উপনয়নাদি-সংস্কারের যোগ্য হয়।। ৬৯।।

বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ।
বীজক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতিঃ।। ৭০।।

অনুবাদ ঃ এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বীজের-প্রশংসা করেন অর্থাৎ প্রাধান্য দেন [বীজ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয় নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণদ্বারা যে সন্তান উৎপাদিত হয় সে তার মাতার জাতির তুলনায় উৎকৃষ্টজাতীয় হ'য়ে থাকে], আবার আর এক সম্প্রদায় ক্ষেত্রের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন [এঁরা বলেন, ক্ষেত্রই অর্থাৎ যে নারীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় সে-ই শ্রেষ্ঠ, কারণ, ক্ষেত্রজ সন্তান যে ক্ষেত্রে জন্মায় সে সেই জাতীয় হ'য়ে থাকে; সেই সন্তান ক্ষেত্ররই

হয়]; আবার অন্য এক সম্প্রদায় উভয়েরই উৎকৃষ্টতার প্রাধান্য নির্দেশ করেন [এঁরা অভিমত দেন যে, বীজ এবং ক্ষেত্র দুইটিই শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁরা বলেন, 'সুবীজং চ সুক্ষেত্রম্' ইত্যাদি অর্থাৎ' উৎকৃষ্ট বীজ ও উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র' ইত্যাদি] [এই তিনটির কোনও পক্ষকেই মনু সমর্থন করেন নি, তাই তিনি বলেন—] এইরকম ক্ষেত্রে যা সিদ্ধান্ত হবে তা বক্ষ্যমাণ প্রকারে নিরূপিত হয়েছে।। ৭০।।

অক্ষেত্রে বীজমুৎসৃষ্টমন্তরৈব বিনশ্যতি।
অবীজকমপি ক্ষেত্রং কেবলং স্থণ্ডিলং ভবেৎ।। ৭১।।

অনুবাদ ঃ অক্ষেত্রে অর্থাৎ অনুর্বর জমিতে বপন করা বীজ উৎকৃষ্ট হ'লেও 'অন্তরা এব' অর্থাৎ মাঝপথেই [ফল না দিয়েই] নষ্ট হ'য়ে যায়। আবার উৎকৃষ্ট জমি হ'লেও যদি তাতে উপযুক্ত বীজ না পড়ে বা তাতে যদি বীজ মোটেই না পড়ে, তাহ'লে সেইরকম জমি স্থণ্ডিলস্বরূপ অর্থাৎ পতিত জমিস্বরূপ, অর্থাৎ তা থেকে ফসল পাওয়া যায় না।। ৭১।।

যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে।। ৭২।।

অনুবাদ ঃ [বীজ-প্রাধান্যবাদিগণের অভিমত বলা হচ্ছে—] যেহেতু বীজেরই মাহাত্ম্যে হরিণাদি—তির্যক্ প্রাণীতে জাত ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি সন্তানেরাও মহর্ষি হয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলের পূজা ও প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন সেই কারণে বীজকে কোন কোনও পণ্ডিত প্রশস্ত অর্থাৎ প্রধান বলেছেন ['তস্মাদ্ বীজং প্রশস্যতে'— অর্থাৎ 'সেই কারণে বীজই প্রশস্ত' — এটি হ'ল বীজের প্রাধান্যবাদীদের মত। কিন্তু এই মত যে যুক্তিযুক্ত নয়, তা 'তত্রেয়ং তু ব্যবস্থিতিঃ' এই অংশে (৭০নং শ্লোকে) বলা হয়েছে। অথবা, 'বীজপ্রভাবেন' শব্দের দ্বারা বীজের প্রাধান্য দেখানো হচ্ছে না, কিন্তু এ পক্ষে যে দোষ আছে তারই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। 'মন্দপাল' প্রভৃতি ঋষির বীজগত উৎকর্ষ ছিল ব'লে তাঁরা তির্যক্ জাতির অর্থাৎ পশুর গর্ভে জন্মলাভ করেও ঋষি হয়েছিলেন, এইরকম ঘটনা পুরাণমধ্যে দৃষ্ট হয়, মেধাতিথির মতে তা সঙ্গত নয়। কারণ, সেখানে বীজের উৎকৃষ্টতাবশতঃ যে তাদের সন্তানগণ ঋষি হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁরা নিজ নিজ তপস্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞানাদির প্রভাবরূপ ধর্মবিশেষের ফলেই ঋষি এবং সকলের প্রণম্য হয়েছিলেন।]।। ৭২।।

অনার্যমার্যকর্মাণমার্যঞ্চানার্যকর্মিণম্।
সম্প্রধার্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি।। ৭৩।।

অনুবাদ ঃ অনার্য অর্থাৎ শূদ্র; সে যদি আর্যকর্মা অর্থাৎ দ্বিজাতিকর্মকারী হয় [অর্থাৎ দ্বিজাতির শুশ্রূষাতে নিরত এবং পাকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণকে সতত নমস্কারাদিতে নিযুক্ত থাকে] এবং আর্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোক যদি অনার্যকর্মা অর্থাৎ হীনকর্মকারী হয় [অর্থাৎ যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম পরিত্যাগ করতে থাকে] তাহ'লে তাদের উভয়ের গুণ অবগত হ'য়ে [অর্থাৎ এই দুইজনের মধ্যে একজনের গুণ বেশী বা আর একজনের জাতি উৎকৃষ্ট কিনা এইরকম নিরূপণ ক'রে] ধাতা অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা বুদ্ধিবিবেচনাদির দ্বারা নিরূপণ ক'রে বলেছেন — ওরা উভয়ে সমানও নয় আবার অসমানও নয়। [শূদ্র দ্বিজাতির কাজ করলেও দ্বিজাতির সমান হয় না, কারণ শূদ্র দ্বিজাতির করণীয় কাজ করার অনধিকারী; আবার দ্বিজাতি শূদ্রের সমান হ'তে পারে না, কারণ, নিন্দিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে জাতিগত উৎকর্ষ নষ্ট হয় না। শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, কেবল যে জাতির

বল (উৎকর্ষ) অনুসারেই মানুষ সম্মানভাজন হয় তা নয়, কিন্তু লোকের গুণই সম্মানস্থান। কারণ, কেউ যদি গুণহীন হয় তাহ'লে তাকে তার জাতিগত উৎকর্ষ উদ্ধার করতে পারে না অর্থাৎ তার শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি করাতে পারে না। সেরকম যদি হ'ত তাহ'লে প্রায়শ্চিত্তবিধিগুলি ব্যর্থ হ'য়ে যেত, যেহেতু দেখা যায় অন্যদের মতো ব্রাহ্মণকেও নিষিদ্ধাচরণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। পূর্বোক্ত 'অনার্যায়াং সমুৎপন্ন' ইত্যাদি (১০.৬৬) শ্লোক থেকে বর্তমান শ্লোক পর্যন্ত অংশে সৎকর্মের প্রশংসা বোঝাবার জন্য বর্ণসঙ্করের নিন্দা করা হয়েছে; কারণ, এখানে বিধি কিংবা নিষেধ কোনটিরই নির্দেশ নেই। কাজেই এখানে কোনও অপূর্ব (অজ্ঞাত) বিষয় বোধিত হচ্ছে না। সৎকর্মের প্রশংসা করাতেই এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য অর্থাৎ সৎকর্মই সকলের অনুষ্ঠেয়।]।। ৭৩।।

ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্ কর্মাণি যথাক্রমম্।। ৭৪।।

অনুবাদ : [এখন আপদ্ধর্ম বলার জন্য উপক্রম করা হচ্ছে—] বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণরূপ ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাযুক্ত হ'য়ে নিজেদের অধিকার বা যোগ্যতা অনুসারে অধ্যাপনাদি ছয়টি কর্মের যথাক্রমে অনুষ্ঠান করবেন।। ৭৪।।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্মাণ্যগ্রজন্মনঃ।। ৭৫।।

অনুবাদ : ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন ও যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ — এই ছয়টি কাজ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত। [প্রথম অধ্যায়েও এগুলির উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেখানে এগুলি বিধিরূপে উপস্থাপিত হয় নি, কেবল শাস্ত্রের প্রশংসা করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে অধ্যয়নাদি বিষয়গুলি বিধিনির্দেশ করার জন্য উপদিষ্ট হচ্ছে। যদি ঐগুলির প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবেই বিধি বক্তব্য, তবুও এখানে অনায়াসে বোঝার জন্য একসঙ্গে নির্দেশ করা হয়েছে।]।।৭৫।।

ষণ্ণান্তু কর্মণামস্য ত্রীণি কর্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ।। ৭৬।।

অনুবাদ : ঐ ছয়টি কর্মের মধ্যে কিন্তু তিনটি কর্ম ব্রাহ্মণের জীবিকাস্বরূপ; সেই তিনটি হ'ল—যাজন, অধ্যাপন এবং বিশুদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহণ।। ৭৬।।

ত্রয়ো ধর্মা নিবর্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ।। ৭৭।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণের যে তিনটি বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ অধ্যাপন, যাজন এবং তৃতীয়তঃ দানগ্রহণ — এগুলি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বর্জনীয় [এই তিনটি ক্ষত্রিয়ের জীবিকার উপায় হবে না; কিন্তু যজন, অধ্যয়ন ও দান করা সেগুলি ঠিক্ থাকবে। তবে বেদের কথাই আলোচনা হ'য়ে এসেছে ব'লে ঐ বেদ-অধ্যাপন করাটাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্তু ধনুর্বেদ, শিল্পশাস্ত্র, কলাবিদ্যা প্রভৃতি অধ্যাপনা করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়।। ৭৭।।

বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ।। ৭৮।।

অনুবাদ ঃ— বৈশ্যের পক্ষেও অধ্যাপন, যাজন ও দানগ্রহণ বর্জনীয়, এটা-ই নিয়ম; কারণ, প্রজাপতি মনু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি এই অধ্যাপন প্রভৃতি ধর্মগুলি শ্রেয়স্কর ব'লে উপদেশ দেন নি।।৭৮।।

শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্‌পশুকৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ।। ৭৯।।

অনুবাদ ঃ প্রজারক্ষণের জন্য খড়্গাদি শস্ত্র এবং বাণ প্রভৃতি অস্ত্রে ধারণ জীবিকার জন্য বিহিত ব'লে জানতে হবে। বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকাজ এই তিনটি বৈশ্যের বৃত্তি রূপে নির্দিষ্ট। আর দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ — এগুলি তাদের সকলেরই ধর্মার্থে কর্তব্য।। ৭৯।।

বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্তাকর্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্মসু।। ৮০।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণের মধ্যে যার যতগুলি জীবনোপায় বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ অধ্যাপন [বেদাভ্যাস বলতে এখানে বেদ অধ্যাপনকে বোঝানো হচ্ছে; কারণ এখানে বৃত্তিবিষয়ক কাজগুলি সম্বন্ধে আলোচনা চলছে, আর ঐ বেদ অধ্যাপন ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা জীবিকা], ক্ষত্রিয়ের পক্ষে লোকরক্ষা এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কৃষিবাণিজ্যরূপ বার্তা-কর্ম —এগুলি শাস্ত্রমধ্যে এদের জন্য অন্যান্য যে সব বৃত্তিকর্ম উপদিষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেয়োজনক।। ৮০।।

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ।। ৮১।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যদি পূর্বোক্ত অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তির দ্বারা পোষ্যবর্গকে প্রতিপালনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করতে না পারেন [অর্থাৎ ঐ সব অধ্যাপনাদি-কাজ থেকে আবশ্যকমতো ধন যথেষ্ট সংগ্রহ না হয়] তাহ'লে তিনি গ্রাম-নগর-রক্ষা বা অস্ত্রধারণ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করবেন; কারণ ঐ ধর্মই ব্রাহ্মণের নিকটবর্তী ধর্ম [বা বৃত্তি] ব'লে নির্দিষ্ট।। ৮১।।

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্।। ৮২।।

অনুবাদ ঃ যদি অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তি এবং গ্রাম-নগর-রক্ষাদি ক্ষত্রিয়বৃত্তি এই উভয় প্রকার বৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহ'লে ব্রাহ্মণ কি করবেন? —এই রকম সংশয় উত্থাপিত হ'লে ব্রাহ্মণ কৃষি-গোপালনাদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করবেন।।৮২।।

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জয়েৎ।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হ'লে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় - এরা হল-কোদাল প্রভৃতির দ্বারা ভূমিষ্ঠ জন্তুর হিংসাকর এবং গবাদিপশুর অধীন কৃষিকর্মটিকে যত্নপূর্বক পরিহার করবেন, কারণ এতে প্রাণিহিংসা ঘটে এবং পরের উপর নির্ভর করতে হয়।। ৮৩।।

কৃষিং সাধ্বিবতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্।। ৮৪।।

অনুবাদ ঃ কেউ কেউ কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে নির্দোষ ব'লে মনে করেন [এই ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি এই যে, যে লোক ভূমি কর্ষণ করে তার প্রচুর ধান প্রভৃতি শস্য লাভ হয়, আর তার ফলে সেই লোক অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন দান ক'রে লোকের উপকার করতে পারে। এই কারণে বলা হয়েছে— 'নাকৃষ্যতোঽতিথিঃ প্রিয়ঃ, কৃষিং যত্নেন কুর্বীত' অর্থাৎ "যে লোক কৃষিবৃত্তি সম্পন্ন নয় সে অতিথির প্রতিও প্রসন্ন নয়, যত্নপূর্বক কৃষিকাজ করবে"। বেদেও বলা আছে, "ফালযুক্ত লাঙ্গল যজমানের সুখসমৃদ্ধি কারক এবং যজমানের পাপনাশক; ঐ কৃষি শস্য সম্পাদনের দ্বারা যজমানের পক্ষে হৃষ্টপুষ্ট গো-মেষাদি পশু সুলভ করে দেয়" ইত্যাদি।]; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষিবৃত্তি সাধুজননিন্দিত; কারণ কৃষিকাজের জন্য ভূমিকর্ষণকালে লৌহমুখকাষ্ঠখণ্ড অর্থাৎ লাঙ্গল ভূমিকে আঘাত করে এবং ভূমিস্থিত প্রাণীসমূহের প্রাণ নাশ করে।। ৮৪।।

ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতো ধর্মনৈপুণম্।
বিট্পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্ধনম্।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ নিজ বৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ সম্ভব না হ'লে ব্রাহ্মণ [এবং ক্ষত্রিয়] যদি ধর্মে নিষ্ঠা বজায় রাখতে না পারেন, তাহ'লে বক্ষ্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি পরিত্যাগ ক'রে [উদ্ধৃতোদ্ধারম্ - পরিত্যজ্য বা অবিক্রেয় দ্রব্যগুলিকে উদ্ধার বলা হচ্ছে; অতএব উদ্ধৃত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়েছে উদ্ধার যাতে তাকে উদ্ধৃতোদ্বার বলা হচ্ছে] বৈশ্যগণের বিক্রেয় অন্যান্য দ্রব্যগুলি বিক্রয় করতে পারেন এবং এটি বিত্তবর্দ্ধন অর্থাৎ অর্থবৃদ্ধিকর [অর্থাৎ এই কাজের দ্বারা ধনবৃদ্ধি হবে]।। ৮৫।।

সর্বান্ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃ সহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ গুড় প্রভৃতি সকলপ্রকার রসদ্রব্য, পাক করা অন্ন, তিল, প্রস্তর জাতীয় দ্রব্য, লবণ, এবং পশু ও মানুষ — এগুলি বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পরিত্যাগ করতে হবে [লবণ যদিও মধুর অম্ল প্রভৃতি ছয় প্রকার রসদ্রব্যের মধ্যে পড়ে তবুও পৃথক্ভাবে লবণ বিক্রয় নিষেধ করার অভিপ্রায় এই যে, লবণ বিক্রয় সকল সময়ে সকল অবস্থায় নিষিদ্ধ।]।। ৮৬।।

সর্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধী।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ কুসুম্ভপ্রভৃতির দ্বারা লোহিতবর্ণের সুতো দিয়ে তৈরী সকলপ্রকার পট, ওড়না জাতীয় কাপড়; এবং শণনির্মিত ও ক্ষৌমবস্ত্র এবং মেষলোম নির্মিত কম্বল প্রভৃতি যে কোনও প্রকার বস্ত্র — তা লাল রঙেরই হোক্ বা নাই হোক্ — এগুলি এবং ফল — মূল — ওষধি প্রভৃতি জিনিস এই সব বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।। ৮৭।।

অপঃ শস্ত্রং বিষং মাংসং সোমং গন্ধাংশ্চ সর্বশঃ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং তৈলং মধু গুড়ং কুশান্।। ৮৮।।

অনুবাদ ঃ জল, অস্ত্রশস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমলতা, সকলপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, মধু, দই, ঘি, তেল, মধু অর্থাৎ মধুচ্ছিষ্ট বা সোম, গুড় এবং কুশ — এগুলি সব বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের

পক্ষে নিষিদ্ধ।৷৮৮।।

আরণ্যাংশ্চ পশূন্ সর্বান্ দংষ্ট্রিণশ্চ বয়াংসি চ।
মদ্যং নীলীঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা।। ৮৯।।

অনুবাদ ঃ হাতী প্রভৃতি সকল প্রকার বন্য পশু, কুকুর-শূকর প্রভৃতি দাঁতওয়ালা প্রাণী, পাখী, মদ, নীলী, গালা এবং ঘোড়া প্রভৃতি সকলপ্রকার একশফ অর্থাৎ একখুর-যুক্ত প্রাণী — এগুলি বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ['আরণ্যক পশু' বিক্রয় নিষিদ্ধ করায় বোঝানো হচ্ছে যে, গ্রাম্য পশু বিক্রয় করা অনুমোদিত, তবে গ্রাম্য পশু বিক্রয়ও নিষিদ্ধ যদি সেগুলি হিংস্র হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।]।।৮৯।।

কামমুৎপাদ্য কৃষ্যাং তু স্বয়মেব কৃষীবলঃ।
বিক্রীণীত তিলান্ শুদ্ধান্ ধর্মার্থমচিরস্থিতান্।। ৯০।।

অনুবাদ ঃ কৃষক স্বয়ং কৃষিকর্মের দ্বারা যে তিল উৎপাদন করেছে সেরকম তিল বেশী দিন না রেখে দিয়ে এবং অন্য কোনও জিনিসের সাথে না মিশিয়ে লোকের ধর্মকর্মের জন্য বিক্রয় করতে পারবে [কিন্তু কিছুদিন পরে বিক্রয় করলে অনেক লাভ হবে এইরকম প্রত্যাশায় বিক্রয় করবে না। লোকের ধর্মের জন্য আবশ্যক যে তিল তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নয়। যজ্ঞাদিকাজে দক্ষিণা দেবার জন্য, কিংবা স্বাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্রের জন্য টাকা দিয়ে গরু কেনা হয়; দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতির জন্য ব্রীহি প্রভৃতি কেনা হয়। এইসব ক্ষেত্রে যে বিক্রয় তা ধর্মার্থে বিক্রয়। দান প্রভৃতি ধর্মীয় কাজের জন্য যেখানে তিল প্রয়োজন হয়, কিংবা ঔষধ প্রস্তুতের জন্য তিল ক্রয় বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়, সেরকম ক্ষেত্রে যে তিল-বিক্রয় তা-ও এইরকম ধর্মার্থ-বিক্রয়ই হ'য়ে থাকে]।। ৯০।।

ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্ দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি।। ৯১।।

অনুবাদঃ ভোজন, তিল থেকে প্রস্তুত তেলের দ্বারা শরীরে মর্দন ও দান ছাড়া অন্য কোনও কারণে যদি কেউ তিলের নিষিদ্ধ বিক্রয়াদিকাজ করে, তাহ'লে সে লোক তার পিতা-পিতামহাদির সাথে কুকুরের বিষ্ঠায় কৃমি হ'য়ে ডুবে থাকে।। ৯১।।

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ।। ৯২।।

অনুবাদ ঃ মাংস, গালা ও লবণ বিক্রয় করলে ব্রাহ্মণ সদ্য সদ্য পতিত হয় এবং পর পর তিন দিন ক্ষীর অর্থাৎ দুধ বিক্রয় করলে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।। ৯২।।

ইতরেষান্তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি।। ৯৩।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যদি আপৎকাল ছাড়া অন্য সময়ে মাংসাদি ও অন্যান্য প্রতিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য নিজের ইচ্ছামতো পর পর সাত দিন বিক্রয় করে তাহ'লে সে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।। ৯৩।।

রসা রসৈর্নিমাতব্যা ন ত্বেবং লবণং রসৈঃ।
কৃতান্নঞ্চাকৃতান্নেন তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ।। ৯৪।।

অনুবাদ ঃ এক রকম রসদ্রব্যের বিনিময়ে অন্য প্রকার রস দ্রব্য দেওয়া বা নেওয়া যেতে পারে [যেমন মিষ্টরসযুক্ত গুড় জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে অম্লরসযুক্ত আমলকি প্রভৃতি নেওয়া

যেতে পারে], কিন্তু লবণের বিনিময়ে রসদ্রব্য গ্রহণ করা চলবে না; এইরকম সিদ্ধান্নের পরিবর্তে অসিদ্ধান্ন গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ধানের বিনিময়ে তার সমপরিমাণ তিল গ্রহণ করা চলে।। ৯৪।।

জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
ন ত্বেবং জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ।। ৯৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণের বিপৎকালে যেমন বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা জীবিকানির্বাহের উপায় বলা হল, সেইরকম ক্ষত্রিয় অনয়গত হ'লে অর্থাৎ দুর্দৈবপ্রাপ্ত বা অর্থাভাবরূপ বিপদে পতিত হ'লে সে পূর্বোক্ত নিষিদ্ধ-অনিষিদ্ধ সকল রকম জিনিস বিক্রয় ক'রেও জীবিকা নির্বাহ করবে কিন্তু সে যেন কখনও জ্যায়সীবৃত্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করার কথা চিন্তা না করে।। ৯৫।।

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ।। ৯৬।।

অনুবাদ ঃ যদি কোনও লোক ব্রাহ্মণের তুলনায় অধম হওয়া সত্ত্বেও লোভবশতঃ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণজাতির বৃত্তি অবলম্বন করে, তবে রাজার কর্তব্য তার সমস্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে অতি দ্রুত তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা।। ৯৬।।

বরং স্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।। ৯৭।।

অনুবাদ ঃ স্বকীয় ধর্ম নিকৃষ্ট হ'লেও তারই অনুষ্ঠান করা সকলেরই কর্তব্য [অর্থাৎ যার পক্ষে জাতি অনুসারে যা কর্তব্য ব'লে বিহিত ধর্ম তা বিগুণ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গযুক্ত না হ'লেও বা ত্রুটিপূর্ণভাবে হ'লেও তার অনুষ্ঠান করা সঙ্গত]; কিন্তু অন্যের পক্ষে যা ধর্মরূপে বিহিত তা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হ'লেও অনুষ্ঠেয় নয়। কারণ, অন্যের বৃত্তির দ্বারা যে জীবন ধারণ করে সদ্য সদ্য তার জাতিভ্রংশ ঘটে।।৯৭।।

বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্যাণি নিবর্তেত চ শক্তিমান্।। ৯৮।।

অনুবাদ ঃ বৈশ্যের পক্ষে যদি নিজ বৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করা সম্ভব না হয় তাহ'লে সে দ্বিজশুশ্রূষাজাতীয় শূদ্রবৃত্তির দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। তবে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা প্রভৃতি নিন্দিত কাজগুলি সে করবে না। কিন্তু শক্তি সঞ্চিত হ'লে অর্থাৎ আপৎকাল কেটে গেলে সে শূদ্রবৃত্তি ত্যাগ করবে [নিবর্তেত চ শক্তিমান্ = সমর্থ হ'লে অন্য বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হবে। মেধাতিথির মতে, এই উপদেশটি সকলবর্ণের পক্ষেই প্রযোজ্য।। ৯৮।।

অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্মভিঃ।। ৯৯।।

অনুবাদ ঃ শূদ্র দ্বিজাতিগণের সেবা করতে অসমর্থ হওয়ার ফলে যদি স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণে অক্ষম হ'য়ে পড়ে তাহ'লে সে [কারুক, কর্ম প্রভৃতির দ্বারা কারুক শব্দের অর্থ শিল্পী, যেমন-পাচক, তন্তুবায় প্রভৃতি; তাদের কাজ, যেমন — রান্না করা, কাপড় বোনা প্রভৃতি] জীবিকা নির্বাহ করবে [শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাতিশুশ্রূষার তুলনায় কারুক-কর্ম-বৃত্তিটি যে নিকৃষ্ট তার ইঙ্গিত দেওয়া হ'ল]।। ৯৯।।

যৈঃ কর্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুককর্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ।। ১০০।।

অনুবাদ ঃ যে সব কাজ অনুষ্ঠিত হ'লে [প্রচরিত শব্দের অর্থ অনুষ্ঠিত] দ্বিজাতিগণের সেবা-উপকার সম্পাদিত হয়, সেই সমস্ত কারুককর্ম এবং অন্যান্য নানাপ্রকার শিল্পের কাজ শূদ্র করতে পারবে।। ১০০।।

বৈশ্যবৃত্তিমনাতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণঃ স্বে পথি স্থিতঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতঃ সীদন্নিমং ধর্মং সমাচরেৎ।। ১০১।।

অনুবাদ ঃ বৃত্তির অভাবে দুঃখগ্রস্ত ব্রাহ্মণ যদি নিজধর্মে বর্তমান থেকে ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাহ'লে তিনি এই বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসরণ করবেন।। ১০১।।

সর্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্‌ব্রাহ্মণস্ত্বনয়ং গতঃ।
পবিত্রং দুষ্যতীত্যেতদ্ ধর্মতো নোপপদ্যতে।। ১০২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ দুর্দশাগ্রস্ত হ'য়ে অর্থাভাবক্লিষ্ট হ'লে সকলের কাছ থেকে [অর্থাৎ তাদের জাতি বা গুণ বিচার না ক'রে এবং নিন্দিত, নিন্দিততর এবং নিন্দিততমের কাছ থেকেও] দান গ্রহণ করতে পারেন [এবং এর ফলে তিনি দোষী হন না]। কারণ পবিত্র বস্তু দোষগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে, এমন কথা ধর্মপ্রসঙ্গে বলা হয় না। [যেমন অতিপবিত্র গঙ্গা জল অপবিত্র জিনিসের সংসর্গে কখনো অপবিত্র হয় না, সেইরকম স্বতঃপবিত্র ও ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণও অসৎলোকের কাছ থেকে দানগ্রহণের জন্য পাপী হন না]।। ১০২।।

নাধ্যাপনাদ্‌যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমা হি তে।। ১০৩।।

অনুবাদ ঃ আপৎকালে গর্হিত ব্যক্তিকে অধ্যাপনা, তার জন্য যাজন এবং নিন্দিত ব্যক্তির কাছ থেকে দান গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণের কোনও দোষ হয় না; কারণ, আগুন এবং জল সর্বত্র শুদ্ধ, ব্রাহ্মণেরাও সেইরকম স্বভাবতঃ পবিত্র।। ১০৩।।

জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে।। ১০৪।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রাহ্মণ অন্নাভাবে জীবনসংশয়ে পতিত হয়েছেন তিনি যদি যেখানে-সেখানে অন্ন ভোজন করেন [এই ক্ষেত্রে অন্নস্বামীর জাতি ও কাজ বিবেচনা করা অনাবশ্যক], তাহ'লে আকাশ যেমন পঙ্কলিপ্ত হয় না, তিনিও সেইরকম পাপে লিপ্ত হন না।। ১০৪।।

অজীগর্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্‌বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্।। ১০৫।।

অনুবাদ ঃ পুরাকালে অজীগর্ত নামক ঋষি ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ক্ষুধার প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে অন্য কোনও উপায় না দেখে নিজ পুত্র শুনঃশেফকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অথচ সেকারণে তিনি কোনরকম পাপগ্রস্ত হন নি।। ১০৫।।

শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্তোঽত্তুং ধর্মাধর্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্।। ১০৬।।

অনুবাদ ঃ ধর্মাধর্মতত্ত্ববিৎ ঋষি বামদেব ক্ষুধার্ত হ'য়ে প্রাণরক্ষা করার জন্য কুকুরের মাংস খেতে উদ্যত হয়েও পাপে লিপ্ত হন নি।। ১০৬।।

ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষ্ণো মহাতপাঃ।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ মহাতপাঃ ভরদ্বাজ ঋষি সপুত্র ক্ষুধার্ত অবস্থায় নির্জন বনে বৃধু নামক ছুতোরের কাছ থেকে বহু গরু দানরূপে গ্রহণ করেছিলেন [ছুতোর অপ্রতিগ্রাহ্য অর্থাৎ তার দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ; তবুও ভরদ্বাজ ঐ অসৎপ্রতিগ্রহের জন্য পাপে লিপ্ত হন নি]।।

ক্ষুধার্তশ্চাত্তুমভ্যাগাদ্‌বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্‌।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্মাধর্মবিচক্ষণঃ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ ধর্মাধর্মবিচক্ষণ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে চণ্ডালের হাত থেকে কুকুরের জঘন মাংস [যা স্বভাবতঃ সকলরকম দোষযুক্ত] গ্রহণ ক'রে ভোজন করতে উদ্যত হন, তবুও তিনি পাপে লিপ্ত হন নি।। ১০৮।।

প্রতিগ্রহাদ্‌ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ আপৎকালে অসৎ-প্রতিগ্রহ, অসতের পক্ষে যাজন এবং অসৎকে অধ্যাপন - এগুলির মধ্যে প্রতিগ্রহ-কাজটি ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত এবং পরলোকে অনিষ্টপ্রদ [আপৎকালে অল্পগর্হিত অর্থাৎ নিন্দিত যাজন ও অধ্যাপনরূপ বৃত্তি যদি সম্ভব হয় তাহ'লে গর্হিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করা উচিত নয় — এই হ'ল তাৎপর্যার্থ]।। ১০৯।।

যাজনাধ্যাপনে নিত্যং ক্রিয়েতে সংস্কৃতাত্মনাম্‌।
প্রতিগ্রহস্তু ক্রিয়তে শূদ্রাদপ্যন্ত্যজন্মনঃ।। ১১০।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ তাঁর আপৎকালে বা অনাপৎকালে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত দ্বিজাতিগণের যাজন ও অধ্যাপন নিত্যই করবেন, কিন্তু আপৎকালে অন্ত্যজন্মা শূদ্রের কাছ থেকেও প্রতিগ্রহ বিধেয়। [এই উক্তির দ্বারা, যাজন ও অধ্যাপনের তুলনায় প্রতিগ্রহ যে নিন্দিত কর্ম তা বোঝানো হ'ল]।।১১০।।

জপহোমৈরপৈত্যেনো যাজনাধ্যাপনৈঃ কৃতম্‌।
প্রতিগ্রহনিমিত্তং তু ত্যাগেন তপসৈব চ।। ১১১।।

অনুবাদ ঃ শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতির যাজন ও অধ্যাপন থেকে যে পাপ জন্মে তা জপ ও হোমের দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু অসৎপ্রতিগ্রহের দ্বারা যে পাপ জন্মায় সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ এবং [একমাস কেবল জল পান ক'রে থাকা ইত্যাদি জাতীয়] তপস্যা করতে হয়।। ১১১।।

শিলোঞ্ছমপ্যাদদীত বিপ্রোঽজীবন্‌ যতস্ততঃ।
প্রতিগ্রহাচ্ছিলঃ শ্রেয়াংস্ততোঽপ্যুঞ্ছঃ প্রশস্যতে।। ১১২।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ নিজবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহে অক্ষম হ'লে উপপাতকী প্রভৃতির কাছ থেকেও শিল অর্থাৎ মঞ্জুরীসমেত অনেক ধান গ্রহণ করবেন অথবা একটি একটি ধানগ্রহণরূপ উঞ্ছকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিগ্রহের তুলনায় শিলবৃত্তি প্রশস্ত এবং শিলবৃত্তির

তুলনায় আবার উঞ্ছবৃত্তি বেশী প্রশস্ত।। ১১২।।

সীদদ্ভিঃ কুপ্যমিচ্ছদ্ভির্ধনং বা পৃথিবীপতিঃ।
যাচ্যঃ স্যাৎ স্নাতকৈর্বিপ্রৈরদিৎসংস্ত্যাগমর্হতি।। ১১৩।।

অনুবাদ ঃ স্নাতক ব্রাহ্মণ পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের উপায় না দেখলে কিংবা [কুপ্য = সোনা রূপা ছাড়া অন্যান্য জিনিস যেমন— কুণ্ডল, বলয়, উষ্ণীষ প্রভৃতি] পোষাক-পরিচ্ছদ-অলঙ্কার আবশ্যক হ'লে অথবা যজ্ঞাদির জন্য সোনা-রূপাজাতীয় ধন প্রয়োজন হ'লে রাজার কাছে প্রার্থনা করবেন; যদি রাজা তা দিতে ইচ্ছুক না হন তাহ'লে তাঁকে ত্যাগ করা উচিত [অথবা ত্যাগ-শব্দের অর্থ 'হানি'; এখানে যখন অন্য কোনও জিনিসের উল্লেখ নেই তবে হানি-শব্দের অর্থ ধর্মহানি; অর্থাৎ সেই রাজা ধর্মহানি প্রাপ্ত হয়।]।। ১১৩।।

অকৃতঞ্চ কৃতাৎ ক্ষেত্রাদ্ গৌরজাবিকমেব চ।
হিরণ্যং ধান্যমন্নঞ্চ পূর্বং পূর্বমদোষবৎ।। ১১৪।।

অনুবাদ ঃ যে জমিতে গৃহস্থ শস্য বপন করে, সেই জমির তুলনায় অনুপ্ত শস্যক্ষেত্র দান হিসাবে প্রশস্ত; এবং গোরু, ছাগল, মেষ, সোনা, ধান, এবং অন্ন — এই দ্রব্যগুলির মধ্যে উত্তরোত্তর জিনিসগুলির তুলনায় আগের আগের জিনিসগুলির প্রতিগ্রহ [অর্থাৎ দানগ্রহণ] প্রশস্ত; অর্থাৎ আগের আগের জিনিসগুলির প্রতিগ্রহ সম্ভব হ'লে পরের পরের জিনিসের প্রতিগ্রহ করবে না।

সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ।। ১১৫।।

অনুবাদ ঃ সাতপ্রকারে ধনলাভ করা ধর্মসঙ্গত। —দায় [অর্থাৎ পিতৃপিতামহাদি পূর্বপুরুষক্রমে আগত ধন], লাভ [অর্থাৎ মিত্রাদির কাছ থেকে বা শ্বশুরালয় থেকে লব্ধ ধন অথবা গুপ্তধন লাভ], ক্রয়লব্ধ ধন, জয় [যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা লব্ধ ধন], প্রয়োগ [অর্থাৎ সুদ খাটিয়ে ধনবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থসঞ্চয়], কর্মযোগ [কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত ধন], এবং সৎপ্রতিগ্রহ [অর্থাৎ অনিন্দিত ব্যক্তির কাছ থেকে দান হিসাবে প্রাপ্ত ধন]। [এই সাতরকম ধনলাভ যে সকল বর্ণের পক্ষেই ধর্ম-সঙ্গত তা নয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পক্ষে এগুলির ভিন্ন ভিন্নটি ধর্মসঙ্গত। যেমন, এই সাতটির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ 'দায়', 'লাভ' ও 'ক্রয়' —এই তিনটি সকল বর্ণের পক্ষেই ধর্মসঙ্গত। চতুর্থটি অর্থাৎ 'জয়' কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসঙ্গত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অর্থাৎ 'প্রয়োগ' ও 'কর্মযোগ' বৈশ্যের পক্ষে এবং সপ্তমটি অর্থাৎ 'সৎপ্রতিগ্রহ' কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মসঙ্গত।]।। ১১৫।।

বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।। ১১৬।।

অনুবাদ ঃ [সকল জাতির লোকের পক্ষেই আপৎকালে যে বৃত্তিগুলি অনুমোদিত সেগুলি হ'ল—] বিদ্যা [বেদবিদ্যা ছাড়া বৈদ্যশাস্ত্রীয় বিদ্যা, তর্কবিদ্যা, বিষাসনবিদ্যা অর্থাৎ বিষ ছাড়ানোর বিদ্যা প্রভৃতি], শিল্প [চিত্রাঙ্কণাদি-কাজ], ভৃতি অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ বেতন, সেবা অর্থাৎ অন্যের কাছাকাছি থেকে তার মন যুগিয়ে চলা, গোরক্ষা অর্থাৎ পশুপালন, বিপণি অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যবিক্রয়, কৃষিকাজ, ধৃতি অর্থাৎ অল্পপ্রাপ্তিতে সন্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি, এবং কুসীদ অর্থাৎ সুদের জন্য ধনপ্রয়োগ — এই দশটি কাজ, যে কোনও জাতির লোকের নিজ নিজ বর্ণবিহিত

জীবিকাবৃত্তির অভাব ঘটলে, তাদের জীবিকাস্বরূপ হবে। এই কাজগুলি মানুষমাত্রেরই অবলম্বনীয় হ'তে পারে।। ১১৬।।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ।
কামং তু খলু ধর্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেঽল্পিকাম্।। ১১৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় এরা কেউই আপৎকালেও সুদ লাভ করার প্রত্যাশায় ঋণদান না করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি ধর্মীয় কাজের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহ'লে অল্প সুদ নিয়ে নিকৃষ্টকর্মা ব্যক্তিকে ঋণ দিতে পারেন।। ১১৭।।

চতুর্থমাদদানোঽপি ক্ষত্রিয়ো ভাগমাপদি।
প্রজা রক্ষন্ পরং শক্ত্যা কিল্বিষাৎ প্রতিমুচ্যতে।। ১১৮।।

অনুবাদ ঃ [রাজার পক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে উৎপাদিত শস্যের লভ্যাংশের ষষ্ঠভাগ বার্ষিক কর নেওয়ার নিয়ম, কিন্তু—] রাজা যদি কোষক্ষয়রূপ বিপদে পড়েন, তাহ'লে তখন তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে যদি ন্যায়ধর্ম অনুসারে প্রজাপালনে নিযুক্ত থেকে প্রজাদের দ্বারা উৎপাদিত শস্যের লভ্যাংশের চতুর্থভাগ বার্ষিক কররূপে গ্রহণ করেন, তবে তার ফলে তিনি পাপে লিপ্ত হন না।। ১১৮।।

স্বধর্মো বিজয়স্তস্য নাহবে স্যাৎ পরাঙ্মুখঃ।
শস্ত্রেণ বৈশ্যান্ রক্ষিত্বা ধর্ম্যমাহারয়েদ্বলিম্।। ১১৯।।

অনুবাদ ঃ যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বিজিতের কাছ থেকে ধনগ্রহণ রাজার স্বধর্মরূপে অনুমোদিত। কোনও রকম ভয় উপস্থিত হ'লে তার জন্য যদি যুদ্ধ করতে হয় তা'হলে তা থেকে বিমুখ হওয়া তাঁর কর্তব্য নয়। রাজা শস্ত্রধারণ ক'রে বৈশ্যগণকে রক্ষা করতে থেকে তাদের কাছ থেকে কররূপে ধন গ্রহণ করতে পারেন [কারণ, বৈশ্যরা স্বভাবতই ধনশালী হয়। কাজেই রাজার নিযুক্ত পুরুষেরা তাদের কাছ থেকে ঐভাবে ধন সংগ্রহ করতে থাকলে কোনও অপরাধ হয় না]।। ১১৯।।

ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা।। ১২০।।

অনুবাদ ঃ [স্বাভাবিক নিয়মে বৈশ্যদের কাছ থেকে শস্যাদির লভ্যাংশের বারো ভাগের একভাগ বার্ষিক কররূপে গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য, কিন্তু—] আপৎকালে ধানের কারবারী বৈশ্যদের কাছ থেকে লভ্যাংশের অষ্টম ভাগ এবং কার্ষাপণাদি সোনার কারবারীদের কাছ থেকে লভ্যাংশের বিশভাগের এক ভাগ রাজা শুল্ক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। আর শূদ্র, সূপকার প্রভৃতি কারু এবং চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পী — এদের কাছ থেকে রাজা কোনও শুল্ক গ্রহণ করবেন না, বরং এদের কর্মোপকরণরূপে ব্যবহার করবেন অর্থাৎ আপৎকালে প্রয়োজন হ'লে রাজা এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন।। ১২০।।

শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ।। ১২১।।

অনুবাদ ঃ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণপরিচর্যার দ্বারা জীবিকালাভ করতে সমর্থ না হয় তাহ'লে সে জীবিকানির্বাহের জন্য ক্ষত্রিয়ের সেবা করতে পারে; এমন কি, ধনবান বৈশ্যেরও সেবা ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে।। ১২১।।

স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা.। ১২২।।

অনুবাদ : যে শূদ্র স্বর্গলাভের জন্য কিংবা স্বর্গলাভ এবং বৃত্তিলাভ উভয়প্রকার প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণের সেবা করে এবং তার ফলে ''ইনি ব্রাহ্মণসেবক' এইভাবে ঐ শূদ্রের নাম উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রাহ্মণ' —শব্দটিও উল্লিখিত হ'তে থাকে, তখনই তার কৃতকৃত্যতা হ'য়ে যায় অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ'-শব্দযুক্ত ক'রে অভিহিত হওয়াই শূদ্রজীবনের পরম সার্থকতা।। ১২২।।

বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম কীর্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্।। ১২৩।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের প্রকৃষ্ট ধর্ম ব'লে কথিত হয়। কারণ, এ ছাড়া আর যা কিছু কাজ সে করে তা নিষ্ফল। [এখানে শূদ্রের পক্ষে দান, পাকযজ্ঞ প্রভৃতি কাজের অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে নিষেধ করা হচ্ছে না, কারণ, এগুলি প্রত্যক্ষবচনের দ্বারা বিহিত আছে। এখানে অন্যান্য কাজের যে নিষেধ তার দ্বারা ব্রাহ্মণসেবার প্রশংসা করা হয়েছে]।। ১২৩।।

প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্ যথার্হতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্।। ১২৪।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণদেরও কর্তব্য হবে নিজের শক্তি এবং ঐ সেবাপরায়ণ শূদ্রের কর্মদক্ষতা এবং তার পোষ্যবর্গের পরিমাণ যথাযথ বিবেচনা ক'রে নিজের প্রতিপাল্যগণের জন্য সঞ্চিত অর্থ থেকে ঐ শূদ্রেরও বৃত্তিবিধান করা।। ১২৪।।

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ।। ১২৫।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অন্ন [অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন করিয়ে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তার নাম 'উচ্ছিষ্ট'], জীর্ণ-পরিত্যক্ত বস্ত্র [যেগুলি ধৌত ক'রে ও শুভ্র অবস্থায়], ধানের পুলাক অর্থাৎ আগড়া [অর্থাৎ অসার ধান] এবং জীর্ণ পুরাতন 'পরিচ্ছদ' অর্থাৎ শয্যা-আসন প্রভৃতি আশ্রিত শূদ্রকে দেবেন।।১২৫।।

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্মেঽস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্।। ১২৬।।

অনুবাদ : শূদ্রের পক্ষে বিশেষভাবে যা নিষিদ্ধ হয় নি [যেমন লশুন-ভক্ষণ] তা করলে শূদ্রের কোনও পাপ হয় না; শূদ্রের উপনয়নাদি কোনও সংস্কার নেই; কোনও ধর্মে শূদ্রের নিয়ত অধিকার নেই; এবং পাকযজ্ঞাদি ধর্মকর্ম করাও তার পক্ষে নিষিদ্ধ নয়।। ১২৬।।

ধর্মেপ্সবস্তু ধর্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ।। ১২৭।।

অনুবাদ : [সামান্য ধর্মের অনুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়, তাই বলা হচ্ছে—] ধার্মিক শূদ্রগণ যদি ধর্মলাভ করতে ইচ্ছুক হয় অর্থাৎ যদি অভ্যুদয় বা পুণ্য কামনা করে, এবং শিষ্টগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম যদি মন্ত্রপাঠবর্জনপূর্বক অনুষ্ঠান করে, তাহ'লে কোনও দোষ তাদের স্পর্শ করে না [অর্থাৎ শূদ্রগণ অনেকদিন ধ'রে উপবাস, দেবতাপূজা, গুরু ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার

প্রভৃতি সাধুজনানুষ্ঠিত নিয়ম পালন করতে থাকলে দোষগ্রস্ত হয় না], বস্তুতঃ তার ফলে ঐ শূদ্রেরা প্রশংসা লাভ করে থাকে। [এখানে এরকম মনে করা সঙ্গত হবে না যে, 'দর্শপূর্ণমাস' যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম ব্রাহ্মণাদির পক্ষে মন্ত্রপাঠপূর্বক কর্তব্য শূদ্রও সেই সকল কর্মই মন্ত্রপাঠ না ক'রে অনুষ্ঠান করতে পারবে। কারণ, ঐসকল কর্ম মন্ত্রপাঠ সহকারেই কর্তব্য বলে শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয়েছে। কাজেই, ঐগুলি মন্ত্রবর্জিতভাবে অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রসঙ্গত নয় (সুতরাং তা নিষ্ফলই হবে)। ব্যাসদেব বলেছেন, "শূদ্র কোনও কর্ম করে ইহলোকে পতিত হয় না, একথা ঠিক; সে উপনয়ন সংস্কারেরও অধিকারী নয়; কোনও শ্রুতিবিহিত ধর্মে অথবা স্মৃতিবিহিত কর্মেও তার অধিকার নেই; আবার সামান্যধর্মগুলির অনুষ্ঠানও তার পক্ষে নিষিদ্ধ নয়"। এই বচনটিও যথাপ্রাপ্তেরই অনুবাদস্বরূপ। শূদ্র লশুনভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা পতিত হয় না। সে যে উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্য (অনধিকারী) তা বলাই হয়েছে। আর, যেহেতু তার উপনয়ন হয় নি সেইজন্য শ্রুতিবিহিত ধর্মে তার অধিকার নেই। তবুও শ্রৌতধর্ম কর্তব্য না হলেও স্মৃতিমধ্যে সামান্যধর্মরূপে যেসকল কর্ম অনুষ্ঠেয় ব'লে উপদিষ্ট হয়েছে, সেই প্রকার ধর্মসমূহের অনুষ্ঠান তার পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে— "শূদ্র পাকযজ্ঞ নামক ধর্মকর্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করতে পারে; সেই সমস্ত কজে 'নমঃ' এই শব্দটি সে মন্ত্ররূপে প্রয়োগ করতে পারবে"।

যথা যথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ।। ১২৮।।

অনুবাদ ঃ শূদ্র কারো প্রতি অসূয়াপরবশ না হ'য়ে যে প্রকারে সদাচারের অনুষ্ঠান করে, সেই অনুসারে সে ইহলোকে মান্য হয় এবং পরলোকে গিয়ে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় — কারোর নিন্দাভাজন হয় না।। ১২৮।।

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।। ১২৯।।

অনুবাদ ঃ শূদ্র কৃষি প্রভৃতি কাজের দ্বারা ধনসঞ্চয় করতে সমর্থ হ'লেও তার ধনসঞ্চয় করা কর্তব্য নয়। কারণ, শূদ্র ধনসঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদেরই প্রত্যবায়গ্রস্ত করাবে। [অর্থাৎ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র মহাধনবান্ হ'লে ধনমদে মত্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করতে পারে। তাছাড়া, শূদ্র যদি অতিরিক্ত ধনশালী হয় তাহ'লে সে ব্রাহ্মণদের খুব বেশী দান করতে থাকবে এবং ব্রাহ্মণগণও সেই দান গ্রহণ করতে পারে। অথচ শূদ্রের দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর শূদ্র ঐ ব্যাপারে নিমিত্তকারণ হবে। অতএব সে ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা না ক'রে তাদের পীড়া উৎপাদন করবে, এটাই হ'ল এখানে 'বাধ্যতে' ক্রিয়ার তাৎপর্য।]।। ১২৯।।

এতে চতুর্ণাং বর্ণানামাপদ্ধর্মাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
যান্ সম্যগনুতিষ্ঠন্তো ব্রজন্তি পরমাং গতিম্।। ১৩০।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের আপৎকালীন ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কথিত হ'ল। এই ধর্ম অনুষ্ঠান ক'রে বিহিতের অনুষ্ঠান এবং নিন্দিত কর্মের পরিবর্জনে নিষ্পাপ হ'য়ে মানুষ পরলোকে মোক্ষলাভ করে। [আপদ্ধর্মগুলি ঠিক্ ঠিক্ভাবে অনুষ্ঠান করতে পারলে পরমা গতি লাভ করা যায়। কারণ এই অনুষ্ঠানের দ্বারা শরীর রক্ষা করা যায়; আর শরীর রক্ষিত হ'লে বিহিত কর্ম লঙ্ঘন করতে হয় না এবং তার ফলে মঙ্গল লাভ করা যায়, উৎকৃষ্ট স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপদ্গত হ'লে সেই আপৎকালে অসৎ-প্রতিগ্রহ প্রভৃতি নিন্দিতবৃত্তি গ্রহণ করতে দ্বিধা

করা উচিত নয়। —এ-ই হ'ল শাস্ত্রোক্ত বিধানের সার কথা।]।। ১৩০।।

এষ ধর্মবিধিঃ কৃৎস্নশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য কীর্তিতঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্।। ১৩১।।

অনুবাদ ঃ চারটি বর্ণের মানুষের অনুষ্ঠেয় ধর্মবিধি এইভাবে সম্পূর্ণরূপে কীর্তিত হ'ল। এর পর শুভফলদায়ক প্রায়শ্চিত্তবিধি বর্ণনা করছি, আপনারা শ্রবণ করুন।। ১৩১।।

ইতি বারেন্দ্রনন্দনবাসীয়-ভট্টদিবাকরাত্মজ-শ্রীকুল্লূকভট্টবিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং দশমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ।। ১০।।

।। দশম অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ববেদসম্।
গুর্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ।। ১।।
নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ ধর্মভিক্ষুকান্।
নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ।। ২।।

অনুবাদ ঃ বংশ রক্ষা করবার জন্য সন্তানাভিলাষে যিনি বিবাহার্থী, অবশ্যকরণীয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে যিনি ইচ্ছুক, পথিক, সর্বস্ব দান করে যিনি যজ্ঞ করেছেন, গুরু-দক্ষিণার জন্য যিনি অর্থপ্রার্থী, পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য যিনি ধনাভিলাষী, বেদাধ্যয়নকালে নিজ প্রয়োজন নির্বাহের জন্য যাঁর অর্থ আবশ্যক এবং যিনি রোগগ্রস্ত—এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণ ধর্মানুসারে ভিক্ষা ক'রে থাকেন বলে এঁদের স্নাতক ব'লে বুঝতে হবে। এঁরা ধনহীন হ'য়ে অর্থ প্রার্থনা করলে এঁদের বিদ্যা বিবেচনা ক'রে কমবেশী দান করা কর্তব্য।

["সান্তানিকং"=সন্তান অর্থাৎ অপত্য (পুত্র) প্রয়োজন যার; সুতরাং সান্তানিক শব্দের অর্থ 'বিবাহার্থী'; কারণ, তাতে ধনের প্রয়োজন আছে। বিবাহ কর্মটির পরম্পরাক্রমে প্রয়োজন হ'ল সন্তানলাভ। "ধর্মভিক্ষুকান্" এখানে 'ধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় বোঝানো হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি দ্বিতীয়, তৃতীয় বার বিবাহে প্রবৃত্ত হয় তাকেও যে অর্থ দিতে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। এইরকম, "যক্ষ্যমাণ" অর্থাৎ নিত্য (অবশ্যকরণীয়) যে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ, তার জন্য যিনি ধন প্রার্থনা করেন। "অধ্বগ"—পথিক, যার পাথেয় প্রভৃতি সম্বল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। "সর্ববেদসম্",— যিনি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ ক'রে দক্ষিণারূপে সর্বস্ব দান করেছেন; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির জন্য যাকে সর্বস্ব দান করতে হয়েছে সেরকম ব্যক্তি নয়। "স্বাধ্যায়ার্থী",— যিনি স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়ন করছেন; সত্য বটে ব্রহ্মচারী হ'য়ে বেদাধ্যয়ন কর্তব্য এবং তাঁর পক্ষে ভিক্ষা-ভোজনও বিহিত, তবুও তাঁর বস্ত্রাদির উপযোগী অর্থ তাঁকে দেওয়া আবশ্যক। অথবা, বেদ গ্রহণের পর ব্রহ্মচারীর নিয়ম পরিত্যাগ ক'রে যখন বেদার্থ বিচার করতে থাকেন তখন তিনি ভৈক্ষজীবী নন; কাজেই তাঁকে তখন অর্থ দান করা কর্তব্য। "উপতাপী"=রোগী। এখানে যে এদের সকলকে স্নাতক বলা হয়েছে এটি প্রশংসার্থক অর্থাৎ এদের ধন দান করা প্রশস্ত, তা স্নাতক ব্যক্তিকে ধন দান করার সমান, এই প্রকার অর্থ বুঝতে হবে। "গুর্বর্থং"=গুরুর জন্য অর্থাৎ গুরুকে বেদাধ্যয়নানন্তর দক্ষিণা দেবার জন্য যাঁর অর্থ প্রয়োজন; ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা কর্তব্য, তা শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হয়েছে। "নিঃস্বেভ্যঃ"=এরা যদি ধনহীন হয় তা হ'লে "বিদ্যাবিশেষতঃ"=বিদ্যার বিশেষত্ব (পার্থক্য) অনুসারে—যিনি বহু বিদ্যাবিশিষ্ট তাঁকে বহু অর্থ এবং যিনি অল্প বিদ্যাযুক্ত তাঁকে অল্প অর্থ দান করা কর্তব্য।]।। ১-২।।

এতেভ্যো হি দ্বিজাগ্রেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্।
ইতরেভ্যো বহির্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে।। ৩।।

অনুবাদ ঃ এই সকল ব্রাহ্মণগণকে অন্ন এবং দক্ষিণাস্বরূপ অর্থ দান করা কর্তব্য। ঐ নয়জন ছাড়া অন্যান্য প্রার্থী অতিথিকে যজ্ঞের বহির্ভূতভাবে কেবল সিদ্ধান্ন দেওয়া উচিত। ।। ৩।।

সর্বরত্নানি রাজা তু যথার্হং প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো যজ্ঞার্থঞ্চৈব দক্ষিণাম্।। ৪।।

অনুবাদ ঃ রাজা সকল প্রকার রত্নাদি দ্রব্য, বেদবিদ ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাদি-যোগ্যতা বিবেচনা ক'রে তাঁদের দান করবেন এবং তাঁদের যজ্ঞেপ জন্য দক্ষিণা আবশ্যক হ'লে তাও দেবেন।।৪।।

কৃতদারোঽপরান্ দারান্ ভিক্ষিত্বা যোঽধিগচ্ছতি।
রতিমাত্রং ফলং তস্য দ্রব্যদাতুস্তু সন্ততিঃ।। ৫।।

অনুবাদ ঃ যে লোক একবার বিবাহ করা সত্ত্বেও অর্থ ভিক্ষা ক'রে আবার একটি স্ত্রী সংগ্রহ করতে চায়, তার সেই বিবাহ-কর্মটিতে কেবলমাত্র রতিরূপ ফলই লাভ হয়, তাতে যে সন্ততি জন্মে তা ঐ অর্থ-ভিক্ষাদানকারী ব্যক্তির হ'য়ে থাকে।

[কামপরবশ হ'য়ে যে ব্যক্তি দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বিবাহ করতে প্রবৃত্ত হ'য়ে ভিক্ষা করতে উদ্যত হয় এখানে তাকে অর্থদান করতে নিষেধ করা হচ্ছে।] ।। ৫ ।।

ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিবিক্তেষু প্রেত্য স্বর্গং সমশ্নুতে।। ৬।।

অনুবাদ ঃ বেদজ্ঞ ও পুত্র-কলত্রাদির ভরণপোষণে অবসন্ন ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি ধন দান করা কর্তব্য। এঁদের ধনদান করলে পরলোকে স্বর্গলাভ হয় ।। ৬ ।।

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি।। ৭।।

অনুবাদ ঃ পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করবার জন্য যাঁর তিন বৎসরের পক্ষে পর্যাপ্ত কিংবা তারও বেশী ধান্যাদি আছে তিনি কাম্য সোমযাগ করতে পারেন।

[তিন বৎসর পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করবার উপযুক্ত যে ধন তা 'ত্রৈবার্ষিক'। তারও বেশী পরিমাণ ধন যাঁর অছে তিনি সোমপান করতে পারেন। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হয়েছে যে, নিত্য সোমযাগটি অবশ্যকর্তব্য; কাজেই তার জন্য পোষ্যবর্গের ক্লেশ হ'লেও তা কর্তব্য ব'লে এই শ্লোকে অল্পধন ব্যক্তির পক্ষে যে সোমযাগ সম্বন্ধে নিষেধ দেখা যাচ্ছে, তা সেখানে প্রয়োজ্য হবে না যেহেতু শ্রুতির বলাবত্তা বেশী অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা এই স্মার্ত নিষেধটির বাধাই হবে।] ।। ৭ ।।

অতঃ স্বল্পীয়সি দ্রব্যে যঃ সোমং পিবতি দ্বিজঃ।
পীতসোমপূর্বোঽপি ন তস্যাপ্নোতি তৎফলম্।। ৮।।

অনুবাদ— ঐ ধনের তুলনায় অল্প ধন থাকলে যে দ্বিজ সোমপান করে অর্থাৎ সোমযাগের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি আগে একবার সোমপান করলেও সেই সোমযাগের ফল লাভ করে না।।৮।।

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্মপ্রতিরূপকঃ।। ৯।।

অনুবাদ ঃ নিজের লোকেরা সকলে গ্রাসাচ্ছাদনের দুঃখ ভোগ করতে থাকলেও দানসমর্থ যে লোক নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিগণকে দান করে তার ঐ দানকর্মটি আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে বিষময়; ওটি ধর্ম নয় কিন্তু ধর্মাভাস। [স্বজন—যেমন, ভৃত্য, অমাত্য, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র

প্রভৃতি। তারা "দুঃখজীবিনি"=অন্নবস্ত্রাদির কষ্ট ভোগ করতে থাকলে, তা সত্ত্বেও যে লোক "পরজনে দাতা"=পর অর্থাৎ যার সাথে কোন সম্বন্ধ নেই এরকম লোককে দান করে, তার ঐ কর্ম "বিষাস্বাদঃ"=বিষবৎ, কিন্তু "মধ্বাপাতঃ"=আপাতে অর্থাৎ উপস্থিত সময়ে মধুর। যেমন, বিশেষ প্রকার বিষের আস্বাদ মধুর অথচ তা পরিণামে বিপরীত হয়, কারণ তার ফলে মরণ ঘটে, ঐ রকম দানটিও একই রকম। যদিও তৎকালে ঐ দান থেকে যশ উৎপন্ন হয় এবং তাতে সুখ জন্মে বটে, তবুও তা পরলোকে প্রত্যবায়জনকে হওয়ায় বিষ ভক্ষণেরই সমান হয়। এই কথাটিই এখানে বলছেন "স ধর্মপ্রতিরূপকঃ"=অর্থাৎ এই কাজ ধর্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ দুটি ধর্ম নয়] ।। ৯।।

ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকং।
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ।। ১০।।

অনুবাদ : যে লোক পোষ্যবর্গকে দুঃখ দিয়ে পরলোকের জন্য ধর্মবুদ্ধিতে দানাদির অনুষ্ঠান করে, তার সেই কর্ম অর্থাৎ তার সেই কাজ তার জীবিতাবস্থায় এবং মরণের পরও অশুভফলজনক হয়। ["উপরোধ" শব্দের অর্থ—তাদের আবশ্যকমত ভাত-কাপড় প্রভৃতি না দেওয়া,—। "ঔর্দ্ধদেহিকম্"=পরলোকের নিমিত্ত। "অসুখোদর্কম্",—'উদর্ক' শব্দের অর্থ আগামী কাল সেই আগামী কাল, এই প্রকার অশুভফলজনক হ'য়ে থাকে] ।। ১০ ।।

যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদেকেনাঙ্গেন যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ধার্মিকে সতি রাজনি।। ১১।।
যো বৈশ্যঃ স্যাদ্ বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্ দ্রব্যমাহরেদ্ যজ্ঞসিদ্ধয়ে।। ১২।।

অনুবাদ : রাজা যদি ধার্মিক হন তা হ'লে, বিশেষতঃ কোনও ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করতে থাকলে দ্রব্যের অভাবে তাঁর যজ্ঞ দক্ষিণার জন্য আবশ্যক সোনা প্রভৃতি বা পশুপ্রভৃতি জিনিসের মধ্যে কোনও একটি অঙ্গহীন হ'য়ে সমাপ্ত হ'তে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে দেখলে, তাঁর সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার জন্য বৈশ্যের গৃহ থেকে তিনি ঐ দ্রব্য বলপূর্বক বা অপহরণের দ্বারা সংগ্রহ ক'রে ঐ যজ্ঞাঙ্গটি পূর্ণ করবেন, অবশ্য, যদি সেই বৈশ্য বহু পশু ও ধনসম্পন্ন হ'য়েও যাগযজ্ঞবিহীন এবং সোমযাগ বর্জিত হয়।। ১১-১২।।

আহরেৎ ত্রীণি বা দ্বে বা কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
ন হি শূদ্রস্য যজ্ঞেষু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ।। ১৩।।

অনুবাদ : বৈশ্যের বাড়ী থেকে যজ্ঞাঙ্গ সংগ্রহ করা সম্ভব না হ'লে যদি যজ্ঞের জন্য দুটি বা তিনটি অঙ্গের আবশ্যক হয়, তাহ'লে ঐ দ্রব্য ইচ্ছামতো শূদ্রের বাড়ী থেকে নিয়ে যাবে, কারণ, যজ্ঞে শূদ্রের কোনও দান নেই ।। ১৩ ।।

যোঽনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।
তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্।। ১৪।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় একশটি গোধনসম্পন্ন হয়েও আহিতাগ্নি হন নি কিংবা হাজারটি গুরু থাকা সত্ত্বেও সোমযাগ করেন নি, তাঁদের গৃহ থেকেও বিনা বিচারে নিঃসঙ্কোচে ঐ যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্য সংগ্রহ করবে। ।। ১৪ ।।

আদাননিত্যাচ্চাদাতুরাহরেদপ্রযচ্ছতঃ।
তথা যশোঽস্য প্রথতে ধর্মশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি, কেবল ধনসঞ্চয়পরায়ণ অথচ কখনও দান করে না বা ইষ্টাপূর্তাদি সৎকাজে নিয়োগ করে না, সে যদি নিজে থেকে না দেয়, তাহ'লে যজ্ঞাঙ্গের দুটি বা তিনটি দ্রব্য পূরণের জন্য তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ধন বলপূর্বক গ্রহণ করবে; তার ফলে, তার যশ হবে এবং ধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। [এই শ্লোকটি সকল বর্ণের ধনীকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। "আদাননিত্য" শব্দের অর্থ - যে লোক কৃষি, বাণিজ্য, প্রতিগ্রহ, কুসীদ প্রভৃতি উপায়ে সর্বদা কেবল ধন উপার্জনই করে কিন্তু দান করে না,—। তার নিকট থেকে ধন সংগ্রহ করবার জন্য অন্য উপায় আশ্রয় করা উচিত। "অদাতুঃ"=যে দান করে না; এরকম বলা হলেও 'যে যাগযজ্ঞ করে না' এই অর্থটির অভিপ্রেত হয়েছে বুঝতে হবে।] ।। ১৫ ।।

তথৈব সপ্তমে ভক্তে ভক্তানি ষড়নশ্নতা।
অশ্বস্তনবিধানেন হর্তব্যং হীনকর্মণঃ।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ছয় বার অন্ন ভক্ষণ করে নি অর্থাৎ তিন দিন যার অন্ন গ্রহণ হয় নি, সে সপ্তম বার ভোজনের দিনে অর্থাৎ চতুর্থ দিনে ধর্মকর্মহীন ব্যক্তির গৃহ থেকে কেবল সেই দিনের আহারের মত অন্ন সংগ্রহ করতে পারে। [এখানে "অশ্বস্তন"=পরদিনের জন্য নয়, এইরকম নির্দেশ থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে একদিনের জন্য যে পরিমাণ অন্ন আবশ্যক কেবল তা-ই মাত্র গ্রহণ করা শাস্ত্রানুমোদিত, তার বেশী নয়। "হীনকর্মণঃ"=ধর্মকর্মহীন ব্যক্তির নিকট থেকে। এ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে নির্দেশ আছে—"প্রথমতঃ হীনকর্মা ব্যক্তির নিকট থেকে গ্রহণ করবে, তা সম্ভব না হ'লে নিজের সমান (সমানগুণবিশিষ্ট) লোকের নিকট থেকে নেবে, তাও যদি সম্ভব না হয় তখন বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিরও দ্রব্য নেবে।" "সপ্তমে ভক্তে"=সপ্তম বারের ভোজনকাল উপস্থিত হ'লে; যে ব্যক্তি তিন দিন ভোজন করে নি সে চতুর্থ দিনে প্রাতর্ভোজনের জন্য পরদ্রব্য নিতে প্রবৃত্ত হবে। কারণ, "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভোজন করবে" এইভাবে প্রতিদিন দুবার অন্ন ভোজন করবার বিধান আছে।] ।। ১৬ ।।

খলাৎ ক্ষেত্রাদগারাদ্বা যতো বাপ্যুপলভ্যতে।
আখ্যাতব্যং তু তৎ তস্মৈ পৃচ্ছতে যদি পৃচ্ছতি।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ ধনসম্পদ্‌হীন ব্রাহ্মণের যজ্ঞের অঙ্গের জন্য জিনিসের আবশ্যক হ'লে, দানাদি ধর্মহীন ব্যক্তির খামার থেকেই হোক্, ক্ষেত্র থেকেই হোক্ কিংবা অন্য যে-স্থানে ধান্যাদি সঞ্চিত আছে জানা যাবে সেখান থেকেই ঐ সব জিনিস নিতে পারবে; সেই দ্রব্যটি যার, সে লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে তাকে ঐভাবে নেবার কারণ কি তা বলতে হবে। ["যতো বাপি"=যে-কোনও স্থানে,—এর দ্বারা বাগান প্রভৃতি বোঝাচ্ছে। 'আখ্যাতব্যং পৃচ্ছতে'=জিজ্ঞসা করলে বলবে; পুনরায় "যদি পৃচ্ছতি'=যদি জিজ্ঞাসা করে; এইরকম বলবার তাৎপর্য এই যে, তাকে জোর করে ধরে কিংবা লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অথবা এস্থলে এইরকম অর্থ হবে—"যদি পৃচ্ছতি'=রাজা যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হ'লে "পৃচ্ছতে'=প্রশ্নকারী-ধনস্বামীকে বলবে। রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বৃত্তান্ত উদঘাটন করবে। এইজন্য গৌতমও বলেছে "রাজা জিজ্ঞাসা করলে বলবে। অন্ন না মিললে কিংবা যজ্ঞের প্রতিবন্ধক উপস্থিত হ'লে উভয়স্থলেই এই ব্যবস্থা শাস্ত্রনুমোদিত বুঝতে হবে।] ।। ১৭ ।।

ব্রাহ্মণস্বং ন হর্তব্যং ক্ষত্রিয়েণ কদাচন।
দস্যুনিষ্ক্রিয়য়োস্তু স্বমজীবন্ হর্তুমর্হতি।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনো ব্রাহ্মণের জিনিস অপহরণ করা কর্তব্য নয়। কিন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণ দস্যু হয় কিংবা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াবর্জিত হয়, তা হ'লে জীবন হানির উপক্রম হ'লে ঐ ক্ষত্রিয়ও সেই ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণ করতে পারে। ।। ১৮ ।।

যোঽসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি।
স কৃত্বা প্লবমাত্মানং সন্তারয়তি তাবুভৌ।। ১৯।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিক্রিয়া-বিহীন অসাধু লোকদের অর্থ নিয়ে সাধুসজ্জনগণকে দান করে, সে ঐ কাজের দ্বারা সংসার সাগর পার হবার নৌকা তৈয়ারি ক'রে নিজেকে এবং উক্ত দুই প্রকার ব্যক্তিকে অর্থাৎ যার দ্রব্য সে অপহরণ করে এবং যাকে দান করে — এই দুই জনকে পার ক'রে দেয়।।১৯ ।।

যদ্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্ বিদুর্বুধাঃ।
অযজ্বনাং তু যদ্ বিত্তমাসুরস্বং তদুচ্যতে।। ২০।।

অনুবাদ ঃ যাগযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তিগণের যে ধন তা দেবস্ব (দেবতার সম্পদ্) ব'লেই জ্ঞানিগণ বিবেচনা করেন; পক্ষান্তরে যজ্ঞবিমুখ লোকদের যে ধন তা অসুরস্ব (অসুরের সম্পদ) ব'লে কথিত হয়।।২০।।

ন তস্মিন্ ধারয়েদ্ দণ্ডং ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
ক্ষত্রিয়স্য হি বালিশ্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা।। ২১।।

অনুবাদ ঃ পূর্ববর্ণিত যজ্ঞাদিকাজের জন্য বলপূর্বক বা চৌর্যাদির দ্বারা অপহরণকারী ঐ ব্রাহ্মণের উপর দণ্ডবিধান করা ধার্মিক রাজার কর্তব্য নয়। কারণ, ব্রাহ্মণ যে ক্ষুধায়-অন্নাভাবে কষ্ট পায়, ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ রাজার মূঢ়তাই তার কারণ। ।। ২১ ।।

তস্য ভৃত্যজনং জ্ঞাত্বা স্বকুটুম্বান্ মহীপতিঃ।
শ্রুতশীলে চ বিজ্ঞায় বৃত্তিং ধর্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।। ২২।।

অনুবাদ ঃ অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পোষ্যবর্গ কতগুলি, তাঁর শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান কিরকম, এসব বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে ধার্মিক রাজা নিজ কুটুম্বের অর্থ নিয়েও ঐ ব্রাহ্মণের জন্য ধর্মসঙ্গত বৃত্তিব্যবস্থা ক'রে দেবেন। ["ধর্ম্যা বৃত্তি"=ধর্মসঙ্গত বৃত্তি, যার দ্বারা তাঁর নিত্য (অবশ্যকরণীয়) কর্মকলাপ অনুষ্ঠিত হ'তে পারে। যদি রাজার কোষ ক্ষয়প্রাপ্তও হ'য়ে থাকে তবুও মহিষী, রাজপুত্র প্রভৃতি রাজকুটুম্বগণের জন্য যে ধন স্বতন্ত্র রক্ষিত আছে তা থেকেও কিছু নিয়ে ঐ ব্রাহ্মণকে দান করা কর্তব্য। এখানে "স্বকুটুম্বাৎ" এইরকম উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, মহা ধনশালী রাজার পক্ষেই এই বিধান। কারণ, আগেও বলা হয়েছে "সর্বপ্রকার রত্ন দান করবে" ইত্যাদি।] ।। ২২ ।।

কল্পয়িত্বাস্য বৃত্তিঞ্চ রক্ষেদেনং সমন্ততঃ।
রাজা হি ধর্মষড্ভাগং তস্মাৎ প্রাপ্নোতি রক্ষিতাৎ।। ২৩।।

অনুবাদ ঃ এইভাবে এই ব্রাহ্মণের বৃত্তিব্যবস্থা ক'রে তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। কারণ, তাঁকে রক্ষা করা হ'লে তিনি যে ধর্মকর্ম করবেন তার অর্জিত পুণ্যের ছয়

ভাগের এক ভাগ রাজা পাবেন ।। ২৩ ।।

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্ বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালং প্রেত্য জায়তে।। ২৪।।

অনুবাদ ঃ যজ্ঞের জন্য শূদ্রের নিকট ধন ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কখনও কর্তব্য নয়। কারণ, যজ্ঞ করতে মৃত্যুর পর প্রবৃত্ত হ'য়ে ঐভাবে অর্থ ভিক্ষা করলে চণ্ডাল হ'য়ে জন্মাতে হয়। [এখানে শূদ্রের কাছে কেবল ভিক্ষা করাটারই নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কোনও বস্তু যদি অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তা গ্রহণ করা দোষাবহ নয়। এইজন্য এইরকম কথিত আছে—"যেসকল দ্রব্য অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয় তা গ্রহণ করা হ'লে শিষ্টজনব্যবহারে এবং শাস্ত্র-অনুসারে তা অপ্রতিগ্রহের সমান বুঝতে হবে"। বস্তুতঃ যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করাই এখানে নিষিদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু পোষ্যবর্গ প্রতিপালন করবার জন্য প্রতিগ্রহ করা নিষিদ্ধ নয়।] ।। ২৪।।

যজ্ঞার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ।। ২৫।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা ক'রে তার সমস্তটা ঐ কাজে ব্যয় করে না, সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হ'য়ে থাকে। [অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্ত যা ভিক্ষা করা হ'য়েছে তা যদি অন্য প্রয়োজন নির্বাহ করবার জন্য ব্যয় করা হয়, অথবা, যজ্ঞ থেকে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ রেখে দেওয়া হয়, তা হ'লে তার ফলে কাকযোনি কিংবা ভাসযোনি অর্থাৎ শকুনিযোণি প্রাপ্তি ঘটে।] ।। ২৫ ।।

দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং বা লোভেনোপহিনস্তি যঃ।
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি।। ২৬।।

অনুবাদ ঃ যে লোক লোভবশতঃ দেবস্ব অর্থাৎ দেবতার ধন এবং ব্রহ্মণস্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সেই পাপিষ্ঠকে পরলোকে শকুনির উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে জীবন ধারণ করতে হয়। [যাগযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের যে অর্থ তাই 'দেবস্ব'। আবার কোনও ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞনিরত না হ'লেও তাঁর যে দ্রব্য তা 'ব্রাহ্মণস্ব'।—কেউ কেউ এইরকম অর্থ করে ন।]।। ২৬ ।।

ইষ্টিং বৈশ্বানরীং নিত্যং নির্বপেদব্দপর্যয়ে।
ক্৯প্তানাং পশুসোমানাং নিষ্কৃত্যর্থমসম্ভবে।। ২৭।।

অনুবাদ ঃ অবশ্যকরণীয় পশুযোগ এবং সোমযাগ করা যদি সম্ভব না হয়, তা হ'লে তার নিষ্কৃতির অর্থাৎ দোষ উপশমনের জন্য বৎসর সমাপ্ত হ'য়ে গেলে পরবৎসরের মুখে '**বৈশ্বানর-ইষ্টি**' নামক যাগ অবশ্য কর্তব্য।["অব্দপর্যয়" শব্দের অর্থ একটি বৎসর সমাপ্ত হ'য়ে আর একটি বৎসরের আরম্ভ। "ক্৯প্তানাং" শব্দের অর্থ শাস্ত্রবিহিত। "পশুসোমানাং"=পশুযাগ এবং সোমযাগের;—প্রতি ছয় মাস অন্তর কিংবা প্রতি বৎসরে পশুযাগ অবশ্য করণীয়। এইরকম বসন্তকালে সোমযাগ অবশ্য কর্তব্য। "অসম্ভবে"=অর্থাভাবাদিবশতঃ তা করা সম্ভব না হ'লে, "নিষ্কৃত্যর্থং"=নিত্য কর্ম না করলে যে দোষ হয় তা দূর করবার জন্য,—। এই নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ পশুযাগ এবং সোমযাগ অনুষ্ঠিত না হ'লে সেই নিমিত্ত তার বিনিময়ে বৈশ্বানর-ইষ্টি সম্পাদন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।] ।।২৭।।

আপৎকল্পেন যো ধর্মং কুরুতেঽনাপদি দ্বিজঃ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরত্রেতি বিচারিতম্।। ২৮।।

অনুবাদ : যে দ্বিজ অনাপৎকালে অর্থাৎ স্বস্থ অবস্থায় আপৎ কালে বিহিত ধর্মানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে ঐ ধর্মের ফল পায় না — এটি মহর্ষিদের দ্বারা কৃত স্থির সিদ্ধান্ত ।। ২৮ ।।

বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আপৎসু মরণাদ্ভীতৈর্বিধেঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ।। ২৯।।

অনুবাদ : বিশ্বদেবনামক দেবতা, সাধ্যগণ, ব্রাহ্মণেরা এবং মহর্ষিগণ প্রাণসংশয়রূপ অপৎকালে মুখ্যবিধি সোমাদিযাগের প্রতিনিধিরূপে বৈশ্বানরী প্রভৃতি ইষ্টিসম্পাদনের ব্যবস্থা করেছেন [কিন্তু সম্পৎ কালে তা কর্তব্য নয়] ।। ২৯ ।।

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্মতের্বিদ্যতে ফলম্।। ৩০।।

অনুবাদ : মুখ্যকল্পোক্ত কর্ম করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে লোক অনুকল্পোক্ত অর্থাৎ প্রতিনিধি বা তার অনুরূপ বিধির অনুষ্ঠান করে, তার পারলৌকিক কোনও ফল হয় না ।।৩০।।

ন ব্রাহ্মণো বেদয়েত কিঞ্চিদ্ রাজনি ধর্মবিৎ।
স্ববীর্যেণৈব তান্ শিষ্যান্মানবানপকারিণঃ।। ৩১।।

অনুবাদ : অভিচারবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজের প্রতি অন্যকৃত কোন অনিষ্টের কথা রাজাকে জানাবেন না, কিন্তু সেই অনিষ্টকারী লোকদের নিজের প্রভাবেই অভিচারাদি কর্মের দ্বারা দমন করবেন।

[শ্লোকটির তাৎপর্যার্থ এই যে, অভিচার করবার যদি কোন নিমিত্ত উপস্থিত হয়, তা হ'লে অভিচার করা দোষাবহ নয়। বস্তুতঃ এর দ্বারা যে অভিচার কর্মের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হচ্ছে তা নয় এবং রাজার নিকট নিবেদন করাও যে নিষিদ্ধ হচ্ছে তাও নয়। এ কথাই কেবল বলা হচ্ছে যে, অভিচার করবার যদি কোনও সঙ্গত কারণ থাকে, তা হ'লে যিনি অভিচার কর্মে প্রবৃত্ত হবেন তাঁকে কিছু বলা রাজার কর্তব্য হবে না। এইজন্য পরে মনু বলবেন, "ব্রাহ্মণ বিধানকর্তা, ব্রাহ্মণ শাসনকর্তা, ব্রাহ্মণ হিতাহিত উপদেশকর্তা" ইত্যাদি। "সেই অভিচারকর্মকারী ব্রাহ্মণকে রাজা যেন খারাপ কথা কিছু না বলেন" ইত্যাদি। এখানে "না বলেন" অংশের কর্তা রাজা, তা বোঝা যাচ্ছে। এখানে "শিষ্যাৎ"="নিজেই শাসন করবেন" এই প্রকার বিধি আছে বটে, তবুও রাজাকে তা নিবেদন করা উচিত। বস্তুতঃ রাজাকে নিবেদন করতে যে নিষেধ করা হচ্ছে তা নয়, কারণ উপসংহার শ্লোকের অর্থ পর্যলোচনা করলে এইরকম অর্থই পাওয়া যায় যে, ঐ নিষেধে তাৎপর্য নেই। "**কিঞ্চিৎ**" শব্দের অর্থ উৎপীড়নের নিমিত্ত— 'এ ব্যক্তি আমার এইরকম করেছে', এই কথা রাজাকে নিবেদন করবে না। "**ধর্মবিৎ**" শব্দের অর্থ যিনি অভিচার কর্মে অভিজ্ঞ।"**স্ববীর্যেণ**"=মন্ত্র কিংবা অভিশাপ দ্বারা। এ সম্বন্ধেই পরবর্তী শ্লোকটি।] ।। ৩১ ।।

স্ববীর্যাদ্রাজবীর্যাচ্চ স্ববীর্যং বলবত্তরম্।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্যেণ নিগৃহ্ণীয়াদরীন্ দ্বিজঃ।। ৩২।।

অনুবাদ : নিজের শক্তি এবং রাজশক্তি এই দুইটির মধ্যে নিজ শক্তিই প্রবল বা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য ব্রাহ্মণ নিজের শক্তির দ্বারাই শত্রুসমূহকে নিগৃহীত করবেন। [কখনও হয়তো এমন

হতে পারে যে, রাজা নিপুণ (শক্ত) না হওয়ার ঐ উৎপীড়নকারীকে দমন করতে তিনি উদ্যত না-ও হ'তে পারেন। কিন্তু নিজের শক্তি থাকলে কেউ কখনো তা উপেক্ষা করবে না; এইজন্য নিজ-বীর্যই শ্রেষ্ঠ।] ।। ৩২ ।।

শ্রুতীরথর্বাঙ্গিরসীঃ কুর্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ কোনও প্রকার বিবেচনা না ক'রে এরকম ক্ষেত্রে অথর্ববেদের আভিচারিক কর্মগুলি প্রয়োগ করবেন, কারণ মন্ত্রবাক্যই ব্রাহ্মণের অস্ত্রস্বরূপ। সুতরাং তার সাহায্যেই শত্রুদের বধ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। [ব্রাহ্মণের সেই স্ববীর্যটি কি, এইরকম জিজ্ঞাসা হ'লে তার উত্তরে এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। "শ্রুতি"=যা শ্রুত অর্থাৎ আম্নাত অর্থাৎ বেদমধ্যে উপদিষ্ট হয় তাকে বলে 'শ্রুতি'। অথর্ববেদে যেসব অভিচার প্রক্রিয়া আছে তা কর্তব্য, এই হ'ল তাৎপর্যার্থ। অথর্ব বেদমধ্যেই বেশীর ভাগ অভিচার বিধান আছে ব'লে এখানে কেবল তারই নামোল্লেখ করা হয়েছে। তাই ব'লে যে অন্য বেদমধ্যে তার অনুজ্ঞা নেই, এরকম নয়। অথবা, এখানে 'অথর্বাঙ্গিরস' বলতে অভিচার-প্রতিপাদক সকল প্রকার শ্রুতিকেই বোঝানো হয়েছে।]।।৩৩।।

ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ।
ধনেন বৈশ্যশূদ্রৌ তু জপহোমৈর্দ্বিজোত্তমঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ ক্ষত্রিয় নিজ বাহুবলে, বৈশ্য এবং শূদ্র ধনবলে, আর ব্রাহ্মণ জপ ও হোম প্রভাবে নিজ নিজ বিপদ্ থেকে উদ্ধার লাভ করতে চেষ্টা করবেন। ।। ৩৪ ।।

বিধাতা শাসিতা বক্তা মৈত্রী ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
তস্মৈ নাকুশলং ব্রূয়ান্ন শুষ্কাং গিরিমীরয়েৎ।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ বিধাতা অর্থাৎ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকারী, ব্রাহ্মণ শাসনকর্তা, ব্রাহ্মণ হিতাহিত উপদেশকর্তা, ব্রাহ্মণ সকলের প্রতি মৈত্রী সম্পন্ন— এইরকম কথিত আছে। সুতরাং সেই অভিচারকারী ব্রাহ্মণকে কেউ খারাপ কিছু বলবে না—কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করবে না। [এইভাবে ব্রাহ্মণের বাগ্‌দণ্ড এবং ধিক্-দণ্ড (ধিক্কার দেওয়া) নিষিদ্ধ হ'ল। অথবা অর্থটি এইরকম,—কোনও বর্ণের লোকেরই উচিত হ'বে না ব্রাহ্মণকে ক্ষুব্ধ করা, কারণ তিনি বেদবিদ্যাপ্রভাবে সকলকে শাসন করতে সমর্থ। "বিধাতা"=স্রষ্টা; "শাসিতা"=অন্য রাজার শাসনকর্তা; "বক্তা"=হিতোপদেশকর্তা। এইজন্য ব্রাহ্মণ "মৈত্র" অর্থাৎ মৈত্রীসম্পন্ন। কাজেই ব্রাহ্মণ যখন সকল প্রকার প্রশস্তিযুক্ত, তখন তাঁকে 'এ দুর্বল' এই প্রকার বিবেচনা ক'রে অবমানিত করা উচিত নয়।] ।। ৩৫ ।।

ন বৈ কন্যা ন যুবতির্নাল্পবিদ্যো ন বালিশঃ।
হোতা স্যাদগ্নিহোত্রস্য নার্তো নাসংস্কৃতস্তথা।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ অবিবাহিতা কন্যা, বিবাহিতা যুবতী নারী, অল্পবিদ্য লোক, মূর্খ, রোগগ্রস্ত এবং যার উপনয়ন-সংস্কার হয় নি, —এরা শ্রুতিতে উক্ত বা স্মৃতিতে উক্ত অগ্নিহোত্র হোমের অধিকারী হবে না।

[অগ্নিহোত্র কর্মের জন্য (নিজের অসামর্থ্য বা প্রতিবন্ধক ঘটলে) ঋত্বিকের উপর ভার দেবার বিধান আছে; যথা "স্বয়ং হোম করবে কিংবা অন্যের দ্বারা হোম করাবে" ইত্যাদি। কাজেই ঐ কাজে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই দুধ আহুতি দিতে পারে ব'লে কেউ হয়ত কন্যা

এবং যুবতী নারীর দ্বারাও তা করাতে পারে; এইজন্য ঐরকম করানো নিষেধ করা হচ্ছে। এইরকম,অগ্নিহোত্রে যে দুইটি আহুতি দেওয়া হয়, যে লোক কেবলমাত্র তারই বিধিবিধান জানে (কিন্তু অন্যান্য কাজে অনভিজ্ঞ) সেইরকম অল্পবিদ্য এবং মূর্খ ব্যক্তিও যদি তা করতে উদ্যত হয় এইজনও তারও নিষেধ করা হচ্ছে। "আর্ত" শব্দের অর্থ ব্যাধিপীড়িত; "অসংস্কৃত"=যার উপনয়ন-সংস্কার হয় নি।] ।। ৩৬ ।।

নরকে হি পতন্ত্যেতে জুহ্বতঃ স চ যস্য তৎ।
তস্মাদ্বৈতানকুশলো হোতা স্যাদ্‌বেদপারগঃ।। ৩৭।।

অনুবাদঃ এই কন্যা প্রভৃতিরা যদি হোম করে তা হ'লে তারা নরকে যায় এবং যার প্রতিনিধি হ'য়ে হোম করে সে ব্যক্তিও নরকে পতিত হয়। অতএব বেদাভিজ্ঞ শ্রৌতকর্মনিপুণ ব্যক্তিরই হোতা হওয়া উচিত। ।। ৩৭ ।।

প্রাজাপত্যমদত্ত্বাশ্বমগ্ন্যাধেয়স্য দক্ষিণাম্।
অনাহিতাগ্নির্ভবতি ব্রাহ্মণো বিভবে সতি।। ৩৮।।

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান ক'রে ধনসম্পত্তি থাকতে যদি ঐ কর্মের দক্ষিণারূপে প্রজাপতি-দেবতাকে অশ্ব দান না করেন তা হ'লে তিনি অনাহিতাগ্নি থেকে যান অর্থাৎ তাঁর ঐ অগ্ন্যাধান কর্মটি বিফল হয়।[অগ্ন্যাধান কর্মে অশ্ব দক্ষিণা দিতে হয়। ঐ অশ্বকে যে 'প্রাজাপত্য' (প্রজাপতি উহার দেবতা) বলা হয়েছে তা প্রশংসার জন্য, বুঝতে হবে। অথবা 'প্রাজাপত্য' শব্দের অর্থ যা অতি উৎকৃষ্ট নয় এবং অতি নিকৃষ্টও নয়। কারণ এরকম বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে লৌকিক ব্যবহারে 'প্রজাপতি' শব্দটি উদাহৃত হয়। এখানে "বিভবে সতি"=ধনসম্পত্তি থাকতে, এইরকম উক্ত হওয়ায় একথাই বোঝানো হচ্ছে যে, ধনসম্পত্তি না থাকায় যদি কেউ অশ্ব দান না করেন তা হ'লে তিনি অবশ্যই আহিতাগ্নি হবেন। অর্থাৎ তাঁর ঐ কর্মটি বিফল হবে না।] ।। ৩৮।।

পুণ্যান্যন্যানি কুর্বীত শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ন ত্বল্পদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজেতেহ কথঞ্চন।। ৩৯।।

অনুবাদ ঃ শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অন্যান্য পুণ্যকর্ম করতে পারেন, কিন্তু তিনি যেন কখনও অল্পদক্ষিণ-যাগ অর্থাৎ অল্প দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ না করেন। [যে যজ্ঞ যে পরিমাণ দক্ষিণা উপদিষ্ট হয়েছে তা থেকে অল্প দক্ষিণা যাতে দেওয়া হয় তা 'অল্পদক্ষিণ' যজ্ঞ। দক্ষিণা হ'লে ঋত্বিক্‌গণকে পরিক্রয় করা। লৌকিক কাজে মুটে-মজুরকে অল্প বেতনে যদি পাওয়া যায়, তা হ'লে কেউ যেমন বেশী মজুরী দিতে চায় না, সেইরকম যজ্ঞাদি কর্মেও যদি অল্প পরিক্রয় (দক্ষিণা) দিয়ে কাজ করবার লোক পাওয়া যায়, তা হ'লে বেশী দেওয়া হবে কেন? এইজন্য প্রবাদ আছে "যে দ্রব্যটি এক পণ মূল্য দিয়ে পাওয়া যায়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেটি দশ পণ দিয়ে কিনতে যান?" তবে যে যজ্ঞবিশেষে (জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে) 'একশ বারোটি ধেনু দক্ষিণা' এই নির্দেশ আছে তার অর্থ এই যে, ঐ পরিমাণ দক্ষিণা দিলে অধিক ফল হবে। যে ব্যক্তি যজ্ঞকর্মের দক্ষিণা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট থেকে কম দিলেও ফল হবে, এইরকম ধারণা করে তার পক্ষে যজ্ঞ করা নিষিদ্ধ, একথা এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে। তবে যেসব যজ্ঞের বিধিবাক্যেই অল্প দক্ষিণার নির্দেশ আছে এসব ব্যক্তির পক্ষে সেগুলির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ নয়]।।৩৯।।

ইন্দ্রিয়াণি যশঃ স্বর্গমায়ুঃ কীর্তিং প্রজাঃ পশূন্।
হন্ত্যল্পদক্ষিণো যজ্ঞস্তস্মান্নাল্পধনো যজেৎ।। ৪০।।

অনুবাদ ঃ যদি শাস্ত্রনির্দিষ্ট দক্ষিণা না দিয়ে অল্প দক্ষিণার দ্বারা যজ্ঞ সমাধান করা হয়, তা হ'লে সেই যজ্ঞ যজমানের চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়, শক্তি, যশ, স্বর্গ, আয়ু, কীর্তি, সন্তান এবং পশু নষ্ট ক'রে দেয়। এই জন্য অল্পধন ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করবেন না ।। ৪০ ।।

অগ্নিহোত্র্যপবিধ্যাগ্নীন্ ব্রাহ্মণঃ কামকারতঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসং বীরহত্যাসমং হি তৎ।। ৪১।।

অনুবাদ ঃ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যদি নিজ ইচ্ছামত যজ্ঞের অগ্নি উঠিয়ে দেন, তা হ'লে তাঁকে তার জন্য এক মাস চান্দ্রায়ণ করতে হবে; কারণ ঐ কাজটি বীরহত্যাস্বরূপ বলে গণ্য। ["অপবিধ্য" শব্দের অর্থ ত্যাগ ক'রে; আর ত্যাগ বলতে নিত্যাগ্নিহোত্র-কর্ম না করা কিংবা অগ্নি উদ্বাপন করা (উঠিয়ে দেওয়া)। প্রসঙ্গতঃ এখানে ঐ কর্মের যা প্রায়শ্চিত্ত তাও জানিয়ে দেওয়া হ'ল, কারণ বর্তমানে প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গের অলোচনা হচ্ছে; "অগ্নীন্" এখানে বহুবচন থাকায় গৃহ্য অগ্নি ত্যাগ করলে এরকম প্রায়শ্চিত্ত, তা কল্পনা ক'রে স্থির করা উচিত। এখানে যে "বীরহত্যাসমম্" এইরকম বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে এইরকম শ্রুতিবচন আছে "এ ব্যক্তি দেবগণের নিকট 'বীরহা' হ'য়ে থাকে" (যে লোক গৃহস্থাশ্রমে থেকে অগ্নি উদ্বাসন করে) ইত্যাদি। এখানে "কামকারতঃ"=ইচ্ছাপূর্বক স্বেচ্ছাচারিতাক্রমে,—এই নির্দেশ থাকায় অনিচ্ছাপূর্বক ত্যাগে কিরকম প্রায়শ্চিত্ত তা অবশ্য কল্পনা করতে হয়।] ।। ৪১ ।।

যে শূদ্রাদধিগম্যার্থমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
ঋত্বিজস্তে হি শূদ্রাণাং ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতাঃ।। ৪২।।

অনুবাদ ঃ যারা শূদ্রের নিকট থেকে অর্থ লাভ ক'রে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করে, তারা শূদ্রযাজী অর্থাৎ শূদ্রেরই যাজক; তারা বেদবিদ্ ব্যক্তিগণের নিকট নিন্দিত। [প্রীতি প্রভৃতিবশতঃ শূদ্র যদি কোনও অর্থ দেয় সেই অর্থ নিয়ে অগ্ন্যাধান কর্মটি করা উচিত নয়; কেউ কেউ এইভাবে ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। কিন্তু অগ্ন্যাধান করবার পর প্রতিদিন কোনও ব্যক্তি যদি নিত্যাগ্নিহোত্র কর্ম থেকে শূদ্রের অর্থ গ্রহণ করে এবং তা ঐ কর্মে ব্যবহার করে, তখন তা নিষিদ্ধ নয়] ।। ৪২ ।।

তেষাং সততমজ্ঞানাং বৃষলাগ্ন্যুপসেবিনাম্।
পদা মস্তকমাক্রম্য দাতা দুর্গাণি সন্তরেৎ।। ৪৩।।

অনুবাদ ঃ ঐ সব অজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা শূদ্রাগ্নিরই উপাসনা করে। যে শূদ্র ঐ সব অগ্ন্যুপাসনাকারীকে ধন দান করে, সে ঐ সব অজ্ঞান ব্যক্তিদের মাথার উপর পা দিয়ে সকল সঙ্কট থেকে মুক্ত হয় ।। ৪৩ ।।

অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ ঃ লোকে যদি শাস্ত্রবিহিত সন্ধ্যাবন্দনা - অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্য কর্ম অনবধানতা - আলস্য প্রভৃতিকারণে না করে, সুরাপান প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম করতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে [অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অন্নভোজন, চন্দনাদির দ্বারা অনুলেপন, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতিতে] অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহ'লে সে প্রায়শ্চিত্তার্দ্র হ'য়ে পড়ে ।। ৪৪ ।।

অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্বুধাঃ।
কামকারকৃতেঽপ্যাহুরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ।। ৪৫।।

অনুবাদঃ যদি অনিচ্ছাপূর্বক পাপকর্ম করা হয়, তা হ'লে সেরূপ ক্ষেত্রেই অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে, এই হ'ল জ্ঞানিগণের অভিমত। পরন্তু স্বেচ্ছাকৃত পাপাচরণেও প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করা যায়, কারণ 'শ্রুতিমধ্যে সেরকম নিদর্শন দৃষ্ট হ'য়ে থাকে', কেউ কেউ এমনও বলেন [স্বেচ্ছাপূর্বক যে পাপাচরণ করা হয় তাতে প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর হবে, একথা জানাবার জন্য এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। "অকামতঃ কৃতে পাপে" এর অর্থ-প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃ যদি শাস্ত্রবিধি বা নিষেধ লঙ্ঘন করা হয়; তা হ'লে সেরকম ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্ত করবার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কারণ যে ব্যক্তি নিষেধশাস্ত্র লঙ্ঘন ক'রে অকার্য (নিষিদ্ধ কর্ম) করতে প্রবৃত্ত হয় সে সেই কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। যেহেতু, যেখানে ইচ্ছাপূর্বক দোষ করা হয় সেখানে প্রায়শ্চিত্ত করতে নির্দেশ করা অনর্থক, এইরকম কেউ কেউ মনে করেন। বোঝানো হয়েছে যে, ইচ্ছাপূর্বকই হোক্ অথবা অনিচ্ছাপূর্বকই হোক্ যদি শাস্ত্রের বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করা হয় তা হ'লে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এই হ'ল শাস্ত্রের তাৎপর্য। "শ্রুতিনিদর্শনাৎ" এর জন্য বেদোক্ত লিঙ্গদর্শনরূপে বেদের 'উপহব্য-ব্রাহ্মণ'-স্থিত বর্ণনা উদাহরণ বুঝতে হবে। সেখানে এইরকম বর্ণনা আছে—'ইন্দ্র মুনিগণকে শালাবৃক অর্থাৎ বিশাল কুকুরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন' ইত্যাদি। আর তিনি যে ঐ মুণিগণকে অনিচ্ছাপূর্বক কুকুরে মুখে ফেলে দিয়েছিলেন, এটা হ'তে পারে না। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবার নিমিত্ত প্রজাপতি ইন্দ্রকে 'উপহব্য' করতে নির্দেশ দিয়াছিলেন, এই এখানকার পরিস্ফুট অর্থ।] ।। ৪৫ ।।

অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ ঃ অনিচ্ছাপূর্বক যে পাপ করা হয়, তা পুনঃপুনঃ বেদপাঠ দ্বারা ক্ষয় হয়, কিন্তু মূঢ়তাবশতঃ ইচ্ছাপূর্বক যে পাপ করা হয় তা বিশিষ্ট প্রায়শ্চিত্তসমূহের দ্বারাই শুদ্ধ হ'য়ে থাকে।।৪৬।।

প্রায়শ্চিত্তীয়তাং প্রাপ্য দৈবাৎ পূর্বকৃতেন বা।
ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তেঽকৃতে দ্বিজঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ ইহজন্মে দেবাৎ নিজ প্রমাদবশতঃ অনুষ্ঠিত কিংবা রোগাদি-সংসূচিত পূর্বজন্মের কর্মবশতঃ যদি কেউ প্রায়শ্চিত্তার্হ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে যতক্ষণ না প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, ততক্ষণ তার পক্ষে ধার্মিক ব্যক্তিগণের সাথে সংসর্গ করা উচিত নয়। ।। ৪৭ ।।

ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্বকৃতৈস্তথা।
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্যয়ম্।। ৪৮ ।।

অনুবাদ ঃ অধার্মিক লোকেদের মধ্যে কেউবা ইহজন্মের পাপাচরণের ফলে এবং কেউ বা জন্মান্তরীয় পাপাচরণের ফলে শরীরের মধ্যে কুনখী প্রভৃতি হ'য়ে রূপবিপর্যয় প্রাপ্ত হয়।।৪৮।।

সুবর্ণচৌরঃ কৌনখ্যং সুরাপঃ শ্যাবদন্ততাম্।
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগিত্বং দৌশ্চর্ম্যং গুরুতল্পগঃ।। ৪৯।।

পিশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সূচকঃ পূতিবক্ত্রতাম্।
ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যং তু মিশ্রকঃ।। ৫০।।

অনুবাদ ঃ যে লোক ব্রাহ্মণের সোনা চুরি করেছে সে তার দেহে কুনখিত্ব [disesed nails] প্রাপ্ত হয়, যে সুরাপান করে যে শ্যাবদন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ দণ্ড বিশিষ্ট [black teeth] হয়, ব্রাহ্মণ-হত্যারূপ দুষ্কর্মের ফলে অপরাধী ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়, এবং গুরুরপত্নীর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তি দুশ্চর্মা [অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ চর্মাবরণশূন্য] হয়। ।। ৪৯ ।।

পিশুনের [অর্থাৎ অন্যের কাছে কোনও লোকের অসাক্ষাতে তার অলীক কাল্পনিক দোষ যে কীর্তন করে, তার] পূতি-নাসিকতা [foulsmelling nose] হয়; সূচকের [অর্থাৎ কোনও লোকের যথার্থ দোষগুলি তার অসাক্ষাতে যে অন্যের নিকট বর্ণনা করে তার] পূতিবক্ত্রতা হয় অর্থাৎ সে দুর্গন্ধ - মুখত্ব প্রাপ্ত হয়; যে ধান্যাদি শষ্য অপহরণ করে, সে অঙ্গহীন হয়; এবং মিশ্রক [অর্থাৎ লাভের জন্য যে লোক একটি জিনিসের সাথে অন্য অপদ্রব্য ভেজাল দিয়ে বিক্রয় করে, সে] অধিকাঙ্গতা [একটি-দুটি বেশী আঙুল বেশী থাকা-রূপ দোষ] প্রাপ্ত হয়। ।। ৫০ ।।

অন্নহর্তাময়াবিত্বং মৌক্যং বাগপহারকঃ।
বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্রং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ।। ৫১।।

অনুবাদ ঃ যে অন্যের অন্ন অপহরণ করে, সে আময়াবী অর্থাৎ অজীর্ণ রোগী [dyspepsia] ও গুরুর বিনানুমতিতে অন্যের বেদপাঠ শুনে বেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তি মূকতা অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের বিকলতা [dumbness] প্রাপ্ত হয়; অন্যের কাপড়-চোপড় অপহরণ করলে সেই ব্যক্তি শ্বেতকুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত [white leprosy] হয়; এবং অন্যের ঘোড়া চুরি করলে ঐ চোর পঙ্গুতা [lameness] প্রাপ্ত হয়। ।। ৫১ ।।

দীপহর্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্বাপকো ভবেৎ।
হিংসয়া ব্যাধিভূয়স্ত্বং স্ফীতোঽনস্ত্র্যভিমর্ষকঃ।। ৫২।।

অনুবাদ ঃ প্রদীপচোর অন্ধ হয়; প্রদীপনির্বাণকারী ব্যক্তি কাণা অর্থাৎ একনেত্র হয়; প্রাণিহিংসাকারী বহুরোগগ্রস্ত এবং পরস্ত্রীকে ধর্ষণকারী ব্যক্তি বাতব্যাধিতে স্থূলদেহ হয় ।। ৫২।।

এবং কর্মবিশেষেণ জায়ন্তে সদ্বিগর্হিতাঃ।
জড়মূকান্ধবধিরা বিকৃতাকৃতয়স্তথা।। ৫৩।।

অনুবাদ ঃ এইরকম বিশেষ বিশেষ দুষ্কর্মের ফলে মানুষকে জড়, মূক, অন্ধ, বধির ও বিকৃত আকৃতিযুক্ত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং তারা সাধুজনদের দ্বারা নিন্দিত হয় ।। ৫৩ ।।

চরিতব্যমতো নিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেঽনিষ্কৃতৈনসঃ।। ৫৪।।

অনুবাদ ঃ এইসব কারণে পাপ ক'রে পাপ-স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করা নিত্য কর্তব্য। যারা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের নিষ্কৃতি সম্পাদন না করে, তারা দেহমধ্যে কুনখ-শ্যাবদন্ত প্রভৃতি কুৎসিত চিহ্ন ধারণ ক'রে জন্মগ্রহণ করে ।। ৫৪ ।।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ।

মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ।। ৫৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মহত্যা। নিষিদ্ধ সুরাপান, ব্রাহ্মণের সোনা অপহরণ ও গুরুপত্নীগমন - এইগুলিকে ঋষিগণ মহাপাতক বলেছেন; ঐসব মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে ক্রমিক একবৎসর সংসর্গ করাও মহাপাতক অতএব এই পাঁচটিকে মহাপাতক বলা হয়।

[এখানে বিশষত্ব এই যে, গুরুপত্নীগমন, বিশেষ প্রকার চৌর্য এবং, পতিত ব্যক্তির সাথে সংসর্গ করা-এগুলি সকল বর্ণের পক্ষেই মহাপাতক হবে; আর 'সুরাপান' কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই মহাপাতক ব'লে গণ্য হবে। 'স্তেয়' বলতে এখানে ব্রাহ্মণের সোনা অপহরণ করা বোঝাচ্ছে, কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে নির্দেশ আছে, "ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ করলে মহাপাতক হয়"। 'পাতক' শব্দটি যে-কোন প্রকার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন অর্থেই প্রযুক্ত হয়; কারণ, 'যা পাতিত করে তাই পাতক' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে পদটি সিদ্ধ হয় ব'লে পাতক-শব্দটি উপপাতক এবং মহাপাতক—সকল প্রকার অর্থই প্রকাশ করে। তবে 'মহাপাতক' শব্দে যে 'মহৎ' শব্দটি আছে তার দ্বারা গুরুত্ব অর্থাৎ গুরুতর পাতক, এইরকম অর্থ বোধিত হয়। তাদের সাথে সংসর্গ অর্থাৎ একজনেরও সাথে সংসর্গ। ঐ সংসর্গটি কিরকম তা পরে "সম্বৎসরেণ পততি" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হবে।]।।৫৫।।

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ সমুৎকর্ষের জন্য মিথ্যা কথা বলা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ না হ'য়েও নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দেওয়া, রাজার নিকট কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা যাতে তার প্রাণহানি হ'তে পারে এবং গুরুর নিকট মিথ্যা কথা বলা যাতে তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হ'তে পারে—এগুলি ব্রহ্মহত্যার সমান অর্থাৎ এগুলি 'অনুপাতক'।

["সমুৎকর্ষে" এখানে "চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি" এই উদাহরণের মতো নিমিত্তার্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়েছে। 'সমুৎকর্ষ' লাভ করব এই প্রত্যাশায় যে মিথ্যা কথা বলা হয় তা ব্রহ্মহত্যার সমান। যেখানে নিজেকে ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় কিংবা মহাকুলীন ব'লে পরিচয় দিলে অত্যধিক সম্মান কিংবা ধন লাভ করা যেতে পারে সেরকমক্ষেত্রে নিজে সেরকম না হ'লেও নিজেকে সেইভাবে প্রচার করা, অথবা যে লোক উৎকৃষ্ট পাত্রে দান ক'রে বেশী পুণ্য লাভ করতে ইচ্ছা করে তার নিকটে অপাত্রকে পাত্র ব'লে পরিচয় দেওয়া। এইগুলিই সমুৎকর্ষ-নিমিত্ত মিথ্যাভাষণ। পরন্তু ছোট খাট বিষয়ে কিছু উৎকর্ষ খ্যাপন করা হ'লে সেখানেও তা সমুৎকর্ষ হয় বটে কিন্তু তা মহাপাতকতুল্য নয়। "পিশুন"=অলীক বা কাল্পনিক পরচ্ছিদ্র প্রকাশ করা। "গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ"=অসত্য সমাচার ব'লে গুরুর চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তোলা। যেমন 'আপনার কন্যা (অবিবাহিতা) গর্ভিণী হয়েছে', এইভাবে বিনা প্রয়োজনে বিদ্বেষ ঘটানো। কিংবা রাজকুল (আদালত) আশ্রয় ক'রে তাঁর সাথে যে বিবাদ করা তাই 'নির্বন্ধ'; অথবা, মিথ্যা অভিশংসন (অভিযোগ) করাকে নির্বন্ধ বলা হয়। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যা অভিশংসন করা"—। এগুলি সব মহাপাতকতুল্য (অনুপাতক নামে প্রসিদ্ধ)] ।। ৫৬ ।।

ব্রহ্মোজ্‌ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতানাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ সুরাপানসমানি ষট্।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ অধীত বেদ ভুলে যাওয়া, বেদনিন্দা করা, কৌটসাক্ষ্য অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য

দেওয়া, সুহৃৎ বধ করা, গর্হিত এবং অর্থাৎ লশুন অখাদ্য দ্রব্য এবং অনাদ্য অর্থাৎ যা মনের প্রীতিকর নয় এমন খাদ্য ভক্ষণ করা—এই ছয়টি সুরাপানতুল্য পাতক।

[অভ্যাস না করার ফলে অধীত বেদ বিস্মৃত হওয়াকে বলে ব্রহ্মোজ্ঝতা। অথবা নিত্য যে স্বাধ্যায়বিধি তা পরিত্যাগ করা। পূর্বোক্ত সমুৎকর্ষ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া তা 'কৌটসাক্ষ্য'। "সুহৃদ্ বধ" =বন্ধুকে মেরে ফেলা,—। "গর্হিতানাদ্যয়োঃ",—'গর্হিত'=যা শাস্ত্রনিষিদ্ধ যেমন লশুন প্রভৃতি; "অনাদ্য"=যাহা মনের প্রীতিকর নহে,—যা খাবে না' এইরকম সঙ্কল্প করা হয়েছে; ঐসব বস্তু যদি খাওয়া হয়।]।। ৫৭ ।।

নিক্ষেপস্যাপহরণং নরাশ্বরজতস্য চ।
ভূমি-বজ্র-মণীনাঞ্চ রুক্ম-স্তেয়সমং স্মৃতম্।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ অন্যের গচ্ছিত রাখা বস্তু অপহরণ করা, মানুষ, ঘোড়া, রূপা, ভূমি, হীরা এবং মণি অপহরণ করা — এগুলি পূর্ববর্ণিত সুবর্ণ অপহরণের সমান পাতক ।। ৫৮ ।।

রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ সহোদরা ভগিনী, কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা নারী, অন্ত্যজনারী অর্থাৎ চণ্ডালজাতীয়া নারী, সখা এবং পুত্রের স্ত্রী—এদের যোনিতে রেতঃপাত করলে তা গুরুপত্নীগমনতুল্য পাতক বলে বুঝতে হবে। [সমানপাতক বা অনুপাতকে মহাপাতকের তুলনায় কম প্রায়শ্চিত্ত হবে। ৫৮-৫৯ শ্লোকে বর্ণিত বারো রকম পাতক অনুপাতক] ।। ৫৯ ।।

গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্য-পারদার্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ।। ৬০ ।।
পরিবিত্তিতানুজেনোঢ়ে পরিবেদনমেব চ।
তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ যাজনম্।। ৬১।।
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ।। ৬২।।
ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপনমেব চ।
ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ।। ৬৩।।
সর্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম চ।। ৬৪।।
ইন্ধনার্থমশুষ্কানাং দ্রুমাণামবপাতনম্।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা।। ৬৫।।
অনাহিতাগ্নিতা স্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া।। ৬৬।।
ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।
স্ত্রী-শূদ্র-বিট্-ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যং চোপপাতকম্।। ৬৭।।

অনুবাদ : গোহত্যা, অযাজ্যসংযাজ্য [অযাজ্য অর্থাৎ অবিরুদ্ধ অপাতকী শূদ্র প্রভৃতি তাদের সংযাজ্য অর্থাৎ যাজন অর্থাৎ পূজা প্রভৃতি ধর্মকর্ম ক'রে দেওয়া], পরস্ত্রী-গমন, আত্মবিক্রয় [অর্থাৎ গবাদি পশুর মতো নিজেকেও পরের দাসত্বে বিলিয়ে দেওয়া], গুরুত্যাগ [অধ্যাপনা করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের অধ্যাপক-গুরুকে ত্যাগ ক'রে অন্য অধ্যাপকের আশ্রয়-নেওয়া], পতিত না হওয়া সত্ত্বেও মাতাকে ও পিতাকে পরিত্যাগ [তাঁরা যদি পতিত হন তাহ'লে তাদের ত্যাগ করা শাস্ত্র সম্মত], স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ, অগ্নিত্যাগ অর্থাৎ গৃহ্য বা স্মার্তাগ্নিত্যাগ এবং পতিত নয় এমন গুণবান্ প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে ত্যাগ — এগুলি সব উপপাতক। ।। ৬০ ।।

সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ না করলে কনিষ্ঠ যদি বিবাহ করে তখন জ্যেষ্ঠ হয় 'পরিবিত্তি' আর কনিষ্ঠ হয় 'পরিবেত্তা; ঐ বিবাহকে বলে পরিবেদন। এরকম ক্ষেত্রে ঐ জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠকে কন্যাদান এবং তাদের ঐ বিবাহে বা অন্য কাজে যাজন করাও উপপাতক। এদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দর্শপূর্ণমাস-কর্মে যাজন অর্থাৎ ঋত্বিক্‌কর্ম করাও উপপাতক।। ৬১ ।।

অরজস্ক কন্যার দূষণ, বার্দ্ধুষিত্ব অর্থাৎ আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সুদ নিয়ে টাকা খাটিয়ে বৃত্তি নির্বাহ, ব্রতচ্যুতি [অর্থাৎ 'অমুকের বাড়ীতে ভোজন করা শিষ্ট জন নিষিদ্ধ, আমি সেখান কিছু খাবো না অথবা আমি উপবাস করবো' এই রকম সঙ্কল্পের নাম 'ব্রত' ; সেই সঙ্কল্প থেকে স্খলিত হওয়ার নাম ব্রত লোপ], তড়াগ, উদ্যান, পত্নী বা পুত্রকে বিক্রয় করা — এগুলি সব উপপাতক ।। ৬২।।

ব্রাত্যতা অর্থাৎ ষোল বৎসর অতীত হ'লেও উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত না হওয়া, পিতৃব্য-মাতুল প্রভৃতি বান্ধবকে পরিত্যাগ, বেতন নিয়ে বেদ অধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের কাছে বেদ অধ্যয়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয় — এগুলিও উপপাতক ।। ৬৩ ।।

রাজার অনুমতিতে বা আদেশে আকরভূমি অর্থাৎ স্বর্ণাদি দ্রব্যের উৎপত্তিভূমির উপর আধিপত্য, জলপ্রবাহের প্রতিবন্ধক মহাযন্ত্র অর্থাৎ বিশাল সেতু[বা বড়ো বাঁধ] প্রভৃতির প্রবর্তন, অশুষ্ক ওষধিসমূহের ছেদন, স্ত্র্যাজীব অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্পদের উপর নির্ভর ক'রে জীবনধারণ করা, অভিচারক্রিয়া [অর্থাৎ বৈদিক শ্যেন যাগাদি কর্ম বা শাপাদি-প্রয়োগ বা মন্ত্রপ্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা শত্রু - নিধন] এবং মূলকর্ম [অর্থাৎ মন্ত্রাদি প্রয়োগের দ্বারা অন্যকে বশীকরণ বা অন্যের অনিষ্ট সাধন] — এগুলি সব উপপাতক।।৬৪।।

জ্বালানি কাঠ করবার জন্য বড় বড় কাঁচা গাছ কেটে ফেলা, কেবলমাত্র নিজের জন্য অন্ন পাক করা এবং নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করা। — এগুলিও উপপাতক।

[যদি শুক্‌নো কাঠ মোটাই না পাওয়া যায় তা হলে ইন্ধনাদির জন্য (কাঁচা গাছ কেটে ফেলা) দোষের নয়। "ক্রিয়ারম্ভঃ"=অন্ন পাক করা। কারণ "আত্মার্থে পাক হবে না" এইভাবে নিষেধ আছে। এইজন্য 'ক্রিয়ারম্ভ' শব্দটির এইভাবে ব্যাখ্যা করা হল। যেহেতু ঐভাবে 'ক্রিয়ারম্ভ' হলে তার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ আছে এইজন্য সে সম্বন্ধে একটি নিষেধ কল্পনা করতে হয়। কারণ, যা নিষিদ্ধ নয় তার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ বচনও আছে "নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ আচরণ করলে প্রত্যবায় জন্মে"। তবে এখন যেভাবে নির্দেশ করা হচ্ছে তদনুসারে নিষেধ সিদ্ধ হ'লে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হ'তে পারে। আর তাতে কল্পনাগৌরবও হয় না। "নিন্দিতান্নাদনং"= নিষিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ। আগে বলা হয়েছে "নিন্দিত এবং অনাদ্য বস্তু ভক্ষণ করা পাপ"; সুতরাং আবার কিজন্য বলা হচ্ছে? (উত্তর)—এর দ্বারা বিকল্প বোধিত হচ্ছে। যদি ওটির অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হয়, তা হ'লে সে ক্ষেত্রে

পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত; আর যদি কেবল একবারমাত্রই ওটি করা হয় তা হ'লে এখানকার এই বিধান অনুসারে ব্যবস্থা হবে] ।। ৬৫ ।।

অধিকারী হ'য়েও অগ্ন্যাধান না করা, সুবর্ণ ভিন্ন অন্য দ্রব্য চুরি করা, শাস্ত্রীয় ঋণত্রয় [অর্থাৎ দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিপ্রভৃতির ঋণ] পরিশোধ না করা, বেদবিরোধী চার্বাকাদি শাস্ত্র আশ্রয় করা এবং নৃত্যগীত দ্বারা জীবিকা অর্জন করা উপপাতক। ।। ৬৬ ।।

ধান্যাদিশষ্য, কুপ্য [অর্থাৎ লোহা বা তামা-নির্মিত হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি জিনিস] এবং পশু চুরি, মদ্যপায়িনী নারীর সাথে সংসর্গ, স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়কে হত্যা এবং নাস্তিকতা [অর্থাৎ পরলোক নেই, দানধর্মাদিরও ফল নেই ইত্যাদি প্রকার চিন্তা] — এগুলি উপপাতক। ।। ৬৭ ।।

ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্যা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যয়োঃ।
জৈহ্ম্যঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্।। ৬৮।।

অনুবাদ ঃ দণ্ড বা হাতপ্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক পীড়া উৎপাদন, অঘ্রেয় অর্থাৎ স্বাভাবিক দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ [যেমন, লশুন, পেঁয়াজ, বিষ্ঠা প্রভৃতি] এবং মদ স্বেচ্ছায় আঘ্রাণ করা, জৈহ্ম্য অর্থাৎ কুটিলতা [অর্থাৎ অন্তঃকরণ পরিষ্কার না থাকা, একরকম বলা আর অন্য রকম করা], এবং পুরুষমৈথুন — এগুলি 'জাতিভ্রংশকর' পাপ ব'লে বিবেচিত হয় অর্থাৎ এতে জাতি নষ্ট হয়। ।।৬৮।।

খরাশ্বোষ্ট্রমৃগেভানামাজাবিকবধস্তথা।
সঙ্করীকরণং জ্ঞেয়ং মীনাহিমহিষস্য চ।। ৬৯।।

অনুবাদ ঃ গাধা, ঘোড়া, উট, হরিণ, হাতী, ছাগল ও ভেড়া মেরে ফেলা এবং মাছ, সাপ ও মহিষ বধ করা, এগুলি সব 'সঙ্করীকরণ' পাপ বুঝতে হ'বে; অর্থাৎ এগুলির দ্বারা পরে সঙ্গরজাতিত্ব প্রাপ্তি হয়।।৬৯।।

নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনম্।
অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়মসত্যস্য চ ভাষণম্।। ৭০।।

অনুবাদ ঃ নিষিদ্ধ ব্যক্তির নিকট থেকে বার বার ধন গ্রহণ, নিষিদ্ধ বাণিজ্য, শূদ্রের সেবা-পরিচর্যা, এবং মিথ্যা কথা বলা—এগুলি 'অপাত্রীকরণ' পাপ ব'লে জ্ঞাতব্য অর্থাৎ এর ফলে পাপী দান গ্রহণের অযোগ্য হয় [make the offender unworty of receiving gifts]।। ৭০ ।।

কৃমি-কীট-বয়ো-হত্যা মদ্যানুগত-ভোজনম্।
ফলৈধঃকুসুমস্তেয়মধৈর্য্যঞ্চ মলাবহম্।। ৭১।।

অনুবাদ ঃ কৃমি, কীট ও পাখী বধ করা, মদ্যযুক্ত পাত্রের সাথে অবস্থিত বস্তু ভোজন করা, ফল, কাঠ, ফুল চুরি করা এবং ধৈর্য পরিত্যাগ করা—এগুলি 'মলাবহ' পাতক ব'লে খ্যাত; কারণ, এগুলির দ্বারা চিত্তে মল উপস্থিত হয়।

['কৃমি' বলতে যেসমস্ত ক্ষুদ্র জন্তু মাটির উপর প'ড়ে থাকে। ঐ কৃমিজাতীয় জন্তুই একটু বড় হ'লে তাদের বলা হয় কীট; এদরে কারও কারও পালক থাকে আবার কারও কারও তা থাকে না; যেমন মাছি, ফড়িং প্রভৃতি। "বয়ঃ"=শুক, সারিকা প্রভৃতি পাখী। "মদ্যানুগত"=যাতে মদের সংস্পর্শ (ছিটা) লেগেছে অথবা মদের সন্নিহিত থাকায় যাতে মদের

গন্ধ যুক্ত হয়েছে। "অধৈর্য"—চিত্তের অস্থিরতা, অতি অল্প মানসিক আঘাতেই মূর্চ্ছা।] ।।৭১।।

এতান্যেনাংসি সর্বাণি যথোক্তানি পৃথক্ পৃথক্।
যৈর্যৈর্ব্রতৈরপোহ্যন্তে তানি সম্যঙ্ নিবোধত।। ৭২।।

অনুবাদ ঃ মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর-পাতক, সঙ্করীকরণ-পাতক, অপাত্রীকরণ-পাতক এবং মলাবহ-পাতক—এই সাত প্রকার পাতক যেভাবে বর্ণিত হ'ল, সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে যে ব্রতের দ্বারা অপগত বা নষ্ট হয়, তা আপনারা সম্যক্‌রূপে অবগত হোন্।।৭২।।

টীকা ঃ এতানীতি। এতানি ব্রহ্মহত্যাদীনি সর্বাণি পাপানি ভেদেন যথোক্তানি যৈর্যৈর্ব্রতৈঃ প্রায়শ্চিত্তরূপৈর্নশ্যন্তে তানি যথাবৎ শৃণুত।। ৭২।।

ব্রহ্মহা দ্বাদশ সমাঃ কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষ্যাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্।। ৭৩।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি বনে কুটীর নির্মাণ ক'রে বারো বৎসর বাস করবে। সে সর্বদা হত ব্যক্তির অথবা অন্য কোন শবের মস্তক চিহ্নরূপে ধারণ করবে এবং ভৈক্ষ দ্বারা জীবন ধারণ করবে; এসবের দ্বারা তার পাপশুদ্ধি হবে।

[বর্ষা, রৌদ্র এবং শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঘাস-পাতা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত আশ্রয়স্থল 'কুটী' নামে কথিত হয়। "সমাঃ"= বৎসর। "ভৈক্ষাশী"= আগে থেকে না ঠিক ক'রে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করা। "শবশিরঃ";— যে লোক নিহত হয়েছে তার অথবা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির মাথা; ধ্বজা নির্মাণ করে তাতে কাঠ প্রভৃতির দ্বারা নরমুণ্ড নির্মাণপূর্বক বেঁধে সকল সময় উঁচু ক'রে তু'লে ধরবে-কেউ কেউ এইরকম ব্যবস্থা বলেন।] ।। ৭৩ ।।

লক্ষ্যং শস্ত্রভৃতাং বা স্যাদ্বিদুষামিচ্ছয়াত্মনঃ।
প্রাস্যেদাত্মানমগ্নৌ বা সমিদ্ধে ত্রিরবাক্‌শিরাঃ।। ৭৪।।

অনুবাদ ঃ অথবা, কোনও ব্যক্তি তার দ্বারা কৃত ব্রহ্মবধের পাপ থেকে মুক্তির জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করছে তাদের জ্ঞাতসারে [অর্থাৎ তারা জানবে যে, এ ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, সে তার পাপক্ষয় করতে অভিলাষী] নিজ ইচ্ছায় তাদের অর্থাৎ ঐ ধনুর্ধরীদের লক্ষ্য হবে—এবং এইভাবে শরাদি বিদ্ধ হ'য়ে মৃত বা অর্দ্ধমৃত হ'বে। অথবা, প্রজ্বলিত অগ্নিতে মাথা নীচের দিকে ক'রে এমন ভাবে তিনবার ঝাঁপ দেবে, যাতে মৃত্যু হয়। ।। ৭৪ ।।

যজেত বাশ্বমেধেন স্বর্জিতা গোসবেন বা।
অভিজিদ্বিশ্বজিদ্ভ্যাং বা ত্রিবৃতাগ্নিষ্টুতাপি বা ।। ৭৫।।

অনুবাদ ঃ অশ্বমেধ যাগ করবে, অথবা স্বর্জিৎ অথবা গোসব যাগ করবে হবে না কিংবা অভিজিৎ যাগ অথবা বিশ্বজিৎ যাগ করবে, অথবা ত্রিবৃৎ-স্তোমযুক্ত অগ্নিষ্টুৎ যাগ করবে।।৭৫।।

জপন্ বান্যতমং বেদং যোজনানাং শতং ব্রজেৎ।
ব্রহ্মহত্যাপনোদায় মিতভুঙ্ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।। ৭৬ ।।

অনুবাদ ঃ অথবা মিতাহারী এবং সংযতেন্দ্রিয় [অর্থাৎ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ-বর্জিত] হ'য়ে থেকে শত যোজন পদব্রজে গমন করবে। ।। ৭৬ ।।

সর্বস্বং বেদবিদুষে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
ধনং বা জীবনায়ালং গৃহং বা সপরিচ্ছদম্।। ৭৭।।

অনুবাদ : অথবা কোনও ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ জাতিমাত্র-ব্রাহ্মণকে বধ করলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য বেদিবদ্ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দান করবে। কারণ, ধন, বাড়ী, এবং পরিচ্ছদ এগুলি একজনের জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থাৎ এগুলি দান করলে এর দ্বারা জীবনদানই হয়। [গো-হিরণ্যাদি যা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তা সবই দান করবে। ধন একটি জীবনের পক্ষে সমর্থ অর্থাৎ বিনিময় হ'তে পারে। সেই পরিমাণ ধন দান করা হ'লে অন্যকে একটি জীবনই দেওয়া হয়, এরকমই এখানে সাদৃশ্য বিবক্ষিত। ঘর এবং পরিচ্ছদ বলতে এখানে পরিচ্ছদ শব্দটির দ্বারা গৃহের উপকরণ ঘি তেল, ধান্যাদি, হাঁড়ী, কড়া প্রভৃতি, লোহা, তামা, পিতল, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্তই বোঝাচ্ছে। ।। ৭৭ ।।

হবিষ্যভুগ্‌বানুসরেৎ প্রতিস্রোতঃ সরস্বতীম্।
জপেদ্বা নিয়তাহারস্ত্রির্বৈ বেদস্য সংহিতাম্।। ৭৮।।

অনুবাদ : অথবা হবিষ্যাশী হ'য়ে সরস্বতী নদীর প্রত্যেকটি স্রোত ধ'রে যাবে। অথবা সংযতাহারী হ'য়ে তিন বার বেদ-সংহিতা পাঠ করবে। ['হবিষ্য' শব্দের অর্থ মুনিজনের ভোজ্য নীবার প্রভৃতি এবং গ্রাম্য অন্ন, দুধ, ঘি প্রভৃতি। "প্রতিস্রোতঃ"=প্রত্যেকটি স্রোত ধ'রে, সরস্বতীর যতগুলির স্রোত হবে তা অনুসরণ করবে। "নিয়তাহারঃ"=আহার নিবৃত্তি ক'রে। "বেদসংহিত্যম্"= মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ,—তিন বার পাঠ করবে।] ।। ৭৮ ।।

কৃতবাপনো নিবসেদ্ গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা।
আশ্রমে বৃক্ষমূলে বা গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ।। ৭৯।।

অনুবাদ : [পূর্বোক্ত দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রতের বিশেষ প্রকার এবং কিছু বৈকল্পিক ধর্মের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।] অথবা, কেশ-নখ-শ্মশ্রু ছেদন ক'রে, গো-ব্রাহ্মণের হিতে নিযুক্ত থেকে গ্রামসমীপে, গোশালায় কিংবা আশ্রমের বৃক্ষমূলে বাস করতে থাকবে ।। ৭৯ ।।

ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সদ্যঃ প্রাণান্ পরিত্যজন্।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ।। ৮০।।

অনুবাদ : ঐ সব স্থানে বিপদে পতিত ব্রাহ্মণ বা গরুকে রক্ষা করতে গিয়ে ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি যদি সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে, তাতেই ঐ গোব্রাহ্মণের রক্ষকরূপ ব্রহ্মঘাতী ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে [যদি গো-ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করতে নাও পারে, তবুও প্রাণত্যাগ করলেই তার পাপমুক্তি হবে, আর যদি গো-ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করতে পরে তাহ'লে প্রাণত্যাগ না করলেও, পাপমুক্ত হবে।] ।। ৮০ ।।

ত্র্যবরং প্রতিযোদ্ধা বা সর্বস্বমবজিত্য বা।
বিপ্রস্য তন্নিমিত্তে বা প্রাণলাভে বিমুচ্যতে।। ৮১।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণের সর্বস্ব যেখানে দস্যুতে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে কম পক্ষে তিন বার শস্ত্র নিয়ে বাধা দিলে [কিংবা যুদ্ধ ক'রে ক্ষতবিক্ষত হ'লে], কিংবা দস্যুকর্তৃক অপহৃত ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ধনসম্পৎ ঐ দস্যুদের পরাস্ত ক'রে ফিরিয়ে আনলে, অথবা দস্যু কর্তৃক ধন অপহৃত হ'তে দেখে দুঃখে অভিভূত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত ব্রাহ্মণকে সেই দ্রব্যের সমান পরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রাণ বাঁচালেও ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি পাপমুক্ত হয়।। ৮১ ।।

এবং দৃঢ়ব্রতো নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
সমাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।। ৮২।।

অনুবাদ ঃ এই ভাবে নিত্যব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে এবং দৃঢ়ব্রত হ'য়ে একাগ্র চিত্তে দ্বাদশবৎসরকাল শুদ্ধসত্ত্বভাবে ব্রতপরায়ণ হ'য়ে থাকলে, দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হ'য়ে যায়।।৮২।।

শিষ্ট্বা বা ভূমিদেবানাং নরদেবসমাগমে।
স্বমেনোঽবভৃথস্নাতো হয়মেধে বিমুচ্যতে।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ [এখানে শেষ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হচ্ছে —] অথবা, যেখানে অশ্বমেধযজ্ঞ উপলক্ষ্যে যজমান-রাজা উপস্থিত হয়েছেন [= নরদেবসমাগমে] সেখানে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের [ভূমিদেবানাম্] কাছে নিজের পাপের [= স্বম্ এনঃ] কথা খ্যাপন ক'রে [= শিষ্ট্বা] ঐ যজ্ঞের অবভৃত নামক কর্ম অনুষ্ঠানের সময় স্নান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় ।। ৮৩ ।।

ধর্মস্য ব্রাহ্মণো মূলমগ্রং রাজন্য উচ্যতে।
তস্মাৎ সমাগমে তেষামেনো বিখ্যাপ্য শুধ্যতি।। ৮৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ হ'লেন ধর্মের অর্থাৎ ধর্মরূপ বৃক্ষের মূল অর্থাৎ গোড়া, এবং ক্ষত্রিয় ঐ ধর্মবৃক্ষের অগ্রভাগ অর্থাৎ ডগা। অতএব যে সময়ে এই মূল ও অগ্রভাগের মিলন হয় তখন তাঁদের কাছে আত্মপাপ নিবেদন করলে পাপ থেকে শুদ্ধ হওয়া যায়। [অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান ক্ষত্রিয় এবং ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের মিলনকালে নিজ দোষ খ্যাপন করা উচিত — এই হ'ল শ্লোকটির তাৎপর্য।] ।। ৮৪ ।।

ব্রাহ্মণঃ সম্ভবেনৈব দেবানামপি দৈবতম্।
প্রমাণঞ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মাত্রৈব হি কারণম্।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ নিজের জন্মের কারণেই দেবতাগণেরও দেবতাস্বরূপ এবং সকল লোকের মধ্যে প্রমাণস্বরূপ অর্থাৎ সকল মানুষের নির্ভরযোগ্য [অর্থাৎ যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করা যায়, সেইরকম ব্রাহ্মণের কথার উপরও নির্ভর করা যায়। ব্রাহ্মণের কথায় কেউ সংশয় প্রকাশ করে না]; কারণ, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ, অর্থাৎ বেদধারণ ও তার অর্থনিরূপণ ব্রাহ্মণের অধীন — এটাই এক্ষেত্রে একমাত্র কারণ। [বেদ বাক্য অনুসারে ব্রাহ্মণ অদৃষ্ট বিষয়ে যে উপদেশ দেন লোকে তা প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করে।] ।। ৮৫ ।।

তেষাং বেদবিদো ব্রূয়ুস্ত্রয়োঽপ্যেনঃসু নিষ্কৃতিম্।
সা তেষাং পাবনায় স্যাৎ পবিত্রং বিদুষাং হি বাক্।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্তত তিন জন বেদবিৎ পাপশুদ্ধির জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করেন তাই শুদ্ধি সম্পাদন করবে। কারণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের বাণী পবিত্র।

[প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির পক্ষে যে পরিষদের নিকট গমন করা কর্তব্য তাই এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে। সেই পরিষদের লক্ষণ এই—'তিন জন বেদবিৎ ব্রাহ্মণের সমষ্টি হবে পরিষৎ'।] ।। ৮৬ ।।

অতোঽন্যতমমাস্থায় বিধিং বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং ব্যপোহত্যাত্মবত্তয়া।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্তের যে সব ব্যবস্থা বলা হ'ল এগুলির যে-কোন একটি একাগ্রমনে অনুষ্ঠান করতে থেকে শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস রাখলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্ত হ'তে পারবে।

[সর্বপ্রকার ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্তের উপসংহাররূপে এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। এখানে যদিও 'বিপ্র' এই কথাটি বলা হয়েছে, তবুও এর দ্বারা সকল বর্ণের লোকই লক্ষিত হয়েছে। "ব্যপোহতি"=দূর করে। "আত্মবত্তয়া"—শব্দের অর্থ = আত্মজ্ঞানরূপে ; শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিষয়ে 'এটি এইরকম' এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় ব্যক্তিকে এখানে "আত্মবান্' বলা হয়েছে। ঐ ব্যক্তির এটাই দৃঢ় ধারণা যে 'শাস্ত্রার্থ অন্যথা হ'তে পারে না'।] ।। ৮৭।।

হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতং চরেৎ।
রাজন্যবৈশ্যৌ চেজানাবাত্রেয়ীমেব চ স্ত্রিয়ম্।। ৮৮।।

অনুবাদ ঃ গর্ভস্থ সন্তান স্ত্রী কি পুরুষ তা যেখানে জানা যায় না সেইরকম গর্ভবধ করলে— অর্থাৎ ভ্রূণ হত্যা করলে, কিংবা যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অথবা 'আত্রেয়ী' নারী — এদের বধ করলে ঐ পূর্বোক্ত ব্রতই প্রায়শ্চিত্তরূপে করণীয়।

['গর্ভ' বলতে এখানে ব্রাহ্মণ-জাতীয় গর্ভই বোধিত হচ্ছে। যদি কারও দ্বারা গর্ভপাত করানো হয়। "অবিজ্ঞাতং"= স্ত্রী অথবা পুরুষ এদের কোনও লক্ষণ যেখানে জানা যায় নি। যদি তা জানা যায় তা হ'লে স্ত্রী অথবা পুরুষ যেরকম জানা যাবে সেইরকম প্রায়শ্চিত্ত হবে। স্ত্রীলোকটিকে বধ না করলে তার গর্ভ বধ করা কিভাবে সম্ভব? উত্তরে বলা বলা হয় — ঔষধাদি প্রয়োগ ক'রে গর্ভপাত করানকেই বলা হয় **গর্ভবধ**। "এতদেব"= এটাই ; এখানে একবচনে প্রয়োগ থাকায় সন্নিহিত যে 'দ্বাদশবার্ষিক ব্রত' তাই বোধিত হচ্ছে। কেউ কেউ এইরকম বলেন যে, "এতৎ"- শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে শুদ্ধিকারণকে নির্দেশ করা হয়েছে; কাজেই এখানে পূর্বোক্ত সব কয়টি প্রায়শ্চিত্তেরই অতিদেশ বোঝাচ্ছে। "ঈজান = ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য"; ঈজান শব্দের অর্থ 'যজমান' অর্থাৎ যারা যাগ করাচ্ছে। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে "সোমযাগানুষ্ঠানে ব্যাপৃত রাজন্য এবং বৈশ্য"। অতএব যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সোমপান (সোমযাগ) আরম্ভ করেছে, তাদের বধ করা হ'লেই এই বিধান, কিন্তু যারা দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে ব্যাপৃত তাদের বধে এ নিয়ম নয়। বস্তুতঃ যেরকম লিঙ্গদর্শন (জ্ঞাপক বচন) আছে তা থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যে-কোনও যাগে নিরত থাকলেই হ'ল; সেরকম ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বধে উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। আত্রেয়ী শব্দের অর্থ ঋতুমতী নারী।]।। ৮৮ ।।

উক্ত্বা চৈবানৃতং সাক্ষ্যে প্রতিরুধ্য গুরুং তথা।
অপহৃত্য চ নিঃক্ষেপং কৃত্বা চ স্ত্রীসুহৃদ্বধম্।। ৮৯।।

অনুবাদ ঃ গুরুতর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে, গুরুর নামে মিথ্যা কুৎসা করে, গচ্ছিত রাখা জিনিস যদি অপহরণ করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে বধ করে এবং ব্রাহ্মণভিন্নজাতীয় সুহৃৎকে বধ করে, তা হ'লে ঐ প্রকার ব্রহ্মহত্যার জন্য বিহিত প্রায়শ্চিত্ত হবে।।৮৯।।

ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা প্রমাপ্যাকামতো দ্বিজম্।
কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে।। ৯০।।

অনুবাদ : ব্রহ্মহত্যার এই যে নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত বলা হ'ল এগুলি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণবধ করা হ'লে [প্রমাণ্য = বধ ক'রে] সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কিন্তু কেউ যদি জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্বক কোনও ব্রাহ্মণকে বধ করে, তা হ'লে তার পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত বিধান নয়, কিন্তু অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হবে। ।। ৯০ ।।

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ।। ৯১।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যদি মোহবশতঃ সুরাপান করে, তা হ'লে তার প্রায়শ্চিত্তরূপে তাকে আগুনের মতো উত্তপ্ত সুরা পান করতে হবে। তাতে তার শরীর নিঃশেষে দগ্ধ হ'য়ে মৃত্যু হ'লে তবে সে সেই পাপ থেকে মুক্ত হ'তে পারবে।

[এখানে যে 'দ্বিজ' শব্দটি আছে তার দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণকেই বোঝান হচ্ছে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হয়েছে "ব্রাহ্মণ সুরা পান করলে তার সর্বাঙ্গে উত্তপ্ত সুরা ঢেলে দেবে"। এখানে "মোহাৎ" এটি অনুবাদস্বরূপ। "অগ্নিবর্ণাৎ",—এখানে 'বর্ণ' শব্দটির দ্বারা সামান্য (সমানতা অর্থাৎ অগ্নির সমান উত্তপ্ত) এইরকম অর্থ বোঝাচ্ছে। এইজন্যই বলা হয়েছে "শরীর নির্দগ্ধ হ'লে মুক্ত হবে" ।]।।৯১।।

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্ গোশকৃদ্রসমেব বা।। ৯২।।

অনুবাদ : অথবা অগ্নির মতো উত্তপ্ত গোমূত্র, জল, দুধ, ঘি, কিংবা গোময়জল ততক্ষণ ধরে পান করতে থাকবে, যতক্ষণ না মরণ হয়।

[এটি অন্য প্রায়শ্চিত্ত; এই গোমূত্রাদিও অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত হবে। গোমূত্র প্রভৃতি ঐ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যগুলি নির্দেশ করবার কারণ এই যে, অন্য প্রকারে মৃত্যু বরণ করলে চলবে না। 'সুরা' বলতে পৈষ্টী সুরা অর্থাৎ তণ্ডুলপিষ্ট-নির্মিত (ধেনো) সুরা বোঝাচ্ছে, কারণ 'সুরা' শব্দের এটির মুখ্য অর্থ; অন্য প্রকার মাদক দ্রব্যকে যে সুরা বলা হয় তা গৌণ প্রয়োগ। সেটি ইচ্ছাপূর্বক সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। কারণ পরে আচার্য্য স্বয়ং "অজ্ঞানপূর্বক সুরাপান করলে পুনরায় সেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার করলে তবে সে শুদ্ধ হবে"। 'অগ্নিবর্ণ' শব্দের অর্থ অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত, এইরকম বুঝতে হবে। এইজন্য বলেছেন, "আ মরণাৎ"= যতক্ষণ না মরণ হয়। ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকদের পক্ষেও সুরাপান নিষিদ্ধ। এইজন্য বশিষ্ঠস্মৃতিতে বলা হয়েছে "ঐ সুরার দ্বারা ব্রাহ্মণী 'সুরাপী' হ'য়ে পড়ে। সেই সুরাপী নারীকে দেবগণ পতিলোকে নিয়ে যান না। সেই ক্ষীণপুণ্যা নারী ইহজগতেই সূক্ষ্ম শরীরে ঘুরে বেড়ায়। এবং পরে জলে জলভুক্ হ'য়ে জন্মে" ইত্যাদি।]।। ৯২।।

কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকং বা সকৃন্নিশি।
সুরাপানাপনুত্ত্যর্থং বালবাসা জটী ধ্বজী।। ৯৩।।

অনুবাদ : অনিচ্ছাপূর্বক সুরাপান করলে ব্রাহ্মণ গোরুর লোমনির্মিত বস্ত্র পরিধান ক'রে জটাধারণপূর্বক মদ্যপানের পত্রটি ধারণ ক'রে এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র রাত্রিকালে তুষের সাথে তণ্ডুলকণা অথবা তিলের খৈল ভক্ষণ ক'রে থাকবে; এইরকম করলে তার ঐ সুরাপানজনিত পাপের শুদ্ধি হবে।

[জীবনসংশয় হ'লে ঔষধরূপে যে সুরাপান তারই এই প্রায়শ্চিত্ত; অন্য কেউ খাইয়ে দিলেও

এইরকম করতে হবে। আর অজ্ঞানপূর্বক যদি সুরাপান করা হয় তা হ'লে 'তপ্তকৃচ্ছ' ক'রে পুনরায় সংস্কার কর্তব্য, একথা পরে বলা হবে। সকৃৎ = একবার মাত্র; এটি তণ্ডুলকণা এবং পিণ্যাক (খইল) উভয় স্থলেই প্রযোজ্য। "নিশি"= নিশাকালে। "বালবাসাঃ",—গোলোম, ছাগলোম প্রভৃতি থেকে নির্মিত বস্ত্র। "জটী",—শিখা অথবা অন্য কেশ জটা হ'য়ে যাবে। "ধ্বজী",—মদের ঘট প্রভৃতি পাত্র সর্বদা ধ্বজা অর্থাৎ চিহ্নরূপে থাকবে।] ।। ৯৩ ।।

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।। ৯৪।।

অনুবাদ ঃ সুরা হ'ল অন্নের মলস্বরূপ; আবার পাপকে মল বলা হয়। এই কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এদের পক্ষে সুরাপান করা কর্তব্য নয়। ।। ৯৪ ।।

গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ।। ৯৫।।

অনুবাদ ঃ গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরা। ["surā one must know to be of three kinds, that distilled from molasses, that distilled from ground rice, and that distilled from madhūka-flowers "] এদের মধ্যে একটি যেমন ব্রহ্মণাদি তিন বর্ণের কারও পেয় নয় ব্রাহ্মণাদির পক্ষে সেইরকম ঐ সব কয়টিই পেয় নয়।

[গুড় থেকে যা প্রস্তুত হয় তা গৌড়ী। যারা আখেররস থেকেই মদ্য প্রস্তুত করে তাদের ঐ মদও গৌড়ী সুরা। ; কারণকে কার্যরূপে গৌণভাবে উল্লেখ করা যায় ব'লে ঐ প্রকার আখেররস-সম্ভূত সুরাকে 'গৌড়ী' বলা বিরুদ্ধ নয়। মধুর বিকার (সন্ধান-সহকৃত অবস্থান্তর প্রাপ্তি) বা পরিণামবিশেষকে 'মাধ্বী' বলা হয়। বিকারবৃত্তিতে মধুকে 'মাধ্বীক' বলা হ'য়ে থাকে। সদ্যঃ নিষ্কাসিত যে মৃদ্বীকা (আঙ্গুর-মনাক্কা) রস যতক্ষণ না তা মদ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ তা পান করা নিষিদ্ধ নয়। কারণ, অবিকৃত মধু বা মাধ্বীক পান করা অনুমোদিত। আর যেখানে 'মদ' শব্দ উল্লেখ ক'রে নিষেধ আছে সেখানেও সেই দ্রব্যটি যদি মদশক্তিযোগ প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ তাতে যদি মত্ততা উৎপাদন করবার শক্তি উৎপন্ন না হয়, তা হ'লে নিষিদ্ধ নয়। কারণ, সেরকম পদার্থকে মদ ব'লে উল্লেখ করা হয় না।] ।। ৯৫ ।।

যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ।। ৯৬।।

অনুবাদ ঃ মদ, মাংস, ত্রিবিধ সুরা এবং আসব অর্থাৎ বিশেষ একধরণের মদ — এগুলি যক্ষ, রক্ষ এবং পিশাচ প্রভৃতি ঘৃণ্য জীবদের পেয় [কারণ, তাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নেই] । দেবতার উদ্দেশ্যে চরু-পুরোডাশ প্রভৃতি যে সমস্ত হবির্দ্রব্য প্রদান করা হয়, ব্রাহ্মণ সেগুলি ভক্ষণ করার অধিকারী; সুতরাং পিশাচ প্রভৃতির খাদ্য যে মদমাংস প্রভৃতি, তা ভোজন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয় ।। ৯৬ ।।

অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ।
অকার্যমন্যৎ কুর্যাদ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।। ৯৭।।

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ সুরাপানে মত্ত হ'য়ে অপবিত্র জায়গার উপর গিয়ে পড়বে, নাকি বেদবাক্য অনধিকারীর কাছে ঠিকমত উচ্চারণ করবে, না মদমোহিত হয়ে অন্য যে কোনও অকাজ ক'রে

বসবে তার কিছু ঠিক নেই ।। ৯৭ ।।

যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি।। ৯৮।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রাহ্মণের দেহমধ্যস্থিত বেদব্রহ্ম একবারও মদের দ্বারা সংসৃষ্ট হয় তার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হ'য়ে যায়, এবং সে ব্যক্তি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। [বেদ অধ্যয়ন করবার পর তা হৃদেয় সংস্কাররূপে থেকে যায়; কাজেই ব্রাহ্মণের ঐ হৃদয়কে ব্রহ্ম (বেদ) বলা হয়। এ কারণে ব্রাহ্মণের হৃদয় যদি মদের দ্বারা প্লাবিত হয়, তা হ'লে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। এখানে 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দটি উল্লেখ করবার কারণ এই যে, এর দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে সকল প্রকার মদ যে নিষিদ্ধ তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে কেবল পৈষ্টী সুরাই নিষিদ্ধ, দেখানো হচ্ছে ।। ৯৮।।

এষা বিচিত্রাভিহিতা সুরাপানস্য নিষ্কৃতিঃ।
অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সুবর্ণস্তেয়নিষ্কৃতিম্।। ৯৯।।

অনুবাদ ঃ সুরাপানের ফলে যে পাপ হয় এইভাবে তার ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত বলা হ'ল। এখন সোনা অপহরণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যে সোনার অধিকারী সেইরকম অন্যূন এক তোলা পরিমাণ সোনা চুরি করলে তার প্রায়শ্চিত্ত কি তা বলা হচ্ছে ।। ৯৯ ।।

সুবর্ণস্তেয়কৃদ্বিপ্রো রাজানমভিগম্য তু।
স্বকর্ম খ্যাপয়ন্ ব্রুয়াম্মাং ভবাননুশাস্ত্বিতি।। ১০০।।

অনুবাদ ঃ কোনও ব্রাহ্মণ অন্য কোনও ব্রাহ্মণের সোনা অপহরণ করলে ঐ পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে গিয়ে নিজ-কর্ম প্রকাশ ক'রে বলবে, 'আমি কুকাজ করেছি; আপনি আমায় দণ্ড দিন'।

[ব্রাহ্মণ যার স্বত্বাধিকারী সেইরকম সোনা (কমপক্ষে এক তোলা পরিমাণ) চুরি করলে তারই এই প্রায়শ্চিত্ত। যদিও মূল শ্লোকে অপহরণকারী 'বিপ্র' এইরকম উল্লেখ আছে, তবুও তার দ্বারা চার বর্ণের ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। কারণ, ক্ষত্রিয়-প্রভৃতিরাও যদি ঐ রকম চুরি করে তার জন্য অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হয় নি। "মাম্ অনুশাস্তু" = আমার নিগ্রহ (দণ্ড) বিধান করুন। রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে ঐ কথা বলতে হবে। এখানে যে 'রাজা' শব্দটি আছে তা কেবল ক্ষত্রিয়-জাতিবাচক নহে, কিন্তু দেশের যিনি অধিপতি তাঁকেই 'রাজা' বলা হয়েছে।] ।। ১০০ ।।

গৃহীত্বা মুষলং রাজা সকৃদ্ হন্যাত্তু তং স্বয়ম্।
বধেন শুধ্যতি স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসৈব তু।। ১০১।।

অনুবাদ ঃ রাজা একটি মুষল [মুগুর] নিয়ে তার দ্বারা স্বয়ং সুবর্ণাপহরণকারীকে আঘাত করবেন। ঐ সুবর্ণচোর এইভাবে আঘাতে বধ প্রাপ্ত হ'লে শুদ্ধ হবে; কিন্তু ব্রাহ্মণচোর কেবল তপস্যা দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। ['মুষল' এক প্রকার দণ্ড; এটি লোহার হ'তে পারে অথবা কাঠেরও হ'তে পারে। "সকৃৎ"=একবার, "স্বয়ং"=নিজে; — এই দুইটি শব্দের অর্থ বিবক্ষিত অর্থাৎ অন্যে প্রহার করলে হ'বে না এবং একবারের বেশীও প্রহার করা চলবে না, তাতে সে মরুক আর নাই মরুক। "বধেন শুধ্যতি" ;—একবার প্রহারের ফলে মরণ হোক্ আর নাই হোক্ ঐ প্রকার মুষল প্রহার দ্বারাই সে শুদ্ধ হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঐ অপহরণকারী হয় তা হ'লে

সে কেবল বক্ষ্যমাণ তপস্যার দ্বারাই শুদ্ধ হবে (তার বধ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে বধ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ)। এখানেও 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির অর্থ বিবক্ষিত নয় এইজন্য পরে 'দ্বিজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কেবল তপস্যার দ্বারাই শুদ্ধ হবে কিন্তু অন্য বর্ণের লোক পূর্বোক্ত—প্রকার প্রায়শ্চিত্ত অথবা বক্ষ্যমাণ তপোরূপ—প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হ'তে পারবে। যদিও কৃষ্ণল (পাঁচ রতি সোনা) গ্রহণ করলে মহাপাতক হয় তবুও এক শ (রতি) সোনা গ্রহণ করলে তবেই মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে। এইজন্য তার দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত তুল্য প্রকার বলা হয়েছে। একশ রতির বেশী পরিমাণ অপহরণ করলে বধদণ্ড হবে, তা-ও বলা হয়েছে। সুতরাং তার কম হ'লে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করতে হ'বে।] ।।১০১।।

তপসাপনুনুৎসুস্তু সুবর্ণস্তেয়জং মলম্।
চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্।। ১০২।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ তপস্যার দ্বারা যদি ঐ সুবর্ণাপহরণজনিত পাপ দূর করতে ইচ্ছা করে, তা হ'লে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ক'রে বনে বাসকরতঃ ব্রাহ্মহত্যাব্রত অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত পালন করবে।।১০২।।

এতৈর্ব্রতৈরপোহেত পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।
গুরুস্ত্রীগমনীয়ং তু ব্রতৈরেভিরপানুদেৎ।। ১০৩।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ এই সমস্ত নিয়মের দ্বারা পূর্বোক্ত সোনা অপহরণের পাপ দূর করবে। গুরুপত্নীগমনজনিত পাপ বক্ষ্যমাণ নিয়মে নষ্ট করবে। ।। ১০৩ ।।

গুরুতল্প্যভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্য মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি।। ১০৪।।

অনুবাদ ঃ গুরুতল্পগামী অর্থাৎ আচার্যপত্নী কিংবা সবর্ণা বিমাতার সাথে সঙ্গম করলে, ঐ পাপ খ্যাপনকরতঃ সে উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করবে অথবা জ্বলন্ত লৌহপ্রতিমা আলিঙ্গন ক'রে থাকবে। এইভাবে মৃত্যু হ'লে তবে তার পাপমুক্তি হ'বে।

['গুরুতল্পগ' অথবা 'গুরুতল্পী' এইরূপ পাঠ। 'তল্পী' এস্থলে মত্বর্থীয় 'ইন্' প্রত্যয় থাকায় এর দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের বিশিষ্ট প্রকার সংসর্গ বোধিত হচ্ছে। 'গুরু' শব্দের অর্থ আচার্য এবং পিতা। 'তল্প' শব্দটির অর্থ পত্নী। আচার্যপত্নীতে উপগত হ'লে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। অন্য গুরুপত্নী বিমাতা। পিতার সমানজাতীয়া পত্নীরূপ যে বিমাতা তাতে উপগত হ'লে, অর্থাৎ জ্ঞানতঃ ঐ কাজ করলে তার জন্যও এই তিন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা হয়। "অভিভাষ্য এনঃ" = পাপ প্রকাশ ক'রে বা খ্যাপন ক'রে। লৌহময় অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত 'তল্প' অর্থাৎ শয্যায় শয়ন করবে। কারণ, বলা হয়েছে "মৃত্যুর দ্বারা তার পাপশুদ্ধি হয়"। "সূর্মি"=লৌহনির্মিত উত্তপ্ত স্ত্রীমূর্তি; তা 'অশ্লিষ্যেৎ" = আলিঙ্গন করবে।] ।। ১০৪ ।।

স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
নৈর্ঋতীং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ।। ১০৫।।

অনুবাদ ঃ অথবা স্বয়ং নিজের লিঙ্গ ও বৃষণরূপ পুরুষাঙ্গ ছেদন ক'রে অঞ্জলিমধ্যে রেখে যতক্ষণ না শরীরিপাত হয় ততক্ষণ সোজা নৈঋত দিক্ [অর্থাৎ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী দিক্] লক্ষ্য ক'রে হাঁটতে থাকবে। ।। ১০৫ ।।

খট্বাঙ্গী চিরবাসা বা শ্মশ্রুলো বিজনে বনে।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রমব্দমেকং সমাহিতঃ।।১০৬।।

অনুবাদ ঃ অজ্ঞানপূর্বক নিজভার্যাভ্রমে যদি গুরুপত্নীগমন ঘটে [অথবা যদি গুরুর অসবর্ণা পত্নী হয় তাহ'লে জ্ঞানতঃ ঐ পত্নীগমন করলেও] তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ খট্টাঙ্গ [খাটের একটি পা] হাতে নিয়ে, চীরবস্ত্র [ছেঁড়া কাপড়] পরিধান ক'রে এবং কেশ-শ্মশ্রু-নখ-রোমধারী হ'য়ে বিজন বনে এক বৎসর একাগ্র ভাবে প্রাজাপত্য-ব্রতের আচরণ করতে হবে। ।। ১০৬ ।।

চান্দ্রায়ণং বা ত্রীন্ মাসানভ্যস্যেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ
হবিষ্যেণ যবাগ্বা বা গুরুতল্পাপনুত্তয়ে।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ অথবা, গুরুস্ত্রী-গমনজনিত পাপ ক্ষালন করার জন্য হবিষ্য [দুধ, ফল, ঘি প্রভৃতি] এবং যবাগূ [অর্থাৎ চালের গুঁড়ো দিয়ে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য বা পেয়; যাউ] আহার ক'রে সংযতেন্দ্রিয় হ'য়ে, তিন মাস পর্যন্ত চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করতে হবে [এতে পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস খাদ্য ভক্ষণ করতে হয়। তার পর কৃষ্ণপক্ষে এক একদিনে এক এক গ্রাস কমিয়ে অমাবস্যায় উপবাস করতে হয়। মেধাতিথির মতে, মাতুল, পিতৃব্য প্রভৃতি যাদের অতিদেশবিধিক্রমে 'গুরু' বলা হয়, তাঁদের পত্নীতে উপগত হ'লে এই প্রায়শ্চিত্ত।]।।১০৭।।

এতৈর্ব্রতৈরপোহেয়ুর্মহাপাতকিনো মলম্।
উপপাতকিনস্ত্বেবমেভির্নানাবিধৈর্ব্রতৈঃ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ মহাপাতকীরা এই সব ব্রতের দ্বারা নিজেদের পাপের ক্ষালন করবে। উপপাতকীরা উপপাতক - ক্ষয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত নানারকম ব্রতের অনুষ্ঠান করবে। ।। ১০৮ ।।

উপপাতকসংযুক্তো গোঘ্নো মাসং যবান্ পিবেৎ।
কৃতবাপো বসেদ্গোষ্ঠে চর্মণা তেন সংবৃতঃ।। ১০৯।।
চতুর্থকালমশ্নীয়াদক্ষারলবণং মিতম্।
গোমূত্রেণ চরেৎ স্নানং দ্বৌ মাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।। ১১০।।
দিবানুগচ্ছেদ্গাস্তাস্তু তিষ্ঠন্নূর্দ্ধং রজঃ পিবেৎ।
শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ।। ১১১।।
তিষ্ঠন্তীষ্বনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষ্বপ্যনুব্রজেৎ।
আসীনাসু তথাসীনো নিয়তো বীতমৎসরঃ।। ১১২।।
আতুরামভিশস্তাং বা চৌরব্যাঘ্রাদিভির্ভয়ৈঃ।
পতিতাং পঙ্কমগ্নাং বা সর্বোপায়ৈর্বিমোচয়েৎ।। ১১৩।।
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ।। ১১৪।।
আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্।। ১১৫।।
অনেন বিধিনা যস্তু গোঘ্নো গামনুগচ্ছতি।
স গোহত্যাকৃতং পাপং ত্রিভির্মাসৈর্ব্যপোহতি।। ১১৬।।

অনুবাদ : গোহত্যা ক'রে যে লোক উপপাতকগ্রস্ত হয়, সে একমাস যবমণ্ড বা যবের ছাতু আহার করবে এবং কৃতবাপ অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তক ও ছিন্নশ্মশ্রু হ'য়ে গোরুর চামড়ার দ্বারা আচ্ছাদিতদেহে গোরুর গোষ্ঠে বাস করবে। ।। ১০৯ ।।

চতুর্থকালে অর্থাৎ একদিন বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দিনের সায়ংকালে অকৃত্রিম সৈন্ধবাদি-লবণ-যুক্ত পরিমিত অন্ন ভোজন করবে। দুই মাস কাল সংযতেন্দ্রিয় হ'য়ে [প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিন বার] গোমূত্রে স্নান করবে ।। ১১০ ।।

যে গোষ্ঠে বাস করবে দিবাভাগে সেখানকার গোরুগুলি যখন বিচরণ করতে যাবে তখন সেগুলির পিছনে পিছনে যাবে, দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খুরোত্থিত ধূলি পান করবে। রাত্রি হ'লে তাদের সেবা ক'রে এবং নমস্কার ক'রে বীরাসন হ'য়ে থাকবে।

[যে সব গোরুর নিকট বাস করতে হবে সেগুলি যখন চরতে যাবে তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবে। এখানে "তাঃ" এই 'তদ্' শব্দের দ্বারা যাদের [যে গরুগুলির] বাসস্থানে প্রায়শ্চিত্তকারী বাস করবে সেই গোরুগুলিকেই বোঝান হয়েছে। কাজেই সেগুলি ছাড়া অন্য যে সব গরু যেতে থাকবে তাদের অনুগমন করতে হবে না। সেই গোরুগুলির দ্বারা যে "রজঃ"= ধূলি উত্থাপিত হ'য়ে উপরে উঠবে তা যেতে যেতে পান করিবে। এইভাবে একই স্থানে ঐ গরুগুলির সাথে সারাদিন বেড়িয়ে আবার তাদেরই সাথে গোষ্ঠে ফিরে আসবে। "শুশ্রূষিত্বা"= সেবা ক'রে; গা চুলকিয়ে দেওয়া, শরীরের কৃমিকীটাদি টেনে, ধূলো ঝেড়ে দিয়ে ইত্যাদি প্রকারে সেবা ক'রে। "নমস্কৃত্য"=জানু এবং মস্তক নত ক'রে প্রণাম ক'রে "বীরাসনঃ বসেৎ"=গৃহভিত্তি কিংবা শয্যা প্রভৃতি অবলম্বন না ক'রে যে উপু হ'য়ে ব'সে থাকা তাই বীরাসন।]।।১১১।।

সেই গোরুগুলি দাঁড়িয়ে থাকলে নিজেও দাঁড়িয়ে থাকবে; তারা চলতে থাকলে নিজেও চলতে থাকবে এবং তারা বসলে নিজেও বসবে—সংযতচিত্ত এবং লোভাদিশূন্য হ'য়ে এই সব কাজ করবে।।১১২।।

কোন একটি গোরু যদি ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা চৌরব্যাঘ্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কাতর হয়, কিংবা পড়ে যায় অথবা পাঁকে পুতে যায় তা হ'লে তাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে, এমন কি নিজ প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবে। ।। ১১৩ ।।

গ্রীষ্মে [সূর্য প্রচণ্ড উত্তাপ দিতে থাকলে], বর্ষায় [বর্ষতি = বৃষ্টি পড়তে থাকলে], কিংবা শীতে অথবা প্রবলভাবে ঝড় বইতে থাকলে নিজের শক্তি অনুসারে গোরুকে রক্ষা না ক'রে নিজেকে রক্ষা করবে না অর্থাৎ কোথাও আশ্রয় নেবে না ।। ১১৪ ।।

নিজের অথবা অন্যের বাড়ীতে, ক্ষেতে কিংবা খামারে যদি ঐ গোরু শস্যাদি ভক্ষণ করে কিংবা তার বাছুর যদি তার দুধ পান করতে থাকে তাহ'লে ঐ গোরুটিকে বাধা দেবে না এবং গৃহস্বামীকে ডেকে ঐসব ব্যাপার ব'লে দেবে না ।। ১১৫ ।।

গোহত্যাকারী ব্যক্তি এই রকম নিয়মে তিন মাস গোরুর সেবা করতে থাকলে সে গোহত্যা জনিত পাপ থেকে মুক্ত হয়। ।। ১১৬ ।।

বৃষভৈকদশাগাশ্চ দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ।
অবিদ্যমানে সর্বস্বং বেদবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ।। ১১৭।।

অনুবাদ : গোহত্যাকারী ব্যক্তি এইরকমে সম্যগ্‌ভাবে ব্রত পালন করবার পর একটি বৃষভ ও দশটি গাভী দান করবে, আর যদি বৃষভাদি না থাকে তবে দুইএর বেশী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে নিজের যথাসর্বস্ব দান করবে। ।। ১১৭ ।।

এতদেব ব্রতং কুর্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।
অবকীর্ণিবর্জং শুদ্ধ্যর্থং চান্দ্রায়ণমথাপি বা।। ১১৮।।

অনুবাদ ঃ সকলরকম উপাতকগ্রস্ত দ্বিজাতিগণ পাপশুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত ঐ গোবধোক্ত প্রায়শ্চিত্তই পালন করবে অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রতও করতে পারবে [চান্দ্রায়ণও এক্ষেত্রে বৈকল্পিক অর্থাৎ গোবধের পাপ স্ক্ষালনের জন্য উপদিষ্ট ব্রতের বদলে চান্দ্রায়ণও করা যেতে পারে। তবে উপপাতকের ক্ষেত্রেই অন্যত্র চান্দ্রায়ণরূপে বিশেষ প্রায়শ্চিত্তটি উপদিষ্ট হয়েছে ব'লে গোবধকারীর পক্ষে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত নয়।] কিন্তু অবকীর্ণী [ব্রতভঙ্গকারী] ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত এটি নয়, তা অন্য প্রকার।] ।। ১১৮ ।।

অবকীর্ণী তু কাণেন গর্দভেন চতুষ্পথে।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেত নির্ঋতিং নিশি।। ১১৯।।

অনুবাদ ঃ অবকীর্ণী ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হ'য়েও যে লোক স্ত্রীসংসর্গ করেছে, সে রাত্রিকালে চতুষ্পথমধ্যে কাণা গাধা বলি দিয়ে পাকযজ্ঞের [অর্থাৎ পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগের] নিয়ম অনুসারে নির্ঋতি-উদ্দেশ্যে দেবতার যাগ করবে। ।। ১১৯ ।।

হুত্বাগ্নৌ বিধিবদ্ হোমানন্ততশ্চ সমেত্যৃচা।
বাতেন্দ্রগুরুবহ্নীনাং জুহুয়াৎ সর্পিষাহুতীঃ।। ১২০।।

অনুবাদ ঃ ঐ পশুর বিশিষ্ট বিশিষ্ট অঙ্গগুলি অগ্নিতে আহুতি দিয়ে অবশেষে "সংমাসিঞ্চন্তু সরুতঃ" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রের সাথে ঘি-এর দ্বারা মারুত, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং বহ্নি—এদের উদ্দেশে—অগ্নিতে আহুতি দেবে।

[অগ্নিতে হোম করবে। "নিহত পশুটির হৃদয়ভাগ প্রথমে অবদান করবে হোমের জন্য কেটে নেবে" ইত্যাদি শ্রুত্যক্ত নিয়ম অনুসারে অগ্নিতে হোম কর্তব্য। "অন্ততঃ" শব্দের অর্থ ঐ হৃদয়াদি হোম সমাপ্ত হ'লে "মরুদ্ভ্যঃ, ইন্দ্রায়, বৃহস্পতয়ে, অগ্নয়ে" এদের প্রত্যেকের উদ্দেশে "সমাসিঞ্চন্তু" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে আজ্যহোম করবে। সেই মন্ত্রটি এইরকম—"সং মা সিঞ্চতু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ সং বৃহস্পতিঃ। সঞ্চায়মগ্নিঃ সিঞ্চতু প্রজয়া চ ধনেন চ"। এখানে হোমের দেবতাগুলি মান্ত্রবর্ণিক অর্থাৎ মন্ত্রের বর্ণনায় যেরকম উল্লেখ আছে সেইভাবেই গ্রহণীয়; কাজেই মূল শ্লোকে যে 'বাত' এবং 'গুরু' এই দুইটির শব্দ আছে তা মন্ত্রবর্ণিত 'মরুত' এবং 'বৃহস্পতি' এই দুইটি শব্দকেই বোঝাছে। এইজন্য হোম করবার সময়ে 'বাত' এবং 'গুরু' এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ না করলে 'মরুৎ' এবং 'বৃহস্পতি' এই দুইটি শব্দই প্রয়োগ করতে হবে। ।। ১২০।।

কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ।। ১২১।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারিব্রত অবলম্বন ক'রে দ্বিজাতিগণের মধ্যে কেউ যদি কামপ্রেরিত হ'য়ে রেতঃপাত করে তা হ'লে তাকে ধর্ম্মজ্ঞ বেদবিদ্‌গণ 'ব্রতাতিক্রম' বলে থাকেন।

[এখানে 'অবকীর্ণী' শব্দটির অর্থ বলা হচ্ছে। অতএব যে ব্রত গ্রহণ করা হ'য়েছে তা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও এইরকম হ'তে পারে বুঝতে হবে। "ব্রতস্থস্য"= ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অবস্থিত, এইরকম অর্থ বুঝতে হবে। যেহেতু এই ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসংসর্গ হোক্ আর নাই হোক রেতঃপাত করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। ইচ্ছাপূর্বক যদি রেতঃপাত করা হয় তা হ'লে সে ক্ষেত্রে এইরকম প্রায়শ্চিত্তের বিধান।]।। ১২১।।

মারুতং পুরুহূতং চ গুরুং পাবকমেব চ।
চতুরো ব্রতিনোঽভ্যেতি ব্রাহ্মং তেজোঽবকীর্ণিনঃ।। ১২২।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচর্যব্রতস্থিত ব্যক্তি অবকীর্ণী হ'লে তার ব্রহ্ম-তেজ বায়ু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি—এই চারজন দেবতার নিকট উপস্থিত হয়।

[আগের একটি শ্লোকে যে আজ্যহোম করবার বিধি নির্দেশ করা হয়েছে বর্তমান শ্লোকটি তারই অর্থবাদ। ব্রতী হ'য়ে (ব্রহ্মচারিব্রত ধারণ ক'রে) যদি কেউ অবকীর্ণী হয় তা হ'লে তার যে "ব্রাহ্মং তেজঃ"= বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা যে পুণ্য অর্জিত হয়েছিল তা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে গিয়ে উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে লীন হ'য়ে যায়।] ।। ১২২ ।।

এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দভাজিনম্।
সপ্তাধারাংশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন্।। ১২৩।।

অনুবাদ ঃ এই প্রকার পাপ উপস্থিত হ'লে গর্দভচর্ম পরিধানপূর্বক 'আমি অবকীর্ণী হয়েছি' এই ভাবে নিজ পাপকর্ম খ্যাপন ক'রে সাতটি বাড়ীতে ভিক্ষা করবে। ।। ১২৩ ।।

তেভ্যো লব্ধেন ভৈক্ষ্যেণ বর্তয়ন্নেককালিকম্।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং ত্বব্দেন স বিশুধ্যতি।। ১২৪।।

অনুবাদ ঃ সেই সাত বাড়ীতে যে ভিক্ষা পাওয়া যাবে তা অহোরাত্রমধ্যে একবার মাত্র ভক্ষণ করবে এবং প্রত্যহ ত্রিকালে [অর্থাৎ—প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্ণে স্নান করবে। এইভাবে একবছর করলে পাপ শুদ্ধ হবে] ।। ১২৪।।

জাতিভ্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া।। ১২৫।।

অনুবাদ ঃ যদি ইচ্ছাপূর্বক কেউ পূর্বোক্ত জাতিভ্রংশকর কর্মগুলির মধ্যে যে কোন একটি আচরণ করে তা হ'লে 'সান্তপণ' নামক কৃচ্ছ্র ব্রত করবে আর যদি অনিচ্ছাপূর্বক করা হয়, তবে প্রাজাপত্যব্রত কর্তব্য।।১২৫।।

সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্।
মলিনীকরণীয়েষু তৃপ্তঃ স্যাদ্যাবকৈস্ত্র্যহম্।। ১২৬।।

অনুবাদ ঃ সঙ্করীকরণ কিংবা অপাত্রীকরণ-পাতক করলে এক মাস চান্দ্রায়ণ ক'রে শুদ্ধ হবে। আর মলিনীকরণ-পাতক হ'লে যাবক-পানরূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্তব্য। [এখানে উল্লিখিত তিন রকম পাতকের কথা আগে ১১.৬৯-৭১ শ্লোকে বলা হয়েছে। 'কৃত্যা' — শব্দটি সঙ্কর এবং অপাত্র এদের প্রত্যেকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। কৃত্যা-শব্দের অর্থ 'করণ'। 'ঐন্দব মাস' = চান্দ্রায়ণ। যাবক = যব থেকে প্রস্তুত পানীয়, ক্বাথ প্রভৃতি।] ।। ১২৬ ।।

তুরীয়ো ব্রহ্মহত্যায়াঃ ক্ষত্রিয়স্য বধে স্মৃতঃ।
বৈশ্যেঽষ্টমাংশো বৃত্তস্থে শূদ্রে জ্ঞেয়স্তু ষোড়শঃ।। ১২৭।।

অনুবাদ ঃ আচারবান্ ক্ষত্রিয়কে ইচ্ছাপূর্বক বধ করলে ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ত্রৈবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্তব্য। এইরকম বৈশ্যকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্তের অষ্টামাংশ এবং ঐরকম শূদ্রকে হত্যা করলে ষোড়শ ভাগ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।

[সোমযাগকারী ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য-একথা

বলা হয়েছে। এখানে তদ্ব্যতিরিক্ত স্থানের প্রায়শ্চিত্ত বলা হচ্ছে। স্বধর্মপালননিরত যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তাদের বধ করলে ঐ ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ এবং অষ্টম ভাগ প্রায়শ্চিত্ত করা বিহিত। এইজন্য এখানে "বৃত্তস্থ" পদের 'বৃত্ত' শব্দটির দ্বারা সর্বপ্রকার আচরণীয় কর্মকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ঐ প্রকার ক্ষত্রিয়ের বধে তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যা- ব্রতপালন, বৈশ্যবধে দেড় বৎসর এবং শূদ্রবধে নয় মাস ব্রতপালনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। তবে যে "স্ত্রী-শূদ্র-বিট্-ক্ষত্রবধে" ইত্যাদি বচনে অন্য প্রকার লঘু প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে তা স্বকর্মত্যাগী অধর্মস্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বধে নির্দেশ্য বুঝতে হবে। শূদ্রের 'বৃত্ত' হচ্ছে দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষা করা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা। 'বৃত্ত'=শীল অর্থাৎ সদাচার; বৈশ্যের বৃত্তিতে অথবা কেবল বৈশ্যের বৃত্তিতে (অন্য বৃত্তিতে নয়) যিনি স্থিত তিনি 'বৃত্তস্থ' বৈশ্য। এদের মধ্যে যারা স্বধর্মপরায়ণ তাদের বধ করলে যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।] ।। ১২৭ ।।

অকামতস্তু রাজন্যং বিনিপাত্য দ্বিজোত্তমঃ।
বৃষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ।। ১২৮।।

অনুবাদ : যদি কোনও ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্বক কোনও ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু ঘটায়, তাহ'লে সুচরিতব্রত হ'য়ে ব্রতসমাপনান্তে এক হাজার গাভী এবং একটি বৃষ ব্রাহ্মণদের দান করবে। ।। ১২৮ ।।

ত্র্যব্দং চরেদ্বা নিয়তো জটী ব্রহ্মহণো ব্রতম্।
বসন্ দূরতরে গ্রামাদ্বৃক্ষমূলনিকেতনঃ।। ১২৯।।

অনুবাদ : অথবা গ্রাম থেকে দূরে গাছের নীচে বাস করতে থেকে তিন বৎসর জটাধারণ পূর্বক ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তরূপ ব্রত পালন করবে। ।। ১২৯ ।।

এতদেব চরেদব্দং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ।
প্রমাপ্য বৈশ্যং বৃত্তস্থং দদ্যাচ্চৈকশতং গবাম্।। ১৩০।।

অনুবাদ : যে বৈশ্য স্ববৃত্তি-নিরত থাকে তাকে অজ্ঞানতঃ বধ করলে একবৎসর-যাবৎ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করবে অথবা একশটি গাভী দান করবে। ।। ১৩০ ।।

এতদেব ব্রতং কৃৎস্নং ষণ্মাসান্ শূদ্রহা চরেৎ।
বৃষভৈকাদশা বাপি দদ্যাদ্বিপ্রায় গাঃ সিতাঃ।। ১৩১।।

অনুবাদ : অনিচ্ছাপূর্বক শূদ্রহত্যা করা হ'লে ছয় মাস ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করবে, অথবা একটি বৃষভ এবং দশটি শুক্লবর্ণা গাভী কোনও ব্রাহ্মণকে দেবে। ।। ১৩১ ।।

মার্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব চ।
শ্বগোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।। ১৩২।।

অনুবাদ : বিড়াল, নকুল, চাষ পাখী, ভেক, কুকুর, গোসাপ এবং পেঁচা — জ্ঞানতঃ এদের হত্যা করলে শূদ্র-হত্যার জন্য বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। [মেধাতিথির মতে, এখানে গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। কাজেই এগুলির সমষ্টিকে যদি কেউ বধ করে, তা হ'ল সেই ক্ষেত্রে এই প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য]।।১৩২ ।।

পয়ঃ পিবেৎত্রিরাত্রং বা যোজনং বাধ্বনো ব্রজেৎ।
উপস্পৃশেৎ স্রবন্ত্যাং বা সূক্তং বাব্দৈবতং জপেৎ।। ১৩৩।।

অনুবাদ ঃ অজ্ঞানবশতঃ মার্জার প্রভৃতি প্রাণী বধ করলে [মেধাতিথি বলেন, ঐসব প্রাণীর এক-একটিকে বধ করলে] তিনদিন শুধুমাত্র দুধ পান ক'রে থাকতে হবে। অথবা তিনদিন এক যোজন পথ ভ্রমণ করবে, অথবা, তিনদিন নদীতে স্নান করবে, অথবা, তিনদিন 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি পবমান সূক্ত পাঠ করবে। ।। ১৩৩ ।।

অভ্রিং কার্ষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
পলালভারকং ষণ্ঢে সৈসকঞ্চৈকমাষকম্।। ১৩৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যদি সাপ হত্যা করে, তাহ'লে সে অন্য কোনও ব্রাহ্মণকে অভ্রি অর্থাৎ লোহার দ্বারা নির্বিত কোদাল প্রদান করবে এবং যদি কোনও ষন্ড বা নপুংসককে বধ করে, তাহ'লে এক ভার পলাল [খড়] এবং এক মাষা সীসা দান করবে। ।। ১৩৪ ।।

ঘৃতকুম্ভং বরাহে তু তিলদ্রোণন্তু তিত্তিরৌ।
শুকে দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়ণম্।। ১৩৫।।

অনুবাদ ঃ বরাহ বা শূকর বধ করলে ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ [অর্থাৎ ঘি পূর্ণ ঘড়া] দান করবে, তিতির পাখী মারলে এক দ্রোণ-পরিমাণ তিল, শুক পাখী মারলে দুই বৎসর বয়স্ক বাছুর এবং ক্রৌঞ্চপাখী মারলে তিন বছরের বাছুর ব্রাহ্মণকে দান করবে। ।। ১৩৫ ।।

হত্বা হংসং বলাকাঞ্চ বকং বর্হিণমেব চ।
বানরং শ্যেনভাসৌ চ স্পর্শয়েদ্ ব্রাহ্মণায় গাম্।। ১৩৬।।

অনুবাদ ঃ হাঁস, বলাকা, বক, হরিণ, বানর, শ্যেন এবং ভাসপাখী এদের এক একটিকে হত্যা করলে প্রায়শ্চিত্তরূপে উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে একটি গাভী দান করবে। [স্পর্শয়েৎ = দান করবে] ।। ১৩৬ ।।

বাসো দদ্যাদ্ হয়ং হত্বা পঞ্চ নীলান্ বৃষান্ গজম্।
অজমেষাবনড্বাহং খরং হত্বৈকহায়নম্।। ১৩৭।।

অনুবাদ ঃ ঘোড়া বধ করলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্তরূপে কাপড় দান করবে, হাতী হত্যা করলে পাঁচটি নীল বৃষ, ছাগল ও মেষ বধ করলে একটি বৃষ এবং গাধা হত্যা করলে প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে ব্রাহ্মণকে একটি একবৎসর বয়স্ক বৃষ দান করবে। ।। ১৩৭ ।।

ক্রব্যাদাংস্তু মৃগান্ হত্বা ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
অক্রব্যাদান্ বৎসতরীমুষ্ট্রং হত্বা তু কৃষ্ণলম্।। ১৩৮।।

অনুবাদ ঃ ক্রব্যাদ মৃগ অর্থাৎ মাংসাশী পশু অর্থাৎ বাঘ-সিংহ প্রভৃতি জন্তু বধ করলে দানের উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে পয়স্বিনী ধেনু দান করবে; আর অক্রব্যাদ মৃগ অর্থাৎ অমাংসভোজী হরিণাদি পশু বধ করলে বৎসতরী অর্থাৎ গোবৎসা দান করবে এবং উট বধ করলে এক রতি সোনা দান করবে। ।। ১৩৮ ।।

জীনকার্মুকবস্তাবীন্ পৃথগ্দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং নারীর্হত্বাঽনবস্থিতাঃ।। ১৩৯।।

অনুবাদ ঃ অনবস্থিতা নারীকে অর্থাৎ যে সব নারী বহু পুরুষের সাথে সংসর্গ করে এমন বেশ্যাবৃত্তিসম্পন্না চারবর্ণের যে কোনও নারীকে বধ করলে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হবে অন্য কোনও ব্রাহ্মণকে জীন জিনিস রাখার উপযোগী চামড়ার পাত্র দান, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে

ব্রাহ্মণকে ধেনু দান, বৈশ্যের পক্ষে ছাগল এবং শূদ্রের পক্ষে মেষ দান। এই সব প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা বধকারীরা শুদ্ধ হবে। ।। ১৩৯ ।।

দানেন বধনির্ণেকং সর্পাদীনামশক্লুবন্।
একৈকশশ্চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজঃ পাপাপনুত্তয়ে।। ১৪০।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোকেরা পূর্ববর্ণিত সাপ-প্রভৃতি প্রাণীর বধজনিত পাপ থেকে শুদ্ধি লাভ করার জন্য [নির্ণেক =শুদ্ধি] যদি পূর্বোক্ত প্রকার দান করতে সমর্থ না হয়, তাহ'লে তাদের পক্ষে এক-একটি প্রাণীর বধের জন্য প্রাজাপত্য-ব্রত কর্তব্য। ।। ১৪০ ।।

অস্থিমতাস্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্যনস্থ্নাস্তু শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।। ১৪১।।

অনুবাদ ঃ কৃকলাস-প্রভৃতি অস্থিবিশিষ্ট এক হাজার ছোট প্রাণী বধ করলে কিংবা তার তুলনায় ছোট অস্থিহীন মৎকুণ-প্রভৃতি প্রাণী এক গাড়ী. বধ করলে শূদ্রবধের জন্য নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। [অস্থিমৎ — শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রকায় প্রাণী, কারণ, অস্থিহীন প্রাণীর সাথে এর উল্লেখ করা হয়েছে।]।। ১৪১ ।।

কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থ্নাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।। ১৪২।।

অনুবাদ ঃ ক্ষুদ্রকায় প্রাণী একটিমাত্র বধ করলে ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ ধন [পরিমাণতঃ, প্রযোজনতঃ এবং মূল্যতঃ অল্প ধন] দান করবে এবং অস্থিহীন ক্ষুদ্র প্রাণী বধ করলে প্রাণায়াম বা আত্মানিরোধ ক'রে শুদ্ধ হওয়া যায়। ।। ১৪২ ।।

ফলদানাং তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্‌শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাং চ পুষ্পিতানাং চ বীরুধাম্।। ১৪৩।।

অনুবাদ ঃ আম-কাঁঠাল প্রভৃতি ফলদ গাছ। গুল্ম, গুলঞ্চ প্রভৃতি বল্লী; ফলদ কুমড়ো প্রভৃতির লতানো গাছ; এবং ফুলে পূর্ণ লতা — এগুলি ছেদন করলে একশ ঋক্ মন্ত্র জপ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। [দ্বিজাতির অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে এই ঋক্‌মন্ত্র জপের ব্যাবস্থা। শূদ্রের এই ঋক্‌মন্ত্র জপের বদলে দুই দিন বা তিনদিন উপবাস করা উচিত-এইরকম প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা কল্পনা করতে হবে।] ।। ১৪৩ ।।

অন্নাদ্যজানাং সত্ত্বানাং রসজানাঞ্চ সর্বশঃ।
ফলপুষ্পোদ্ভবানাং চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্।। ১৪৪।।

অনুবাদ ঃ খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘকালীন হ'লে তাতে যে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, কিংবা গুড় প্রভৃতি রসদ্রব্য-মধ্যে যে প্রাণী জন্মে অথবা ফলে ও পুষ্পের মধ্যে যে প্রাণী জন্মে, সেগুলি বধ করলে ভোজনের পূর্বে ঘি ভক্ষণ করলে তবে শুদ্ধ হওয়া যায়। ["অন্নাদ্য"= ভাত, ছাতু প্রভৃতি খাদ্য দীর্ঘকাল পড়ে থাকলে তাতে যে সমস্ত "সত্ত্ব" অর্থাৎ প্রাণী জন্মে। "রসজানাম্"= গুড়, উদশ্বিৎ প্রভৃতি রসদ্রব্যমধ্যে যা জন্মে। "ফলপুষ্পোদ্‌ভব"= যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি ফলের মধ্যে যে মশা প্রভৃতি প্রাণী জন্মে; এইরকম ফুলের মধ্যে যে প্রাণী (কীট জন্মে)। "ঘৃতপাশ" = অন্নাদি ভোজনের প্রারম্ভে ঘি ভক্ষণ কর্তব্য। 'প্র' শব্দটির অর্থ কোনও কর্মের আরম্ভাবস্থা। কাজেই এখানে 'ঘৃতপ্রাশন' বিহিত হ'লেও স্বাভাবিক যে অন্নাদি ভোজন তা রহিত হবে না;।

'পয়োব্রত' কর্ত্তব্য, ইত্যাদি স্থানে যেমন কেবল দুগ্ধভোজনই কর্তব্য, কিন্তু অন্য ভোজন নিষিদ্ধ, এখানে সেরকম নয়। কারণ, এই সকল প্রাণীও ক্ষুদ্র জন্তুই; আর ক্ষুদ্র জন্তুবধের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণায়াম; একথা আগে বলা হয়েছে। কাজেই ঐ প্রাণায়ামের তুলনায় উপবাস করাটা অতি গুরু প্রায়শ্চিত্ত। অতএব ভোজনের আগে যেমন আচমন করা হয় সেইরকম ঘৃতপ্রাশনও কর্তব্য, এটাই এখানে প্রায়শ্চিত্ত।] ।।১৪৪।।

কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথালম্ভেঽনুগচ্ছেদ্গাং দিনমেকং পয়োব্রতঃ।। ১৪৫।।

অনুবাদ ঃ ভূমি কর্ষণ করলে তবে যে সব ওষধি জন্মে কিংবা তৃণধান্যাদি যে সমস্ত ওষধি ভূমি কর্ষণ বিনাই বনে নিজে থেকেই জন্মে, সেগুলি অনর্থক ছেদন করলে তার প্রায়শ্চিত্তরূপে একদিন কেবল দুধ খেয়ে থাকেব এবং গবানুগমন করবে। [লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতির সাহায্যে কর্ষণ করা ভূমিতে যে সব ওষধি জন্মে সেগুলি "কৃষ্টজ"; সেগুলির এবং যে সমস্ত ওষধি বনে আপনা আপনিই জন্মে, সেগুলির "বৃথা আলম্ভ'হ'লে অর্থাৎ গবাদি গৃহপালিত 'প্রাণীকে খাওয়াবার প্রয়োজন বিনা সেগুলি ছেদন ক'রে নষ্ট করা হ'লে গবানুগমন অর্থাৎ গোরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবে এবং একদিন "পয়োব্রত"=কেবল দুধ খেয়ে থাকবে। এর দ্বারা অন্য ভোজনের নিবৃত্তি হ'ল।] ।। ১৪৫ ।।

এতৈর্ব্রতৈরপোহ্যং স্যাদেনো হিংসাসমুদ্ভবম্।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং কৃৎস্নং শৃণুতানাদ্যভক্ষণে।। ১৪৬।।

অনুবাদ ঃ জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত হিংসা থেকে যে সমস্ত পাতক হয় তা এই সকল ব্রতের দ্বারা দূর করা যায়। এখন অভক্ষ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত—ব্যবস্থা আপনার শুনুন।

["হিংসাসমুদ্ভবম্"= হিংসা থেকে সঞ্জাত, "এনঃ"=পাপ "এতৈঃ ব্রতৈঃ"=আগে পর্যন্ত যে প্রায়শ্চিত্ত বলা হ'লে তার দ্বারা, "অপোহ্যং"= অপনোদন করা যায়, সেই পাপ জ্ঞানপূর্বকই আচরিত হোক্ অথবা অজ্ঞানপূর্বক আচরিত হোক্। "অনাদ্যভক্ষণে"=অভক্ষ্য ভক্ষণে যে পাতক হয় তা যেভাবে দূর করা যায় তা আপনার শুনুন।] ।। ১৪৬ ।।

অজ্ঞানাদ্বারুণীং পীত্বা সংস্কারেণৈব শুধ্যতি।
মতিপূর্বমনির্দেশ্যং প্রাণান্তিকমিতি স্থিতিঃ।। ১৪৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানপূর্বক গৌড়ী অথবা মাধ্বী সূরা পান করে, তা হ'লে আবার তপকৃচ্ছ্র-ব্রত পালনের পর করণীয় সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করবে; আর যদি তা জ্ঞানপূর্বক পান করা হয়, তা হ'লে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ্য নয়, কিন্তু মরণই তার প্রায়শ্চিত্ত, এটাই বিধি। ।। ১৪৭।।

অপঃ সুরাভাজনস্থা মদ্যভাণ্ডস্থিতাস্তথা।
পঞ্চরাত্রং পিবেৎ পীত্বা শঙ্খপুষ্পীশ্রিতং পয়ঃ।। ১৪৮।।

অনুবাদ ঃ সুরাপাত্রস্থিত জল অথবা সুরা ভিন্ন অন্য মদ্যভাণ্ডে স্থিত জল পান করলে শঙ্খপুষ্পী নামক ওষধির সাথে দুধ পাক ক'রে তা পাঁচ দিন খেতে হবে ।। ১৪৮ ।।

স্পৃষ্ট্বা দত্ত্বা চ মদিরাং বিধিবৎ প্রতিগৃহ্য চ।
শূদ্রোচ্ছিষ্টাশ্চ পীত্বাপঃ কুশবারি পিবেৎ ত্র্যহম্।। ১৪৯।।

অনুবাদ : পৈষ্টী সুরা স্পর্শ করলে, দান করলে এবং বিধিপূর্বক অর্থাৎ স্বস্তিবাচন পূর্বক গ্রহণ করলে এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট জল পান করলে সেই পাপ ক্ষয়ের জন্য তিন দিন কুশক্কথিত জল পান করবে।।১৪৯।।

ব্রাহ্মণস্তু সুরাপস্য গন্ধমাঘ্রায় সোমপঃ।
প্রাণানপ্সু ত্রিরাচম্য ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি।।১৫০।।

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ সোমপায়ী অর্থাৎ যিনি সোমযাগ করেছেন তিনি যদি সুরাপ (অর্থাৎ মদ্যপায়ী)ব্যক্তির মুখের গন্ধ গ্রহণ করেন তা হ'লে জলমধ্যে তিনবার প্রাণায়াম ক'রে ঘৃতভোজন করলে তবে শুদ্ধ হবেন। ।। ১৫০ ।।

অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্‌মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।। ১৫১।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা, মূত্র এবং সুরাসংস্পর্শযুক্ত জিনিস ভক্ষণ করে তা হ'লে তাদের পুনরায় সংস্কার করতে হয়। [এখানে যে "বিণ্মূত্র"= বিষ্ঠা এবং মূত্র উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বারা 'রেতঃ'- ও উপলক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ রেতোভক্ষণেও ঐরকম কর্তব্য। কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হয়েছে—"বিষ্ঠা, শব এবং রেতঃ ভক্ষণ করলেও এইরকম প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য হবে"। মনুষ্যের মলমূত্র ভক্ষণেই এই বিধি। অন্য প্রাণীর মলমূত্র ভক্ষণে বিধি কি তা পরে বলা হবে, এখানে কেবল উপনয়ন সংস্কারই কর্তব্য নয় কিন্তু তার সাথে তপ্তকৃচ্ছ্রও কর্তব্য।] ।। ১৫১ ।।

বপনং মেখলা দণ্ডৌ ভৈক্ষচর্যা ব্রতানি চ।
নিবর্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্মণি।। ১৫২।।

অনুবাদ : দ্বিজাতিগণের পুনর্বার উপনয়ন-সংস্কার কর্তব্য হ'লে মস্তকমুণ্ডন, মেখলা ও দণ্ডধারণ, ভৈক্ষচর্য্যা এবং ব্রতপালন, এগুলি সব করতে হবে না। [এখানে যে 'ব্রত' শব্দটি আছে তার অর্থ—উপনয়নকালে দিনের বেলা নিদ্রা যাবে না, সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে সমিধ্ আধান করবে, আচার্যের অধীন হবে' ইত্যাদি প্রকার উপনয়নাঙ্গ-ব্রত। সেগুলি এখানে নিবৃত্ত হবে—বাদ যাবে।] ।। ১৫২ ।।

অভোজ্যানাং তু ভুক্তান্নং স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব চ।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যঞ্চ সপ্তরাত্রং যবান্ পিবেৎ।। ১৫৩।।

অনুবাদ : অভোজ্যান্ন ব্যক্তিদের অর্থাৎ যাদের অন্ন ভোজন করা উচিত নয় তাদের অন্ন ভোজন করলে, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করলে এবং অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করলে সেই সব পাপ ক্ষয়ের জন্য সাত দিন যবসিদ্ধ পান করবে। ।। ১৫৩ ।।

শুক্তানি চ কষায়াংশ্চ পীত্বামেধ্যান্যপি দ্বিজঃ।
তাবত্তবত্যপ্রযতো যাবৎ তন্ন ব্রজত্যধঃ।। ১৫৪।।

অনুবাদ : শুক্ত অর্থাৎ যে বস্তু স্বাভাবিক ভাবে টক্ না হ'লেও বেশীক্ষণ থাকলে টকে যায় এবং কষায়দ্রব্য অর্থাৎ বয়ড়া প্রভৃতির কাথ পবিত্র হ'লেও তা ভোজন করলে যতক্ষণ না পাকস্থলী থেকে 'অধোগত' হয় অর্থাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ দ্বিজাতিগণ অশুচি থাকবে। ।। ১৫৪ ।।

বিড়্বরাহখরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপিকাকয়োঃ।
প্রাশ্য মূত্রপুরীষাণি দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ।। ১৫৫।।

অনুবাদ ঃ গ্রাম্য - শূকর, গাধা, উট, শিয়াল, বানর এবং কাক এদের মূত্র অথবা মল জ্ঞানিতঃ বা অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করলে দ্বিজাতিগণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে হয়। ।। ১৫৫।।

শুষ্কাণি ভুক্ত্বা মাংসানি ভৌমানি কবকানি চ।
অজ্ঞাতঞ্চৈব সূনাস্থমেতদেব ব্রতং চরেৎ।। ১৫৬।।

অনুবাদ। শুষ্ক মাংস, ভূমিসঞ্জাত কবক অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা, এবং কসাই-খানার অজ্ঞাত মাংস ভক্ষণ করলে এই প্রায়শ্চিত্তই অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রতই কর্তব্য। [অজ্ঞাত মাংস = হরিণের মাংস কি গাধার মাংস তা যেখানে জানা যায় নি, অর্থাৎ মাংসের প্রকৃতিটি যেখানে অজ্ঞাত। সূনা = বধ করবার স্থান, যেখানে মাংস বিক্রয় করার জন্য পশু বধ করা হয়। সুতরাং অন্য স্থানের মাংস হ'লে লঘু প্রায়শ্চিত্ত হবে।] ।। ১৫৬ ।।

ক্রব্যাদশূকরোষ্ট্রাণাং কুক্কুটানাং চ ভক্ষণে।
নরকাকখরাণাঞ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রং বিশোধনম্।। ১৫৭।।

অনুবাদ ঃ ক্রব্যাদি প্রাণী অর্থাৎ যে সব প্রাণী কাঁচা মাংস খায় সেই সব পশুপাখী, গ্রাম্য শূকর, উট, মুরগী, মানুষ, কাক ও গাধা — এদের মাংস ভক্ষণ করলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত কর্তব্য [এই ব্রতে তিন দিন গরম জল, গরম দুধ এবং গরম ঘি খেয়ে থেকে পরের তিন দিন উপবাস করতে হয় এবং উষ্ণ বাষ্প ও বায়ু নাকে টানতে হয়। পূর্বের দুটি শ্লোকে গ্রাম্যশূকর ইত্যাদি ভক্ষণকারীদের পক্ষে যে চান্দ্রায়ণ ব্রতের কথা বলা হয়েছে, তা তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রতের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।]।।১৫৭।।

মাসিকান্নন্তু যোঽশ্নীয়াদসমাবর্তকো দ্বিজঃ।
স ত্রীণ্যহান্যুপবসেদেকাহঞ্চোদকে বসেৎ।। ১৫৮।।

অনুবাদ ঃ যে দ্বিজ সমাবর্তনের আগে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী অবস্থায় মাসিক প্রেতশ্রাদ্ধের [মাসিক অর্থাৎ প্রেতের সপিন্ডীকরণ না হওয়া পর্যন্ত একবৎসর প্রতিমাসে যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয় তার] অন্ন ভোজন করবে তার পক্ষে তিন দিন উপবাস এবং একদিন জলে বাস প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্তব্য হবে।] ।। ১৫৮ ।।

ব্রহ্মচারী তু যোঽশ্নীয়ান্মধু মাংসং কথঞ্চন।
স কৃত্বা প্রাকৃতং কৃচ্ছ্রং ব্রতশেষং সমাপয়েৎ।। ১৫৯।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচারী যদি কোনও প্রকারে অর্থাৎ আপৎকালেও মধু ও মাংস ভোজন করে, তাহ'লে সে প্রাকৃত কৃচ্ছ্র [অর্থাৎ সকল কৃচ্ছ্র — ব্রতের প্রকৃতিভূত প্রাজাপত্য] ক'রে তার গৃহীত ব্রহ্মচর্যব্রতের অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করবে। ।। ১৫৯ ।।

বিড়ালকাকাখূচ্ছিষ্টং জগ্ধ্বা শ্বনকুলস্য চ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পিবেদ্‌ব্রহ্মসুবর্চলাম্।। ১৬০।।

অনুবাদ— বিড়াল, কাক, আখু অর্থাৎ ইঁদুর, কুকুর ও নকুলের অর্থাৎ বেজির উচ্ছিষ্ট, এবং কেশ বা কীট-দ্বারা দূষিত খাদ্য ভক্ষণ করলে 'ব্রহ্মসুবর্চলা' নামক ওষধির ক্বাথ [অর্থাৎ ঐ ওষধিটি পেষণ ক'রে জলে মিশিয়ে] পান করবে। ।। ১৬০ ।।

অভোজ্যমন্নং নাত্তব্যমাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা।
অজ্ঞানভুক্তং তূত্তার্যং শোধ্যং বাপ্যাশু শোধনৈঃ।। ১৬১।।

অনুবাদ : নিজেকে শুদ্ধ রাখবার ইচ্ছা থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা কখনোই উচিত নয়। যদি অজ্ঞানতাবশতঃ ঐরকম অখাদ্য খাওয়া হ'য়ে যায়, তা হ'লে তা তখনই বমি ক'রে উগ্‌রিয়ে ফেলবে ; যদি বমি না করা যায় তাহ'লে তখনই পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ হবে। ।। ১৬১ ।।

এষোঽনাদ্যাদনস্যোক্তো ব্রতানাং বিবিধো বিধিঃ।
স্তেয়দোষাপহর্তৃণাং ব্রতানাং শ্রূয়তাং বিধিঃ।। ১৬২।।

অনুবাদ । অখাদ্য খেলে তার প্রায়শ্চিত্তরূপে যে সব ব্রত আচরণীয় সেই সব নানাপ্রকার ব্রতের এই বিধিব্যবস্থা বলা হ'ল। চুরি করলে তার ফলে উদ্ভূত পাপ যাতে দূর হয় সেই সব ব্রতের বিধান এখন বলা হচ্ছে, আপনারা শুনুন। ।। ১৬২ ।।

ধ্যান্যান্নধনচৌর্যাণি কৃত্বা কামাদ্‌দ্বিজোত্তমঃ।
স্বজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রাব্দেন বিশুদ্ধ্যতি।। ১৬৩।।

অনুবাদ : ধান, সিদ্ধান্ন এবং ধন যদি ইচ্ছাপূর্বক কোনও ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে চুরি করে, তা হ'লে এক বৎসর প্রাজাপত্য-ব্রত ক'রে শুদ্ধ হবে।

[এখানে যে "দ্বিজোত্তম"='ব্রাহ্মণ' এইরকম নির্দেশ করা হ'য়েছে তা ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (এর দ্বারা ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকেও লক্ষ্য করা হ'য়েছে।) আর "স্বজাতীয়গৃহাৎ" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে, কারণ, এখানে 'দ্বিজোত্তম' শব্দের কাছে ঐ কথাটি বলা হয়েছে। অতএব এখানে যা বলা হয়েছে তা এই—যে কোন জাতীয় লোক যদি ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে ধন অপহরণ করে তা হলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করলে তবে ঐ পাপ থেকে মুক্ত হবে। এখানে যে 'ধন' শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে তা দ্বারাই যখন ধনাদি সকল প্রকার ধনই বোঝায় তখন আবার "ধান্যান্ন"=ধান এবং অন্ন এই প্রকার পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ করবার তাৎপর্য এই যে, সৎ ধান (উত্তম সারভূত ধান্য) গ্রহণ করলে তবে এই বিধিটি প্রয়োজ্য হবে। কিন্তু অল্পসার (কম দামী) জিনিস চুরি করলে তার সম্বন্ধে অন্য প্রকার বিধি বলা হবে। অতএব মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট দ্রব্য অপহরণ করলে, সে ক্ষেত্রে এই প্রকার ব্যবস্থা হবে,] ।। ১৬৩ ।।

মনুষ্যাণাত্তু হরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্রগৃহস্য চ।
কূপবাপীজলানাঞ্চ শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।। ১৬৪।।

অনুবাদ : মানুষ অর্থাৎ দাস, স্ত্রী অর্থাৎ দাসী, ক্ষেত্র, গৃহ, কূপ এবং পুষ্করিণীর সমস্ত জল অপহরণ করলে চান্দ্রায়ণ ক'রে তবে শুদ্ধ হওয়া যায়। ["মনুষ্যাণাং" শব্দের অর্থ এখানে দাস; "স্ত্রীণাং" শব্দের অর্থ দাসী। "ক্ষেত্র"=নানাবিধ ধান্যাদি শস্য উৎপত্তির স্থান,—। "কূপ-বাপী-জলানাং" এখানে 'জল' শব্দটি কূপ এবং বাপী এদের প্রত্যেকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। জলশূন্য স্থানে অবস্থিত কূপ অথবা পুষ্করিণী থেকে জল উদ্ধৃত করা হ'লে সে ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা। এখানে 'জল' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে শুষ্ক কূপ ও বাপী অপহরণ করলে তার জন্য অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হবে। "বাপী"=দীঘি, পুষ্করিণী।] ।। ১৬৪ ।।

দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বান্যবেশ্মতঃ।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং তন্নির্যাত্যাত্মশুদ্ধয়ে।। ১৬৫।।

অনুবাদ ঃ অল্পমূল্যের কোন দ্রব্য যদি কেউ কারও বাড়ী থেকে চুরি করে, তা হ'লে তা ফিরিয়ে দিয়ে 'সান্তপণ' ব্রত ক'রেয়া সেই পাপ থেকে আত্মশুদ্ধি করবে।

["অল্পসার দ্রব্য" বলতে যে বস্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না; এবং মাটীর হাঁড়ি প্রভৃতি ও কাঠের তৈয়ারি দ্রোণ (মাপিবার দ্রব্য),আড়া প্রভৃতি এবং লোহার কোদাল প্রভৃতি দ্রব্য। এখানে "বেশ্মনি"=বাড়ীতে অর্থাৎ বাড়ী থেকে এইরকম উল্লেখ থাকায় বোঝানো হয়েছে যে, বাড়ী থেকে চুরি করলে দোষ গুরুতর কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য ক্ষেতখামারে পড়ে থাকলে তা যদি চুরি করা হয় তাতে ঐ প্রকার গুরুতর দোষ হয় না। "নির্যাত্য"=ফিরিয়ে দিয়ে; এটি সকল প্রকার চৌর্য সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য]।। ১৬৫ ।।

ভক্ষ্যভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্য চ।
পুষ্পমূলফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্।। ১৬৬।।

অনুবাদ ঃ মোদক-প্রভৃতি ভক্ষ্য, পায়সাদি-ভোজ্য, যান, শয্যা, আসন, ফুল, মুল এবং ফল অপহরণ করলে পঞ্চগব্য পান করলে অপহরণকারীর শুদ্ধিসম্পাদন হয়। ।। ১৬৬ ।।

তৃণকাষ্ঠদ্রুমাণাঞ্চ শুষ্কান্নস্য গুড়স্য চ।
চেলচর্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্।। ১৬৭।।

অনুবাদ ঃ ঘাস, কাঠ, গাছ, শুষ্ক অন্ন, গুড়, বস্ত্র, চামড়া অবং আমিষ অপহরণ করলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিন দিন উপবাস করতে হয়। ।। ১৬৭ ।।

মণিমুক্তাপ্রবালানাং তাম্রস্য রজতস্য চ।
অয়ঃকাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহং কণান্নতা।। ১৬৮।।

অনুবাদ ঃ মণি, মুক্তা, প্রবাল, তামা, রূপা, লোহা, কাঁসা এবং পাথর এইসব বস্তুর কোন একটি চুরি করলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বারো দিন তণ্ডুলকণা অর্থাৎ খুদ খেয়ে থাকতে হবে। ।। ১৬৮ ।।

কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ।। ১৬৯।।

অনুবাদ ঃ কার্পাস বস্ত্র, তসর প্রভৃতি কীটজ বস্ত্র, মেষলোম নির্মিত বস্ত্র, দ্বিশফ অথবা একশফ প্রাণী, পাখী, গন্ধদ্রব্য, ওষধি এবং রজ্জু এইসব দ্রব্য চুরি করলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিন দিন কেবল দুধ পান ক'রে থাকতে হবে। ["কীটজ"=তসর, গরদ প্রভৃতি পট্রবস্ত্র। "দ্বিশফ"=যাদের খুর খন্ডিত, যেমন গরু প্রভৃতি। "একশফ "=যাদের খুর খণ্ডিত নয়, যেমন ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণী। "পক্ষী"=শুক, শ্যেন প্রভৃতি। "রজ্জু"=কূপাদি থেকে যার সাহায্যে জল তোলা হয়।] ।। ১৬৯ ।।

এতৈর্ব্রতৈরপোহেত পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।
অগম্যাগমনীয়ং তু ব্রতৈরেভিরপানুদেৎ।। ১৭০।।

অনুবাদ ঃ চৌর্যজনিত পাপ এই সব ব্রতের দ্বারা ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ক্ষয় করা কর্তব্য। আর অগম্যাগমনজনিত যে পাপ তা বক্ষ্যমাণ ব্রতসমূহের দ্বারা দূর করতে হয়। ।। ১৭০।।

গুরুতল্পব্রতং কুর্যাদ্রেতঃ সিক্ত্বা স্বযোনিষু।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ।। ১৭১।।

অনুবাদ ঃ স্বযোনি অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী, বন্ধুর স্ত্রী, পুত্রের স্ত্রী, কুমারী এবং অন্ত্যজা

রমণীতে রেতঃপাত করলে 'গুরুতল্পব্রত ' অর্থাৎ গুরুপত্নী-গমন-জনিত পাপের জন্য নির্দিষ্ট যেসব প্রায়শ্চিত্ত সেগুলি করতে হবে। ।। ১৭১ ।।

পৈতৃষ্বস্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।। ১৭২।।

অনুবাদ : পিসতুতো ভগিনী, মাসতুতো ভগিনী এবং মাতার সহোদর ভ্রাতার কন্যাতে উপগত হ'লে চান্দ্রায়ণ ব্রত ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ।। ১৭২ ।।

এতাস্তিস্রস্তু ভার্যার্থে নোপযচ্ছেত্তু বুদ্ধিমান্।
জ্ঞাতিত্বেনানুপেয়াস্তাঃ পততি হ্যুপযন্নধঃ।। ১৭৩।।

অনুবাদ : জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই তিন ভগিনীকে কখনো ভার্যারূপে গ্রহণ করবেন না। কারণ, ওদের জ্ঞাতিরূপে অর্থাৎ নিজের কুটুম্বিনী-রূপে গ্রহণ করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ [অনুপেয়াঃ = বিবাহ করা অনুচিত; তারা অবিবাহ্যা এবং অগম্যাও বটে।] সুতরাং ওদের বিবাহ করলে অধঃপতিত অর্থাৎ নরকে পতিত হ'তে হয়। [অথবা, এই বিবাহের ফলে মানুষ জাতিচ্যুত হয় অর্থাৎ হীন জাতীয় হ'য়ে যায়।]।। ১৭৩।।

অমানুষীষু পুরুষ উদক্যায়ামযোনিষু।
রেতঃ সিক্ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ।। ১৭৪।।

অনুবাদ : কেউ যদি মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর যোনিতে, রজস্বলা নারীতে [উদক্যা = মাসিক রজোযুক্তা নারী]; অযোনিতে অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনিভিন্ন অন্য কোনও অঙ্গে এবং সাক্ষাৎ জলে রেতঃপাত করে, তাহ'লে সান্তপন ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।। ১৭৪।।

মৈথুনং তু সমাসেব্য পুংসি যোষিতি বা দ্বিজঃ।
গোযানেঽপ্সু দিবা চৈব সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।। ১৭৫।।

অনুবাদ : কেউ যদি গোযান-প্রভৃতির উপরে কিংবা জলে, অথবা দিনের বেলায় পুরুষ বা স্ত্রীলোকের অঙ্গে মৈথুন করে, তাহ'লে তাকে সেই পরিহিত কাপড়ের সাথে স্নান করতে হবে।।১৭৫।।

চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যং তু গচ্ছতি।। ১৭৬।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ চণ্ডাল কিংবা অন্য অন্ত্যজজাতীয়া নারীতে গমন করে, কিংবা তাদের অন্ন ভক্ষণ করে, অথবা তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে, তাহ'লে পতিত হয়; এবং জ্ঞানপূর্বক ঐ সব আচরণ করলে ঐ জাতির সমান হ'য়ে যায়।। ১৭৬।।

বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্তা নিরুন্ধ্যাদেকবেশ্মনি।
যৎ পুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্ ব্রতম্।। ১৭৭।।

অনুবাদ : যদি কোনও স্ত্রীলোক বিপ্রদুষ্টা অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক ব্যভিচারিণী হয় তাহ'লে তাকে তার স্বামী পত্নীর কাজ থেকে নিবৃত্ত ক'রে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখবে এবং পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীগমনের যেরকম প্রায়শ্চিত্ত আছে, ঐ পত্নীকে দিয়ে তা করাবে।।১৭৭।।

সা চেৎ পুনঃ প্রদুষ্যেত্তু সদৃশেনোপযন্ত্রিতা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণঞ্চৈব তদস্যাঃ পাবনং স্মৃতম্।। ১৭৮।।

অনুবাদঃ ঐ স্ত্রীটি প্রায়শ্চিত্ত করার পর আবার যদি স্বজাতীয় কোনও পুরুষ-কর্তৃক প্রার্থিতা হ'য়ে তার সাথে সংসর্গ করে, তবে তাকে প্রাজাপত্যব্রত এবং চান্দ্রায়ণব্রত ক'রে শুদ্ধ হ'তে হবে।।১৭৮।।

যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষ্যভুগ্‌জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি।। ১৭৯।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় এক রাত্রি চণ্ডালরমণীর সাথে সংসর্গ ক'রে যে পাপ সঞ্চয় করে, তিন বৎসর ভিক্ষান্নভোজী হ'লে এবং প্রতিদিন জপ করতে থাকলে তবে ঐ পাপ দূর করতে পারে [এখানে কোন্ মন্ত্র জপ করতে হবে তার কোনও উল্লেখ নেই। অথচ মন্ত্র জপ করাই শুদ্ধির পক্ষে বিহিত। অতএব ঋক্‌মন্ত্র জপ করাই বিহিত]।। ১৭৯।।

এষা পাপকৃতামুক্তা চতুর্ণামপি নিষ্কৃতিঃ।
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানামিমাঃ শৃণুত নিষ্কৃতীঃ।। ১৮০।।

অনুবাদ ঃ হিংসা, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, চৌর্য এবং অগম্যা-গমন এই চার প্রকার পাপকারীর কিভাবে পাপমুক্তি হ'তে পারে তা এতক্ষণ বলা হ'ল। যারা পতিত ব্যক্তিদের সাথে সংসর্গ করে তাদের সেই পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি হয় তা শুনুন।। ১৮০।।

সম্বৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্‌যৌনান্ন তু যানাসনাশনাৎ।। ১৮১।।

অনুবাদ ঃ পতিত ব্যক্তির সাথে এক বৎসর পর্যন্ত যান [অর্থাৎ পরস্পর কথোপকথন, এবং গাত্রসংস্পৃষ্ট হ'য়ে একসাথে গমন], আসন অর্থাৎ একাসনে উপবেশন এবং একপঙ্‌ক্তিভোজনরূপ সংসর্গ করলে পতিত হ'তে হয়। কিন্তু যাজন, অধ্যাপন এবং যৌনসম্বন্ধের পক্ষে সেরকম নয় অর্থাৎ পতিত ব্যক্তিদের সাথে ঐ সব করলে, একবৎসর পরে নয়, তৎক্ষণাৎ পতিত হ'তে হয়।। ১৮১।।

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্যাৎ তৎসংসর্গবিশুদ্ধয়ে।। ১৮২।।

অনুবাদ ঃ এই সব পতিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে লোক যে কাজ ক'রে পতিত হয়েছে তার সেই কাজের জন্য যেরকম প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঐ পতিতের সাথে সংসর্গ করবে তাকেও সেই রকম প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তবেই সে ঐ পাতক-সংসর্গরূপ দোষ থেকে মুক্তি পাবে।। ১৮২।।

পতিতস্যোদকং কার্যং সপিণ্ডৈর্বান্ধবৈর্বহিঃ।
নিন্দিতেঽহনি সায়াহ্নে জ্ঞাত্যৃত্বিগ্‌গুরুসন্নিধৌ।। ১৮৩।।

অনুবাদ ঃ মহাপাতকে পতিত ব্যক্তির সপিণ্ডেরা [অর্থাৎ তার একই বংশে জাত সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত ব্যক্তিরা] বান্ধবগণের সাথে চতুর্দশী প্রভৃতি একটি নিন্দিত দিনে গ্রামের বাইরে সায়াহ্নকালে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর ঐ পতিত ব্যক্তির জ্ঞাতি, ঋত্বিক্ ও গুরুর উপস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির উদকক্রিয়া করবে [যদি কোনও পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করতে অনিচ্ছুক হয়, তা হ'লে

তার জীবিত অবস্থাতেই মৃত ব্যক্তি কল্পনা করে তার উদ্দেশ্যে জলকলস দান করবে,—এই শ্লোকটির তাৎপর্য]।। ১৮৩।।

দাসী ঘটমপাং পূর্ণং পর্য্যস্যেৎ প্রেতবৎ পদা।
অহোরাত্রমুপাসীরন্নশৌচং বান্ধবৈঃ সহ।। ১৮৪।।

অনুবাদ ঃ ঐ জাতিদের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে একজন দাসী একটি জলপূর্ণ ঘট প্রেতের উদ্দেশ্যে যেমন দেওয়া হয় সেই ভাবে ঐ পতিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেবে। তারপর একদিন ঐ পতিত ব্যক্তির সপিণ্ড-সমানোদকেরা একদিন দিবারাত্র অশৌচ পালন করবে এবং সকলে ঐ একদিন একত্র থাকবে।। ১৮৪।।

নিবর্তেরংশ্চ তস্মাত্তু সম্ভাষণসহাসনে।
দায়াদ্যস্য প্রদানঞ্চ যাত্রা চৈব হি লৌকিকী।। ১৮৫।।

অনুবাদ ঃ তারপর সেই পতিত ব্যক্তির সাথে সম্ভাষণ [অর্থাৎ পরস্পর উক্তি -প্রত্যুক্তি বা কথাবার্তা প্রভৃতি], একস্থানে উপবেশন, দায়াদ্য অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে তার প্রাপ্য ধন তাকে দেওয়া এবং লৌকিকী যাত্রা অর্থাৎ সামাজিকতা [তার সাথে কারোর দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে কুশল প্রশ্নাদি করা, বিবাহাদি নৈমিত্তিক কাজে তাকে নিমন্ত্রণ করা বা ভোজন করানো প্রভৃতি] বন্ধ হ'য়ে যাবে।। ১৮৫।।

জ্যেষ্ঠতা চ নিবর্তেত জ্যেষ্ঠাবাপ্যং চ যদ্‌ধনম্।
জ্যেষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াচ্চাস্য যবীয়ান্ গুণতোঽধিকঃ।। ১৮৬।।

অনুবাদ ঃ ঐ পতিত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠতা [অর্থাৎ তাকে দেখে কনিষ্ঠের প্রত্যুত্থান-অভিবাদনাদি] নিবৃত্ত হবে, এবং জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য যে ধনাংশ তা-ও রহিত হ'য়ে যাবে; তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে যে বেশী গুণবান্ হ'বে, সে-ই জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য অংশ লাভ করবে।। ১৮৬।।

প্রায়শ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকুম্ভমপাং নবম্।
তেনৈব সার্দ্ধং প্রাস্যেয়ুঃ স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে।। ১৮৭।।

অনুবাদ ঃ ঐ পতিত ব্যক্তিটি যদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহ'লে তার সপিণ্ড-সমানোদকেরা তাকে সঙ্গে নিয়ে তারই সাথে পবিত্র জলাশয়ে [পবিত্র নদীতে বা তীর্থস্থানে] স্নান ক'রে সেই জলেই একটি নতুন জলপূর্ণ ঘট নিক্ষেপ করবে।। ১৮৭।।

স ত্বপ্সু তং ঘটং প্রাস্য প্রবিশ্য ভবনং স্বকম্।
সর্বাণি জ্ঞাতিকার্য্যাণি যথাপূর্বং সমাচরেৎ।। ১৮৮।।

অনুবাদ ঃ সেই পতিত ব্যক্তি জলে ঐ ঘটটি নিক্ষেপ করার পর নিজগৃহে প্রবেশ ক'রে আগের মতোই সকলপ্রকার জ্ঞাতিকার্য [যথা, একত্র ভোজনাদি] সম্পন্ন করবে।। ১৮৮।।

এতদেব বিধিং কুর্যাদ্‌যোষিৎসু পতিতাস্বপি।
বস্ত্রান্নপানং দেয়ং তু বসেয়ুশ্চ গৃহান্তিকে।। ১৮৯।।

অনুবাদ । যে সব স্ত্রীলোক পতিত হয়েছে, তাদেরও প্রায়শ্চিত্ত পতিত পুরুষের মতো; পরন্তু [এবং তারা প্রায়শ্চিত্ত না করলেও] তাদের শরীর ধারণের জন্য যে পরিমাণ আবশ্যক

সেই পরিমাণমাত্র বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় দেওয়া উচিত [কিন্তু পতিত পুরুষকে বস্ত্রান্নপান দেবে না] এবং ভর্তা প্রভৃতির বাড়ীর কাছেই ঐ পতিত স্ত্রীলোকেরা বাস করবে ।। ১৮৯ ।।

এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কিঞ্চিৎ সহাচরেৎ।
কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈব ন জুগুপ্সেত কর্হিচিৎ।। ১৯০।।

অনুবাদ : যারা পাপকাজ করেছে [এনস্বী = পাতকী], তারা যদি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ না হয় [অনির্ণিক্ত = শুদ্ধিশূন্য], তাহ'লে তাদের সাথে [ঋণদান, ক্রয়বিক্রয়, যাজন প্রভৃতি কোনও প্রকার] ব্যবহার করবে না। কিন্তু যারা প্রায়শ্চিত্ত করেছে তাদের কখনো নিন্দা বা ঘৃণা করবে না ।। ১৯০।।

বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্মতঃ।
শরণাগতহন্তৃংশ্চ স্ত্রীহন্তৃংশ্চ ন সংবসেৎ।। ১৯১।।

অনুবাদ : যারা বালক হত্যা করে, যারা কৃতঘ্ন, যারা স্ত্রীহত্যা করে এবং যারা শরণাগতকে হত্যা করে - তারা শাস্ত্রবিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ হ'লেও তাদের সাথে মেলামেশা কিংবা একত্র বাস করবে না। ["শরণাগত',—কোনও লোক যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় কিংবা কোনও বলবান্ লোক যদি তাকে তাড়া করে, তখন সে যদি কারও নিকট 'আমাকে রক্ষা কর 'এই ব'লে উপস্থিত হয়, তা হ'লে সে তার শরণাগত। কোনও বিদ্বান্ লোক দোষ ক'রে যদি ঐভাবে কারও নিকট গিয়েবলে 'আমায় উদ্ধার করুন, আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন' তা হ'লে তিনিও ঐ 'শরণাগত' হবেন। কৃতঘ্ন—যে ব্যক্তি তার প্রতি অন্যে যে উপকার করেছে সেটি ভুলে গিয়ে তারই অনিষ্ট করতে চেষ্টা করে অথবা যে লোক কারও উপকার ক'রে তা আবার নষ্ট করে দেয় কিংবা যার উপকার করেছিল তারই আবার অনিষ্ট করতে উদ্যত হয় সে 'কৃতঘ্ন'। লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে 'কৃতঘ্ন' শব্দের অর্থ —যে লোক উপকারীর অপকার করে সে "বালঘ্ন";—এখানে বালকটি বা স্ত্রীলোকটি কোন্ জাতি তা জানা (বিবেচনা করা) অনাবশ্যক; স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হ'লেও সে অবধ্য। যদিও এইরকম স্ত্রীলোকের বধে প্রায়শ্চিত্ত অতি সামান্য, তবুও ঐ স্ত্রীহত্যাকারীর সাথে 'সংবাস' বর্তমান বিশেষ বচনের দ্বারা নিষিদ্ধ। সংবাস — শব্দের অর্থ মেলা-মেশা বা তার বাড়ীতে বাস করা।]।। ১৯১।।

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ।। ১৯২।।

অনুবাদ : যে সব দ্বিজাতির যথাবিধি সাবিত্রী - উপদেশ অর্থাৎ উপনয়ন হয় নি [অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের উপনয়নের নিয়মবদ্ধ কাল অতিক্রান্ত হ'য়ে গেলে] তাদের তিনটি কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রত করিয়ে, তারপর যথাবিধি উপনয়ন দেবে ।। ১৯২ ।।

প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি বিকর্মস্থাস্তু যে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মণা চ পরিত্যক্তাস্তেষামপ্যেতদাদিশেৎ।। ১৯৩।।

অনুবাদ : বিকর্মকারী [যেমন, শূদ্রসেবাদিতে নিযুক্ত] যে সব দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত করতে অভিলাষী এবং যারা বেদ-পরিত্যক্ত [অর্থাৎ যাদের উপনয়ন হ'লেও বেদগ্রহণ করে নি অথবা, বেদ অধ্যয়ন ক'রেও তা যারা ভুলে যায়], তাদের পক্ষেও ঐ পূর্বোক্ত তিনটি প্রাজাপত্যব্রত করবার ব্যবস্থা দিতে হবে ।। ১৯৩ ।।

যদ্‌গর্হিতেনার্জয়ন্তি কর্মণা ব্রাহ্মণা ধনম্।
তস্যোৎসর্গেণ শুধ্যন্তি জপ্যেন তপসৈব চ।। ১৯৪।।

অনুবাদ । যে সব ব্রাহ্মণ গর্হিত কাজের দ্বারা [অর্থাৎ অসৎ প্রতিগ্রহের দ্বারা] ধন অর্জন করবে, তারা সেই ধন পরিত্যাগ ক'রে জপ ও তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হবে ।। ১৯৪।।

জপিত্বা ত্রীণি সাবিত্র্যাঃ সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসং গোষ্ঠে পয়ঃ পীত্বা মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ।। ১৯৫।।

অনুবাদ ঃ একাগ্রচিত্তে তিন হাজার সাবিত্রী জপ ক'রে ঐ সময়ে এক মাস গোষ্ঠে বাস এবং কেবল অল্পপরিমাণ দুধ মাত্র আহার ক'রে থাকলে অসৎপ্রতিগ্রহজনিত-পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।।১৯৫ ।।

উপবাসকৃশং তং তু গোব্রজাৎ পুনরাগতম্।
প্রণতং পরিপৃচ্ছেয়ুঃ সাম্যং সৌম্যেচ্ছসীতি কিম্।। ১৯৬।।

অনুবাদ । সেই ব্যক্তিটি উপবাস ক'রে কৃ শ হ'য়ে যখন আবার ফিরে এসে বিনীতভাবে দাঁড়াবে তখন তাকে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করবেন 'হে সৌম্য! তুমি কি আমাদের সাথে সাম্য লাভ করতে ইচ্ছা কর'?

[যদিও পূর্ব-শ্লোকে দুধ পান করবার বিধান আছে, তবুও এখানে যখন তাকে 'কৃশ' ব'লে উল্লেখ করা হচ্ছে তখন ঐ দুধপান যে অল্প পরিমাণেই কর্তব্য, তা বোঝা যাচ্ছে। "প্রণতং"=দুই জানু ভূতলে ঠেকিয়ে উপবিষ্ট ('প্র'=প্রকৃষ্টভাবে 'নত')। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন 'হে সৌম্য! তুমি কি সাম্য অর্থাৎ আমাদের সাথে সমতা লাভ করতে ইচ্ছা কর? তা যদি হয় তবে আর শাস্ত্রনির্দেশ উপেক্ষা করে লোভবশতঃ অসৎপ্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ো না'।] ।। ১৯৬।।

সত্যমুক্ত্বা তু বিপ্রেষু বিকিরেদ্ যবসং গবাম্।
গোভিঃ প্রবর্তিতে তীর্থে কুর্যুস্তস্য পরিগ্রহম্।। ১৯৭।।

অনুবাদ ঃ (তখন সেইব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের কাছে বলবে 'অমি সত্য বলছি যে, এই কাজে আর প্রবৃত্ত হবো না'। তার পর গোরুগুলি যেখান দিয়ে জলপান করতে অবতরণ করে, সেখানে ঘাস ছড়িয়ে দেবে। তখন ব্রাহ্মণগণ তাকে পরিগ্রহ করবেন অর্থাৎ তুলে নেবেন।

[ব্রাহ্মণগণ তাকে ঐরকম প্রশ্ন করলে তাকে বলতে হবে—'সত্যং' (অমি সত্য বলছি। গেরুরা যে পথ দিয়ে নদী কিংবা প্রস্রবণ প্রভৃতির জল পান করতে যায় বা যেখান দিয়ে অবতরণ করে সেই "তীর্থে"=অবতরণ করবার স্থানে (ঘাস ছড়িয়ে দেবে)। সেই ব্রাহ্মণগণ "তস্য পরিগ্রহং কু র্যঃ"=তাকে হাত দিয়ে ধ'রে নিজেদের কাছে টেনে নেবেন ।। ১৯৭ ।।

ব্রাত্যানাং যাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি।। ১৯৮।।

অনুবাদ ঃ যারা ব্রাত্য হয়েছে তাদের 'ব্রাত্যস্তোম' প্রভৃতি কাজে যাজকতা করলে, নিঃসম্পর্কীয় লোকেদের বহন-দহন করলে, কিংবা অভিচার কর্ম অথবা 'অহীন' নামক যাগ করলে তিনটি প্রাজাপত্য করে পাপমুক্ত হ'তে হবে।

["ব্রাত্য" শব্দের অর্থ যাদের সাবিত্রী পতিত হয়েছে; তাদের জন্য 'ব্রাত্যস্তোম' নামক যাগ বিহিত আছে। সেউ 'ব্রাত্যস্তোম'- যাগে যিনি ঋত্বিক্-কর্ম করেন অথবা তাতে উপস্থিত

থেকে তার ইতিকর্তব্যতা বলে দেন,—। "পরেষাং"= মাতা, পিতা এবং গুরু ছাড়া অন্য ব্যক্তির "অন্ত্যকর্ম"=শ্মশানকর্ম অর্থাৎ শবদেহ বহন-দহন প্রভৃতি,—। "অভিচারং"=শ্যোনযাগ প্রভৃতি অভিচার কর্ম, এবং "অহীনং"=দ্বিরাত্রা থেকে একাদশ রাত্র পর্যন্ত করণীয় 'অহীন' নামক যাগ,—। এই সমস্ত কর্মের কোনও একটি করলে তিনটি কৃচ্ছের অর্থাৎ প্রাজাপত্যের দ্বারা শুদ্ধ হ'তে হবে।]।।১৯৮ ।।

শরণাগতং পরিত্যজ্য বেদং বিপ্লাব্য চ দ্বিজঃ।
সম্বৎসরং যবাহারস্তৎপাপমপসেধতি।। ১৯৯।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ যদি শরণাগত লোককে পরিত্যাগ করে, কিংবা বেদকে অসঙ্গত পাঠের দ্বারা বিপ্লবযুক্ত করে [অথবা, অযথা-পাত্রে বা অযথা-দিনে বেদাধ্যয়ন করে, অথবা নিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ধনলোভে যজ্ঞাস্থানে বেদপাঠ করে],তাহ'লে তারা একবৎসব যবাহারী হ'য়ে ঐ পাপ ক্ষয় করতে পারবে।। ১৯৯ ।।

শ্বশৃগালখরৈর্দষ্টো গ্রাম্যৈঃ ক্রব্যাদ্ভিরেব চ।
নরাশ্বোষ্ট্রবরাহৈশ্চ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।। ২০০।।

অনুবাদ ঃ কুকুর, শৃগাল, গাধা, বিড়াল, প্রভৃতি মাংসাশী গ্রাম্য প্রাণী, মানুষ, ঘোড়া, উট, এবং শূকর — এরা যদি দাঁত দিয়ে কামড়ায় তাহ'লে প্রাণায়ামের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়। ।। ২০০ ।।

ষষ্ঠান্নকালতা মাংসং সংহিতাজপ এব বা।
হোমাশ্চ শাকলা নিত্যমপাংক্ত্যানাং বিশোধনম্।। ২০১।।

অনুবাদ ঃ যারা অপাংক্তেয় ব'লে আগে উল্লিখিত হয়েছে তারা দু দিন উপবাস ক'রে তৃতীয় দিন সায়ংকালে ভোজন করবে, নিত্য বেদসংহিতা জপ করবে এবং 'শাকল' হোম করবে—এইভাবে একমাস করলে তবে শুদ্ধ হবে।

["অপাঙ্ক্ত্য" কারা তা তৃতীয় অধ্যায়ে (১৫০ সাংখ্যক শ্লোকে) বলা হয়েছে। যাদের পক্ষে পৃথক্-ভাবে প্রায়শ্চিত্ত অন্যস্থানে উপদিষ্ট হয় নি তাদের পক্ষে এক মাস বেদসংহিতা জপ, শাকল হোম এবং ষষ্ঠকালে (অর্থাৎ তৃতীয় দিন সায়াহ্নে) অন্নভোজন, এইগুলি মিলিতভাবে কর্তব্য। "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে যে কাষ্ঠশলাকাদি হোম করা হয় তাই 'শাকল হোম'। এখানে 'নিত্য' শব্দটি প্রয়োগ করবার সার্থকতা এই যে, সংহিতা জপ সমাপ্ত হ'য়ে গেলে বার বার আবৃত্তি কর্তব্য, যতক্ষণ না একমাস পূর্ণ হয়।] ।। ২০১ ।।

উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানং তু কামতঃ।
স্নাত্বা তু বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।। ২০২।।

অনুবাদ ঃ ইচ্ছাপূর্বক উষ্ট্রযান কিংবা গর্দভযানে আরোহণ করলে ব্রাহ্মণের পক্ষে স্নান এবং নগ্ন হ'য়ে প্রাণায়াম কর্তব্য, এর দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যাবে । ।। ২০২ ।।

বিনাদ্ভিরপ্সু বাপ্যার্তঃ শারীরং সন্নিবেশ্য চ।
সচৈলো বহিরাপ্লুত্য গামালভ্য বিশুধ্যতি।। ২০৩।।

অনুবাদ ঃ মলবেগে পীড়িত ব্যক্তি যদি জল না নিয়ে কিংবা পুষ্করিণী প্রভৃতির জলের মধ্যেই মলত্যাগ ক'রে ফেলে, তা হ'লে গ্রামের বাইরে গিয়ে সবস্ত্র জলমগ্ন হ'য়ে এবং গোরু

স্পর্শ ক'রে শুদ্ধ হবে। ["বিনাদ্ভিঃ"= জল বিনা অর্থাৎ নিকটে যদি জল না থাকে দূরতর স্থানে দৃষ্টির অগোচরে যদি তা থাকে। "আর্তঃ" = মলবেগপীড়িত হ'য়ে "শারীরং সন্নিবেশ্য" = মলমূত্র ত্যাগ ক'রে। "সচৈলঃ" =যে বস্ত্রখানি পরে ছিল সেটি সমেত, "বহিঃ" = গ্রামের বাইরে নদী প্রভৃতিতে, "আপ্লুত্য"= ডুব দিয়ে তার পর "গাম্ আলভ্য" = গাভি স্পর্শ ক'রে "বিশুধ্যতি' = শুদ্ধ হবে।]।।২০৩।।

বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্।। ২০৪।।

অনুবাদ ঃ বেদবিহিত নিত্যকর্ম যদি লঙ্ঘন করা হয় এবং স্নাতকব্রতের যদি লোপ ঘটে, তা হ'লে একদিন উপবাস ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করবে। ["বেদোদিতানাং"=দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি শ্রৌত কর্ম এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি স্মার্ত কর্ম; ঐ স্মার্ত কর্মগুলিও বেদবিহিত, কারণ স্মৃতিবচনের মূলে আছে বেদবচন। "স্নাতকব্রত'=জীর্ণ ও মলিন বস্ত্রে থাকবে না, ইত্যাদি নিয়ম। ঐগুলির লোপ ঘটলে একদিন উপবাস কর্তব্য। কিন্তু শ্রুতিবিহিত কর্ম লঙ্ঘন হ'লে যে সব ইষ্টি (যোগ) কর্তব্য বলে উপদিষ্ট হয়েছে, সেগুলি করে এই উপবাস কর্তব্য।] ।। ২০৪ ।।

হুংকারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বংকারং চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বানশ্নন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ।। ২০৫।।

অনুবাদ । ব্রাহ্মণকে হুঙ্কার করলে অর্থাৎ 'হ'ঃ, চুপ কর' এইরকম বললে এবং গুরুজনের সাথে 'তুমি' বলে কথা কইলে, স্নান ক'রে সেই দিন আর না খেয়ে তাঁদের পাদস্পর্শ ক'রে প্রসন্ন করবে। ।। ২০৫ ।।

তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বাবধ্য বাসসা।
বিবাদে বা বিনির্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।। ২০৬।।

অনুবাদ ঃ তৃণের দ্বারাও যদি ব্রাহ্মণকে আঘাত করা হয়, অথবা গলায় কাপড় দিয়ে বন্ধন করা হয় কিংবা বিবাদ ক'রে পরাভূত করা হয়, তা হ'লে প্রণিপাতপূর্বক তাকে প্রসন্ন করিবে। ।। ২০৬।।

অবগূর্য ত্বব্দশতং সহস্রমভিহত্য চ।
জিঘাংসয়া ব্রাহ্মণস্য নরকং প্রতিপদ্যতে।। ২০৭।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণকে মারবার জন্য লাঠি প্রভৃতি ওঠালে একশ বৎসর এবং ভারদ্বারা প্রহার করলে হাজার বৎসর নরকে বাস করতে হয় । ।। ২০৭ ।।

শোণিতং যাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্ণাতি মহীতলে।
তাবন্ত্যব্দসহস্রাণি তৎকর্তা নরকে বসেৎ।। ২০৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণকে আঘাত করবার ফলে যদি রক্তপাত হয়, তা হ'লে ঐ রক্ত যতগুলি ধূলিকণাকে ভিজিয়ে দেয় তত হাজার বৎসর ঐ রক্তপাতকারীকে নরকে বাস করতে হয় । ।। ২০৮।।

অবগূর্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ কুর্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্।। ২০৯।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণকে আঘাত করবার জন্য দণ্ড উত্তোলন করলে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ কর্তব্য, ঐ দণ্ড যদি তাঁর শরীরে ফেলা হয় অর্থাৎ তার দ্বারা প্রহার করা হয় তা হলে 'অতিকৃচ্ছ্র' এবং যদি রক্তপাত করা হয় তা হ'লে 'কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র' কর্তব্য ।। ২০৯ ।।

অনুক্তনিষ্কৃতীনাং তু পাপানামপনুত্তয়ে।
শক্তিং চাবেক্ষ্য পাপং চ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ।। ২১০।।

অনুবাদ । যে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় নি তা থেকে মুক্ত হবার জন্য পাপের প্রকৃতি অর্থাৎ তা ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত এবং একবার কি অনেকবার করা হয়েছে ইত্যাদি আলোচনা ক'রে এবং পাপকারীর 'শক্তি' বিবেচনা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা উচিত। ।। ২১০ ।।

যৈরভ্যুপায়ৈরেনাংসি মানবো ব্যপকর্ষতি।
তান্ বোঽভ্যুপায়ান্ বক্ষ্যামি দেবর্ষিপিতৃসেবিতান্।। ২১১।।

অনুবাদ : মানুষ যে সব উপায়ের দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত হয়, সেই সব দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণসেবিত উপায় আপনাদের বলছি ।। ২১১ ।।

ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ।। ২১২।।

অনুবাদ : দ্বিজ প্রাজাপত্য-নামক কৃচ্ছ্র আচরণকালে প্রথম তিন দিন প্রাতঃ অর্থাৎ কেবলমাত্র দিনের বেলায় ভোজন করবে, পরের তিন দিন কেবলমাত্র সায়ংকালে ভোজন করবে, তারপর তিন দিন অযাচিতব্রত অর্থাৎ অযাচিতভাবে যখন খাদ্য উপস্থিত হবে তখন ভোজন করবে এবং তারপর তিন দিন [অর্থাৎ শেষ তিন দিন] উপবাস ক'রে থাকবে [সুতরাং এই ব্রত বারো দিন ধরে করতে হবে। প্রথম তিন দিন মুরগীর ডিমের মতো আকারবিশিষ্ট ছাব্বিশ গ্রাস ভোজন, দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে বাইশটি গ্রাস এবং তৃতীয় তিন দিন চব্বিশ গ্রাস ভোজন করবে।] ।। ২১২ ।।

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্।। ২১৩।।

অনুবাদ : গোমূত্র, গোবর, দুধ, দই, ঘি এবং কুশোদক — এগুলি মিশিয়ে একদিন খেয়ে থাকতে হবে [সেদিন অন্য কিছু খাওয়া চলবে না] এবং পরের দিন উপবাস করতে হবে। স্মৃতিমধ্যে এই ব্রতকেই সান্তপনকৃচ্ছ্র নামে নির্দিষ্ট করা হয়েছে । ।। ২১৩ ।।

একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ববৎ।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ।। ২১৪।।

অনুবাদ : দ্বিজাতিগণ অতিকৃচ্ছ্র-ব্রত করতে গেলে তিনগুণিত-তিন দিন পূর্বোক্ত প্রাজাপত্যের বিধান অনুসারে মাত্র এক গ্রাস ক'রে ভোজন করবে এবং শেষের তিন দিন উপবাস করবে [এই ব্রতও দ্বাদশ-দিন-সাধ্য] ।। ২১৪ ।।

তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।
প্রতিত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ।। ২১৫।।

অনুবাদ । 'তপ্ত কৃচ্ছ্র' ব্রত করতে হ'লে প্রত্যেক দিন একবার স্নান ক'রে সংযত হ'য়ে

তিন দিন গরম জল, তিন দিন গরম দুধ, তিন দিন গরম ঘি এবং তিন দিন গরম বাতাস ভক্ষণ ক'রে থাকতে হয় [এবং এই ভাবে বারো দিন কাটাতে হয়] ।। ২১৫ ।।

যতাত্মনোঽপ্রমত্তস্য দ্বাদশাহমভোজনম্।
পরাকো নাম কৃচ্ছ্রোঽয়ং সর্বপাপাপনোদনঃ।। ২১৬।।

অনুবাদ ঃ সংযতচিত্ত এবং অপ্রমত্ত হ'য়ে বারো দিন যে না খেয়ে থাকা তার নাম 'পরাককৃচ্ছ্র'; এই ব্রতটি সকল প্রকার পাপনাশক। ।। ২১৬ ।।

একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।। ২১৭।।

অনুবাদ । পূর্ণিমাতে পনেরটি গ্রাস ভোজন করে কৃষ্ণপ্রতিপদ্ প্রভৃতি এক একটি তিথিতে এক এক গ্রাস কমিয়ে অমাবস্যায় উপবাস এবং শুক্লপ্রতিপদ্ প্রভৃতি তিথিতে যথাক্রমে এক গ্রাস, দুই গ্রাস ইত্যাদি প্রকারে আবার পূর্ণিমায় পনের গ্রাস অন্ন ভোজন করবে এবং প্রতিদিন তিন বার স্নান করবে। একেই চান্দ্রায়ণ বা 'পিপীলিকাকৃতি' চান্দ্রায়ণ নামে স্মৃতিমধ্যে অভিহিত করা হয়েছে। [এই চান্দ্রায়ণ একমাস-সাধ্য। চান্দ্রায়ণের মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ বা উপবাস-পর ব'লে একে 'পিপীলিকা-মধ্য' বলে] ।। ২১৭ ।।

এতমেব বিধিং কৃৎস্নমাচরেদ্ যবমধ্যমে।
শুক্লপক্ষাদিনিয়তশ্চরংশ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।। ২১৮।।

অনুবাদ ঃ যবমধ্যমনামক চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে হ'লে ঐ নিয়মই সমস্ত বিপরীতক্রমে পালন করতে হয়—শুক্লপ্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র অন্নভোজন ইত্যাদিক্রমে এই ব্রত কর্তব্য।

['যবমধ্যম' নামক চান্দ্রায়ণে প্রথমে অমাবস্যার দিন উপবাস ক'রে শুক্লপ্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র অন্নভোজন, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, এইভাবে এক এক গ্রাস বাড়াতে থেকে পূর্ণিমায় পনের গ্রাস ভোজন। আবার কৃষ্ণপ্রতিপদ থেকে প্রতিদিন এক গ্রাস ক'রে কমিয়ে অমাবস্যায় উপবাস।] ।। ২১৮ ।।

অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্মধ্যন্দিনে স্থিতে।
নিয়তাত্মা হবিষ্যাশী যতিচান্দ্রায়ণং চরন্।। ২১৯।।

অনুবাদ ঃ যতিচান্দ্রায়ণ' করতে হ'লে সংযতেন্দ্রিয় হ'য়ে একমাস যাবৎ প্রতিদিন মধ্যাহ্নে মাত্র আট গ্রাস ক'রে হবিষ্যান্ন ভোজন করতে হয়। [একমাস যাবৎ প্রতিদিন আট গ্রাস মাত্র ভোজন করবে। এ-ও কৃষ্ণপক্ষ অথবা শুক্লপক্ষ থেকে আরম্ভ করা যায়। এটি যতিচান্দ্রায়ণ নামক ব্রত। "মধ্যন্দিনে স্থিতে"=মধ্যাহ্নকাল পড়লে—মধ্যাহ্নকালের মধ্যে। সুতরাং পূর্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণ পরিত্যাজ্য।] ।। ২১৯ ।।

চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
চতুরোঽস্তমিতে সূর্যে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।। ২২০।।

অনুবাদ ঃ একমাস যাবৎ সংযত হ'য়ে প্রত্যেক দিন প্রাতে চার গ্রাস এবং রাত্রিতে চার গ্রাস অন্ন ভোজন করতে হয়। এই ব্রত শিশুচান্দ্রায়ণ' নামে স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত।

[এখানে 'প্রাতঃ' এই শব্দটির লক্ষণার দ্বারা সূর্যোদয়সন্নিহিত সময়কে বোঝাচ্ছে কারণ, 'সূর্য অস্ত হ'লে' এই রকম উক্তির সাথে ঐ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। "অস্তমিতে সূর্যে" অর্থ

প্রদোষ বা রাত্রিকালে।] ।। ২২০ ।।

যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং তিস্রোঽশীতীঃ সমাহিতঃ।
মাসেনাশ্নন্ হবিষ্যস্য চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাম্।। ২২১।।

অনুবাদ ঃ যে রকমেই হোক্ সংযত হ'য়ে একমাসে সাকল্যে তিনগুণিত আশী অর্থাৎ দু'শ চল্লিশ গ্রাস মাত্র অন্ন ভোজন করলে এবং এর অতিরিক্ত ভোজন না করলে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। [কোনও দিন চার গ্রাস, কোনও দিন বারো গ্রাস এবং কোনও দিন উপবাস এইভাবে যে কোনও প্রকারে ত্রিশদিন কর্তব্য। কোনও দিন বা ষোল গ্রাস ভোজন। মোটের উপর এখানে নিয়ম এই যে একমাসে "তিস্রঃ অশীতিঃ"=দু'শ চল্লিশ গ্রাস ভোজন হবে। এর ফলে ব্রতকারী ব্যক্তিটি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।] ।। ২২১ ।।

এতদ্রুদ্রাস্তথাদিত্যা বসবশ্চাচরন্ ব্রতম্।
সর্বাকুশলমোক্ষায় মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।। ২২২।।

অনুবাদ ঃ রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুৎগণ এবং মহর্ষিগণ সকলপ্রকার প্রত্যবায় পরিহার করবার জন্য এই চান্দ্রায়ণব্রত পালন করেছিলেন।

[এই চান্দ্রায়ণব্রত সব দেবতারাই সর্ব প্রকার অকুশল (অমঙ্গল বা প্রত্যবায়) পরিহার করবার নিমিত্ত সম্যক্ পালন করেছিলেন। যে যে স্থানে অর্থাৎ যে যে নিমিত্তবশতঃ এই ব্রত উপদিষ্ট হয়েছে কেবল সেই সেই ক্ষেত্রেই যে এটি কর্তব্য তা নয়, কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে বিশেষ নিমিত্ত উল্লিখিত হয় নি, সেরকম সাধারণ নিমিত্ত স্থলেও এটি কর্তব্য, বুঝতে হবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হয়েছে—কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ এগুলি সর্বপ্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রত্যবায়ের প্রায়শ্চিত্ত] ।।২২২।।

মহাব্যাহৃতিভির্হোমঃ কর্তব্যঃ স্বয়মন্বহম্।
অহিংসা সত্যমক্রোধমার্জবং চ সমাচরেৎ।। ২২৩।।

অনুবাদ ঃ এই চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণকালে প্রতিদিন স্বয়ং [অর্থাৎ অন্যের দ্বারা হোম করানো নিষিদ্ধ] ঘি - এর দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম কর্তব্য এবং তখন অহিংসা, সত্য, অক্রোধ এবং আর্জব অর্থাৎ অক্রুরতা অবলম্বন করা উচিত ।। ২২৩ ।।

ত্রিরহ্নস্ত্রির্নিশায়াং চ সবাসা জলমাবিশেৎ।
স্ত্রীশূদ্রপতিতাংশ্চৈব নাভিভাষেত কর্হিচিৎ।। ২২৪।।

অনুবাদ ঃ চান্দ্রায়ণব্রতকারী ব্যক্তি দিনের বেলায় তিন বার এবং রাত্রিকালে তিন বার সবস্ত্র অবগাহন স্নান করবে। স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং পতিত এদের সাথে কখনো আলাপ করবে না।

["ত্রিরহ্নঃ"= দিবাভাগে তিন বার। গৌতম বলেছেন—"সবনকালে প্রত্যেকবার স্নান কর্তব্য"। রাত্রিকালেও মহানিশা ছাড়া তিন প্রহরে স্নান কর্তব্য। কারণ, মহানিশা থেকে স্নানকাল নেই —তখন থেকে স্নান নিষিদ্ধ। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বস্ত্রদ্বয় দেহে থাকে তার সাথে অর্থাৎ পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্রের সাথে জলে প্রবেশ করবে (স্নান করবে।) "আবিশেৎ" এই শব্দটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, তোলা জলে স্নান করা চলবে না। স্ত্রীলোকদের সাথে এমন কি ব্রাহ্মণীগণের সাথেও কথা বলবে না। তবে, মাতা, জ্যেষ্ঠাভগিনী প্রভৃতির সাথে কথা বলা যেতে পারে। পত্নীর সাথে গৃহকর্মের জন্য আবশ্যক কথা বলা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু অন্যপ্রকার আলাপ আলোচনা চলবে না।] ।। ২২৪ ।।

**স্থানাসনাভ্যাং বিহরেদশক্তোহধঃ শয়ীত বা।
ব্রহ্মচারী ব্রতী চ স্যাদ্‌-গুরুদেব-দ্বিজার্চকঃ।। ২২৫।।**

অনুবাদ : দিনে ও রাত্রিতে দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকবে, তাতে অসমর্থ হ'লে মাটির উপর শয়ন করবে [পালঙ্কে শোবে না]। ব্রহ্মচারী এবং ব্রতধারী হ'য়ে গুরু-দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজাপরায়ণ হবে।।।২২৫।।

**সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
সর্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তার্থমাদৃতঃ।। ২২৬।।**

অনুবাদ : নিত্য সাবিত্রীজপ এবং যথাশক্তি অঘমর্ষণাদি পবিত্র সূক্ত জপ করবে। প্রায়শ্চিত্তের জন্য চান্দ্রায়ণ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত ব্রত করা হয় তাতেও এইভাবে যত্নের সাথে মন্ত্রজপ কর্তব্য।

['সাবিত্রী'="তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি গায়ত্রী। এই ঋক্‌টির দেবতা হ'লেন সবিতা। এই জন্য যেখানেই 'সাবিত্রী জপ কর্তব্য' এইরকম বিধি থাকে সেইখানে ঐ ঋক্‌টিই গ্রহণীয়। "পবিত্রাণি"=অঘমর্ষণ সূক্ত, পাবমানী সূক্ত, পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি। "সর্বেষু"=সকল কৃচ্ছ্রব্রতে। "আদৃতঃ"=যত্নপরায়ণ হ'য়ে।] ।। ২২৬ ।।

**এতে দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ব্রতৈরাবিষ্কৃতৈনসঃ।
অনাবিষ্কৃতপাপাংস্তু মন্ত্রৈর্হোমৈশ্চ শোধয়েৎ।। ২২৭।।**

অনুবাদ : প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত যে সব লোক বিদিত পাপ, তা থেকে শুদ্ধিলাভ করতে হ'লে দ্বিজাতিগণের পক্ষে পূর্বোক্ত সব ব্রত করণীয়। কিন্তু যাদের পাপানুষ্ঠান অপ্রকাশ্যে কৃত হয়, সেইরকম ক্ষেত্রে 'রহস্য পাপ' ক্ষয়ের জন্য মন্ত্র এবং হোম করবার ব্যবস্থা দিতে হয়। [" আবিষ্কৃতৈনসঃ"='আবিষ্কৃত' অর্থাৎ প্রকাশিত বা লোকবিদিত হয়েছে 'এনঃ' অর্থাৎ পাপ যাদের তারা এই সমস্ত ব্রতের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করবে। কিন্তু যারা 'রহস্য' অর্থাৎ অপ্রকাশিত ভাবে পাপ করেছে তাদের পক্ষে কৃচ্ছ্রতপস্যাদি করণীয় নয়, কিন্তু মন্ত্রজপ এবং হোমের দ্বারা তারা শুদ্ধ হবে। 'রহস্যপাপ' অনুষ্ঠিত হ'লে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জানবার জন্য পরিষদের কাছে যেতে হয় না, কারণ, তা হ'লে আর তা 'রহস্য' (অপ্রকাশ্য) থাকে না। যেহেতু যাঁরা সেইরকম প্রাশ্চিত্ত ব্যবস্থা বিদিত আছেন তাঁদেরই ঐ রহস্যপাপের প্রায়শ্চিত্তে অধিকার। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অনাগত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোধিত হ'তে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময়ে শিষ্যগণকে বুঝিয়ে দিতে হয় যে, একে বলে রহস্য পাপ এবং এরকম ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত এই রকম ইত্যাদি।] ।। ২২৭ ।।

**খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাহধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি।। ২২৮।।**

অনুবাদ : পাপকারী ব্যক্তি নিজ কৃত পাপকর্ম লোকের নিকট প্রচার ক'রে, ঐ কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ ক'রে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও মন্ত্রজপ ক'রে এবং আপৎকল্পে দান ক'রে পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে।

[ব্রাহ্মণগণের জ্ঞাতার্থে এবং অন্যান্যদেরও অবগতির জন্য ব'লে বেড়াতে হয় যে 'আমি এই রকম পাপ কাজ করেছি।' একেই বলে খ্যাপন। "অনুতাপ"= পশ্চাত্তাপ অর্থাৎ ঐ কৃত কর্মের জন্য মন খারাপ হওয়া; "আমায় ধিক্ ; আমি গুরুতর অকার্য করেছি; আমি পাপকারী,

আমার জন্ম বৃথা" ইত্যাদি প্রকার মনে মনে আলোচনা ক'রে যে মানসিক দুঃখ তাই অনুতাপ। "অধ্যয়ন"=সাবিত্রী—ঋক্ জপ কিংবা বেদপাঠ। যে ব্যক্তি তপস্যা করতে অসমর্থ তার পক্ষে দান করা বিহিত; তাই বলছেন "দানেন চাপদি";—যে লোক যথোক্ত তপস্যা করতে আরম্ভ করেছে তারও যদি পীড়া ঘটে বা অসমর্থ হয় তা হ'লে তার পক্ষেও দান দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।] ।। ২২৮ ।।

যথা যথা নরোঽধর্মং স্বয়ং কৃত্বাঽনুভাষতে।
তথা তথা ত্বচেবাহিস্তেনাধর্মেণ মুচ্যতে।। ২২৯।।

অনুবাদ : মানুষ অকার্য ক'রে যতই লোকসমক্ষে তা প্রকাশ করতে থাকবে, ততই সে, সাপ যেমন খোলসমুক্ত হয়, সেইরকম সে-ও পাপ থেকে মুক্ত হ'য়ে থাকে । ।। ২২৯ ।।

যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তৎ তেনাধর্মেণ মুচ্যতে।। ২৩০।।

অনুবাদ : ঐ পাপকারী ব্যক্তির মন পাপকর্মকে যত নিন্দা কিংবা ঘৃণা করবে, ততই তার শরীর অর্থাৎ অন্তরাত্মা দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত হবে। ।। ২৩০ ।।

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।। ২৩১।।

অনুবাদ : পাপ ক'রে যদি সন্তাপ উপস্থিত হয় [অর্থাৎ "আমি প্রমাদবশত এইরকম ক'রে ফেলেছি" ইত্যাদি প্রকার চিন্তা এবং তার ফলে মনঃপীড়া হয়], তাহ'লে পাপমুক্তি হ'য়ে থাকে। পরন্তু " আমি আর এরকম করবো না " এই প্রকার মানসিক সঙ্কল্প করলে পাপ থেকে নিবৃত্তি অর্থাৎ বিরতি ঘটে, এবং পাপকারী পূত হয়।। ২৩১ ।।

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রেত্য কর্মফলোদয়ম্।
মনোবাঙ্মূর্তিভির্নিত্যং শুভং কর্ম সমাচরেৎ।। ২৩২।।

অনুবাদ : 'পরলোকে কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হয়' মনে মনে এই বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা ক'রে [অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ করা যায়, আর অসৎকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করা না হ'লে নরকে যেতে হয় — এই সব পর্যালোচনা ক'রে] কায়মনো-বাক্যে নিত্য শুভ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কাজ করতে থাকবে।।২৩২ ।।

অজ্ঞানাদ্‌যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ।। ২৩৩।।

অনুবাদ : অনিচ্ছাপূর্বকই হোক্ বা ইচ্ছাপূর্বকই হোক্ নিন্দিত অর্থাৎ পাপকর্ম ক'রে সেই পাপ থেকে যদি মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহ'লে তা আর দ্বিতীয়বার করা উচিত নয় [দ্বিতীয়বার যদি সেই পাপকর্মটি করা হয়, তাহ'লে প্রথমবারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হ'লেও তা থেকে মুক্তি হবে না] ।। ২৩৩ ।।

যস্মিন্ কর্মণ্যস্য কৃতে মনসঃ স্যাদলাঘবম্।
তস্মিংস্তাবত্তপঃ কুর্যাদ্‌যাবত্তুষ্টিকরং ভবেৎ।। ২৩৪।।

অনুবাদ : যদি প্রায়শ্চিত্ত ক'রেও পাপকারীর মনের ভার লাঘব না হয় অর্থাৎ চিত্তের সন্তোষ না জন্মায়, তাহ'লে সেই তপস্যা তাকে সেই সময় পর্যন্ত করতে হবে যতদিন না তার

চিত্তশুদ্ধি জন্মায় ।। ২৩৪ ।।

তপোমূলমিদং সর্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ।। ২৩৫।।

অনুবাদ ঃ এই দেবলোকে এবং মনুষ্যলোকে যা কিছু সুখসম্পত্তি আছে, তপস্যাই সেসকলের মূল, তপস্যাই তাদের মধ্যাবস্থা এবং তপস্যাতেই তাদের অবসান, — একথা বেদবিদ্ ব্যক্তিগণ বলেছেন। [মুনষ্যলোকে জনপদের আধিপত্য প্রভৃতি বিষয়াভিমানজন্য সুখ, রোগহীনতা প্রভৃতি যে সব ঐহিক সুখ, ধনপুত্রাদি-সম্পত্তি-রূপ যে সংসর্গজন্য সুখ, নিজ মনোমত রমণী এবং ভোগ্য বস্তু উপভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ সুখ, "মনুষ্যলোকের যা আনন্দ দেবলোকে তার শতগুণ আনন্দ" ইত্যাদি প্রকার যত কিছু সুখ আছে সে সমস্তই "তপোমূলম্"=তপঃ 'মূল' অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ যার,—। "তপোমধ্যম্"=তপ 'মধ্য' যার;— উৎপন্ন সুখের যে স্থিতি তাই মধ্য অর্থাৎ মধ্যাবস্থা। "অন্ত" শব্দের অর্থ অবসান। ঐ যে 'আদি' এবং 'মধ্য' এদের সাপেক্ষতায়—'অন্ত'। এটি বেদবিদ্ ব্যক্তিগণের অভিমত। বেদ-বিহিত কর্ম থেকে যেমন স্বর্গ, গ্রাম প্রভৃতি অভিপ্রেত ফল জন্মে, তপ থেকেও সেইরকম হ'য়ে থাকে, বুঝতে হবে।] ।। ২৩৫ ।।

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্।। ২৩৬।।

অনুবাদ ঃ জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানই ব্রাহ্মণের তপ, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের তপ, কৃষিবাণিজ্য বৈশ্যের তপ এবং সেবা করা শূদ্রের তপ [এ রকম মনে করা উচিত নয় যে "তপস্যা করতে যখন সামর্থ আছে তখন তা থেকেই সকল প্রকার ফল লাভ করব, সুতরাং বিহিত কর্ম না করলেও ক্ষতি নেই, নানা দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক যাগাদিধর্ম না করলেও চলবে। "ব্রাহ্মণস্য তপঃ জ্ঞানম্ "; জ্ঞান শব্দের অর্থ বেদার্থ-জ্ঞান; এটি না থাকলে ঐ তপস্যাদি-কর্ম ফলপ্রদ হয় না। এইজন্য জ্ঞানকেই 'তপ' বলা হয়। অতএব গুরুতর বিপত্তিতেও 'স্বধর্ম ' অর্থাৎ 'শাস্ত্রে যার পক্ষে যা বিহিত হয়েছে তার অনুষ্ঠান' পরিত্যাগ করা উচিত নয়, এই অর্থ প্রতিপাদন করাই শ্লোকটির উদ্দেশ্য—এই হ'ল তাৎপর্যর্থ। এখানে যে 'জ্ঞান' শব্দটি আছে তার দ্বারা স্বাধ্যায়গ্রহণ প্রভৃতি সকলপ্রকার স্বধর্মই লক্ষিত হয়েছে। এইরকম ক্ষত্রিয়ের তপ প্রজা-পালন। দ্বিজাতিগণের সেবা শূদ্রের তপ।]।।২৩৬।।

ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।
তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।। ২৩৭।।

অনুবাদ ঃ ঋষিগণ সংযতাত্মা হয়ে ফল মূল ও বায়ু ভক্ষণ ক'রে যে তপস্যা করতেন তারই প্রভাবে তাঁরা ত্রিভুবনের সমস্তই প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। [মুনিগণ যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ করতেন তাও তপঃপ্রভাবেই সম্ভব হত। মন, বাক্ এবং শরীর সম্বন্ধে সংযমপরায়ণ হওয়ায় তাঁরা 'নিয়তাত্মা'। ফল, মূল ও বায়ু ভোজন করা —হ'লো আহারবিষয়ক সংযম। এইরকম তপস্যার দ্বারা তাঁরা ত্রিভুবনকে প্রত্যক্ষবৎ দেখতেন।]।।২৩৭।।

ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্।। ২৩৮।।

অনুবাদ ঃ রাসায়নাদি-ঔষধ, ব্যাধি-বিনাশক ভেষজ, বিশেষ বিশেষ বিদ্যা [যেমন

ভূতবিদ্যা, বিষবিদ্যা প্রভৃতি] এবং অণিমাদি নানাপ্রকার দৈবী-স্থিতি - এ সমস্তই কেবল তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তপস্যাই ঐ সমস্ত লাভ করবার উপায়। ।। ২৩৮ ।।

যদ্‌দুস্তরং যদ্‌দুরাপং যদ্‌দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্বং তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্।। ২৩৯।।

অনুবাদ । যা পার হওয়া অতি কষ্টকর, যা লাভ করা অতি দুঃখসাধ্য, যেখানে গমন করা অতি ক্লেশকর এবং যা সম্পন্ন করা অতি আয়াসসাধ্য - সে সমস্তই তপোবলে লাভ করা যায়;—যেহেতু তপস্যার শক্তি অতিক্রম করা সম্ভব নয় [যা দুঃখে (অতি কষ্টে) উত্তীর্ণ হওয়া যায় (পার হওয়া যায়) তাকে বলে 'দুস্তর'। ব্যাধিজনিত যে গুরুতর বিপত্তি, প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুদ্বারা যে অবরুদ্ধ হওয়া, এ সমস্তই তপঃপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট সুসাধ্য— তাঁরা অনায়াসেই এসব থেকে উত্তীর্ণ হন। যা অতি কষ্টে পাওয়া যায় তাকে বলে 'দুরাপ'; যেমন আকাশগমন প্রভৃতি। 'দুর্গ'— যেমন মেরুপৃষ্ঠে আরোহণ করা প্রভৃতি। 'দুষ্কর'—যেমন অভিশাপ দেওয়া, বরপ্রদান করা, কোনও বস্তুকে অন্য প্রকার ক'রে দেওয়া ইত্যাদি। সমস্তই তপোবলে সিদ্ধ হয়।] ।। ২৩৯ ।।

মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাৎ ততঃ।। ২৪০।।

অনুবাদ ঃ যারা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপকর্মকারী কিংবা যারা অবশিষ্ট উপপাতকাদি-অকার্যকারী তারা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত তপস্যার প্রভাবেই পাপমুক্ত হয়। ।। ২৪০ ।।

কীটাশ্চাহিপতঙ্গাশ্চ পশবশ্চ বয়াংসি চ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি দিবং যান্তি তপোবলাৎ।। ২৪১।।

অনুবাদ ঃ কীট, সাপ, পতঙ্গ, পশু-পাখী এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীব, এরা সকলেই তপঃপ্রভাবে স্বর্গে গমন করে থাকে।

[শ্লোকটি তপস্যার প্রশংসাস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে সকল স্থানে গমন করা যায় ব'লে সকলেই স্বর্গে যেতে পারে। যাদের কোনও শাস্ত্রোক্ত-কর্মে অধিকার নেই সেইরকম কীট পতঙ্গাদিরাও যখন স্বর্গে যায় তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণও যে স্বর্গে যাবেন তাতে আর কী বক্তব্য থাকতে পারে? কীটপতঙ্গাদি প্রাণীকে জন্মানুসারে যে স্বাভাবিক দুঃখ সহ্য করতে হয় তাই এখানে 'তাদের যে তপস্যাচরণ' বলা হচ্ছে, তার আলম্বন। সেই তপোবলে তাদের পাপ ক্ষয় হ'য়ে গেলে অন্য জন্মে শাস্ত্রোক্ত-কর্ম করবার যোগ্য দেহলাভ ক'রে পুণ্য কর্মনিচয় অনুষ্ঠানপূর্বক তারা স্বর্গে যায়।] ।। ২৪১ ।।

যৎকিঞ্চিদেনঃ কুর্বন্তি মনোবাঙ্‌মূর্তিভির্জনাঃ।
তৎ সর্বং নির্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ।। ২৪২।।

অনুবাদ ঃ মনের চিন্তার দ্বারা, কুবাক্যাদি প্রয়োগের দ্বারা এবং শরীরের দ্বারা যা কিছু পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তপঃপরায়ণ ব্যক্তিগণ অতিশীঘ্র সে সবই তপস্যাদ্বারা দগ্ধ ক'রে ফেলেন। [শরীরের দ্বারা, মনের চিন্তার দ্বারা কিংবা কথার দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, জপ এবং হোমের দ্বারা তা থেকে শুদ্ধ হওয়া যায়, একথা স্মৃতিমধ্যে উক্ত হয়েছে। কিন্তু তপস্যার দ্বারাই যে তা পরিপূর্ণ হয়, তা এখানে বলা হচ্ছে]।। ২৪২ ।।

তপসৈব বিশুদ্ধস্য ব্রাহ্মণস্য দিবৌকসঃ।
ইজ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্নন্তি কামান্ সম্বর্দ্ধয়ন্তি চ।। ২৪৩।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ যদি প্রথমে তপস্যার দ্বারা বিশুদ্ধ হন তবেই দেবগণ তাঁদের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞের হবির্দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং তাঁদের কামনা পূর্ণ করে [কোনও কাম্য কর্ম আরম্ভ করতে হ'লে প্রথমে উপবাসরূপ তপস্যা করতে হয়। তারই অনুবাদরূপে শ্লোকটি বলা হয়েছে। এই জন্য শাস্ত্রমধ্যে উক্ত হয়েছে "প্রথমে তপস্যা করলে তবেই যাগকারী ব্যক্তি শুচি, পবিত্র এবং কর্মযোগ্য হয়"। যজ্ঞকালে দীক্ষা প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গকর্ম আছে তাই সেখানে তপস্যাস্বরূপ। যেহেতু আহারসংযমাদিরূপ 'ব্রত'- গ্রহণাদিও যজ্ঞের প্রারম্ভে কর্তব্য। শান্তিক, পৌষ্টিক প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম আছে তারও প্রারম্ভে ঐপ্রকার তপস্যা করতে হয়। এখানে যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি আছে, তার দ্বারা 'কাম্যকর্মে' প্রবৃত্ত কামনাবান্ মনুষ্যমাত্রই অভিহিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে —"যে লোক যজ্ঞাদি-কর্ম করবার আগে উপবাসাদিরূপ তপস্যা করে নি, দেবগণ তার যজ্ঞের হবির্দ্রব্য গ্রহণ করেন না। আর দেবতারা হবির্দ্রব্য গ্রহণ না করলে যে কামনায় যজ্ঞ করা হয় তাও কখনও পূর্ণ হয় না"। একথা সত্য যে, যাজ্ঞিকগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেবতারা যজ্ঞাদিকর্মের ফলপ্রদান করেন না, তবুও দেবতা-বিনা যাগ সম্পন্ন হয় না বলেই এখানে বলা হয়েছে যে, "দেবতারা ফলপ্রদান করেন"। আর "দেবতারা হবিগ্রহীতা' এর অর্থ এরকম নয় যে, তাঁরা হবি স্বীকার (আত্মসাৎ) করে নেন, কিন্তু যজ্ঞাদি-কর্মে হবির্দ্রব্যাদি সম্প্রদানের যিনি 'উদ্দেশ্যীভূত' হন তিনিই দেবতা ।] ।। ২৪৩ ।।

প্রজাপতিরিদং শাস্ত্রং তপসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ।
তথৈব বেদানৃষয়স্তপসা প্রতিপেদিরে।। ২৪৪।।

অনুবাদ : প্রভু প্রাজাপতি এই মানব ধর্ম শাস্ত্র তপস্যার দ্বারাই রচনা করেছেন। আবার ঋষিগণও তপস্যার দ্বারাই মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদ লাভ করেছিলেন। ।। ২৪৪ ।।

ইত্যেতৎ তপসো দেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্বস্যাস্য প্রপশ্যন্তস্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্।। ২৪৫।।

অনুবাদ : এই নিখিল জগতের কল্যাণ তপস্যা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে দেখেই দেবতারা তপস্যার শক্তিকে, তপস্যার ফলকে এত বড় বলে থাকেন। [তপস্যার এই যে "মহাভাগ্যং"=মহাফলত্ব বর্ণিত হ'ল, এ যে কেবল মনুষ্যগণই তা নয়, কিন্তু দেবতারাও এইরকম বর্ণনা করেছেন। "সর্বস্যাস্য" শব্দের দ্বারা এই জগৎকে লক্ষ্য করা হয়েছে। সমগ্র জগতের এই যে "পুণ্যমুদ্ভবম্"=শুভ জন্ম, তাও "তপসঃ"=তপস্যারই ফল।] ।। ২৪৫।।

বেদাভ্যাসোঽন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়া ক্ষমাঃ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি।। ২৪৬।।

অনুবাদ : প্রতিদিন বেদপাঠ, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ক্ষমা অর্থাৎ তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা এগুলি মহাপতকসম্ভূত দুরদৃষ্টও নষ্ট ক'রে দেয়। ।। ২৪৬ ।।

যথৈধস্তেজসা বহ্নিঃ প্রাপ্তং নির্দহতি ক্ষণাৎ।
তথা জ্ঞানাগ্নিনা পাপং সর্বং দহতি বেদবিৎ।। ২৪৭।।

অনুবাদ : অগ্নি যেমন সামনে উপস্থিত সমস্ত কাঠকে নিজের তেজে ক্ষণকালমধ্যে নিঃশেষে দগ্ধ ক'রে ফেলে, বেদজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরকম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সমস্ত পাপ দগ্ধ ক'রে ফেলেন

['জ্ঞান' বলতে এখানে বেদ এবং বেদান্ত (উপনিষৎ) বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝতে হবে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জ্ঞান নয়; কারণ প্রায়শ্চিত্ত কেবল সেই কাজ সম্পাদন করবার জন্যই আবশ্যক হয় মাত্র যেহেতু তা জানা না থাকলে কর্মটি অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে উপনিষদের মধ্যে দেবতাদিবিষয়ক যে জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে কিংবা সেখানে যে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে তা কোনও কাম্যকর্মের অঙ্গ নয়; কাজেই বেদান্তজ্ঞান পাপক্ষয়ের পক্ষে হিতকরই]।।২৪৭।।

ইত্যেতদেনসা মুক্তং প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি।
অত উর্দ্ধং রহস্যানাং প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত।। ২৪৮।।

অনুবাদ ঃ পাপের এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি বলা হ'ল। এর পর 'রহস্যা'নুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনারা শুনুন। ।। ২৪৮ ।।

সব্যাহৃতিপ্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহণং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ।। ২৪৯।।

অনুবাদ ঃ মহাব্যাহৃতি এবং প্রণবযুক্ত ক'রে যদি একমাস প্রতিদিন ষোলবার প্রাণায়াম করা হয় তা হ'লে তা ব্রহ্মঘাতীকেও পাপমুক্ত ক'রে দেয়। [মুখ এবং নাসাপথে যে বায়ু সঞ্চরণ করে তাকে বলে 'প্রাণ'। ঐ 'প্রাণ'-রূপ বায়ুর যে 'আয়াম' অর্থাৎ নিরোধ তা প্রাণায়াম। এটি দুপ্রকার; বাইরে চলে যাচ্ছে যে বায়ু তাকে রুদ্ধ করা কিংবা ভিতরের বায়ুকে বাইরে ঠেলে দেওয়া; একে 'রেচক' বলা হয়। "ব্যাহৃতি"=ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সাতটি। "প্রণব"= ওঙ্কার। ব্যাহৃতি এবং প্রণবযুক্ত ক'রে প্রাণায়াম কর্তব্য। "ষোড়শ"—এটি আবৃত্তির সংখ্যা; কতবার করতে হবে তা এর দ্বারা বলা হ'ল। "ব্যাহৃতি এবং প্রণব সহ প্রাণায়াম কর্তব্য" এইরকম যে বলা হ'ল এখানে-তাদের 'সহভাব' সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, প্রাণায়াম ক'রে ব্যাহৃতি এবং প্রণব জপ করতে হয়। যতবার প্রাণায়াম করা হবে ততবারই এইরকম কর্তব্য। অন্য কেউ বলেন, প্রাণায়ামে যে সময় শ্বাস রুদ্ধ করা হয় ('কুম্ভক' করা হয়) সেই সময়ে এই ব্যাহৃতি এবং প্রণবের চিন্তা করতে হয়] ।। ২৪৯ ।।

কৌৎসং জপ্ত্বাপ ইত্যেতদ্বাশিষ্ঠঞ্চ প্রতীত্যৃচম্।
মাহিত্রং শুদ্ধবত্যশ্চ সুরাপোঽপি বিশুধ্যতি।। ২৫০।।

অনুবাদ ঃ কুৎস-ঋষিদৃষ্ট "অপ" ইত্যাদি সূক্ত, বশিষ্ঠদৃষ্ট "প্রতি" ইত্যাদি সূক্ত, 'মাহিত্র' সূক্ত এবং 'শুদ্ধবতী' ঋক্‌গুলি জপ ক'রে সুরাপায়ী ব্যক্তিও পাপমুক্ত হয়। ['কুৎস' নামক ঋষির দ্বারা যা দৃষ্ট অথবা প্রবচনসিদ্ধ তাকে ব'লে 'কৌৎস'; "অপ নঃ শোশুচদঘম্" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত-সূক্ত। এতে আটটি ঋক্ আছে; এগুলি ঋগ্‌বেদমধ্যে পঠিত। "বাশিষ্ঠংশ্চ প্রতীত্যৃচম্" ;—যার মধ্যে তিনটি ঋক্ একত্র থাকে তা 'তৃচ'। "প্রতি" এটি ঐ সূক্তটির আদি অংশরূপে উল্লেখ কার হয়েছে। 'প্রতি স্তোমেভি রুষসং বসিষ্ঠাঃ" ইত্যাদি সূক্ত। "মাহিত্র" বলতে "মহিত্রীণাম্" ইত্যাদি 'তৃচ'ই বুঝতে হবে। এই সূক্তটির মধ্যে 'মহিত্র' শব্দটি আছে, এইজন্য একে 'মাহিত্র'বলা হয়। কেউ কেউ এখানে "মাহেন্দ্রম্" — এইরকম পাঠ ধরে থাকেন। তাঁদের মতে, "মহানিন্দ্রো য ওজসা" ইত্যাদি 'পয়ঃসূক্ত'টি তার অর্থ হবে। 'শুদ্ধবতী' ঋক্‌সমূহ যথা, "এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাং শুদ্ধেন" ইত্যাদি। এখানেও যে "অপি" শব্দটি আছে তার দ্বারা তার মতো পাতক লক্ষিত হয়েছে।] ।। ২৫০ ।।

সকৃজ্জপ্ত্বাস্য বামীয়ং শিবসঙ্কল্পমেব চ।
অপহৃত্য সুবর্ণং তু ক্ষণাদ্ভবতি নির্মলঃ।। ২৫১।।

অনুবাদ ।"অস্য বামস্য পলিতস্য হোতু' ইত্যাদি বাহান্নটি ঋক্‌যুক্ত সূক্তঃ একমাস পর্যন্ত প্রতিদিন একবার পাঠ করলে, অথবা "যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি' ইত্যাদি ছয়টি ঋক্ যুক্ত 'শিবসঙ্কল্প' সূক্তটি একবার মাত্র পাঠ করলে সোনা - অপহরণকারী ব্যক্তিও ক্ষণকালমধ্যে মুক্ত হয়। ।। ২৫১ ।।

হবিষ্যন্তীয়মভ্যস্য নতমংহ ইতীতি চ।
জপিত্বা পৌরুষং সূক্তং মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ।। ২৫২।।

অনুবাদ ঃ হবিষ্যন্তীয় সূক্ত, "ন তমং হ" ইত্যাদি আটটি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত এবং 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি ষোলটি ঋক্‌যুক্ত পুরুষসূক্ত জপ করলে গুরুদারগামী ব্যক্তিও পাপমুক্ত হয়। ।। ২৫২ ।।

এনসাং স্থূলসূক্ষ্মাণাং চিকীর্ষন্নপনোদনম্।
অবেত্যৃচং জপেদব্দং যৎকিঞ্চেদমিতীতি বা।। ২৫৩।।

অনুবাদ ঃ স্থূল এবং সূক্ষ্ম পাপসমূহ দূর করবার অভিলাষে 'অব তে হেল বরুণ নমোভিঃ' ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত এবং 'যৎ কিঞ্চিদেদং বরুণ দৈবে জনে ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত কিংবা "ইতি বা ইতি মে মনঃ" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত এক বৎসর জপ করবে।।২৫৩।।

প্রতিগৃহ্যাপ্রতিগ্রাহ্যং ভুক্ত্বা চান্নং বিগর্হিতম্।
জপংস্তরৎসমন্দীয়ং পূয়তে মানবস্ত্র্যহাৎ।। ২৫৪।।

অনুবাদ ঃ অপ্রতিগ্রাহ্য প্রতিগ্রহ করলে কিংবা নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করলে "তরৎসমন্দীয়' সূক্ত তিন দিন জপ করে মানুষ শুদ্ধ হ'তে পারে। ["অপ্রতিগ্রাহ্য"=যা প্রতিগ্রহ করা নিষিদ্ধ; যেমন মদ প্রভৃতি।আবার পাপকর্মা ব্যক্তির সুবর্ণাদি দ্রব্যও 'অপ্রতিগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ। "বিগর্হিত অন্ন"=চার প্রকার দোষদুষ্ট অন্ন; যেমন,—স্বভাবতঃ দুষ্ট, কালদুষ্ট, পরিগ্রহদুষ্ট এবং সংসর্গদুষ্ট। পাবমানী ঋক্‌সমূহের মধ্যে "তরৎ সমং দীধাবতি' ইত্যাদি চারিটি ঋক্ যুক্ত সূক্ত জপ করতে হবে] ।। ২৫৪।।

সোমারৌদ্রস্তু বহ্বেনা মাসমভ্যস্য শুধ্যতি।
স্রবন্ত্যামাচরন্ স্নানমর্যম্ণামিতি চ ত্র্যচম্।। ২৫৫।।

অনুবাদ ঃ বহু পাপযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যেক দিন নদীতে স্নান করে 'সোমারৌদ্র' সূক্ত এবং "অর্য্যম্নাম্" ইত্যাদি তিনটি ঋক্ এক বৎসর জপ করলে পাপমুক্ত হয়। ['সোমারৌদ্র' সূক্ত বলতে "সোমা রুদ্রা ধারয়েধামস্ত্রম্" ইত্যাদি চারিটি ঋক্ এবং "যজ্ঞং চ ভরণানি" ইত্যাদি ঋক্ বোঝায়। "সমাম্" =সম্বৎসর। "বহ্বেনাঃ"=বহু পাপগ্রস্ত লোক। থাকায় দীঘি, পুষ্করিণী ব্যাবৃত্ত হচ্ছে, অর্থাৎ — তাতে স্নান করলে চলবে না, (কিন্তু নদীতেই স্নান করতে হবে।] ।। ২৫৫।।

অব্দার্দ্ধমিন্দ্রমিত্যেতদেনস্বী সপ্তকং জপেৎ।
অপ্রশস্তং তু কৃত্বাপ্সু মাসমাসীত ভৈক্ষ্যভুক্।। ২৫৬।।

অনুবাদ ।পাপী লোক ছয়মাস 'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিম্" ইত্যাদি সাতটি ঋক্ জপ করবে।

জলের মধ্যে 'অপ্রশস্ত' কর্ম অর্থাৎ মলমূত্রত্যাগাদির করলে একমাস ভিক্ষাহারী হ'য়ে থাকবে।।।২৫৬।।

মন্ত্রৈঃ শাকলহোমীয়ৈরব্দং হুত্বা ঘৃতং দ্বিজঃ।
সুগুর্বপ্যপহন্ত্যেনো জপ্ত্বা বা নম ইত্যৃচম্।। ২৫৭।।

অনুবাদ ঃ দ্বিজাতিগণ যদি 'শাকলহোমীয়' মন্ত্রে এক বৎসর আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় কিংবা যদি "নমঃ" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্তটি জপ করে, তা হ'লে অতি গুরুতর পাপও ধ্বংস করতে পারে। ["দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি" ইত্যাদি আটটি মন্ত্রকে 'শাকলহোমীয়' মন্ত্র বলে। ঐ মন্ত্রে এক বৎসর ঘৃতহোম করলে গুরুতর পাপও ধ্বংস হ'য়ে থাকে অর্থাৎ সকল প্রকার মহাপাতকও নষ্ট হয়। "নমো রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে" ইত্যাদি মন্ত্র সম্বৎসর জপ করলেও পূর্বোক্ত ফললাভ হয়, শাকলহোম বিনাই ওটি সিদ্ধ হয়। অতএব শাকলহোমীয় মন্ত্রে ঘৃতহোম এবং "নমো রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্র-জপ বৈকল্পিক প্রায়শ্চিত্ত।] ।। ২৫৭ ।।

মহাপাতকসংযুক্তোঽনুগচ্ছেদ্‌গাঃ সমাহিতঃ।
অভ্যস্যাব্দং পাবমানীর্ভৈক্ষ্যাহারো বিশুধ্যতি।। ২৫৮।।

অনুবাদ ঃ মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তি সংযত হ'য়ে গো-অনুগমন অর্থাৎ গোরু-পরিচর্যা করতে থেকে এক বৎসর ভিক্ষান্নভোজী হ'য়ে 'পাবমানী' ঋক্‌সমূহ প্রত্যেক দিন আবৃত্তি করলে শুদ্ধিলাভ করবে ।।। ২৫৮ ।।

অরণ্যে বা ত্রিরভ্যস্য প্রহতো বেদসংহিতাম্।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্বৈঃ পরাকৈঃ শোধিতস্ত্রিভিঃ।। ২৫৯।।

অনুবাদ ঃ তিনটি 'পরাক' ব্রতের দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ ক'রে নিয়ে সংযত হ'য়ে বনমধ্যে অথবা প্রথমে বেদসংহিতা তিন বার পাঠ করলে সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় ।। ২৫৯।।

ত্র্যহং তূপবসেদ্‌যুক্তস্ত্রিরহ্নোঽভ্যুপয়ন্নপঃ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্বৈস্ত্রির্জপিত্বাঽঘমর্ষণম্।। ২৬০।।

অনুবাদ ঃ সংযত হ'য়ে তিন দিন উপবাস এবং প্রতিদিন সকাল, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং কালে তিনবার জলমগ্ন হ'য়ে তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করলে সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ।। ২৬০।।

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্বপাপাপনোদনম্।। ২৬১।।

অনুবাদ ঃ সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন সকল প্রকার পাপ দূর করে, সেইরকম অঘমর্ষণ-সূক্তও সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট করে। ।। ২৬১ ।।

হত্বা লোকানপীমাংস্ত্রীনশ্নন্নপি যতস্ততঃ।
ঋগ্বেদং ধারয়ন্ বিপ্রো নৈনঃ প্রাপ্নোতি কিঞ্চন।। ২৬২।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ঋগ্বেদধারী অর্থাৎ অনায়াসে ঋগ্বেদ আবৃত্তি করতে পারেন, তিনি এই ত্রিভুবনবাসী সকলকে বধ করলেও এবং যেখানে সেখানে ভোজন করলেও কোনও পাপে লিপ্ত হন না। [শ্লোকটি নিছক প্রশংসাবাদ] ।। ২৬২ ।।

ঋক্‌সংহিতাং ত্রিরভ্যস্য যজুষাং বা সমাহিতঃ।
সাম্নাং বা সরহস্যানাং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ২৬৩।।

অনুবাদ : মন্ত্রাত্মক ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ এবং উপনিষৎসমেত সামবেদ সংযত হ'য়ে তিনবার আবৃত্তি করলে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, [এখানে সংহিতার সাথে 'ঋক' প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় ব্রাহ্মণাত্মক বেদ পাঠ করা বিহিত হচ্ছে না, কিন্তু মন্ত্রাত্মক বেদ পাঠ করবারই বিধান বলা হচ্ছে। 'রহস্যসাম' শব্দের অর্থ আরণ্যকগ্রন্থে পঠিত সাম।] ।। ২৬৩ ।।

যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্টং বিনশ্যতি।
তথা দুশ্চরিতং সর্বং বেদে ত্রিবৃতি মজ্জতি।। ২৬৪।।

অনুবাদ : মহাহ্রদের উপরে নিক্ষিপ্ত ঢিল-নুড়ি প্রভৃতি যেমন সেই জলে প'ড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, সেই রকম ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন অবয়ববিশিষ্ট বেদেরে মধ্যেও সকল প্রকার নিষিদ্ধ আচরণ লীন হয়ে যায়। ["ত্রিবৃৎ" শব্দের অর্থ তিনটি অবয়বিশিষ্ট। ঋক্, সাম এবং যজুঃ —এগুলির সব কয়টি মিলে একই (যজ্ঞরূপ) কাজ সাধন করে এইজন্য এদের সমষ্টি হ'ল একটি অবয়বী; এইজন্য প্রত্যেকটিকে অবয়বরূপে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং একটি বেদ অন্য একটি বেদের অবয়বস্বরূপ।]।।২৬৪।।

ঋচো যজূংষি চান্যানি সামানি, বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃদ্ বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ।। ২৬৫।।

অনুবাদ : ঋক্‌মন্ত্রসমূহ, প্রধান প্রধান যজুঃমন্ত্র এবং নানাবিধ সাম—এগুলিকে 'ত্রিবৃৎ' বেদ ব'লে বুঝতে হবে; যিনি এ প্রসঙ্গ জানেন তিনি বেদবিৎ।

[পূর্বশ্লোকোক্ত তিনটি অবয়ক কি তা দেখানো হচ্ছে। "অন্যানি" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থমধ্যে পঠিত। "বিবিধানি সামানি"=গ্রাম্য সাম, আরণ্য সাম ইত্যাদি নানা প্রকার সাম। অথবা আদ্যানি = আদ্য অর্থাৎ প্রধান প্রধান সামমন্ত্র।] ।।২৬৫।।

আদ্যং যৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ।। ২৬৬।।

অনুবাদ : অক্ষরত্রয়াত্মক যে প্রধান বেদ অর্থাৎ ওঙ্কার, সমগ্র বেদ যার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যা সমগ্র বেদের কারণস্বরূপ তা অবয়বত্রয়াত্মক গুপ্ত বেদ ; যিনি তার স্বরূপতত্ত্ব অবগত আছেন তিনি বেদবিৎ। ["ত্র্যক্ষরম্" =তিনটি অক্ষরের সমষ্টিস্বরূপ যে ওঙ্কার তা—"আদ্যং ব্রহ্ম"=আদি বেদ, তা "গুহ্যম্"=গোপনীয়; কারণ তা রহস্য (গুপ্ত) বিদ্যা অর্থাৎ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রকরণে যথাযথভাবে উপদিষ্ট হয়েছে ; ঐ ওঙ্কার শব্দব্রহ্মরূপে উপাসনা করবার জন্য উপাস্যরূপে বিহিত হয়েছে। অথবা, ঐ ওঙ্কার হ'ল পরমাত্মার বাচক, অর্থাৎ 'ওঙ্কার' বলতে পরমাত্মা বোঝায়, এইজন্য তা গুহ্য (গুপ্ত), কিন্তু অক্ষরত্রয়রূপে তা 'গুহ্য' নয়, যেহেতু, অক্ষরগুলি অজ্ঞাত নয়। প্রত্যুত অক্ষরত্রয়াত্মক 'ওম্' এই শব্দটি লোকপ্রসিদ্ধ, কারণ ওটি 'স্বীকার' অর্থে প্রয়োগ হয়। "ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা"=বেদত্রয় যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সঙ্কুচিত। ওঙ্কার হ'ল সমগ্র বেদের সঙ্কুচিত স্বরূপ; ওঙ্কারের প্রসারিত রূপ হ'ল সমগ্র বেদ ওঙ্কার তার কারণস্বরূপ। যেমন 'অকারই সমস্ত বর্ণের কারণ, অকার থেকেই সমস্ত শব্দের উৎপত্তি' ওঙ্কারও সেইরকম সমগ্র বেদের কারণ। ঐ ওঙ্কারের উপাসনা

করবার বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমেই এইভাবে উপদিষ্ট হয়েছে—"ওম্—এই অক্ষরটির উপাসনা করবে" ইত্যাদি। পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবিধ মন্ত্র এবং তার অর্থ জানেন তিনি বেদবিৎ'। আর এই শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে যিনি বেদান্তজ্ঞানসম্পন্ন তিনি বেদবিৎ। আবার যাগযজ্ঞাদি কর্মসম্বন্ধে জ্ঞানও আবশ্যক, কিন্তু তা স্বাধ্যায়বিধির দ্বারা বোধিত] ।। ২৬৬ ।।

ইতি বীরেন্দ্রনন্দনবাসীয়-ভট্টদিবাকরাত্মজ-শ্রীকুল্লূকভট্টাবরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তবল্যাং

মনুবৃত্ত্যামেকাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১১।।

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়ামেকাদশোঽধ্যায়ঃ।।

।। একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

মনুসংহিতা

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

চাতুর্বর্ণ্যস্য কৃৎস্নোঽয়মুক্তো ধর্মস্ত্বয়ানঘ।
কর্মণাং ফলনির্বৃত্তিং শংস নস্তত্ত্বতঃ পরাম্।। ১।।

অনুবাদ ঃ হে নিষ্পাপ পুরুষ। ব্রাহ্মণাদি-বর্ণচতুষ্টয়ের এবং অনুলোম-প্রতিলোমজাত সঙ্কর জাতির পক্ষে যা ধর্ম [অর্থাৎ কর্তব্য] তার বিষয় আপনি সমস্ত বললেন। এখন জন্মান্তরার্জিত শুভাশুভ কর্মের যে শুভাশুভ-ফলপ্রাপ্তি হয়, সে সম্বন্ধে যথার্থরূপে আমাদের কাছে বলুন ।। ১ ।।

স তানুবাচ ধর্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
তস্য সর্বস্য শৃণুত কর্মযোগস্য নির্ণয়ম্।। ২।।

অনুবাদ ঃ তখন ধর্মাত্মা মনুনন্দন সেই সকল মহর্ষিকে বললেন — আপনারা সেই সব কর্মযোগ অর্থাৎ কর্মফল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গুলি আমার কাছ থেকে শুনুন ।। ২ ।।

শুভাশুভফলং কর্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্।
কর্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ।। ৩।।

অনুবাদ ঃ শুভফলক কর্মের মতো অশুভফলক কর্ম ও মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই কর্ম অনুসারে মানুষের গতি উত্তম, অধম কিংবা মধ্যম হ'য়ে থাকে। ['কর্ম' শব্দটির অর্থ যে কেবল যাগাদি তা নয়। কিন্তু কর্মের দ্বারা শারীরিক পরিস্পন্দন—মাত্রকেই বোঝাচ্ছে। সুতরাং যোগ, ধ্যান এবং বচন ইত্যাদি ক্রিয়ামাত্রই কর্মের দ্বারা বোধিত হচ্ছে; "শুভাশুভ ফল" = এখানে 'ফল' শব্দটি 'শুভ' এবং 'অশুভ' প্রত্যেকের সাথেই অন্বিত। সুতরাং এর অর্থ— শুভফল এবং অশুভফল। অতএব এরকম মনে করা সমীচীন হবে না যে—কেবল শরীর দ্বারাই যদি কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তবেই তা থেকে শুভ অথবা অশুভ ফল জন্মবে। কারণ, মন এবং বাক্যের দ্বারাও যে কর্ম সাধিত হয়, তারও ফল এইরকম হবে। এ কারণেও ত্রিবিধ কর্মের ফলসম্বন্ধ নির্দেশ করা হচ্ছে] ।। ৩ ।।

তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশলক্ষণযুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্তকম্।। ৪।।

অনুবাদ ঃ কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরা উত্তমাদি ভেদে ত্রিবিধ। তাদের কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ভেদে যে ত্রিবিধ কর্ম তা-ও আবার দশপ্রকার। মজকেই সকল কর্মের প্রবর্তক ব'লে বুঝতে হবে।।৪।।

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম্।। ৫।।

অনুবাদ ঃ পরের দ্রব্যসম্বন্ধে অভিধ্যান [অর্থাৎ পরের দ্রব্যসম্বন্ধে ঈর্ষাবশতঃ তা যাতে নষ্ট হয় সেইরকম চিন্তা; অথবা, 'লোকটির কত ঐশ্বর্য, অন্যায়ভাবে কেমন ক'রে ওগুলি হস্তগত করবো' এই রকম অসৎ - চিন্তা], মনে মনে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা [অর্থাৎ 'লোকটি যদি মারা যায় তাহ'লে ভাল হয়' এইরকম চিন্তা]এবং মিথ্যাবিষয়ে অভিনিবেশ বা আগ্রহ [অর্থাৎ পরলোক নেই, দেহই আত্মা, বেদের অপ্রামাণ্য ইত্যাদি জাতীয় বিতথচিন্তা] — এই তিনটি

হ'ল অশুভদায়ক মানসকর্ম।।৫।।

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্।। ৬।।

অনুবাদ ঃ কর্কশ-কঠোর কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, সকল উপায়ে পরদোষআবিষ্কার করা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ অর্থাৎ রাজা, দেশ ও নগরাদি সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন অথচ ক্ষতিকর আলোচনা — এই চারপ্রকার বাচিক অশুভকর কর্ম ।। ৬ ।।

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্।। ৭।।

অনুবাদ ঃ যে জিনিস কেউ দান করে নি সেই জিনিস গ্রহণ করা, অবৈধ বা অশাস্ত্রীয় হিংসা এবং পরনারী সংসর্গ করা — এই তিনটি শরীরসাধ্য অশুভকর্ম ।। ৭ ।।

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্।। ৮।।

অনুবাদ ঃ দেহধারী মানুষ মনে মনে সুকৃত বা দুষ্কৃত করলে সুকৃতের ফল সুখ ও দুষ্কৃতের ফল দুঃখ অর্থাৎ মনঃকষ্ট মনের দ্বারাই ভোগ করে; বাক্-কৃত সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল বাক্যের দ্বারাই ভোগ করে অর্থাৎ শুভবাচিক কর্মের জন্য লোকের কাছ থেকে মধুর ভাষণরূপ ফল এবং অশুভবাচিকের ফলরূপে লোকের কাছ থেকে অশুভভাষণাদি লাভ করে; কায়িক শুভাশুভ - কর্মের ফল শরীরদ্বারা ভোগ করে অর্থাৎ শুভ কায়িককর্মের ফল স্রক্—চন্দন-বণিতা-উপভোগ এবং অশুভ কায়িক কর্মের ফল ব্যাধি-উপভোগাদি। [এই কারণে কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে কোনও ধর্মরহিত কর্ম ত্যাগ করবে, আর ধর্মজনক কর্ম করবে ।] ।। ৮ ।।

শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্।। ৯।।

অনুবাদ ঃ শারীরিক কর্মদোষের আধিক্য হ'লে লোক বৃক্ষলতাদি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্থাবর পদার্থ হ'য়ে জন্মায় ; বাচিক অশুভ কর্মানুষ্ঠানের অধিক্য হ'লে পশু-পাখী হ'য়ে জন্মায় ; এবং মনঃ কৃত অশুভ কর্মের আধিক্যের ফলে চণ্ডালাদি অন্ত্যজ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে ।। ৯।।

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।। ১০।।

অনুবাদ ঃ বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ডকে যিনি বুদ্ধিতে স্থির রেখেছেন অর্থাৎ ঐ তিন বিষয়ে যিনি স্থিরসঙ্কল্প, তিনিই 'ত্রিদণ্ডী' নামে অভিহিত হন।

["দণ্ড" শব্দের অর্থ দমন অর্থাৎ সংযত রাখা। "বাগ্‌দণ্ড" = বাক্যের দণ্ড (দমন) অর্থাৎ কঠোর কথা না বলা। অন্য দুইটির (মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড এই দুইটির) অর্থও এইরকম বুঝতে হবে। "এই ত্রিবিধ দণ্ড যাঁর বুদ্ধিতে নিহিত (নিবদ্ধ) আছে" অর্থাৎ 'আমি এরকম কর্ম করব না' এই ভাবের সঙ্কল্প থেকে যিনি স্খলিত হন না, তিনি 'ত্রিদণ্ডী' এই নামে অভিহিত হ'য়ে থাকেন। তাঁকে অনার্যের মতো ভারী কাষ্ঠদণ্ড বহন করতে হয় না।]।।১০।।

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি।। ১১।।

অনুবাদ ঃ সকল প্রাণীর প্রতি অহিংস্রভাব - ইত্যাদিরূপে এই বাগদণ্ড প্রভৃতি 'ত্রিদণ্ড' যথার্থ ভাবে অবলম্বন ক'রে কাম ও ক্রোধকে সুসংযত করলে মানবগণ মোক্ষপ্রাপ্তি-রূপ সিদ্ধিলাভ করে।।১১ ।।

যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতি তু কর্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ।। ১২।।

অনুবাদ ঃ এই শরীরকে যিনি সকল প্রকার কাজে প্রবৃত্ত করান, জ্ঞানিগণ তাঁকে **ক্ষেত্রজ্ঞ** বলেন। আর যিনি সকল রকম কাজ করেন, ঐ সব কাজ করার জন্য শরীর নামক যে কর্তা বিদ্যমান, সেই শরীরটি পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত হওয়ায় পণ্ডিতেরা ঐ কর্তাকে ভূতাত্মা ব'লে থাকেন [ভূতগণের বিকার স্বরূপ যে আত্মা সে ভূতাত্মা]।।১২।।

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু।। ১৩।।

অনুবাদ ঃ সকল প্রাণীর দেহের মধ্যে শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞের অতিরিক্ত এক অন্তরাত্মা আছেন, তাঁকে জীব বলা হয়। তিনি সৃষ্টির সময় থেকেই বর্তমান। তাঁরই প্রভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মে জন্মে সুখ ও দুঃখ অনুভব করে।।১৩।।

তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ।। ১৪।।

অনুবাদ ঃ ঐ যে মহান্ অর্থাৎ জীব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এরা উভয়ে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে, উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট সকলজীবে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় ক'রে অবস্থান করছে। তিনি [অর্থাৎ পরমেশ্বর] স্থূল-সূক্ষ্ম-নানারূপে বর্তমান সকল পদার্থে ব্যপ্ত হ'য়ে রয়েছেন, যেহেতু তিনি জগতের কারণ।।১৪।।

অসংখ্যা মূর্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ।। ১৫।।

অনুবাদ ঃ সেই পরমাত্মার শরীর থেকে অসংখ্য মূর্তি [অর্থাৎ জগতের কার্যকারণ ও শক্তিরূপ সমস্ত পদার্থ] নিঃসৃত হ'তে থাকে এবং সেই মূর্তিগুলি উচ্চ-নীচাদি ভেদে নানা জীবে পরিণত হ'য়ে নানা কাজে সচেষ্ট হয় ।। ১৫ ।।

পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ যে সব লোক নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ করে তাদের ঐ কাজের জন্য যাতনা বা দুঃখময় ফলভোগের নিমিত্ত পরলোকে তদুপযুক্ত অন্য শরীর পঞ্চভূত থেকেই উৎপন্ন হয়। [পঞ্চভূত থেকে পরলোকে অন্য শরীর উৎপন্ন হয়। এর দ্বারা এই কথা বলা হল যে, শুক্রশোণিত সম্পর্ক ছাড়াই তাদের পাঞ্চভৌতিক শরীর উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। দুষ্কর্মকারীদেরই শরীর পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু যাঁরা পুণ্যকর্মকারী তাঁদের শরীর তেজঃ ও আকাশের সূক্ষ্মাংশ থেকে উৎপন্ন হয়। এইজন্যই আগে বলা হয়েছে "বায়ুভূত আকাশ- শরীরযুক্ত" ইত্যাদি। "যাতনা" শব্দের অর্থ অত্যধিক যন্ত্রণা; তার জন্য তদুপযোগী অতি দৃঢ় অলৌকিক কষ্ট সহ্য করবার উপযুক্ত শরীর।] ।। ১৬ ।।

তেনানুভূয় তা যামীঃ শরীরেণেহ যাতনাঃ।
তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ দুষ্কৃতকারী জীব সেই সমস্ত শরীরে ঐসব যমযন্ত্রণা ভোগ করলে আবার ঐ দেহারম্ভক মহাভূতসকলের সূক্ষ্ম অংশমধ্যেই পৃথক পৃথক্ লীন হ'য়ে যায়।
['যম' হলেন একজন দেবতাবিশেষ, ইনি পাপীদের শাস্তি দিয়েথাকেন। সেই যম-কর্তৃক বিহিত যাতনা শরীরকে ভোগ করতে হয়; ঐ পাঞ্চভৌতিক শরীরে সেই যাতনাগুলি ভোগ করা হ'য়ে গেলে সেই শরীরগুলি পুনরায় সূক্ষ্ম ভূতসমূহের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যায়।] ।। ১৭ ।।

সোঽনুভূয়াসুখোদর্কান্ দোষান্ বিষয়সঙ্গজান্।
ব্যপেতকল্মষোঽভ্যেতি তাবেবোভৌ মহৌজসৌ।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ সেই জীব নরকযন্ত্রণাভোগের উপযোগী ঐ শরীরে পাপকর্মের অশুভ ফল ভোগ ক'রে [অর্থাৎ নিষিদ্ধ শব্দ-রূপ- রস - গন্ধাদি - বিষয়ে আসক্তি থেকে উৎপন্ন পাপজনিত যে সমস্ত দোষ তার ফলে নরকে বহু দুঃখ ভোগ ক'রে] এবং ভোগাবসানে নিষ্পাপ হ'য়ে ঐ দুই মহাতেজোময়ের [অর্থাৎ সেই মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞের] স্বরূপ আশ্রয় করে। [অসুখোদর্কান্ কথাটির তাৎপর্য এই যে, পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে গেলে অর্থাৎ পাপের ভোগ শেষ হ'লে, পরে সুখ অনুভব করে। সুখের পরিপন্থী পাপ অল্পমাত্রায়-ও যদি থাকে, তাহ'লে সুখ উৎপন্ন হয় না] ।। ১৮ ।।

তৌ ধর্মং পশ্যতস্তস্য পাপং চাতন্দ্রিতৌ সহ।
যাভ্যাং প্রাপ্নোতি সংপৃক্তঃ প্রেত্যেহ চ সুখাসুখম্।। ১৯।।

অনুবাদ ঃ সেই মহান্ ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ে অবিচ্ছেদে [অথবা আলস্যরহিত হ'য়ে] সেই জীবের ধর্মাধর্মের সাক্ষী হ'য়ে থাকে। জীব ঐ ধর্মাধর্মে বিজড়িত থেকেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখ - দুঃখ ভোগ করে ।। ১৯।।

যদ্যাচরতি ধর্মং স প্রায়শোঽধর্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে।। ২০।।

অনুবাদ ঃ জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম এবং অল্প অধর্ম করে, তাহ'লে পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূতাবয়বপরিবেষ্টিত শরীরে স্বর্গে সুখ অনুভব ক'রে থাকে ।। ২০ ।।

যদি তু প্রায়শোঽধর্মং সেবতে ধর্মমল্পশঃ।
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ।। ২১।।

অনুবাদ ঃ আর যদি ঐ জীবের অধর্মের পরিমাণ বেশী ও ধর্মের ভাগ কম থাকে, তাহ'লে সে দেহত্যাগান্তে ঐ সব ভূতের প্রাধান্যশূন্য অন্য শরীরে যমযন্ত্রণা ভোগ করে ।। ২১ ।।

যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীবো বীতকল্মষঃ।
তান্যেব পঞ্চ ভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ।। ২২।।

অনুবাদ ঃ সেই জীব যমকৃত সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ ক'রে যখন পাপমুক্ত হ'য়ে যায় তখন আবার সেই পঞ্চভূতকে আশ্রয় ক'রে মনুষ্যাদি-দেহ লাভ করে [উপরি উক্ত চারটি শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, জীবের যদি অধর্ম বেশী হয়, তাহ'লে তার ভাগ্যে যমযন্ত্রণা ভোগ থাকে, আর যদি অধর্মের পরিমাণ যদি খুব কম হয়, তাহ'লে তার ইহলোকেই সুখানুভবরূপ স্বর্গভোগ হয়] ।। ২২ ।।

এতা দৃষ্ট্বাঽস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্মতোঽধর্মতশ্চৈব ধর্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ।। ২৩।।

অনুবাদ ঃ ধর্ম ও অধর্মের ফলে জীবের এই সব গতি অর্থাৎ সদ্‌গতি বা দুর্গতি ঘটে - এই কথা নিজের মনে মনে বিশেষ-ভাবে পর্যালোচনা ক'রে সকল সময়ে ধর্মানুষ্ঠান-ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা উচিত ।।২৩।।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্বানশেষতঃ।। ২৪।।

অনুবাদ ঃ সত্ত্বঃ রজঃ এবং তমঃ এই তিনটিকে আত্মার গুণ ব'লে জানবে। জীব ঐ তিনটি গুণের প্রভাবেই এই সমস্ত ভাব বা পদার্থনিচয়কে সমগ্রভাবে ব্যাপ্ত ক'রে আছে।

[ধর্মধর্মের যে অংশটি কর্মকাণ্ডের উপযোগী তা বলা হয়েছে। এখন জ্ঞানকাণ্ড আরম্ভ করতে চাইছেন। তার জন্য ঐ জ্ঞানেরই অঙ্গ কি তা বলার জন্য প্রথমতঃ দ্বৈতবাদ অনুসরণ ক'রে বক্তব্য বিষয়টির আলোচনা করা হচ্ছে। 'সত্ত্ব' প্রভৃতি তিনটি গুণ আত্মার ধর্ম। এখানে 'আত্মা' শব্দের অর্থ জীব নয়, কিন্তু মহান্ বা মহৎ তত্ত্বকে বোঝাচ্ছে। কারণ, 'আত্মা' শব্দের অর্থ এখানে স্বভাব, কিন্তু প্রত্যগাত্মাকে বোঝাচ্ছে না; যেহেতু পুরুষ অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা নির্গুণ — কোনও গুণের সাথে তাঁর সম্পর্ক নেই। অথবা, আত্মা ভোক্তা এবং গুণত্রয় ভোগ্য; এইজন্য ঐ গুণত্রয়কে ভোক্তা আত্মার সাথে ভোগ্যতাসম্বন্ধযুক্ত বলা হচ্ছে। আর এখানে 'মহান্' শব্দের দ্বারা মহৎ-তত্ত্ব বোঝাচ্ছে; কারণ, মহান - শব্দটি সত্ত্বাদিগুণের সাথে প্রত্যাসন্ন। প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির যে প্রথম বিকারাবস্থা তার নাম 'মহৎ'। এটি সকল বিকারকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে। যেহেতু সেটি সকল প্রকার বিকারেরই প্রকৃতি, এইজন্য এইরকম বলা হচ্ছে।] ।। ২৪ ।।

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্।। ২৫।।

অনুবাদ ঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণটি যখন শরীরমধ্যে সমগ্রভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন তা সেই শরীরী ব্যক্তিকে নিজ ক্রিয়া বা ধর্মযুক্ত ক'রে থাকে।

[যদিও জগতের সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক তবুও যে গুণটি যখন "সাকল্যেন"=সমগ্রভাবে "অতিরিচ্যতে"=আধিক্য প্রাপ্ত হয় এবং জীবের পূর্বকৃত কর্মবশেই তা ঘটে থাকে,তখন সেই গুণটি প্রাণীর অন্যান্য গুণগুলিকে অভিভূত ক'রে থাকে। এই কারণে শরীরী (প্রাণী) প্রধানতঃ সেই গুণযুক্ত হ'য়ে থাকে; সেই গুণটিরই ধর্ম ও ক্রিয়া দেখিয়ে থাকে, যেন অন্য গুণদ্বয়কে ত্যাগ করেছে।] ।। ২৫ ।।

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্বভূতাশ্রিতং বপুঃ।। ২৬।।

অনুবাদ ঃ এগুলির মধ্যে সত্ত্বগুণটি জ্ঞানস্বরূপ, তমোগুণ অজ্ঞানস্বরূপ এবং রজোগুণ রাগদ্বেষ-স্বরূপ। এই হ'ল এই গুণত্রয়ের স্বভাব, এইভাবে তারা সমগ্র চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছে [গুণগুলির সাধারণ লক্ষণ এই যে, এরা সর্বজীবে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ যা বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ ক'রে দেয়। অজ্ঞান=মোহ; মদমূর্চ্ছাদি অবস্থাতে যে অচৈতন্যভাব তাই কেবল অজ্ঞান নয়, কিন্তু মোহও অজ্ঞান। 'রজঃ' হ'লে জ্ঞানাজ্ঞান উভয়স্বরূপ। "রজঃ রাগদ্বেষস্বরূপ"। এখানে 'রাগদ্বেষ' শব্দের দ্বারা ঐ জ্ঞানাজ্ঞান উভয় প্রকার ধর্মের সমাবেশ বোঝাচ্ছে। এতে সম্যক্ জ্ঞানও নেই, অত্যন্ত ক্রোধও নেই এবং অত্যন্ত প্রসন্নতাও নেই। এই

হ'ল রজঃ। "বপুঃ" শব্দের অর্থ স্বভাব; কারণ, বীজস্বরূপ যে বাসনা তার উচ্ছেদ হয় না, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে।] ।।২৬।।

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ।। ২৭।।

অনুবাদ— আত্মমধ্যে কোনও কালে প্রীতিযুক্ত, প্রশান্ত এবং বিশুদ্ধ যা কিছু লক্ষ্য করবে তাকেই সত্ত্ব বলে বুঝবে।

["প্রীতিসংযুক্তং"=প্রীতি ও জ্ঞান প্রকাশস্বরূপ স্বচ্ছ, "শুদ্ধাভং"=যা শুদ্ধের মতো প্রকাশমান, যাকে রজঃ কিংবা তমঃ কলুষিত করে নি, যা মদ, মান, রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক এবং মাৎসর্য্য ইত্যাদি প্রকার দোষশূন্য। এই যে অবস্থা, এটি সকলেরই নিজের মধ্যে কখন কদাচিৎ প্রকাশ পায়; এটি স্বসংবেদ্য—কেবল নিজে নিজেই অনুভব করতে হয়।] ।। ২৭ ।।

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতিপং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্।। ২৮।।

অনুবাদ ঃ যা দুঃখসংযুক্ত এবং যা নিজের প্রীতিজনক নয়, তা সকলসময় পুরুষকে বিষয় ভোগে আকৃষ্ট করে ব'লে তাকে অভ্যুদয়ের পরিপন্থী রজোগুণ ব'লে জানবে। ।। ২৮ ।।

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ।। ২৯।।

অনুবাদ ঃ আর যা মোহসংযুক্ত, যার ফলে সৎ ও অসৎ বিবেচনা থাকে না, যা বিষয়াত্মক অর্থাৎ জড়স্বরূপ, যার স্বরূপ অবধারণ করা যায় না, তাকে তমোগুণ বলে বুঝবে। ।। ২৯ ।।

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।। ৩০।।

অনুবাদ ঃ এই তিন প্রকার গুণেরই যে ফল প্রকাশ পায় তা উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন রকম হ'য়ে থাকে। তা আমি সমগ্রভাবে বলছি ।। ৩০ ।।

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্।। ৩১।।

অনুবাদ ঃ বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মানুষ্ঠান এবং আত্মধ্যান এইগুলি সব সত্ত্বগুণের লক্ষণ। ।। ৩১।।

আরম্ভরুচিতাঽধৈর্যমসৎকার্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্।। ৩২।।

অনুবাদ ঃ কর্মানুষ্ঠানে আগ্রহ, অধৈর্য, অসৎকার্য আশ্রয় এবং নিয়ত বিষয়াসক্তি—এগুলি সব রজোগুণের লক্ষণ।

[দৃষ্টার্থক কিংবা অদৃষ্টার্থক কাম্যকর্ম গুলি অনুষ্ঠান করতে আগ্রহ এবং বৃথা কর্মের অনুষ্ঠান—এ-ই রজোগুণের লক্ষণ। "অধৈর্য",—অল্প একটু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হ'লে চিত্তের ব্যাকুলতা, তার ফলে দীনতা অবলম্বন এবং উৎসাহ পরিত্যাগ। "অসৎকার্য"= লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম; তার "পরিগ্রহ" অর্থাৎ আচরণ। "অজস্রং"=পুনঃ পুনঃ "বিষয়োপসেবা"=বিষয়ে আসক্তি বা প্রবৃত্তি।]।।৩২ ।।

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্।। ৩৩।।

অনুবাদ ঃ লোভ, নিদ্রালুতা, অধৈর্য, ক্রুরতা, নাস্তিকতা, সদাচার থেকে স্খলন, যাচ্ঞা করবার প্রবৃত্তি এবং প্রমাদ—এগুলি সব তমোগুণের লক্ষণ।

[ধনাদিতে যে অনুরাগ তাই লোভ। "ক্রৌর্য"=ক্রূরতা অর্থাৎ কেউ যদি অল্প একটু দোষ করে তাতেই তার শত্রুতা করা। নাস্তিক্য অর্থাৎ শাস্ত্রে এবং পরলোকে অবিশ্বাস। "ভিন্নবৃত্তিতা"=সদাচার থেকে ভ্রষ্ট হওয়া। এখানে "চ" শব্দটি থাকায় শিষ্টজননিন্দাও বোঝাচ্ছে। "যাচিষ্ণুতা"=যাচ্ঞা করবার প্রবণতা। "প্রমাদ"=ধর্মাদিতে অবহিত না হওয়া; যা থেকে অনিষ্ট ঘটবে তা পরিহার করবার বিষয়ে আগ্রহ না থাকা।]।। ৩৩।।

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং ত্রিষু তিষ্ঠতাম্।
ইদং সামাসিকং জ্ঞেয়ং ক্রমশো গুণলক্ষণম্।। ৩৪।।

অনুবাদ ঃ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান-এই কালত্রয়ে বিদ্যমান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের লক্ষণ সংক্ষেপে ক্রমিকভাবে এইরকম অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রকার বুঝতে হবে।

["ত্রিষু"= ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালে অথবা সাম্য, উপচয় এবং অপচয় এই তিন অবস্থায় কিংবা উত্তম, অধম এবং মধ্যম এই ত্রিবিধ ফলপ্রকাশে। "ইদম্" এর দ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়টির নির্দেশ করা হল।]।।৩৪।।

যৎ কর্ম কৃত্বা কুর্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্বং তামসং গুণলক্ষণম্।। ৩৫।।

অনুবাদ ঃ যে কাজ ক'রে ফেলে কিংবা যে কাজ করার সময় অথবা পরে করবে এইরকম ভেবে লোক লজ্জিত হয় সে সমস্তই তমোগুণের লক্ষণ ব'লে জ্ঞানিগণ জানবেন।। ৩৫।।

যেনাস্মিন্ কর্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্।। ৩৬।।

অনুবাদ ঃ যে কাজের দ্বারা ইহলোকে প্রচুর খ্যাতি লাভ করার আশা করা হয়, অথচ যা সম্পন্ন নঃ হ'লে লোকে অনুশোচনাও করে না, তাকেই রজোগুণের লক্ষণ ব'লে বুঝতে হবে।।।৩৬ ।।

যৎ সর্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্।। ৩৭।।

অনুবাদ ঃ যে কাজ জ্ঞানের জন্য সতর্কভাবে সকল প্রকারে জানতে ইচ্ছা করে, যে কাজ সম্পাদন ক'রে লজ্জিত হ'তে হয় না এবং যে কাজ অনুষ্ঠান ক'রে অন্তরাত্মা তৃপ্তিলাভ করে, এই সমস্তগুলি সত্ত্বগুণমূলক ব'লে ঐগুলি সত্ত্বগুণের পরিচায়ক হ'য়ে থাকে। ।। ৩৭ ।।

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্।। ৩৮।।

অনুবাদ ঃ কামপ্রধানতা তমোগুণের লক্ষণ, অর্থপ্রধানতা রজোগুণের এবং ধর্মপ্রধানতা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। এগুলির মধ্যে পরবর্তীগুলি পূর্বগুলির তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

[কামে অর্থাৎ কামনাতেও ত সুখ আছে। আবার যা প্রীতিসংযুক্ত তা সত্ত্বগুণের পরিচায়ক, তাও বলা হয়েছে। সুতরাং ঐ 'কাম' যে তমোগুণেব পরিচায়ক, একথা বলা কিভাবে যুক্তিযুক্ত

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য, এখানেও তমঃ মোহস্বরূপ, কিন্তু তা জ্ঞানস্বরূপ নয়, যেহেতু জ্ঞান সত্ত্বগুণেরই লক্ষণ, এইজন্য বলা হয়েছে "সত্ত্বগুণ জ্ঞানস্বরূপ"। "কাম তমোগুণের লক্ষণ" - এখানে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবরূপ অবস্থা বক্তব্য নয়, কিন্তু বিষয়গত যে স্পৃহাধিক্য তাকেই 'কাম' বলা হয়েছে। আর স্পৃহাধিক্য অবস্থায় যে সুখ উৎপন্ন হয় তাও নয়। প্রত্যুত এরকম ক্ষেত্রে স্পৃহণীয় বিষয়টি অব্যক্তই (অপ্রাপ্তই) থাকে। যে লোক ঐপ্রকার কামপ্রধান তার ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা থাকে না ব'লে এরকম ক্ষেত্রে কামের মধ্যে মোহরূপতা থাকে; আর তাই তমোগুণ। এই প্রকার 'কামই' এখানে বক্তব্য। কিন্তু ঋতুকালে নিজপত্নীতে উপগত হওয়ার জন্য যে ঔৎসুক্য তা শাস্ত্রবিহিত; কাজেই তা তমোগুণের লক্ষণ নয়।]।। ৩৮।।

যেন যস্তু গুণেনৈষাং সংসারান্ প্রতিপদ্যতে।
তান্ সমাসেন বক্ষ্যামি সর্বস্যাস্য যথাক্রমম্।। ৩৯।।

অনুবাদ : এইগুলির মধ্যে যে গুণের প্রভাবে জীব যে সমস্ত গতি লাভ করে, এই সমগ্র জগতের সেই গতি আমি-সংক্ষেপে যথাক্রমে বলব।। ৩৯।।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ।। ৪০।।

অনুবাদ : যারা সত্ত্বগুণপ্রধান তারা দেবত্ব লাভ করে, যারা রজোগুণপ্রধান তারা মানুষ হ'য়ে জন্মায় আর যারা তমোগুণপ্রধান তারা তির্যগযোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পশুপক্ষী হ'য়ে জন্মায়; জীবের এই তিন প্রকার গতি হ'তে পারে।। ৪০।।

ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ।
অধমা মধ্যমাগ্র্যা চ কর্ম-বিদ্যা-বিশেষতঃ।। ৪১।।

অনুবাদ : সত্ত্বাদি-গুণানুসারে ঐ ত্রিবিধ গতির প্রত্যেকটি আবার অধম, মধ্যম এবং উত্তম এই তিন প্রকার; তাও আবার কর্ম এংব বিদ্যার বিশেষত্ব অনুসারে বহু প্রকার হ'তে পারে।

["এষা ত্রিবিধা"= এই তিন প্রকার গতি আবার "গৌণিকী"=সত্ত্ব প্রভৃতি গুণানুসারে উত্তম, অধম এবং মধ্যমভেদে ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে থাকে। অতএব ওগুলি সমষ্টিতে নয় প্রকার তাও আবার কর্ম এবং বিদ্যার বিশেষত্ব অনুসারে অনন্ত প্রকার। যেহেতু ভালমন্দ কর্ম বুদ্ধিপূর্বক (জ্ঞানকৃত) অনুষ্ঠান এবং অবুদ্ধিপূর্বক (অজ্ঞানকৃত) অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রকার বহু ভেদ আছে এই কথাটিই "কর্মবিদ্যাবিশেষতঃ" এই অংশে ব'লে দেওয়া হয়েছে]।।৪১।।

স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ।। ৪২।।

অনুবাদ : বৃক্ষাদিস্থাবর পদার্থ, কৃমি, কীট, মাছ, সাপ, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগ, —এদের তমোগুণনির্মিত যে গতি হ'য়ে থাকে, এই সব যোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ এইসব রূপে জন্মানো "নিকৃষ্ট তামসী গতি"। ।। ৪২ ।।

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ।। ৪৩।।

অনুবাদ : হাতী, ঘোড়া, শূদ্র ও গর্হিত ম্লেচ্ছ, সিংহ, বাঘ এবং বরাহ — এইসব প্রাণীর যোনিপ্রাপ্তি মধ্যমশ্রেণীর তামসী গতির অন্তর্ভুক্ত।। ৪৩ ।।

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ ঃ চারণ [অর্থাৎ কথক, গায়ক, স্ত্রী-সংযোজক প্রভৃতি], সুপর্ণ [বিশেষ এক জাতীয় পাখী], দম্ভসহকারে কর্মাচরণকারী পুরুষ, রাক্ষস এবং পিশাচ :— তমোগুণজনিত গতির মধ্যে এই সব যোনি প্রাপ্তি উত্তম শ্রেনীভুক্ত ।। ৪৪ ।।

ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ।। ৪৫।।

অনুবাদ ঃ ভল্ল, মল্ল, নট, শস্ত্রজীবী পুরুষ এবং দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানে যারা আসক্ত তাদের জন্ম নিকৃষ্ট রাজসী গতি। [ঝল্ল ও মল্ল এরা রঙ্গক্রীড়া ক'রে থাকে। এদের মধ্যে যারা বাহুযুদ্ধ করে তারা 'মল্ল', আর যারা লাঠি, মুগুর নিয়ে যুদ্ধ করে কিংবা যারা পরিহাসজীবী (ভাঁড়) তারা ঝল্ল।] ।।৪৫।।

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ ঃ রাজা অর্থাৎ জনপদের অধিপতি, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ঐ রাজার অনুজীবী সামন্তগণ, রাজার পুরোহিত, বাদপ্রধান অর্থাৎ যারা শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ আলোচনার সময় বেশী তর্ক-কলহ করে, এবং যারা যুদ্ধপ্রধান অর্থাৎ যারা বেশীর ভাগ সময় যুদ্ধবিগ্রহে কাল কাটায়, তাদের ঐ জন্ম মধ্যম রাজসী গতি। ।। ৪৬ ।।

গন্ধর্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ গন্ধর্ব, যক্ষ, অন্যান্য দেবানুচর বিদ্যাধর প্রভৃতি, এবং অপ্সরা — এরা রজোগুণজনিত গতির মধ্যে উত্তম - গতিভুক্ত। ।। ৪৭ ।।

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ।। ৪৮।।

অনুবাদ ঃ বানপ্রস্থ-তাপস, পরিব্রাজক প্রভৃতি যতিগণ, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদিবিমানচারি - দেবগণ, নক্ষত্রগণ এংব দৈত্যগণ — এদের জন্ম নিকৃষ্ট সাত্ত্বিকী গতি ।। ৪৮ ।।

যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ।। ৪৯।।

অনুবাদ ঃ যাজ্ঞিকগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, বেদের অধিষ্ঠাতা বেদপুরুষ, ধ্রুবাদি জ্যোতিষ্কগণ, বৎসরগণ, পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ — এদের জন্ম মধ্যম সাত্ত্বিকী গতি ।। ৪৯ ।।

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ।। ৫০।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মা, বিশ্বসৃক্ গণ অর্থাৎ মরীচি - অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, বিগ্রহধারী ধর্ম, মূর্তিমান্ মহান্ (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব) এবং অব্যক্ত - এই সমস্ত জন্ম লাভ করাকে জ্ঞাতিগণ উত্তম সাত্ত্বিকী গতি ব'লে থাকেন ।। ৫০ ।।

এষ সর্বঃ সমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্মণঃ।
ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নং সংসারঃ সার্বভৌতিকঃ।। ৫১।।

অনুবাদ ঃ শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত এই ত্রিবিধ কর্মের সত্ত্ব-রজ-তমোভেদে

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার গতি, তাও আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। [এখানে অন্যান্য যে সব গতির কথা বিশিষ ভাবে বলা হয় নি, তা-ও উক্তপ্রকার সাদৃশ্য অনুসারে এগুলিরই অন্তর্ভুক্ত হবে।] এই ভাবে সকল প্রাণীর যে নানা প্রকার সংসারগতি হয়, তা সর্বতোভাবে বলা হ'ল ।। ৫১ ।।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্ সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ।। ৫২।।

অনুবাদ ঃ অবিদ্বান্ অধম লোকেরা ইন্দ্রিয়বিষয়ে সকল সময়ে আসক্ত হওয়ায় এবং প্রায়শ্চিত্তাদি ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান না করায় নানারকম কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।। ৫২।।

যাং যাং যোনিং তু জীবোঽয়ং যেন যেনেহ কর্মণা।
ক্রমশো যাতি লোকেঽস্মিংস্তত্তৎ সর্বং নিবোধত।। ৫৩।।

অনুবাদ ঃ এই জীব, যে যে কর্মের ফলে ইহলোকে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, সে সব আপনাদের বলছি, শুনুন ।। ৫৩ ।।

বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্।। ৫৪।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মহত্যাদি-মহাপাতকী লোকেরা বহুবৎসর ধ'রে ঘোর নরক ভোগ ক'রে সেই পাপকর্মের ক্ষয় হ'লে বক্ষমাণ বিশেষ বিশেষ যোনি লাভ করে ।। ৫৪ ।।

শ্ব-শূকর-খরোষ্ট্রাণাং গোঽজাবি-মৃগ-পক্ষিণাম্।
চণ্ডাল-পুক্কসানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।। ৫৫।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণহত্যাকারী লোক নরকভোগের পর কুকুর, শুয়োর, গাধা, উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, মৃগ, পাখী, চণ্ডাল এবং পুক্কস — এই সমস্ত যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।। ৫৫ ।।

কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড়্ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ।। ৫৬।।

অনুবাদ ঃ সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ নরকভোগের পর কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভোজী কাক-প্রভৃতি পাখী, এবং বাঘ - প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।। ৫৬ ।।

লূতাহি-শরটানাঞ্চ তিরশ্চাং চাম্বুচারিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চ পিশাচানাং স্তেনো বিপ্রঃ সহস্রশঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ ঃ যে ব্রাহ্মণ সোনা অপহরণ করে, সে নরক-ভোগের পর মাকড়সা, সাপ, কৃকলাস, জলচর কুমীর- প্রভৃতি জন্তু, এবং হিংসাপরায়ণ পিশাচাদির যোনিতে হাজার বার জন্মগ্রহণ করে।।৫৭।।

তৃণ-গুল্ম-লতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।
ক্রূরকর্মকৃতাঞ্চৈব শতশো গুরুতল্পগঃ।। ৫৮।।

অনুবাদ ঃ গুরুপত্নীগামী লোক নরকভোগের পর তৃণ, গুল্ম, লতা, কাঁচামাংসভোজী প্রাণী, এবং অতিহিংস্র সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ প্রাণীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ।। ৫৮ ।।

হিংস্রা ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কৃময়োঽভক্ষ্যভক্ষিণঃ।
পরস্পরাদিনঃ স্তেনাঃ প্রেতান্ত্যস্ত্রীনিষেবিণঃ।। ৫৯।।

অনুবাদ ঃ যারা প্রাণীহিংসা-পরায়ণ, তারা মরণান্তে আমমাংসভক্ষণকারী জন্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অভক্ষ্যভক্ষণকারীরা কৃমি হ'য়ে জন্মায়। চোরেরা পরস্পরের মাংসখাদক হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে এবং যারা অন্ত্যজ-নারী সম্ভোগ করে তারা প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।। ৫৯ ।।

সংযোগং পতিতৈর্গত্বা পরস্যৈব চ যোষিতম্।
অপহৃত্য চ বিপ্রস্বং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ।। ৬০।।

অনুবাদ ঃ পতিত ব্যক্তির সাথে সংসর্গ করলে, পরস্ত্রী গমন করলে এবং ব্রাহ্মণের ধনসম্পদ্ অপহরণ করলে ব্রহ্মরাক্ষস হ'য়ে জন্মাতে হয়।। ৬০ ।।

মণিমুক্তাপ্রবালানি হৃত্বা লোভেন মানবঃ।
বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্তৃষু।। ৬১।।

অনুবাদ ঃ মানুষ যদি লোভবশতঃ মণি, মুক্তা ও প্রবাল অপহরণ করে কিংবা অন্যান্য নানাজাতীয় রত্ন চুরি করে, তাহ'লে সে হোমকর্তৃ [বিশেষ এক ধরণের পাখী, তার যোনিতে; মতান্তরে, স্বর্ণকার যোনিতে] হ'য়ে জন্মায় ।। ৬১ ।।

ধান্যং হৃত্বা ভবত্যাখুঃ কাংস্যং হংসো জলং প্লবঃ।
মধু দংশঃ পয়ঃ কাকো রসং শ্বা নকুলো ঘৃতম্।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ ধান চুরি করলে ইঁদুর হ'য়ে জন্মাতে হয়; কাঁসা চুরি করলে হাঁস, জলহরণে প্লব-নামক পাখী, মধুহরণকারী ডাঁশ, দুধ চুরি করলে কাক, রসহরণকারী কুকুর এবং ঘি-হরণকারী নকুল অর্থাৎ বেজী হ'য়ে জন্মায় ।। ৬২ ।।

মাংসং গৃধ্রো বপাং মদ্গুস্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।
চীরীবাকস্তু লবণং বলাকা শকুনির্দধি।। ৬৩।।

অনুবাদ ঃ মাংস চুরি করলে শকুনি হয়, চর্বি চুরি করলে মদ্গু পাখী অর্থাৎ পানকৌড়ি পাখী, তেল চুরি করলে তেলাপোকা অর্থাৎ আর্শুলা, লবণ চুরি করলে ঝিঁঝিঁপোকা, দধি চুরি করলে বলাকা নামক পাখী হ'য়ে জন্মাতে হয় ।। ৬৩ ।।

কৌষেয়ং তিত্তিরির্হৃত্বা ক্ষৌমং হৃত্বা তু দর্দুরঃ।
কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চো গোধা গাং বাগ্গুদো গুড়ম্।। ৬৪।।

অনুবাদ ঃ তসর-বস্ত্র চুরি করলে তিতির পাখী, গরদের কাপড় চুরি করলে দর্দুর অর্থাৎ ব্যাঙ, কার্পাসতন্তু নির্মিত বস্ত্র অপহরণে ক্রৌঞ্চপাখী, গরু চুরি করলে গোসাপ এবং গুড় চুরি করলে বাগ্গুদ অর্থাৎ বাদুড় হ'য়ে জন্মতে হয়। ।। ৬৪ ।।

ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকস্তু বর্হিণঃ।
শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকৃতান্নং তু শল্যকঃ।। ৬৫।।

অনুবাদ ঃ কস্তূরী প্রভৃতি উত্তম গন্ধদ্রব্য চুরি করলে ছুঁচো, বাস্তুকাদি পত্রশাক চুরি করলে ময়ূর, সিদ্ধান্ন ভাত ছাতু প্রভৃতি চুরি করলে সজারু এবং আমান্ন অর্থাৎ কাঁচা ব্রীহি-যব প্রভৃতি অপহরণ করলে শল্যক হ'য়ে জন্মাতে হয়।।৬৫।।

বকো ভবতি হৃত্বাগ্নিং গৃহকারী হ্যুপস্করম্।
রক্তানি হৃত্বা বাসাংসি জায়তে জীবজীবকঃ।। ৬৬।।

অনুবাদ ঃ অগ্নি হরণ করলে বক, কুলো ধুচুনি হামানদিস্তা প্রভৃতি গৃহোপকরণ চুরি করিলে 'গৃহকারী' অর্থাৎ মাটি-প্রভৃতি দিয়ে গৃহ-নির্মাণ-কারী কীট, রক্তবস্ত্র চুরি করলে জীবঞ্জীবক অর্থাৎ চকোর নামক পাখী হ'য়ে জন্মাতে হয় ।। ৬৬ ।।

বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোঽশ্বং ফলমূলং তু মর্কটঃ।
স্ত্রীমৃক্ষঃ স্তোককো বারি যানান্যুষ্ট্রঃ পশূনজঃ।। ৬৭।।

অনুবাদ ঃ মৃগ কিংবা হাতী অপহরণে নেক্ড়ে বাঘ, ঘোড়া অপহরণে বাঘ, ফলমূল চুরি করলে মর্কট, নারীহরণ করলে ভল্লুক, শস্যক্ষেত্রের জল অপহরণে চাতক, যান অপহরণে উট এবং পশু অপহরণ করলে ছাগল হ'য়ে জন্মাতে হয়। ।। ৬৭ ।।

যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপহৃত্য বলান্নরঃ।
অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ত্বং জগ্ধ্বা চৈবাহুতং হবিঃ।। ৬৮।।

অনুবাদ ঃ অন্যের যে কোনও দ্রব্য, সেটি যত তুচ্ছই হোক্, তা বলপূর্বক অপহরণ করলে অবশ্যই তির্যক্ যোনিতে জন্মাতে হয় এবং হোমের জন্য রক্ষিত দ্রব্য ভক্ষণ করলেও ঐ গতি। ।। ৬৮ ।।

স্ত্রিয়োঽপ্যেতেন কল্পেন হৃত্বা দোষমবাপ্নুয়ুঃ।
এতেষামেব জন্তূনাং ভার্যাত্বমুপযান্তি তাঃ।। ৬৯।।

অনুবাদ ঃ স্ত্রীলোকেরাও যদি ঐভাবে অন্যের জিনিস অপহরণ করে, তা হ'লে তারাও পাপগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে এবং তার ফলে তারা ঐসব জাতির প্রাণীর স্ত্রী হ'য়ে জন্মে। ।। ৬৯।।

স্বেভ্যঃ স্বেভ্যস্তু কর্মভ্যশ্চ্যুতা বর্ণা হ্যনাপদি।
পাপান্ সংসৃত্য সংসারান্ প্রেষ্যতাং যান্তি শত্রুষু।। ৭০।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণ আপৎকাল ছাড়াও যদি নিজ নিজ বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-বিহিত কাজ না ক'রে, তা হ'লে তারা নানা প্রকার পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রে অবশেষে মানুষের মধ্যে যারা দস্যু, তাদের ভৃত্য হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করে ।। ৭০।।

বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ।
অমেধ্যকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ।। ৭১।।

অনুবাদ ঃ ব্রাহ্মণ যদি নিজ বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়, তা হ'লে সে বান্তভোজী উল্কামুখ প্রেত অর্থাৎ আলেয়া হ'য়ে জন্মে; আর ক্ষত্রিয় যদি নিজবৃত্তি থেকে বিনা করাণে ভ্রষ্ট হয়, তা হ'লে সে ঘৃণিত শবভোজী 'কটপূতন' নামক প্রেত হয়।

[স্ব স্ব বৃত্তি থেকে পরিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি-বর্ণের কিরূপ পাপগতি হয়, তা দেখানো হচ্ছে। "বান্তাশী"=যে বান্ত (বমি) খেয়ে থাকে; আর তার মুখ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হ'তে থাকে। "কুণপ" শব্দের অর্থ মৃত শরীর। "কূটপূতন"=যার নাসিকা দুর্গন্ধবিশিষ্ট। অথব্য এখানে "কটপূতন" এইরকম পাঠ; 'কটপূতন এক প্রকার পিশাচ জাতি; ওরা এক রকম অদৃশ্য ভূতযোনিবিশেষ, শ্মশানভূমি আশ্রয় ক'রে থাকে।] ।। ৭১ ।।

মৈত্রাক্ষজ্যোতিকঃ প্রেতো বৈশ্যো ভবতি পূয়ভুক্।
চৈলাশকশ্চ ভবতি শূদ্রো ধর্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ।। ৭২।।

অনুবাদ ঃ বৈশ্য যদি নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করে তা হ'লে সে পূযভক্ষণকারী 'মৈত্রাক্ষজ্যোতিক' নামক পিশাচ হয়, আর শূদ্র স্ববৃত্তিচ্যুত হ'লে 'চৈলাশক' নামক প্রেত হয়ে

থাকে।

['মৈত্রাক্ষে' অর্থাৎ মিত্রদেবতার স্থান যে ইন্দ্রিয় সেইখানে 'জ্যোতি' অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি যার। আবার মৈত্রাক্ষ শব্দের অর্থ পায়ু (মলদ্বার); তা যার অক্ষিবিবরস্বরূপ। কেউ কেউ বলেন, 'মৈত্রাক্ষজ্যোতিক' শব্দের অর্থ পেঁচা। 'মৈত্র' শব্দের অর্থ মিত্রের (সূর্যের) আলোক; 'অক্ষজ্যোতিঃ'=ইন্দ্রিয়জ দর্শন। পেঁচা সূর্যের আলোকে দেখতে পায় না।] ।। ৭২ ।।

যথা যথা নিষেবন্তে বিষয়ান্ বিষয়াত্মকাঃ।
তথা তথা কুশলতা তেষাং তেষূপজায়তে।। ৭৩।।

অনুবাদ ঃ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যে পরিমাণে যেভাবে বিষয়সমূহ উপভোগ করতে থাকে, নিষিদ্ধ বিষয়ভোগ থেকে সেই সেই ভাবে তাদের ইন্দ্রিয়ের কুশলতা অর্থাৎ দুঃখভোগ করবার শক্তি-বৃদ্ধি পায় [অর্থাৎ পরলোকে সেই পরিমাণে তাদের ইন্দ্রিয় প্রখর হ'য়ে তাদের দুঃখ দেয়]।। ৭৩ ।।

তেঽভ্যাসাৎ কর্মণাং তেষাং পাপানামল্পবুদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানি তাসু তাস্বিহ যোনিষু।। ৭৪।।

অনুবাদ ঃ সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাদের ঐসব পাপকর্মের বারংবার অভ্যাসের তারতম্যহেতু সেই সমস্ত কৃমি-কীটাদি পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রে বহু দুঃখ ভোগ করে ।। ৭৪।।

তামিস্রাদিষু চোগ্রেষু নরকেষু বিবর্তনম্।
অসিপত্রবনাদীনি বন্ধনচ্ছেদনানি চ।। ৭৫।।

অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত নিষিদ্ধ বিষয়-ভোগীদের 'তামিস্র' প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর নরকসমূহে ঘুরতে হয় এবং অসিপত্রবন-নামক নরকের মধ্যে বন্ধন, ছেদন ইত্যাদি যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়।

[আগে "তামিস্রম্ অন্ধতামিস্রম্" ইত্যাদি যে সব নরকের কথা বলা হয়েছে তাই এখানে "তামিস্রাদিষু" শব্দের দ্বারা বোধিত হচ্ছে। সেখানে "বিবর্তনম্"=এক পাশে ভর দিয়ে আর এক পাশে ফেরা অথবা সেখানে এমন সব গাছ আছে যেগুলির পাতা খড়্গের মতো ধারাল, সেই সব গাছে বাঁধা থাকতে হয়; সেই সব পাতার উপর বেঁধে তাদের চিৎ ভাবে শুয়িয়ে রাখা হয়। কিংবা ভূমিতেই ঐ প্রকার পত্রের উপর কলাগাছের টুকরোর মতো ফেলেয়া রাখা হবে এবং তাদের দেহ খণ্ড খণ্ড হবে। এইভাবে পাপীদের অঙ্গচ্ছেদন হবে।] ।। ৭৫ ।।

বিবিধাশ্চৈব সম্পীড়াঃ কাকোলূকৈশ্চ ভক্ষণম্।
করম্ভবালুকাতাপান্ কুম্ভীপাকাংশ্চ দারুণান্।। ৭৬।।

অনুবাদ ঃ দুষ্কর্মকারী ব্যক্তিরা নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা পায়; কাক, পেঁচা প্রভৃতি তাদের ভক্ষণ করতে থাকে, উত্তপ্ত 'করম্ভ' অর্থাৎ কাদা এবং বালির মধ্যে কিংবা দারুণ কুম্ভীপাকনরকমধ্যে তাদের থাকতে হয়।।৭৬।।

সম্ভবাংশ্চ বিযোনীষু দুঃখপ্রায়াসু নিত্যশঃ।
শীতাতপাভিঘাতাংশ্চ বিবিধানি ভয়ানি চ।। ৭৭।।

অনুবাদ ঃ তাদের সতত দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হবে এমন সব 'বিযোনি'তে অর্থাৎ তির্যক্প্রাণী, ভূত, পিশাচ প্রভৃতির যোনিতে জন্মাতে হয়, এবং দারুণ শীত, রৌদ্রজনিত ক্লেশ

এবং নানা প্রকার ভয় ভোগ করতে হয়। ।। ৭৭ ।।

অসকৃদ্‌গর্ভবাসেষু বাসং জন্ম চ দারুণম্।
বন্ধনানি চ কষ্টানি পরপ্রেষ্যত্বমেব চ।। ৭৮।।

অনুবাদ ঃ পুনঃপুনঃ গর্ভবাস, অতি দুঃখপ্রদ জন্ম, অতিশয় ক্লেশদায়ক বন্ধন এবং দাসত্বমধ্যে জীবন যাপন করতে হয়।। ৭৮ ।।

বন্ধুপ্রিয়বিয়োগাংশ্চ সংবাসশ্চৈব দুর্জনৈঃ।
দ্রব্যার্জনং চ নাশং চ মিত্রামিত্রস্য চার্জনম্।। ৭৯।।

অনুবাদ ঃ বন্ধু এবং প্রিয়জনগণের বিয়োগদুঃখ ভোগ করতে হয়, দুষ্ট দুর্জনগণের সাথে বাস করতে হয়; অতি কষ্টে ধনার্জন করতে হয়, তাও আবার নষ্ট হ'য়ে যায়; যাকে বন্ধু ভেবে আশ্রয় করা হয় সেই ব্যক্তিই আবার শত্রু হ'য়ে যায় ।। ৭৯ ।।

জরাং চৈবাপ্রতীকারাং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নম্।
ক্লেশাংশ্চ বিবিধাংস্তাংস্তান্মৃত্যুমেব চ দুর্জয়ম্।। ৮০।।

অনুবাদ ঃ অসাধ্য জরা, নানা প্রকার রোগক্লেশ, ক্ষুধা-পিপাসায় বহুবিধ অপ্রত্যাশিত কষ্ট এবং অবশেষে দুর্জয় অকাল-মৃত্যু —এই সব ভোগ করতে হয় । ।। ৮০ ।।

যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্‌যৎ কর্ম নিষেবতে।
তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে।। ৮১।।

অনুবাদ ঃ মনের মধ্যে যেরকম ভাব নিয়ে লোকে যে যে কাজ করে তদনুরূপ শরীরের দ্বারা সেই সেই ফলও সে ভোগ করে।

[সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক যে ভাব নিয়ে "যদ্ যৎ কর্ম নিষেবতে" =সাত্ত্বিক হোক্, রাজস হোক্ কিংবা তামস হোক্—যে যে কাজ করতে থাকে;—। "তাদৃশেন শরীরেণ"=সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান কিংবা তমঃপ্রধান সেই সেই শরীরে, "তৎ তৎ ফলমুপাশ্নুতে"=সাত্ত্বিক, রাজস অথবা তামস সেই সেই ফল ভোগ করে। অতএব রজোবহুল এবং তমোবহুল অসাধু কর্ম ও অসৎ সঙ্কল্প থেকে যখন এইভাবে অনিষ্ট ফল ভোগ করতে হয় তখন তা বর্জন ক'রে সৎসঙ্কল্প এবং সাধুকর্ম করাই উচিত ।] ।। ৮১ ।।

এষ সর্বঃ সমুদ্দিষ্টঃ কর্মণাং বঃ ফলোদয়ঃ।
নৈঃশ্রেয়সকরং কর্ম বিপ্রস্যেদং নিবোধত।। ৮২।।

অনুবাদ ঃ আমি আপনাদের কাছে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহের কিরকম ফলোদয় হয় তা সব এইভাবে বললাম। এখন আপনারা ব্রাহ্মণের মোক্ষফল-দায়ক কর্মানুষ্ঠানের বিষয় শ্রবণ করুন।।৮২।।

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।। ৮৩।।

অনুবাদ ঃ পুনঃপুনঃ বেদপাঠ, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা এবং গুরুসেবা এগুলি সব শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয়সসাধক অর্থাৎ মোক্ষদায়ক কর্ম।

[এখানে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দটি যে কেবল পুরুষার্থবিশেষকে বোঝাচ্ছে তা নয়, কিন্তু যা নিশ্চিত সুখজনক সেইরকম প্রীতিবিশেষও এর দ্বারা বোধিত হচ্ছে। 'বেদাভ্যাস' প্রভৃতি কর্মগুলি যদিও

আগে উক্ত হয়েছে তবুও আত্মজ্ঞানের প্রশংসার জন্য সেগুলি আবার বলা হচ্ছে] ।। ৮৩ ।।

সর্বোষমপি চৈতেষাং শুভানামিহ কর্মণাম্।
কিঞ্চিৎ শ্রেয়স্করতরং কর্মোক্তং পুরুষং প্রতি।। ৮৪।।
সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ।। ৮৫।।

অনুবাদ ঃ 'এই যে সমস্ত শুভকর্ম রয়েছে, এগুলি মধ্যে কোন্ কর্ম পুরুষের মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃসম্পাদনের পক্ষে বেশী উপযোগী ব'লে কথিত হয়', ঋষিদের দ্বারা এই রকম প্রশ্ন করা হ'লে মহর্ষি ভৃগু তার উত্তরে বল্‌লেন, এই সব কর্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ব'লে কথিত হ'য়ে থাকে; কারণ এটিই সকল বিদ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তা থেকেই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। ।। ৮৪-৮৫ ।।

সর্বেষামিতি। এষাং বেদাভ্যাসাদীনাং সর্বেষামপি মধ্যে উপনিষদুক্তপরমাত্মজ্ঞানং প্রকৃষ্টং স্মৃতম্। যস্মাৎ সর্ববিদ্যানাং প্রধানম্ অত্রৈব হেতুমাহ। যতো মোক্ষস্তস্মাৎ প্রাপ্যতে।। ৮৫ ।।

ষণ্ণামেষাং তু সর্বেষাং কর্মণাং প্রেত্য চেহ চ।
শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্বদা কর্ম বৈদিকম্।। ৮৬।।

অনুবাদ ঃ বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা — এই ছয়টি শ্রেয়স্কর মোক্ষসাধন-কর্মের মধ্যে 'বৈদিক কর্ম' অর্থাৎ বেদবিহিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষশ্রুতি-বচনবোধিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মকে ইহলোকে ও পরলোকে পরম শ্রেয়স্কর ব'লে বুঝতে হবে ।। ৮৬ ।।

বৈদিকে কর্মযোগে তু সর্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিংস্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ।। ৮৭।।

অনুবাদ ঃ বেদবিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মপ্রয়োগে পূর্বোক্ত ঐ বেদাভ্যাস প্রভৃতিগুলি সব এক একটি কর্মনুষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত হ'য়ে থাকে।

[বৈদিক কর্ম' কথাটির অর্থ 'জোতিষ্টোমাদি' হ'লে শ্লোকটির অর্থ এইরকম হবে—। "ক্রিয়াবিধি" শব্দের অর্থ বৈদিক কর্মবিধি। "কর্মযোগে"=কর্মানুষ্ঠানে। "এতানি সর্বাণি"=উপনিষৎপাঠ এবং বেদপাঠ প্রভৃতিগুলি "অন্তর্ভবন্তি তস্মিন্"=কোনও না কোনও, কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে ঐগুলি অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকে। এখানে মূল শ্লোকটির মধ্যে "কর্মযোগে" এই শব্দটির দ্বারাই গতার্থ হয় ব'লে "ক্রিয়াবিধি" এই শব্দটি 'শ্লোকপূরণার্থক' এবং এর দ্বারা বেশী কোনও অর্থ বোধিত হচ্ছে না। অথবা "যজ্ঞের মধ্যে ক্রতু' এই রকম উক্তিস্থানে 'ক্রতু' শব্দটি যেমন যজ্ঞবিশেষরূপ বা সোমযাগরূপ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে এখানেও সেইরকম বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা যায়। এইভাবে দুইটি প্রয়োগের পার্থক্য রয়েছে বুঝতে হবে। ঐগুলির মধ্যে বেদাভ্যাস নামক কর্মটি 'সত্র' নামক যজ্ঞের মধ্যে পড়ে। যজমান ব্যক্তির পাঠ্য মন্ত্রমূহের মধ্যে তার উপযোগিতা আছে । 'তপঃ'—শব্দটি দীক্ষা, উপসৎ এবং সোমযাগের মধ্যে পড়ে। "ব্রাহ্মণ কেবল দুধপান করে 'ব্রত' পালন করবে" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে এ কথা বলা হয়েছে। 'জ্ঞান' শব্দটি সকল কর্মেই আবশ্যক; কারণ, অজ্ঞ ব্যক্তির শাস্ত্রীর কোন কর্মেই অধিকার নেই। এইরকম 'ইন্দ্রিয়সংযম'টি প্রত্যেক যাগেতেই সম্বন্ধযুক্ত; কারণ, শাস্ত্রমধ্যে—"যজ্ঞে নিযুক্ত

ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ করবে না, মাংস ভক্ষণ করবে না" এইরকম সংযমবিষয়ক বিধি আছে। এইরকম, হিংসানিবৃত্তির বিষয়ও উপদিষ্ট হয়েছে,—যথা, "অতএব সেই অমাবস্যার রাত্রিটিতে কোনও প্রাণীর প্রাণবিয়োগ ঘটাবে না, এমন কি একটি কৃকলাসকেও মারবে না"। গুরুসেবা প্রভৃতিগুলিও এইভাবেই কর্মমধ্যে প্রবিষ্ট হবে। এইভাবে বেদাভ্যাসাদি বিশেষ বিশেষ কর্মের অন্তর্গত হ'য়ে থাকে।]।।৮৭।।

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্।। ৮৮।।

অনুবাদ : বৈদিক জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম দুই প্রকার - প্রবৃত্তকর্ম এবং নিবৃত্তকর্ম। প্রবৃত্ত কর্মফলে স্বর্গাদি সুখ ও ইহ লোকে অভ্যুদয়াদি লাভ হয়। আর নিঃশ্রেয়সফলদায়ক যে কর্ম অর্থাৎ মুক্তিলাভ যার দ্বারা হয় তা নিবৃত্ত কর্ম।

[বৈদিককর্ম কেবল প্রবৃত্তকর্মই হ'য়ে থাকে এমন কথা বলা হ'য়ে থাকে। তবে এই বৈদিক কর্ম যে দুই প্রকার তা বলার কারণ হ'ল — প্রবৃত্তকর্মই প্রধান অর্থাৎ বেশী পরিমাণ। তবে দুই ক্ষেত্রেই বৈদিকত্ব সমভাবে বিদ্যমান।] ।। ৮৮ ।।

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্বং তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।। ৮৯।।

অনুবাদ : ইহলোক সম্বন্ধে বা পরলোকসম্বন্ধে কোনও কামনা ক'রে যে কর্ম করা হয় তাকে প্রবৃত্ত কর্ম বলে [যে সব কাম্যকর্ম থেকে ইহলোকে ফল পাওয়া যায়, সেগুলি হ'ল - কারীরী ইষ্টি (যাগ), বৈশ্বানরী ইষ্টি প্রভৃতি। যা থেকে পরলোকে ফল পাওয়া যায় সেগুলি হ'ল জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি]; আর জ্ঞানপ্রধান যে নিষ্কামকর্ম করা হয়, তা নিবৃত্তকর্ম ।। ৮৯ ।।

প্রবৃত্তং কর্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ।। ৯০।।

অনুবাদ : প্রবৃত্তকর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদেরও সাম্য লাভ করা যায়। আর নিবৃত্তকর্মপরায়ণ ব্যক্তি পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করে [ভূতান্যত্যেতি = এইরকম পাঠ থাকলে এই অর্থ; কিন্তু ভূতানপ্যেতি এই পাঠে অপ্যয় শব্দের অর্থ-বিশেষ ভাবে লয় ক'রে দেওয়া, তাই এই পাঠের অর্থ হবে - নিবৃত্তকর্মপরায়ণ ব্যক্তির কাছে নিখিল প্রপঞ্চ অসার অর্থাৎ মিথ্যা হ'য়ে যায়] ।। ৯০ ।।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।। ৯১।।

অনুবাদ : যিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্বভূতমধ্যে নিজেকেই দেখেন এবং নিজের মধ্যেও সকলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, সেই সমদর্শী আত্মযাজী ব্যক্তি 'স্বারাজ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

[কিভাবে প্রপঞ্চ লয় করা যায় অথবা প্রপঞ্চের উপর কিরকম দৃষ্টি কর্তব্য এরকম জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন "সর্বভূতেষু" ইত্যাদি। এখানে 'ভূত' শব্দটির দ্বারা চেতন এবং অচেতনস্থাবরজঙ্গম সমুদয় পদার্থ অভিহিত হচ্ছে। সেইগুলির সকলেরই মধ্যে এইভাবে আত্মদর্শন কর্তব্য—'এই জগৎ আমারই স্বরূপ'। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে (তৈত্তিরীয় উপনিষদে) আম্নাত হয়েছে—"আমি এই সংসাররূপ বৃক্ষের প্রেরয়িতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এর উচ্ছেদকর্তা"। এর দ্বারা এই কথা বলা হচ্ছে যে, জগতে আপন-পর ব্যবহার (ভেদজ্ঞান) ত্যাগ

করবে। 'এই আমি, এটি আমার, এটি আমার নয়' এই প্রকার ব্যবহারে বন্ধন ঘটে। কিন্তু যিনি আপন-পর অভিনিবেশ ত্যাগ করেছেন, আপন-পর ভেদজ্ঞান যাঁর নেই, তাঁর কাছে আত্মার একত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে। "স্বারাজ্য' কথাটির এইরকম অর্থ। "সর্বভূতানি চাত্মনি",— বিকার প্রপঞ্চরূপ এই যে জগৎ এটি আমার মধ্যেই রয়েছে, আমি এককই স্রষ্টা,কর্তা, ধ্যাতা এবং ধ্যেয়। "আত্মযাজী",—যিনি নিজেকেই সর্বদেবতাত্মক জ্ঞান করেন (এইভাবে 'অহংগ্রহোপাসনা' করেন),—তিনি এইরকম জ্ঞান করেন যে, অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতি দেবতারা সব আলাদা নয় অর্থাৎ আমার থেকে পৃথক্ নয়, কিন্তু আমিই সর্বদেবতাত্মক;— এইভাবে দর্শন করতে থেকে তিনি 'আত্মযাজী' হ'য়ে থাকেন; "আত্মযাজী" শব্দের দ্বারা এখানে যে আত্মার উদ্দেশ্যে যাগ করতে বলা হয়েছে তা নয়।] ।। ৯১ ।।

যথোক্তান্যপি কর্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।। ৯২।।

অনুবাদ ঃ এমন কি সকল প্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্মও পরিত্যাগ ক'রে আত্মজ্ঞান, শম এবং বেদাভ্যাস পরিশীলনে ব্রাহ্মণের যত্নবান্ হওয়া কর্তব্য। ["যথোক্তান্যপি কর্মাণি" এর দ্বারা যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম পরিত্যাগ করতে বলা হচ্ছে তা নয়; কিন্তু 'অত্মজ্ঞানসাধনে যত্নবান্ হবে' এইভাবে আত্মজ্ঞান পরিশীলনের বিধান করা হচ্ছে। প্রশস্ত দেবায়তন প্রদক্ষিণ, মন্ত্রগুরুর নিকট অভিগমন ইত্যাদি প্রকার কর্তব্যকলাপ পরিত্যাগ করেও আত্মজ্ঞান পরিশীলন করা কর্তব্য, এটাই 'কর্মাণি পরিহায়"=বিহিত কর্মসকল পরিত্যাগ ক'রে, এই রকম উক্তির আলম্বন। কারণ, নিত্য কর্মসমূহ নিজ ইচ্ছানুসারে পরিতাগ করা যায় না, যেহেতু ঐগুলি পুরুষধর্মরূপে বিহিত হয়েছে ব'লে সন্ন্যাস ব্যতীত ওগুলির ত্যাগ শাস্ত্রসম্মত নয়।] ।। ৯২ ।।

এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা।। ৯৩।।

অনুবাদ ঃ এই যে আত্মজ্ঞান এটিই বিশেষ করে ব্রাহ্মণের পক্ষে জন্মসাফল্য, অর্থাৎ এতেই ব্রাহ্মণের জন্ম সফল হয়। দ্বিজাতিগণ এই আত্মজ্ঞান যদি লাভ করেন, তবেই কৃতকৃত্য হন, অন্য কোনও প্রকারে কৃতকৃত্যতা হয় না।

["দ্বিজো ভবতি"=দ্বিজাতি কৃতকৃত্য হয়,—এর দ্বারা দেখান হ'ল যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও আত্মজ্ঞানে অধিকার আছে। এসম্বন্ধে আরণ্যকশ্রুতিতেও এইরকম নির্দেশ রয়েছে। "ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ"= বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণের পক্ষে, কারণ, ব্রাহ্মণের সাথে 'বেদাভ্যাস'-এর সম্বন্ধ। সর্বত্র সমদর্শন অভ্যাসিত হ'লে আত্মজ্ঞান জন্মে। ঐ আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে দ্বিজাতিগণ কৃতকৃত্য হন,—কারণ এর দ্বারাই পুরুষার্থপ্রাপ্তির সমাপ্তি ঘটে; যেহেতু, মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোনও পুরুষার্থ নেই।] ।। ৯৩ ।।

পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।। ৯৪।।

অনুবাদ ঃ পিতৃগণ, দেবগণ, এবং মনুষ্যগণের পক্ষে বেদ সনাতন চক্ষুস্বরূপ; বেদ প্রণয়ন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় এবং মীমাংসাদিশাস্ত্র-নিরপেক্ষভাবে ঐ বেদশাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হওয়াও অসম্ভব, এটি স্থির সিদ্ধান্ত।

["সনাতন" শব্দের অর্থ নিত্য বা শাশ্বত। এর দ্বারা এই কথা বলা হ'ল যে, বেদ কোনও পুরুষ-কতৃক রচিত নয়। যেহেতু, যা পুরুষ-রচিত বাক্য তার প্রামাণ্য নির্ভর করে সেই পুরুষের

প্রামাণ্যের উপরে। পুরুষেরও আবার ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষ থাকতে পারে; কাজেই সেই কারণে তার বাক্যেরও প্রাম্যণ্য থাকে না অর্থাৎ তা প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু যেহেতু বেদ পুরুষ-রচিত নয়, সে কারণে, রচয়িতা পুরুষের গুণ বা দোষ থাকা না থাকার উপর তার বাক্যের প্রামাণ্য নির্ভর করলেও বেদে যখন তার সম্ভাবনা নেই তখন বেদ প্রমাণই হবে, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়। অতএব বেদের প্রামাণ্য হয়েছে ব'লে বেদোক্ত বিষয়ের প্রামাণ্যের সাথে কারও বিরোধ হ'তে পারে না।]।।৯৪।।

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।। ৯৫।।

অনুবাদ ঃ বেদবাহ্য অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ যে সব স্মৃতি আছে এবং যে সব শাস্ত্র কুদৃষ্টিমূলক অর্থাৎ অসৎ-তর্কযুক্ত মতবাদমসূহ যে শাস্ত্রে আছে, সেগুলি সব শেষ পর্যন্ত [প্রেত্য=প্রকর্ষপ্রাপ্ত হ'য়ে অর্থাৎ শেষ অবস্থায় গিয়ে সেই সব শাস্ত্র প্রতিপাদিত যুক্তির হেতু ও দৃষ্টান্ত নিপুণভাবে পরীক্ষিত হ'লে তখন শেষপর্যন্ত] একেবারে নিষ্ফল অর্থাৎ বৃথা বা অকিঞ্চিৎকর ব'লে প্রতিভাত হয় এবং সেগুলি তমোনিষ্ঠ ব'লে স্মৃত হ'য়ে থাকে। [কারোর কারোর মতে অর্থাটি এইরকম — প্রেত্য অর্থাৎ মৃতের পক্ষে অর্থাৎ মরণের পর ঐগুলি সব নিষ্ফল। কারণ, ঐগুলি তমোনিষ্ঠ অর্থাৎ তামসযোনির কারণ হয় ব'লে ঐগুলির তমোমধ্যেই পর্যবসান ঘটে] ।। ৯৫ ।।

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ।। ৯৬।।

অনুবাদ ঃ এই বেদ ছাড়া আর যত কিছু শাস্ত্র আছে [অর্থাৎ যেগুলি পুরুষ-কল্পিত] সেগুলি কালক্রমে উৎপন্ন হয় এবং বিনাশও প্রাপ্ত হয়। সেগুলি সব অর্বাচীনকালীন; এজন্য সেগুলি সব নিষ্ফল ও মিথ্যা।

[এই বেদ ছাড়া "অন্যানি"=আর যত কিছু অনুশাসন আছে সেগুলি সব "উৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি"=হঠাৎ উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ প্রাপ্তও হয়। সেগুলির সব উৎপত্তির এবং বিনাশ আছে বলে সেগুলি অনিত্য। পক্ষান্তরে বেদ তার বিপরীতধর্ম অর্থাৎ তার উৎপত্তিও নেই এবং বিনাশও নেই; কাজেই তা অনিত্য নয়। "অর্বাক্ কালিকতয়া"=ইদানীন্তন (পরবর্তী কালের) কোনও পুরুষের দ্বারা রচিত হয়েছে ব'লে সেগুলি "নিষ্ফলানি"=ফলশূন্য; কারণ, কোনও অদৃষ্ট ফল সেগুলির নেই। "যানি কানিচিৎ"=সেগুলি যেকোনও প্রকার প্রবঞ্চনামূলক ভ্রান্ত অনুশাসন।] ।। ৯৬ ।।

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি।। ৯৭।।

অনুবাদ ঃ চারটি বর্ণ, তিন লোক, পৃথক্ পৃথক্ চারটি অশ্রম এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এগুলি সব একমাত্র বেদ থেকেই প্রচারিত হয়।

[এ শ্লোকটিও বেদের প্রশংসাস্বরূপ। চারটি বর্ণ বেদ থেকেই প্রসিদ্ধ হয়, কারণ তাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্মাধিকার বেদ থেকেই নিরূপিত হ'য়ে থাকে। "ব্রাহ্মণ বসন্ত কালে অগ্ন্যাধান করবে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে অগ্ন্যাধান করবে" এসব উপদেশ কেবল বেদ থেকেই জানা যায়। তবে চার বর্ণের স্বরূপটির বৃদ্ধব্যবহারজ্ঞেয়, যেহেতু মনুষ্যত্বাদি ধর্ম, সকল বর্ণের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান ব'লে তার দ্বারা কে কোন্ বর্ণের লোক তা নিরূপণ করা যায় না। "ত্রয়ো লোকাঃ"=স্বর্গ প্রভৃতি তিনটি লোক ঐ বেদ থেকেই সিদ্ধ হয়। কারণ, এখানে (ভূলোক)-

দেবতার উদ্দেশ্যে যে হবির্দ্রব্যাদি যজ্ঞাদিকালে প্রদত্ত হয় দেবগণ তার উপর নির্ভর ক'রে থাকেন। এর দ্বারা এবিষিয়টিও সিদ্ধ (প্রতিপাদিত) হচ্ছে যে, বেদ ত্রিভুবনের স্থিতির হেতুস্বরূপ। স্মৃতিগুলি বেদমূলক ব'লে সেগুলিরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। চতুরাশ্রমও বেদ থেকেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। "ভূতং"= অতীত-জন্ম অর্থাৎ পূর্বজন্ম এবং সুখদুঃখাদি,—। এবং যা "ভবৎ" অর্থাৎ বর্তমান এবং যা 'ভবিষ্যং"= ভবিষ্যৎ, সে সকলেরই কারণ হ'ল বেদ; সে সব বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য বেদকেই আশ্রয় করতে হয়] ।। ৯৭ ।।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতির্গুণকর্মতঃ।। ৯৮।।

অনুবাদ ঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পঞ্চমতঃ গন্ধ এগুলি সব একমাত্র বেদ থেকেই উৎপন্ন হয়; কারণ লোকদের নিকট তাদের নিজ নিজ গুণকর্ম অনুসারেই [অর্থাৎ বৈদিক কর্ম - জীবের গতি নিয়ন্ত্রিত ক'রে বলেই] সেগুলি প্রকাশ পায়।

[শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়গুলি-ভোগ্যরূপে যে সুখসাধন হয় অর্থাৎ ঐগুলি যে সুখ সম্পাদন করে তা বেদ থেকেই সিদ্ধ হয়। কারণ, বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করলে সুখজনক মধুর শব্দাদি শ্রবণ করবার ভাগ্য ঘটে। আর যদি বেদবিহিত কর্মাদি পরিত্যাগ করা হয়, তা হ'লে দুরদৃষ্টবশতঃ শ্রুতিকটু শব্দাদি শ্রবণ করতে হয়। এইজন্য বেদবিহিত কর্মাদি অনুষ্ঠান করা কিংবা তা পরিত্যাগ করা এই দুইটি অনুসারে শরীর উৎপাদনের এবং সুখদুঃখাদি ভোগের অনুকূল শব্দাদি-বিষয়সমূহের সাথে সম্বন্ধ হয়।]।।৯৮।।

বিভর্তি সর্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্।। ৯৯।।

অনুবাদ ঃ সনাতন বেদশাস্ত্রই সকল প্রাণীকে ধারণ করছে। সেই বেদশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ; কারণ, বেদই জীবের সুখদুঃখের সাধন নির্দেশ করে অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই মানুষের পুরুষার্থ-সাধনের পরমোপায় ব'লে মনে করা হয়।

[বেদ কিভাবে সমস্ত জীবকে ধারণ করে তা ব্রাহ্মণমধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, যথা—। "অগ্নিতে হবির্দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়; সেই অগ্নি আদিত্যকে তৃপ্ত করে। সূর্য রশ্মিজাল-দ্বারা তা বৃষ্টিরূপে পরিণত করে। তা থেকে অন্ন জন্মে। তার ফলে এই ভূলোকে জীবগণের উৎপত্তি এবং স্থিতি"। এই মনুসংহিতাতেও বলা হয়েছে "অগ্নিতে যে যথাবিধি আহুতি দেওয়া হয় তা আদিত্যের নিকট উপস্থিত হয়ে থাকে" ইত্যাদি। "তস্মাদেতৎ পরং মন্যে"=এই কারণে এই বেদকে 'পরম' অর্থাৎ পুরুষার্থের হেতুস্বরূপ বলে মনে করি। যেহেতু এর মধ্যে ধর্মের অনুশাসন আছে]।।৯৯।।

সৈন্যাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদাশাস্ত্রবিদর্হতি।। ১০০।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রবিৎ তিনি সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব, সর্বলোকাধিপত্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই যোগ্য—উপযুক্ত পাত্র।

[এ-ও বেদের প্রশংসা। "দণ্ডনেতা"=দণ্ডের নায়ক— গ্রাম ও নগরের ভালমন্দ পর্যবেক্ষণ করতে যারা নিযুক্ত। 'সেনা' অর্থ হাতী, ঘোড়া, রথ এবং পদাতি এই চতুষ্টয়; পতি = চালক। "রাজ্যং"=মণ্ডলের অধিপতিত্ব। "সর্বলোকাধিপত্য"=সার্বভৌমত্ব।] ।। ১০০ ।।

যথা জাতবলো বহ্নির্দহত্যার্দ্রানপি দ্রুমান্।
তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্মজং দোষমাত্মনঃ।। ১০১।।

অনুবাদ : অগ্নি যেমন প্রবল হ'লে ভেজা কাঠ, কাঁচা গাছ সবই পুড়িয়ে ফেলে সেইরকম বেদজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কর্মজনিত দোষসমূহ দগ্ধ ক'রে থাকেন। ।। ১০১ ।।

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। ১০২।।

অনুবাদ : বেদশাস্ত্রের অর্থ যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হয়েছেন, সেই রকম বেদার্থজ্ঞ ব্যক্তি যে কোনও আশ্রমেই বাস করুণ না কেন [তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেই হোক্ বা না করেই হোক্] তিনি ইহলোকে থেকেই ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে যান অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ।। ১০২ ।।

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।। ১০৩।।

অনুবাদ : অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা 'গ্রন্থী' অর্থাৎ কেবল গ্রন্থমাত্রজ্ঞ গ্রন্থমাত্র-অধ্যায়ণকারী শ্রেষ্ঠ; আবার যাঁরা 'ধারী' অর্থাৎ যত্নপূর্বক গ্রন্থ আয়ত্তে রাখেন (অর্থাৎ যাঁরা অধীত বিষয় স্মরণ করে রাখেন) তাঁরা ঐ গ্রন্থিগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ঠ। আবার যাঁর জ্ঞানী অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থবিদ্ তাঁরা ঐ ধারিগণ অপেক্ষাও প্রশস্ত। আবার যারা ব্যবসায়ী অর্থাৎ গ্রন্থনির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন, তাঁরা ঐ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

["অজ্ঞ" অর্থ মূর্খ অর্থাৎ যারা বেদ্যাধ্যয়ন করে না। "গ্রন্থিনঃ"=যারা কেবল গ্রন্থটুকু মাত্র বলতে পারে। "ধারিণঃ"=যাঁরা যত্নসহকারে পাঠ করেন; আর যারা বিশেষ যত্ন না করে যথাকথঞ্চিৎ পাঠ করে তারা 'গ্রন্থী'। "ধারিণঃ" এখানে "গ্রন্থস্য" এই শব্দটির সাথে সম্বন্ধ হবে। এরা শ্রেষ্ঠ, কারণ জপ অর্থাৎ গ্রন্থপাঠ এবং প্রতিগ্রহাদিতে এঁদের অধিকার আছে। আবার যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা সকল কর্মের অধিকারী; কাজেই তাঁরা বেশী শ্রেষ্ঠ। কারণ, জপাদি কর্ম গুলি যদি অর্থজ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় তা হ'লে সেগুলি অধিক ফলপ্রদ হ'য়ে থাকে। এইজন্য (ছান্দোগ্য উপনিষদে) এইভাবে আম্নাত হয়েছে—"যা কিছু বিদ্যা-(জ্ঞান)-সহকারে, শ্রদ্ধাসহকারে এবং অপ্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ প্রচার না ক'রে করা যায়, তাই বেশী সামর্থ্যযুক্ত হ'য়ে থাকে"। "ব্যবসায়িনঃ"=যাঁরা কর্মানুষ্ঠান করেন—তাতে কোনও প্রকার সন্দেহ বা ইতস্ততঃ করেন না—'এটি অন্য রকম' এই প্রকার শঙ্কা যাঁদের চিত্তে স্থান পায় না। এই বচনটিও প্রশংসাস্বরূপ। এর তাৎপর্যার্থ এই যে, বেদ যদি কেবল অধ্যয়ন করা যায় তা হ'লে তাতেই তা পুরুষার্থ সাধন করতে সমর্থ হয়, আর অর্থজ্ঞান যদি থাকে তা হ'লে তার শক্তি যে অতি বেশী সে বিষয়ে বক্তব্য কি আছে ?] ।। ১০৩ ।।

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে।। ১০৪।।

অনুবাদ : ব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যা এবং বিদ্যা এই দুইটিই নিঃশ্রেয়সলাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের পক্ষে পরম উপকারক। তার মধ্যে তপস্যার দ্বারা পাপ ধ্বংস করা হয় আর বিদ্যার দ্বারা মোক্ষলাভ ঘটে।

[শ্লোকটির দ্বারা এই কথা বলা হচ্ছে যে, বিদ্যা থাকলেও যদি পাপ ক্ষয় না হয়, তা হ'লে মোক্ষলাভ হয় না; আবার পাপকর্ম ক্ষয় হ'লেও বিদ্যা না থাকলে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হ'লেও মুক্তিলাভ ঘটে না। কাজেই "কর্ম ক্ষয় হ'লে তারা স্বভাবতই মুক্তিলাভ করবে"

এইরকম যা বলা হয়েছে তা সমীচীন নয়। 'অমৃত' শব্দের অর্থ—যে অবস্থা থেকে সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, তা শুদ্ধ আনন্দস্বরূপতা] ।। ১০৪।।

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।। ১০৫।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ধর্মশুদ্ধি অর্থাৎ ধর্মের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অবগত হ'তে ইচ্ছুক তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং নানাপ্রকার বিধিনিষেধযুক্ত স্মৃতি প্রভৃতি-শাস্ত্র —এই তিনটি প্রমাণ সম্যক্‌রূপে বিদিত হওয়া আবশ্যক।

['ধর্মশুদ্ধি' এখানে ধর্ম' শব্দটির অর্থ বেদার্থ অর্থাৎ বেদবাক্যের তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থ; তার 'শুদ্ধি' অর্থাৎ বিবরণ অর্থাৎ পূর্বপক্ষ - নিরাসপূর্বক সদ্‌যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত-অবধারণ।] ।। ১০৫ ।।

আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাঽবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ।। ১০৬।।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি বেদোক্ত-ধর্মোপদেশসমূহ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী অর্থাৎ অনুকূল তর্কের সাহায্যে অনুসন্ধান করেন অর্থাৎ নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন, তিনিই বেদের ধর্ম অর্থাৎ বেদের অর্থ অবগত হন; এর বিপরীত স্বভাব ব্যক্তি বেদার্থধর্ম বোঝে না ।। ১০৬ ।।

নৈঃশ্রেয়সমিদং কর্ম যথোদিতমশেষতঃ।
মানবস্যাস্য শাস্ত্রস্য রহস্যমুপদিশ্যতে।। ১০৭।।

অনুবাদ ঃ নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষসাধন সম্বন্ধে যে সব বিষয় উপকারী সেইসব কর্মের বিষয় এইরকম সমগ্র ভাবে বলা হ'ল। এখন এই মানবশাস্ত্রের রহস্যোপদেশ বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। [রহস্য শব্দের অর্থ গোপনীয়। কাজেই এই মানবশাস্ত্র সকলের কাছে প্রকাশ করার যোগ্য নয়। যে লোক গুরুশুশ্রূষা এবং শাস্ত্রজিজ্ঞাসা- পরায়ণ নয়, যার ঐকান্তিকী ভক্তি নেই এবং যে লোক স্থির প্রকৃতি নয়, তার কাছে এই বিদ্যা প্রকাশ করা উচিত নয়] ।। ১০৭ ।।

অনাম্নাতেষু ধর্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ।। ১০৮।।

অনুবাদ ঃ বর্তমান মানবধর্মশাস্ত্রে যে বিষয় অনাম্নাত অর্থাৎ অনিরূপিত বা অনুপদিষ্ট [যে যে বিশেষ ধর্মের উল্লেখ নেই] , এইরকম বিশেষ ধর্মের উল্লেখ না থাকায়, সেই সম্বন্ধে কোনও রকম সংশয় এবং জিজ্ঞাসা উপস্থিত হ'লে, সেইরকম ক্ষেত্রে 'শিষ্ট' ব্রাহ্মণেরা যা বলবেন, অশঙ্কিত ভাবে তাকেই ধর্ম ব'লে গ্রহণ করতে হবে ।। ১০৮ ।।

ধর্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ।। ১০৯।।

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মচর্যাদি ধর্মযুক্ত হ'য়ে যাঁরা 'সপরিবৃংহণ বেদ'অর্থাৎ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ইতিহাস ও পুরাণাদির দ্বারা পরিপুষ্ট বেদশাস্ত্র বিধিপূর্বক আয়ত্ত করেছেন সেই ব্রাহ্মণকে **শিষ্ট** ব'লে বুঝতে হবে; শ্রুতিই তাঁদের নিকট প্রত্যক্ষস্বরূপ এবং হেতুস্বরূপ অর্থাৎ অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণস্বরূপ ।। ১০৯।।

দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ।। ১১০।।

অনুবাদ : কমপক্ষে দশজন অথবা দশজন ব্যক্তির [যাঁরা বিদ্বান, সদাচার সম্পন্ন ও ধর্মজ্ঞ হবেন] সমবিধান সম্ভব না হ'লে কমপক্ষে তিনজন বৃত্তস্থ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিষৎ [সভা]গঠন করতে হবে; সেই পরিষৎ যা ধর্ম ব'লে নিরুপণ ক'রে দেবে,তার অন্যথা করবে না, অর্থাৎ তাকেই ধর্ম ব'লে গ্রহণ করবে ।। ১১০ ।।

ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা।। ১১১।।

অনুবাদ : ঋগ্বেদ প্রভৃতি তিন বেদে অভিজ্ঞ তিনজন, হেতুক অর্থাৎ অনুমানাদি-নিপুণ একজন [logician], তর্কী অর্থাৎ উহ-অপোহকুশল একজন [মীমাংসক], বেদাঙ্গ-নিরক্তশাস্ত্র-জ্ঞাতা একজন, মানবাদিধর্মশাস্ত্রজ্ঞ একজন এবং প্রথম তিনটি আশ্রমের তিন ব্যক্তি [অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ] এইরকম অন্যূন দশজনকে নিয়ে দশাবরা পরিষৎ গঠিত হবে ।। ১১১ ।।

ঋগ্বেদবিদ্ যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্মসংশয়নির্ণয়ে।। ১১২।।

অনুবাদ : ধর্মসংশয় উপস্থিত হ'লে তা নিরুপণ করার জন্য ঋগ্‌বেদজ্ঞ, যজুর্বেদজ্ঞ এবং সামবেদজ্ঞ এই অন্যূন তিনজনকে নিয়ে যে পরিষৎ গঠিত হয় তাকে ত্র্যবরা পরিষৎ ব'লে বুঝতে হবে ।। ১১২ ।।

একোঽপি বেদবিদ্ধর্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ।। ১১৩।।

অনুবাদ : বেদবিৎ একজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণও যা ধর্ম ব'লে নিরুপণ ক'রে দেবেন, তাকেই যথার্থ ধর্ম ব'লে বুঝতে হবে; কিন্তু বেদানভিজ্ঞ অযুত অযুত লোকের উক্তিও ধর্ম ব'লে গ্রাহ্য হবে না।।১১৩।।

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে।। ১১৪।।

অনুবাদ : যারা বেদ-গ্রহণের ব্রত পালন করে নি, যারা বেদমন্ত্র গ্রহণ করে নি, কিন্তু যারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে আছে, তারা হাজারে হাজারে মিলিত হ'লেও এই সব লোক নিয়ে 'পরিষৎ' নিষ্পন্ন হবে না' ["ব্রতী" অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী; তাঁরা যা নিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে বলবেন সে সম্বন্ধে বিদ্বান্ই কি আর অবিদ্বান্ই কি কারও সন্দেহ করা উচিত হবে না। এইজন্য যাঁরা সাধারণ বিদ্ধান্ এবং বেদব্রতী তাদের উক্তি তুল্যগুণ ব'লে বিকল্পিত হবে না।] ।। ১১৪।।

যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি।। ১১৫।।

অনুবাদ : তমোগুণবহুল ধর্মতত্ত্বানভিজ্ঞ মূর্খগণ যা 'ধর্ম' অর্থাৎ পাপকারীর প্রায়শ্চিত্ত ব'লে উপদেশ দেবে তাতে পাপকারীর সেই পাপ শতগুণ হ'য়ে ঐ ধর্ম-উপদেষ্টাগণকে আশ্রয় করবে ।। ১১৫ ।।

এতদ্বোঽভিহিতং সর্বং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
অস্মাদপ্রচ্যুতো বিপ্রঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।। ১১৬।।

অনুবাদ : যা নিঃশ্রেয়সসাধক যথার্থ ধর্ম সে সম্বন্ধে আপনাদের কাছে এইসব তত্ত্ব বললাম। ব্রাহ্মণ যদি এই ধর্ম থেকে স্খলিত না হন, তা হ'লে তিনি পরমা গতি লাভ করেন। [ধর্মের তত্ত্ব বলবার যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এই শ্লোকটি তারই উপসংহার। "আমাদিগকে ধর্মতত্ত্ব বলুন" এইভাবে আগে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং মহর্ষিগণের নিকট "আপনারা শ্রবণ করুন" এইভাবে যে বক্তব্য-বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেই অনুশাসনীয় বিষয়টিরই পরিসমাপ্তি এই শ্লোকের দ্বারা বলা হল।]।।১১৬।।

টীকা : এতদ্ব ইতি। এতন্নিঃশ্রেয়সসাধকং প্রকৃষ্টং ধর্মাদিকং সর্বং যুষ্মাকমভিহিতম্। এতদনুতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণাদিঃ পরমাং গতিং স্বর্গাপবর্গরূপাং প্রাপ্নোতি।। ১১৬।।

এবং স ভগবান্ দেবো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ধর্মস্য পরমং গুহ্যং মমেদং সর্বমুক্তবান্।। ১১৭।।

অনুবাদ : এই প্রকারে সেই ভগবান্ অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা মনু সর্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষায় আমার নিকট ধর্মের এই সব পরম গুহ্যতত্ত্ব বর্ণনা করেছিলেন। [এই কথা ভৃগু নিজের শিষ্যগণকে বললেন]।।১১৭।।

টীকা : এবমিতি। স ভগবান্ ঐশ্বর্যাদিসংযুক্তো দ্যোতনাদ্দেবো মনুরুক্তপ্রকারেণেদং সর্বং ধর্মস্য পরমার্থং অশুশ্রূষুশিষ্যেভ্যো গোপনীয়ং লোকহিতেচ্ছয়া মমোক্তবানিতি ভৃগুর্মহর্ষীনাহ।। ১১৭।।

সর্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্বং হ্যাত্মনি সম্পশ্যন্নাধর্মে কুরুতে মনঃ।। ১১৮।।

অনুবাদ : সমাধিযুক্ত হ'য়ে সৎ এবং অসৎ সকল পদার্থই যে পরমাত্মাতে অবস্থিত তা ধ্যানস্থ হ'য়ে দর্শন করবে। কারণ, 'সমস্ত পদার্থই আত্মাতে কল্পিত' এই প্রকার জ্ঞান যাঁর হয় তিনি আর অধর্মাচরণে ইচ্ছা করেন না। ["সর্বং"=সমগ্র জগৎ যা 'সদসদাত্মক'=উৎপত্তিবিনাশধর্মক অর্থাৎ যার উৎপত্তি হয় আবার বিনাশও হয়,এই যার স্বভাব। অথবা—"অসৎ" অর্থাৎ যা শশশৃঙ্গাদির মতো অলীক এবং "সৎ" অর্থাৎ আকাশদির মতো নিত্য; সমস্তই "আত্মনি সংপশ্যেৎ"=আত্মার উপর বিশেষভাবে অবস্থিত অর্থাৎ অধ্যস্ত বা কল্পিত, এইভাবে উপাসনা করবে। যতক্ষণ না আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ততক্ষণ উপাসনা।] ।। ১১৮ ।।

টীকা : এবমুপসংহৃত্য মহর্ষীণাং হিতায় উক্তমপি আত্মজ্ঞানং প্রকৃষ্টমোক্ষোপকারকতয়া পৃথকৃত্যা আহ-সর্বমিতি। সদ্ভাবজাতমসদ্ভাবজাতঞ্চ এতৎ সর্বং ব্রাহ্মণো জানন্ ব্রহ্মস্বরূপমাত্মন্যুপস্থিতং তদাত্মকমনন্যমনা ধ্যানপ্রকর্ষেণ কুর্যাৎ। যস্মাৎ সর্বমাত্মত্বেন পশ্যন্ রাগদ্বেষাভাবাৎ অধর্মে মনো ন কুরুতে।। ১১৮।।

আত্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃ সর্বমাত্মন্যবস্থিতম্।
আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্মযোগং শরীরিণাম্।। ১১৯।।

অনুবাদ : এক আত্মাই সকল দেবতারূপে বিরাজমান ; সমস্ত বস্তুই আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কল্পিত। আত্মাই সকল জীবের কর্মফলসম্বন্ধ সম্পাদন ক'রে থাকে ।। ১১৯ ।।

টীকা : এতদেব স্পষ্টয়তি আত্মৈবেতি। ইন্দ্রাদ্যাঃ সর্বদেবতাঃ পরমাত্মৈব, সর্বাত্মত্বাৎ পরমাত্মনঃ। সর্বং জগদাত্মন্যেবাবস্থিতং পরমাত্মপরিণামত্বাৎ। হি অবধারণার্থে। পরমাত্মৈবৈষাং ক্ষেত্রজ্ঞাদীনাং কর্মসম্বন্ধং জনয়তি। তথা চ শ্রুতিঃ - 'এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি যমূর্দ্ধং নিনীষতি। এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি যমধো নিনীষতী''তি।। ১১৯।।

খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেঽনিলম্।
পক্তিদৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেঽপো গাঞ্চ মূর্তিষু।। ১২০।।
মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্।। ১২১।।

অনুবাদ : বাহ্য আকাশকে দেহের নবচ্ছিদ্ররূপ আকাশে সন্নিবেশিত অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত বা একীভূত ক'রে দেবে, বাহ্যবায়ুতে শরীরের চেষ্টায় [অর্থাৎ হাতপা প্রভৃতির ক্রিয়াবিশেষরূপ শরীরের অবস্থায়] এবং শরীরের বহিঃ স্পর্শাদিতে লীন ক'রে দেবে, বাইরের প্রকৃষ্ট তেজকে নিজের জঠরাগ্নিরূপ তেজে এবং দৃষ্টিতে লয়প্রাপ্ত করাবে, বাইরের জলকে স্নেহে অর্থাৎ শরীরের মেদমজ্জাদিরূপ আর্দ্রতায় সন্নিবেশিত করবে, এবং পৃথিবীকে নিজের স্থূলশরীরভাগে প্রবিলাপিত করবে। [এইভাবে মহাভূতসমূহকে উপসংহৃত করার বিষয় বলা হ'ল]।।১২০।।

অনুবাদ : [এখন দেহমধ্যে দেবতাগণকে কিভাবে উপসংহৃত করতে হয়, তা বলা হচ্ছে] চন্দ্রকে নিজের মনে সন্নিবেশিত করবে [অর্থাৎ ঐ যে চন্দ্র, উনি আকাশবিহারী নন, কিন্তু উনি আমার মনেতেই ব্যবস্থিত — এইরকম ভাবনা করবে], দিক্সমূহকে অর্থাৎ দিক্পালগণকে নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়ে অর্থাৎ কানে সন্নিবেশিত করবে, বিষ্ণুকে পরিক্রমণ ক্রিয়ায় সন্নিবেশিত করবে; এবং ভগবান্ হরকে দৈহিক বলে, অগ্নিকে বাগিন্দ্রিয়ে, মিত্রদেবতাকে পায়ু ইন্দ্রিয়ে [উৎসর্গ = মলত্যাগ, বায়ু-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া], ও প্রজাপতিকে জননেন্দ্রিয়ে সন্নিবেশিত করবে ।। ১২১ ।।

প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্।। ১২২।।

অনুবাদ : যিনি সমগ্র জগতের নিয়ন্তা, যিনি অণু অপেক্ষাও অণু অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম, যিনি হিরণ্যবর্ণ, স্বপ্নের মতো কেবল বুদ্ধির দ্বারাই যাঁকে উপলব্ধি করা যায় সেই পরম পুরুষকে বিদিত হবে অর্থাৎ ধ্যান করবে।। ১২২ ।।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্।। ১২৩ ।।

অনুবাদ : এই পরমপুরুকেই কেউ কেউ অগ্নি ব'লে জানেন, কেউ একে মনু বলেন, কেউ প্রজাপতি, কেউ ইন্দ্র [ইন্দ্রিয়], কেউ প্রাণ এবং কেউ আবার সনাতন ব্রহ্ম ব'লে থাকেন ।। ১২৩।।

এষ সর্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ।। ১২৪।।

অনুবাদ : এই পরমপুরুষ পৃথিবীপ্রভৃতি পঞ্চমহাভূতরূপে চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন, এবং জন্ম, মৃত্যু ও ক্ষয়ের দ্বারা চক্রবৎ এই সংসারকে পরিভ্রমণ করাচ্ছেন ।। ১২৪ ।।

এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্।। ১২৫ ।।

অনুবাদ ঃ এইভাবে যিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে নিজের থেকে অভিন্নরূপে দেখেন, তিনি সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হ'য়ে সনাতন অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মভাব লাভ করেন ।। ১২৫ ।।

ইত্যেতম্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।
ভবত্যাচারবান্নিত্যং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্‌গতিম্।। ১২৬ ।।

অনুবাদ ঃ ভৃগুমুখবিনির্গত এই মানবধর্মশাস্ত্র নিয়মিত পাঠ করতে থাকলে দ্বিজগণ সতত আচারনিষ্ঠ হন এবং যথাভিলষিত উৎকৃষ্ট গতি অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করেন ।। ১২৬ ।।

ইতি বারেন্দ্রনন্দনবাসীয়-ভট্টদিবাকরাত্মজ-কুল্লুকভট্টকৃতায়াং
'মন্বর্থমুক্তাবল্যাং মনুবৃত্তে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১২।।

।। দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

সমাপ্তমিদং মানবং ধর্মশাস্ত্রম্

মনুসংহিতা-নামক ধর্মশাস্ত্র সমাপ্ত

মনুসংহিতা

শ্লোকসূচী

অ

ম

— ০ —